ফরাসী বিপ্লব

(THE FRENCH REVOLUTION)

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
চন্দননগর কলেজ

বিদেশী সাহিত্য প্রকাশ

আমার মাকে

Dieu à proféré le monde comme une complexe et indivisible totalité.

Baudelaire

বিষয় সুচী

পৃষ্ঠা সংখ্যা

পৃষ্ঠা সংখ্যা

পৃষ্ঠা সংখ্যা

পৃষ্ঠা সংখ্যা

মানচিত্রের তালিকা

পৃষ্ঠা সংখ্যা

রেখাচিত্রের তালিকা

চিত্রাবলী

১

বিপ্লবের স্বরূপ

সাধারণত ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৫ অথবা ১৭৯৯র অন্তর্বর্তী কালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বৈপ্লবিক ঘটনাপরম্পরার সমষ্টিকে ফরাসী বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়। হয়তো এই বিপ্লবকে য়োরোপীয় বিপ্লব বলে অভিহিত করাই সংগত। কারণ, এই বিপ্লব য়োরোপের সামগ্রিক রূপান্তর ঘটিয়েছিল। ফরাসী ঐতিহাসিক জাক্ গোদশো (Jacques Godechot), আমেরিকান ঐতিহাসিক রবার্ট পামার এই বিপ্লবকে একটি দীর্ঘস্থায়ী য়োরোপীয় বিপ্লবের ফরাসী অধ্যায় বলে বর্ণনা করেছেন। এঁদের অভিমত : অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশকের আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশসমূহের বিদ্রোহ থেকে এই বিপ্লবের আরম্ভ। আমেরিকা থেকে বিপ্লব ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ (ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড—১৭৮১-৮২) স্পর্শ করে এবং মহাদেশীয় য়োরোপে নেদারল্যাণ্ডের সংযুক্ত প্রদেশ (১৭৮৩-৮৭), বেলজিয়াম (১৭৮৭-৯০) এবং জেনেভা (১৭৮২) হয়ে ১৭৮৭তে ফ্রান্সে পৌঁছোয়। এই বিপ্লবের তরঙ্গ ফ্রান্সকে আমূল পরিবর্তিত করে আবার ফ্রান্সের সীমানার বেড়া ভেঙে বেলজিয়ামে আছড়ে পড়ে (১৭৯২) এবং জর্মন রাইনল্যাণ্ড (১৭৯২), সংযুক্ত প্রদেশ (১৭৯৫), ইতালি (১৭৯৬) ও সুইৎসারল্যাণ্ডে বিস্তৃত হয়। ১৭৯৯-এ ফ্রান্সে নাপোলেয়ঁর সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পরও এই বিপ্লবের পূর্ণচ্ছেদ ঘটেনি কারণ, ফ্রান্সে বিপ্লবকে সংহত করে বিপ্লবের সন্তান নাপোলেয়ঁ সমগ্র য়োরোপে এই বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেন। ১৮১৫-এ নাপোলেয়ঁর পরাজয়ের পর বিপ্লবের বহ্নি সাময়িকভাবে ভস্মাচ্ছাদিত ছিলো, নিঃশেষিত হয়নি। ১৮৩০-এ বিপ্লব আবার প্রকাশিত এবং ১৮৪৮-এর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পরিচিত বৈপ্লবিক আবেগ অতি সুস্পষ্ট। ১৮৪৯-এর প্রতিক্রিয়ায় এই আবেগ স্তিমিত হয়ে এলেও হয়তো নিঃশেষিত নয়। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ফরাসী বিপ্লবকে যুগ থেকে যুগান্তরে উত্তরণের অনবচ্ছিন্ন বিপ্লবী প্রবাহরূপে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। এই অর্থে পশ্চিমী বিপ্লব অথবা অতলান্তিক বিপ্লব (অতলান্তিক মহাসাগরের উপকূলস্থ দেশসমূহ এই বিপ্লবের অন্তর্গত বলে) অভিধা যথাযথ। বস্তুত, ফরাসী বিপ্লবের প্রথম

পর্বের নেতা বার্নাভের[১] চোখে বিপ্লবের এই দেশকালোত্তীর্ণ চরিত্র ধরা পড়েছিলো। তাঁর 'ফরাসী বিপ্লবের' ভূমিকা শীর্ষক গ্রন্থে তিনি লেখেন : সংকীর্ণ অর্থে ফরাসী বিপ্লব বলে কিছু নেই। ফরাসী বিপ্লব য়োরোপীয় বিপ্লবেরই চরম প্রকাশ।

যেহেতু ফরাসী বিপ্লব ব্যাপকতর য়োরোপীয় বিপ্লবের অঙ্গীভূত, তাই ফরাসী বিপ্লবের বীজ য়োরোপের সামাজিক সংগঠনের মধ্যে নিহিত। অতএব বিপ্লব-পূর্ব য়োরোপের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সম্যক্ বিশ্লেষণের দ্বারা য়োরোপীয় পূর্বতন সমাজের অন্তর্লীন বিপ্লবী বীজ খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিপ্লব-পূর্ব য়োরোপ

ব্রিটেন ও কয়েকটি ক্ষুদ্র য়োরোপীয় রাজ্যকে বাদ দিলে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূল য়োরোপীয় ভূখণ্ডের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন ছিলো বলা চলে। ক্রমোচ্চস্তরে বিন্যস্ত সমাজের সর্বোচ্চস্তরভুক্ত ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণীর শীর্ষে দৈবানুগৃহীত স্বৈরাচারী রাজা প্রথাসিদ্ধ সামাজিক ও আর্থনীতিক সংগঠন এবং চার্চের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। সরকারী উচ্চপদে দর্পিত অভিজাত শ্রেণীর প্রায় একচেটিয়া অধিকার; শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অভিজাতরা কখনও রাজার অনুগত সেবক, কখনও স্পর্ধিত প্রতিদ্বন্দ্বী।

আলোকিত স্বৈরাচার

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতক বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ। অতএব রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজনে রাজাকে অভিজাতদের কেন্দ্রাতিগ প্রবণতা ও অন্যান্য কায়েমী সংগঠনের শক্তিকে খর্ব করতে হয়েছিলো। ফলে শাসনযন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে অনভিজাত প্রশাসকদের উপর রাজার নির্ভরশীলতা স্বাভাবিক ছিলো। উপরন্তু, আঠারো শতকে পুঁজিবাদী ব্রিটিশ শক্তির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের সংহতি ও প্রশাসনকে কার্যকরী করার জন্য অনেক য়োরোপীয় রাজা আর্থনীতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য : রাষ্ট্রের আধুনিকীকরণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এই সংস্কারকামী স্বৈরাচারী রাজারাই 'আলোকিত' বলে স্বীকৃত। কারণ, বুদ্ধিবিভাসিত দর্শনের সঙ্গে এঁদের পরিচয় ছিলো। এই যুগের 'আলোকিত স্বৈরাচার' অথবা লর্ড এ্যাক্টনের ভাষায়

'অনুতপ্ত রাজতন্ত্র' বুদ্ধিবিভাসার নীতি অনুযায়ী নতুন সংস্কৃত রাজতন্ত্র প্রবর্তন করতে চেয়েছিলো, এই ধারণাই সাধরণত প্রচলিত। কিন্তু একথা বললে হয়তো সত্যের আরো কাছাকাছি হবে যে, এই রাজাদের রাজ্যশাসনপ্রণালীতে প্রজার কল্যাণ সাধনের প্রয়াস মাত্র দেখা গিয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনের আধুনিকীকরণের দ্বারা চার্চ এবং অভিজাত ও অন্যান্য অন্তর্বর্তী গোষ্ঠীর ক্ষমতা খর্ব করে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলাই এই স্বৈরাচারী রাজাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো বলা চলে। কিন্তু যা বিস্ময়কর তা হলো যে-দুজন স্বৈরাচারী শাসক 'আলোকিত' বলে বিশেষভাবে পরিচিত—প্রুশিয়ার মহামতি ফ্রেডরিক এবং রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিণ—তাঁদের এই আখ্যায় অধিকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ফ্রেডরিক শক্ত হাতে প্রুশিয়ার হাল ধরেছিলেন, আমলাতন্ত্রের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো তাঁর; রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থার প্রসার এবং বিচার বিভাগ ও শিক্ষার সংস্কার তাঁর কীর্তি। কিন্তু এই সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা পিতা প্রথম ফ্রেডরিক উইলিয়াম পুত্রের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। যে বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ফ্রেডারক এই কর্মপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, তাতে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীলতাই প্রমাণিত হয়, সংস্কারকামিতা নয়। তাঁর আমলে প্রশাসনে ও রাষ্ট্রপরিচালনায় অভিজাতদের যে সামাজিক গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তা পূর্বে কখনো ছিলো না। রাশিয়ায় ক্যাথরিণের ভূমিকাও অনুরূপ। তিনি শারীরিক পীড়ন বন্ধ করেন, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রবর্তন করেন। চার্চের জমির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, স্থানীয় শাসনের প্রবর্তন এবং কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের নবীকরণও তাঁর কীর্তি। কৃষি সংস্কারের সংকল্পও তাঁর ছিলো। কিন্তু এই সব ব্যবস্থার মধ্যে এমন একটিও নেই যা বিশেষভাবে ক্যাথরিণের উদ্ভাবিত, যা পূর্ববর্তী সম্রাটদের আমলে অভাবিত ছিলো। ভূম্যধিকারী অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে রাজতন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন বিশেষভাবে ক্যাথরিণের কীর্তি। কিন্তু এই ব্যবস্থায় সংস্কারকামিতা নেই, আছে প্রতিক্রিয়া।

অতএব দার্শনিক প্রীতি সত্বেও দ্বিতীয় ফ্রেডরিক ও ক্যাথরিণের অবলম্বিত সংস্কারের মধ্যে বুদ্ধিবিভাসার নীতি প্রতিফলিত একথা বলা চলে না। বরং পর্তুগাল, সুইডেন ও ডেনমার্কের শাসকদের সংস্কারে অনেকাংশে এই নীতি অনুসৃত ও সার্থক। রাজা প্রথম যোসেফের সময়ে পর্তুগালের প্রকৃত শাসক ছিলেন পোম্বালের মার্কি। তিনি জেসুইটদের[২] দেশ থেকে বিতাড়িত করেন, অভিজাতদের বশীভূত করেন, ক্রীতদাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটান এবং ইহুদীবৈরিতা ও উপনিবেশসমূহে বর্ণবিদ্বেষের অবসান ঘটান। সুইডেনের রাজা তৃতীয় গুস্টাভাস স্টকহোমের নাগরিকদের সহায়তায় অভিজাতদের হাত থেকে শাসন-

ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। তাঁর রচিত সংবিধানে রাজক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত, আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা রাজা ও ডায়েটের (বিধানসভার) মধ্যে বণ্টিত, সব জরুরী বিচারালয় বিলুপ্ত এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত। ডেনমার্কের আলোকিত মন্ত্রী স্ট্রুয়েনসেও অনুরূপ সংস্কার প্রবর্তন করেন। কিন্তু বিভাসিত স্বৈরাচারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ। আলোকিত স্বৈরাচারী রাজাদের মধ্যে একমাত্র দ্বিতীয় যোসেফের মধ্যেই একটি সুপরিকল্পিত ও সুসংহত সংস্কারনীতি কার্যে পরিণত করার জন্য একনিষ্ঠ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, সমাজ-সংস্কারের বৈপ্লবিক্ ব্যবস্থা: শারীরিক পীড়নের অবসান এবং ১৭৮১র আদেশ বলে ভূমিদাসপ্রথা ও বাধ্যতামূলক শ্রমদানপ্রথার বিলোপ। ক্যাথলিক চার্চের প্রতি তাঁর বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি ১৭৮৯র বিপ্লবীদের অনুরূপ ছিলো। তিনি ৭00 ক্যাথলিক মঠ ভেঙে দেন এবং এই মঠসমূহের অর্থভাণ্ডার শিক্ষার প্রসার ও দরিদ্রের কল্যাণের জন্য ব্যয় করেন; ইন্‌কুইজিশনের[৩] বিলোপ, প্রোটেস্ট্যাণ্ট-দের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং ইহুদীদের নাগরিক অধিকার প্রদানও তাঁর কীর্তি। তিনি জনসাধারণ কর্তৃক চার্চের সমালোচনার অনুমোদন করেন; তাঁর সময় থেকে বিবাহ আর ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, লৌকিক চুক্তি; বিশপদের সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে বাধ্য করে তিনি পোপের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করেন; অভিজাতদের বিশেষ সুবিধাও অনেকাংশে কেড়ে নেন; বিভিন্ন প্রদেশে অভি-জাতদের করভার থেকে অব্যাহতির অবসান ঘটান, কৃষকদের উপর অভিজাত আধিপত্যের অধিকার নিয়ন্ত্রিত করেন এবং সমস্ত প্রতিবাদ কঠোর হাতে স্তব্ধ করে দেন। অনুরূপভাবে তিনি প্রাদেশিকতারও দমন করেন। হাঙ্গেরি ও বোহেমিয়ায় তিনি জর্মন ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেন এবং মিলান ও লোম্বার্দিতে স্থানীয় কর্তৃত্বের বিলোপসাধন করেন। দ্বিতীয় যোসেফের এই সব সংস্কারে ফলশ্রুতি: চার্চ এবং অভিজাত ও সনদপ্রাপ্ত শহর প্রভৃতির উপর তাঁর সর্বময় প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু এই সব সংস্কার সত্ত্বেও আলোকিত স্বৈরাচার সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। দ্বিতীয় ফ্রেডরিক ও দ্বিতীয় ক্যাথরিণের সংস্কারকামিতা শেষ পর্যন্ত নিছক বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত। পর্তুগালের পোম্বাল এবং ডেনমার্কের স্ট্রুয়েনসের-পদচ্যুতির পর তাঁদের প্রবর্তিত সংস্কারকে মুছে দেওয়া হয়। ফ্রান্সে মোপেউ ও তুর্গোর রাজস্ব সংস্কার প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হয় নি। এমন কি দ্বিতীয় যোসেফের মতো সংস্কারে বদ্ধপরিকর সম্রাটের প্রয়াসও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। চার্চ, অভিজাতবর্গ, বিভিন্ন প্রদেশ ও সনদপ্রাপ্ত শহর সমূহের

সমবেত বিরুদ্ধতায় অবশেষে যোসেফের সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের ভাঙন রোধ করার জন্য যোসেফ ও তাঁর উত্তরাধিকারী লিয়োপোল্ডকে প্রবর্তিত সংস্কারসমূহ কার্যত বাতিল করে দিতে হয়। সুতরাং আলোকিত স্বৈরাচার সম্পূর্ণতই অসফল। সংস্কারে আগ্রহ সত্ত্বেও স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যযুগীয় অভিজাত পরিমণ্ডল ছেড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিলো না, হয়তো ইচ্ছাও ছিলো না। স্বৈরাচারী রাজা অভিজাত প্রভাবিত সমাজের অন্তর্গত, এই সমাজের প্রতীক এবং শেষ পর্যন্ত এই সমাজের উপরই নির্ভরশীল। রাজা স্বৈরাচারী সন্দেহ নেই কিন্তু সমাজের মৌলিক নিয়মভঙ্গ করার অধিকার তাঁরও ছিলো না। আলোকিত হলেও তিনি মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ। দেশের ভিতরে ও বাইরে শক্তি বৃদ্ধির জন্য রাজতন্ত্র উপযুক্ত কৌশল অবলম্বনে উদ্যোগী এবং প্রয়োজনবোধে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সমাজের সদ্যোত্থিত মধ্যশ্রেণীর সহায়তা গ্রহণ ও রাজ্যের বিভিন্ন এস্টেট, শ্রেণী ও প্রদেশের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টিতে প্রস্তুত। কিন্তু বহু শতাব্দীর ইতিহাসে প্রোথিত রাজতন্ত্রের পক্ষে স্বীয় শ্রেণীসীমা লঙ্ঘন করার সাধ্য ছিলো না। আর্থনীতিক অগ্রগতি ও উদীয়মান সামাজিক গোষ্ঠী সমূহের প্রয়োজনে পুরনো সমাজ ও অর্থনীতির যে আমূল পরিবর্তন আবশ্যক ছিলো রাজতন্ত্রের তা প্রার্থিত ছিলো না।

অন্য কোনোভাবে সংস্কারেচ্ছু শাসকদের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন। সংস্কার যদি রাজতন্ত্রের প্রার্থিত হতো তাহলে এই যুগে সার্ফপ্রথার অবসান না ঘটার কোনো সংগত কারণ থাকতে পারে না। সার্ফপ্রথা ও কৃষকদের উপর সামন্তপ্রভুর আধিপত্যের অবসানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই যুগে কারুরই প্রায় কোনো সংশয় ছিলো না। অথচ ডেনমার্ক ও স্যাভয়ের মতো অতি ক্ষুদ্র রাজ্য ছাড়া আর কোনো রাজ্যে সার্ফপ্রথার বিলুপ্তি ঘটানো হয় নি। অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ অবশ্য ব্যতিক্রম। তিনি কৃষকের বন্ধন মুক্তির চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতায় ব্যর্থ হন। সমগ্র য়োরোপে মধ্যযুগীয় কৃষক-সামন্তপ্রভু সম্পর্কের অবসানের জন্যে বিপ্লব ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিলো না।

প্রাক্-বিপ্লব য়োরোপের সামাজিক সংগঠন

বিপ্লব-পূর্ব য়োরোপের অভিজাত প্রভাবিত সামাজিক সংগঠন মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত। মধ্যযুগে ভূমিই সম্পদের একমাত্র উৎস। সুতরাং ভূম্যধিকারী অভিজাতদের কৃষকদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাজক ও অভিজাতগণ রাজানুগত হলেও রাষ্ট্রে বিশেষ

সুবিধার অধিকারী। সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু কৃষকদের উপর সামন্ত-প্রভুদের কর্তৃত্ব তখনও বর্তমান। য়োরোপের প্রায় সর্বত্রই যাজক ও অভিজাত ব্যতীত রাষ্ট্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি তৃতীয় এস্টেট নামে অভিহিত। এই তৃতীয় এস্টেট সমাজে অবহেলিত, অবজ্ঞাত। কৃষকশ্রেণী ছাড়াও উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী এবং শহরের কারিগর, শ্রমিক ও খেটে-খাওয়া মানুষ এই তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু শুধুমাত্র অভিজাতরাই যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করতো তা নয়। অনেক সময় আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে রাজা কোনো কোনো প্রদেশ, শহর এমন কি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে বিশেষ সুযোগসুবিধা দিতেন। এই প্রসঙ্গে ব্রিটেন ও মূল য়োরোপীয় ভূখণ্ডের সামাজিক সংগঠনের পার্থক্য লক্ষণীয়। য়োরোপীয় ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিভিন্নতার জন্যেই ব্রিটেনের সামাজিক ও আর্থনীতিক সংগঠনের স্বাতন্ত্র্য। ব্রিটিশ অর্থনীতির পরিবর্তন ও সম্প্রসারণের জন্যে ব্রিটিশ সমাজ ক্রমশ স্বতন্ত্র ধারায় উদ্বর্তিত হয়। ইংলণ্ডের আইনে প্রজাসাধারণের মধ্যে কোনো ভেদ স্বীকৃত নয়; করের আওতা থেকে কোনো শ্রেণীর অব্যাহতি নেই; জন্মকৌলীন্য উচ্চপদের একমাত্র ছাড়পত্র নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধিগত পার্থক্য স্বীকৃত না হওয়ায় অভিজাত ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে কোনো অনতিক্রম্য ব্যবধান ছিলো না। অভিজাতদের সামরিক চরিত্রও প্রায় অবসিত। ম্যানর[৪] এমনকি সাধারণ মানুষের জমিও, প্রায় ঘেরাও[৫] ব্যবস্থার দ্বারা অবলুপ্ত। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস মূলত বিত্তভিত্তিক।

আর্থনীতিক সংগঠন

মধ্যযুগের অন্তিম কয়েকটি শতাব্দীতে য়োরোপীয় অর্থনীতি ধীর গতিতে অগ্রসরমান। কিন্তু মধ্যযুগের অবসানে বিভিন্ন রাষ্ট্র বাণিজ্যিক সংরক্ষণবাদী[৬] শুল্কনীতি বিলোপ করার এবং সাগরপারে ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে য়োরোপীয় অর্থনীতিতে এক নতন গতি সঞ্চারিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যন্ত্রশক্তির অভ্যুদয়ে ব্রিটিশ অর্থনীতির দুরন্ত বৈপ্লবিক গতিবেগ বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে ইংলণ্ডের অপ্রতিহত প্রতাপের উৎস। ঐতিহাসিক পশ্চাদ্দৃষ্টির সাহায্যে আঠারো শতকের শেষপাদে ক্রমিক যান্ত্রিকীকরণের পরিণাম আজ পরিস্ফুট। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্বে যান্ত্রিকীকরণ এতো ধীরগতি ও ক্রমানুয়িক যে সেকালে ইংলণ্ডেও এই নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার তাৎপর্য স্পষ্ট ছিলো না। এ-যুগে শিল্পায়ন য়োরোপীয়

ভূখণ্ডকে বিশেষ স্পর্শ করে নি। সুতরাং আঠারো শতকের শেষ দু-তিন দশকে অপেক্ষাকৃত শ্রীবৃদ্ধি সত্ত্বেও মহাদেশীয় য়োরোপের প্রথাসিদ্ধ অর্থনীতি তখনও অপরিবর্তিত। পুরাতন পদ্ধতিতে উৎপাদন মন্থরগতি ও স্বল্পপরিমাণ; কৃষি ব্যবস্থা আবহাওয়ানিয়ন্ত্রিত; শিল্প কাঁচামাল ও উপযুক্ত চালিকাশক্তির অভাবে ব্যাহত। নিজপরিবারের ভরণ-পোষণ এবং রাজা, সামন্ত-প্রভু ও চার্চকে দেয় করের জন্যে কৃষক সীমিত ফসল ফলাতো। স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটাতো কারিগর। যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্যে প্রত্যেক অঞ্চল ছিলো স্থানীয় উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। স্পষ্টতই মধ্য ও পূর্ব য়োরোপ তখন বদ্ধ অর্থনীতির কবল থেকে মুক্তি পায় নি। কিন্তু পারস্পরিক নির্ভরশীলতা একেবারে ছিলো না তাও বলা চলে না। স্পেন, পর্তুগাল, নরওয়ে ও সুইডেন খাদ্যশস্যের ক্রেতা। সুইৎসারল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের এক-ষষ্ঠাংশ আমদানি করতো। পরিমাণে অপেক্ষাকৃত কম হলেও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যও ছিলো।

য়োরোপীয় বাণিজ্য প্রধানত সমুদ্রপথে প্রবাহিত হতো; সামুদ্রিক বাণিজ্যে ইংলণ্ডের আধিপত্য স্বীকৃত, তার অনুগামী ফ্রান্স।

অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য নদীপথে পরিবাহিত হলে ব্যয় সংক্ষেপ হতো। কিন্তু অধিকাংশ নদী নাব্য ছিলো না, খালের সংখ্যাও নগণ্য। সুতরাং মাল প্রেরণের অতিরিক্ত ব্যয় সত্ত্বেও সাধারণত স্থলপথে মাল প্রেরিত হতো। অথচ এ-যুগে একমাত্র ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও নেদারল্যাণ্ডে রাজপথের সংস্কার হচ্ছিলো। অন্যত্র রাজপথ দুর্গম ও সংকীর্ণ পাহাড়ী পথের নামান্তর মাত্র।

কয়েক শতাব্দী ধরেই য়োরোপীয় অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটছিলো। অষ্টাদশ শতকে এই পরিবর্তনের গতি দ্রুত হওয়ার মূলে প্রধানত বাণিজ্যিক সংরক্ষণবাদের প্রভাব। এই সংরক্ষণবাদ পরিবর্তনের অনুকূল হয়েছিলো বিশেষ কয়েকটি কারণে: আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা অথবা কঠিন নিয়ন্ত্রণ; নৌবাহ সম্পর্কিত আইন; একচেটিয়া ঔপনিবেশিক অধিকার; একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারপ্রাপ্ত যৌথ বাণিজ্যসংস্থা ও রাজকীয় কারখানার প্রতিষ্ঠা; এবং ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দান।

বাণিজ্যিক সংরক্ষণবাদের ফলে বহির্দেশীয় প্রতিযোগিতা থেকে শিশু-শিল্পের সংরক্ষণ সম্ভব হয়। আর ঔপনিবেশিক শোষণ এবং মালবহনের মাশুল পুঁজি সঞ্চয়ের সহায়ক হয়েছিলো। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে অর্থনীতিবিদদের সমালোচনা বাণিজ্যিক সংরক্ষণবাদকে অনেকটা দুর্বল করে

দিলেও য়োরোপের আলোকিত শাসকেরা তখনও এই নীতির সমর্থক। উপরন্তু, বণিক ও শিল্পপতি বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্তির স্বপক্ষে হলেও বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এরা সংরক্ষণবাদী। ভ্যর্জেনে[৭] ও পিট স্বাক্ষরিত মুক্তপন্থী বাণিজ্যচুক্তি (১৭৮৬) ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়।

পুঁজি সঞ্চয়ের সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় ঔপনিবেশিক শোষণ। আঠারো শতকে ঔপনিবেশিক শোষণ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। লাতিন আমেরিকা থেকে আনীত সোনা ও রূপায় য়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের কোষাগার পূর্ণ হতে থাকে। ১৭৮০র পরে সোনা ও রূপার আমদানি এক অভূতপূর্ব স্তরে পোঁছোয়। অষ্টাদশ শতকে ৫৭৫০০ মেট্রিক টন রূপা ও ১৯০০০ মেট্রিক টন সোনা খনি থেকে তোলা হয়। সোনা ও রূপা আমদানির অর্থ: মূলধনী মালিকের হাতে পুঁজির প্রাচুর্য। অংশত এই পুঁজি উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হতো।

সোনা-রূপার প্রাচুর্যের আর একটি ফল মূল্যবৃদ্ধি। ১৭৩০ থেকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি অর্থনীতির নিশ্চলতা দর করে। সময়চক্রের পরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও এই জাতীয় মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। ১৭৬০ থেকে জনসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত যুগপৎ পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ও শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মূল্যবৃদ্ধি এই যুগে য়োরোপীয় অর্থনীতির প্রধান উদ্দীপক তাতে সন্দেহ নেই। সামুদ্রিক বাণিজ্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপযুক্ত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে কারণ সমুদ্রযাত্রী বণিকদের দুঃসাহস ও ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা চিরাচরিত অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ অভিনব; মুনাফার জন্য দুঃসাহসিক অভিযান ও প্রতিযোগীদের নিশ্চিহ্ন করার দৃঢ়সংকল্প এবং ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি অপরিমেয় ঐশ্বর্য। সমুদ্রযাত্রী বণিকদের আচরণের মধ্যেই পুঁজিবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত।

বাণিজ্যের নিয়মকানুনের যৌক্তিকীকরণ আর্থিক বিনিময়ের নতুন কৌশলের মধ্যে স্পষ্ট। একচেটিয়া যৌথ বাণিজ্যিক সংস্থার বিশেষীকরণের মধ্যেও পুঁজিবাদের অগ্রগতি লক্ষণীয়। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদের অঙ্গীভূত এই সব ব্যবস্থা তখনও অসম্পূর্ণ। নতুন বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ অনগ্রসর; ফলে তখনও চিরাচরিত ও উদীয়মান অর্থনীতির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

বহির্দেশীয় বাজার বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের কুক্ষিগত। সুতরাং কারিগরি উৎপাদনপ্রথা ও গ্রামীণ শিল্পের পক্ষে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এই পুঁজিবাদের অঙ্গীভূত হওয়া স্বাভাবিক। পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থাতেও বণিকের

মুখ্য ভূমিকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, উৎপন্ন দ্রব্যের মান নির্ণয় এবং বস্ত্রবয়ন ও রঞ্জনের তত্ত্বাবধানের দ্বারা বণিকেরা উৎপাদন পদ্ধতির যৌক্তিকীকরণে সাহায্য করে। বাড়তি বেতনের লোভে গ্রামীণ শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবেই গ্রামে সমুদ্রযাত্রী বণিকের তত্ত্বাবধানে একস্থানে সমবেত বহুসংখ্যক শ্রমিকের সম্মিলিত উৎপাদন ব্যবস্থার আরম্ভ, যা শিল্পায়িত সমাজের যান্ত্রিকীকৃত বৃহদায়তন কারখানার পূর্বাভাস। শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি সত্ত্বেও আঠারো শতকের অন্তিমপর্বে অর্থনীতি প্রধানত কৃষির ওপরই নির্ভরশীল। প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে জমির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ভূসম্পত্তির অধিকারী হতে উৎসুক। রাষ্ট্রের কর্ণধারেরাও ভূসম্পত্তির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত। অর্থনীতিবিদ্ ও ভূম্যধিকারী অভিজাতদের সমালোচনা সত্ত্বেও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে নেয় নি কারণ খাদ্যশস্যের অবাধ বাণিজ্যের অর্থ রুটির উচ্চমূল্য, অনাহার ও দাঙ্গাহাঙ্গামা। সুতরাং স্থানীয় বাজার ছাড়া অন্যত্র খাদ্যশস্যের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিলো। স্থানীয় বাজারে ক্রেতা ও পুরসভার চাপে দ্রব্যমূল্যের স্থিতাবস্থা বজায় থাকতো।

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে মহাদেশীয় য়োরোপের সামাজিক ও আর্থনীতিক কাঠামোর রক্ষণশীলতা স্পষ্ট হবে। অধিকাংশ য়োরোপীয় রাজ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিস্তৃত চাষের ওপর নির্ভরশীল। ফ্ল্যাণ্ডার্স ছাড়া অন্য কোথায়ও নিবিড় চাষ ছিলো না। কৃষকের ওপর দুর্বহ করের বোঝা। চাষের নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের ইচ্ছা অথবা সামর্থ তার ছিলো না। অশিক্ষিত কৃষক গতানুগতিকতার ধারায় আবদ্ধ। য়োরোপীয় অর্থনীতির এটাই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ-যুগে ইংলণ্ডের অর্থনীতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে তারই ফলে ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের পরিবর্তে শৈল্পিক পুঁজিবাদ য়োরোপের নতুন অর্থনীতির অন্তর্লীন চালিকাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিবর্তনের সূচনা ইংলণ্ডে কারণ এদেশের অর্থনীতি মহাদেশীয় ভূখণ্ডের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিলো।

২

শিল্পবিপ্লব

ইংলণ্ড

মধ্যযুগের পর থেকে য়োরোপীয় অর্থনীতির নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি লক্ষণীয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে এই অগ্রগতির মূলে ঔপনিবেশিক শোষণ এবং বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যিক সংরক্ষণবাদী রাজনীতি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের অর্থনীতির প্রাগ্রসরতা যে যন্ত্রের যুগ নিয়ে আসে তাকেই শিল্পবিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১৮৪৫-এ এফ. এঙ্গেল্‌সের ডাই লাগে ডের আরবেইটেণ্ডেন ক্লাসে ইন্ ইংলণ্ড নামক রচনায় এই অভিধার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁর প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব পোলিটিকাল ইকনমিতে (১৮৪৮) এবং কার্ল মার্কস ডাস্ কাপিটালের প্রথম খণ্ডে (১৮৬৭) শিল্পবিপ্লব কথাটি ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ. টয়েনবি (লেক্‌চার্স অন্ দি ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউসান ইন্ ইংল্যাণ্ড) এবং পি. মানতু (লা রেভলিউসিয়ঁ অঁাদুস্ত্রিয়েল ও দিজুইতিয়্যাম্ সিয়্যাক্‌ল্) এই অভিধাকে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করেন। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা শিল্পবিপ্লবের ধারণার পরিবর্তে উড্ডয়নের ধারণার পক্ষপাতী। শিল্পবিপ্লব কালিক ব্যাপ্তির ধারণা, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালব্যাপী পরিবর্তনের ধারণা নিয়ে আসে। কিন্তু উড্ডয়নের সময়সীমা (বিশ কিংবা ত্রিশ বৎসর) সংক্ষিপ্ত। যখন উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে কৃষিভিত্তিক ঐতিহ্য থেকে আর্থনীতিক সংগঠনকে মুক্ত করে এক অকল্পনীয় রূপান্তরের পথ প্রশস্ত করে দেয়, তখন অর্থনীতি উড্ডীন হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয় ধারণা একই বাস্তবের অনুবাদ। অর্থাৎ পূর্বতন কৃষি সংগঠনের বর্জন, উৎপাদনের উপাদানের পুনর্বণ্টন, অভূতপূর্ব জনস্ফীতি এবং এইসব উপাদানের একত্র সমাবেশের ফলে ক্রমোচ্চস্তরে বিন্যস্ত শ্রেণীবিন্যাসের বিপর্যয় এবং নতুন সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা।

আঠারো শতকে অর্থনীতির উন্নয়ন বিশেষভাবে ইংলণ্ডেই চোখে পড়ে কারণ শিল্পের যান্ত্রিকীকরণের সূচনা ইংলণ্ডে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ

থেকে ইংলণ্ডের অর্থনীতিতে এমন উল্লেখযোগ্য গতিবেগ সঞ্চারিত হয় যে অনেক ঐতিহাসিক ষাটের দশককে এই বিপ্লবের প্রারম্ভিক কাল বলে চিহ্নিত করেন। আবার অনেক ঐতিহাসিক আশির দশককেই শিল্পবিপ্লবের আরম্ভকাল বলে মনে করেন কারণ এই সময়েই উৎপাদনের আকস্মিক ঊর্ধ্বগতির ফলে ইংলণ্ডের অর্থনীতি উড্ডীন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের আর্থনীতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, এই যুগে ফরাসী অর্থনীতি উড্ডয়নের পর্যায়ে পেঁাছোয় নি কারণ, তখনও ফ্রান্সে কৃষির প্রাধান্য, কিঞ্চিৎ উন্নতি সত্ত্বেও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনগ্রসর, ধাতুশিল্পে পশ্চাদ্‌বর্তিতা এবং উন্নত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অভাব লক্ষ্য করা যায়, এক কথায় আর্থনীতিক সংগঠনের আদিম বৈশিষ্ট্য অব্যাহত। পূর্ব-য়োরোপে আর্থনীতিক নিশ্চলতা আরো বেশি; আঠারো শতকের অন্তিম পর্বেও পূর্বতন সমাজের অর্থনীতি য়োরোপীয় ভূখণ্ডে বদ্ধ হয়ে ছিলো।

এক অর্থে শিল্পবিপ্লবের মূল কথা বন্ধনমুক্তি—মানবসমাজের উৎপাদন ক্ষমতার উপর প্রকৃতির প্রভুত্বের অবসান। আশির দশকে উৎপাদন ক্ষমতার অতি দ্রুত ও সীমাহীন সমপ্রসারণের ফলে স্বাবলম্বী ও ক্রমাগত বিকাশশীল অর্থনীতির সৃষ্টি একটি অনন্ত সম্ভবনাময় সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ে মানব সভ্যতার উত্তরণ ঘটায়। প্রাক্-শিল্পায়িত সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অপরিণত অবস্থায় মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা ছিলো সীমাবদ্ধ। সেজন্য মধ্যে মধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থার অচলাবস্থা এবং তার ফলে দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি প্রায় নিয়মিতই ছিলো। শিল্পবিপ্লব এই প্রকৃতিপারবশ্য থেকে মানুষকে মুক্ত করে, মানব সভ্যতার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটায় এবং মানুষ প্রকৃতির অধীশ্বর এই প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। শিল্পে ফলিত বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে ব্রিটেনে যে পরিবর্তন ঘটে তা হলো: এক, প্রধানত লোহা ও ইস্পাতের ব্যবহারের দ্বারা ভিত্তিমূলক শিল্পের রূপান্তর; দুই, নতুন চালিকাশক্তির উৎসের আবিষ্কার ও ব্যবহার; তিন, বস্ত্রশিল্পের যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে অভাবিতপূর্ব উৎপাদনবৃদ্ধি ও মানুষের কর্মশক্তির অপচয় নিবারণ; চার, বৃহদায়তন কারখানা স্থাপন ও সেইহেতু শ্রমবিভাগ ও বৃত্তির বিশেষীকরণের ফলে উৎপাদন পদ্ধতির নতুন বিন্যাস; এবং পাঁচ, যান্ত্রিকীকরণের দরুন পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্ময়কর উন্নতি।

শিল্প ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই বিপ্লবের গুরুত্ব লক্ষণীয়—যথা, কৃষির উন্নতির ফলে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অসংখ্য মানুষের খাদ্যাভাবের সমস্যার সমাধান; শিল্পোৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের দরুন

সম্পদের ব্যাপকতর বণ্টন ; আর্থনীতিক ক্ষমতার হস্তান্তর থেকে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির উপযোগী বাণিজ্যিক সংস্কার ; বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তন ; বহু নতুন শহরের অভ্যুত্থান, শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ ও প্রশাসনিক শক্তির নতুন বিন্যাস ; শ্রমিকের বিশেষীকৃত নৈপুণ্য এবং উৎপন্ন বস্তুর সঙ্গে তার নতুন সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা এবং অতিব্যাপক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন।

বস্ত্রশিল্প

প্রথম বৈজ্ঞানিক রূপান্তর ঘটে বস্ত্রশিল্পে। ইংলণ্ডের আর্দ্র আবহাওয়া এই শিল্পের যান্ত্রিকীকরণের অনুকূল হওয়ায় ল্যাংকাশায়ারে সুতাকাটা ও বয়নের জন্য প্রথম যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। আরো কয়েকটি কারণে শিল্পায়নে বস্ত্রশিল্পের স্থান সর্বাগ্রে। প্রথমত, বস্ত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য দ্রুত ও সস্তা উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োজন ছিলো এবং ইতিমধ্যেই বয়নপদ্ধতির অনেক উন্নতি হওয়ায় যান্ত্রিকীকরণ ছিলো অনায়াসসাধ্য।

পরপর একটির পর একটি আবিষ্কার অল্পদিনেই বস্ত্রশিল্পের রূপান্তর ঘটায়। জন কের ফ্লাইং শাট্‌ল্* (১৭৩৩), জেম্‌স্ হারগ্রীভ্‌সের স্পিনিং জেনী** (১৭৬৪-৬৯), রিচার্ড আর্করাইটের ওয়াটার ফ্রেম,*** স্যামুয়েল ক্রমটনের মিউল† এবং এডমাণ্ড কার্টরাইটের শক্তিচালিত তাঁত প্রভৃতির দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই সুতাকাটা থেকে বস্ত্রবয়ন পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপ যান্ত্রিকীকৃত হয়।

শুধু নিত্য নতুন যন্ত্র উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেই নয়, উৎপাদনের নতুন সংগঠন এবং কারখানা ব্যবস্থার প্রসারের ক্ষেত্রেও বস্ত্রশিল্পের স্থান পুরোভাগে। ইতিপূর্বে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বহুসংখ্যক শ্রমিক একত্রিত হয়ে একই মালিকের অধীনে কাজ করে নি, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে গোবেল্যাঁ ওয়ার্কসের মতো রাজকীয় কারখানাসমূহও ষোড়শ শতাব্দীর। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে, কারখানায় শিল্পোদ্যোগের যে বিশিষ্ট সংগঠনের রূপটি পাওয়া যায় তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্ত্রশিল্পের যান্ত্রিকীকরণ থেকেই উদ্ভূত। প্রথমত, কারখানায় একত্রিত বহু শ্রমিকের যন্ত্রের নিয়মের অনুবর্তন ;

* যান্ত্রিক মাকু
** প্রথম বস্ত্রবয়নের যন্ত্র
*** সুতাবয়নের কাঠামো
† বস্ত্রবয়নের উন্নততর যন্ত্র

দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগ ও নৈপুণ্যের বিশেষীকরণের প্রতি ঝোঁক ; তৃতীয়ত, শক্তিচালিত যন্ত্রের দ্বারা দেশীয় বাজারের চাহিদার অতিরিক্ত পণ্যের উৎপাদন এবং জগৎজোড়া বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন। ব্রিটেনে তুলা আমদানির হার এই অতি দ্রুত আর্থনীতিক অগ্রগতির সূচক : ১৭৬৫ থেকে ১৭৮৫র মধ্যে তুলা আমদানি চার গুণ বাড়ে ; ১৭৮৫ থেকে ১৮০১-এর মধ্যে আমদানি দ্বিতীয়বার চতুর্গুণ হয় ; পরবর্তী দুই দশকে আমদানি আরো তিনগুণ বাড়ে ; ১৮২৫ থেকে ১৮৪৫-এর মধ্যে দ্বিতীয়বার তিনগুণ বাড়ে এবং পরবর্তী বিশ বৎসরে দ্বিগুণিত হয়।

ওয়াটের বাষ্পীয় এনজিন

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের প্রধান প্রধান আবিষ্কারসমূহ ও কারখানা ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে যন্ত্রের চালিকাশক্তি ছিলো জল। বাষ্পীয় এনজিনের আবিষ্কারের ফলে শিল্পবিপ্লব ঘটে এই ধারণা অনেকে পোষণ করলেও প্রকৃতপক্ষে শিল্পায়নের আরম্ভ এই আবিষ্কারের বহু পূর্বে। বিপ্লবের প্রথম পর্বে বাষ্পীয় শক্তি নয়, জলশক্তি উৎপাদনের মুখ্য চালিকা-শক্তি ছিলো। ওয়াটের বাষ্পীয় এনজিন বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে ভবিষ্যৎ শিল্পায়িত সমাজের উদ্ভব সহজ করেছে, শিল্পবিপ্লব সৃষ্টি করেনি।

বস্তুত, শিল্পবিপ্লব কিছুটা অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত বাষ্পীয় এনজিনের উদ্ভাবন সম্ভব ছিলো না। কারণ, এনজিনের ধাতব কাঠামো নির্মাণের জন্য একটি বিশেষ স্তরে ধাতু শিল্পের উন্নয়ন আবশ্যক ছিলো। উপরন্তু, বাষ্পীয় এনজিন নির্মাণের জন্য অভাব ছিলো উপযুক্ত পুঁজির। ১৮০০ নাগাদ বোল্টন ও ওয়াটের কোম্পানী যে ৫০০ এনজিন নির্মাণ করে তার পিছনে ছিলো শিল্পোপতি ম্যাথু বোল্টনের পুঁজি ও সংগঠনী প্রতিভা। বাষ্পীয় এনজিন জল ও হাওয়ার অধীনতা থেকে শিল্পকে মুক্তি দেয়।

বাষ্পীয় রেলপথ, বাষ্পীয় পোত

কারখানায় কাঁচামাল সরবরাহ এবং উৎপন্ন পণ্যের দ্রুত ও স্বল্পব্যয়সাধ্য পরিবহন বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষে আবশ্যিক। ইতিমধ্যে দীর্ঘ খাল ও অপেক্ষাকৃত উন্নত সড়ক নির্মিত হওয়ায় ব্রিটেনে অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। জেম্স ব্রিণ্ডলির চেষ্টায় ব্রিটেনে খাল খননের যুগ আসে এবং সড়ক নির্মাতা টমাস টেলফোর্ড ও ম্যাকাডাম সড়কের রূপান্তর সাধন করেন। কিন্তু বাষ্পীয় যান পরিবহন ব্যবস্থাকে এক

নতুন স্তরে উন্নীত করে। স্বল্পকালের মধ্যে ব্রিটেনে বহু রেলপথের প্রতিষ্ঠা পণ্যপরিবহন ও যাত্রীচলাচল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। বাষ্পীয় পোতের উদ্ভাবনের ফলে জলপথে পরিবহনও অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হয়। ১৮২৫-এ স্থাপিত স্টকটন-ডার্লিংটন রেলপথ এবং ১৮০৭-এ রবার্ট ফুলটন্ নির্মিত স্টিমবোট শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে অন্যান্য শিল্পের যান্ত্রিকীকরণ শুরু হয়। ফলে কয়লা ও ধাতুশিল্পের উৎপাদন বাড়ে এবং কৃষিব্যবস্থারও রূপান্তর ঘটে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ, সারের ব্যবহার এবং পালাক্রমে চাষ, পশুসম্পদের উন্নততর প্রজনন প্রভৃতির জন্যে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকার্যের বিভিন্ন স্তরে যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে কৃষি-ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। শিল্পে যান্ত্রিকীকরণের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি বৃহদায়তন উৎপাদন পদ্ধতি। যান্ত্রিকীকরণের দরুন কৃষিকর্মেও এই স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বৃহৎখামারে যন্ত্রের প্রয়োগ সহজ, লাভও বেশী। সুতরাং ব্রিটেনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অষ্ট্রেলিয়ায় কৃষিব্যবস্থা ক্রমশ বৃহদায়তন হতে থাকে। চাষব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণের পুরোভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

শিল্পবিপ্লব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যুগান্তর আনে। কিন্তু পুঁজিবাদের উদ্ভব এই বিপ্লবের বহুপূর্বে। বস্তুত, পুঁজিবাদের পূর্ববর্তিতা শিল্পায়নের আবশ্যিক শর্ত ছিলো। শিল্পায়ন ও পুঁজিবাদের সমার্থক ব্যবহার চোখে পড়ে কিন্তু এই প্রয়োগ সঠিক নয়। পুঁজিবাদ ও শিল্পায়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িতও নয়। কারণ পুঁজিবাদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও শিল্পায়ন অনুপস্থিত থাকতে পারে। আধুনিক যুগে সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের শিল্পায়নের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও শিল্পায়ন সম্ভব।

অবশ্য শিল্পায়নের ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি পরিবর্তিত হয়। শুধু ভূমি, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কব্যবস্থাই নয়, পুঁজির প্রধান উৎস এখন শৈল্পিক উৎপাদন। পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্র এবং রূপও পরিবর্তিত। শিল্প আর অন্তর্দেশীয় স্তরে নেই। শিল্পের যান্ত্রিকীকরণ শুধু জটিলই নয়, ব্যয়সাধ্য। অতএব এই শিল্প পরিচালনা সাধারণ কারিগরের পক্ষে সাধ্যাতীত, অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন। অথচ একটিমাত্র লোকের পক্ষে এই বিরাট শিল্পোদ্যোগের মালিক হওয়ার মতো বিপুল সংগতি থাকাও সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত মালিকানার এই সীমাবদ্ধতা যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগ

পরিচালনার জন্য যৌথ মূলধনী ব্যবস্থার সৃষ্টি করলো। ইংলণ্ডে ১৮৫০-এ এবং ফ্রান্সে ১৮৬৯-এ সীমাবদ্ধ দায়িত্বের নীতি আইনসংগত বলে স্বীকৃত হওয়ার পর থেকে এ-জাতীয় শিল্পসংস্থা দ্রুত গড়ে ওঠে।

জগদ্ব্যাপী বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কব্যবস্থার প্রসারও শিল্পবিপ্লবেরই ফল। বৃহদায়তন কারখানাকে সচল রাখার জন্যে কাঁচামালের অবিচ্ছিন্ন যোগান এবং পণ্যদ্রব্য ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা আবশ্যক। এই প্রয়োজন মেটাবার উপায় বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য এবং বৃহৎ বাণিজ্যিক নৌবহর। শিল্পায়নের সঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধি অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের প্রাথমিক প্রয়োজন শিল্পায়ন ও উৎপাদনবৃদ্ধির নতুন প্রেরণা। উপরন্তু, শিল্পবিপ্লবের দরুন জীবনযাত্রার মানের যে উন্নতি ঘটে তা চাহিদা বাড়িয়ে এবং বাণিজ্য ও শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ব্যাঙ্কব্যবস্থাকে ব্যাপক করে তোলে।

শুধু অর্থনীতির রূপান্তর সাধনই নয়, শিল্পবিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিধিনিষেধ থেকেও মানুষকে মুক্ত করে। 'ওয়েল্‌থ অভ্‌ নেশন্‌স' নামক গ্রন্থে (১৭৭৬) এ্যাডাম স্মিথ মানুষের আর্থনীতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানান। বাণিজ্যিক সংরক্ষণবাদের যুগের ধ্যানধারণাপ্রসূত শুল্কবেষ্টনী শিল্পায়নের প্রতিবন্ধক। প্রতিযোগিতা বাণিজ্যের প্রাণস্বরূপ এবং বাণিজ্যিক বিধিনিষেধের অবসান ব্যতীত প্রতিযোগিতা সম্ভব নয়। অতএব বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নয়, অবাধ বাণিজ্যই কাম্য।

ফ্রান্স

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও ফ্রান্সে বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের পদক্ষেপ মন্থর। ১৭৫০—১৭৬০ পর্যন্ত ফরাসী শিল্পের সাজসরঞ্জাম ও উৎপাদন পদ্ধতি গতানুগতিক অর্থাৎ সাবেকী যন্ত্রপাতি ও কায়িক শ্রমের প্রাধান্য এবং অকিঞ্চিৎকর উৎপাদন।

ফ্রান্সে এ-যুগে বস্ত্রশিল্প সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য থেকে মোটলাভের অর্ধেকেরও বেশী আসতো বস্ত্রশিল্প থেকে। প্রথাগত বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল পাট, ক্ষৌম ও পশম; নতুন বস্ত্রশিল্পের তুলা। তুলা থেকে বস্ত্রবয়নই প্রথম যান্ত্রিকীকৃত হয়।

ইংলণ্ডের মতো ফ্রান্সেও বস্ত্রশিল্পের যান্ত্রিকীকরণ ঘটে সর্বপ্রথম। স্পিনিং জেনী, ওয়াটার ফ্রেম, মিউল এবং ফ্লাইং শাট্‌ল—এই কটি ব্রিটিশ আবিষ্কারের প্রয়োগ ক্রমে ফরাসী বস্ত্রশিল্পের আমূল পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু সরকারী

আনুকূল্য ও ফ্রান্সনিবাসী ইংরেজ প্রযুক্তিবিদ্‌দের সহযোগিতা সত্ত্বেও এই পরিবর্তন মন্থরগতি।

এ বিষয়ে ফ্রান্সের সরকারী সাধারণ নিয়ামকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষণবাদী ও নিয়ন্ত্রণপন্থী সাধারণ নিয়ামক শিল্পে যান্ত্রিকী-করণের সহায়তা করেন নানাবিধ উপায়ে। উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সরকারী অনুদান, অগ্রিমপ্রদান, যন্ত্রক্রয় ও বণ্টনের জন্য আমিয়ঁ্যা (Amiens) ও রুয়ঁ্যায় (Rouen) দপ্তর গঠন এবং আরো অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তিনি। ফ্রান্সে যন্ত্রযুগের প্রবর্তনে সেতু ও বাঁধ নির্মাণ শিক্ষণ-কেন্দ্রের স্রষ্টা অর্থদপ্তরের এঁ্যাতঁদাঁ জেনেরাল (Intendant Générale) ক্রুদেন দ্য মঁতিঞি (Trudaine de Montigny) ও তার পুত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য ফরাসী প্রযুক্তিবিদ্‌দের ইংলণ্ড যাত্রাও স্মরণীয়। প্রথমদিকে বিখ্যাত মনীষী, প্রযুক্তিবিদ্ ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে গঠিত এইসব আধাসরকারী এবং কিছুটা গোপন মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো আর্থনীতিক গুপ্তচরবৃত্তি। ইংরেজরা তাদের প্রযুক্তি-বিদ্যার গোপনীয়তা রক্ষা করতে চেয়েছিলো, তাই এই গুপ্তচরবৃত্তি। ১৭৬০-এর পর থেকে সরকারী মিশন প্রেরিত হতে থাকে। ১৭৭৫ থেকে ইংরেজরা আর গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নি। অতঃপর ইংলণ্ডের প্রযুক্তিবিদ্‌রাও অনায়াসে ফ্রান্সে যেতে পারতো। ১৭৭৭-এ কঁস্তাঁত্যাঁ পেরিয়ে (Constantin Perier) ব্রস্‌লি কারখানার বাষ্পীয় এন্‌জিন দেখে আকৃষ্ট হন; ১৭৮৯-এ তিনি ওয়াট ও বোল্‌টন কোম্পানীর সঙ্গে বাষ্পীয় এন্‌জিন ক্রয়ের চুক্তি করেন।

ফরাসী শিল্পের যান্ত্রিকীকরণে ফ্রান্সবাসী ইংরেজদের অবদান কম নয়। শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বহু ইংরেজ ফ্রান্সে চলে আসতে আরম্ভ করেন। প্রথমদিকে আসেন ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থা ও রাজবংশবিরোধী ক্যাথলিকেরা। ক্রমে ফ্রান্সে ইংরেজ আগন্তুকদের সংখ্যা ও প্রভাব বাড়তে থাকে। এদেরই একজন জন হোল্‌কার। আদিনিবাস স্ট্র্যাটফোর্ড এবং ১৭৪৫ থেকে ফ্রান্সের বাসিন্দা। ১৭৫১-তে তিনি একটি সুতী মখমলের কারখানা স্থাপন করেন। একবার ইংলণ্ডে গোপন সফর করে তিনি নতুন যন্ত্রের নক্‌শা ও ২৫ জন দক্ষ শ্রমিক নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ১৭৫৫-এ তিনি ফরাসী কারখানার পরিদর্শক নিযুক্ত হন এবং পরের বৎসর ফরাসী নাগরিকত্ব অর্জন করেন। বস্ত্রশিল্পের যান্ত্রিকীকরণে আরো কয়েকজন ইংরেজের নাম স্মরণীয়; টমাস লেকুরেক, উইলিয়াম হল এবং জ্যাক্ মিলনে।

যন্ত্রবিদ্যায় ফরাসীরা ইংরেজের স্কুলে পাঠ নিয়েছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এ-যুগে বস্ত্রশিল্পের যান্ত্রিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়নি। প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের বিপ্লব এই কথাটি এ-যুগের ফ্রান্স সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। যন্ত্রসম্পর্কে ফরাসীদের অবিশ্বাস ও অনীহা এবং প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবের ফলে যান্ত্রিকীকরণের কাজটি ধীরগতি।

সুতরাং ইংলণ্ডের মতো ফ্রান্সে যন্ত্রযুগের প্রচণ্ড আবির্ভাব ঘটেনি। একমাত্র সুতীবস্ত্রশিল্পে যান্ত্রিকীকরণ অনেকটা অগ্রসর। গ্রামাঞ্চলে অনায়াসে বহন-যোগ্য হালকা স্পিনিং জেনীর ব্যপক ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিলো। বড়ো বড়ো কারখানার ওয়াটার ফ্রেমও ব্যবহৃত হতে থাকে কিন্তু মিউল এ-যুগে প্রায় অপরিচিত। ১৭৯০-এর একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ফ্রান্সে এই সময় জেনী জাতীয় তাঁতের সংখ্যা ছিলো—৯০০, ইংলণ্ডে—২০০০০ ; ফ্রান্সে ওয়াটার ফ্রেম ব্যবহৃত হতো ৮টি বৃহৎ কারখানায়, ইংলণ্ডে ১৪৩টি কারখানায়। সবাপেক্ষা অগ্রসর সুতীবস্ত্রশিল্পে ইংলণ্ডের তুলনায় ফ্রান্সের পশ্চাদ্‌বর্তিতা এই পরিসংখ্যানে পরিস্ফুট।

প্রায় সর্বত্র বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের আধিপত্য। অপরিবর্তিত সাবেকী উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনে যন্ত্রের গৌণ ভূমিকার জন্যেই অনগ্রসরতা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধাতুশিল্পও অনগ্রসর ; এক্ষেত্রেও উৎপাদনের প্রাচীন পদ্ধতি অব্যাহত। ইতস্তত কয়লার চুল্লি প্রবর্তিত হলেও ইস্পাত তৈরীর জন্যে ফ্রান্সে তখনও কাঠের চুল্লিরই প্রচলন বেশী। এই শিল্পোদ্যোগে পর্য্যাপ্ত প্রারম্ভিক মূলধন এবং জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন। সুতরাং চুল্লীর মালিকদের মধ্যে অরণ্যসম্পদের অধিকারী অভিজাতরাও ছিলো।

পূর্বতন সমাজে ধাতুশিল্পের বিশেষ প্রসার হয়েছিলো আলসাসে। আল-সাসের লোহা উৎপাদনের পরিমাণ ছিলো : ১৬২০০০ মিলিয়ে[১] ঢালাই ও পেটা লোহা। অন্যত্র উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম, যেমন, সঁপাঞ্জিয়ে ৫৮০০০ মিলিয়ে ; ফাঁস-কঁতেতে ৫৫০০০ মিলিয়ে ; লোরেনে ৪৮০০০ মিলিয়ে ; লা বুরগইঁনে ২৪০০০ মিলিয়ে। ধাতুশিল্পেও জ্বালানি কাঠই ব্যবহৃত হতো, কয়লা নয়। এখানেও সাবেকী যন্ত্রপাতি ও কায়িক শ্রমের প্রাধান্য। ব্যতিক্রম নতুন যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ল্য ক্রেউজো (Le Creusot) ও নীডেরব্রণের (Niederbron) বৃহৎ কারখানা দুটি।

এ-যুগের লৌহরাজা দিত্রিস (Dietrich)। জেগেরতাল (Jaegertal), নীডেরব্রণ, রাইখসোফেন (Reichschofen), রোথাউয়ে (Rothau) তাঁর লোহার কারখানা। একমাত্র নীডেরব্রণ কারখানাতেই আটশো শ্রমিক কাজ

করতো। যুক্তভাবে এই কটি কারখানা ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শিল্পগোষ্ঠী।

সরকারী আনুকূল্য এবং ইংরেজ প্রযুক্তিবিদ্ উইলকিন্সনের সহযোগিতায় স্থাপিত ক্রেউজোর কারখানার মূলধন ছিলো ১ কোটি লিভ্র[২]। নিখুঁত যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত এই কারখানাকে এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহ কারখানা বললে অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু ক্রেউজো ও নীডেরব্রণ সত্ত্বেও ধাতুশিল্পে যান্ত্রিকীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছিলো বলা চলে না। বিপ্লবোত্তর যুগে পুনপ্রতিষ্ঠিত বুর্বঁ শাসনকালে এই শিল্পের প্রকৃত অভ্যুত্থান ঘটে। বৃহৎ লৌহকারখানা গড়ে ওঠার পথে অনতিক্রমণীয় বাধা ছিলো তৎকালীন ত্রুটিপূর্ণ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা।

কয়লা শিল্পেও উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির সঙ্গে পুরনো পদ্ধতির সহাবস্থান। তবে প্রথাগত ছোটোখাটো শিল্পোদ্যোগ ক্রমশ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছিলো এবং কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। ছোটোখাটো শিল্পদ্যোগের পক্ষে কয়লাখনির গভীর সুরঙ্গখননের অথবা খনির অভ্যন্তরস্থ জল নিষ্কাশনের সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য ছিলো না। অতএব ভূমির উপরিতলের কয়লা তুলেই এইসব শিল্পোদ্যোগকে ক্ষান্ত হতে হতো। ১৭৩৪-এর একটি পরিষদীয় অনুজ্ঞা রাজার অনুমোদন ব্যতীত কয়লা তোলা নিষিদ্ধ করে। এই আদেশের অর্থ ছোটো শিল্পসংস্থাকর্তৃক কয়লাশিল্পে অনধিকার প্রবেশ বন্ধ করা। অনধিকার প্রবেশ, কারণ একটি কয়লাখনির যথোচিত ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক মূলধন দশ লক্ষ লিভ্র একমাত্র বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের পক্ষেই সংগ্রহ করা সম্ভব ছিলো। সুতরাং এই অসম প্রতিযোগিতায় পুরনো পদ্ধতিনির্ভর ছোটোখাটো শিল্পোদ্যোগের হটে যাওয়া স্বাভাবিক। ১৭৫৬-এ স্থাপিত আঁজ্যা (Anzin) কয়লাখনিতে ১৭৮৯-এ ৩০০-র বেশী শ্রমিক কাজ করতো। এ-জাতীয় কোম্পানি আর্লে (Arles) ও কর্মোতেও (Carmaux) স্থাপিত হয়েছিলো। নীডেরব্রণ ও ক্রেউজোর শিল্পসংস্থার মতো এই সব কোম্পানি শৈল্পিক পুঁজিবাদের উদাহরণ। এসব সংস্থায় ছিলো কেন্দ্রীকৃত পুঁজি, বেতনভুক্ শ্রমিক ও যান্ত্রিকীকৃত উৎপাদন পদ্ধতি।

এভাবে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন পদ্ধতি বিক্ষিপ্ত উৎপাদন ব্যবস্থার স্থান অধিকার করছিলো। নতুন উৎপাদন পদ্ধতি কেন্দ্রীকৃত মূলধন ও বেতনভুক্ শ্রমিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামাজিক ক্ষেত্রেও মানুষের জীবনযাত্রা

প্রণালীতে বিপ্লব নিয়ে আসে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে যন্ত্রযুগের এই রূপরেখা অস্পষ্ট।

সূতীবস্ত্রশিল্পের যান্ত্রিকীকরণ এ-যুগে অনেকটা অগ্রসর হলেও সামগ্রিকভাবে যান্ত্রিকীকরণের অনগ্রসরতা অনস্বীকার্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডেও বিক্ষিপ্ত উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাব, শৈল্পিক পুঁজিবাদ অপেক্ষা বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের প্রাধান্য। ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব ফ্রান্সে ঘটে উনিশ শতকের মধ্যপর্বে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের আর্থনীতিক সমৃদ্ধির মূল কারণ বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুত্থান। কিন্তু ওপরের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাবে যে, ইংলণ্ডের মতো ফরাসী আর্থনীতিক বিকাশ উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তরের ফলে ঘটেনি, মূল্যবৃদ্ধি ও জনস্ফীতির প্রভাবে উৎপাদনের অভাবিতপূর্ব বৃদ্ধির ফলেই তা সম্ভব হয়েছিলো। লাব্রুস (Labrousse) যাকে বলেছেন পুরনো পদ্ধতিতে অপরিমেয় ঐশ্বর্যসৃষ্টি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বিপ্লবের প্রাক্কালে ইংলণ্ড ফ্রান্সের তুলনায় অনেক অগ্রসর। য়ুট্রেক্টের সন্ধির (১৭১৩) পর ড্যানিয়েল ডিফো লিখছেন; "সারা জগতে ইংলণ্ড সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ।" সতেরো শতকে ইংলণ্ডের একটানা আর্থনীতিক অভ্যুদয় থেকে ডিফোর উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে, এই শতাব্দীতে ফরাসী অর্থনীতির নিশ্চলতা, এমনকি ক্ষীয়মানতা লক্ষণীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে যে অনুকূল পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে ফরাসী অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু ফ্রান্স সপ্তদশ শতাব্দীর পশ্চাদবর্তিতা কাটিয়ে উঠে ইংলণ্ডের সমকক্ষ হতে পারেনি। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ অর্থনীতির উড্ডয়নের পশ্চাতে পূর্ববর্তী দুই শতাব্দী ব্যাপী ক্রমিক আর্থনীতিক অভ্যুদয়, যা মধ্যে মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হলেও কখনও একেবারে থেমে থাকে নি। উড্ডয়নের যা পূর্বশর্ত—দীর্ঘকালীন শ্রীবৃদ্ধির ফলে পরিণত অর্থনীতি—তা ইংলণ্ডেই উপস্থিত ছিলো, ফ্রান্সে নয়। আঠারো শতকের দ্রুত আর্থনীতিক বিকাশ সত্ত্বেও ফ্রান্স ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেকটা পিছিয়েই ছিলো। এই পশ্চাদ্বর্তিতার উদাহরণ: ইংলণ্ডে প্রথম কয়লার চুল্লি স্থাপিত হয় ১৭০৯-এ, আর ফ্রান্সে ক্রেউজোর কয়লার চুল্লির প্রতিষ্ঠা ১৭৮৫-তে। ধাতুশিল্পে নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ ফ্রান্সে শুরু হয় ১৮২০—৩০-এ, ইংলণ্ডের প্রায় এক শতাব্দী পারে।

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইংলণ্ড য়োরোপের প্রায় সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র; ইংলণ্ডে মাথাপিছু আয়ের হার ফ্রান্সের তুলনায় অনেক বেশি। সর্বাপেক্ষা নগরায়িত, শিল্পায়িত ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক অভ্যুদয় অপরিসীম।

সক্রিয় জনসংখ্যার এক অতি বৃহৎ অংশ শৈল্পিক উৎপাদনে নিযুক্ত, জাতীয় আয়ের একতৃতীয়াংশ আসছে শিল্পোদ্যোগ থেকে। কিন্তু তৎকালীন ফ্রান্সে কৃষিনিভর অর্থনীতি বাণিজ্যিক অর্থনীতির বিকাশের পথে প্রবল প্রতিবন্ধক। প্রকৃতপক্ষে শিল্পে উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেই উভয় দেশের মৌলিক পার্থক্য। ফরাসী শিল্পের কাঠামো তখনও প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতির ওপরই নির্ভরশীল, অথচ ১৭৬০-এর পর থেকে ইংলণ্ডের আর্থনীতিক কাঠামোর বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে। যে-সব নতুন নতুন আবিষ্কার আধুনিক বৃহৎ শিল্পের ভিত্তি, ব্রিটেনেই তা প্রথম উদ্ভাবিত হয়ে পরোৎকর্ষ লাভ করে। অনেকের মতে অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের পশ্চাদ্‌বর্তিতার মূল কারণ প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্রিটেনের সুনিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্ব।

অবশ্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় সাংগঠনিক কাঠামোর ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সতেরো শতকের বিপ্লবের পর ইংলণ্ডে বাণিজ্য অথবা শিল্পোদ্যোগের ওপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও প্রথাসিদ্ধ নিয়ন্ত্রণের বিলুপ্তির ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু ফ্রান্সে কর্পোরেশন ব্যবস্থা[৩] ও কলবেয়ারপন্থী[৪] রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তখনও শিল্পে যান্ত্রিকীকরণের পথে প্রবল অন্তরায়। কিন্তু এই মতের যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথমত, ইংলণ্ডে কর্পোরেশন ব্যবস্থার কিছু অবশিষ্ট ছিলো না, তা নয়। পশমশিল্প তখনও এই ব্যবস্থার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়নি। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সের অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রভাব যতোটা ক্ষতিকর বলে ধরা হয়, প্রকৃতপক্ষে ততটা ছিলো না। তাছাড়া, ফরাসী শিল্পের একটা বিরাট অংশ কর্পোরেশন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিলো এবং শতাব্দীর মধ্যভাগে কলবেয়ারপন্থী নিয়ন্ত্রণও অনেক শিথিল। অনেকে ফরাসী মানসিকতার বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেন। সত্য, ফরাসী মানসিকতা অভ্যুদয়ের অথনীতির অনুকূল ছিলো না। সাধারণভাবে বলা চলে, অভিজাত ও উচ্চ বুর্জোয়ারা শিল্পে বিনিয়োগের বিরোধী—অভিজাতরা জাতিচ্যুতির ভয়ে এবং বুর্জোয়ারা জাতে ওঠার আশায়। বুর্জোয়াদের অনেকেই পদক্রয় করে অথবা স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়ে আভিজাত্য অর্জনের আশায় শিল্পে বিনিয়োগের প্রতি বিরূপ ছিলো। কিন্তু এই অভিমতও কিছুটা অতিরঞ্জিত। ফরাসী অভিজাতদের অন্তত একটি অংশ নতুন আর্থনীতিক অভ্যুদয়ের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ছিলো না। প্রথাসিদ্ধ উৎপাদনের অনেক শাখা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো, যেমন, কয়লাশিল্প; ধাতুশিল্প ইত্যাদি। বৃহৎ সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং আঁতিয়ে (Antilles) কৃষি

উৎপাদনে তাদের সক্রিয়তাও স্বীকার্য। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডের সামাজিক গতিশীলতা যতো দ্রুত এবং ভূম্যধিকারী ও বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান যতো অকিঞ্চিৎকর বলে ধরে নেওয়া হয়, সেটাও ততোদূর ঠিক বলে মনে হয় না। নিঃসন্দেহ, শিল্পবিপ্লবে অভিজাত ভূম্যধিকারী ও গ্রামীণ সম্পন্ন ভদ্রলোকের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিলো না এবং এই দুই সম্প্রদায়ের বিনিয়োগ ও শৈল্পিক উৎপাদনে সক্রিয়তা অষ্টাদশ শতকে কমে যায়। বস্তুত, এই সমস্যার সমাধান আরো বিস্তৃত গবেষণার অপেক্ষা রাখে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সামাজিক সংগঠনের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের উদ্যোক্তা শ্রেণীর মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নতুন আলোকপাত হওয়া প্রয়োজন। শিল্পবিপ্লব ইংলণ্ডের বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিলো। সমাজিক ক্ষেত্রে এই বিপ্লব প্রধানত মধ্যশ্রেণীর বণিক নির্মাতাদের কীর্তি, আর সম্পন্ন কারিগর সম্প্রদায় থেকেই আবিষ্কারক ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তকদের উদ্ভবে।

এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পর এফ. ক্রুজে জনশক্তির সমস্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যুগপৎ মজুরির উচ্চ ও ক্রমবর্ধমান হার এবং কারখানায় শ্রমিকের বর্ধিত প্রয়োজন মেটানো ইংলণ্ডের সুতীবস্ত্রশিল্পের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিলো। জনশক্তির সীমাবদ্ধতা এবং নিরন্তর প্রসারণ-শীল ইংরেজ শিল্পোদ্যোগ—এই দুই কারণে উনিশ শতকের প্রথমভাগে শ্রমিকের দষ্প্রাপ্যতা কেবলমাত্র সুতীবস্ত্রশিল্পেরই নয়, সামগ্রিকভাবে ইংরেজ বস্ত্রশিল্পের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান ছিলো যান্ত্রিকীকরণ। উপরন্তু, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ অর্থনীতি উন্নতির শীর্ষবিন্দুতে। অথচ চল্লিশের দশক থেকে জনস্ফীতির ফলে উৎপাদন পদ্ধতিব বৈপ্লবিক রূপান্তর ব্যতীত পণ্যদ্রব্যের বর্ধিত চাহিদা মেটানো এই সম্পন্ন অর্থনীতিরপক্ষেও সম্ভবপর ছিলো না। অপরদিকে ফ্রান্সে জনশক্তির অভাব হয়নি ; পণ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তা ছাড়াও মেটানো সম্ভব ছিলো।

জনশক্তির সমস্যার মতো বিনিয়োগের সমস্যাও গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে যে মূলধনের প্রাচুর্য ছিলো তার প্রমাণ দীর্ঘকালব্যাপী সুদের নিম্নহার। কিন্তু মূলধনের প্রাচুর্য শিল্পবিপ্লবের প্রধান উপাদান নয়। ফ্রান্সেও এই সময় সুদের নিম্নহার ছিলো। নিঃসন্দেহে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ফ্রান্সের তুলনায় অনেক উন্নত কিন্তু শিল্পবিপ্লবে মূলধন সরবরাহে ব্যাঙ্কের ভূমিকা গৌণ। মূলধনের যোগান আসে প্রধানত শিল্পোদ্যোগের

লাভের পুনর্নিয়োগ থেকে, অর্থাৎ স্বয়ংস্বয়ংস্ত্যাজিত মূলধন থেকে। আরো একটি প্রশ্ন : ইংলণ্ডে অথবা ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লবের ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রেরণা এসেছিলো কোন শ্রেণী থেকে ? মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে মরিস ডব তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ষ্টাডিজ্ ইন্ দি ডেভেলপমেণ্ট অব্ ক্যাপিটালিজমে অর্থনীতির পুঁজিবাদী রূপান্তরের দুটি সম্ভাব্য পথনির্দেশ করেছেন : এক, উৎপাদকের পুঁজিপতিতে রূপান্তর। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে কৃষি এবং শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই বেতনভুক শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল উৎপাদন ব্যবস্থার বিবর্তন লক্ষ করা যায়। উৎপাদনের এই নতুন ব্যবস্থা যাদের কীর্তি তারা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদকের মধ্য থেকেই উদ্ভূত। সাধারণত এরা সম্পন্ন কৃষক অথবা কারিগর। দুই, প্রথাসিদ্ধ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত শৈল্পিক উৎপাদনের দ্বারা পুঁজি সঞ্চয়ের ফলে বণিকের পুঁজিপতিতে রূপান্তর। প্রথমোক্ত পন্থায় উদ্যোক্তা ও স্বাধীন শ্রমিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ; দ্বিতীয় পন্থায় উৎপাদক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বিযুক্ত না হলেও বণিক পুঁজিপতির উপর নির্ভরশীল। প্রথম ক্ষেত্রে উৎপাদক প্রত্যক্ষভাবে বাজারের জন্যই উৎপাদন করে এবং বাণিজ্যিক পুঁজির অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে এই পুঁজিকে শৈল্পিক পুঁজির অধীনে নিয়ে আসে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বণিক পুঁজিপতির স্বার্থ উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং এক্ষেত্রে শৈল্পিক পুঁজি বাণিজ্যিক পুঁজির অধীন। প্রথম ক্ষেত্রে মুনাফা স্বাধীন শ্রমিকের শ্রম থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত মূল্য ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুনাফার অর্থ : উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ হেতু ক্রয়-বিক্রয়ের দামের পার্থক্যজনিত লাভ। মোরিস ডবের ভাষ্য অনুযায়ী প্রথম পন্থার দৃষ্টান্ত : বস্ত্রশিল্পপতি নিউবেরীর নির্উকোম ; দ্বিতীয় পন্থার : কলবেয়ারপন্থী রাজকীয় কারখানা[৫]।

দ্য তার্লে, জি. লেফেভ্র এবং লাব্রুস্ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের গবেষণার আলোকে জাপানী ঐতিহাসিক টাকাহাসি ডবের বিশ্লেষণকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন। প্রথম পন্থায় বাজার উৎপাদনের দ্বারা, বাণিজ্যিক পুঁজি শৈল্পিক পুঁজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; এতে পুরনো পদ্ধতির ভাঙন অনিবার্য। দ্বিতীয় পন্থায় উৎপাদন বাজারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, শিল্প বাণিজ্যিক মুনাফার স্বার্থে নিয়োজিত ; পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে এই ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। পুরাতন পদ্ধতি থেকে নতুন পদ্ধতিতে উদ্বর্তনের এই দুটি পরস্পর বিরোধী পন্থা। একটি প্রকৃত বিপ্লবী পথ, অপরটি লেনদেন ও আপসের পথ। ইংলণ্ডের বিপ্লবে রাজতন্ত্রী ও স্বতন্ত্রদের, ফরাসী বিপ্লবে জিরঁদ্যাঁ[৬] ও জাকবাঁ্যাদের[৭] সংঘাতের মধ্যে এই বৈপরীত্য প্রতিবিম্বিত।

৩

আলোকিত শতাব্দী ও পূর্বতন সমাজ

কোনো শতাব্দীর মহিমা যদি স্বাধীন চিন্তার ঔজ্জ্বল্যে ও মানবের ইহজাগতিক ভাগ্যজয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীকে য়োরোপের ইতিহাসের মহত্তম শতাব্দী বলা চলে। আধুনিক জগতের উর্দ্বতনে বিপ্লবপরিণামী এই শতাব্দীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবী ক্যালেণ্ডারের দ্বিতীয় বর্ষে রোবসপিয়েরের কণ্ঠে এই শতাব্দীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার দৃপ্ত ঘোষণা ; প্রকৃতির অন্তর্লীন প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা, মানবজাতির ভাগ্যজয়, অপরাধ ও স্বৈরাচারের দীর্ঘ রাজত্ব থেকে নিয়তির মুক্তি এবং সর্বজনীন সুখের নতুন উষার আলোকের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। অষ্টাদশ শতকের অন্তর্নিহিত এই আবেশ এখনও নিঃশেষিত নয়। এখানেই এই বৈপ্লবিক শতাব্দীর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।

সিয়্যাক্‌ল্‌ দ্য লা লুমিয়্যার (Siècle de la lumiére) অর্থাৎ আলোকের শতাব্দী মৌল অখণ্ডতা সত্ত্বেও বহু বিচিত্র। বুদ্ধিই আলোক, অতএব আলোকিত শতাব্দী। বুদ্ধিই এই শতাব্দীর প্রভু, বুদ্ধির রশ্মিজালে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। ১৬৯৪-র দিক্‌সিয়োনের দ্য লাকাদেমীতে (Dictionnaire de l'Académie) আলোকের অর্থ ; বুদ্ধি, মননের স্বচ্ছতা, যা মানবিক চেতনাকে প্রদীপ্ত করে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে শব্দটি যুগপৎ একটি বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি—এবং যে যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকৃত—সেই যুগকে বোঝাত। 'অবশেষে সব অন্ধকার বিদীর্ণ। সর্বত্র কী উজ্জ্বল আলো'। ১৭৫০-এ তুর্গোর[১] তাব্‌লো ফিলজফিক দে প্রোগ্রে দ্য লেসপ্রি যুমেঁর (Tableau philosophique des progrés de l'esprit humain) এই প্রচণ্ড উল্লাসের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের মানুষের উদ্বুদ্ধ চৈতন্যের স্বাক্ষর।

আলোকস্পৃষ্ট মানুষ বুদ্ধিবিভাসিত। বুদ্ধিবিভাসার ধারকদের বিশেষ অভিধা ফিলজফ (Philosophe)। ফিলজফেরা নিজেদের দার্শনিক বলেই ভাবতেন কিন্তু শুধু দার্শনিক আখ্যায় ফিলজফদের সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে না। নিখিল বিশ্ব ও জীবজগতের সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ ও যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দর্শনের

বিষয়বস্তু। কিন্তু এঁদের মননের পরিধি ব্যাপকতর। এরা অষ্টাদশ শতকের আলোকিত পরিমণ্ডলের স্রষ্টা এবং এ বিষয়ে দার্শনিকগোষ্ঠীর সচেতনতা গ্রিম[২] (Grimm) ও ভলতেরের[৩] (Voltaire) উক্তিতে সুস্পষ্ট। ১৭৬২র মে মাসে করেসপঁদঁস লিতেরেয়ারে (Correspondance Littéraraire) গ্রিম লিখছেন: বিভাসিত শতাব্দী এই অভিধা যথাযথ কারণ নিজেদের আমরা এই নামেই অভিহিত করি। ১৭৬৫র সেপ্টেম্বর মাসে দালেমবেয়ারের[৪] (D'Alembert) নিকট ভলতেরের লিখিত পত্রে গ্রিমের উক্তিরই প্রতিধ্বনি: সর্বত্র পরিব্যাপ্ত মানবিক চেতনার এই বিস্ময়কর বিপ্লবের সদ্ব্যবহার করুন এবং মানুষকে আলোকিত করার জন্য বেঁচে থাকুন।

বিভাসিত শতাব্দীকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা চলে। চতুর্দশ লুইর রাজত্বের শেষ পর্বে ফেনল[৫] (Fénelon) প্রমুখ তাত্ত্বিকদের সহযোগিতায় অভিজাতশ্রেণী বস্যুয়ে[৬] (Bossuet) ব্যাখ্যাত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের একটি বিরোধী ভাবাদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছিলো। নতুন ভাবাদর্শ সৃষ্টির অভিজাত-প্রয়াস সমগ্র শতাব্দীতেই লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম পর্বে (১৭১৫-২০ থেকে ১৭৪৮-৫০ পর্যন্ত) এই প্রয়াস স্পষ্টভাবে উচ্চারিত। স্বকীয় শক্তিসম্পর্কে সচেতন অভিজাতশ্রেণী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে লিপ্ত। এ-যুগের অভিজাত ভাবাদর্শের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান ব্যাখ্যাকার মঁতেস্কিয়ো[৭] (Montesquieu) (লেস্প্রি দে লোয়া: l'Esprit des loi—১৭৪৮)।

কিন্তু অভিজাত প্রতিক্রিয়াই নয়, বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার এক নতুন পরিমণ্ডলও সৃষ্টি হয়েছিল এ-যুগে। ১৭৪৯-এ পারীর উদ্ভিদ উদ্যানের অধ্যক্ষ বুফঁ[৮] (Buffon) তাঁর চুয়াল্লিশ খণ্ডে সমাপ্ত যে প্রকৃতির ইতিহাস রচনা আরম্ভ করেন তাঁর মূলেও এই বিজ্ঞান চেতনা।

অভিজাতশ্রেণী যখন এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত তখন দার্শনিকদের সংগ্রাম ধর্মের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। দার্শনিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু খ্রীষ্টধর্ম ও অন্যান্য অপৌরুষেয় ধর্ম এবং ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। দার্শনিকরা স্বাভাবিক ধর্ম ও লৌকিক নৈতিকতার প্রবক্তা।

১৭৪৮-৫০ থেকে ১৭৭০-৭৪ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে শতাব্দীর মহত্তম রচনাসমূহ পর পর প্রকাশিত হয় এবং দার্শনিক আন্দোলনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৭৪৮ থেকে ১৭৫০ এই কয়েকটি বৎসর ফ্রান্সের রাজনীতিতে বিশেষভাবে অর্থবহ। এক্স-লা-সাপেলের সন্ধির (১৭৪৮) পর মাসোল দার্নুভিলের[৯] (Machault D'Arnuvillc) কায়েমী

স্বার্থ বিরোধী সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়। ১৭৪৯-এর মে মাসে একটি রাজকীয় অনুশাসনের দ্বারা স্থাবর, অস্থাবর, শৈল্পিক ও বাণিজ্যিক আয়ের ওপর ও সমভাবে সকলের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাঁতিয়্যাম[১০] (Vingtiéme) নামে কর স্থায়ীভাবে প্রবর্তনের বিরুদ্ধে পার্লমঁর প্রবল বিরোধিতা ধর্মীয় কলহের ফলে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অভিজাতদের ক্রমবর্ধমান বিরুদ্ধতায় বিপর্যস্ত রাজার পক্ষে দার্শনিকদের সমর্থনের প্রয়োজন ছিলো। এই পরিস্থিতি দার্শনিকদের রচনার প্রকাশ ও অনায়াস প্রচারের সহায়ক হয়। ভলতের ও বিশ্বকোষের[১১] লেখকগোষ্ঠী রাজপোষকতার মূল্য দেন রাজার স্বপক্ষে লেখনী ধারণ করে। আলোকিত স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন করে তাঁরা রাজশক্তির শত্রু সুবিধাভোগী অভিজাতশ্রেণীকে আক্রমণ করায় একটি বিশেষ সময়ে একটি বিন্দুতে রাজতন্ত্র ও দার্শনিকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির সমীকরণ হয়েছিলো। এ-যুগেই দার্শনিকদের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশিত হয়: ১৭৫০-এ দিদেরো[১২] (Diderot) সম্পাদিত প্রস্পেকতুস্ দ্য ল্যাঁসিক্লোপেদি (Pospectus de l'Encyclopaédie) এবং রুশোর[১৩] (Rousseau) দিস্কুর (Discours); ১৭৬২তে দ্যু কঁত্রা সোসিয়াল (Du Contrat Social) ও এমিল (Emile), ভলতেরের এসে স্যুর লে ময়ের (Essai sur les moeurs); কাঁদিদ (Candide) (১৭৫৯), দিক্সিয়নের ফিলজফিক পোরতাতিফ (১৭৩৪) (Dictionnaire Philosophique Portatif), দালেমবেয়ারের দিস্কুর প্রেলিমিনের দ্য ল্যঁসিক্লোপেদি (Discours Préliminaire de l'Encyclopaédie) প্রভৃতি। বুদ্ধিবিভাসা আর পারীতে সীমাবদ্ধ নয়; ফ্রান্সের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত বিচ্ছুরিত। এবং দার্শনিক সমালোচনা ধর্মীয় ক্ষেত্রের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে পূর্বতন সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। বুদ্ধিবিভাসা ফ্রান্সের মর্মমূলে প্রবিষ্ট।

১৭৭০-৭৫ থেকে ১৭৮৯ পর্যন্ত তৃতীয় পর্ব। এই পর্বে ১৭৭০-৭৫ নাগাদ অষ্টাদশ শতাব্দী নতুন মোড় নেয়। রাজা আকস্মিকভাবে পার্লমঁ[১৪] ভেঙে দেওয়ায়, ১৭৭০ স্মরণীয় হয়ে আছে। ষোড়শ লুই সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৭৭৪-এ এবং এই সময় থেকে তুর্গো[১৫] (Turgot), নেকের[১৬] (Necker), মালশর্ব[১৭] (Malesherbe) প্রমুখ বিভাসিত মন্ত্রীদের নিয়োগের ফলে দার্শনিকেরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন বলা যেতে পারে। অতএব সংস্কারের সমস্যা এখন রাজনীতির প্রাথমিক স্তরে উন্নীত। এ-সময় থেকে রাজনীতি ও বুদ্ধিবিভাসা এক সূত্রে গ্রথিত।

রাজনৈতিক আন্দোলন ও দার্শনিক চিন্তাধারার প্রবাহ একত্রিত হয়ে যে নতুন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তা ক্রমে সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে মধ্যযুগীয় স্থির, নিশ্চল মনোজগতে এক অস্থির অন্বেষা নিয়ে আসে। বিভাসিত ভাবাদর্শের বিকীরণে বিভিন্ন বিদ্বজ্জনসভা, অকাদেমী সালঁ[১৮] কাফে[১৯] এবং অসংখ্য পত্র-পত্রিকা ও রাজনৈতিক পুস্তিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে এই যুগেই দার্শনিক এষণাও প্রায় নিঃশেষিত। ১৭৭৪-এ রুশো ও ভলতেয়ারের এবং ১৭৮৪তে দিদেরোর প্রবল ব্যক্তিত্ব অপসৃত এবং তারপর যাঁরা বেঁচে ছিলেন—রেনাল[২০] (Raynal), মাব্‌লি[২১] (Mably) কঁদরসে[২২] (Condorcet) প্রভৃতি—তাঁদের কাজ ছিলো দার্শনিক তত্ত্ব সহজবোধ্য করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

বুদ্ধিবিভাসিত দর্শন ও দার্শনিক

আলোকের শতাব্দীর পর্ববিভাগ করার সময় ইতিহাসের নানা উপাদানের বিচিত্র সংযোগ চোখে পড়ে। বিভাসিত ভাবাদর্শ অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক বাস্তবের সঙ্গে বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত। সামাজিক সাংগঠনিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয়েই বিভাসিত ভাবাদর্শের উদ্ভাস ও অর্থময়তা।

পুঁজিবাদের অগ্রগতি ও বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুত্থানের দ্বারা অষ্টাদশ শতকের সামাজিক বাস্তব বিশেষভাবে চিহ্নিত। এই বিশেষ বাস্তবের সঙ্গে পৃথক করে বিচার করলে বুদ্ধিবিভাসার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়, কারণ বুদ্ধিবিভাসার ধারক ও বাহক উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী। তৎকালীন বুর্জোয়া-শ্রেণীর সংগঠন লক্ষ করলে পুরনো ব্যবস্থার অনেক লক্ষণ ধরা পড়বে সন্দেহ নেই। বণিক ও কারিগর উভয়েই পুরনো গোষ্ঠসংস্থার (পরিবার, ধর্মীয় প্যারিশ[২৩] কর্পোরেশন ইত্যাদি) মধ্যে আশ্রিত। উৎপাদন সামান্য হলেও উৎপাদক ও ভোক্তা মধ্যযুগীয় আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণবিধি এবং ন্যায্য মূল্যের নীতির দ্বারা প্রতিযোগিতা ও উচ্চমূল্য থেকে রক্ষিত। মুনাফার প্রতি আকর্ষণ ছিলো না তা নয়, কিন্তু গগনস্পর্শী লোভ ছিলো না। ধীরগতিতে সঞ্চিত পুঁজির দ্বারা একদিন একখণ্ড জমির মালিক হওয়ার সামান্য উচ্চাশা ছিলো। এরা সাধারণত মিতব্যয়ী, এদের জীবনযাত্রা অনাড়ম্বর। মেয়েরা বিলাসে, এমন কি প্রসাধনেও অনভ্যস্ত। সুশৃঙ্খল পরিবারে স্বামী ও পিতার আধিপত্য অবিসম্বাদিত। কর্তা-কারিগর সহকারীদের সঙ্গে এবং বণিক করণিকদের সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করতো। এদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। শহরে সাধারণত একতলায় অথবা দোতলায় বাস করতো

এরা। ঠিক এদের নীচেই থাকতো সাধারণ মানুষ। প্রাত্যহিক জীবনে বুর্জোয়া ও সাধারণ মানুষের মিশ্রণ সাধারণ মানুষের উপর বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া আদর্শবাদের প্রভাবের অন্যতম কারণ।

দৈনন্দিন জীবনে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও শ্রেণীগত তীক্ষ্ণ ব্যবধানবোধ ছিলো। উচ্চ বুর্জোয়াদের অবজ্ঞামিশ্রিত আচরণে বিক্ষুব্ধ নিম্নবুর্জোয়ারা কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি অনুরূপ আচরণই করতো। বিশেষত বংশমর্যদাসচেতন প্রাচীন বুর্জোয়াবংশ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বুর্জোয়াদের পারস্পরিক ব্যবহারবিধিতে এই স্তরভেদ সুস্পষ্ট, যেমন, নোটারীর স্ত্রী মাদ্‌মোয়াজেল কিন্তু কাউন্‌সিলারের স্ত্রী 'মাদাম'। শ্রেণীগতভাবে বুর্জোয়ারা অভিজাতবিদ্বেষী হলেও তাঁদের চালচলন ও আচার-ব্যবহারের অনুকরণ-প্রয়াসী। অভিজাত নামের অনুকরণের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষণীয়। ক্রমোচ্চস্তরে বিন্যস্ত অভিজাত সমাজের ছাঁচে গঠিত বুর্জোয়া সমাজের লক্ষ্য গণতন্ত্র নয়, আভিজাতিক শ্রেণীসাযুজ্য।

কিন্তু ঐতিহ্যগত রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান ঐশ্বর্য মেজাজ ও রুচির বৈচিত্র্য একটি অস্থির, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করে তুলেছিলো। অতএব সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের লৌহকঠিন নিয়ম-শৃঙখলার মধ্যে ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা আর অনায়াসে সহনীয় নয়। অষ্টাদশ শতকের অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে যে-সংখ্যাতীত কামনাবাসনার নিরন্তর উন্মেষ, যে-প্রমত্ত আশার হাতছানি, ব্যক্তিমন তার দ্বারা প্রবলভাবে আলোড়িত। নাগর সভ্যতার প্রসারও ব্যক্তিমানসের এই মুক্তিকামনার অনুকূল হয়েছিলো। বুর্জোয়াশ্রেণীর লীলাকেন্দ্র নগর এবং এই শ্রেণীর প্রয়োজনে সম্প্রসারিত নগরে প্রথাগত নিয়মের নিগড় স্বভাবতই শিথিল। আর্থনীতিক প্রসার সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। দ্রুততর যোগাযোগ ব্যবস্থা, অনায়াসলভ্য মনাফা, ঝুঁকিগ্রহণ ও এ্যাডভেঞ্চারের প্রবণতা এবং বুর্জোয়া উদ্যোগ ও স্বাধান প্রতিযোগিতার ফলে সনাতন, প্রোথিত সমাজের স্থিরতা আর সন্দেহাতীত নয়। মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষা মরণোত্তীর্ণ এক প্রাথিত পরলোককে কেন্দ্র করে আবর্তিত না হয়ে যে অস্থির, চলমান সমাজসৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর, সেই সমাজের মূল প্রেরণা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ঐহিক সুখ।

স্বাভবতই এই বুর্জোয়া ভাবাদর্শ খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী। অরিজিন দ্য লেস্‌প্রি বুর্জোয়া আঁ্যা ফ্রাঁস (Origines de I'espirt bourgeois en France) শীর্ষক গ্রন্থে বি, গ্রেতুইজঁ্যার মূল্যবান বিশ্লেষণে খ্রীষ্টিয় পাপ-বোধজনিত[২৩] আত্মপীড়ন এবং নির্বাধ বুর্জোয়া জীবনলিপ্সার পরস্পরবিরুদ্ধতা

এবং পরিণামে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে শূন্যতাবোধ অতি নিপুণভাবে প্রতিষ্ঠিত। ক্যাথলিক ধর্মের সংকট, যাজকসম্প্রদায়ের আত্মিক ও বৌদ্ধিক অবনতিও অবশ্য এই শূন্যতাবোধের জন্য দায়ী। ধর্মবিশ্বাসের গভীর নিশ্চিতির অভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নতুন পথে পরিতৃপ্তির পথ খুঁজছিলো। সঁ্যা মার্তঁ্যা[২৪] সোয়েডেনবর্গ[২৫] প্রভৃতির আলোকবাদ এবং ফ্রিমেসনারির[২৬] প্রভাব এই আধ্যাত্মিক অন্বেষার সাক্ষ্য বহন করে।

আরো একটি কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে নতুন যুগলক্ষণের বিরোধ দেখা দিয়েছিলো। অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসার অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার ভাষণে এই বিরোধ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত : পার্থিব জীবন খ্রীষ্টানের কাম্য নয়, নিরন্তর কৃচ্ছ্রসাধনাই খ্রীষ্টানের বরণীয়, যা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেয়। জীবন ভীঅ্যা ডলরোসা—দুঃখময় পথ। মৃত্যুর পরপারে অনন্তজীবনই খ্রীষ্টানের সাধ্য। বুর্জোয়া নীতিবোধ ও ধর্মবিশ্বাস জীবনের এই সম্পূর্ণ অস্বীকৃতির শুধুমাত্র বিপরীত নয় তার অর্থও ব্যাপকতর। অন্ধ আত্মসমর্পণ নয়, স্বীয় ভাগ্যজয়ের দুর্ণিবার আকাঙ্ক্ষায় এই সদ্য-অভ্যুত্থিত শ্রেণী কৃতসংকল্প। নিরন্তর জ্ঞানান্বেষণের দ্বারা প্রকৃতির রহস্যের আবরণ উন্মোচন এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বিদ্যা ও অক্লান্ত শ্রমের দ্বারা ইহজাগতিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানই জীবনের লক্ষ্য।

যেহেতু চার্চের মতে সনাতন ব্যবস্থাই একমাত্র সত্য এবং সর্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণীয় তাই নতুন বুর্জোয়া মূল্যবোধের আত্তীকরণ চার্চের পক্ষে সম্ভবপর ছিলো না। অতএব বুর্জোয়া মূল্যবোধের অভিঘাতে যখন পুরনো ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটলো, তখন অতীতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন চার্চীয় ঈশ্বর অতীতের সামগ্রীতেই পরিণত হল। যারা নতুন সমাজের প্রতিভূ, নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠার উপর যাদের অস্তিত্ব ও স্বাচ্ছন্দ্য নিভরশীল, তাদের পক্ষে অতীতের সব কুসংস্কার, অনাচার উৎপীড়ন থেকে অবিচ্ছিন্ন এই চার্চীয় ঈশ্বরের অস্বীকৃতি স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলেই যে তারা চার্চের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো, তাও নয়। চার্চ এই সংঘাত এড়াতে পারতো। পারেনি তার কারণ বুর্জোয়া ও ধর্মীয় স্বার্থের মধ্যে যে কোনো বিরোধিতা নেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্যাথলিক চার্চের এই বোধ ছিল না। আসলে বুর্জোয়ারা কখনোই চার্চের বিলোপ ঘটাতে চায়নি। চার্চের ঈশ্বর নির্দিষ্ট সংকীর্ণ সীমার মধ্যে অন্তরীণ অভিজাতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ; বুর্জোয়ারা সেখানে অস্বীকৃত। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষমতা অধিকারের জন্যে এই ঈশ্বর-আরোপিত সীমাকে অস্বীকার করা ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর গত্যন্তর

ছিলো না। নিরীশ্বর হয়ে অথবা চার্চীয় ঈশ্বর বিরোধিতার দ্বারাই বুর্জোয়া শ্রেণী নতুন সমাজ সৃষ্টিতে ব্রতী হয়।

এই যুগে পাপ, মৃত্যু ও ঈশ্বর সম্পর্কে পুরনো ধারণার অস্বীকৃতিও বুর্জোয়া-চার্চ বিরোধিতা সঞ্জাত। চার্চের মতে আদম-সন্তান মানুষের সব অপরাধ, দুর্নীতি ও অধঃপতনের মূলে আদমের আদিপাপ যা প্রতি মানুষের মধ্যে অন্তর্লীন। সুতরাং মানবচরিত্রের অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান সম্পূর্ণ নিরর্থক। আদি পাপ মানুষের জীবনে সংক্রামিত। ইহলোকে এই পাপ থেকে পরিত্রাণ নেই।

মধ্যযুগীয় জীবনচর্যা এই পাপবোধআক্রান্ত কিন্তু অষ্টাদশ শতকে এই পাপবোধ অনেক দুর্বল। এই শতকের মানুষ অনেক স্বনির্ভর, স্বীয় শক্তি সম্পর্কে অবহিত এবং দুরন্ত আশার দ্বারা উজ্জীবিত। মানুষ পাপী নয়, দুর্বল। পাপী মানুষকে স্বীকার না করলে, পাপের অস্তিত্বের প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং এই যুগে পাপের অর্থ মনুষ্যকৃত সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলার লঙ্ঘন। পাপ নয়, সামাজিক অপরাধ। খ্রীষ্টীয় নীতিবোধের মূলীভূত ধারণা মানুষের আদি পাপ; অষ্টাদশ শতকের নীতিবোধের কেন্দ্রে মানবিকতা।

মৃত্যুসম্পর্কে চার্চীয় ধারণা : জীবন দুঃখময় পথ এবং মরণোত্তীর্ণ চিরন্তন পারলৌকিক জীবনই শ্রেয়। মৃত্যুসম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা অষ্টাদশ শতকের ভোভেনার্গ[২৭] রচিত রেফ্লেক্সিয়ঁ এ মাক্সিম্ (Reflections et maximes) গ্রন্থে বিবৃত : মৃত্যুচিন্তা মানুষের জীবনকে ভুলিয়ে দেয়। যে কোনো মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্যে আমাদের এমনভাবে বাঁচা প্রয়োজন যেন মৃত্যু নেই। তাছাড়া মৃত্যুচিন্তা নিরর্থক কারণ মৃত্যু স্বর্গ ও ঈশ্বর নিরপেক্ষ একটি মানবিক সত্য মাত্র। আবে কাঁবাসেরেসের সেরমঁ স্যুর লা মর (Sermon sur la mort)-এ এই সত্যেরই প্রতিধ্বনি : আজকাল মানুষ এমনভাবে বেঁচে থাকতে চাইছে যেন সে কোনোদিন মরবে না। মৃত্যুচিন্তা অহেতুক কারণ মৃত্যু জীবনের মতোই স্বাভাবিক। সুতরাং মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কারণ কি?

অতএব মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মহিমার ক্রমাপসৃতি জীবনকে এক নতুন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলো। পাস্কালের[২৮] সজ্জন (honnête homme) মৃত্যু ও নরকের ভয়ে শঙ্কিত, ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কিন্তু এখন আবে পঁসেলের ভাষায় মৃত্যুভয় এক বিষাদময়, অস্বস্তিকর কুসংস্কার। সুতরাং ভলতেরের কাছে মৃত্যু তার রহস্য হারিয়ে এক মানবিক সত্যে পরিণত।

ঐতিহ্যাগত ঈশ্বরসম্পর্কিত ধারণাও পরিবর্তিত হয় অনুরূপভাবে।

ধার্মিকতার মূলসূত্র : সব কর্ম ঈশ্বরের, ঈশ্বর ব্যতীত কোনো কর্মই সম্ভব নয়। কৃপা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, কোনো নিয়মের অনুবর্তী নয়। কিন্তু স্বীয় অধিকারসচেতন অষ্টাদশ শতকের মানুষ এই ঈশ্বর পারবশ্য স্বীকার করে নিতে রাজী ছিলো না। মানুষের স্বধর্ম তার স্বাধীনতা; স্বীয় ভাগ্যজয়ের দৃঢ় সংকল্প। মানুষ ঈশ্বরশাসিত নয় কারণ বিজ্ঞানের অপ্রতিহত অগ্রগতির দ্বারা প্রকৃতির ঐশী শক্তির নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘিত। জগৎপ্রসবিতারূপে ঈশ্বর স্বীকৃত কিন্তু ঈশ্বরবাদের[২৯] ফলে ঈশ্বরের সর্বময়কর্তৃত্ব আর গ্রাহ্য নয়।

মৃত্যুভয় ও ঈশ্বরের শাসনমুক্ত নতুন সমাজে ঈশ্বর অনুপস্থিত নন কিন্তু এই ঈশ্বর বুর্জোয়া ভাবমূর্তিতে তৈরী। কৃপা সম্পূর্ণভাবে সর্বশক্তিমানের ইচ্ছাধীন নয়, ন্যায়বিচারের সাপেক্ষ এবং এই ন্যায়বিচার বুর্জোয়া নীতি-বোধের অনুবর্তী। একমাত্র মৃত্যুর মুহূর্তেই ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার প্রকাশ। কিন্তু শেষবিচারের[৩০] দিনেও ঈশ্বরের রায় মানুষের বিচারবুদ্ধিকে লঙ্ঘন করবে না। তিনি ন্যায়বিচারবিধি লঙ্ঘন করবেন না বরং কৃতকর্মের গুণাগুণ বিচার করেই তিনি স্বর্গ নরকের ব্যবস্থা দেবেন। ভলতের ও ভলতেরের যুগের বুর্জোয়া ভদ্রলোকদের মতে ঈশ্বর সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। শেষবিচারের দিনে দুষ্কৃতির কঠোর শাস্তিবিধান তাঁর কর্তব্য কারণ তিনি শুধু করুণাময় নন, শাস্তিদাতা। সমাজব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য শাস্তিবিধায়ক ঈশ্বরের আবশ্যকতা সম্পর্কে নতুন সমাজব্যবস্থার স্রষ্টা বুর্জোয়াদের কোনো দ্বিমত ছিলো না। এ-বিষয়ে গ্রেতুইজ্যাঁর মন্তব্য কৌতূহলোদ্দীপক : সংবিধানী ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বজগতে—ইহলোকে ও পরলোকে প্রসারিত; ঈশ্বর পরলোকে বুর্জোয়া বিবেকের প্রশাসনিক শক্তি।*

প্রথমে ইংলণ্ড ও পরে ফ্রান্সে বুর্জোয়াশ্রেণী বিশ্বজগৎ, সমাজ ও মানবিক অস্তিত্বের পারস্পরিকতা সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা ক্রমশ গড়ে তোলে। এই নতুন ধ্যানধারণার মৌল উপাদান : মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও ঐহিক সুখ। ফলিত বিজ্ঞানের দ্বারা বশীভূত প্রকৃতি মানুষকে নতুন মহিমায় ভূষিত করে কেবলমাত্র ঐহিক সুখই এনে দেবে না; রহস্যের অবগুণ্ঠনমুক্ত প্রকৃতির রত্নভাণ্ডার মানষকে এক মহা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেবে। গবেষণার স্বাধীনতা, নব নব আবিষ্কার এবং অকল্পনীয় ঐশ্বর্যের সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত উদ্যম এক নতুন কর্মপ্রেরণা এনে দিয়েছিলো। ইংরেজের দৃষ্টান্তের দ্বারা উৎসাহিত অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিকেরা এই নতুন ধ্যান-ধারণার অনুপ্রাণিত প্রবক্তামাত্র নন; এই ধ্যান-ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত

নতুন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তনে এদের সক্রিয় ভূমিকা। কারণ এই জগৎ-সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানই যথেষ্ট নয়; আসল কথা এর রূপান্তর।

স্বাভাবিক অধিকারের নীতি পরাতন ঐতিহাসিক অধিকারের নীতির বিকল্প। স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব প্রাচীন স্টোয়িকবাদ[৩১] উদ্ভূত। মধ্যযুগীয় কোনো কোনা ধর্মীয় তাত্ত্বিকের রচনায় এবং ক্যালভিনবাদে[৩২] এই নীতি লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ বিপ্লবের বৈধতা সম্পাদনে লক প্রধানত এই তত্ত্বের উপরই নির্ভরশীল: নাগরিকদের স্বাধীন চুক্তিই প্রতিষ্ঠিত সমাজের ভিত্তি। সার্বভৌম জনসাধারণ এবং জনসাধারণ প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারিকের মধ্যে চুক্তির ফলে সরকারের প্রতিষ্ঠা; এই সরকারের জনসাধারণের স্বাভাবিক অধিকার লঙ্ঘনের এখ্তিয়ার নেই। ১৭২৪-এ লকের[৩৩] ট্রীটিজ্ অন্ সিভিল গভর্নমেণ্ট ফরাসীতে অনুবাদিত হয়। গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী এই গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত। লক বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রবক্তা; তাঁর রচনায় একটি ঐতিহাসিক আপতিক ঘটনা মানবিক বুদ্ধির মণ্ডনে সর্বজনীন আদর্শে রূপান্তরিত। পরবর্তী যুগে লকের গভীর প্রভাবের মূলে তাঁর রাজনীতির আদর্শ। বুর্জোয়া স্বার্থের অনুকূল এই আদর্শে অভিজ্ঞতাবাদ[৩৪] ও বুদ্ধিবাদের জটিল সংমিশ্রণ: বিপ্লবপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংরক্ষণের সঙ্গে নীতিবোধের আত্তীকরণ; জনসাধারণের অনুমোদন-নির্ভর সুদক্ষ রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা; যুগপৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন।

ফ্রান্সে দার্শনিক চিন্তার এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভলতেরের প্রাধান্য। লত্র্ ফিলজফিক (১৭৩৪) (Lettres Philosophiques) নামে ভলতেরের রাজনৈতিক পত্রাবলী এ-বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রাবলীতে ইংরেজ শাসনযন্ত্রের দীর্ঘ পর্যালোচনা করে ভলতের এই সিদ্ধান্তে পেঁাছান যে, রাষ্ট্রের ব্যয়ভারের সুষম বণ্টনের জন্যেই ইংরেজ রাজস্বনীতি যুক্তিসহ; তার সমাজব্যবস্থা অনেকাংশে সুসংহত কারণ এখানে আভিজাত্যের একমাত্র মাপকাঠি নীলরক্ত নয়। দেশসেবায় কৃতিত্বের দ্বারাও আভিজাত্য অর্জন সম্ভব। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সম্পর্কিত অষ্টমপত্রে ভলতের ইংরেজ শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিটি পত্রেরই লক্ষ্য ফ্রান্স। ইংলণ্ডে করভার সমভাবে বণ্টিত, অভিজাত কিংবা যাজক করভার থেকে মুক্ত নয়। কর ধার্য করার ক্ষমতা হাউস্ অব কমন্সের এবং কর নির্ধারণের ভিত্তি আয়। ইংলণ্ডে তেই[৩৫] (Taille), কাপিতাসিয়ঁ[৩৬] (Capitation) নেই, আছে শুধু ভূমির উপর একটি কর। প্রকৃতপক্ষে

ভলতেরের লত্‌র ফিলজফিকের মূল কথা একটি মধ্যপন্থী সংস্কার পরিকল্পনা যার ভিত্তি কর ও রাজনৈতিক সমতা।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব ক্রমশ বহুল প্রসারিত ও বহুজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। রিসের দোবের লেসেঁ স্যুর লে প্রাঁসিপ দু দ্রোয়া এ দ্য লা মরাল (১৭৪২) (L'Essai sur les principes du droit et de la morale) নামক পুস্তকে বলা হয়েছে যে স্বাভাবিক অধিকারের নীতির চিরন্তন ও সর্বজনীন চরিত্র প্রত্যেক মানুষ তার অন্তরে বহন করে। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে মানুষ যুগপৎ আত্মরক্ষা ও সুখের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। আর বুদ্ধির আলোকে দীপ্ত যে নিশ্চিত ও সংক্ষিপ্ত উপায়ে সুখলাভ হয়, তাই স্বাভাবিক নিয়ম।

এই স্বাভাবিক নিয়মের যুক্তিসংগত পরিণতি রুশোর দ্য কঁত্রা সোসিয়ালে: জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্য ; এরই ফলশ্রুতি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। স্বাভাবিক অধিকার ও সামাজিক চুক্তি সম্পর্কিত মতবাদ বিপ্লবী পরিণাম নিয়ে আসে।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য: নীতিবোধের লৌকিকীকরণ ও ধর্মনিরপেক্ষতা সমকালীন। নীতিবোধ আর ধর্মের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা নয়, বরং বুদ্ধির ভিত্তির ওপর তার প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত এই নীতির মূলতত্ত্ব ব্যক্তিগত সুখের যুক্তিসহ সংগঠন।

অতএব খ্রীষ্টীয় নীতিবোধের প্রত্যাখান স্বাভাবিক। একই কারণে স্টোয়িক নীতিবোধেরও প্রত্যাখ্যান। ঐহিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, অনায়াস অর্জিত ঐশ্বর্য ও উপভোগ জীবনের লক্ষ্য। এই নতুন নীতিবোধ বুদ্ধি-বিভাসিত, অতএব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মার্কি দ্য লাসের মতে এই স্বাভাবিক নৈতিকতা ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত মানুষের চিন্তাপ্রসূত। যেখানে দুঃখভোগ অনিবার্য সেখানে স্টোয়িক ধৈর্য নিয়ে দুঃখ সহ্য করা উচিত। কিন্তু অপরের ক্ষতিসাধন না করে এই জগতে ভোগের যে অজস্র উপকরণ ছড়ানো আছে তা উপভোগ করায় কোনো অন্যায় নেই। বরং উপভোগ যে যুক্তিসংগত তার প্রমাণ ভোগের সামগ্রীর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক রুচি ও ভোগলিপ্সা।

ভলতেরের নীতিবোধও এই যুক্তির অনুগামী এবং তিনি পাস্‌কালের কঠোর নৈতিকতার বিরোধী। ১৭৩৮-এ প্রকাশিত তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থে স্টোয়িক, জ্যানসেনপন্থী[৩৭] এবং সাধারণ খ্রীষ্টানদের ক্ষুরধার সমালোচনা: ভোগাসক্তি বৈধ: (ঈশ্বর) আমাকে বলেছেন সুখী হও, আমার পক্ষে তাই

যথেষ্ট। কিন্তু এই উপভোগ বুদ্ধিনিষ্ঠ হবে এবং অপরকে অসুখী করবে না। নৈতিক উৎকর্ষ মানবহিতৈষণার উপর নির্ভরশীল, নিরর্থক ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উপর নয়।

এই নতুন নৈতিকতার প্রভাবে ঐতিহ্যাগত নীতিবোধ অনেকাংশে শিথিল হয়ে যাওয়ায় ধার্মিক মানুষও ক্রমে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৈধ উপভোগের সামঞ্জস্য বিধানে তৎপর হয়ে ওঠে। ফলত, যে জীবনচর্যা ক্রমশ প্রাথমিক হয়ে উঠলো তার মূলমন্ত্র ঐহিক সুখের অনুসন্ধান। প্রতি মানুষ এই পৃথিবীর আনন্দলোকের অংশভাক্। পাস্কালের মতে পার্থিব উপভোগের সামগ্রী শেষ পর্যন্ত দুঃখময়, পার্থিব সুখ মানুষের ধ্যানলোকের পবিত্র আনন্দের বিচ্যুতি ঘটায়। পক্ষান্তরে, ভলতের ঘোষণা করলেন ইহজাগতিক উপভোগ মানুষের সুখের উৎস। উপভোগের প্রবৃত্তি মানবজাতির আদিম নীতি, সমাজের আবশ্যিক ভিত্তি এবং ঈশ্বরের অকৃপণ দাক্ষিণ্য হতে উৎসারিত। এই প্রবৃত্তি দুঃখের মৌল কারণ তো নয়ই বরং আমাদের সুখের প্রধান অবলম্বন।

অতএব এই যুগে সুখ সম্পর্কিত পুস্তকের ছড়াছড়ি। এই সমস্ত গ্রন্থে সুখের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার পৌনঃপুনিক চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ঐহিক সুখ একমাত্র কাম্য এবং যে সব ভোগের উপকরণ সুখবৃদ্ধির সহায়ক তাই শ্রেয়। দিসকুর ও সরবনিকে (Discours aux Sorbonniques) তুর্গোর একই বক্তব্য: "প্রকৃতি প্রত্যেক মানুষকে সুখী হওয়ার অধিকার দিয়েছে।" কিন্তু অষ্টাদশ শতকে সুখের এই নিরন্তর অন্বেষণ কেন? মাদাম দ্য পিজিয়ো তাঁর একটি গ্রন্থে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন: "সুখ এমনই একটি বল যা যতক্ষণ গড়িয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ আমরা তার পিছনে ছুটছি। কিন্তু যে মুহূর্তে বলটি থামছে, আমরা আবার তাকে পা দিয়ে ঠেলে দিচ্ছি।"

এই তাৎক্ষণিক পার্থিব সুখ দুঃখের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। মঁতেসকিয়োর মতে মানবজীবনের অতি সাধারণ পরিস্থিতির মধ্যেও সুখ নিহিত। "আমার মনে হয় অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রকৃতি সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত। আমরা সুখী অথচ আমরা এমনভাবে কথা বলি যেন এ-বিষয়ে আমাদের কোন ধারণাই নেই। বস্তুত সর্বত্রই আমাদের উপভোগ্যের সামগ্রী: আমাদের সত্তার সঙ্গে সুখ জড়িত, দুঃখ আপতিক ঘটনামাত্র। ভোগ্যবস্তু আমাদের উপভোগের জন্য নিত্য বিদ্যমান...প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণময় সজ্জা, শ্রবণসুখকর মধুর ধ্বনি, স্বাদু খাদ্যবস্তু...মানবিক অস্তিত্বের অজস্র, অপরিমেয় এই সুখ।" মার্কি দ্য শাতলে লিখেছেন: "প্রথমেই নিজেকে একথা বোঝাতে হবে যে এই পৃথিবীতে ইন্দ্রিয়জ সুখ অনুভব করা ছাড়া আমাদের আর অন্য কাজ নেই।"

এই সুখ-কামনার সঙ্গে বুর্জোয়া ভোগলিপ্সার সংমিশ্রণ লক্ষণীয় : স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা, সভ্যতাপ্রসূত ভোগ্যবস্তুর অনায়াসলভ্যতা এবং অটুট স্বাস্থ্য।

এই বুর্জোয়া জীবনলিপ্সার চারণকবি ভলতের। মরণোত্তীর্ণ স্বর্গসুখ নয়, জগতের আনন্দযজ্ঞে ভলতেরের নিমন্ত্রণ। এই মহৎ লেখকের কাব্যে পার্থিব স্বর্গের সুউচ্চ মহিমা কীর্তিত।

অষ্টাদশ শতকে চিন্তায় যে প্রগতি লক্ষ্য করা যায় তার ফলশ্রুতির পরিমাপ করতে হলে এ-যুগে বিশেষভাবে প্রচলিত কয়েকটি প্রত্যয় সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। এক, স্বাধীনতা। ১৭৭১-এর ৩রা এপ্রিল দিদেরো প্রিন্সেস দাশ্‌কফকে (Dashkoff) লিখেছেন : "প্রত্যেক শতাব্দী একটি বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত। আমাদের শতাব্দীর প্রধান লক্ষণ স্বাধীনতা।" কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণের প্রচণ্ডতা সীমাহীন। ধর্মীয় বাধা যা সর্বাপেক্ষা কঠিন ও সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয়, একবার সেই বাধার বিরুদ্ধে আক্রমণের সাহস যে মানুষ সঞ্চয় করেছে, তার পক্ষে আর থামা সম্ভব নয়। যে-মানষ স্বর্গের দিকে উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, সে জাগতিক শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তলে দাঁড়াবেই। দুটি শৃঙ্খলে মনুষ্য জাতি বাঁধা ; একটি ছিন্ন হলে অপরটি অটুট থাকা সম্ভব নয়।

ফিলজফ, ফিলজফি

এবার দেখা যাক্ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'ফিলজফ' কথাটির সঠিক অর্থ কি ছিলো। 'ফিলজফিই' বা কী? এক অজ্ঞাতনামা লেখকের ল্য ফিলজফ্ নামে একটি পত্তিকার পাণ্ডুলিপি ১৭৭৫ নাগাদ প্রচারিত হতে শুরু করে। এই পাণ্ডুলিখিটির একটি প্রতীকী মূল্য আছে কারণ এটিকে ফিলজফির ইস্তাহার বলে ধরে নিলে অসংগত হবে না। অনেকের ধারণা পাণ্ডুলিপিটি দিদেরো রচিত।

দার্শনিক শব্দটি ফরাসী ফিলজফ কথাটির যথা অনুবাদ নয়। কিন্ত অন্য কোনো উপযুক্ত শব্দের অভাবে দার্শনিক কথাটিই এখানে ব্যবহৃত হবে। এ-যুগের দার্শনিক অর্থাৎ ফিলজফের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত বৌদ্ধিক। বুদ্ধিবা প্রভাবিত দর্শন সমভাবে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট। খ্রীষ্টানের কাছে কৃপার গুরুত্ব, দার্শনিকের কাছে বুদ্ধির সেই গুরুত্ব। অধিবিদ্যার আধিপত্যমুক্ত বুদ্ধি আর দিব্য স্ফুলিঙ্গ নয়, বস্তুর মর্ম ও প্রকৃতিও বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, কোনো তত্ত্ব গড়ে তোলাও বুদ্ধির সাধ্যাতীত। তুলনা করে, বিচার করে সত্যাসত্য নির্ণয় বুদ্ধি আয়ত্তাধীন। কোনো পূর্বতসিদ্ধ নীতি থেকে অগ্রসর না হয়ে পর্যবেক্ষণ

বিশ্লেষণের দ্বারা বাস্তবকে আবিষ্কারের চেষ্টা করে অভিজ্ঞতানির্ভর বুদ্ধি ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রাপ্ত কতৃত্ব (authority) ঐতিহ্য বুদ্ধির দ্বারা অস্বীকৃত, বুদ্ধি সর্বজনীন এবং মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়। অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে যে বুদ্ধিবাদের আধিপত্য তার উৎস লকের এসে অন্ হিউম্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং এবং ভলতেরের লত্র্ ফিলজফিক্ (Lettres Philosophiques)। দালেম্বেয়ারের দিস্কুর প্রেলিমিনের আঁ্য লাঁ্যাসিক্লোপেদি এবং দিদেরোর এক্লেক্তিজম্ (Eclectisme) ও রেইজঁ দ্য লাঁ্যাসিক্লো-পেদিতে (Raison de l' Encyclopédie) এই বুদ্ধিবাদ সম্প্রসারিত।

এই দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মানবিকতাবাদের সংমিশ্রণ সহজেই চোখে পড়ে। আসলে এই দর্শনে একটি আচরণবিধি, জীবনধারণের একটি বিশেষ প্রণালী ব্যাখ্যাত। সাধারণ মানুষের কর্মে বিচারহীন ভাবাবেগের প্রাধান্য, এরা অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়; দার্শনিক নিরাবেগ নন, একই ভাবাবেগ তাঁকেও আন্দোলিত করে কিন্তু তাঁর কাজে বিচারের প্রাধান্য। দার্শনিকও রাত্রিরই পথিক কিন্তু বুদ্ধির মশালের দ্বারা তার পথ অল্পালোকিত।

বিজ্ঞানচেতনা এই দর্শনের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যেহেতু সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা এই দর্শনের তত্ত্ব নিরূপিত, তাই পরমসত্য নির্ণয় এই দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হতে পারে না। বিচারের উপাদান যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে অনিশ্চয়তাই স্বীকার্য। কোনো তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা নয়, বরং ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের দ্বারা ঘটনা-পরম্পরার কার্যকারণনির্ণয় ও আন্তরসম্পর্কের প্রতিপাদন এর লক্ষ্য। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপরই এই দর্শনের প্রতিষ্ঠা।

এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নৈতিকতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কঁদিলাকের[৩৮] এসে স্যুর লরিজিন দে কনেসাঁস্ য়ুমেনের (Essai sur l'origine des connaissances humaines) ভাষায়; "যে পদ্ধতির সাহায্যে একটি সত্যে উপনীত হওয়া যায়, সেই পদ্ধতি আর একটি সত্যেও নিয়ে যেতে পারে।" এলভেতিয়ুসের[৩৯] দ্য লেস্প্রি (De l'esprit) নামক গ্রন্থে এই তত্ত্ব আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত; "আমার বিশ্বাস নৈতিকতাও অন্যান্য বিজ্ঞানের, যথা, পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের, সমগোত্রীয়।" দলবাসের[৪০] সিস্তেম্ দ্য লা নাতুর (System de la nature) এবং লা মরাল য়নিভ্যার্সাল উ লে দভোয়ার দ্য লোম ফঁদে স্যুর লা নাতুরে (La morale Universale ou les devoirs de l'homme fondés sur la nature) এই প্রস্তাবের আরো বিশদ ব্যাখ্যা;

"এমন কোনো ধারণার ওপর নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না যার বাস্তবতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। একমাত্র স্বাভাবিক নিয়ম তথা বাস্তব সত্যের প্রকৃত জ্ঞানের ওপরই এর ভিত্তি।"

কিন্তু কেবলমাত্র বিশুদ্ধবুদ্ধি ও বিজ্ঞানচেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে এই নতুন দার্শনিকগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ববর্তী দার্শনিকদের প্রভেদ সামান্যই থাকতো। ফিলজফ্‌গোষ্ঠী নির্জন ধ্যানলোকের স্বেচ্ছানির্বাসিত দার্শনিক নন, এঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, মানবপ্রেমের দ্বারা এঁরা বিশেষভাবে চিহ্নিত। এখানেই বুদ্ধিবিভাসার সঙ্গে পরনো মানবিকতাবাদের মৌলিক সাদৃশ্য। এই মানবপ্রেম ও মানবপ্রেমের প্রতি আস্থার কারণ মানুষ ঈশ্বরের ভাবমূর্তিতে সৃষ্ট বলে নয়, নিছক মানুষ বলেই। মানুষ অরণ্যচারী জীব নয়, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে সামাজিক জীবন তার পক্ষে আবশ্যিক। জীবন-বিমুখ খ্রীষ্টীয় আদর্শবিরোধী এই জীবনলিপ্সু দার্শনিকদের মতে মনুষ্যজীবন শত্রুদেশে নির্বাসিতের জীবন নয়। জীবন অতিশয় রমণীয় ও ভোগ্য এবং প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যপ্রসূত বলে অপরের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণীয়। এই ধারণা বুদ্ধিবাদী নৈতিক প্রত্যয়ের ভিত্তিই শুধু নয়, মানুষের স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু বুদ্ধিবাদ ও মানবিকতাবাদ একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি-প্রসূত, অতএব দেশকালোত্তীর্ণ নয়। ধর্ম এখানে অনুপস্থিত। ধর্মের আসনে লৌকিক সমাজ অধিষ্ঠিত, লৌকিক সমাজই একমাত্র ঈশ্বর বা এই দর্শনে স্বীকৃত। এই সমাজ একটি বিশেষ আদর্শের বিমূর্ত প্রতীক নয়, ঐতিহাসিক সত্য: বুর্জোয়া ভদ্রলোকের সমাজ। শেষ বিশ্লেষণে ফিলজফের সঙ্গে বুর্জোয়া ভদ্রলোকের একাত্মতা সহজেই চোখে পড়ে। ফিলজফ কোনো তত্ত্বের রচয়িতা নন, বাস্তব প্রকৃতিসম্পর্কে কোনো বিশেষ মতবাদের প্রবক্তা নন; এঁদের মানসিক গঠন ও মেজাজ ভলতের কথিত প্রকৃত দার্শনিকের। দার্শনিকদের গতিবিধি সর্বত্র, বিশেষত সালঁ, ক্লাব ও কাফেতে, যেখানে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও নৈতিকতা নিয়ে নিরন্তর বিতর্কের ঝড় এবং সেখানে মতবাদের প্রাধান্য তা দার্জসঁর[৪১] জুর্নালের মতে সর্বজন-গ্রাহ্য।

প্রথাসিদ্ধ সামাজিক আচারবিধির ওপর এই দর্শনের প্রচণ্ড অভিঘাত অনিবার্য ছিলো। যেহেতু দার্শনিক জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে সম্যক্‌ জ্ঞানার্জন করেই সন্তুষ্ট নন, ইতিহাস চেতনায় উদ্বুদ্ধ বলে সমাজের রূপান্তর তার কাম্য, তাই বিমূর্ত ঐতিহাসিক চিন্তার ভূমি থেকে বাস্তব রাজনীতির স্তরে অবতরণ

এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্যে ইতিহাসকে দার্শনিক সংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহার তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মঁতেস্কিয়োর ঐতিহাসিক রচনা অনায়সে লেস্প্রি দে লোয়ায় নিয়ে যায়। কঁসিদেরাসিয়ঁ (Considerations) পুস্তিকায় মঁতেস্কিয়ো ইতিহাস দর্শনের ব্যাখ্যাকার; কিন্তু লেসপ্রি দে লোয়া আইনের ব্যাখ্যা নয়, সরকারের ও মানবিক অধিকারের তাৎপর্যের বিশ্লেষণ: "আমার বক্তব্য আইন নয়, আইনের তাৎপর্য।" তাঁর গ্রন্থের প্রয়োগবাদ লক্ষণীয়; আইন মানবিক বুদ্ধিপ্রসূত কারণ সব মানুষই বুদ্ধিশাসিত। প্রতিদেশের রাজনৈতিক ও নাগরিক আইন মানবিক বুদ্ধি-প্রয়োগের একটি বিশেষ দৃষ্টান্তমাত্র।

ভলতেরের ঐতিহাসিক চেতনা তাঁকে দিকসিয়নের ফিলজফিক্ (১৭৬৪) রচনায় অনুপ্রাণিত করে। অতীত সভ্যতার চিত্র এঁকে এবং তার পর্যালোচনা করে তিনি পরমতসহিষ্ণুতা ও প্রগতির ধারণায় পেঁীছোন, আর ইংরেজ শাসনব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় তাঁকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এভাবেই ইতিহাস দার্শনিক সংগ্রামের, সামাজিক ও রাজনীতিক সংগঠনের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়।

দর্শন শেষ পর্যন্ত সামাজিক উপযোগে নিয়োজিত। অতএব বুদ্ধি-বিভাসিত দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য: এই দর্শন ব্যবহারিক। দেলার্দের লিস্তোয়ার ক্রিটিক দ্য লা ফিলজফির (l'Historie critique de, la philosophie) ভাষায়: দর্শন কলেজ বা অকাদেমির প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ অনুধ্যান নয়। মানুষের রীতিনীতি ও ব্যবহারবিধি দর্শন প্রভাবিত। ১৭৫৩-তে দালেমবেয়ারের লেসে স্যুর লা সোসিয়েতে দে জঁ্যা দ্য লেত্র এ দেতা (l'Essai sur la société des gens de letters et d'etat) নামক রচনায় দর্শনের সংজ্ঞা: ব্যবহারিক দর্শন হল দর্শনের সেই অংশ যাকে ঠিকভাবে দর্শন আখ্যা দেওয়া চলে। মাদাম দ্যু দ্যফঁ্যার[৪২] কাছে চিঠিতে ভলতের লিখছেন: প্রকৃত দার্শনিক বন্ধ্যাভূমিকে উর্বর করেন, দরিদ্রের সেবা ও দারিদ্র্যমোচন করেন, বিবাহে উৎসাহিত করেন, অনাথকে আশ্রয় দেন এবং মানুষের কাছে কোনো প্রতিদানের আশা না করে সামর্থ্য অনুযায়ী কল্যাণকর্মে ব্রতী হন।

পঞ্চাশের দশকে দার্শনিকেরা একটি সংগ্রামী গোষ্ঠীতে পরিণত; ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে এঁরা বিশেষভাবে ঐক্যবদ্ধ। আর এরই ফলে মেরে জলি দ্য ফ্লিউরির দর্শনের কৌতূহলোদ্দীপক সংজ্ঞা: "জড়বাদ

প্রতিষ্ঠা, ধর্মের বিনাশ ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে উৎসাহিত করার জন্যে দর্শন একটি সংস্থা।" এই দার্শনিক পরিবারের গুরু ভলতের।

নীতির মৌলিক অখণ্ডতা সত্ত্বেও দার্শনিকদের মধ্যে বয়স ও কুল, শিক্ষা ও শ্রেণীগত কারণে মেজাজ ও রুচির এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতের পার্থক্য ছিলো না একথা বলা চলে না। যেমন ভলতের ও দিদেরো। দর্শনের মৌলিক সূত্র সম্পর্কে এই দুই দিক্‌পালের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিলো না। বুদ্ধিই মানুষের সমস্ত কর্মৈষণার মূলে, বুদ্ধির আলোকে মানুষ জগৎ ও নিজেকে চিনে নিতে পারে; অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি—এই দুটি সূত্রে সমগ্র মানবজীবন বিধৃত। কিন্তু ভলতের ঈশ্বরবাদী, দিদেরো নাস্তিক, বিবর্তনবাদী। গতি বস্তুর মধ্যে অন্তর্লীন—ভলতের দিদেরোর এই ধারণার ঘোরতর বিরোধী। ভলতেরের মূল কথা—নিয়ম ও সুস্থিতি; দিদেরোর—জীবন ও ক্রমিক বিবর্তন। এই দুই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য সম্ভব নয়; একটি অতীতাশ্রয়ী অপরটি ভবিষ্যতের জন্যে উন্মুখ।

বিপ্লব আলোক দুহিতা। দার্শনিক শতাব্দীর অন্তিমপর্বে বিপ্লবের ঘটনাপরম্পরার সমষ্টিগত বিচারে বুদ্ধিবিভাসাকে রাষ্ট্র ও সমাজের এক অনন্য-সাধারণ যুক্তিসম্মত পুনর্গঠনের প্রয়াস বলে প্রতীয়মান হবে। কিন্তু বিপ্লবের দশকের প্রতি আরো ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিপাত করলে এর বৈচিত্র্যই বিশেষভাবে চোখে পড়বে; নিয়ত পরিবর্তমান পরিস্থিতি, পরস্পরবিরোধী সামাজিক স্বার্থ, নানা মতাদর্শের সংঘাত। এতৎসত্ত্বেও ১৭৮৮-৮৯-এর প্রাক্‌বিপ্লব যুগ, ১৭৮৯-৯১-এর মুক্তপন্থী গণতান্ত্রিক বিপ্লবী যুগ ও ১৭৯৩-৯৪-এর বিপ্লবী সরকার নানাভাবে আলোকেরই আবাহন করেছে। বিপ্লবের প্রত্যেক পর্বেই আলোকিত দর্শনের প্রভাবের অনস্বীকার্য। অবশ্য প্রয়োগবাদের প্রভাবও সেই সঙ্গে সমভাবে স্বীকার্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে কয়েকটি মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে (বুদ্ধি, প্রকৃতি, সুখ, প্রগতি) ঐকমত্য সত্ত্বেও আলোকিত দর্শন একটি সুশৃঙ্খল তন্ত্র নয়। মঁতেস্কিয়োর অভিজাত মুক্তপন্থী ও রুশোর সাকুলোতীয়[৪৩] বিপ্লবের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। লা ব্রাদের (Eà Brade) অভিজাত সামন্তপ্রভু মঁতেস্কিয়ো স্বৈরাচারের বিরোধী, অভিজাত শ্রেণীর হৃতমহিমা ও মর্যাদার পুনরুদ্ধার-কামী। তাঁর ধারণা ছিলো অভিজাতশ্রেণীর শত্রু রাজতন্ত্র। সুতরাং তিনি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরোধী। কিন্তু অভিজাতশ্রেণীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেও মঁতেস্কিয়ো মুক্তপন্থা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমর্থক। বুর্জোয়া মূল্যবোধ অনুযায়ী সংশোধন ও পরিমার্জনের পর অর্থাৎ বুর্জোয়াকরণের পর

১৭৮৯-এর বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থে মঁতেস্‌কিয়োর ভাবধারাকে ব্যবহার করে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৭৯১-এর সংবিধানে সম্পদভিত্তিক ভোটাধিকার ও ক্ষমতার পৃথকীকরণ। কিন্তু পাদ্রীর দরিদ্র সাঁকুলোত্তের প্রতিভূ মারার[৪৪] ওপর মঁতেস্‌কিয়োর প্রভাব বিস্ময়কর। মারা মঁতেস্‌কিয়োকে শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করতেন। এমন কি সেঁ-জুস্‌তের[৪৫] ওপরও মঁতেস্‌কিয়োর প্রভাবের নিশ্চিত প্রমাণ তাঁর ১৭৯১-এর পুস্তিকা—লেস্‌প্রি দ্য লা রেভলিউসিয়ঁ এ দ্য লা কঁস্তিতিউসিয়ঁ দ্য লা ফ্রাঁস (L'esprit de la Revolution et de la Constitution de la France)।

রুশোর অনুরাগী উত্তরসূরীদের মধ্যেও অনুরূপ বৈচিত্র্য। দাঁত্রেইগ[৪৬] রুশো-অনুরাগী, এমন কি কয়েকটি প্রতিবিপ্লবী প্রবাহও রুশো প্রভাবিত। বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা সংকটের মুহূর্তে মঁতেস্‌কিয়োর প্রভাব অপসৃত এবং জ্যাঁ জাক্‌ অধিষ্ঠিত। কিন্তু রুশো সমর্থকেরা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ১৭৯৩-৯৪-এর বিপ্লব-তরঙ্গের শীর্ষে কোন্‌ জ্যাঁ জাক্‌ অধিষ্ঠিত? জিরদ্যাঁদের অথবা মতাঞিয়ারদের[৪৭]? জাকব্যাঁদের অথবা সাঁকুলোৎদের? সত্য, রুশোবাদের মৌল ভাবধারার মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই কিন্তু ব্যঞ্জনার এবং শ্রেণীস্বার্থ ও পরিস্থিতির নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার জন্যে রুশোর আদিচিন্তার নানা রূপান্তর। জিরদ্যাঁ ভ্যার্জিনো[৪৮] মঁতাঞিয়ার ল্যপলতিয়ে[৪৯] সমভাবে রুশোপন্থী বলে নিজেদের দাবী করেছেন। আলোকের দার্শনিকদের মধ্যে যেমন বিভিন্নতা, তাঁদের অনুরাগীদের মধ্যেও অনুরূপ বৈচিত্র্য। কিন্তু আলোকের দর্শন অখণ্ড ও অবিভাজ্য কেননা এর মূল সূত্র সম্পর্কে ঐকমত্য ছিল।

এ-যুগের সর্বশেষ দার্শনিক কঁদরসে বুদ্ধিবিভাসার যে সারসংক্ষেপ করেছেন এবং দার্শনিক সংগ্রামের যে বিবরণ দিয়েছেন তা এই প্রসঙ্গের যথাযথ উপসংহার:

ইংলণ্ডের কলিন্স ও বোলিংব্রোক[৫০] ফ্রান্সে বেইল[৫১] ফঁতেনেল[৫২] ভলতের, মঁতেস্‌কিয়ো এবং তাঁদের অনুগামীগোষ্ঠী সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তাতে মানবিক বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, দর্শন, ভাবাবেগ ও সাহিত্য প্রতিভা সামগ্রিকভাবে নিয়োজিত। শিল্পের যতো ধ্বনি ও বর্ণ, সাহিত্যের যতো সম্ভাব্য রূপ সমাজের রূপান্তর সাধনের জন্যে যে অনন্য-সাধারণ চাতুর্য ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিলো তার তুলনা নেই। দুর্বল মানুষ যাতে আতঙ্কিত না হয় সেজন্যে কখনো নগ্ন সত্যকে আবৃত ক'রে,

কখনো সমালোচনার আঘাতকে তীব্রতর করার জন্য মানুষের পূর্বসংস্কারকে সুড়সুড়ি দিয়ে ; প্রায় কখনোই সবাইকে একসঙ্গে এবং সামগ্রিকভাবে একজনকে আঘাত না ক'রে ; যখন স্বৈরাচার ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তখন স্বৈরাচারকে আর যখন চার্চ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়ছে তখন চার্চকে সমর্থন ক'রে ; এবং কখনো স্বাধীনতাকামী মানুষকে কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য বর্ম পরিহিত স্বৈরাচারকে প্রথমে ভাঙা প্রয়োজন এই শিক্ষা দিয়ে জনসাধারণের কাছে একটি সত্যই বারংবার উপস্থাপিত করা হয়েছে : মানবিক বুদ্ধির এবং মতামত প্রকাশের নির্বাধ স্বাধীনতাই সমগ্র মনুষ্য-জাতির মুক্তি নিয়ে আসতে পারে। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্ধ গোঁড়ামি ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এবং ধর্মে, প্রশাসনে, আচরণবিধিতে, আইনে ও সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রে যেখানে উৎপীড়ন, অনাচার ও বর্বরতা তার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করেছে দার্শনিকগোষ্ঠী। আর এই সর্বতোমুখী সংগ্রামে এঁদের মূলমন্ত্র ছিলো : বুদ্ধি পরমতসহিষ্ণুতা এবং মানবিকতা।

৪

পূর্বতন সমাজের সংকট

পূর্বতন সমাজ (Ancien Régime) :

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে ফ্রান্স ও য়োরোপের অধিকাংশ দেশে যাকে পূর্বতন সমাজ বলে অভিহিত করা হত সেই সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। এই অভিধা অনেক ঐতিহাসিক মেনে নিতে রাজী নন কারণ বিপ্লবপ্রসূত গভীর পরিবর্তনসমূহকে তাঁরা লঘু প্রতিপন্ন করতে চান; কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আখ্যার যাথার্থ্য অস্বীকার করা চলে না। স্টেট্‌স্‌ জেনারেলের আহ্বান ও অধিবেশনের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি যে ফরাসীদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো তাতে সন্দেহ নেই। এফ্‌ ব্রুণো (F. Bruno) তাঁর ফরাসী ভাষার ইতিহাসে লিখেছেন : 'পূর্বতন সমাজ' এই কথাটির মধ্যে নিন্দিত অতীতের প্রত্যাখানের অর্থ নিহিত।

স্টেট্‌স জেনারেলের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই এই কথাটির ব্যবহার আরম্ভ হয় নি। সংবিধান সভার প্রথমদিকের অনেক অনুশাসনে 'পূর্বেকার অবস্থা' এই আখ্যাটির ব্যবহার দেখা যায়। ১৭৮৯-এর ২৬শে নভেম্বরে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে পূর্বতন সমাজ কথাটির প্রয়োগ চোখে পড়ে : সংবিধানের একটি ধারাতেও বলা হয়, পূর্বতন সমাজের কোনো চিহ্ন রাখা চলবে না। তারপর ক্রমে এই শব্দ-বন্ধটি প্রচলিত হতে থাকে।

বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে রাজার সঙ্গে মিরাবোর[১] যে গোপন পত্রালাপ হয় তাতে তিনি লেখেন : "নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে পূর্বতন সমাজের তুলনা করুন। পেই দেতা[২] নেই, যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় নেই, কোনো সুবিধাভোগী শ্রেণী নেই, জাতীয় সভা ছাড়া কিছু নেই।" মিরাবোর এই বক্তব্য অনুসরণ করে তকভিল লিখেছেন : "কেবলমাত্র পুরাতন প্রশাসন নয়, সমাজের পুরাতন রূপের বিলোপ বিপ্লবের কাম্য ছিলো : যুগপৎ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত শক্তির অবসান, প্রতিটি সুপরিজ্ঞাত প্রভাবের ধ্বংসসাধন, ঐতিহ্যের বিলুপ্তি, আচার ব্যবহার রীতিনীতির নবীকরণ এবং মানুষের মন থেকে পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্যবোধ ও অন্যান্য ধ্যানধারণার নির্মোক সরিয়ে তাকে শূন্য আধারে পরিণত করা।

পূর্বতন সমাজ একটি বৈধ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মাত্র নয়; ঐ সমাজব্যবস্থার মধ্যে সমুদয় লক্ষণাসমন্বিত একটি অখণ্ড সমাজ ও সামাজিক বৈচিত্র্যের বর্ণাঢ্য ব্যঞ্জনা, একটি বিশিষ্ট মানসিকতা ও জীবনযাত্রা প্রণালী বিধৃত।"

পূর্বতন সমাজ এই অভিধা কোনো বিমূর্ত প্রত্যয়-সঞ্জাত নয়। জাতির অধিকাংশ মানুষ এই ব্যবস্থার মধ্যে জীবনধারণ করেছে, এই লৌকিক ব্যবস্থার ভার বহন করেছে। এখানে যা আবশ্যিক তা হল, এই আখ্যার মানবিক ও সামাজিক মাত্রা অর্থাৎ পূর্বতন সামাজিক পরিমণ্ডলের অন্তর্গত মানুষ যে অর্থে এই সামাজিক বাস্তবকে গ্রহণ করেছিলো তার নির্ধারণ। কারণ ইতিহাসের সব প্রদত্তের মতো সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার মধ্যেই এই শব্দবন্ধের প্রকৃত অর্থ নিহিত।

প্রথমেই পূর্বতন সমাজের সময়সীমা নিরূপণ করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য মধ্যযুগ থেকে ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সমাজব্যবস্থা উদ্ভূত। শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ থেকে ধর্মযুদ্ধের যুগ এবং এভাবেই ক্রমশ উদ্বর্তিত হয়ে পূর্বতন সমাজ ১৭৮৯-এ পৌঁছোয়। তারপর ১৭৮৯-৯৪-এর ভাঙনের মধ্যে এই সমাজের বিলুপ্তি। বুর্বঁ রাজতন্ত্রের শেষ তিনশো বছরের ইতিহাস এই সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত। এই ব্যবস্থার ধ্রুপদী যুগ ১৬২০-৪০ থেকে ১৭২০-৩০ পর্যন্ত। নিঃসন্দেহ, এই সমাজের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী মহত্তম ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই শতকেই এই সমাজের বহিরঙ্গে অনন্যসাধারণ ঔজ্জ্বল্য এবং তালেরা-ঁ কীর্তিত 'জীবনযাত্রার মৃদুতা'। কিন্তু সেই সঙ্গে জরাজীর্ণ সাংগঠনিক কাঠামোরও সহাবস্থান। এই শতাব্দীর সবচেয়ে বিদ্যুৎপ্রভ যুগ পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত প্রসারিত। এই সংক্ষিপ্ত সময়েই সংকটের গ্রন্থি জটিল হয়ে ওঠে এবং অন্তর্নিহিত উত্তেজনা পরিণত হয় ১৭৮৯-এর দারুণ বিস্ফোরণে।

পূর্বতন সমাজের সংকট

অভিজাত প্রভাবিত পূর্বতন সমাজের ভিত্তি অভিজাতকুলে জন্মহেতু বিশেষ সুযোগসুবিধা ও ভৌমিক বিত্ত। কিন্তু ক্রমশ একটি নতন শক্তিশালী অর্থনীতির অভ্যুত্থান পুরাতন সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিমূলে আঘাত করে। এই অর্থনীতির ধারক ও বাহক বুর্জোয়াশ্রেণী। বুর্জোয়াশ্রেণীর অমিত বিত্তের মূলে শুধু স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা নয়, বাণিজ্যে ও শিল্পে প্রায় একচেটিয়া

প্রভাব। উপরন্তু, বুদ্ধিবিভাসিত দর্শনের প্রচণ্ড আলোক পূর্বতন সামাজিক সংস্কারকে জীর্ণ করে দিয়েছিলো। আঠারো শতকের শেষার্ধে ফরাসী সমাজ প্রধানত কৃষক ও কারিগরভিত্তিক হলেও বৃহৎ বাণিজ্য ও শিল্পের আবির্ভাবে প্রথাসিদ্ধ ফরাসী অর্থনীতির যে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি তা নয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির নির্বাধ ও স্বাধীন বিকাশের পথে অনেক বাধা ছিলো। এই নতুন অর্থনীতির নিরঙ্কুশ বিকাশের প্রবল অন্তরায় ছিলো প্রথাগত অর্থনীতির সঙ্গে গাঁটছড়াবাঁধা বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী। সুতরাং নব্য দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ্‌দের বহুলপ্রচার যে বুর্জোয়াশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের অনুকূল সে-বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলো। এই নতুন সামাজিক শ্রেণীর অভ্যুদয়ে শঙ্কিত অভিজাত শ্রেণী তাদের সামাজিক প্রাধান্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্যে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্র তাদের ভূমিকা ক্রমশ দর্বল হয়ে পড়ছিলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পর্বতন সমাজ ও সামন্ততন্ত্রের যা-কিছু অবশেষ ছিলো তার ভার বহন করতে হতো সাধারণ মানষকে—বিশেষত কৃষকশ্রেণীকে। এতকাল কৃষকশ্রেণী তাদের অধিকার ও শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলো না। স্বভাবতই বিত্তশালী ও সংস্কৃতির আলোকদীপ্ত বুর্জোয়াশ্রেণীকেই তাদের পথ নির্দেশক বলে তারা ধরে নিয়েছিলো। অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক মতবাদ বর্জোয়াদের ভূমিকা ও স্বার্থের অনুকূল ছিলো কিন্তু বুদ্ধির ওপর নির্ভরতা শ্রেণীগত সংকীর্ণতা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে এই মতাদর্শকে একটি সর্বজনীন আদর্শে পরিণত করেছিলো। বুর্জোয়া স্বার্থের অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও এই নতুন ফরাসী ভাবধারা সমগ্র ফরাসী জাতির এমন কি সমগ্র মানব সমাজের আদর্শ হয়ে উঠেছিলো।

এই পরাক্রান্ত ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে পূর্বতন সমাজের কোনো যুক্তিসিদ্ধ মতবাদ ছিলো না। নিষ্ক্রিয় আত্মরক্ষাই ছিলো তার একমাত্র পথ। রাজা দৈব অধিকারপ্রাপ্ত শাসক; ভগবানের প্রতিনিধি, অতএব স্বৈরাচারী। কিন্তু আঠারো শতকে এই স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র তার প্রচণ্ড শাসনক্ষমতা প্রয়োগের ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং সেই সুযোগে অভিজাতসম্প্রদায় অনেকাংশে তাদের হৃতক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়। সুতরাং অভিজাতসম্প্রদায়ের শক্তিমত্তার সম্পূর্ণ বিনষ্ট ঘটে নি এবং ফরাসী স্বৈরাচারও এ-যুগে আর ক্ষমতার তুঙ্গে অবস্থিত ছিলো না। তারই পরিণাম ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে অভিজাত ক্ষমতার স্তম্ভ পার্লমঁ ও প্রাদেশিক এস্টেটগুলির[৬]

উদ্ধত রাজবিরোধিতা এবং মাসোল দ্য মপ° দ্য তর্গো প্রভৃতির পূর্বতন সমাজের সাংগঠনিক কাঠামোর সংস্কার-প্রচেষ্টার ব্যর্থতা।

রাজতন্ত্রের যুগে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিণতি ঘটে চতুর্দশ লুই-এর আমলে। তাঁর পিতার আমলের মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে রাজ্য শাসন করলেও চতুর্দশ লুই ফরাসী রাজতন্ত্রকে এক প্রবল প্রতাপশালী রাজতন্ত্রে পরিণত করেন। কিন্তু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে তিনি একটি যুক্তিসহ সুশৃঙ্খল আকার দিতে পারেন নি বা জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতেও সক্ষম হন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতীয় ঐক্যের প্রসার মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং ধ্রুপদী সংস্কৃতির অগ্রগতির ফল। জাতীয় ঐক্যের প্রসার ঘটেছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐক্য সম্পূর্ণ হয় নি। শহর ও প্রদেশগুলি তাদের বিশেষ সুযোগসুবিধাগুলি আঁকড়ে ধরে ছিলো। মধ্যাঞ্চল (মিদি) রোমান আইন অনুসরণ করতো কিন্তু উত্তরাঞ্চল স্বকীয় বিশিষ্ট আচার-আচরণ মেনে চলতো। ওজন ও পরিমাপপদ্ধতি, চুঙ্গিকর ও অন্তঃশুল্কের বিভিন্নতা কেবল ঐক্যকে ব্যাহতই করে নি উপরন্তু স্বদেশের নানাস্থানে ফরাসীদের নিজভূমে পরবাসী করে রেখেছিলো। ফরাসী প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য ছিলো বিশৃঙ্খলা। বিচার, অর্থ, সামরিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক বিভেদের ফলে এবং বিভিন্ন বিভাগের অধিকারের সীমানা নির্দিষ্ট না থাকায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিলো। পুরনো সাংগঠনিক কাঠামো এভাবে নড়বড়ে হয়ে কোনোমতে টিঁকেছিলো। সেই সঙ্গে এর্‌নেস্‌ৎ লাব্রুস যাকে বলেছেন সদ্ধিলগ্নের বিপ্লব—যা জনস্ফীতি ও মূল্য-বৃদ্ধির যুগ্মফল—তা সংকটকে আরো তীব্র করে তুলেছিলো।

১৭৪০ এর পূর্বে ফ্রান্সের জনসংখ্যায় একটা স্থিতাবস্থা চলছিলো। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে জনসংখ্যা ছিলো ১ কোটি ৯০ লক্ষ। বিপ্লবের প্রাক্কালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ৫০ লক্ষে। উপরন্তু, এই সময়ে মৃত্যু-হার কমে যায় ৩৩ শতাংশ এবং আয়ুষ্কালের গড় দাঁড়ায় ২৯। মৃত্যুহার কমে যাওয়ার কারণ আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ, মহামারী, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি মারাত্মক সংকটের অনুপস্থিতি। পূর্ববর্তী সতেরো শতকে এসব ছিলো প্রায় স্বাভাবিক ঘটনার মতো। ১৭৪০-৪১ এর পর থেকে এ-জাতীয় সংকট আর দেখা যায় নি। সুতরাং জন্মহারের যদি স্থিতাবস্থাও থাকতো তাহলেও মৃত্যুহার কমে যাওয়ায় জনসংখ্যাবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ছিলো। জনস্ফীতি বেশি হয়েছিলো শহরে। ফলে সেখানে কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং সর্বপ্রকার পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।

১৭৩৩ থেকে ১৮১৭ পর্যন্ত ফ্রান্সে নিয়মিত দ্রব্যমূল্য ও রাজস্ববৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। কিন্তু ১৭৫৮ থেকে ১৭৭০ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি দ্রুত উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। ১৭৭০ এর পর জিনিসপত্রের দাম কিছুকালের জন্য স্থিতিলাভ করে এবং বিপ্লবের প্রাক্কালে আবার আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। লাব্রুসের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধীয় পরিসংখ্যানে এই সত্য অতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ১৭২৬-৪১ এই সময়চক্রের সূচক ১০০ ধরে নিলে ১৭৭১-৮৯ এই সময়ে মূল্যবৃদ্ধির গড় দাঁড়ায় ৪৫ শতাংশ। এই কালকে আরও সীমাবদ্ধ করলে অর্থাৎ ১৭৮৫-৮৯ এই সময়চক্রের হিসাব করলে বৃদ্ধির হার শতকরা ৬২·৫ তে পৌঁছোয়। বিভিন্ন পণ্যের মূল্য কিন্তু একই হারে বাড়ে নি। ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছিলো অন্যান্য পণ্যের তুলনায় অনেক বেশি। আবার ভোগ্যপণ্যের মধ্যে খাদ্যশস্যের দাম মাংসের তুলনায় বেশি বেড়েছিলো। মূল্যবৃদ্ধির এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ফ্রান্সের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর ছিলো। অতএব সাধারণ মানুষের আয়ব্যয়নির্বাহে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ স্থান অধিকার করে থাকতো খাদ্যশস্য। কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়েনি অথচ জনসংখ্যা বাড়ছিলো। ১৭৮৫-৮৯ এই সময়সীমায় পনির, যব এবং মাংসের দাম বেড়ে যায় যথাক্রমে ৬৬, ৭১ এবং ৬৭ শতাংশ। জ্বালানীকাঠের দাম বাড়ে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৯০ শতাংশ। অথচ মদের দাম বাড়ে মাত্র ১৪ শতাংশ, সুতীবস্ত্রের ২৯ এবং লোহার ৩০ শতাংশ।

নির্দিষ্ট সময়চক্রের (১৭২৬-৪১, ১৭৪২-৫৭, ১৭৫৭-৭০ ১৭৭১-৮৯) সঙ্গে বিভিন্ন ঋতুকালীন পরিবর্তনশীলতা যুক্ত হয়ে দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমিক মূল্যবৃদ্ধিকে এক অভাবিতপূর্ব স্ফীতির দিকে নিয়ে যায়। তার অনিবার্য পরিণতি ১৭৮৯র অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি যার ফলে পনির ও যবের দাম যথাক্রমে ১২৭ ও ১৩৬ শতাংশ বেড়ে যায়।

নির্দিষ্ট সময়চক্র ও বিভিন্ন ঋতুতে দামের পরিবর্তনশীলতা থেকে উদ্ভূত সংকটের কারণ যোগাযোগ ও পণ্যউৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। ফ্রান্সে প্রত্যেকটি অঞ্চলে উৎপন্ন ফসলের ওপর সেই অঞ্চলের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্ভর করতো। শিল্প তখনো কারিগর-নির্ভর, রপ্তানি যৎসামান্য। সুতরাং শিল্পকে নির্ভর করতে হত অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার ওপর অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কৃষিজাত পণ্যের প্রাচুর্যের ওপর। দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির আর একটি কারণ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস। সপ্তদশ শতাব্দীতে মূল্যবান ধাতু উৎপাদন—বিশেষত ব্রাজিলের সোনা ও মেক্সিকোর রূপোর উৎপাদন—উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হয়ে

পড়ে। এ-দুয়ের পারস্পরিক যোগাযোগ এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন হয়েছিলো মেক্সিকোর রূপোর খনিতে। মুদ্রাস্ফীতি এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন পণ্য-দ্রব্যের চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধি পর্বতন ব্যবস্থাকে প্রায় অনিবার্য ভাঙনের মুখে নিয়ে এসেছিলো। অবশ্য এই ভাঙন যে রোধ করা যেতো না এমন নয়। কেন রোধ করা সম্ভব হলো না তা পূর্বতন সমাজের সম্যক বিশ্লেষণ এবং রাজশক্তির স্তম্ভিত ইচ্ছাশক্তির মধ্যে ধরা পড়বে।

পূর্বতন ব্যবস্থার সামাজিক সংকট

পূর্বতন সমাজব্যবস্থায় তিনটি সম্প্রদায় ও পৃথক্ এস্টেটের স্বীকৃতি ছিলো, যথা যাজকসম্প্রদায়, অভিজাতগোষ্ঠী এবং দেশের অবশিষ্ট মানুষ। মধ্যযুগ থেকেই এই তিনটি সম্প্রদায়ের পার্থক্য স্বীকৃত। পার্থক্যের ভিত্তি কর্ম। পূজা ও প্রার্থনার কাজ যাজকদের, অভিজাতদের কাজ যুদ্ধ এবং এই দুয়ের নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে ভোগ্য ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের কাজ সাধারণ মানুষের। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যাজকসম্প্রদায়। প্রথম থেকেই যাজকেরা রাজকীয় আইনের বাইরে; ক্যাথলিক চার্চ যাজকীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমাজে অভিজাত ক্ষাত্রশক্তির প্রতিষ্ঠা হয় কিছুকাল পরে। অযাজক ও অনভিজাত মানুষেরা তৃতীয় সম্প্রদায় (এস্টেট)-ভুক্ত। প্রথম দিকে এদের মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীরই প্রাধান্য ছিলো। বর্জোয়া অর্থাৎ শহরের স্বাধীন মানুষ; রাজকীয় সনদে এদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি ছিলো। ১৪৮৪তে তৃতীয় এস্টেটের নির্বাচনে যখন গ্রামীণ মানষেরা অংশগ্রহণ করে তখন সেখানে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ক্রমশ এই সম্প্রদায় সংহত হয়ে স্বকীয় অস্তিত্বের রাজকীয় স্বীকৃতি আদায় করে নেয় এবং ফরাসী রাজতন্ত্রে এই তিনটি সম্প্রদায়ের পৃথক্ অস্তিত্ব একটি প্রথাসিদ্ধ মৌলিক নিয়মে পরিণত হয়। ভলতেরের রচনায় এই তিনটি এস্টেট একটি জাতির অভ্যন্তরে তিনটি জাতি বলে বর্ণিত।

এই এস্টেট তিনটিকে কিন্তু সামাজিক শ্রেণী বলা চলে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং এই গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরুদ্ধতাও ছিলো। সামন্ততান্ত্রিক পূর্বতন ব্যবস্থায় কায়িক শ্রম ও উৎপাদনে নিযুক্ত বৃত্তির প্রতি সহজাত ঘৃণা থেকেই এই সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার জন্ম। কিন্তু মধ্যযুগীয় বিশেষ পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত এই ব্যবস্থার সঙ্গে আঠারো শতকের প্রকৃত সামাজিক অবস্থার ব্যবধান এতো

বেশি ছিলো যে সামন্ততন্ত্র ও এই যুগের সামাজিক বাস্তবের মধ্যে বিশেষ সংগতি ছিলো না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ফ্রান্সের সামাজিক কাঠামো দশম-একাদশ শতাব্দীর রীতিনীতির দ্বারা ভারাক্রান্ত। এই সময়েই ফরাসী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। সম্পদের একমাত্র উৎস ভূমি। সামন্তপ্রভুরা শুধু ভূমিরই নয়, চাষীদেরও মালিক কারণ সামন্ততান্ত্রিক বাবস্থায় চাষীরা ভূমিদাস। কালক্রমে এই ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন ঘটে। রাজা সামন্তপ্রভুদের কাছ থেকে তাদের রাজনীতিক ক্ষমতা কেড়ে নেন কিন্তু তাঁদেব সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করেন নি। অতএব ক্রমোচ্চস্তরে বিন্যস্ত সমাজে তাঁদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু একাদশ শতাব্দী থেকে বাণিজ্যিক ও কারিগর-নির্ভর উৎপাদনের প্রসার ভৌমিক বিত্ত ছাড়া আর এক প্রকার বিত্ত অর্থাৎ আর্থিক সম্পদ সৃষ্টি করায় ক্রমে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ইতিহাসে এই শ্রেণী বর্জোয়া নামে চিহ্নিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুর্জোয়াদের স্থান ছিলো উৎপাদনব্যবস্থার পুরোভাগে। রাজকীয় শাসনযন্ত্রের পদস্থ কর্মচারীরা অধিকাংশই এই শ্রেণীভুক্ত, এই শ্রেণীই রাষ্ট্রপরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাতো। অভিজাতসম্প্রদায় ছিলো পরগাছার মতো। তৎকালীন সামাজিক ও আর্থনীতিক বাস্তবের সঙ্গে প্রথাগত কাঠামোর অসংগতির কারণ এইখানেই নিহিত।

৫

সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতশ্রেণীর অবক্ষয়

অভিজাতরা পূর্বতন সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী। অভিজাত এবং উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত যাজকদের নিয়ে এই সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। ফ্রান্সের কাপেতীয়[১] রাজবংশ দীর্ঘকাল সংগ্রামের দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনুমোদিত অভিজাতদের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করতে সমর্থ হয়েছিলো। ফ্রঁদের[২] পর পরাজিত অভিজাতশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও সামাজিক ক্ষেত্রে ১৭৮৯ পর্যন্ত স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলো। অভিজাতরা রাষ্ট্রের দ্বিতীয় এবং যাজকবর্গ প্রথম সম্প্রদায়। তার কারণ যাজকদের সামাজিক প্রাধান্য নয়; তার কারণ তাঁরা দেবতার সেবক এবং রাজশক্তির উৎস দেবতার অনুগ্রহ।

আভিজাত্যের মাপকাঠি নীলরক্ত। অভিজাতরা বিশেষ সুবিধাভোগী হলেও, যারাই বিশেষ সুবিধা ভোগ করতো তারাই অভিজাত নয়। যাজকেরাও বিশেষ সুবিধাভোগী কিন্তু যাজকমাত্রই অভিজাত নয়। যাজক-সম্প্রদায় দটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দুই অংশের মধ্যে দুস্তর সামাজিক ব্যবধান। সিয়েসের মতে যাজকদের একটি সম্প্রদায় মনে করা ভুল, যাজকত্ব একটি বৃত্তিমাত্র। উচ্চতর যাজকেরা, যেমন, বিশপ[৩] মঠাধ্যক্ষ[৪] এবং ক্যাননদের[৫] অধিকাংশ সামাজিক অর্থে অভিজাতশ্রেণীভুক্ত। কারণ, চার্চের উচ্চপদে অভিজাতদের বিশেষ অধিকার। আর নিম্নতর যাজকেরা, যেমন ক্যুরে[৬], ভিকার[৭] এবং অন্যান্য সাধারণ কর্মচারীরা তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত।

১৭৮৯-এ নীলরক্ত অভিজাতদের সংখ্যা ছিলো প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার[৮]। সংখ্যায় অতি নগণ্য ও রাজ্যের দ্বিতীয় সম্প্রদায় হলেও অভিজাতরা সমাজে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। অষ্টদাশ শতাব্দীর শেষপাদে অভিজাতদের অভ্যন্তরীণ সংহাত ছিল না। অবশ্য বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত এই শ্রেণীর পক্ষে সুসংহত থাকাও অসম্ভব ছিলো। প্রত্যেক অভিজাত মানুষেরই মর্যাদাসূচক আর্থিক ও রাজপদ সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা ছিলো, যথা তরবারি-বহনের অধিকার, চার্চে সংরক্ষিত স্থান, মৃত্যুদণ্ড হলে

ফাঁসির পরিবর্তে মুণ্ডচ্ছেদ, তেই ও বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে রেহাই, শিকারের অধিকার, সামরিক, রাজকীয় ও প্রশাসনিক উচ্চপদে নিয়োগের একচেটিয়া অধিকার এবং সর্বোপরি চাষীদের উপর সামন্ততান্ত্রিক ও ম্যানরীয় অধিকার। এখানে স্মরণীয় যে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমির মালিকানার সঙ্গে আভিজাত্যের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আঠারো শতকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিলো। এই শতাব্দীতে ফিয়েফ[৯] ছাড়াও যেমন অভিজাত হওয়া সম্ভব ছিলো তেমনি সাধারণ মানুষের পক্ষেও জমিদারি অর্জন অসাধ্য ছিলো না। বিপ্লবের প্রাক্কালে দেশের মোট জমির এক পঞ্চমাংশের মালিক ছিলো অভিজাতরা। পরস্পরবিরোধী স্বার্থযুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত অভিজাত শ্রেণীর একমাত্র ঐক্যের বন্ধন ছিলো বিশেষ সুযোগসুবিধার অধিকার।

অভিজাতদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সভাসদ্ অভিজাতদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। এরা রাজঅনুচর গোষ্ঠীভুক্ত। এদের বাস ভ্যর্সেইয়ে। এদের জীবনযাত্রা মহাসমারোহপূর্ণ, ব্যয়সাধ্য কিন্তু ব্যয়নির্বাহে বৃহৎ জমিদারির আয় ছাড়াও ছিলো রাজার অর্থানুকূল্য। অথচ এই উচ্চতর অভিজাতগোষ্ঠীর অর্থাৎ সভাসদ্ অভিজাতগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো কারণ আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সমতা রক্ষার সাধ্য এদের ছিলো না। অসংখ্য ভৃত্য, মূল্যবান পোষাক, জুয়া, ব্যয়বহুল নানা উৎসব, শিকার এবং বিলাসের অন্যান্য বহু উপকরণের আয়োজন না থাকলে অভিজাত সমাজে মর্যাদাহানি ঘটতো। কায়িক শ্রম অথবা কোনো উৎপাদক বৃত্তি অভিজাত সমাজের ঘৃণার বস্তু। অথচ এই বিলাসবহুল অমিতব্যয়ী জীবনযাত্রা চালিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিলো ক্রমাগত ঋণের বোঝা বাড়িয়ে যাওয়া। অপর উপায় বুর্জোয়া উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ কিন্তু এই জাতীয় জীবনসঙ্গিনা সংগ্রহ সহজ ছিলো না। অনভিজাত মানুষের জীবনের অস্বীকৃতির ওপরই অভিজাত জীবনের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই শ্রেণীর অন্তত একটি অংশের পক্ষে সেই জগৎকে বিশেষত উচ্চপুঁজিপতিদের এবং নব্যদার্শনিকদের ভাবধারার জগৎকে স্বীকার না করে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছিলো। ক্রমে নতুন মুক্তপন্থী ভাবধারায় প্রভাবিত অভিজাতশ্রেণীর এই খণ্ডাংশ স্বেচ্ছায় শ্রেণীচ্যুত হলো। অথচ বাহ্যত এই যুগে সামাজিক স্তরবিন্যাস ক্রমশ কঠিনতর হচ্ছিলো মনে হবে। শ্রেণীচ্যুত মুক্তপন্থী অভিজাতরা তাদের বিশেষ সুযোগসুবিধা বর্জন করলো না কিন্তু উচ্চতর বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের অংশীদার হলো।

প্রাদেশিক অভিজাতদের জীবনযাত্রা প্রণালীতে কিন্তু ভ্যর্সেই-এর সভাসদ্

অভিজাতদের সমারোহপূর্ণ জীবনযাত্রার পালিশ সামান্যই ছিলো। এই গ্রাম্য অভিজাতদের দিন কাটতো তাদের কৃষকদের নিয়ে এবং প্রায় কৃষকদের মতোই কষ্টসাধ্য জীবন ছিলো তাদের। যেহেতু অভিজাতদের পক্ষে কায়িকশ্রম নিষিদ্ধ ছিলো, তাই এদের আয়ের একমাত্র উৎস ছিলো কৃষকদের ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার। এই অধিকার কর হিসাবে মুদ্রায় প্রদত্ত হতো। প্রদেয় মুদ্রার পরিমাণ কয়েক শতাব্দী পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিলো। আদায়ীকৃত মুদ্রায় গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হলেও জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি এবং মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার ক্রমিক হ্রাসের ফলে এদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে পড়ছিলো। শুধু আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটছিলো তাই নয়, উন্নতির নতুন কোনো সুযোগ অথবা উদ্যম এদের ছিলো না। কেবলমাত্র একটি উপায়ই এদের জানা ছিলো। যতো অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটতে লাগলো ততোই প্রাপ্য কর আদায়ের জন্য কৃষকদের উপর নিপীড়ন বাড়তে লাগলো। এই প্রাদেশিক বা দেহাতী অভিজাতদেরই মাতিয়ে 'প্রকৃত দরিদ্র অভিজাত' আখ্যা দিয়েছেন। এদের জীবনযাত্রা অসচ্ছল অথচ এদের বিরুদ্ধে কৃষক প্রজাদের প্রচণ্ড আক্রোশ। এদের প্রতি ভ্যর্সেই-এর সভাসদ্ অভিজাতদের অবজ্ঞামিশ্রিত করুণা। অন্যদিকে ভ্যর্সেইর রাজানুগৃহীত, রাজকোষের অর্থে স্ফীত অভিজাত এবং শহুরে বিত্তবান বুর্জোয়াদের প্রতি এদের ঈর্ষার সীমা ছিলো না।

ভ্যর্সেইবাসী ও প্রাদেশিক এই উভয় অভিজাতগোষ্ঠীই নীলরক্তবান। উভয়েই ক্ষাত্র অভিজাত। অভিজাতদের আর একটি গোষ্ঠী ছিলো যাদের ঠিক নীলরক্তবান বলা যায় না। এই গোষ্ঠীর উদ্ভব মধ্যযুগে হয় নি। ফরাসী রাজতন্ত্র যখন প্রশাসন ও বিচার-বিভাগের প্রসার ঘটাতে আরম্ভ করে তখন এই গোষ্ঠীর উৎপত্তি ঘটে। এই নতুন অভিজাতগোষ্ঠী অথবা পোশাকী অভিজাতরা ষোড়শ শতাব্দীর উচ্চতর বুর্জোয়াকুলজাত। এই শতাব্দীতে পোশাকী অভিজাতরা ক্ষাত্র অভিজাত ও বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তর্বর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এরা নীলরক্তবান অভিজাত-দের সঙ্গে মিশে যায়। পার্লমঁতে আধিপত্যের বলে প্রভাবশালী এই গোষ্ঠীর উচ্চ রাজপদে এবং প্রশাসনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু সব রাজপদই রাজার কাছ থেকে উচ্চ মূল্যে ক্রীত, তাই এই সব পরিবারের রাজপদ বংশগত হয়ে পড়েছিলো। শেষ পর্যন্ত পার্লমঁর অভিজাতরা একটি প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের অবক্ষয়

বিশেষত আর্থিক অবস্থার ক্রমিক অবনতি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভার্সেই-এর সভাসদ্ অভিজাতদের বিলাসব্যসনে বিপুল অর্থব্যয় এবং প্রাদেশিক অভিজাতদের নিশ্চেষ্ট স্থবিরতা উভয়েরই পরিণাম এক দেউলিয়া ভবিষ্যৎ। এই প্রায় অনিবার্য আর্থিক সর্বনাশ যত প্রকট হতে লাগলো ততোই এরা প্রথাগত অধিকারের কঠোরতর প্রয়োগ করে আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হলো। পূর্বতন ব্যবস্থার শেষ কয়েক বৎসর এক প্রচণ্ড অভিজাত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিলো। সবপ্রকার উচ্চতর পদে অভিজাত শ্রেণীর একচেটিয়া আধিপত্যস্থাপনের প্রয়াসের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সামন্তপ্রভুর গভীতর শোষণও একই কারণে অর্থবহ। এ-যুগে সামন্তপ্রভুরা ত্রিয়াজের[10] আইন-দ্বারা গ্রামের যৌথ অধিকারভুক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের স্বত্বাধিকার কেড়ে নেয়। তাছাড়া অন্য একটি আইনের বলে অনেক অতিপ্রাচীন এবং বিলুপ্ত সামন্ততান্ত্রিক অধিকার নতুন করে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ছাড়াও তারা সঞ্চিত মূলধন বিনিয়োগ করে বুর্জোয়া শিল্পোদ্যমে অংশগ্রহণ করে। কেউ কেউ কৃষি ব্যবস্থার উন্নততর প্রয়োগ-কৌশলের জন্যেও অর্থের বিনিয়োগ করলো। ফলত অভিজাতদের একটি অংশের সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর দূরত্ব অনেক কমে গেলো। কিন্তু প্রাদেশিক ও সভাসদ্ অভিজাতদের অধিকাংশের ধারণা ছিলো আর্থিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় তাদের বিশেষ সুযোগসুবিধাগুলিকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। ফরাসী নব্যদার্শনিকদের ভাবধারা এদের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নি। ১৭৮৯-এ এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অভিজাতরা রাজাকে স্টেট্‌স জেনারেল আহ্বানের পরামর্শ দেয়। আশা ছিলো, স্টেট্‌স জেনারেল রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য ও তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলির স্বীকৃতি দেবে।

প্রকৃতপক্ষে অভিজাতরা একটি সুসংহত সামাজিক শ্রেণী হয়ে উঠতে পারে নি। শ্রেণীগত স্বার্থ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা তাদের ছিলো না। পার্লমঁর অভিজাতদের ফ্রঁদজাতীয় আক্রমণ, মুক্তপন্থী সভাসদ্ অভিজাতদের সমালোচনা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাবিহীন দেহাতী অভিজাতদের ক্রুদ্ধ আক্রোশ এবং অভিজাতদের বিভিন্ন খণ্ডাংশের বিভিন্ন প্রকারের বিক্ষোভ সম্মিলিত হয়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আছড়ে পড়লো। প্রাদেশিক অভিজাতরা স্পষ্টতই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলো। সভাসদ্ অভিজাতদের যে অংশ নব্যদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত তাঁদেরও দাবী ছিলো

রাজতন্ত্রের সংস্কার। অবশ্য রাজতন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দুর্নীতি-প্রসূত সুযোগসুবিধা নিতে এই আলোকপ্রাপ্ত অংশের বিন্দুমাত্র বিবেকী দ্বিধা ছিলো না। রাজশাসনের বিলুপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে সুবিধাভোগী শ্রেণীরও বিলুপ্তি ঘটবে এই অতি সরল সত্যটিও বিক্ষুব্ধ অভিজাতদের চোখে পড়ে নি। স্বার্থান্ধ অভিজাতসম্প্রদায়ের এমনই সীমাহীন মূঢ়তা। রাজতন্ত্রই তাদের প্রধান অবলম্বন, রাষ্ট্রে ও সমাজে তাদের প্রাধান্যের রক্ষক, অথচ তাদের মধ্যে এই আশ্রিতবৎসল অভিভাবক রাজতন্ত্রকে সযত্নে রক্ষা করা সম্পর্কে কোনো ঐকমত্য ছিলো না। এই বিভক্ত অভিজাতশ্রেণীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলো সমগ্র তৃতীয় এস্টেট।

যাজক সম্প্রদায়

মোট প্রায় একলক্ষ বিশ হাজার মানুষ ছিলো যাজক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এরাই ছিলো রাষ্ট্রের প্রথম সম্প্রদায়। এদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং বিচার ও রাজস্বসংক্রান্ত বিশেষ সুযোগসুবিধা ছিলো। এদের আর্থিক ক্ষমতার উৎস দিম (টাইদ) নামক কর এবং স্থাবর সম্পত্তি।

যাজকসম্প্রদায়ের স্থাবর সম্পত্তি শহর ও গ্রামে বিস্তৃত ছিলো। শহরের বিপুল সম্পত্তি থেকে যে-মোটা ভাড়া আসতো এক শতাব্দীর মধ্যে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এই শহুরে সম্পত্তির মূল্য গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি হলেও গ্রামের যাজকীয় ভূসম্পত্তির পরিমাণ সামান্য ছিলো না। ভলতেরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভূসম্পত্তি থেকে যাজকদের আয় ছিলো নয় কোটি আর নেকেরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৩ কোটি লিভ্র। ভলতেরের চাইতে নেকেরের পরিসংখ্যান বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়।

৭৭৯ এবং ৭৯৪-এর রাজকীয় অনুশাসন বলে যে-পরিমাণ ফসল অথবা যে-কয়টি পশু জমির মালিকের পক্ষে চার্চকে দেয় তাই দিম। এই কর সর্বজনীন। সাধারণ মানুষ ছাড়াও অভিজাত, এমন কি যাজকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও এই করের আওতার বাইরে ছিলো না। অঞ্চল ও ফসল অনুযায়ী এই করের পরিমাণ বাড়তো, কমতো। চার্চের আয়ের সঠিক পরিমাপ করা কঠিন। অবশ্য একেবারে নির্ভুল না হলেও একটা মোটামুটি পরিসংখ্যান সম্ভব: দিম থেকে আয় হত সম্ভবত ১০ থেকে ১২ কোটি লিভ্র এবং স্থাবর ভূসম্পত্তি থেকে অনুরূপ লিভ্র আসতো। এই দুয়ের যোগফল চার্চের মোট আয়। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে এই আয় বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিলো কারণ দিম ও স্থাবর সম্পত্তি

থেকে যে ফসল আসতো তা বাজারে বিক্রয় করা হতো। ফলত অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিমর মূল্য প্রায় দ্বিগুণিত হয়েছিলো। চার্চের আয় বাড়ছিলো কিন্তু করভারে পীড়িত কৃষক আরো পিষ্ট, আরো নিঃস্ব হয়ে পড়ছিলো।

বাস্তবিকপক্ষে কেবলমাত্র যাজকদেরই একটি সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা যায়। শাসন ও বিচার ব্যবস্থা উভয়ই এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব। পাঁচ বৎসর অন্তর যাজকীয় সভার অধিবেশন হতো—সভার মূল আলোচ্য বিষয় ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষা। রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্যে স্বেচ্ছাদান[১১] ও দেসিম[১২] নামে কর ছাড়া যাজকদের আর কিছু দিতে হতো না। উভয়ের যোগফলের বার্ষিক গড় ৩৫ লক্ষ লিভ্র। বলা বাহুল্য আয়ের তুলনায় প্রদত্ত অর্থ অতি সামান্য। অবশ্য চার্চের কিছু আর্থিক দায়িত্বও ছিলো, যেমন অপস্নুদীক্ষা[১৩] বিবাহ ও পূজার্চনা ইত্যাদি। শিক্ষাদানের দায়িত্বও তাদের। কাজেই অযাজক লৌকিক সমাজ ছিলো চার্চের ওপর নিভরশীল এবং এই সমাজের ওপর চার্চের প্রভুত্ব অবিসংবাদিত।

মঠবাসী[১৪] যাজকদের মধ্যে আঠারো শতকে গভীর নৈতিক অধঃপতন এবং উন্মার্গগামী উচ্ছৃঙ্খলতা দানা বেধে ওঠে। উপরন্তু এই সম্প্রদায়ের একটি অংশ নব্যভাবধারায় আলোড়িত হয়ে উঠেছিলো।

মঠবাসী সম্প্রদায়ের মতো লৌকিক[১৫] যাজকেরাও সংকটের সম্মুখীন হয়। তাদের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি নব্যদর্শনের প্রভাবে বিপ্লবের বহু পূর্বেই শিথিল হয়ে গিয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের প্রাক্কালে অভিজাতদের মতো যাজকদেরও আধ্যাত্মিক ও সাম্প্রদায়িক সংহতি অনেকাংশে বিনষ্ট হয়ে যায়।

উচ্চতর যাজক অর্থাৎ বিশপ, মঠাধ্যক্ষ ও ক্যানন প্রায় সম্পূর্ণভাবে অভিজাতশ্রেণী থেকে উদ্ভূত। স্বকায় বেনিফিসের[১৬] বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রক্ষণে এরা অত্যন্ত তৎপর অথচ এই সব সুযোগসুবিধা থেকে সাধারণ নিম্নতর যাজকেরা বঞ্চিত। ১৭৮৯-এ ফ্রান্সের ১৩৯ জন বিশপের মধ্যে এমন একজনও ছিলো না যে অভিজাত নয়। বিশপদের করায়ত্ত চার্চের অধিকাংশ রাজস্ব ব্যয়িত হতো দরবারী অভিজাতদের অনুরূপ বিলাসী জীবনযাত্রায়। কারণ দরবারী অভিজাতদের মতো এরাও ছিলেন দরবারী বিশপ। স্বকীয় ডায়োসিস[১৭] (বিশপের শাসনাধীন এলাকা) সম্পর্কে এদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিলো না। এদের আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে একটি উদাহরণই যথেষ্ট; স্ত্রাসবুরের বিশপের বার্ষিক আয় ছিলো ৪ লক্ষ লিভ্র।

অথচ নিম্নতর যাজকদের অর্থাৎ ক্যুরে ও ভিকারদের দিন কাটতো অপরিসীম আর্থিক দুরবস্থায়। কোনোক্রমে কষ্টেস্বষ্টে বেঁচে থাকার সংগতি ছিলো এদের। ১৭৮৬তে ক্যুরেদের আয় ছিলো ৭৫০ লিভ্র এবং ভিকারদের ৩০০ লিভ্র। ফলে ক্যুরে ও ভিকাররা দরিদ্র যাজকে পরিণত হয়েছিলো। এরা সাধারণ ঘরের লোক এবং এদের জীবনযাত্রাও খুব সাদামাঠা। স্বভাবতই সাধারণ মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষার এরা অংশভাক্। এই প্রসঙ্গে দোফিনের নিম্নতর যাজকদের দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে অর্থবহ। স্টেট্‌স জেনারেলের প্রথম অধিবেশনে যে-যাজকবিদ্রোহের ফলে শেষ পর্যন্ত স্টেট্‌স জেনারেল জাতীয় সভায় পরিণত হয়, সেই বিদ্রোহে প্রথম এগিয়ে আসে দোফিনের ক্যুরেরা। আর্থনীতিক সংকট ক্যুরে ও ভিকারদের অধিকতর ঐহিক অধিকারপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী করেছিলো এবং আর্থিক অবস্থা উন্নতির প্রচেষ্টা ক্রমে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অধিকার-সম্প্রসারণের প্রয়াসে পরিণত হয়েছিলো। ১৭৭৬-এ প্রকাশিত আঁরি রেমঁ প্রণীত রিসেরবাদ[১৮]-প্রভাবিত বইই তার প্রমাণ। আঁরি রেমঁর প্রতিপাদ্য বিষয়: চার্চ কাউন্সিলের ঐতিহ্য এবং চার্চ ফাদারদের মতবাদ ক্যুরেদের অধিকারের উৎস। ১৭৮৯-এ দোফিনের ক্যুরেদের অভিযোগের তালিকায় রিসেরবাদ-প্রভাবিত এই ধ্যানধারণাই সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত। তৃতীয় এস্টেটের সঙ্গে নিম্নতর যাজকদের নিবিড় যোগসূত্রের কারণ এখানেই নিহিত।

রিসেরবাদ চার্চের ওপর বিশপদের অর্থাৎ অভিজাতদের আধিপত্যের ক্ষীণ প্রতিবাদমাত্র। বস্তুত উচ্চতর অভিজাত যাজক, দরবারী অভিজাত এবং পোশাকী অভিজাত মিলে একটি পৃথক্ জাতি বা সমাজ। আর বুর্জোয়াশ্রেণীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই সমাজ নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে ফেলছিলো। ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে এদের একচেটিয়া অধিকার। সাধারণ মানুষের এই সম্মোহিত চক্রে প্রবেশাধিকার ছিলো না। অথচ আঠারো শতকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা যখন সম্পূর্ণভাবে অভিজাতদের কুক্ষিগত তারা কিন্তু তখন স্বীয় রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করছে না। এক সময়ে অভিজাতশ্রেণীর এই সব সুযোগসুবিধা ও মানমর্যাদা উপার্জিত ও বৈধ ছিলো। কিন্তু এ-যুগে এই শ্রেণী সম্পূর্ণভাবে পরগাছা, অপ্রয়োজনীয়। তাদের অনাবশ্যক অস্তিত্ব, উদগ্র জাত্যভিমান এবং জনকল্যাণের প্রতি অমানবিক অবজ্ঞা ফরাসী জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলো। দুইটি ফরাসী জাতি: উগোর[১৯] এই উক্তি যথার্থ।

৬

তৃতীয় এস্টেট

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে তৃতীয় এস্টেট কথাটি প্রচলিত হয়। অভিজাত-শ্রেণী বাদে প্রায় সমগ্র জাতি তৃতীয় এস্টেটভুক্ত। বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে প্রায় দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক এই এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় এস্টেট গঠিত হওয়ার বহু পূর্বে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠলেও এই এস্টেটের সামাজিক গুরুত্ব অতি দ্রুত বেড়ে যায়। সতেরো শতকের প্রথমভাগ থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময়েই লোয়াজো এ-সম্পর্কে লিখছেন: "পূর্বের তুলনায় তৃতীয় এস্টেট অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। যেহেতু অভিজাতশ্রেণী বিদ্যার্জনে অবহেলা করে আলস্যে মগ্ন, তাই রাজস্ব ও বিচারবিভাগীয় সব কর্মচারী এই এস্টেটভুক্ত।"

১৭৮৯-এ প্রকাশিত "তৃতীয় এস্টেট কি?" নামে বিখ্যাত পুস্তিকায় আবে সিয়েস[১] যে স্মরণীয় প্রশ্নটি সাধারণ্যে উপস্থাপিত করেন, এক কথায় তিনি নিজেই তার উত্তর দেন। প্রশ্ন: তৃতীয় এস্টেট কি? উত্তর: সব। পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়েই তিনি প্রমাণ করেন তৃতীয় এস্টেটই সম্পূর্ণ জাতি। অভিজাতশ্রেণী বাহুল্যমাত্র। "একটি সম্পূর্ণ জাতি হিসাবে সংগঠিত হতে হলে যা কিছু প্রয়োজন, এই এস্টেটে তা বর্তমান নেই একথা কে বলতে পারে? তৃতীয় এস্টেটে আছে কর্মিষ্ঠ মানুষ যাদের হাত এখনও শৃঙ্খলিত। যদি সুবিধাভোগী শ্রেণীকে সরিয়ে দেওয়া যায় তবে জাতির কিছু লোকসান হবে না, লাভই হবে। অতএব তৃতীয় এস্টেটই সব—কিন্তু সবাই নিগড়ে আবদ্ধ ও নির্যাতিত। সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটলে কী থাকবে? সব—কিন্তু সবাই আরো স্বাধীন, আরো বিকশিত। তৃতীয় এস্টেটকে বাদ দিয়ে কিছুই চলে না, আর অভিজাতদের বাদ দিলে সব কিছুই আরো সুষ্ঠুভাবে চলে।" অতএব সিয়েসের সিদ্ধান্ত: জাতি বলতে যা বোঝায় এই এস্টেটে তার সব কিছুই আছে; যা তৃতীয় এস্টেট নয়, তা জাতি বলে গণ্য হতে পারে না।

গ্রাম ও শহরের অনভিজাত মানুষ নিয়েই তৃতীয় এস্টেট। এর বিশাল

ব্যাপ্তি ; সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই এস্টেটের অন্তর্গত। উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন বুর্জোয়া, কৃষক ও শ্রমিক, সবাই। নিম্ন ও মধ্য বুর্জোয়া মূলত কারিগর ও ব্যবসায়ী। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষিত বৃত্তিজীবীও মধ্যবুর্জোয়া সম্প্রদায়ভুক্ত : অনভিজাত প্রশাসক, আইনজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপক এবং আরো অনেকেই। বৃহৎ ব্যবসায়ী, মূলধনের ও অন্যান্য উচ্চ বুর্জোয়া মালিক সমাজের সবচেয়ে বিত্তশালী অংশ। এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো অভিজাত বলে গণ্য হওয়ার কিন্তু অভিজাতশ্রেণীর সংকীর্ণতার ফলে এই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। তৃতীয় এস্টেটের সংগঠনে এই মৌলিক বৈচিত্র্যসত্ত্বেও সুবিধাভোগী অভিজাতের বিরুদ্ধতা এবং নাগরিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলো। এদের গ্রথিত করার অন্য কোনো সাধারণ সূত্র ছিলো না। সুতরাং বিপ্লবের প্রথম পর্বে সামাজিক সাম্য অর্জিত হওয়ার পর এই ঐক্য-সূত্র ছিন্ন হলো এবং তৃতীয় এস্টেটভুক্ত বিভিন্ন স্তরের মানুষের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বিপ্লবের প্রথম পর্বের পর শ্রেণীসংগ্রামে এই বিরোধী স্বার্থের পারস্পরিক দ্বন্দ্বই সক্রিয় ছিলো। তৃতীয় এস্টেট একটি সম্প্রদায় এবং যেহেতু ফরাসী বিপ্লবে তৃতীয় এস্টেটের ভূমিকার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, তাই এর সাংগঠনিক চরিত্রের সম্যক্ বিশ্লেষণ ব্যতীত ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন পর্বের গতি ও প্রকৃতি ভালো বোঝা যাবে না, বৈপ্লবিক ঘটনাপরম্পরাকে নিতান্ত অসংলগ্ন মনে হবে। সুতরাং তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর দিকে আপাতত ভাল করে তাকানো যাক। আগেই বলা হয়েছে অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় বাদে ফ্রান্সের অবশিষ্ট মানুষ তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা বুর্জোয়াশ্রেণীর। এই বুর্জোয়াশ্রেণীই বিপ্লবে তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্গত কৃষক ও শহরের জনতার নেতৃত্ব দেয়।

৭

বুর্জোয়াশ্রেণী

সাধারণভাবে বলা যায় ফ্রান্সের কৃষককুল থেকেই বুর্জোয়াশ্রেণীর উৎপত্তি। এই শ্রেণীর ভিত্তি গ্রামীণ কৃষক, শীর্ষে পাইকারী ব্যবসায়ী, শিল্পদ্রব্যনির্মাতা, পুঁজিপতি, শিল্পপতি, পদস্থ কর্মচারী, আইনজীবী, অন্যান্য স্বাধীন বৃত্তিজীবী প্রভৃতি এবং মধ্যস্থলে কারিগর সম্প্রদায়। এ-যুগে শ্রম, সঞ্চয়, বাণিজ্যিক ফটকাবাজী, মেধা এবং সৌভাগ্য বিত্তহীন মানুষকেও অভূতপূর্ব উন্নতির সুযোগ এনে দিয়েছিল। ১৭৭৬-এ (রেসের্স স্যুর লা পপুলাসিয়ঁ নামক গ্রন্থে) মেসাঁস লিখছেন: কোনো গ্রামের মানুষ হয়তো শহরে গিয়ে শ্রমিক, কারিগর, শিল্পদ্রব্য নির্মাতা অথবা ব্যবসায়ী হল। যদি সে উদ্যমী, সঞ্চয়ী, বুদ্ধিমান্ ও ভাগ্যবান্ হয় তবে সে অল্পকালের মধ্যেই বিত্তশালী হবে। এভাবেই ফ্রান্সে কৃষককল থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব। মধ্য ও পূর্ব য়োরোপের মতো ফ্রান্সে শহর অথবা গ্রামের মধ্যে কোনো কৃত্রিম বেড়া ছিলো না। সাধারণত বুর্জোয়াশ্রেণী শহরবাসী হলেও গ্রামে গঞ্জেও তাঁদের সংখ্যা কম ছিলো না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেখানে ক্রমে অধিকসংখ্যায় বুর্জোয়াজনোচিত জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত মানুষ—যথা আইনজীবী, বণিক্, ভূমিস্বত্বভোগী প্রভৃতি বসবাস করতে থাকে। ফলে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিপ্লবের চালক হিসাবে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাও এই কারণেই। কিন্তু এই শ্রেণী দেশের এক অতি সংখ্যালঘু অংশ। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ফ্রান্স প্রধানত কৃষকেরই দেশ।

অনেক ঐতিহাসিক পূর্বতন সমাজের বুর্জোয়াশ্রেণীর অখণ্ডতা স্বীকার করেন না, এই শ্রেণীর বৈচিত্র্য ও বহুধাবিভক্তির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈচিত্র্য ও বহুধাবিভক্তি সন্দেহাতীত কিন্তু এই শ্রেণীর মৌল অখণ্ডতাও স্বীকার্য। ইতিহাসের অন্যান্য শতাব্দীর মতো অষ্টাদশ শতাব্দীতেও শ্রেণীগত পার্থক্যের নানা লক্ষণ: কুল, বিত্ত, শিক্ষা, াগ।, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, জীবনযাত্রাপ্রণালী ইত্যাদি। যে কোনো

একটি লক্ষণ একটি বিশেষ শ্রেণীচরিত্রের নির্দেশক হতে পারে না। নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্রের প্রাথমিক লক্ষণ বিত্ত কিন্তু বিত্তের পরিমাণ নয়, বিত্তের উৎস, রূপ, ব্যয়ের পদ্ধতি—এক কথায় বুর্জোয়াজনোচিত জীবনযাত্রাই এ-বিষয়ে বিশেষভাবে বিচার্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর যে কোনো ফরাসী এক নজরেই কে বুর্জোয়া, কে অভিজাত অনায়াসে বলে দিতে পারতো।

কিন্তু ঐতিহাসিকের পক্ষে বুর্জোয়াজনোচিত জীবনযাত্রা বুর্জোয়াত্ব নিরূপণের মাপকাঠি হতে পারে না। বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্যে ন্যূনতম সামান্যীকরণ আবশ্যিক যাতে একই শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন স্তরের মানষের মধ্যে আপাতবৈষম্য সত্বেও মূলগত ঐক্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বুর্জোয়াশ্রেণীর সংজ্ঞা ও স্তর বিভাগ সম্পর্কে লাব্রুসের অভিমত এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক: বিভিন্ন রাজকর্মচারীগোষ্ঠী, করণিক, রাজকার্য-পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মচারী; খাজনার আয়ে বুর্জোয়া জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ভূম্যধিকারী; স্বাধীন বৃত্তিজীবী। এই সব কয়টি স্তরের মানুষই উদ্যোক্তা পরিবার থেকে উদ্ভূত। বুর্জোয়া শ্রেণীতে উদ্যোক্তাদেরই সংখ্যাধিক্য। এরা ভূম্যধিকারী অথবা স্বাধীন উৎপাদন পদ্ধতির মালিক, পরিচালক। এই গোষ্ঠীর মধ্যে পুঁজিপতি, পাইকারী ব্যবসায়ী, নির্মাতা, বণিক্, এমন কি ছোটো দোকানদার, কর্মশালার মালিক ও স্বাধীন কারিগর। যে শ্রেণীতে উপরিউক্ত বিভিন্ন স্তরের মানুষ অন্তর্ভুক্ত, লাব্রুসের মতে সেই শ্রেণীকে বুর্জোয়া শ্রেণী বলা চলে।[2]

অবশ্য বুর্জোয়া শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলাদা। বুর্জোয়া মানে নাগরিক, অতএব বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থ নাগরিকশ্রেণী। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আইনতও সিদ্ধ ছিলো। এক বৎসর একদিন বাস করলে পারীতে বুর্জোয়া অর্থাৎ নাগরিক অধিকার অর্জন সম্ভব ছিলো। অতএব এই শর্ত পূর্ণ করলে একজন সহযোগী-কারিগরও বুর্জোয়া অধিকার অর্জন করতে পারতো। এই অর্থে বুর্জোয়া কথাটির কোনো সামাজিক তাৎপর্য ছিলো না।

ফ্রান্সের অন্যান্য শহরে বুর্জোয়া অধিকার অর্জন অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিলো। বুর্জোয়া অধিকার অর্জনের জন্য বর্দোয় সাত বৎসর, লিয়ঁ ও মার্সেইয়ে দশ বৎসর বাস করতে হতো। কোনো কোনো শহরে আবার এই অধিকারের জন্যে কর দিতে হতো। অবশ্য এই অধিকার পেলে কিছু সুযোগসুবিধাও পাওয়া যেতো, যেমন কোনো কোনো কর থেকে

অব্যাহতি। পারী, তুর ও বর্দোর বুর্জোয়াদের তেই দিতে হতো না; আর পারীর বুর্জোয়াদের এ্যাদ[১]-ও দিতে হতো না। অনভিজাত মানুষের অস্ত্রবহন নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু পঞ্চম শার্লের বিশেষ অনুশাসন বলে পারীর বুর্জোয়ারা অস্ত্রবহনের অধিকার পেয়েছিলো।

(বুর্জোয়াশ্রেণীর উর্ধ্ব ও নিম্নসীমা নির্ধারণের সমস্যাও গুরুত্বপূর্ণ। অভিজাতশ্রেণীর বিশেষ সুযোগসুবিধার স্থির বিভক্তিরেখা এই শ্রেণীর উর্ধ্বসীমা বললে অযৌক্তিক হবে না। কিন্তু নিম্নসীমা নির্ধারণ সহজ নয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যস্তর থেকে নিম্নস্তরে এবং সেখান থেকে জনতার স্তরে অনায়াসে অবতরণ সম্ভব ছিলো। কারণ, স্বল্পবিত্ত, নিম্নবুর্জোয়া ও কায়িক শ্রমজীবীদের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই ছিলো এবং সামাজিক বিন্যাসও কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট ছিলো না। ফলত সাধারণ মানুষের পক্ষে উচ্চতর সামাজিক স্তরে উত্তরণের প্রকৃত সম্ভাবনা ছিলো।

উর্ধ্বের ও নিম্নের প্রান্তসীমার কথা মনে রেখে পূর্বতন সমাজের বুর্জোয়াশ্রেণীর আঞ্চলিক বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এই বৈচিত্র্য ভৌগোলিক ও আর্থনীতিক সংগঠনের বিভিন্নতাপ্রসূত। কোনো কোনো শহর বস্ত্রশিল্পের বণিক শিল্পপতিদের প্রভাবাধীন; কোনো কোনো শহরে পাইকারী ব্যবসায়ীদের আধিপত্য; আবার অনেক শহরে, যেমন মঁতোবায়, অফিসার-শ্রেণীর, এবং নতুন শহর আবরে পাইকারী ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তি।

আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ছাড়াও বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যন্তরস্থ স্তরভেদ লক্ষণীয়, যথা উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবুর্জোয়া। সাধারণভাবে ঐতিহাসিকেরা এই স্তরভেদ স্বীকার করে নিয়েছেন যদিও এই স্তরবিভাগের কোনো নির্দিষ্ট সূত্র নেই। উচ্চ ও মধ্যবুর্জোয়ার অথবা মধ্য ও নিম্নবুর্জোয়ার সীমারেখা কোথায়? ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনযাত্রার মানের বিভিন্নতার জন্য ঐতিহাসিকদের পক্ষে এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এক অঞ্চলে যে আয়ের মানুষ মধ্যবুর্জোয়া বলে পরিগণিত, অন্য অঞ্চলে সেই আয়ের মানুষই হয়তো নিম্নবুর্জোয়া স্তরভুক্ত। অতএব আঞ্চলিক জীবনযাত্রার মানের তারতম্যের জন্যে এ-বিষয়ে কোনো স্থির সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সংখ্যালঘু উচ্চবুর্জোয়া সম্প্রদায়ের ভিত্তিভূমি ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্য ও নিম্নবুর্জোয়া সম্প্রদায়। এই ভিত্তিভূমি থেকে উর্ধ্বমুখী সামাজিক গতিশীলতার ফলে মধ্য ও নিম্নবুর্জোয়াস্তরের মানুষ ক্রমাগতই উচ্চবুর্জোয়াস্তরভুক্ত হতো।

এই প্রসঙ্গে বর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যন্তরে উর্ধ্বমুখী সামাজিক গতিশীলতার

প্রশ্নও বিবেচ্য। আগেই বলা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুর্জোয়াশ্রেণীর উৎপত্তির উৎস গ্রাম। তকভিল লিখেছেন: "কিছু সম্পত্তি থাকলেই কৃষক তার ছেলেকে শহরে পাঠাতো এবং একটি দোকান অথবা রাজপদ কিনে দিতো।" গ্রামের কৃষকের এই শহরাভিমুখী অভিযান আবার গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী ধরেই চলেছিলো। সেই কারণেই আবরের বুর্জোয়া-শ্রেণীর বহুমুখী প্রসার। কৃষককুলে জন্মেও ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা বিত্তশালী হয়ে উচ্চবুর্জোয়া সম্প্রদায়ভুক্তি সম্ভব ছিলো। এ ভাবেই সামান্য স্বাধীন কারিগর, ছোটো দোকানদার, শহরাগত কৃষক বণিক-বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যেতো। গ্রেনোব্‌লের পুঁজিপতি জাক্ পেরিয়ের প্রবল উত্থান এই উর্ধ্বমুখী সামাজিক গতিশীলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু সামাজিক গতিশীলতার ফলে একদিকে যেমন বুর্জোয়াশ্রেণী পরিপুষ্ট হচ্ছিলো অপরদিকে তেমনি শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উচ্চ-বুর্জোয়ারা সংকীর্ণ পার্থক্যবোধের প্রাচীর তুলে নিজেদের একটি বদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত করছিলো। সেই সঙ্গে উচ্চবুর্জোয়া মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে। অভিজাতকৌলীন্য অর্জনের জন্য অনেকেই ভূমি ক্রয় করে বণিকবৃত্তি থেকে অবসর নেয়।

জাতিচ্যুতির ভয়ে অভিজাতশ্রেণীর পক্ষে উৎপাদনসংশ্লিষ্ট কোনো বৃত্তিতে অংশগ্রহণ অথবা কায়িক শ্রম সম্ভব ছিলো না। অভিজাতশ্রেণীর মুখপাত্র মঁতেসকিয়ো অভিজাতদের বাণিজ্যে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেন। পক্ষান্তরে, বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রবক্তা ভলতেরের রচনায় উৎপাদন-সম্পৃক্ত কাজ ও বাণিজ্যের প্রশস্তি: বাণিজ্য ইংলণ্ডের নাগরিকদের সমৃদ্ধ করে তাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে এবং এই স্বাধীনতা আবার বাণিজ্যকে প্রসারিত করেছে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় মহিমার এই উৎস....অভিজাত ইংরেজ লর্ডের কনিষ্ঠ পুত্রের কাছে বাণিজ্য উপেক্ষার বস্তু নয়।

অভিজাত পূর্বসংস্কার ও বুর্জোয়া মানসিকতার এই বৈপরীত্য পূর্বতন সমাজের সাংগঠনিক স্ববিরোধিতারই দৃষ্টান্ত। ফরাসী রাজতন্ত্র একটি অভিজাত বণিকসম্প্রদায় সৃষ্টি করে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলো! তা সম্ভব হয়নি এবং যে কারণে তা সম্ভব হয়নি তাও পূর্বতন সমাজের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত। ১৬৬৯-এ কলবেয়ারের উদ্যোগে প্রণীত রাজপরিষদের একটি অনুজ্ঞাবলে এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সামুদ্রিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করলে অভিজাতদের জাতি-চ্যুতি ঘটবে না। ১৭০১-এর একটি রাজঅনুশাসনে বলা হয় স্থলপথে

বাণিজ্যের দ্বারাও জাতিচ্যুতি ঘটবে না। একমাত্র খুচরো ব্যবসাই অভিজাতদের পক্ষে নিষিদ্ধ রইলো। বুর্জোয়া বণিকদের সঙ্গে অভিজাতদের ব্যবধান দূর করার জন্যে রাজতন্ত্র অনেক বণিককে আভিজাত্যের মর্যাদাও দিয়েছিলো। এই ব্যবস্থা রাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক হয় নি। বরং এতে বিপরীত ফল হয়েছিলো। বিত্তশালী পাইকারী ব্যয়সায়ী অথবা জাহাজের মালিক অভিজাত কৌলীন্য অর্জন করা মাত্রই বণিকবৃত্তি থেকে অবসর নিতো। কারণ নবলব্ধ কৌলীন্যের সঙ্গে বাণিজ্যের কোনো সংগতি ছিলো না।

এ-থেকেই স্পষ্ট হবে যে পূর্বতন সমাজের ভূম্যধিকারী অভিজাত ও অর্থবান্ বুর্জোয়ার প্রকৃত মিশ্রণের অসম্ভাব্যতা কত কঠিন ছিল। কিন্তু এহ বাহ্য। বিধিগত ও সামাজিক অর্থে পূর্বতন সমাজে শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের উল্লম্ব বিন্যাস ; কিন্তু শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ বিন্দুতে স্তরবিন্যাস অনুভূমিক। সেখানে অন্তর্ভুক্তির একমাত্র চাবিকাঠি উৎপাদন-প্রক্রিয়া অথবা বিশেষ সুবিধাসঞ্জাত বিত্ত। যাজক, ক্ষাত্র অভিজাত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে সীমারেখা টেনে দিয়েছিলো বিত্ত। বিত্তভিত্তিক এই স্তরবিন্যাসের মূলে অষ্টাদশ শতাব্দীর বুদ্ধিবিভাসিত দর্শনের প্রভাব। বিজয়ী বুদ্ধিবিভাসাস্থষ্ট আলোকের পরিমণ্ডলে বৃহৎ অভিজাত, পুঁজিপতি ও দার্শনিকের একত্র সমাবেশ।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণের সূত্র ধরে নির্দিষ্ট স্থান ও আর্থনীতিক মান অনযায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীকে কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায় ; (১) নিষ্ক্রিয় বুর্জোয়া অর্থাৎ মূলধনের লগ্নি কারবারী এবং স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী ; (২) শিক্ষিত স্বাধীন বৃত্তিজীবীগোষ্ঠী—আইনজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপক, পদস্থ কর্মচারী ইত্যাদি ; (৩) কারিগর ও দোকানদার, অর্থাৎ মধ্য ও নিম্ন বুর্জোয়া যারা ঐতিহ্যগত উৎপাদন ও বিনিময় প্রথায় আবদ্ধ ; (৪) অত্যন্ত সক্রিয় বৃহৎ ব্যবসায়ী, বাণিজ্যিক লাভের ফলে যারা অমিত-বিত্তশালী ; (৫) মুষ্টিমেয় শিল্পপতি। তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্গত জন-সমষ্টির তুলনায় এই বুর্জোয়া শ্রেণী সংখ্যায় অত্যল্প। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদেও ফ্রান্স কৃষকেরই দেশ। শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনও প্রায় দাদনী* কারিগরের ওপর নির্ভরশীল। বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক সংগঠনের ওপর ফরাসী অর্থনীতির এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অনস্বীকার্য।

* যারা দাদন নিতো।

গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে মূলধনের লগ্নি কারবারীর অর্থাৎ সাধারণভাবে নিষ্ক্রিয় বুর্জোয়াগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নতি ঘটেছে, সংখ্যাতেও এরা বেড়েছে। এই নিষ্ক্রিয় লগ্নিকারবারী ও বহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অনেকেই স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করেছিলো। শহরবাসী বিত্তশালী বুর্জোয়ারাও জাতে ওঠার জন্যে ভূসম্পত্তি ক্রয় করেছিলো।

শিক্ষিত স্বাধীন বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী তৃতীয় এস্টেটের প্রধান প্রবক্তা। এই গোষ্ঠীর বিচিত্র স্তর লক্ষণীয়। এখানেও প্রতিপত্তির ভিত্তি বাণিজ্যিক লাভ-প্রসূত মূলধন। যে সব রাজপদ অভিজাতদের জন্যে সংরক্ষিত নয় সেই সব পদাধিকারীরা এই গোষ্ঠীভুক্ত। বিচার ও রাজস্ব বিভাগীয় রাজপদ বিক্রয় করা হতো। সুতরাং এই সব ক্রীত রাজপদের অধিকারীরা স্বীয় পদের স্বত্বাধিকারী। এই বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর প্রথম সারিতে আইনজীবীর সংখ্যাধিক্য —যথা এটর্নি, নোটারী, এ্যাডভোকেট ইত্যাদি। অন্যান্য পেশার লোকেরা আইনজীবীদের মতো প্রভাবশালী ছিলো না। চিকিৎসকেরা সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য এবং কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসক বাদ দিলে, এদের সামাজিক মর্যাদাও বিশেষ ছিলো না। গ্রামের নাপিতই সাধারণত শল্যচিকিৎসক। অধ্যাপকরাও বিশেষ প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলো না কারণ শিক্ষার একচেটিয়া অধিকার চার্চের। অধ্যাপক ছাড়া সাহিত্যিক ও দার্শনিকেরা এই বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মোটামুটিভাবে বলা চলে বুর্জোয়া শ্রেণীর শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলো। এই গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে আবার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী সামাজিক মানমর্যাদার হেরফের। কারু মানমর্যাদা প্রায় অভিজাতদের সমতুল্য, কারু মাঝারি। কিন্তু এদের জীবনযাত্রায় অভিজাতবাহুল্য ছিলো না। ১৭৮৯-এ মুখ্য ভূমিকা ছিলো মননশীল ও সংস্কৃতিবান, বুদ্ধিবিভাসার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বুর্জোয়াশ্রেণীর এই খণ্ডাংশের, বিশেষত আইনজীবী সম্প্রদায়ের। বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রধানত এদের কাছ থেকেই আসে।

নিম্নবুর্জোয়া কারিগর ও দোকানদার সম্প্রদায়ের স্থান ছিলো বৃহৎ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নীচে। কিন্তু এরাও লাভের কারবারী। সংখ্যায় এরা প্রায় বুর্জোয়াশ্রেণীর দুই-তৃতীয়াংশ। বিভিন্ন বর্জোয়া গোষ্ঠীর সামাজিক পার্থক্যের সূচক—কায়িক শ্রম ও মূলধনের আপেক্ষিক ভূমিকা। মূলধনের ভূমিকা যতো গৌণ হবে, কায়িক শ্রম যতো বাড়বে, সামাজিক মর্যাদা ততো কমবে। এভাবে সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে নামতে যেখানে মূলধনের ভূমিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি বুর্জোয়াশ্রেণীর শেষ বেড়া সেইখানে। তারপর

কায়িক শ্রম-নির্ভর সাধারণ মানুষ। কারিগর অথবা দোকানদার নিম্ন-বুর্জোয়াগোষ্ঠী প্রথাগত অর্থনীতি-নির্ভর। ঐতিহ্যাগত প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতি এই অর্থনীতির প্রধান উপকরণ। উৎপাদন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রযক্তিবিদ্যার পরিবর্তনের ফলে প্রথাগত অর্থনীতিতে সংকট দেখা দেয়। এর কারণ মুক্তপন্থী অর্থনীতি ও স্বাধীন প্রতিযোগিতা এবং পুরনো প্রথার বৈপরীত্য। ফলত অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে অধিকাংশ কারিগরই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কেননা ক্রমাগত অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকায় তাদের বেতনভুক্ কর্মচারীতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। উপরন্তু মুক্ত প্রতিযোগিতায় অনেকের আর্থিক সর্বনাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাধারণত কারিগরগোষ্ঠী ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার বিরোধী এবং আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের সমর্থক। বণিক বুর্জোয়াদের মতো এরা স্বাধীন অর্থনীতি চায়নি। কিন্তু কারিগর-গোষ্ঠীর মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা। তার কারণ এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের মানুষের আয়ের তারতম্য। কায়িক শ্রমের ও মূলধনের ভূমিকার পর্যালোচনা করলে আয়ের এই তারতম্যের কারণ ধরা পড়বে। যে সব কারিগরের কিছুটা মূলধন ছিলো অর্থাৎ যারা বণিক কারিগর, পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাদের আয়ও বৃদ্ধি পেতো। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও তাদের উৎপাদনের শক্তি বেড়েই যাচ্ছিলো অথচ দাদনী কারিগর, যারা প্রধানত বেতনভুক্, তাদের অবনতি ঘটছিলো কেননা পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাদের বেতন-বৃদ্ধি কোনক্রমেই সঙ্গতি রাখতে পারছিলো না, ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছিলো। মজুরিবৃদ্ধি ঘটছিলো না তা নয়। কিন্তু মূল্য ও বেতনবৃদ্ধির হারের অসমতার ফলে ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছিলো। অতএব পূর্বতন ব্যবস্থার শেষপাদে দাদনী কারিগরেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র হারিয়ে শহরে সাঁকুলোৎদের মধ্যে মিশে যাচ্ছিলো। কিন্তু নানা স্বার্থের সংমিশ্রণের ফলে সাঁকুলোৎদের পক্ষে একটি নতুন সমাজসৃষ্টির সুসমঞ্জস সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভবপর হয়নি। ফরাসী বিপ্লবের, বিশেষত বৈপ্লবিক ক্যালেণ্ডারের[২] দ্বিতীয় বর্ষের ইতিহাসের, বিচিত্র উত্থানপতনের উৎস এইখানেই।

বৃহৎ সওদাগর বুর্জোয়া অত্যন্ত সক্রিয়, প্রত্যক্ষভাবে লাভের কারবারী। এরাই প্রশস্ত অর্থে উদ্যোক্তা শ্রেণী, এ্যাডাম স্মিথের ভাষায় উদ্যোগী নায়ক-শ্রেণী। এদের মধ্যেও উদ্যোগের পার্থক্যজনিত স্তরভেদ, ভূগোল ও ইতিহাস প্রসূত বৈচিত্র্য। সওদাগর বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বিশেষ বিকাশ ঘটেছিলো সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে, যথা বর্দো, নাঁত, লারোশেল প্রভৃতি বন্দরে। বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দ্বীপ যথা আঁতিয়, সেঁ ডোমিনিগের সঙ্গে

বাণিজ্যে এরা বিত্তশালী হয়ে ওঠে। এই সব দ্বীপ থেকে আসতো চিনি, কফি, নীল ও সুতো। কিন্তু ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের সর্বাপেক্ষা লাভজনক পণ্য ছিলো আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষ, আবলুস কাঠের বাণিজ্য যার অপর নাম। ১৭৬৮-তে বর্দোর বাণিজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসতো আমেরিকার কৃষ্ণকায় মানুষের রপ্তানি থেকে। মার্সেইর বাণিজ্য ছিলো বিশেষভাবে লেভাণ্টের সঙ্গে। লেভাণ্টে ফরাসী বণিকদেরই প্রাধান্য। ১৭১৬ থেকে ১৭৮৯-র মধ্যে ফরাসী বাণিজ্য প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পায়। এই সূত্রেই বণিক বুর্জোয়া শ্রেণীর অপরিমেয় ঐশ্বর্য।

যেহেতু এ-যুগের ফ্রান্সের শিল্পায়ন অনগ্রসর, তাই শিল্পপতি বর্জোয়ার সংখ্যাও অত্যন্ত সীমিত। লৌহ-রাজা দিত্রিস আধুনিক অর্থে প্রকৃত শিল্পপতি। নীডেরব্রন, রাইখসোফেন ও রোথাউ-এ তাঁর লোহার কারখানা।

মূলধনী বুর্জোয়ার স্থান সবার উপর—প্রথম সারিতে। ছয় বৎসরের জন্যে পরোক্ষ কর আদায়ের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী, ব্যাঙ্ক মালিক, সৈন্যবাহিনীর রসদ সরবরাহকারী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের প্রায় অভিজাত বুর্জোয়া আখ্যা দেওয়া চলে। এদের সামাজিক ভমিকাও ছিলো অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। এরা দার্শনিকদের পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক। এদের প্রাচুর্যের উৎস পরোক্ষ করের জবরদস্তি আদায়, রাষ্ট্রকে ঋণদানজনিত সুদ ইত্যাদি। জবরদস্তি কর আদায়ের ফলে এরা জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র, তারই পরিণাম ১৭৯৩-এ এই গোষ্ঠীর গিলোতিনে শোভাযাত্রা।

৮

কৃষকশ্রেণী

পূর্বতন ব্যবস্থার অন্তিম পর্ব পর্যন্ত ফ্রান্স মূলত গ্রাম-নির্ভর। কৃষি-উৎপাদন-নির্ভর অর্থনীতি ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে কৃষকশ্রেণীর গুরুত্বের অন্যতম কারণ। অপর কারণ কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য। ১৭৮৯-এ ফ্রান্সের আড়াই কোটি জনসংখ্যার মধ্যে কমপক্ষে দুই কোটি গ্রামবাসী। কৃষকশ্রেণী নিষ্ক্রিয় থাকলে বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব হতো না। বিপ্লবে কৃষকসমাজের যোগদানের ফলশ্রুতি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্রুত অবসান।

ফ্রান্সে প্রায় ৩৫ শতাংশ জমির মালিক ছিলো কৃষকেরা। এই জমি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। সমগ্র ফ্রান্সে কৃষকদের অবস্থা এক প্রকারের ছিলো না, বিভিন্ন প্রদেশে তারতম্য ছিলো। দীর্ঘকাল পূর্বেই ফ্রান্সের কৃষকসমাজ ভূমিদাসত্ব[১] থেকে মুক্ত হয়েছিলো কিন্তু ভূমিদাসপ্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছিলো একথাও বলা চলে না। ফ্রাঁসকঁতে ও নেভর্নেতে প্রায় দশলক্ষ ভূমিদাস ছিলো। মুক্ত কৃষকদের মধ্যে নানাভাগ: কেউ ভূস্বামী অথবা একখণ্ড জমির মালিক; কেউ প্রজা অথবা ভাগচাষী এবং কেউবা ক্ষেতমজুর যাদের প্রকৃত অর্থে গ্রামীণ প্রোলেতারিয়েত বলা চলে। এই কারণে কৃষকসমাজের মধ্যেও স্ববিরোধিতা। কিন্তু সামন্তপ্রভু, চার্চ ও রাজাকে প্রদেয় বিপুল করভারে তারা সকলেই প্রায় ভারবাহী পশুতে পরিণত হয়েছিলো। অতএব ভিতরের স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও এই অমানবিক শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকসমাজের ঐক্য। কৃষকদের উপর ধার্য করের পরিমাণের হিসাবের মধ্যেই এই শোষণের চেহারা স্পষ্ট হবে। রাজাকে প্রদেয় প্রত্যক্ষ কর: (১) তেই—মোট আয়ের ওপর কর যা একমাত্র কৃষকদেরই দিতে হতো বলা চলে; (২) কাপিতাসিয়ঁ—ঠিক মাথা-পিছু ধার্য কর নয়, উৎপাদনভিত্তিক আয়কর। এই কর প্রত্যেক ফরাসীর পক্ষে দেয় হলেও শেষ পর্যন্ত দরিদ্র জনসাধারণকেই এই করের বোঝা বহন করতে হতো; (৩) ভ্যাঁতিয়্যাম—স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ওপর আয়কর।

উচ্চবুর্জোয়া ও যাজকেরা প্রায় এই করের আওতার বাইরে এবং অভিজাত-দের অধিকাংশ এই কর থেকে মুক্ত ছিলো। শেষ পর্যন্ত এই কর তেইর দ্বিতীয় সংযোজন।

রাজাকে দেয় পরোক্ষ কর : (১) গাবেল বা লবণকর; (২) কর্ভে—রাজপথ-নির্মাণে বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক শ্রমদান; (৩) এ্যাদ—ভোগ্যবস্তু, বিশেষত মদ্য, তামাক প্রভৃতির ওপর ধার্য কর।

চার্চকে প্রদেয় কর : (১) দিম (dime-tithe)—উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ দেয় হলেও সাধারণত বারো ভাগের একভাগ অথবা পনেরো ভাগের একভাগ দেওয়া হতো। সামন্তপ্রভুকে দেয় কর অথবা সামন্ত-তান্ত্রিক অধিকারসমূহ : (১) দ্রোয়া দ্য কলঁবিয়ে এ দ্য শাস—জীবজন্তু ও মৎসশিকারের অধিকার; (২) পেয়াজ—পথ, সেতু ও খেয়াঘাটের ওপর কর; (৩) কর্ভে : সামন্তপ্রভুর সেবায় সপ্তাহে নির্দিষ্ট কয়েকদিনের পারিশ্রমিকহীন বাধ্যতামূলক শ্রমদান; (৪) বানালিতে—উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের বিনিময়ে সামন্তপ্রভুর কলে গম অথবা যব ভাঙার অথবা মদ্য প্রস্তুতের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। এই সব সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিগত অধিকার ছাড়াও জমির প্রত্যক্ষ মালিকানার অধিকারসংক্রান্ত কর ছিলো। অর্থাৎ ম্যানরের* জমি (যা প্রত্যক্ষভাবে সামন্তপ্রভুর) যে-সব কৃষক চাষ করতো জমির ওপর তাদের ছিলো ব্যবহারিক মালিকানামাত্র। অতএব সেজন্যে সামন্তপ্রভুর প্রাপ্য কর : (১) সঁস্—সাধারণ মুদ্রায় প্রদেয় বাৎসরিক খাজনা; (২) সঁপার—উৎপন্ন ফসলে প্রদেয় কর; (৩) লদ ও ভঁৎ—মৃত্যু ও বিক্রয়ের দ্বারা জমি হস্তান্তরিত হলে দেয় কর।

সামন্ততান্ত্রিক করের বিরাট বোঝা এবং সামন্তপ্রভুর বিচারের দুঃসহ অধিকার সমগ্র কৃষকসমাজকে পূর্বতন ব্যবস্থার প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিলো। অষ্টাদশ শতকে সামন্তপ্রভুদের ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়াশীলতা কৃষকদের পক্ষে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও দুর্বহ করে তোলে। এ-যুগে গ্রামবাসীর অধিকার নাকচ করে যৌথ জমির ওপর সামন্তপ্রভুরা তাদের প্রত্যক্ষ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিতে সঁপার ও দিম জাতীয় করের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে জনস্ফীতি যুক্ত হওয়ায় কৃষককুল সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে যায়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণ ছাড়াও এই রিক্ততার অপর কারণ ফ্রান্সের কৃষিব্যবস্থার

* সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামন্তপ্রভুর খাস জমিদারি।

অনগ্রসরতা যা একমাত্র চাষের উন্নততর কৌশল প্রয়োগের দ্বারাই দূর করা যেতো। কিন্তু ফ্রান্সে তা সম্ভব ছিলো না। গ্রেট ব্রিটেনে কৃষির আধুনিকীকরণের পূর্বশর্ত ছিলো: জমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক ও যৌথ মালিকানার অবসান ঘটিয়ে গতানুগতিক কৃষিব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন। ফ্রান্সে এই পূর্বশর্ত পূরণ হয়নি।

যে-দেশে জনসংখ্যার ৭৫ ভাগ কৃষক এবং অর্থনীতি কৃষিনির্ভর সে-দেশের কৃষকদের দাবীর গুরুত্ব স্বাভাবিক। এই দাবী ছিলো দ্বিবিধ: সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের অবসান এবং জমির মালিকানা-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান। প্রথমটির সম্পর্কে কৃষকদের মধ্যে দ্বিমত ছিলো না, কারণ প্রত্যেকটি অভিযোগের তালিকায়[২] একটি দাবীর পৌনঃপুনিক উল্লেখ: সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ও দিমর বিলোপসাধন।

জমির মালিকানা-সমস্যার সমাধান-সম্পর্কে কিন্তু কৃষকদের মধ্যে কোনো ঐকমত্য ছিলো না। সামন্ততান্ত্রিক অধিকারবিলুপ্তির পর স্বাভাবিক কারণেই ভূমির বণ্টন সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দেয়। কৃষির আধুনিকীকরণের জন্যে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনে বৃহৎ ভূস্বামিগণ সাধারণ কৃষকদের মধ্যে জমি টুকরো-টুকরো করে বণ্টনের বিরোধী ছিলো। অথচ টুকরো-টুকরো না করলে সাধারণ কৃষকের দুর্নিবার জমির ক্ষুধা মেটানো সম্ভব ছিলো না। অতএব সামন্ততান্ত্রিক অধিকারবিলুপ্তির পর ভূমিসংস্কার-সমস্যার জটিলতা দেখা দিলো। কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য জমি-ঘেরাও[৩]-ব্যবস্থা, ভূমির ওপর যৌথ অধিকারের বিলোপ ও খাদ্যশস্যের অবাধ বাণিজ্য অপরিহার্য অথচ দরিদ্র কৃষককুলের পক্ষে এইসব ব্যবস্থার বিরোধিতা স্বাভাবিক। কৃষকসমাজের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

৯

শহরের জনতা

অভিজাত-প্রভাবিত পর্বতন সমাজের প্রতি বিদ্বেষে শহরের জনতা বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। শহরের জনতা পর্বতন ব্যবস্থার ভারবাহী শ্রেণী। কিন্তু এই শ্রেণীও নানাভাগে বিভক্ত এবং এই কারণেই বিপ্লবের প্রতি এই শ্রেণীভুক্ত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। যে বিপুল জনতা প্রধানত কায়িক শ্রমের দ্বারা উৎপাদনে নিযুক্ত, অভিজাত ও বৃহৎ বুর্জোয়ারা অনেকটা তাচ্ছিল্যভরে তাদের জনতা নাম দিয়েছিলো। কিন্তু এই শ্রেণীর একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সহজ নয়। মধ্য অথবা নিম্ন বুর্জোয়া এবং সাধারণ শহুরে জনতার মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অতি অস্পষ্ট। দাদনী কারিগরকে নিম্নবুর্জোয়া ও জনতার প্রান্তিক রেখা বললে হয়তো অন্যায় হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এদের নিজস্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা প্রায় পুঁজিবাদী বণিকদের বেতনভুক্ কর্মচারীতে পর্যবসিত।

দাদনী কারিগর ছাড়াও ছিলো মধ্যযুগীয় উৎপাদনব্যবস্থার কর্মী এবং সম্প্রতি গড়ে-ওঠা বৃহদায়তন শিল্পের শ্রমিক। মধ্যযুগীয় গিল্ডভুক্ত[১] কর্তা-কারিগর, সহযোগী কারিগর অর্থাৎ শিক্ষিত কারিগর এবং শিক্ষানবিশ কারিগর পারিবারিক কর্মশালার কর্মী। প্রত্যেকটি কর্মশালা উৎপাদনের এক স্বনির্ভর পারিবারিক কোষ। সাধারণত কর্মশালার কর্তা-কারিগরের গৃহে সহযোগী কারিগর ও শিক্ষানবিশ কারিগরের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিলো। সহযোগী অথবা শিক্ষানবিশ কারিগরকে বর্তমান অর্থে শ্রমিক বলা যায় না।

বৃহদায়তন শিল্পের কর্মীরা যথার্থ শ্রমিক বা প্রলেতারিয়েত। এদের শিক্ষানবিশির শর্ত নেই, কিন্তু কারখানার নিয়মশৃঙ্খলা লৌহকঠিন।

শহরের জনতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়তো কারিগর কিংবা শ্রমিক নয়, খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ—দিনমজুর, পত্রবাহক, মুটে, বাগানের মালী, জলের ভিস্তি, কাঠুরে, গৃহভৃত্য, রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি। তাছাড়াও ছিলো আকালের দিনে গ্রামাঞ্চল থেকে চলে-আসা কৃষক। শহরের এই

বিচিত্র জনসমষ্টিকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক 'সাঁকুলোৎ', 'ম্রান্যু', 'প্রাক্-প্রলেতারিয়েত,' প্ল্যাব (Pleb) ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। ঐতিহাসিক সবুলের মতে এই জনসমষ্টিকে পূর্বতন সমাজের শহুরে জনতা বলাই সংগত।

নাগরিক অভ্যুদয়ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীকে য়োরোপের নাগরিক অভ্যুদয়ের শতাব্দী বলা চলে। নাগরিক অভ্যুদয়ের ফলশ্রুতি জনস্ফীতি এবং জনস্ফীতি গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে বেশী। এই বিশেষত্ব প্রশাসক ও তাত্ত্বিকদের দৃষ্টি এড়ায় নি। রাজকীয় প্রশাসন যে নাগরিক অভ্যুদয়সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলো তা বোঝা যায় ১৭৪৫ এবং ১৭৬৫-র রাজ-অনুজ্ঞা থেকে। ১৭৪৫-এর অনুজ্ঞায় বলা হয়, অধিবাসীর সংখ্যা ২,০০০ না হলে কোনো স্থান শহর বলে গণ্য হবে না। কিন্তু ১৭৬৫-র অনুজ্ঞায় শহরের অধিবাসীর ন্যূনতম সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় ৪,৫০০। ময়েয়োর (Moheau) মতে অন্তত ২,৫০০ অধিবাসী কর্তৃক অধ্যুষিত স্থান শহর। ১৮৪৬-এর লোকগণনার মাপকাঠি অনুযায়ী পূর্বতন সমাজের অন্তিমপর্বে প্রায় ১৬ শতাংশ মানুষ শহরবাসী। জনস্ফীতি শহরাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। উপরন্তু সুতীবস্ত্রশিল্পে বর্ধিত উৎপাদনের জন্যে বাড়তি শ্রমিকের প্রয়োজন হওয়ায় গ্রামের ভূমিহীন চাষীরা শহরে চলে আসে। সোগ্রেঁর (Saugrain) দিক্সিয়নের য়ুনিভার্সাল দ্য লা ফ্রাঁস (Dictionnaire Universalle de la France), নেকেরের দ্য লাদ্মিনিস্ত্রাসিয়ঁ দ্য লা ফ্রাঁস (De L'administration de la France), অরি (Orry) ও কালনের পরিসংখ্যান এবং ১৮০১-এর লোকগণনার ভিত্তিতে প্যার মল (Père Mols) পূর্বতন সমাজের অন্তিম পর্বে ফ্রান্সের পঁয়তাল্লিশটি প্রধান শহরের জনসংখ্যার যে হিসেব দিয়েছেন তা হল; জনসংখ্যা—পারী ৫৫০-৬০০,০০০; লিয়ঁ, মার্সেই, বর্দো, রুয়ঁ্যা, লিল, নাঁত, তুলজ এই সব কয়টি শহরে ৫০,০০০-এর বেশি; মেজ, নিম, স্ত্রাসবুর, অ্যর্লেয়াঁ, আমিয়ঁ্যা ৩৫-৫০,০০০; অন্যান্য শহর ২০-২৫,০০০। লিয়ঁর জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি। অতএব লিয়ঁর স্থান পারীর পরেই।

সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যেকটি শহরের চেহারা মধ্যযগীয়। সব শহরই প্রাচীরঘেরা; প্রাচীরের অভ্যন্তরে আঁকাবাঁকা প্রায়ান্ধকার রাস্তা। বিপ্লবপূর্ব যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন শহরের যে সব পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো সবই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও কেন্দ্রীকরণের স্বার্থে। রাজতন্ত্রের শেষ শতাব্দীতে বিস্তৃততর রাজপথ পুরোদ্যান, জেটী ইত্যাদি নির্মিত হওয়ায় শহরসমূহ অনেকাংশে আধুনিকীকৃত হয়। বস্তুত ১৭৫০ থেকে ১৭৮০-র মধ্যে

শহরসমূহের রূপান্তর ঘটে। পাথরবাঁধানো আলোকিত রাজপথ, সুপরিকল্পিত-ভাবে বৃক্ষরোপণের দ্বারা পুরোদ্যান ও ভ্রমণপথের মনোরম পত্রপুষ্পসজ্জা, জলসরবরাহের সুবন্দোবস্ত এবং সর্বোপরি নবনির্মিত বিচিত্র হর্ম্যশোভিত অভিজাতপল্লী—সব একত্রিত হয়ে এই যুগে আধুনিক শহর গড়ে ওঠে। সদ্য-গড়ে ওঠা সুশোভন পল্লীতে অভিজাত ও বিত্তশালী বুর্জোয়াদের বাস; সেখানে কলের জলের প্রাচুর্য, ইংরেজী ধরণের স্নানাগার, রাজপথে উজ্জ্বল আলো। আর ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে নির্মিত শহরাঞ্চলে সাধারণ মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়, জল আহরণের ক্লান্তিকর সাধনা, সংক্রামক ব্যাধি। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে শহরের এই বিশিষ্ট পরিবেশ, যেখানে ধনী দরিদ্রের পৃথক্ অস্তিত্ব, যেখানে উত্তেজনা ক্রমসঞ্চীয়মান।

নাগরিক অভ্যুদয়ের অন্যতম কারণ শহরসমূহে গ্রাম-ছাড়া মানুষের ভিড়। যদিও শহুরে অভিজাত ও বুর্জোয়ারা গ্রামে ফিরে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর, যদিও তৎকালীন সাহিত্যে ও ভাবাদর্শে এই প্রকৃতিমুগ্ধতা প্রতিবিম্বিত, তবু গ্রামের মানুষের শহরে শোভাযাত্রা অব্যাহত। ১৭৪০—৫০-এ শহরে আগন্তুক গ্রামীণ মানুষের ভিড় বেড়ে যায়। কিন্তু এই ছিন্নমূল মানুষেরা শহুরে জনতার মধ্যে মিশে যেতে পারে নি। বরং ভৃত্য, শিক্ষানবিশ, দিনমজুর রূপে নানা নৈমিত্তিক কর্মে নিযুক্ত এই সব দেহাতী মানুষেরা শহরের প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে বিপজ্জনক সামাজিকগোষ্ঠী হিসাবে সন্দেহজনক।

প্রতিদিনের অন্ন

প্রতিদিনের অন্নের সমস্যাই জনসাধারণের আর্থিক সমস্যার মূল কথা, যা শেষ পর্যন্ত বেতন ও ক্রয়ক্ষমতার সম্পর্কের সমস্যা। এই সমস্যার প্রকৃতি নিরূপণের জন্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয়ের উপযুক্ত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মূল্যবৃদ্ধির অসমতার প্রভাব বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর এক রকম হয় নি তার কারণ প্রত্যেক শ্রেণীর বাজেটের আলাদা গঠন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্গতি বাড়ে। সাধারণ মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির একমাত্র উপকরণ রুটি কিন্তু রুটি মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য। কারণ, জনস্ফীতির দরুন অনেক অতিরিক্ত মুখের রুটির যোগান আবশ্যিক হয়ে পড়েছিলো। লাব্রুস সাধারণ মানুষের বাজেটে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের যে হিসাব দিয়েছেন তা

হল : রুটি ৫০ শতাংশ, সব্জি, চর্বি ও মদ্য ১৬ শতাংশ, পোশাক ১৫ শতাংশ, জ্বালানি ৫ শতাংশ, মোমবাতি ১০ শতাংশ। আর জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি-সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত : ১৭২৬-৪১ এই সময়চক্রকে ভিত্তিকাল ধরে হিসেব করলে দেখা যায় যে ১৭৭১-৮৯ এই সময়সীমায় জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছিলো ৪৫ শতাংশ। আর ১৭৮৫-৮৯ এই সময়সীমায় বৃদ্ধি পায় ৬২ শতাংশ। ঋতুকালীন পরিবর্তনশীলতার জন্যেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। ১৭৮৯-এর অব্যবহিত পূর্বে মূল্যবৃদ্ধিহেতু সাধারণ মানুষের বাজেটে রুটির জন্যে ব্যয় হতো ৫৮ শতাংশ। সম্পন্ন মানুষের পক্ষে মূল্যবৃদ্ধি অসহনীয় হয়ে ওঠে নি। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এর অর্থ ভরাডুবি। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে আরো একটি সমস্যা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বেতনহারের বৃদ্ধি জনসাধারণের প্রকৃত বেতন কতটা বাড়িয়েছিলো তা না জানা পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধিপ্রসূত দুর্গতির সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়।

বৃত্তি ও শহর অনুযায়ী বেতনহারের বিভিন্নতা। বিপ্লবের প্রাক্কালে দক্ষ শ্রমিকেরা চল্লিশ সু পর্যন্ত মজুরি পেতো। সাধারণত মজুরির গড় ২০-২৫ সু-র বেশী ছিলো না। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মজুরির গড় ছিলো স্থিতিশীল। ১৭৭০-এ মজুরির গড় বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ সু এবং ১৭৮৯-এ ২০ সু। পূর্বতন সমাজের অন্তিম পর্বে সুফলা বৎসরে ১ লিভ্র রুটির দাম ২ সু অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দৈনিক ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ ছিলো প্রায় ১০টি রুটি।

বেতনের উর্ধ্বমুখী গতির সঠিক হিসেব পাওয়া কঠিন এবং লাব্রুসের বেতনবৃদ্ধির হিসেব স্বভাবতই মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যানের মতো নির্ভরযোগ্য নয়। ১৭২৬-৪১ এই সময়চক্রকে ভিত্তিকাল ধরে লাব্রুস যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে ১৭৭১-৮৯ এই সময়সীমায় বেতন বেড়েছিলো ১৭ শতাংশ। আর বিপ্লবের প্রাক্কালীন সময়চক্রে (১৭৮৫-৮৯) বৃদ্ধি পেয়েছিলো ২২ শতাংশ। অথচ এই সময়ে রুটির দাম বেড়েছিলো ৮৮ শতাংশ। বেতনবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধিকে অনুসরণ করেছে কিন্তু কখনও ছুঁতে পারেনি। ঋতুকালীন পরিবর্তনশীলতার ফলে বেতন ও দ্রব্যমূল্যের ব্যবধান আরো বাড়তো। অষ্টাদশ শতকে অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির ফলে অনেক সময় কলকারখানা বন্ধ হয়ে যেতো এবং অজন্মার ফলে কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেতো, কৃষিসংকট শিল্পসংকট নিয়ে আসতো। অতএব নগদ বেতন-বৃদ্ধির সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনা করলে বোঝা যায় যে, বেতনবৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রকৃত বেতন হ্রাস পেয়েছিলো। লাব্রুসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী

১৭২৬-৪১ থেকে ১৭৮১-৮৯ এই সময়চক্রে প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছিলো এক চতুর্থাংশ। ঋতুকালীন পরিবর্তনশীলতার কথা মনে রাখলে এই আয় প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়েছিলো বলা যেতে পারে।

জে. ফুরাস্তিয়ে (J. Fourastié) অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বেতনবৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধির পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যাটি তুলে ধরেছেন। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছেন যে গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ১ কুইণ্টাল গমের মূল্য ছিলো ২০০ ঘণ্টার শ্রম। সতেরো শতকেও ১ কুইণ্টাল গমের জন্যে অনুরূপ মূল্য দিতে হতো। কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ১ কুইণ্টাল গমের মূল্য ৬০ ঘণ্টার শ্রমের কাছাকাছি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে বেতনভুক্ মানুষের এক অতি করুণ, স্পষ্ট চিত্র এই পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায়।

আঠারো শতকের আর্থনীতিক পরিস্থিতিতে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যহ্রাস ব্যতীত সাধারণ মানুষের টিঁকে থাকার কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু তা হয় নি। সাধারণ মানুষের দুর্দশা ক্রমশ বাড়ছিলো এবং ক্ষুধা মানুষকে আন্দোলনমুখী করে তুলেছিলো। জনস্ফীতির ফলে জীবন-যাত্রার মানের ক্রমিক অধোগতি হতে থাকে কারণ জনস্ফীতির অর্থ আরো অনেক নতুন মুখের জন্যে খাদ্যের, আরো অনেক নতুন হাতের জন্যে কর্মের সংস্থান। কর্মের চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হওয়ায় কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র প্রতিযোগিতা আর তারই ফলে শ্রমজীবী মানুষের অশেষ দুঃখদুর্দশা এবং দুঃসহ জীবন।

আঠারো শতকের খেটে-খাওয়া মানুষের বাস্তব জীবনের দিকে তাকালে লাব্রুসের পরিসংখ্যানের সমর্থন মিলবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাগজশিল্পের একটি সহযোগী কারিগরের জীবন ধরা যেতে পারে। ১৭৩৯-এর আইন অনুযায়ী বারো বছর বয়সেই কর্মজীবন আরম্ভ করা সম্ভব ছিলো। চার বছর শিক্ষানবিশির পর সহযোগী কারিগর হওয়া যেতো; কাজ শুরু হতো ভোর পাঁচটা থেকে। কাগজশিল্পের শ্রমিকের কাজ আয়াসসাধ্য। ক্রমাগত জলের সংস্পর্শে থাকার দরুণ ফুসফুসের পীড়া অথবা গেঁটেবাতের আক্রমণ প্রায় অনিবার্য ছিলো। আন্নেনের কর্তা-কারিগর পিয়ের মঁগলফিয়ের হিসেব অনুযায়ী একজন সহযোগী কারিগরের বার্ষিক উপার্জন ছিলো ৮০ থেকে ৯০ লিভ্র। এই আয়ের সঙ্গে খোরাকি বাবদ ১৯৮ লিভ্র এবং বাসস্থানের জন্য আরো কিছু যোগ দিয়ে একজন সহযোগীর মোট বার্ষিক আয়ের হিসেব পাওয়া যায়। বিপ্লব-পূর্ব দুই শতকে কর্তা ও সহযোগীদের সম্পর্ক ক্রমশ

তিক্ত হয়ে ওঠে এবং বেতন বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য সুযোগসুবিধার দাবীতে ধর্মঘটের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৭৮৩-র একটি সরকারী প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ; "কাগজের কারখানার শ্রমিকেরা তাদের মালিকের প্রভু হয়ে বসেছে। যে কোনো অছিলায় ক্ষতিপূরণ-আদায়ের দ্বারা মালিককে উত্যক্ত করেও তারা খুশী নয়। মালিক শ্রমিকের দাবী মেনে না নিলে শ্রমিকেরা কারখানা বর্জন করবে।" এই উপায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা যে-কোনো কারখানা অচল করে দিতে পারতো। সহযোগীদের ভাষায় এই ব্যবস্থার নাম নিষিদ্ধকরণ। এই ব্যবস্থা এত কার্যকরী ছিলো যে, যে-কোনো মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা মাত্র সেই মালিকের কারখানায় কাজ বন্ধ হয়ে যেতো।

শুধু কাগজশিল্পেই নয়, লিয়ঁর বস্ত্রশিল্পেও ঘনীভূত সংকট। বিপ্লবের প্রাক্কালে লিয়ঁর শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ১৭৮৬-র একটি পারিবারিক বাজেট থেকে জানা যায় যে শুধুমাত্র খাদ্য, বাসস্থান ও পোশাকের জন্যে বার্ষিক আয়ের এক-তৃতীয়াংশের বেশি ব্যয় হতো, অথচ দিনে আঠারো ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হতো শ্রমিকদের। প্রত্যুষে কাজ শুরু হতো, কাজ চলত গভীর রাত্রি পর্যন্ত। আলোবাতাসহীন সংকীর্ণ ঘরে হেরিং মাছ, শুঁটকি মাছ এবং শাদা পনিরে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে কোনক্রমে কষ্টেসৃষ্টে দিন কেটে যেতো। কোনো কারণে কারখানা বন্ধ থাকলে মজুরি কম নিতে হতো এবং বার্ষিক আয়ও সেই অনুপাতে কমে যেতো। এই কারণে ১৭৭৯ থেকে একটি সাধারণ বেতনহার প্রবর্তনের দাবিতে সচেতন শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন চলছিলো। ১৭৮৭-৮৯—এই কয় বৎসর শ্রমিকদের পক্ষে ভয়াবহ দুঃসময়। অকথ্য আর্থিক দুর্গতির জন্যে দুশ হাজারের বেশি শ্রমিক পরিবারের কর্তাকে কাপিতাসিয়ঁ থেকে রেহাই দেওয়া হয় এবং রুটির মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও এই দশ হাজার পরিবারের অর্থাৎ অন্তত ত্রিশ হাজার লোকের ক্ষুধার অন্ন জোটে নি। "ত্রিশ হাজার কঙ্কালসার রক্তশূন্য প্রেত তাদের অসহায়তা ও দারিদ্র্য নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করছে। এই প্রেতের দল রেশমের অভাবে বন্ধ-হয়ে-যাওয়া কারখানার শ্রমিক। ক্ষুধার জ্বালায় এরা মরণের মুখে পৌঁচেছে।

অর্লেয়াঁর শ্রমিকের আর্থিক অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। লাব্রুসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তিনটি শিশুসমন্বিত পরিবারের দৈনিক ৭ লিভ্রর রুটির প্রয়োজন হতো। সাধারণত বৎসরে কারখানায় কাজ হতো ২৯০ দিন।

২৯০ দিনে বছর ও লিভ্রর প্রতি রুটির ২ সূ দাম ধরে জর্জ লেফেভ্‌রের হিসাব : দৈনিক আয় ৩৫ সূ হলে আয়ের ৫০ শতাংশ রুটির জন্যে ব্যয় হতো, ৩০ সূ হলে ব্যয় হতো ৫৯ শতাংশ, ২৫ সূ হলে ৭৫ শতাংশ এবং ২০ সূ হলে ৮৮ শতাংশ। সুতরাং অধিকাংশ শ্রমিক পরিবারের আয়ের অর্ধেকেরও বেশি ব্যয় হতো রুটির জন্যে। তারপর বাসস্থান ও পোশাকের খরচা। যে পরিবারে তিনটির বেশি শিশুসন্তান এবং গৃহিণীর কোনো উপার্জন নেই, সেই পরিবারের সীমাহীন দারিদ্র্য। মোজা তৈরির কারখানার শ্রমিকের দৈনিক আয় ১৫ সূ। তিনটির বেশি শিশুসন্তান না থাকলেও তার অনশন এড়াবার উপায় ছিলো না কারণ দৈনিক ১৫ সূ আয় হলে বার্ষিক আয় ২১৭ লিভ্র। আর রুটির দুই সূ দাম ধরে হিসেব করলে রুটির বাৎসরিক খরচা দাঁড়ায় ২১৫ লিভ্র। একমাত্র গৃহিণী উপার্জনশীলা হলেই এই পরিবারে ক্ষুধার অন্ন জোটা সম্ভব ছিলো। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষুধার অন্নই, তার বেশি কিছু নয়।

১৭৮৩-র একটি আবেদনপত্রে শ্রমিক সমাজের অতি করুণ চিত্র উদ্‌ঘাটিত : অধিকাংশ শ্রমিকের দারিদ্র্য এমন সীমাহীন যে তারা ভিক্ষা করে এক টুকরো রুটি পাওয়ার আশায় রবিবার ও অন্যান্য উৎসবের দিনে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তো কারণ কঠোর পরিশ্রমের পরও তাদের উপার্জিত অর্থে পরিবারের খাদ্যাভাব মিটতো না ; অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তো দূরের কথা। তার ওপর ছিলো অজন্মার দিনে শিল্পজাতদ্রব্যের বাজার-সংকোচন-হেতু কর্মহানি এবং ব্যাধি ও ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ কর্মচ্যুতি।

১৭৮৯-এ নাগরিকদের নির্বাচনী সভায় শ্রমিকেরা উপস্থিত হয় নি। অভিযোগের তালিকায় তাঁদের সমস্যার কোনো উল্লেখ ছিলো না। এই প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীদের একটি তালিকায় শ্রমিকসম্প্রদায় সম্পর্কে অবজ্ঞাভরা উক্তি লক্ষণীয় : সহযোগী ও শিক্ষানবিশদের কর্মশালার কর্তার বাধ্য রাখার জন্যে সক্রিয় পুলিশ প্রয়োজন।

সে-যুগে খাদ্যে ও পোশাকে শ্রেণীপার্থক্য আজকের দিনের চেয়েও স্পষ্টতর। অর্লেয়াঁর সাধারণ মানুষের খাদ্য : গম, যব ও পনির-মেশানো রুটি ; কারিগর ও শ্রমিকদের পোশাক প্যাণ্টালুন ও ব্লাউজ ; বুর্জোয়াদের ব্রিচেস্, লিনেন অথবা বিদেশী মিহি কাপড়ে তৈরি কোট, টুপি, সুতোর অথবা সিল্কের মোজা।

জে. স্যাঁতুর (J. Sentou) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তুলুজের কারিগর-দের সীমাহীন দারিদ্র্য। বিবাহ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এরা সম্পূর্ণ বিত্তহীন।

এদের প্রায় কারুরই নিজস্ব ঘরবাড়ি নেই। ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দা এরা অথচ নিম্নবুর্জোয়াদের অধিকাংশেরই নিজস্ব বাড়ি ছিলো।

ত্রোয়াইয়ে-সম্পর্কেও প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। ১৭৭৬-এ ত্রোয়াইয়ের সিল্ককারখানায় শ্রমিকের কাজ করতো ভিয়েভিল। স্ত্রী ও দুটি কন্যা নিয়ে সে একটি ঘর ভাড়া করে থাকতো। তার মৃত্যুর পর তার ঘরে কিছু আসবাবপত্র ও কাপড়চোপড় পাওয়া গেলেও ভাঁড়ারে তিনটি চেলা কাঠ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি।

কারিগর-সহযোগী জীবন দুর্দশার শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছিলো। সেখান থেকে আর এক পা এগোলেই নিরুপায় ভিক্ষাবৃত্তি। আকালের দিনে অথবা কারখানা বন্ধ থাকলে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া এদের কোনো উপায় ছিলো না। ১৭৭৬-এ ষোড়শ লুই তাঁর মন্ত্রী আমেলকে লেখেন যে, যখন তিনি হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন তখন ভ্যর্সেই ও পারীর অসংখ্য ভিক্ষুক তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। অতএব তাঁর নির্দেশ : ভিক্ষুকদের চার্চের অভ্যন্তরে অথবা বাড়ির দরজায় ভিক্ষা করতে দেওয়া চলবে না। এতে উপাসনার ব্যাঘাত ঘটে এবং চুরির সম্ভাবনা বাড়ে। ১৭৬৭-তে ভিক্ষুকদের জন্যে অনাথশালা স্থাপিত হয়। বিপ্লবের প্রাক্কালে অনাথশালার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ৩৩। রুয়ঁ্যায় ১৭৬৮ থেকে ১৭৬৯-এর মধ্যে ৪০৩১ জন ভিক্ষুককে আটক করে রাখা হয়েছিলো কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব ছিলো না। কারণ আকালের দিনে ভিক্ষার আশায় গ্রাম-ছাড়া মানুষ শহরে ভিড় করতো।

আকালপীড়িত বুভুক্ষু জনতার আন্দোলনের ভয়ে অনেক সময় বিভিন্ন শহরের পৌর প্রশাসন পূর্বাহ্নেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতো। ১৭০৯-এ লাঁগদকের বিভিন্ন শহর একত্রিত হয়ে খাদ্যশস্য আনার জন্যে ২০টি জাহাজ বার্বারিতে পাঠিয়েছিলো। ১৭৫০-এ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় লিয় ৩ মিলিয়ন লিভ্র মূল্যের শস্য ক্রয় করে ভাণ্ডার পূর্ণ করে রাখে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষও অনেক সময় শস্যক্রয় করতো অথবা শস্যক্রয়ের জন্যে পৌর কতৃপক্ষকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করতো। ১৭৪০-এ ত্রোয়াইয়ে এই উদ্দেশ্যে রাজার নিকট এক বৎসরে পরিশোধ্য ৬০ মিলিয়ন লিভ্র ঋণ করে। মজুতদারদের এবং রাজার আতঙ্কিত শস্যক্রয়ের বিরুদ্ধে জনতার অভিযোগ ছিলো। কারণ, অজন্মা ও উচ্চমূল্যের জন্যে বিরূপ প্রকৃতি দায়ী—সাধারণ মানুষ একথা মেনে নেয় নি। বরং জনসাধারণের এটাই নালিশ ছিলো যে, ব্যবসায়ীরা শস্য মজুত করে কত্রিম উপায়ে দাম বাড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়

প্রশাসন কর্তৃক শস্যক্রয়ও জনসাধারণ সন্দেহের চোখে দেখতো। ষোড়শ লুই পারীর খাদ্য সংস্থানের জন্যে একটি ব্যবসায়ী সংস্থাকে রাজকীয় শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলার ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু জনতার ধারণা হয়েছিলো যে, এর উদ্দেশ্য সাধারণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা। আর খাদ্যশস্যের অবাধ বাণিজ্যের অর্থ জনসাধারণের দুর্দশার বিনিময়ে ব্যবসায়ীদের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির অবাধ স্বাধীনতা। সাধারণ মানুষ মনে করতো খাদ্যশস্যের অধিগ্রহণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়া উচ্চমূল্যজনিত সংকটের আর কোনো সমাধান নেই। জনতার বিপ্লবী মানসিকতা প্রতিদিনের অন্নের দাবির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

অতএব বিপ্লবের আদি থেকে অন্ত্যপর্ব পর্যন্ত ন্যায্যমূল্যে রুটি-বণ্টনের জন্যে জনতার বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের অর্থ সুস্পষ্ট। ১৭৮৮-৮৯-এ সাধারণ মানুষের তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক চেতনা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়তা তাদের দুঃসহ আর্থিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত। অধিকাংশ শহরে ১৭৮৯-র অভ্যুত্থানের উৎস বুভুক্ষা এবং প্রধান দাবি রুটির মূল্যহ্রাস। ১৭৮৮-র শীতকালে খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং শিল্পসংকটের জন্যে কর্মচ্যুত মানুষের দল ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। ১৭৮৯-এর বিপ্লবী জনতার একটি বৃহৎ অংশ এই বেকার বুভুক্ষু মানুষের দল।

খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সকল শ্রেণী কিন্তু সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। বরং অভিজাত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি অংশ অর্থাৎ রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত ছিলো তারা এতে লাভবানই হয়েছিলো। সাধারণ মানুষের বুভুক্ষা ও রাষ্ট্রের পরিচালকসম্প্রদায়ের প্রাচুর্যের বৈপরীত্য থেকে জন্ম নিয়েছিলো দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে ষড়যন্ত্রের কিংবদন্তী। এই দুঃসহ দারিদ্র্য ও এই কিংবদন্তীর ফলশ্রুতি: ১৭৮৯-এর ক্রুদ্ধ আক্রোশের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

এই বছর মে মাসে স্টেট্স-জেনারেল আহ্বানের পূর্বেই বিস্ফোরণের ইঙ্গিত ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। পারীর রেভেইয়ঁ দাঙ্গা তার প্রমাণ। রেভেইয়ঁ রঙিন কাগজ এবং আঁরিয়ো গন্ধপ্রস্তুতকারক। রেভেইয়ঁ মন্তব্য করেন যে, একজন শ্রমিকের পক্ষে দৈনিক পনের সু যথেষ্ট। একটি সভায় আঁরিয়ো এই মন্তব্য সমর্থন করেন। এই উক্তির বিরুদ্ধে ২৭শে এপ্রিল শ্রমিকবিক্ষোভ ঘটে। ২৮শে এপ্রিল জনতা কর্তৃক রেভেইয়ঁ ও আঁরিয়ো উভয়ের গৃহ লুণ্ঠিত হয় এবং পুলিশবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েক জন

হতাহত হয়। পারীর মানুষের প্রথম 'বিপ্লবী দিনের' (২৮শে এপ্রিল) সামাজিক ও আর্থনীতিক উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কোনো রাজনৈতিক প্রেরণা রেভেইয়ঁ দাঙ্গায় ছিলো না। সামাজিক ও আর্থনীতিক উদ্দেশ্যই রেভেইয়ঁ দাঙ্গার মূলে। কিন্তু মূলত সামাজিক ও আর্থনীতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হলেও এই দাঙ্গা রাজনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো কারণ জনতার এই ধারণা জন্মেছিলো যে খাদ্যাভাব ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যার সমাধানের উপায় হলো ভোগ্যপণ্যের অধিগ্রহণ ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির এই দাবি বুর্জোয়া-লালিত মুক্তপন্থী অর্থনীতির ধারণার বিরোধী। ১৭৮৯-এর জুলাই মাসে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে জনতার প্রচণ্ড আবির্ভাব এই দাবিরই পরিণাম।

১০

পূর্বতন ব্যবস্থার সাংগঠনিক সংকট

মধ্যযুগে উদ্ভূত বুঁর্ব রাজতান্ত্রিক সংগঠন চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে সম্পূর্ণতা লাভ করে। ক্ষমতার অভূতপূর্ব কেন্দ্রীকরণের দ্বারা ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণতা দান তাঁর কীর্তি। কিন্তু তিনি একটি যুক্তিসহ সুসংহত শাসনযন্ত্র উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন নি। এই শাসনযন্ত্রের প্রকৃতি-সম্পর্কে চতুর্দশ লুই-এর মন্তব্যের পুনরুক্তি করে বলা যায়: ফ্রান্সে স্বৈরাচারের উপস্থিতি সর্বত্র, শাসকের অনুপস্থিতিও স˝ত্র। প্রকৃতপক্ষে রাজতন্ত্র ক্রমাগত নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করলেও কখনোই অবান্তর, নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বিলোপসাধন করে নি। এভাবেই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে বিভেদ গড়ে ওঠে এবং ফ্রান্সের প্রশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় বিশৃঙ্খলা ও অসংলগ্নতা।

দৈবানুগৃহীত রাজতন্ত্র

ফরাসী রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কেন্দ্রে স্বৈরাচারী রাজা। কিন্তু রাজা দেবতার প্রতিনিধি ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হলেও রাজ্যের মৌলিক নিয়ম অনুযায়ী প্রজাপালন তাঁর ধর্ম। রাজক্ষমতা অবিভাজ্য।

বিচারক্ষমতার উৎস রাজা। সুবিচার তাঁর প্রধান দায়িত্ব যদিও সাধারণত রাজকীয় বিচারালয়সমূহের ওপরই তাঁর বিচারক্ষমতা ন্যস্ত। আইনের উৎস রাজা। রাজার আইন, অতএব রাজা আইনের অধীন নন। কিন্তু তাঁকেও রাজ্যের মৌলিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো। রাজকীয় অর্ডিনান্স ও অনুশাসন আইনের মর্যাদা পেতো।

প্রশাসনিক ক্ষমতার উৎসও রাজা। রাজ্যশাসনের জন্যে রাজা স্বীয় প্রতিনিধিদের ওপর নির্ভরশীল; রাজপ্রতিনিধিদের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব অবিসংবাদিত। কর ধার্য করে প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায়ের রাজক্ষমতা স্বীকৃত এবং প্রশাসনিক ব্যয়ও রাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দেশরক্ষার দায়িত্ব রাজার অতএব যুদ্ধঘোষণা ও শান্তিস্থাপনের সর্বোচ্চ

ক্ষমতাও তাঁরই। পররাষ্ট্রনীতি তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কও রাজা। ১৭৬৬-র পার্লমঁ-তে চতুর্দশ লুই-এর ৩রা মার্চের দৃপ্ত ঘোষণায় রাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষিত ক্ষমতার সম্পূর্ণ রূপটি পরিস্ফুট : আমার মধ্যেই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব স্থিত, আইনপ্রণয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাও আমার, সমগ্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আমার মধ্য থেকেই উৎসারিত, জাতির সব আইন ও স্বার্থ আমার মধ্যে একীভূত এবং একমাত্র আমার হাতেই ন্যস্ত।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের এই সীমাহীন ক্ষমতার দাবি সত্ত্ব হলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই ক্ষমতা ছিলো অনেকাংশেই সীমিত। যদিও চতুর্দশ শতক থেকে আইনজ্ঞদের দ্বারা রাজার নিয়ন্ত্রণহীন আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা স্বীকৃত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ক্ষমতার আংশিক সীমাবদ্ধতাও অনস্বীকার্য। অবশ্য চতুর্দশ শতকেও আর্থিক সংকটের সময়ে স্টেট্স-জেনারেলের দ্বারা রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ছিলো। সুতরাং স্বৈরাচারী রাজা এই সভার বিলোপসাধন না করেও সুকৌশলে একে কার্যত বিলোপ করে দেন। রাজার দ্বারা আহূত না হলে স্টেট্স-জেনারেলের অধিবেশন বৈধ ছিলো না। অতএব ১৬১৪ থেকে এই সভা আর ডাকা হয় নি। স্টেট্স-জেনারেলের কোনো বিধান রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিলো না কারণ এই সভা কেবলমাত্র পরামর্শদানের অধিকারী ছিলো। সাধারণত কর ধার্য করার জন্যেই রাজা এই সভা আহ্বান করতেন। কিন্তু স্টেট্স-জেনারেলের অনুমোদন ছাড়াও রাজার কর ধার্য করার ক্ষমতা ছিলো। স্টেট্স-জেনারেলের যে-কোনো প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার অধিকারও রাজার ছিলো। কিন্তু সংকটকালে রাজা এই সভাকে ব্রহ্মাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন।

বরং পালমঁ ও অন্যান্য রাজকীয় বিচারালয়সমূহের রাজনৈতিক ক্ষমতা রাজার স্বৈরাচারের পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক ছিলো। পার্লমঁসমূহ বিশেষত পারীর পার্লমঁ, রাজ্যের মৌলিক আইনসমূহের তথাকথিত রক্ষক। পারীর পার্লমঁ রাজনৈতিক অধিকারপ্রয়োগের জন্যে অনেক সময় রাজকীয় অনুশাসন নিবন্ধীকরণের[১] প্রথাকে ব্যবহার করতো। আইন রাজ- ইচ্ছাপ্রসূত কিন্তু পার্লমঁ-এ নিবন্ধীকৃত না হওয়া পর্যন্ত এই আইন কার্যকর হতো না। সর্বাগ্রে আইন পার্লমঁ-তে পর্যালোচিত হতো এবং প্রতিবাদের অধিকারবলে পার্লমঁ কখন-কখন এই আইন নিবন্ধীকরণে অস্বীকৃত হয়ে রাজাকে প্রতিবাদ জানাতে পারতো। এই ক্ষমতার ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে পার্লমঁ দাবি করতো কিন্তু রাজার মতে এর উৎস রাজানুগ্রহ, কোনো ঐতিহাসিক কারণ নয়। বস্তুত এই অধিকার রাজক্ষমতার প্রকৃত প্রতিবন্ধক

ছিলো না। কারণ পার্লমঁর একটি রাজকীয় অধিবেশন[২] আহ্বান করে যে কোনো আইনের নিবন্ধীকরণের এখ্‌তিয়ার রাজার ছিলো। কিন্তু তবু এ-কথা সত্য যে প্রতিবাদ ও নিবন্ধীকরণের ক্ষমতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজকীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পার্লমঁর সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয়, যদিও এই সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো রাজতন্ত্রের আর্থিক সংস্কারপ্রচেষ্টার বিরোধিতা করে অভিজাতশ্রেণীর বিশেষ সুযোগসুবিধার সংরক্ষণ। কিন্তু স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে পার্লমঁ সংকীর্ণ বাহ্যত শ্রেণীস্বার্থরক্ষার কথা বলে নি বরং জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতিরই আবাহন করেছিলো।

পারীর পার্লমঁর নিরন্তর বিরোধিতায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পঞ্চদশ লুই তাঁর রাজত্বকালের শেষদিকে এই পার্লমঁ ভেঙে দিয়ে উচ্চতর পরিষদ (কঁসেই সুপেরিয়র*) নামে নতুন বিচারালয় গঠন করেন এবং পার্লমঁর বিচারের ক্ষমতা এই আদালতে ন্যস্ত করেন। কিন্তু দুর্বল ষোড়শ লুই সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর অভিজাত সভাসদ্‌দের চাপে আবার পার্লমঁকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

রাজকীয় শাসনযন্ত্র

চতুর্দশ লুই-এর আমল থেকে রাজার হাতে শাসনক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। ভ্যর্সেই থেকে সমগ্র দেশ শাসিত, স্থানীয় শাসনও রাজপ্রতিনিধিদের হাতে। কেন্দ্রীয় শাসনের দুটি অঙ্গ: (১) কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত রাজপরিষদ; (২) ছয়জন মন্ত্রী: চ্যান্সেলর, চারজন রাষ্ট্রীয় সচিব এবং সর্বোচ্চ-পদাসীন আর্থিক নিয়ামক (কন্ট্রোলার জেনারেল অভ্ ফিনান্সেস)। মন্ত্রীদের কোনো কাজের স্বাধীনতা বা পারস্পরিক বোঝাপড়া কিংবা যুক্তভাবে আলোচনার সুযোগ ছিলো না; বরং প্রত্যেক মন্ত্রী নিজস্ব দপ্তর নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অতএব তাঁদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অনিবার্য ছিলো। কোনো সুনির্দিষ্ট আর্থিক বৎসর ছিলো না। উপরন্তু বিভিন্ন দপ্তরের আলাদা হিসাব এবং হিসাব পরীক্ষাব্যবস্থার প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির ফলে নির্ভরযোগ্য সরকারী বাজেট তৈরী করা সম্ভবপর ছিলো না। মন্ত্রীরা পরস্পরবিরোধী নীতি অনুসরণ করায় সর্বক্ষেত্রে

* Conseille Supérior.

একটি সুপরিকল্পিত নীতি প্রয়োগের সম্ভাবনাও সামান্যই ছিলো। মন্ত্রীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো ব্যক্তিগত অথবা শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে রাজার প্রসাদ লাভ। লক্ষ্যহীন এই শাসনব্যবস্থার ফলশ্রুতি: অমিতব্যয়িতা, স্বেচ্ছাচারী নিপীড়ন ও দুর্নীতি। সর্বোপরি, অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে যুক্ত হলো নিরুদ্যম, নিরন্তর দ্বিধাগ্রস্ত রাজা ষোড়শ লুই। সুতরাং রাজ-ব্যক্তিত্ব নির্ভর প্রশাসনের অসংগতি ও স্ববিরোধিতা ষোড়শ লুইর আমলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। ফল: বিশৃঙ্খলা ও অসংলগ্নতা।

কেন্দ্র ও প্রদেশ

প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনকে একীভূত করে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রানুগ করে তোলাও চতুর্দশ লুই-এর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ফ্রান্সের প্রদেশে (পেই) বিভাজন আবহমান কালের ফরাসী ঐতিহ্যের অনুগামী। ঐতিহাসিক কারণে বিভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন কালে ফরাসী রাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় প্রাদেশিক প্রশাসনসমূহকে একটি নিয়মের মধ্যে এনে সুসম্বদ্ধ করা সম্ভব হয় নি—অথবা বিভিন্ন প্রদেশের সীমানাও সুনির্দিষ্ট হয় নি। এমনকি, পররাষ্ট্রের সঙ্গে ফ্রান্সের সীমানাও সঠিকভাবে নির্ধারিত ছিলো না। রোমান সাম্রাজ্যের যুগের যাজকীয় বিভাগও (ডায়োসিস ইত্যাদি) আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী চিহ্নিত ছিলো না। বিচারাধিকারের (উত্তরাঞ্চলে বেইয়িয়াজ[৩] মধ্যাঞ্চলে সেনেসোসে[৪]) গভর্ণর-শাসিত সামরিক বিভাগের এবং এঁ্যাতঁদাঁ[৫] শাসিত জেনেরালিতের[৬] সীমানা যথাক্রমে ত্রয়োদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ধারিত হয়। এই খণ্ডিত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে প্রকৃত প্রশাসনের অতি দুর্বল উপস্থিতি।

রাজতন্ত্র ও স্থানীয় প্রশাসন

সামন্ততন্ত্রের যুগে রাজপ্রতিনিধি বেইয়ি ও সেনেসালের ওপর স্থানীয় শাসনের কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিলো। ষোড়শ শতাব্দীতে স্থানীয় শাসনে রাজ-প্রতিনিধি গভর্ণরের[৭] কর্তৃত্ব। সতেরো ও আঠারো শতকে জেনেরালিতের ভারপ্রাপ্ত শাসক রাজপ্রতিনিধি এঁ্যাতঁদা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই তিন প্রকার রাজপ্রতিনিধির সহাবস্থান সত্ত্বেও স্থানীয় শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা ছিলো এঁ্যাতঁদাঁর হাতে কেন্দ্রীভূত।

সাধারণত বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে নিযুক্ত এঁ্যাতঁদাঁদের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বহু ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত। বিচারক এঁ্যাতঁদাদের পার্লমঁ ব্যতীত যে-কোনো

বিচারালয়ে সভাপতিত্ব করার এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের ওপর দৃষ্টি রাখার অধিকার ছিলো এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অপরাধ ও দেশদ্রোহিতার বিচারের ক্ষমতা ছিলো। পুলিশ এঁ্যাতঁদাঁদের ক্ষমতা ছিলো সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা ও শেষ পর্যন্ত পুরসভা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষিব্যবস্থা প্রভৃতির সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের। এছাড়াও ছিলো রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত এঁ্যাতঁদাঁ। এঁ্যাতঁদাঁ-শাসন ফ্রান্সের পক্ষে কল্যাণকর এবং কেন্দ্রীয় শক্তির সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এঁ্যাতঁদাঁদের সর্বময়তা এবং শক্তির ব্যভিচারের ফলে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। তার প্রমাণ অধিকাংশ অভিযোগের তালিকায় এঁ্যাতঁদাঁ-পদের বিলুপ্তির দাবি।

এঁ্যাতঁদাঁ-শাসনের আর একটি পরিণাম পূর্বতন স্থানীয় শাসনযন্ত্রের ক্রমিক অবলুপ্তি। তিনটি সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত প্রাদেশিক এস্টেট অথবা সভার কিছু কিছু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিলো। মধ্যে-মধ্যে প্রাদেশিক এস্টেট আহূত হতো এবং এই এস্টেটের প্রধান কাজ ছিলো কর ধার্য করা। ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে রাজতন্ত্র এই প্রাদেশিক এস্টেট-সমূহের বিলোপে সচেষ্ট হয় এবং অনেকাংশে সফলও হয়। অষ্টাদশ শতকে অল্প কয়েকটি প্রদেশই—ব্রেতাইঁ, লাঁগদক, প্রভঁস, বুর্গোইই, দোফিনে-তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলো।

রাজকীয় বিচারব্যবস্থা

রাজা বিচারব্যবস্থার উৎস। যে-কোনো বিচারাধীন মামলায় রাজার হস্তক্ষেপের অধিকার স্বীকৃত; রাজার নিজস্ব বিচারক্ষমতা ছাড়াও রাজ-পরিষদের বিচারক্ষমতাও রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন; লৎর দ্য গ্রাস* (প্রদত্ত শাস্তি রদের ক্ষমতা) এবং লৎর দ্য কাসে[৮] (রাষ্ট্রীয় কারাগারে বিনা বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা) দ্বারা বিচারব্যবস্থায় রাজ-হস্তক্ষেপের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিলো। সাধারণত বিভিন্ন রাজকীয় বিচারালয়ের ওপর বিচারের ভার থাকলেও সামন্তপ্রভুদের বিচারের অধিকার বিচারব্যবস্থাকে জটিলতর করেছিলো।

আসলে পার্লমঁসমূহই ছিলো সর্বোচ্চ রাজকীয় বিচারালয়। সতেরো ও আঠারো শতকে এরা সীমাহীন ও সর্বব্যাপী বিচারের অধিকার দাবি করতো

* Lettre de Grace

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে এদের দাবির ভিত্তি প্রতিবাদ ও রাজ-অনুশাসন নিবন্ধীকরণের ক্ষমতা। সর্বসমেত ১২টি প্রাদেশিক পার্লমঁ; সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী পারীর পার্লমঁ। পার্লমঁর ম্যাজিস্ট্রেটের অর্থাৎ সদস্যের পদ রাজার কাছ থেকে কেনা হতো এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে বংশগত ছিলো। ক্রীতপদের মূল্য ফেরত না দিয়ে এই ম্যাজিস্ট্রেট অথবা বিচারকদের বরখাস্ত করার এখ্তিয়ার রাজার ছিলো না। রাজপদ-বিক্রয়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিণাম পূর্বতন ব্যবস্থার পক্ষে মারাত্মক হয়েছিলো। এই প্রথা বুর্জোয়া ও অভিজাতশ্রেণীর অন্তর্বর্তী একটি নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি করে। এরাই পোশাকী অভিজাত। পার্লমঁর সদস্যপদ ক্রয়লব্ধ হওয়ার জন্যে এই আভিজাত্য বংশগত। কিন্তু সদস্য গ্রহণের ক্ষমতা থাকায় নতুন সদস্যনিয়োগে রাজার হস্তক্ষেপের অধিকার ছিলো না। কাজেই পার্লমঁর ম্যাজিস্ট্রেট-মণ্ডলী প্রায় রাজনিয়ন্ত্রণ-এ বহির্ভূত এবং এদের প্রতিপত্তি ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহসের মূলেও এই রাজাধিকার-বহির্ভূত স্বাতন্ত্র্যবোধ। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পার্লমঁর শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্যবোধ আরো প্রবল হয়ে দেখা দেয় এবং সদস্যপদ একটি সংকীর্ণ শ্রেণীতে সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ। অপর উচ্চ আদালত—সাঁবর দে কঁৎ এবং কুর দেজেদ—রাজার বিরুদ্ধে পার্লমঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতো।

অতএব শতাব্দীর শেষপাদে রাজকীয় বিচারব্যবস্থা বিশৃঙ্খল, জটিল এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। বিলম্বিত বিচার, বিচারপ্রণালীর জটিলতা, ব্যয়বাহুল্য এবং সর্বোপরি ম্যাজিস্ট্রেট পদের ক্রয়-বিক্রয় বিচারব্যবস্থাকে দুর্নীতির সমার্থক শব্দে পরিণত করেছিলো।

রাজকীয় রাজস্বনীতি

রাজকীয় রাজস্বনীতিতেও বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা। করভার সকল মানুষের ওপর অথবা সকল প্রদেশের ওপর সমভাবে বণ্টিত নয়। পরোক্ষ কর বিলাসদ্রব্যের ওপর এবং প্রত্যক্ষ কর আয়ের সমানুপাতিক হারে ধার্য হলে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল শ্রেণীর ওপর বেশি চাপ পড়তো, করভারের ন্যায্য বণ্টন হতো, এমন কি আরো ভারী করের বোঝা জাতির পক্ষে সহনীয় হতো। কিন্তু সে-সময়ে প্রত্যক্ষ করের বোঝা বহন করতো কৃষক ও শহরের দরিদ্রশ্রেণী। উপরন্তু প্রচলিত রাজস্বব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী রাজস্ববৃদ্ধির কোনো উপায় ছিলো না। সুতরাং যুদ্ধজাতীয় কোনো আগন্তুক আর্থিক সমস্যার সমাধান এই রাজস্বব্যবস্থায় সম্ভব ছিলো

না। কাজেই এই জাতীয় সমস্যার সমাধানের একমাত্র পন্থা ছিলো ক্রমাগত ঋণের বোঝা বাড়িয়ে যাওয়া। ষোড়শ লুইর রাজত্বকালে পর্বতপ্রমাণ ঋণের বোঝায় সরকার প্রায় দেউলিয়া হয়ে যায়। শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে যে দেশের সম্পদ বাড়ছিলো, সে দেশের রাজকোষ তখন শূন্য।

এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাবে যে, আঠারো শতকের শেষভাগে পূর্বতন সমাজের প্রশাসনিক যন্ত্র সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। দৈবানুগৃহীত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। জাতীয় ঐক্য ছিলো অসম্পূর্ণ ; ত্রুটিপূর্ণ রাজস্বনীতির জন্যে বিত্তশালী শ্রেণী করভার থেকে মুক্ত ছিলো ; এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ছিলো নৈরাজ্যপ্রসূত দুর্নীতি, জটিলতা ও বিশৃঙ্খলতা। ফলশ্রুতি : বুর্বঁ রাজ-তন্ত্রের সঙ্গে সামাজিক বাস্তবের গভীর বিচ্ছেদ।

১১

পূর্বতন সমাজের সংকট

ভৌগোলিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ, আর্থনীতিক প্রসার, বুর্জোয়াশ্রেণীর বর্ধিত ঐশ্বর্য এবং বুদ্ধিবিভাসিত দর্শনের প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী অসামান্য গৌরবের অধিকারী। এই শতকেই বিপ্লবের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। বিপ্লবের দশকের ওপর এই দীর্ঘ শতাব্দীর মহিমান্বিত স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। ষোড়শ লুইর স্বল্পকালীন রাজত্বের সামগ্রিক ব্যর্থতা এবং বুর্জোয়াশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের বিরোধিতার ফলেই ১৭৮৯-র বিস্ফোরণ। মূলত বুর্জোয়াবিপ্লব হলেও এই বিপ্লবের সঙ্গে কৃষক ও শহুরে জনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। প্রবল গণসমর্থনই বিপ্লবকে জয়যুক্ত করেছিলো এবং এই সমর্থনের মূলে ছিলো জনসাধারণের ভয়াবহ আর্থিক দুর্দশা। প্রধানত এই কারণেই তাদের মনে জমে উঠেছিলো গভীর অসন্তোষ। এই অর্থে মানুষের দুঃখকষ্ট থেকেই বিপ্লবের উদ্ভব হয়েছিলো বলে মনে হয়। জোরেস এবং জোরেসের উত্তরাধিকারী মাতিয়ের বিচারে বিপ্লবের কারণের এই বিশেষ দিকটি প্রায় উপেক্ষিত।

বিপ্লবের নেতৃত্বের জন্যে বুদ্ধিবিভাসা বুর্জোয়াশ্রেণীকে প্রস্তুত করেছিলো। কার্লমার্ক্স ও জোরেসের ভাষ্য থেকে বোঝা যায় যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সম্প্রসারণের ফলে বুর্জোয়াশ্রেণী এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলো যে, এই নতুন অর্থনীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ অপরিহার্য। কারণ সামন্ততন্ত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পথে প্রবলতম বাধা।

এই যুগসন্ধিক্ষণে বুর্জোয়াশ্রেণীর জ্ঞান, প্রতিভা ও শক্তি কার্যকর হয়েছিলো সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার সংকল্প ও সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এই শ্রেণীকে বিপ্লবের শাণিত অস্ত্রে পরিণত করেছিলো। শতাব্দীব্যাপী অর্থনীতির প্রসার ও শ্রেণীগত ঐশ্বর্যবৃদ্ধিতে এই প্রাণবন্ত সংকল্পের ভূমিকা আরো সক্রিয়, শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা আরো জাগ্রত।

সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই যে বিপ্লবের প্রারম্ভিক সংকেত আসে তা ঐতিহাসিক জোরেস ও মাতিয়ের ব্যাখ্যায় সুপ্রমাণিত।

অভিজাত সম্প্রদায় কর ও সামাজিক অধিকারের সমতা মেনে নিতে রাজী না হওয়ায় পূর্বতন সমাজের সর্বনাশ অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। কর, মজুরি এবং মূল্যমানের গতি ও প্রকৃতির বিশ্লেষণ থেকে ধরা পড়বে যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করের সুষম বণ্টন ছাড়া রাজতন্ত্রের আর্থিক সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় ছিলো না। অথচ করভারমুক্ত সুবিধাভোগী শ্রেণীর অস্বীকৃতির ফলে এই সুষম বণ্টনও সম্ভব ছিলো না।

শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়াশ্রেণী জনতার হিংসাত্মক আন্দোলনকে তাদের নিজস্ব বিপ্লবের স্বার্থে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছিলো। কিন্তু জনতা কেন এই বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলো? শুধুমাত্র হিংস্রপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার উন্মাদনাই কি জনতার এই আন্দোলনের মূলে? অন্তত তেনের এই মত। ওরিজিন দ্য লা ফ্রাঁস কঁতেঁপোরেণ—এ এই সত্যেরই ক্রুদ্ধ বিশ্লেষণ। অথবা বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি সংখ্যালঘু অংশের রাজদ্রোহী ষড়যন্ত্র এই বিপ্লবকে ডেকে এনেছিলো? এই বক্তব্য আবে বারুয়েলের। বার্ক ও পরববর্তীকালে অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী ঐতিহাসিক, বিশেষত কশ্যাঁ, এই অভিমতকেই আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ ও শহুরে জনতার প্রবল উত্থানের মূলে যে শক্তি কাজ করেছিলো তার নাম ক্ষুধা। মিশলে এই বাস্তব সত্যেরই ভাষ্যকার: "এই পীড়িত জোবে, এই ভূলুণ্ঠিত জাতিকে দেখে যাও।" ফরাসী জাতির দুঃসহ দুর্গতি সম্পর্কে মিশলের এই অন্তর্দৃষ্টি লাব্রুস তাঁর তথ্যনিষ্ঠ আলোচনায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এ-যুগের অর্থনীতি ও জনস্ফীতির বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে অর্থনীতির প্রসারণশীলতা, রাজস্ব ও মূল্যমানের ঋতুকালীন ও চক্রাকার ওঠা-নামা, মূল্যবৃদ্ধি ও প্রকৃত মজুরির নিম্নাভিমুখী গতির ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থনীতির প্রসার ও জনস্ফীতির সাধারণ পরিণাম মূল্যবৃদ্ধি অর্থাৎ জনসাধারণের খাদ্য-দ্রব্য ক্রয়ের অক্ষমতা ও উপবাস। অতএব অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও তজ্জনিত সামাজিক উত্তেজনা ফরাসী বিপ্লবের গভীর কারণসমূহের অন্যতম, এই উক্তি অসঙ্গত বলে মনে হয় না।

রাজস্ব ও মূল্যমানের ঋতুকালীন ও চক্রাকার ওঠানামার ফলে যে সংকট দেখা দিয়েছিলো তার কারণ সেকালের উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে। জাতীয়, এমনকি আঞ্চলিক বাজার, না থাকায় [illegible]

উৎপন্ন ফসলের ওপরে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্ভর করতো। কারিগরভিত্তিক শিল্পের রপ্তানির ক্ষমতা অকিঞ্চিৎকর। শিল্প মূলত আভ্যন্তরীণ বিক্রয় ও কৃষির উৎপাদনের পবিবর্তনশীলতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু অস্বাভাবিক ও
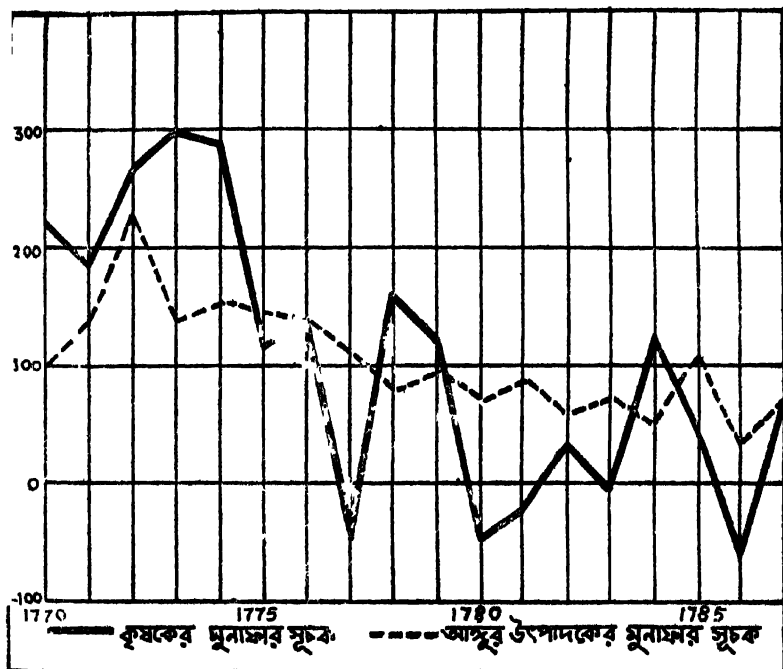
খাদ্য শস্যের কৃষক-ব্যবসায়ীর মুনাফার বিলুপ্তির রেখাচিত্র (১৭৭০–১৭৮৭)

(ই-লাব্রুস (E. Labroussé) প্রণীত la Crise de l'économic française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution, 1944 গ্রন্থ অনুসারে)

রেখাচিত্র-১

দীর্ঘস্থায়ী মূল্যবৃদ্ধি যা শতাব্দীর আর্থনীতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছিলো, শেষ বিশ্লেষণে তাই কি ফরাসী বিপ্লবের জন্য অংশত দায়ী? এফ্ সিমিয়াঁর (F. Simiand) মতে আঠারো শতকে মূল্যবান ধাতুর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যথা ১৭২১ থেকে ১৭৪০-এর মধ্যে রূপোর পরিমাণ

বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩১২00 কিলোগ্রাম আর সোনার ১৯0৮0 কিলোগ্রামে অথচ ১৬৬১-৮0-র মধ্যে রূপো ও সোনার পরিমাণ ছিলো যথাক্রমে ৩৩৭000 ও ৯২৬0 কিলোগ্রাম। সোনার পরিমাণ বৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্তু বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম রূপোর পরিমাণ ক্রমাগতই বেড়ে যায়। ১৭৪১ থেকে ১৭৬0-এ রূপোর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩৩১৪৫ কিলোগ্রামে। ১৭৬0 থেকে ৮0-র মধ্যে রূপোর পরিমাণ বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম (৬৫২৭৪0) এবং দ্রব্যমূল্যে ঊর্দ্ধগতিও এই যুগে আনুপাতিক হারে কম। মেক্সিকোর রূপোর খনিতে উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে রূপোর এই অভাবিতপূর্ব প্রাচুর্য ছাড়া এ-যুগে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যাঙ্ক নোটের প্রথম প্রচলন ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। চতুর্দশ লুইব রাজত্বের অন্তিম পর্বে রাশি রাশি কাগজ-মুদ্রা বাজারে দেখা দেয়। আঠারো শতকের
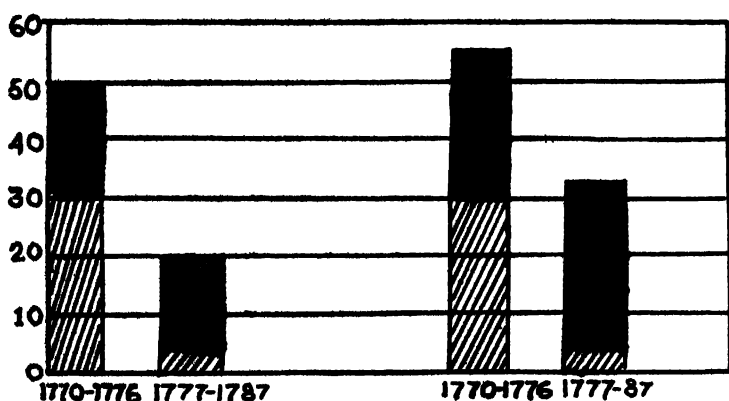
খাদ্যশস্যের কৃষক-ব্যবসায়ীর মুনাফার উপর সামন্তপ্রভুর কর ও রাজস্বের চাপবৃদ্ধির রেখাচিত্র (১৭৭০ - ১৭৮৭)
(ই. লাব্রুসের পূর্বোক্ত গ্রন্থ অনুসারে)
রেখাচিত্র-২

দ্বিতীয় ভাগে স্পেন অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং সুইডেনেও কাগজ-মুদ্রা প্রচলিত ছিলো। কিন্তু এ-বিষয়ে য়োরোপীয় ভূখণ্ড ইংলণ্ডের অনেক পশ্চাদ্‌বর্তী কারণ এ-যুগে বাণিজ্যিক হুণ্ডির প্রচলন ইংলণ্ডে অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছিলো। কেউ কেউ মনে করেন, মেক্সিকোর রূপোর খনির অভ্যন্তরে বাস্তিই-এর পতনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিলো। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ

থেকে বিচার করলে একথা অবাস্তব বলে মনে হয় না। একটু তলিয়ে দেখলে নতুন পৃথিবীর খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের সঙ্গে স্পেনীয় অর্থনীতির যোগসূত্র এবং কাগজমুদ্রা, ব্যাঙ্কনোট, বাণিজ্যিক হুণ্ডি প্রভৃতির বিনিময় পদ্ধতির সঙ্গে বিভিন্ন য়োরোপীয় রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও পুঁজিবাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ধরা পড়বে। মেক্সিকোর খনিজ সম্পদের প্রাচুয মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আসে। মুদ্রাস্ফীতির অবধারিত পরিণাম দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং রাজস্বহানি। জিনিশের দাম বেড়ে যাওয়ায় জনতার বিক্ষোভ এবং রাজস্বহানির ফলে
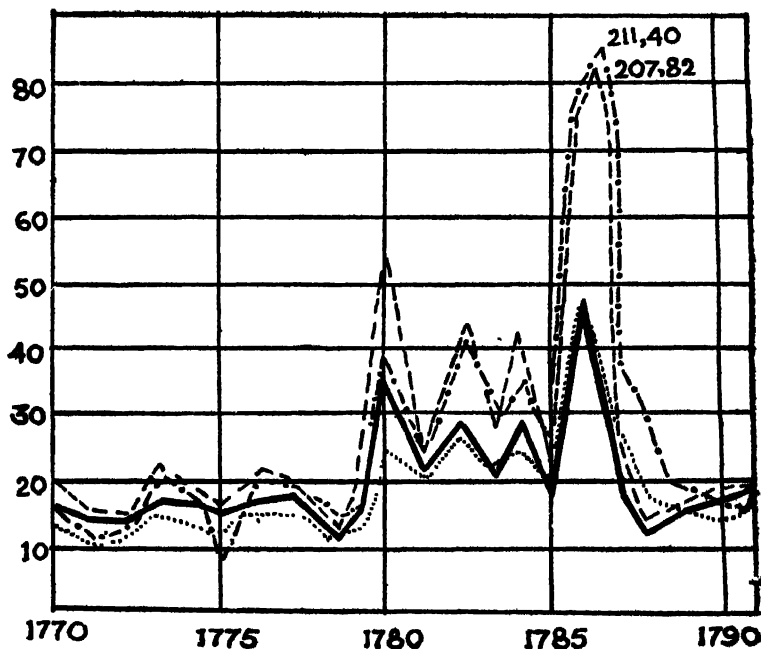
ভাগচাষীর মুনাফার উপর সামন্ততান্ত্রিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর এবং দিমর সর্বোচ্চ পরিমাণের রেখাচিত্র (১৭৭০-১৭৯১)

(ই লাব্রুসের পূর্বোক্ত গ্রন্থ অনুসারে)

রেখাচিত্র—৩

রাজকোষের শূন্যতা—এই দুয়ে মিলে ফরাসী বিপ্লবকে ডেকে আনে। অতএব য়োরোপের বদ্ধ অর্থনীতিতে মেক্সিকোর খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের অভিঘাত পুঁজিবাদের প্রসার ও মুদ্রাস্ফীতির মধ্য দিয়ে ফরাসী বিপ্লবে পেঁৗছে দেয়। অবশ্য এই সত্যটি সে যুগের বিশিষ্ট পর্যবেক্ষকদের চোখে ধরা পড়েনি এমন নয়।

দোফিনের অ্যাডভোকেট বারনাভ ১৭৮৮ থেকে স্বীয় প্রদেশে স্বৈরাচার ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৭৮৯-৯০-এ সংবিধান সভার প্যাট্রিয়ট দলের অন্যতম নেতা ছিলেন তিনি। 'ফরাসী বিপ্লবের ভূমিকা' এই গ্রন্থে তিনি অর্থভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় আর্থনীতিক সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক যোগসূত্র তুলে ধরেন। দোফিনের সক্রিয় শিল্পোদ্যোগের আবহাওয়ায় মানুষ বারনাভ বুঝতে পেরেছিলেন শৈল্পিক সম্পদ যে শ্রেণীর করায়ত্ত, তারই হাতে চলে আসে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। "যতোদিন কৃষিকার্যে নিযুক্ত মানুষ শিল্পসম্পর্কে (শিল্প অর্থে শৈল্পিক উৎপাদন) অজ্ঞ থাকবে, যতোদিন ভৌমিক বিত্ত একমাত্র ঐশ্বর্য বলে গণ্য হবে, ততোদিন অভিজাতদের প্রভুত্ব বজায় থাকবে।" কৃষিভিত্তিক সমাজে স্বাভাবিক কারণেই অভিজাতবর্গ ক্ষমতার অধিকারী; আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা এই শ্রেণীর হাতে; সাধারণ মানুষের অভ্যাস ও সংস্কারও এই শ্রেণীর সৃষ্টি। কিন্তু বারনাভ নিঃসন্দেহ ছিলেন, এই কৃষিভিত্তিক সমাজ অনিবার্যভাবে বাণিজ্য ও শিল্পভিত্তিক সমাজে পরিবর্তিত হবে। তাঁর এই স্থির ধারণা ছিলো ভূস্বামী অভিজাতদের স্বার্থে সৃষ্ট সামাজিক সংগঠন শৈল্পিক যুগের আবির্ভাবের প্রবল প্রতিবন্ধক: "যেদিন সাধারণ মানুষের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটবে এবং শ্রমজীবী মানুষের উদ্ধারের জন্য ঐশ্বর্যের নতুন উৎসমুখ খুলে যাবে, সেদিন অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা হবে। ঐশ্বর্যের নতুন বণ্টন রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বণ্টন অনিবার্য করে তুলবে। ভৌমিক বিত্ত যেমন অভিজাতদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেয়, শৈল্পিক বিত্তও তেমনি জনতার (বারনাভ জনতা অর্থে বুর্জোয়াশ্রেণীকেই বুঝেছেন) হাতে এনে দেবে রাজনৈতিক ক্ষমতা।"

সুতরাং একথা বলা যায় যে বারনাভ মার্ক্সের পূর্বেই আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন যে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত তা বুঝতে পেরেছিলেন। বারনাভ তাঁর এই নিজস্ব প্রত্যয়ের সঙ্গে সেই যুগের নতুন ভাবাদর্শকে যুক্ত করেছিলেন: একদিকে যেমন মানবিক ধ্যানধারণার বিবর্তন সামাজিক

বাস্তবের ওপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে এই বাস্তবও মানবিক ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত। ভৌমিক বিত্ত মূলত সামরিক বিজয়ের ফলশ্রুতি। কিন্তু নবজাত শিল্প যে অস্থাবর ও শৈল্পিক সম্পদ সৃষ্টি করছিলো তার মূলে ছিলো কায়িক শ্রম। অভিজাত প্রভাবিত সমাজে গণতান্ত্রিক নীতি ম্রিয়মাণ হলেও সম্পূর্ণভাবে শক্তি হারায়নি। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের দ্বারা পরিশ্রমী মানুষের (বুর্জোয়া) সম্পদবৃদ্ধি এবং আনুপাতিক হারে ভৌমিক বিত্তবানদের সম্পদ হ্রাসের ফলে উভয় সম্প্রদায় আর্থিক দিক থেকে যতো নিকটবর্তী হচ্ছিলো, শিক্ষার সম্প্রসারণ ততোই বহুযুগেব বিস্মৃতির গহ্বর থেকে সাম্যের আদিম ধারণা তুলে আনছিলো। এই সন্ধিলগ্নের পরিবর্তনশীলতা সমাজেব মৌলিক স্ববিবোধিতাকে প্রকটিত করে ফ্রান্সকে বিস্ফোরণেব পথে নিয়ে যায়। সুতবাং পূর্বতন সমাজের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং সামাজিক ও আর্থনীতিক আন্দোলনের যে বিশ্লেষণ থারনাভ করেছেন তার মধ্যেই খুঁজতে হবে ফরাসী বিপ্লবের পরোক্ষ ও গভীর কারণ। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সামাজিক কাঠামো প্রধানত অভিজাত প্রভাবিত; ভূম্যধিকারীদের আয়ত্তাধীন কৃষির সাংগঠনিক ঠাট সামন্ততান্ত্রিক; সামন্ততান্ত্রিক অধিকার এবং চার্চের দিমব ভার কৃষকদের পক্ষে দুর্বহ। কিন্তু এই সময়ে উৎপাদন ও বিনিময়েব নবপদ্ধতির ওপর নির্ভবশীল এক নতুন সমাজ গড়ে উঠছিলো। অথচ অভিজাতদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার ওপর প্রতিষ্ঠিত পূর্বতন ব্যবস্থার রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক সংগঠন এই নবজাতকের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলো। পুবাতন ব্যবস্থার শৃঙ্খল ছিন্ন না করে আর উপায় ছিলো না। এই শৃঙ্খল ভাঙার বিপ্লবই ফরাসী বিপ্লব।

১২

পূর্বতন ব্যবস্থার সংকট

ষোড়শ লুই সিংহাসণে আরোহন করার পর থেকেই পূর্বতন সমাজের আভ্যন্তরীণ নানা স্ববিরোধিতার ফলে এমন একটি পরিস্থিতি রূপ পরিগ্রহ করেছিলো যার ফলে বিপ্লব প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। এ-ছাড়াও কিন্তু ভাঙনের শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্যে ছিলো বিভিন্ন প্রবাহ ও নানা সংঘটনের একত্র সমাবেশ; আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, আর্থিক সংকট, অর্থনীতির পশ্চাদ্‌মুখিতা ও ১৭৮৮-র শস্যহানি। এই সমাবেশের চাপে জনতা একদিন আত্মরক্ষায় অক্ষম শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আছড়ে পড়ে। বৈপ্লবিক ভাঙনের এই মুহূর্ত।

আশির দশকে দেশের সর্বস্তরেই অসুস্থতা চোখে পড়ে। প্রথমত, বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তন ও সামাজিক চৈতন্যের রূপান্তর লক্ষণীয়। এই সময়ে মানুষের চেতনা রুশোবাদের ভাবাবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন। ভাবাবেগর প্রচণ্ডতা এবং ব্যক্তিসত্তার অমিত শক্তি এতকাল মানুষের অপরিচিত ছিলো কিন্তু এই মুহূর্তে তা মুক্ত হয়ে এক প্রমত্ত বিস্ফোরণের দ্বারপ্রান্তে বেপথুমান। রুশোর রচনায় হৃদয়াবেগ, প্রেম, মানবমনের রূপরসগন্ধময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি গোলাপের মতো বিস্ফারিত। এ-যুগে বিভাসিত দর্শনের আধিপত্য কিছুটা শিথিল।

বিভাসিত দার্শনিকেরা ইতিমধ্যে সুপণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ লেখক হয়ে উঠেছেন। দর্শন শুধু বিজ্ঞান ও সাহিত্যকেই আত্মসাৎ করেনি, অন্যান্য চারুশিল্প, রম্যরচনা* ও বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত। এই সাহিত্যে ও শিল্পে স্বভাবতই ধ্রুপদী রচনাশৈলীর প্রাধান্য। পরিচিত উপাদানের সন্নিবেশ ও সুসংহত সংযোজন এবং প্রথাসিদ্ধ বাক্‌প্রতিমার ব্যবহার ও পূর্বচিন্তিত বিষয়বস্তু এই সাহিত্য ও শিল্পের উপজীব্য। বিভাসিত দর্শনের সঙ্গে এই সাহিত্য ও শিল্পের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অতএব দার্শনিক এই সময়ে স্রষ্টশীল সাহিত্যিকও। দালেম্বেয়ারের মতে এই

* (belle-letters)

সৃজনীশক্তিই প্রতিভা, ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্বে যার অর্থ প্রকৃতির সার্থক অনুকরণ।

কিন্তু এ-যুগেই প্রতিভার এই ধ্রুপদী সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের মধ্যে এক নতুন সাহিত্যাদর্শের উদ্ভব লক্ষণীয়। উত্তরকালে এই আদর্শই রোমান্টিক নামে পরিচিত। শুধু সৃজনীশক্তিই প্রতিভা নয়। প্রতিভাবান মানুষ এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। স্বকীয় স্বভাবের বিশিষ্ট মৌলিকতার ও নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আবিষ্কার এই সাহিত্যকীর্তির মূল কথা। স্বভাবতই এই জাতীয় সাহিত্যে কোনো সামাজিক দর্শন নয়, ব্যক্তিগত অনুভূতি ও চিন্তাই একমাত্র বিষয়বস্তু।

'প্রতিভা' শব্দটির ইতিহাস লক্ষ করলেই, এই নতুন সাহিত্যাদর্শের বিবর্তন ধরা পড়বে। আঠারো শতকের প্রথমভাগে আবে দ্যুবর (Abbe Du Bos) সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিভা একটি 'সহজাত বৃত্তি', 'স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ', 'অলৌকিক শক্তি', 'স্বর্গীয় দান'। ১৭৬৩-তে দিদেরোর রচনায় ব্যক্তিত্ব শব্দটির প্রথম আবির্ভাব। তাঁর মতে ব্যক্তিত্ব এমন একটি গাঁজের কণিকা যা গেঁজে উঠে প্রতি মানুষকে তার ব্যক্তিসত্তার একটি অংশ ফিরিয়ে দেয়। ব্যক্তিসত্তার তীক্ষ্ণ অনুভবের দ্বারা আলোড়িত এই মানুষ নিঃসঙ্গ, স্বাধীনচেতা ও অসাধারণ। অনেকাংশে 'বুর্জোয়া ভদ্রলোকের' (Honnête homme) বিপরীত। এই প্রাতিস্বিক মানুষের কাছে সমগ্র জগৎ তার ব্যক্তিত্বপ্রকাশের অনুকূল একটি বস্তুমাত্র। ব্যক্তিত্বের এই নতুন ধারণাই রোমান্টিক সাহিত্য ও শিল্পের বীজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদের আরম্ভ পর্যন্ত মৌলিকতা সামাজিক ত্রুটি বলেই গণ্য হতো, এখন তা প্রতিভার লক্ষণ। বুদ্ধিজীবী সামাজিক মানুষের সঙ্গে প্রতিভাধর নির্জন মানুষের প্রভেদ যতোই স্পষ্ট হতে লাগলো, ততোই বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিময় মানবিক চেতনা অধিকতর মূল্যবান বলে বিবেচিত হলো। ফলে বুদ্ধিভিত্তিক সামাজিক স্থিতিশীলতার পরিবর্তে মানুষ চাইলো চঞ্চল যৌবনময় জীবনের অস্থিরতা। প্রসারিত, প্রাণবন্ত, আবেগে বেপথুমান মানব চেতনা—এ যুগের এই হলো নতুন অর্থময় বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি। মানবচৈতন্যের এই স্তর থেকে ভাবাবেগের উদ্দামতায় উত্তরণ স্বাভাবিক। প্রমত্ত ভাবাবেগের ভয়ংকর সৌন্দর্যে দিদেরো অভিভূত। তার মতে এই প্রমত্ত ভাবাবেগই সৃষ্টির বীজ; এর অভাবে সৃষ্টি অসম্ভব।

মানুষের উদ্দীপ্ত চৈতন্যের তীক্ষ্ণ অনুভবের মুহূর্তেই সৃষ্টি কর্মের প্রশস্ত মুহূর্ত। দিদেরোর মতে এই উদ্দীপ্ত চৈতন্য ব্যতীত সাহিত্যে,

কাব্যে, শিল্পে অথবা সঙ্গীতে কোনো মহৎ সৃষ্টিকর্ম সম্ভব নয়। চেতনার এই প্রচণ্ড আলোড়ন সৃজনশীল প্রতিভাদীপ্ত মানুষকে বিষয়বস্তুর মর্মমূলে উপস্থিত করে। তাঁর বক্তব্যকে সৃষ্টির মর্যাদা দেয়। দরভাল এ মোয়াতে (Dorval et moi) দিদেরো লিখছেন: চেতনার এই ভাস্বর মুহূর্ত একমাত্র কবির পক্ষেই অনুভব করা সম্ভব। কবি হৃদয়ে উন্মথিত আবেগের শিহরণ এই অনুভবের ঘোষণা। কিন্তু এই অনুভূতি প্রাথমিক। শীঘ্রই এই শিহরণ এক দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী উষ্ণতায় পরিবর্তিত হয়ে কবির সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে দগ্ধ করে এক শ্বাসরোধী মৃত্যুকে নিয়ে আসে। অথচ এই মৃত্যুময় মুহূর্তে তিনি যা কিছু স্পর্শ করেন তা জীবনচঞ্চল ও চৈতন্যময় হয়ে ওঠে। প্রজ্ঞার আলোকে অনুপ্রাণিত এই কবি জানেন না তিনি কী বলছেন, কী করছেন, তিনি তখন উন্মত্ত। একমাত্র মরমী অভিজ্ঞতার ভাষাতেই কবির প্রাণিত চৈতন্যের ব্যাখ্যা সম্ভব। রুশোর একটি বাক্যে দিদেরো-ব্যাখ্যাত এই নতুন সাহিত্যাদর্শ সংক্ষেপিত: "এ এক দেহমনপ্রাণ বিহ্বল-করা উন্মাদনা। সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে এর কাছে আমার চৈতন্যের আত্মসমর্পণ।" প্রতিভার কাজ সৃষ্টি, অনুকৃতি নয়। প্রতিভার অর্থ মেধা নয়। মেধাবী মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের গুণগত বিভিন্নতা নেই। প্রতিভাবান মানুষের বুদ্ধি নবনব উন্মেষশালিনী; সে স্রষ্টা। ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্বে সুপরিজ্ঞাত উপাদানের সুষম, সুসমঞ্জস ও ছন্দোময় সমন্বিত রূপের প্রাধান্য। কিন্তু নতুন লেখকের বক্তব্য তাঁর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত। সৃষ্টির কেন্দ্রে শিল্পী, অন্য কিছু নয়। ফলে এক অভিনব রোমান্টিক নন্দনতত্ত্বের অভ্যুদয় ঘটলো এ-যুগে।

অতএব যে বুদ্ধিবিভাসিত-দর্শনের আক্রমণে পূর্বতন ব্যবস্থার ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে গিয়েছিলো এই ব্যবস্থার অন্তিমক্ষণে সেই দর্শনও কিছু ম্লান এবং এক সগৌরবে নবোদ্ভূত সাহিত্যে অধিষ্ঠিত। এই সাহিত্যের অধীর উন্মাদনা, হিংস্র উদ্দামতা জনমানসে সংক্রামিত। ফলে পুরাতন স্থিতিশীল সমাজ এক পরমাশ্চর্য যৌবন-জলতরঙ্গের দ্বারা প্লাবিত। বিপ্লবের প্রমত্ত যৌবনময়তা ও প্রচণ্ড হিংস্রতার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি এই নতুন সাহিত্যের স্বাক্ষর।

এভাবে শতাব্দীর মৌলিক মূল্যবোধ যখন পরিবর্তিত হচ্ছিলো তখন সংকটের সন্ধিলগ্ন আবর্তিত হয়ে সমাজের ভিত্তিগত ও শ্রেণীগত স্ববিরোধিতাসমূহকে চরমক্ষণে পৌঁছে দেয় এবং বিপ্লবী ভাঙনের পথ প্রস্তুত করে।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরবর্তী ষাটের দশকে পূর্বতন সমাজ আর্থনীতিক উন্নতির শীর্ষে পৌঁছায়। ১৭৭০-এর পর পরিস্থিতি পালটে যায় এবং আর্থনীতিক অসুস্থতার একটি অন্তর্বত্তের সূচনা হয়। ১৭৭৪-এ 'মন্দভাগ্য' ষোড়শ লুই-এর রাজত্বকালের আরম্ভ। লাব্রুসের ভাষায় ১৭৭৮ থেকে সর্বত্র মূল্যের সার্বিক পশ্চাদপসরণ ঘটতে থাকে। ১৭৮১-তে মদের দাম অর্ধেক হয়ে যায় এবং তারপর দীর্ঘ সাত বৎসর এই দামের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেনি। ফলে দ্রাক্ষার উৎপাদক বহুসংখ্যক ছোটো ব্যবসায়ীকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। ১৭৮০ পর্যন্ত খাদ্যশস্যের মূল্যও হ্রাস পেতে থাকে এবং ১৭৮৭ পর্যন্ত এই নিম্নগতি বজায় থাকে। ফ্রান্সের বহু বিস্তৃত অঞ্চলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়, যথা, ফ্লাঁদর থেকে লোয়ার, নর্মাদি থেকে লোরেন। মূল্যহ্রাসের কবলিত হওয়ায় কৃষক-ব্যবসায়ী, ভূম্যধিকারী, করসংগ্রাহক প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ এই অঞ্চল থেকেই প্রধানত কৃষিখাজনা আদায় হত। সুতরাং খাদ্যশস্যের দাম কমার অর্থ কৃষিখাজনারও হ্রাস। মদ্য ও গম উৎপাদনের সংকট, খরা ও পশুখাদ্যের অভাবজনিত পশুপালনের সংকট ক্রমশ সামগ্রিক কৃষিসংকটে পরিণত হয়। চাকরির বাজারে এবং শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার ওপর এই সংকটের বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। অবশ্য বনভূমি মূল্যহ্রাসের কবলে পড়েনি বরং কাঠের মূল্যের ক্রমিক উর্ধ্বগতিই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ লাভবান হয় নি। কারণ বনভূমি রাজক, অভিজাত ও বুর্জোয়াদের সম্পত্তি। ফলত, পুঁজিপতি ভূম্যধিকারীদের লাভ দ্বিগুণ হয়। ১৭৭০-৭৫ পর্যন্ত জমির খাজনা মূল্যমানের অনুগামী ছিলো কিন্তু পঁচাত্তরের পর মূল্যমানের নিম্নগতির যুগে তুলনামূলকভাবে খাজনা বেশি। সুতরাং ১৭৭০ থেকে ১৭৭৫-এর মধ্যে মালিকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট খাজনা দেওয়ার শর্তে যে ইজারাদার জমি নিয়েছিলো কৃষিজাত দ্রব্যের দাম দীর্ঘকাল কম থাকা সত্ত্বেও তার প্রদেয় খাজনার পরিমাণ কমে নি। সুতরাং দ্রব্যমূল্যহ্রাস পুঁজিপতি ভূম্যধিকারীকে স্পর্শ করে নি, সর্বনাশ হয়েছিলো ইজারাদারের।

মদ্য ও খাদ্যশস্যের মূল্যহ্রাস, কৃষি উৎপাদনের মুনাফার হারের নিম্নগতি, গ্রামীণ মজুরের মজুরি-হ্রাস প্রভৃতির ফলে গ্রামের বাজার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়লো। অবশ্য পুঁজিপতি ভূস্বামিদের আদায়ীকৃত খাজনা মূলধন হিসেবে বিলাসদ্রব্যের শিল্প ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়ায় কিছু-সংখ্যক শহরে শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছিলো। কিন্তু জনস্ফীতি এবং যুগপৎ

বৃহদায়তন শিল্পে (যেমন সুতীবস্ত্র-শিল্পে) মন্দাপ্রসূত ধর্মঘট খাদ্যসমস্যাকে জীবনের প্রাথমিক স্তরে নিয়ে এলো। জনস্ফীতি ও আর্থনীতিক পশ্চাদ্‌মুখিনতায় এক বিস্ফোরক স্ববিরোধিতার সৃষ্টি হলো।

ষোড়শ লুই-এর রাজত্বকালে দীর্ঘস্থায়ী আর্থনীতিক পীড়া এবং প্রাক্‌বিপ্লব যুগের অর্থনীতির পশ্চাদ্‌মুখিতায় সামন্তপ্রভুদের প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। ভৌমিক সামন্তপ্রভুদের শোষণ কঠিনতর হয়, চাষীদের ওপরই ইজারাদারের চাপ বাড়তে থাকে। ভূমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক করের গুরুভার কৃষকদের নিরন্তর সংগ্রামের পথে ঠেলে দেয়।

শতাব্দীব্যাপী রাজস্ব ও মূল্যমানের ওঠানামার এবং প্রাক্‌বিপ্লব যুগের সময়চক্রের যে বিবরণ লাব্রুস দিয়েছেন, তাতে এই কৃষক সংগ্রামের সঙ্গত ব্যাখ্যা মেলে। পূর্বতন ব্যবস্থার অন্তিমপর্বে ভমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক করের বোঝা অধিকতর গুরুভার হওয়ায় কৃষকদের বিরুদ্ধতা বিষাক্ত ঘৃণায় পরিণত হয়। রাজস্ব ও মূল্যমানের গতি সামাজিক ও আর্থনীতিক স্ববিরোধিতাকে তীব্রতর করে তোলে। ছোটোখাটো জোতদার অথবা যে সব গৃহস্থ চাষীর জমি খুব অল্প ছিলো তাদের পক্ষেও ফসলের আয় থেকে অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান সম্ভব হতো না। তাকে খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য অন্যত্র শ্রমের মূল্যে অর্জন করতে হতো। একটি দৃষ্টান্ত থেকে কৃষকদের আর্থিক সংকটের চেহারা স্পষ্ট হবে: ১৭২৬-৪১-এর সময়সীমায় ১২ থেকে ১৪ দিনের শ্রমের মূল্যে ২ বস্তা যব পাওয়া যেতো কিন্তু ১৭৮৫-৮৯-এর চক্রে এই পরিমাণ যবের মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ১৮ থেকে ১৯ দিনের শ্রম।

আর্থনীতিক ও সামাজিক পীড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো রাজস্ব সংকট ও আর্থিক অক্ষমতা। প্রত্যক্ষত আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়ে রাজতন্ত্র যে বিরাট ঋণের বোঝা মাথায় নেয়, তা ফ্রান্সকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়। শূন্য রাজকোষই শেষ পর্যন্ত স্টেট্‌স-জেনারেলের আহ্বান অনিবার্য করে তোলে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আর্থনীতিক পশ্চাদ্‌বর্তিতার জন্যেই রাজস্বের ঘাটতি মিটিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয় নি।

ঘাটতির পরিমাণ সম্পর্কে একটা স্থির ধারণায় পৌঁছোন প্রায় অসম্ভব। কারণ পূর্বতন ব্যবস্থায় নিয়মিত বাজেট প্রণয়নের কোনো রীতি ছিলো না। কিন্তু অন্তত একটি দলিলে (কঁৎ দ্যু ত্রেজর Compte du Trésor, ১৭৮৮) রাজকোষের অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া গেছে। ১৭৮৮-র রাজকোষের হিসাব রাজতন্ত্রের প্রথম ও শেষ বাজেট। অবশ্য এই দলিলকে

ঠিক বাজেট বলা চলে না। তবু এ-থেকে বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের আর্থিক পরিস্থিতির কিছুটা পরিচয় মেলে। রাজস্বের আয় যখন ৫০৩ মিলিয়ন লিভ্র, তখন ব্যয় প্রায় ৬২৯ মিলিয়ন। সুতরাং ঘাটতির পরিমাণ ১২৬ মিলিয়ন, ব্যয়ের ২০ শতাংশ। সামগ্রিক বাজেটে বেসামরিক খাতে ব্যয় মাত্র ১৪৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ২৩ শতাংশ। জনকল্যাণ ও শিক্ষায় ব্যয় হতো মাত্র ১২ মিলিয়ন, প্রায় ২ শতাংশ। অথচ রাজসভা ও সুবিধাভোগীদের জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ ছিলো ৩৬ মিলিয়ন, প্রায় ৬ শতাংশ। সামরিক খাতে ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ১৬৫ মিলিয়ন, সমগ্র বাজেটের ২৬ শতাংশ। ১২ হাজার সামরিক অফিসারের জন্যে খরচ ৪৬ মিলিয়ন। এই অংক ফ্রান্সের সব সাধারণ সৈনিকের একত্রিত বেতনের চেয়ে বেশী।

বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক: প্রচণ্ড ঋণের বোঝা; ঋণের সুদেই ৩১৮ মিলিয়ন অর্থাৎ বাজেটের ৫০ শতাংশের বেশি ব্যয় হতো। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদানের জন্য যে দুই মিলিয়ার্ড (শতকোটি) লিভ্র খরচ হয় নেকের তার পুরোটাই ধার করে সংগ্রহ করেন। কালনের সময়ে এই ঋণের পরিমাণ ৬৩৫ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। ১৭৮৯-এ ঋণ প্রায় পাঁচ মিলিয়ার্ডের কাছাকাছি গিয়ে পেঁৗছোয়। ষোড়শ লুই-এর পনের বছরের রাজত্বে ঋণ তিনগুণ বাড়ে।

পূর্বতন ব্যবস্থায় সুবিধাভোগীশ্রেণী করভার মুক্ত হওয়ায় ভোগ্যপণ্যের উপর ধার্য করের গুরুত্ব বেশি ছিলো। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির জন্যে ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও সরকারী ব্যয়নির্বাহে বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও জনস্ফীতির জন্য সরকারী আয়ও অনেক বেড়ে যাওয়া উচিত ছিলো; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ, প্রকৃত বেতন কমে যাওয়ায় জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত পরোক্ষকরের পরিমাণ বাড়িয়ে ঘাটতি পূরণের সরকারী প্রয়াস যে দুষ্টচক্র সৃষ্টি করে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিলো সুবিধাভোগী শ্রেণীর রাজস্ব সংক্রান্ত সুযোগসুবিধার বিলোপ। সর্বোপরি ১৭৮১ থেকে ফরাসী অর্থনীতির পশ্চাদ্‌বর্তিতার জন্যে ভোগ্যপণ্যের ওপর আরো বেশি কর বসানো সম্ভব ছিলো না। সুবিধাভোগীশ্রেণী অর্থাৎ ভূস্ব্যধিকারী অভিজাত, যাজক এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর একাংশ (যাদের তেই দিতে হত না) করভার থেকে মুক্ত ছিলো। এই শ্রেণীর ভাঁ্যাতিয়াম[১] নামক কর দেওয়ার কথা কিন্তু এতে সরকারের আর্থিক সুরাহা হয়নি। ১৭৮২-তে শেষবারের মতো ভাঁ্যাতিয়্যাম বসানো হয়েছিলো; ১৭৮৭-তে এই কর তুলে নেওয়া

হয়। গোটা শতাব্দী ধরে খাজনার হারের ক্রমিক বৃদ্ধি থেকেই সরকারী রাজনীতিতে যুক্তির অভাব ও অবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থ-দপ্তরের সর্ব্বোচ্চ নিয়ামক কালনের কাছে রাজস্বনীতির এই অযৌক্তিকতা ও অবিচার অবিদিত ছিলো না। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কার তাঁর সাধ্যাতীত ছিলো। প্রধানদের পরিষদে (১৭৮৭) ভূমিভিত্তিক করের পরিকল্পনার মুখবন্ধ হিসাবে 'রাজস্বনীতির' এই বিশৃঙ্খল অবস্থা সম্পর্কে কালন মন্তব্য করতে গিয়ে ঘোষণা করেন: "এই দুর্নীতির গহ্বরে যে ঐশ্বর্য নিহিত তা ব্যবহার করে সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার অধিকার রাষ্ট্রের আছে।" কিন্তু ভৌমিক সম্পদের ওপর কর ধার্য করার অর্থ বৃহৎ ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত আর পরিষদের প্রধান ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই বৃহৎ ভূম্যধিকারী। অতএব কালনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত না হলে তা অস্বাভাবিক হতো। আঠারো শতকের অর্থনীতির গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে, কিংবা খাজনার উর্ধ্বগতির ফলে সুবিধাভোগীশ্রেণীর হাতে কি পরিমাণ অর্থ জমা হয়েছিলো, সে-বিষয়ে সঠিক ধারণা রাজকীয় অর্থ-দপ্তরের ছিলো না। সুতরাং এই দপ্তরের পক্ষে আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা কোনো কোনোক্রমেই সম্ভপর ছিলো না। ১৭৮২-র পরে করের হার বাড়ে নি কিন্তু আর্থনীতিক সংকটের দরুন এই করভারও জনগণের পক্ষে দুর্বহ। ভোগ্যপণ্যের উপর করের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ এমন পর্যায়ে পেঁৗছেছিলো যে কৃষি ও পৌর বিপ্লবের ফলে এই করের বিলোপের পর সংবিধান সভার পক্ষেও আর এই কর নতুন করে আদায় করা সম্ভব হয় নি।

ভূম্যধিকারী অভিজাতশ্রেণীর দ্বারা যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সেখানে এই রাজস্বসংকট সমাধানযোগ্য ছিলো না। কারণ এই শ্রেণী করসাম্য স্বীকার করে নি। অথচ সর্বশ্রেণীর ওপর করের সুষম বণ্টন এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সাম্য এবং লাঁগদক, ব্রেতাইঁ প্রভৃতি পেই দেতা এবং পেই দেলেকসিয়ঁর* মধ্যে সমতার অর্থ সবশ্রেণীর মানুষের সমতা। সুবিধাভোগী শ্রেণীর করভার থেকে অব্যাহতি আরো বিশেষভাবে দৃষ্টিকটু ছিলো এইজন্যে যে, মূল্যবৃদ্ধির যুগে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছিলো ৬৫ শতাংশ অথচ ভূম্যধিকারীদের ভূমি থেকে আয় বেড়েছিলো ৯৮ শতাংশ। সামন্তপ্রভুদের ভৌমিক অধিকার ও যাজকীয় দিম মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলেছিলো। অতএব সুবিধাভোগী শ্রেণীই একমাত্র শ্রেণী যাদের করভার বহনের ক্ষমতা ছিলো এবং যাদের ওপর কর বসানো সম্ভব হলে

রাজকোষ পূর্ণ হতে পারতো। কিন্তু রাজস্বনীতি পরিবর্তন করে এই শ্রেণীর ওপর কর ধার্য করার সাধ্য ছিলো না কোনো মন্ত্রীর। রাজনৈতিক অযোগ্যতার ফলে সরকারের আর্থিক অসহায়তা বড়ো করুণ হয়ে দেখা দিয়েছিলো।

দরবারী ও পোশাকী অভিজাত এই দুই সম্প্রদায়ই রাজকীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। পার্লমঁ, প্রাদেশিক এস্টেট এবং যাজকসভায় প্রভাবশালী অভিজাতশ্রেণী নিবন্ধীকরণের ক্ষমতাকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে এবং রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কারের প্রত্যেকটি রাজকীয় প্রয়াস ব্যর্থ করে দেয়। ১৭৭১-এ মন্ত্রী মোপু (Maupeou) অভিজাতশ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার দুর্গ পার্লমঁ ভেঙে দেন। কিন্তু ষোড়শ লুই পুনরায় পার্লমঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পার্লমঁর বিরোধিতাই ১৭৭৬-এ তুর্গোর পতনের কারণ। কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে দরবারী ও পোশাকী অভিজাতরা যুক্তভাবে আঘাত হানে এবং পার্লমঁও প্রাদেশিক এস্টেটসমূহ এই আক্রমণকে সমর্থন করে।

এই আক্রমণই অবশেষে মাতিয়ে (Mathiez) কথিত 'অভিজাত বিদ্রোহে' অথবা জি, লেফেব্র (G. Lefebvre) বর্ণিত 'অভিজাত বিপ্লবে' পরিণতি লাভ করে। শাতোব্রিয়াঁ[৩] (chateaubriand) লিখেছেন: প্যাট্রিসিয়ানরা[৪] যে বিপ্লব আরম্ভ করে, প্লিবিয়ানদের[৫] দ্বারা তা সম্পূর্ণ হয়।

১৭৮৭ থেকে ১৭৮৮-র সেপ্টেম্বরের মধ্যে কালন ও লমেনি দ্য ব্রিয়েন করভারের সুষম বণ্টনের দ্বারা আর্থিক সংকট সমাধানে প্রয়াসী হন। কিন্তু এই চেষ্টা সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদ্ধত আত্মঘোষণার ফলে ভ্রূণেই বিনষ্ট হয়। সংস্কার পরিকল্পনা ব্যর্থ এবং ঋণ সংগ্রহের সব উপায় নিঃশেষিত। অতএব নিঃসম্বল রাজতন্ত্রের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিলো না।

১৭৮৬-র ২০শে আগস্টে কালন তাঁর আর্থনীতিক পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু কালনের সংস্কার পরিকল্পনায় করসাম্যের প্রস্তাব ছিলো না। সুবিধাভোগীদের উপর কর বসানোর সাহস সঞ্চয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিলো না। কিন্তু তিনি লবণ ও তামাকের ওপর একচেটিয়া সরকারী অধিকার সারারাজ্যে বিস্তৃত করেন। মাথাপিছু কর ও ভ্যাঁতিয়্যামের পরিবর্তে তিনি ভূমির ওপর একটি কর অভিজাত, যাজক এবং সমস্ত জমির মালিকের ওপর সমানভাবে ধার্য করার কথা ভেবেছিলেন।

আর্থনীতিক সক্রিয়তা ও সরকারী আয় বাড়াবার জন্যে খাদ্যশস্যের ওপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার পরিকল্পনাও তাঁর ছিলো। সেজন্য তিনি আভ্যন্তরীণ শুল্কের বেড়া ও কিছু পরোক্ষ কর তুলে দেবার প্রস্তাব করেন। এই সব প্রস্তাব ছাড়াও সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রাদেশিক সভার ওপর তিনি করভার বণ্টনের দায়িত্ব অপণের পরামর্শ দেন। ভূমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বিক্রয় করে যাজকসম্প্রদায় যাতে ঋণমুক্ত হতে পারে সেই ব্যবস্থারও প্রস্তাব করেন তিনি। কালনের বিশ্বাস ছিলো যে আর্থিক সংকটের সমাধান হলে রাজতন্ত্র অনায়াসে পার্লমঁর বিরোধিতার মোকাবিলা করতে পারবে এবং রাজ্য সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠবে। উপরন্তু, অভিজাতকবলিত সংকীর্ণ প্রশাসনিক কাঠামোয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে যুক্ত করে প্রশাসনকে প্রশস্ততর করার সংকল্পও তাঁর ছিলো।

কালনের পরিকল্পনায় সুবিধাভোগীশ্রেণীর ওপর খুব বেশি বোঝা চাপানো হয়নি।

তেই থেকে এদের অব্যাহতির ওপর তিনি হাত দেননি। রাজপথে বিনা পারিশ্রমিকে কাজের পরিবর্তে ধার্যকর থেকেও এদের রেহাই দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্লমঁ যে প্রচণ্ড বিরোধিতা করবে তা কালনের অবিদিত ছিলো না। রাজ-অনুজ্ঞা বলে তিনি পার্লমঁকে অগ্রাহ্য করে পরিকল্পনা কার্যকর করতে পারতেন না এমন নয়। কিন্তু তুর্গোও নেকেরের দৃষ্টান্ত তিনি ভুলে যান নি। অতএব এই পন্থাগ্রহণে উৎসাহিত না হওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো। তাছাড়া যদিও রাজতন্ত্রের মর্যাদা তখনও প্রায় সম্পূর্ণ অটট, ব্যক্তিগতভাবে ষোড়শ লুই প্রায় ইতিমধ্যেই তাচ্ছিল্যের বস্তুতে পরিণত হয়েছেন। উপরন্তু রাণীর আচরণে, বিশেষত হীরক নেকলেসের ঘটনায়[৭] রাজার মর্যাদা ধূলায় মিশে যায়। সুতরাং কালন সম্মুখসমরে অবতীর্ণ না হয়ে পার্লমঁকে সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি পার্লমঁ আহ্বান না করেই এই পরিকল্পনা সমর্থনের জন্যে প্রধানদের একটি সভা আহ্বান করেন। উচ্চপদস্থ যাজক, সামন্ত-প্রভু এই প্রধানদের মধ্যে ছিলেন। পার্লমঁসদস্য অ্যাঁতঁদাঁ. পরিষদসদস্য, প্রাদেশিক এস্টেট ও পুরসভার সদস্যরাও ছিলেন। এই সভার প্রত্যেক সদস্যকেই কালন নিজে মনোনীত করেন। কাজেই তাঁর ধারণা ছিলো এরা হয়তো তাঁর অনুগত হবে। অথচ সভার অধিবেশনের পূর্বেই রাজতন্ত্র প্রধানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছিলো বলা যেতে পারে। রাজাদেশবলে কর ধার্য না করে পূর্বাহ্ণে অভিজাতদের অনুমোদন চাওয়ার

অর্থ রাজকীয় দুর্বলতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। প্রধানরা বিশেষ-সুবিধা-ভোগী এবং বিশেষ সুবিধা রক্ষায় তারা কৃতসংকল্প। সুতরাং কালনের পরিকল্পনা তারা যে সমর্থন করবে না এটা সহজেই অনুমেয়। স্বভাবতই এই প্রস্তাব প্রধানদের সভায় গৃহীত হয় নি।

এই ব্যর্থতা কালনের পতনের পথ প্রশস্ত করে। ১৮৮৭-র ৮ই এপ্রিল ষোড়শ লুই তাঁকে পদচ্যুত করেন।

কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পরবর্তী মন্ত্রী লমেনি দ্য ব্রিয়েনও কালনের পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য হন। প্রধানরা তাদের বিরোধিতায় অটল থাকে। ১৭৮৭-র ২৮শে মে ব্রিয়েন প্রবীণদের সভার অধিবেশন স্থগিত রাখেন। অথচ সংস্কার ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিলো না। শেষ পর্যন্ত সংস্কার পরিকল্পনা নিয়ে ব্রিয়েনকে পারীর পার্লমঁর দ্বারস্থ হতে হয়। পার্লমঁ অবাধ শস্যব্যবসা কর্ভের[৮] বিলোপ ও প্রাদেশিক সভা সংগঠনের প্রস্তাব নিবন্ধীকরণে কোনো আপত্তি না করলে ষ্ট্যাম্প কর ও ভূমির উপর প্রত্যক্ষ করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। তাঁরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় কর বসানোর দায়িত্ব স্টেট্‌স-জেনারেলের। অনন্যোপায় হয়ে ব্রিয়েন ৬ই আগষ্টের রাজকীয় অধিবেশনে পার্লমঁকে সংস্কার পরিকল্পনা নিবন্ধীকরণে বাধ্য করেন। পার্লমঁ এই অধিবেশনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে কালনের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার আরম্ভ করে। তিনি ইংলণ্ডে পালিয়ে যান। কালন ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দেশত্যাগী (এমিগ্রে)। রাজা পার্লমঁর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেন। ১৪ই আগষ্ট পার্লমঁর ম্যাজিষ্ট্রেটরা ত্রোরাইয়েতে (Troyes) নির্বাসিত হন। কিন্তু অন্যান্য বিচারালয় তাদের পক্ষ অবলম্বন করে। শেষ পর্যন্ত ব্রিয়েন পশ্চাপসরণ করতে বাধ্য হন; ১৭ই সেপ্টেম্বর পার্লমঁ পুরনো করব্যবস্থা আবার প্রবর্তন করে। অতএব নিরুপায় হয়ে ঋণ করে কোনোক্রমে টিকে থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও সমস্যা থেকেই গেল। ঋণ সংগ্রহের জন্যেও পার্লমঁর সম্মতি প্রয়োজন। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু সদস্যের আলোচনা হয়। এ সম্পর্কেও পার্লমঁর শর্ত ছিলো: রাজাকে স্টেট্‌স-জেনারেল আহ্বানের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। কিন্তু ব্রিয়েন প্রস্তাব করেছিলেন: পাঁচ বৎসরে ১২০ মিলিয়ন লিভ্র ঋণ সংগ্রহের অনুমোদন পেলে ১৭৯২-এ স্টেট্‌স-জেনারেল ডাকা হবে। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ হল না কারণ এই প্রস্তাবে পার্লমঁর অধিকাংশ সদস্য সম্মত হবে কিনা সে-বিষয়ে ব্রিয়েন নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। সুতরাং তিনি পার্লমঁর একটি

রাজকীয় অধিবেশন আহ্বান করে রাজ-অনুশাসন নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করেন।

দ্যুক দ্যর্লেয়ঁা এই রাজকীয় অধিবেশনের' প্রতিবাদ করে বলেন : এ অবৈধ। উত্তরে ষোড়শ লুই যা বলেন, তা চতুর্দশ লুই-এর মুখে শোভা পেতো। তিনি বলেন : রাজকীয় অধিবেশন বৈধ, কারণ এ আমার ইচ্ছা। লুই দ্যুক দ্যর্লেয়ঁা ও অপর দুজন পরিষদ সদস্যকে নির্বাসন এই প্রতিবাদের জবাব দেন। পার্লমঁ এগিয়ে আসে তাঁদের সমর্থনে। মুখর হয়ে ওঠে ল্যতর দ্য কাসের নিন্দায় এবং প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবী। ১৭৮৮-র ৩রা মে পার্লমঁ রাজ্যের মৌলিক আইনের ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় বলা হয় : রাজতন্ত্র বংশগত কর ধার্য করার অধিকার স্টেট্‌স-জেনারেলের ; ল্যতর দ্য কাসের দ্বারা বা বিনাবিচারে গ্রেপ্তার অবৈধ এবং প্রদেশসমূহের চিরাচরিত অধিকার অলঙ্ঘনীয়। এই ঘোষণা অভিজাত প্রতিক্রিয়া ও মুক্তপন্থী নীতির এক উদ্ভট সংমিশ্রণ। বলা বাহুল্য ঘোষণায় বিশেষ সুযোগসুবিধার বিলোপ ও অধিকারের সমতার উল্লেখ নেই, অর্থাৎ ঘোষণার বিপ্লবী চরিত্র অনুপস্থিত।

শেষ পর্যন্ত সরকার মোপুকে অনুকরণের সিদ্ধান্ত নেন। ৫ই মে পালে দ্য জুস্তিসের (Palais de Justice) চারদিকে সশস্ত্র সৈনিক মোতায়েন করার ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য : পার্লমঁর যে-দুজন সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পারোয়ানা জারি করা হয়েছিলো, তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা। ৮ই মে সীলমোহর রক্ষক লামোয়াঞিয়ঁ (Lamoignon) প্রণীত ৬টি অনুশাসন পার্লমঁতে নিবন্ধীকৃত হয়। এই অনুশাসন অনুযায়ী দ্যুক ও রাজকীয় অফিসারদের নিয়ে গঠিত একটি পূর্ণক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয়কে নিবন্ধীকরণের ক্ষমতা দেওয়া হয় ; রাজপদ ক্রয় বিক্রয় বন্ধ না হলেও পার্লমঁর বিচারক্ষমতার সংকোচসাধন করে ৪৫টি আপীল আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। একটি অনুশাসনের দ্বারা মৃত্যুদণ্ডের অব্যবহিত পূর্বে শারীরিক যন্ত্রণাদানের রীতি নিষিদ্ধ হয়। পরিশেষে, ম্যানরের আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে রাজকীয় বিচারালয়ে আপীলের অধিকারের স্বীকৃতি অভিজাতদের বিরুদ্ধে আরো একটি আঘাত। এভাবে পার্লমঁর অভিজাতদের হাত থেকে আইন নিবন্ধীকরণ ও রাজস্বসংক্রান্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। এই আঘাতের বিরুদ্ধে অভিজাতদের প্রত্যুত্তর হল রাজপ্রশাসনবিরোধী সকল মানুষকে একত্র করে সংগ্রামকে জাতীয়স্তরে নিয়ে আসা।

লামোয়াঞিয়ঁর সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আসে বিশেষত সেই সব

প্রদেশ থেকে সেখানে শুধু পার্লমঁতেই নয়, প্রাদেশিক এস্টেটসমূহেও অভিজাতদের প্রাধান্য। অবশ্য ১৭৮৭র অনুশাসন দ্বারা যে সব প্রাদেশিক সভা গঠিত হয়েছিলো, সেখান থেকেও প্রতিরোধ এসেছিলো। অভিজাত-তোষণের জন্য এঁ্যাতঁদাঁদের ক্ষমতা খর্ব করে ব্রিয়েন এই সব সভায় অভিজাতদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু তিনি তৃতীয় এস্টেটের সভ্য-সংখ্যা দ্বিগুণ করেছিলেন বলে অভিজাতরা সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। অতএব ফ্রাঁসকঁতে, দোফিনে, প্রভঁস প্রভৃতি প্রদেশে এঁদের দাবি ছিলো পুরনো প্রাদেশিক এস্টেটের পুনপ্রতিষ্ঠা। অবশ্য প্রধান লক্ষ্য ছিলো নতুন অনুশাসনের বিরোধিতা এবং স্টেট্স্-জেনারেলের আহ্বানের জন্যে আন্দোলন।

আন্দোলন বিদ্রোহে পরিণত হয়। দিজঁ ও তলুজে নতুন বিচারালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। অভিজাতদের দ্বারা উত্তেজিত 'পো'র (Po) জনতা অঁ্যাতঁদাঁকে তাঁর আবাসে অবরোধ করে এবং পার্লমঁ পুনপ্রতিষ্ঠায় বাধ্য করে (১৯শে জুন, ১৭৮৮)। রেনে রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে পার্লমঁ প্রতিষ্ঠাকামী অভিজাতদের সংঘাত ঘটে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে দোফিনেতে। সেখানে প্রাদেশিক সভা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয় তাকে প্রায় ফরাসী বিপ্লবের ভূমিকা বলা চলে। শিল্প ও শৈল্পিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা অগ্রসর প্রদেশ দোফিনে। সুতরাং এখানে রাজক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয় বুর্জোয়ারা। ১৭৮৮-র ৭ই জুন পার্লমঁর বিচারকদের পুনপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে গ্রেনোব্লে জনতার অভ্যুত্থান ঘটে। জনতা ছাদ থেকে সেনাবাহিনীর উপর টালি ও অনুরূপ অস্ত্র ছুঁড়ে মারে। এই দিনটি তাই 'টালির দিন' নামে পরিচিত।

২১শে জুলাইর ভিজিয়ির (Vizille) সভা স্টেট্স-জেনারেলের আদিরূপ: তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধির সংখ্যা অপর দুইটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রত্যেকটির দ্বিগুণ। কিন্তু এই সভায় মুনিয়ে যাদের নিম্নশ্রেণীর লোক বলেছেন তাদের স্থান ছিলো না। এই সভায় মুনিয়ে রচিত যে প্রস্তাব গহীত হয় তার মূল কথা ছিলো: পার্লমঁর পনপ্রতিষ্ঠা; দোফিনেতে পুরনো প্রাদেশিক এস্টেটের পুনপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই এস্টেটে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধি সংখ্যা অন্তত অপর দুইটি এস্টেটের প্রতিনিধি সংখ্যার যোগফলের সমান হবে; এবং জাতির দুর্দশা দূর করার জন্য স্টেট্স-জেনারেল আহূত হবে। ভিজিয়ির সভা ফরাসীদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে, কারণ এই সভা প্রাদেশিক

সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় ঐক্যের পথ দেখায়। এই অর্থে ভিজিয়ির ঘোষণা এক বিপ্লবী তাৎপর্যে মণ্ডিত : এই ঘোষণা পূর্বতন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিমূলে আঘাত করে।

ভিজিয়ির ঘোষণা সর্বত্র প্রশংসিত হলেও অনুসৃত হয়নি। ১৭৮৮র বসন্তকালে প্রধানত দরবারী ও পোশাকী অভিজাতদের সম্মিলিত আন্দোলনে রাজতন্ত্রের সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রাদেশিক সভাসমূহ ব্রিয়েনের নিজস্ব সৃষ্টি, এই সভার সদস্যদেরও তিনিই মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু এরাও করভারবৃদ্ধির বিরোধী, অভিজাতপরিচালিত সৈন্যবাহিনীও ব্রিয়েন এবং সংস্কারবিরোধী। ঋণ করে শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করাও আর সম্ভব ছিলো না।

১৭৮৮-র ৫ই জুলাই ব্রিয়েন স্টেট্‌স-জেনারেল আহ্বানের প্রতিশ্রুতি দেন এবং ১৭৮৯ এর ১লা মে স্টেট্‌স-জেনারেলের অধিবেশনের দিন ধার্য করেন। তিনি পদত্যাগ করেন ১৭৮৮-র ২৪শে অগষ্ট। রাজা আবার নেকেরকে আহ্বান করেন। তাঁর প্রথম কাজ হল লামোয়াঞোঁর বিচারবিভাগীয় সংস্কারের বিলোপসাধন ও পারীর পার্লমঁর পুনপ্রতিষ্ঠা। পুনপ্রতিষ্ঠিত পার্লমঁ দাবি করল : ১৬১৪-র স্টেট্‌স-জেনারেলের মতো ১৭৮৯-র স্টেট্‌স-জেনারেলও তিনটি সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত হবে ; প্রত্যেক সম্প্রদায় পৃথকভাবে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। এই ব্যবস্থা হলে অভিজাত ও যাজকদের অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত অভিজাতদের অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব থাকবে।

যখন অভিজাত বিদ্রোহ চলছিলো (১৭৮৭-৮৮), তখন বিশেষভাবে ব্রেতাইঁনের সুবিধাভোগীগোষ্ঠী রাজবিরোধী প্রচার ও প্রতিরোধী সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে যুক্তভাবে কাজ করছে ; তারা অ্যাঁতঁদাঁ ও সেনাবাহিনীর অফিসারদের কখনো ভয় দেখিয়ে শান্ত রেখেছে, কখনো তাদের স্বপক্ষে টেনে নিয়েছে ; আবার কখনো তারা ভাগচাষী ও গৃহভৃত্যদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছে। এই সব বিপ্লবী নজীর কেউ ভোলেনি। অবশেষে পার্লমঁ রাজাকে শিক্ষা দিয়ে ছেড়েছে। স্টেট্‌স-জেনারেল আহূত হওয়ার পর এই শিক্ষা ব্যুমেরাঙের মতো অভিজাতদের কাছে ফিরে এসেছিলো। কারণ, তৃতীয় এস্টেট পার্লমঁর আন্দোলনের কৌশলের সার্থক অনুকরণ করে।

অভিজাতদের এই অভ্যুত্থানকে হয়তো অভিজাতবিদ্রোহ বলাই সঙ্গত। 'অভিজাতবিপ্লব' কথাটির প্রয়োগ এখানে সার্থক নয়। নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, কর ধার্য করা সম্পর্কে স্টেট্‌স-জেনারেলের কর্তৃত্বের

স্বীকৃতি, অভিজাতদের সম্পূর্ণ আধিপত্য সত্বেও নবগঠিত নির্বাচিত প্রাদেশিক এস্টেট সমূহের প্রশাসনিক অধিকারের বিলোপ—রাজার বিরুদ্ধে অভিজাত আন্দোলনের এই সব দাবি ছিলো। কিন্তু করভারের সুষম বণ্টনে অস্বীকৃতি এবং সামন্ততান্ত্রিকব্যবস্থা ও সামন্তপ্রভুর সমুদয় অধিকারের অব্যাহত অস্তিত্বের দাবিও ছিলো। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিজাতদের সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো অভিজাত প্রাধান্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগসুবিধার সংরক্ষণ। অতএব এই সংগ্রামের প্রতিবিপ্লবী পরিণাম স্বাভাবিক।

জে. এগ্রে (J. Egret) ফরাসী বিপ্লবের এই 'মধ্যপর্বের' সমস্যার দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তাঁর প্রিরেভল্যুসিয়ঁ ফ্রাঁসেজ (la Pré-revolution Francaise, 1967)-নামক গ্রন্থে। এগ্রে জোর দিয়েছেন ঘটনার সামাজিক বিষয়বস্তুর ওপর নয়, রাজতন্ত্রের সংস্কারপ্রচেষ্টার ওপর। কালন প্রস্তাবিত রাজস্বসংস্কারপরিকল্পনা, কেন্দ্রীয় রাজস্বের নতুন বিন্যাস, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, সামরিক ও বিচারবিভাগীয় বহুমুখী সংস্কারের দ্বারা ব্রিয়েন পূর্বতন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই ব্যবস্থার সামাজিক বিষয়বস্তুর পরিবর্তন তাঁর সাধ্যাতীত ছিলো। সুযোগসুবিধাভোগীদের অধিকাংশই সামান্য স্বার্থত্যাগেও সম্মত ছিলো না। আংশিক ও সীমাবদ্ধ হলেও সংস্কারপ্রচেষ্টা অভিজাত স্বার্থ ও বিশেষ অধিকারের পক্ষে হানিকর। সামন্তপ্রভুদের বিচারের ক্ষমতার বিলোপ প্রায় অবধারিত হলেও অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এমন ব্যবস্থায় তাঁরা রাজী ছিলেন না। সমরবিভাগের সংস্কারেও তাদের আপত্তি ছিলো। সৈন্যবাহিনীতে দরবারি অভিজাতদের অধিপত্য সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হওয়া সত্বেও সাধারণ সৈনিককে অফিসারপদে উন্নীত হওয়ার সুযোগ এঁরা দিতে চাননি। অভিজাত তোষণের জন্যে সংস্কার পরিকল্পনায় সুবিধাভোগীশ্রেণীপ্রভাবিত প্রাদেশিক সভার স্বার্থে অ্যাঁতঁদাঁদের ক্ষমতাও কিছুটা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছিলো। রাজস্ব-সংক্রান্ত সুযোগসুবিধার কিছুটা ঘাটতি হলেও অভিজাত ও যাজকদের সামাজিক প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিলো। যাজকদের প্রথাগত সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্যের ওপরও আঘাত আসে নি, স্পর্শ করে নি পূর্বতন সামাজিক সংগঠনের আভিজাতিক কাঠামোকে। অতএব এই অন্তর্বর্তীপর্বকে বুর্জোয়া বিপ্লবের ভূমিকা অথবা প্রাক্-বিপ্লব বলা চলে না। অধ্যাপক সবুলের-এ (Soboul) এই মত। তাঁর মতে এই অন্তর্বর্তী পর্বের গুরুত্ব অভিজাত সামন্তপ্রভুদের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজয়ী প্রতিরোধের মধ্যে নিহিত, রাজকীয় সংস্কার

প্রচেষ্টার মধ্যে নয়। কিন্তু রাজতন্ত্রের শক্তি হ্রাস করে অভিজাতরা যে তাদের বিশেষ সুযোগসুবিধার স্বাভাবিক রক্ষকের ক্ষমতার ভিত্তি শিথিল করে দিচ্ছিলেন, তাদের বিদ্রোহ যে তৃতীয় এস্টেটের ক্ষমতায় আরোহণের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছিলো, সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলো না।

তৃতীয় এস্টেটের অনেকেই, বিশেষত আইনজীবীরা, আভিজাতিক বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলো, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিলো রাজার মন্ত্রীদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলা। তৃতীয় এস্টেটের অধিকাংশই যে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করবে, ১৭৮৮-র গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত তা বোঝা যায় নি। কিন্তু ১৭৮৯-র ১লা মে স্টেট্স-জেনারেল আহ্বানের রাজকীয় প্রতিশ্রুতি তৃতীয় এস্টেটে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করে। এতকাল রাজকীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অভিজাত বিদ্রোহে এই এস্টেট অভিজাতদের অনুসরণ করেছে। কিন্তু যখন পারীর পার্লমঁ এই সিদ্ধান্তে আসে যে, ১৭৮৯-এর স্টেট্স-জেনারেল ১৬১৪-এর স্টেট্স-জেনারেলের সাংগঠনিক রীতিনীতি অনুসরণ করবে, তখন থেকে অভিজাতশ্রেণী ও তৃতীয় এস্টেটের বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির এই পরিবর্তন মালে দ্যু পাঁর (Mallet du Pan) দৃষ্টি এড়ায় নি। ১৭৮৯-এর জানুয়ারিতে তিনি লিখছেন : তৃতীয় এস্টেট ও অপর দুটি সম্প্রদায়ের সংঘাতই এখন মুখ্য। রাজকীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অথবা সংবিধানের জন্যে সংগ্রাম এখন গৌণ।

কিন্তু সংঘাত এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ নিয়ে আসে নি। কারণ, মুক্তপন্থী অভিজাতদের একাংশ উচ্চ বুর্জোয়াদের সঙ্গে (অর্থাৎ আইনজীবী, লেখক, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কমালিক প্রভৃতির সঙ্গে) মিলিত হয়ে 'জাতীয়' অথবা প্যাট্রিয়ট দল গঠন করেছিলেন। ত্রিশজনের যে কমিটি এই দলে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে অভিজাত ছিলেন লা রশফুকোল-লিয়াঁকুর[৯] মার্কি দ্য লাফাইয়েৎ[১০] মার্কি দ্য কদর্সে, ওতাঁার বিশপ তালেরাঁ, আবে সিয়েস প্রভৃতি। এদের সভায় মিরাবোও আসতেন। সিয়েস ও মিরাবো ছিলেন দ্যুক[১১] দর্লেয়াঁর সঙ্গে যোগসূত্র। নিঃসন্দেহ, দ্যুক দর্লেয়াঁর অর্থ ও প্রতিপত্তি এই দলের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকর হয়েছিলো। এই দলের প্রধান কর্মসূচী ছিলো : নাগরিক, বিচারবিভাগীয় ও রাজস্ব-সংক্রান্ত সাম্য, নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সরকার।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইতিপূর্বে যে সব সমিতি গঠিত হয়েছিলো, সেই সব সমিতির সদস্যদের সঙ্গে প্যাট্রিয়ট দলের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিলো এবং এই সংযোগ প্যাট্রিয়ট দলের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছিলো। এইসব

সমিতির মধ্যে অকাদেমি, কৃষিসমিতি, পাঠচক্র, বিভিন্ন জনকল্যাণকামী গোষ্ঠী এবং মেসনিক আবাসসমূহের নাম করা যেতে পারে। মেসনিক গ্র্যাণ্ড অরিয়েণ্টের গ্র্যাণ্ড মাষ্টার দ্যুক দর্লেয়াঁর বৈজ্ঞানিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু গ্র্যাণ্ড অরিয়েণ্টের প্রধান প্রশাসক দ্যুক দ্য লুক্সেমবুর (Duc de Luxembourg) অভিজাত স্বার্থরক্ষায় তৎপর আর মেসনিক আবাসসমূহের মধ্যে অভিজাতদের সংখ্যাই বেশী ছিলো। অতএব মেসনসম্প্রদায় বিভক্ত না হয়ে কীভাবে বিপ্লবে যোগ দিতে পারে তা বোঝা কঠিন।

প্যাট্রিয়ট দলের প্রচার দেশব্যাপী বিতর্কের সূত্রপাত করে কিন্তু রাজকীয় প্রশাসন এই বিতর্কে কোনো আপত্তি করে নি। রাজা স্বয়ং তাঁর প্রজাদের স্টেট্স-জেনারেল সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহ্বানকে সুযোগহিসাবে ব্যবহার করলেন রাজনৈতিক নিবন্ধ লেখকেরা। অজস্র রাজনৈতিক পুস্তিকায় শুধু স্টেট্স-জেনারেল সম্পর্কেই নয়, দেশের যাবতীয় সমস্যা নিয়েও খোলাখুলি আলোচনা হতে লাগলো। কিন্তু প্যাট্রিয়ট গোষ্ঠী রচিত পুস্তিকায় যে নিপুণ চাতুর্য ছিলো তা অন্যান্য পুস্তিকায় ছিলো না। একটি বিশেষ দাবির দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো: তৃতীয় এস্টেটের সদস্যসংখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেটের সদস্য-সংখ্যা একত্রিত করলে যা দাঁড়াবে তার চেয়ে কম হবে না; নজীর হিসাবে প্রাদেশিক সভাসমূহের এবং দোফিনের দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে তুলে ধরেছিলো তারা। আর এ বিষয়ে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কৌশল ছিলো: আবেদন পত্রে পত্রে প্রশাসনকে ভাসিয়ে দেওয়া। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সব কিছুই নির্ভর করছিলো নেকেরের ওপর।

কিন্তু এই মুহূর্তে অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত নেকেরের প্রধান চিন্তা অর্থ, স্টেট্স-জেনারেলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ নির্ধারণ করা নয়। তিনি সমূহ আর্থিক সংকট পার হলেন ব্যাঙ্ক অব্ ডিসকাউণ্ট থেকে টাকা তুলে। পরিবর্তে যে সব মূলধনীমালিক অগ্রিম এই অর্থ যোগালেন, তাঁদের তিনি ভবিষ্যতে প্রদেয় করের প্রাপ্তি রসিদ দিলেন। আসলে এভাবে তিনি কিছুটা সময় কিনে নিতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর আশা ছিলো, স্টেট্স-জেনারেল সব রাজস্বসংক্রান্ত বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটাবে। কিন্তু স্টেট্স-জেনারেল যদি অভিজাত আধিপত্য বজায় থাকে, তবে সরকারকে সম্পূর্ণভাবে তাদের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে এবং তাদের দাক্ষিণ্যের ওপর যে নির্ভর করা যায় না, তার প্রমাণ বারবার

মিলেছে। অথচ নেকের তৃতীয় এস্টেটের কর্তৃত্বও মেনে নিতে চান নি। সুতরাং যে উপায়ে তিনি সব কিছু মেলাতে চেয়েছিলেন তা হল; তৃতীয় এস্টেটের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে কিন্তু একমাত্র অর্থসংক্রান্ত প্রশ্নেই মাথাপিছু ভোটের ব্যবস্থা থাকবে। এতে করসাম্য হবে কিন্তু শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্নে সংঘাত আসবে যার ফলে রাজার মধ্যস্থতা অনিবার্য হয়ে পড়বে। নেকের ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর কাঙ্খিত সমাধান ছিলো: অভিজাতদের নীলরক্তের মর্যাদা রক্ষিত হবে একটি হাউস অব লর্ডসে; এবং কুলশীলের পার্থক্য মুছে দিয়ে যোগ্য ব্যক্তির যে কোনো সরকারী পদে নিয়োগের অধিকার স্বীকার করে নিলে বর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষোভ মিটবে।

কিন্তু এই ধরনের পরিকল্পনা নেকেরের মনে থাকলেও তিনি তা প্রকাশ করেন নি। বিদেশী, প্রোটেস্টাণ্ট ও সর্বোপরি ভুঁইফোঁড় নেকের দরবারী অভিজাত ও রাজার সন্দেহভাজন। উপরন্তু মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য তাঁর বিরোধী। সুতরাং হঠকারী কোনো কাজ করে তিনি তাঁর মন্ত্রিপদ খোয়াতে চান নি। কালনের মতো তিনিও ভেবেছিলেন যে, প্রধানদের সভা হয়তো তৃতীয় এস্টেটের সদস্যসংখ্যা দ্বিগুণ করার প্রস্তাব মেনে নিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৬ই নভেম্বর (১৭৮৮) আবার প্রধানদের সভা আহ্বান করেন। কিন্তু মিথ্যা আশা কুহকিনী। প্রধানরা তাদের শ্রেণীচরিত্র অস্বীকার করে তার প্রস্তাব মেনে নেয় নি। পক্ষান্তরে, যাদের ধমনীতে রাজরক্ত প্রবহমান, এমন উচ্চকোটির অভিজাতরা লুইর কাছে যে আবেদনপত্র পাঠায়, তাতে ঐতিহ্যাগত অধিকারসমূহ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত। এই আবেদন পত্রকে আভিজাতিক অধিকারের ঘোষণা বললে অত্যুক্তি হবে না। এতে বলা হয়েছিলো: "রাষ্ট্র বিপদগ্রস্ত....প্রশাসনিক নীতির বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছে....অচিরেই সম্পত্তির অধিকার আক্রান্ত হবে....সংস্কারের লক্ষ্য হবে সম্পত্তির সমতা; ইতিমধ্যেই সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বিলোপের প্রস্তাব করা হয়েছে.... মহামহিম ফরাসী নৃপতি কি তাঁর পুরাতন, শ্রদ্ধাবান ও বীর অভিজাত সম্প্রদায়কে এভাবে অপমানিত ও পরিত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করতে পারেন? তৃতীয় এস্টেট প্রথম দুটি সম্প্রদায়ের অধিকারের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকুক....হয়তো তৃতীয় এস্টেটের ওপর করের বোঝা বেশি....তা হ্রাস করার চেষ্টাতেই সে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখুক; তাহলে প্রথম দুটি সম্প্রদায় তৃতীয় এস্টেটকে প্রীতির চক্ষে দেখবে এবং অর্থ-

সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষঅধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে তাদের সাধারণ দায়িত্ব সকলের সঙ্গে সমভাবে বহন করবে।"

এই ঘোষণার মূল সূত্র হল: অন্যান্য সুযোগসুবিধা অব্যাহত থাকলে অভিজাতরা করসাম্য মেনে নিতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে: ব্রিয়েনের পতনে রাণী বিরক্ত ও অভিজাত বিদ্রোহে রাজা বিক্ষুব্ধ। নেকের এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। ২৭শে ডিসেম্বর পরিষদের আদেশে তৃতীয় এস্টেটের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়। এই আদেশে ভোটদানের পদ্ধতি নির্ধারিত না হওয়ায় ষোড়শ লুইকে সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই সমালোচনা ভিত্তিহীন, কারণ নেকেরের প্রতিবেদনে স্পষ্ট উল্লেখ ছিলো যে, প্রত্যেক সম্প্রদায় আলাদাভাবে ভোট দেবে। অবশ্য পরিষদীয় নির্দেশে তার উল্লেখ ছিলো না। তবে ইতিপূর্বে নেকের আর একটি ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছিলেন: কর ধার্য করার ব্যাপারে মাথাপিছু ভোটদানের কথাও স্টেট্স-জেনারেল বিবেচনা করতে পারে।

কিন্তু পরিষদীয় আদেশের পর তৃতীয় এস্টেট আর পিছনে ফিরে তাকায় নি, ধরে নিয়েছে মাথা পিছু ভোটদানের পদ্ধতিই সরকার মেনে নিয়েছেন এবং এই ধারণা নিয়েই অগ্রসর হয়েছে। ভোটদানের পদ্ধতি সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা অভিজাত সম্প্রদায় মেনে নেয় নি। তৃতীয় এস্টেটের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করার বিরুদ্ধে পোয়াতু (Poitou), ফ্রাঁসকতে (Franche-Comte) ও প্রভঁসের (Provence) অভিজাতরা সহিংস প্রতিবাদ জানায়। ব্রেতাইঁনে (Bretagne) শ্রেণীসংগ্রাম প্রায় গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়; ১৭৮৯-এর জানুয়ারির শেষদিকে রেনেতে (Rennes) সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং তৃতীয় এস্টেট এগিয়ে যায় বিপ্লবী সমাধানের দিকে। সিয়েসের বিখ্যাত পুস্তিকা 'তৃতীয় এস্টট কি'? এই সময়েই প্রকাশিত হয়। অভিজাত শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এই বইর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। এ-সময়েই মিরাবোর বক্তৃতায় রোমান নেতা মারিয়ুসের ভয়ঙ্কর প্রশংসা। মারিয়ুস রোমান অভিজাতদের ধ্বংস করেছিলেন।

১৭৮৯-র গোড়া থেকেই যখন প্রচণ্ড উৎসাহের মধ্যে নির্বাচনী অভিযান আরম্ভ হয়, তখন রাজার প্রতি জনসাধারণের আনুগত্যের অভাব ছিলো না, যদিও সামাজিক সঙ্কট ক্রমাগতই বাড়ছিলো। ১৭৮৯-র ২৪শে জানুয়ারী নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ প্রচারিত হয় এবং জনসাধারণকে তাদের 'অভিযোগের তালিকা' প্রস্তুত করার আহ্বান জানানো হয়। ঘোষিত

নির্বাচনের পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। সাধারণভাবে বলা চলে, বেইয়িয়াজ (Bailliage) ও সেনেশোশে (Sénéchaussée) নির্বাচনকেন্দ্র হিসাবে নির্দিষ্ট হয়। পারীকে একটি পৃথক নির্বাচনকেন্দ্রে পরিণত করা হয় এবং পুন-প্রতিষ্ঠিত দোফিনের এস্টেটগুলিকেও তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। স্টেট্‌স-জেনারেলের তিনটি এস্টেটের প্রতিনিধি অথবা ডেপুটিরা পৃথকভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। সুযোগ-সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। পঁচিশ বছরবয়স্ক ও তদূর্ধ্ব প্রত্যেক অযাজক অভিজাত, স্বসম্প্রদায়ের নির্বাচনী সভায় ভোটাধিকার পেলেন। এরা স্বয়ং উপস্থিত থেকে অথবা কোনো পরিবর্তের মাধ্যমে নির্বাচনী সভায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। এই অধিকার বিশপ ও প্যারিশীয় যাজকেরও ছিলো। ক্যানন ও মঠবাসী সন্ন্যাসীরা নির্বাচনী সভায় তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন। তৃতীয় এস্টেটভুক্ত মানুষদের ভোটাধিকার কিছুটা সীমাবদ্ধ ; তাদের নিবাচনপদ্ধতি জটিল ও পরোক্ষ। যারা বৎসরে মাথাপিছু ৬ লিভ্‌র কর দিতো, পারীতে তারাই ভোটাধিকার পেলো। অন্যত্র পঁচিশ বছর বয়স্ক যে ফরাসী নাগরিকের নাম করদাতাদের তালিকাভুক্ত ছিলো (করের পরিমাণ যত সামান্যই হোক্ না কেন), তাকেই প্রাথমিক নির্বাচনী সভায় ভোটাধিকার দেওয়া হয়। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের মানুষ হলে তার প্যারিশের, আর শহরের মানুষ হলে গিল্ডের প্রাথমিক নির্বাচনী সভায় সে ভোট দিতে পারে। সংক্ষেপে, অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই ভোটদানের অধিকারী হল। কেবলমাত্র যাদের নিজস্ব বাড়ির মালিকানা নেই অথবা পিতার বাড়িতে বসবাসকারী পুত্র, দরিদ্রতম মজুর, গৃহভৃত্য এবং নিঃস্ব ভবঘুরেরাই এই অধিকার পেল না। এই জটিল নির্বাচন প্রক্রিয়ার একাধিক ধাপ পেরিয়ে তবেই তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হতে পারতেন। এই ধাপের সংখ্যা দুই, তিন কি চার হবে, তা নির্ভর করতো নির্বাচন কেন্দ্রের চরিত্রের ওপর। কেন্দ্রটি শহর এলাকাভুক্ত না গ্রামীণ, মুখ্য বা গৌণ পর্যায়ের বেইয়িয়াজ বা সেনেশোশে তাই ছিল এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়।

জটিল নির্বাচন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের সরকারী উদ্দেশ্য হয়তো কিছু ছিলো। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক্ না কেন, এতে লাভ হয়েছিলো শহুরে ও বৃত্তিজীবী বুর্জোয়া শ্রেণীর। তৃতীয় এস্টেটের নির্বাচনী সভার আলোচনায় ও ভোটে এই শ্রেণীর আধিপত্য ছিল অবিসংবাদিত। এরা শিক্ষিত এবং মত প্রকাশের

প্রকৃত স্বাধীনতা এদেরই ছিলো। কারণ, তৃতীয় এস্টেটে কেবলমাত্র এই শ্রেণীরই পত্র-পত্রিকা ও রাজনৈতিক পুস্তিকা প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অর্থ ছিলো। নির্বাচন অভিযান চালাবার জন্যে যৌথভাবে উদ্যোগী হওয়ার অবসর ও সামর্থ্য ছিলো। গ্রামাঞ্চলের মজুর তো দূরের কথা, গ্রামীণ কারিগর ও কৃষকদের পক্ষেও এই অবসর বা সামর্থ্যের প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং তৃতীয় এস্টেটের অধিকাংশ প্রতিনিধিই যে বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে নির্বাচিত হবে তা খুবই স্বাভাবিক। তৃতীয় এস্টেটের যে ৬১০ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ আইনজীবী, ৫ শতাংশ অন্যান্য বৃত্তিজীবী, ১৩ শতাংশ শিল্পপতি, বণিক ও ব্যাংকমালিক ; কৃষিজীবীর সংখ্যা ৭ থেকে ৯ শতাংশের মধ্যে কিন্তু এদের মধ্যে প্রকৃত সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

নির্বাচিত হয়ে যাঁরা ভার্সেইয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে অনেক যোগ্য লোক ছিলেন সন্দেহ নেই। অভিজাত ও যাজকদের দ্বারা নির্বাচিত সংস্কার বিরোধী প্রতিনিধিদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন আবে মোরি (Abbé Maury) এবং কাজালে (Cazales)। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে দুপর[১২], আলেকসাঁদার লামেত[১৩] ও লাফাইয়েতের মত মুক্তপন্থী প্রতিনিধিরাই বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিদের অনেকেই অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্। অনেকেই সম্পন্ন, শিক্ষিত, পরিশ্রমী ও সৎ। এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার ইতিমধ্যেই বিশেষ সম্মান অর্জন করেছিলেন : বেইয়ি (Bailly)[১৪] ও তার্জে (Target)[১৫] অকাদেমি ফ্রাঁসেজের সভ্য। কেউ কেউ তাদের নিজস্ব প্রদেশে বিখ্যাত : দোফিনেতে মুনিয়ে (Mounier)[১৬] ও বার্নাভ, ব্রেতাইনে লাঁজুইনে (Lanjuinais)[১৭] ও লা শাপলিয়ে (La chapelier)[১৮] নর্মাঁদিতে তুরে (Thouret)[১৯] ও বুজ (Buzot)[২০], ফ্ল্যাঁদ্রে ম্যার্ল্যাঁ দ্য দুয়ে (Merlin de Douai)[২১] আর্তোয়ায় রোবসপিয়ের (Robespierre)[২২] অতি পরিচিত নাম।

রিয়ঁর (Riom) অভিজাতপ্রতিনিধি মার্কি দ্য লাফাইয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। তৃতীয় এস্টেটের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও প্রভাবশালী প্রতিনিধি সিয়েস ও মিরাবো বিশেষ সুযোগসুবিধাভোগীশ্রেণী থেকে আসেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পারলে অভিজাতশ্রেণী নতুন সুসংস্কৃত সমাজে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতো।

সিয়েস ও মিরাবো উভয়েই প্রভঁসের মানুষ। শার্ত্রের (Chartres)

কানন সিয়েস পারী থেকে নির্বাচিত হন। স্টেট্‌স-জেনারেলের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর প্রথম কয়েকটি সপ্তাহ তিনিই তৃতীয় এস্টেট্‌কে পরিচালনা করেন। আগেই বলা হয়েছে যে, সিয়েসই প্রথম 'সার্বভৌম জাতি' এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং জাতি অর্থে তিনি তৃতীয় এস্টেটকেই বুঝেছেন। নতুন সংবিধান রচিত ও কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত জাতির অর্থাৎ তৃতীয় এস্টেটের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত হবে—এই ছিলো সিয়েসের অভিমত। তিনি বুর্জোয়া মতাদর্শের ব্যাখ্যাকার এবং সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নাগরিকের পার্থক্যও তাঁর সৃষ্টি। তিনি বাগ্মী ছিলেন না, কোনো বিষয়ের একাগ্র অনুশীলনও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না, পরিশীলিত আভিজাতিক আলস্য ছিলো তাঁর। অতএব তিনি রাজনৈতিক প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু মিরাবোর ছিলো প্রকৃত রাষ্ট্রবিদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, অতুলনীয় বাগ্‌বিভূতি এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা। কিন্তু তাঁর কলঙ্কিত যৌবন ও সততার প্রতি উন্নাসিক ঔদাসীন্যের জন্যে তিনি সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হতে পারেননি। রাজা ইচ্ছা করলেই তাঁকে কিনে নিতে পারেন একথা কারুরই অবিদিত ছিলো না। মিরাবো কিংবা সিয়েসের পক্ষে তৃতীয় এস্টেটকে চালনা করা সম্ভব ছিলো না। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় এস্টেট একটি অখণ্ড সমষ্টিগত রূপ নেয়।

নির্বাচনী অভিযানের সময়েই শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রবক্তাহিসাবে প্যাট্রিয়ট্‌দলের আবির্ভাব ঘটে। অভিযোগের তালিকারচনায় এই দলের মুখ্য ভূমিকা। অথচ এই তালিকা রচনায় নেকেরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারতো। রিয়ঁ থেকে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধি মালুয়ে (Maloue)[২৩] 'জনমত'কে প্রভাবিত করার জন্য নেকেরকে একটি রাজকীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বলেছিলেন। এতে অভিজাতদের সতর্ক করে দেওয়া যেতো এবং তৃতীয় এস্টেটের অতি উৎসাহের নিয়ন্ত্রণও সম্ভব হতো। নেকের এই পরামর্শের গুরুত্ব বোঝেন নি তা নয়, কিন্তু তৃতীয় এস্টেটের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করায় ইতিপূর্বে তাঁকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই এখন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ অতি সতর্ক, এই বাড়তি ঝুঁকি নিতে চান নি তিনি। রাজাকে নিরপেক্ষ থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত নেকেরও যে-কোনো ভাবে স্বপদে বহাল থাকতেই চেয়েছিলেন।

তৃতীয় এস্টেটের 'অভিযোগের' তালিকা রচনায় বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে পারী থেকে 'আদর্শ অভিযোগের তালিকাও পাঠানো হয়েছে। সাধারণভাবে এই তালিকা বুর্জোয়া আইন-

জীবীদের রচনা। কোনো কোনো তালিকায় মৌলিকতাও চোখে পড়ে। এতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, যা বিশেষভাবে বুর্জোয়াদের মাথাব্যথা, তার কথা নেই আছে সাধারণ মানুষের ওপর নিদারুণ করভারের ক্রুদ্ধ সমালোচনা। এই সব তালিকায় জনমত সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত একথা মনে করাও ভুল কারণ ম্যানরের বিচারকদের সম্মুখে কৃষকেরা তাদের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করবে একথা আশা করা যায় না। উপরন্তু শ্রমিকশ্রেণী এই আলোচনায় যোগ দেয় নি। অথবা বেইরিয়াজ থেকে পাঠানো অভিযোগের তালিকা যে প্রতিনিধিত্বমূলক তাও ভাবার কোনো কারণ নেই। কারণ যে সব দাবি বুর্জোয়াদের মনোমত নয় অথবা যাতে তাঁদের কোনো উৎসাহ ছিলোনা তা তারা সোজাসুজি তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিতো। গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষ করসাম্য এবং করভার লঘু হোক শুধু তাই চায় নি, দিম ও ম্যানরের অধিকারের বিলোপ, সামন্তপ্রভুর আধিপত্যের অবসান, শস্যের বাজারের নিয়ন্ত্রণ এবং পুঁজিবাদ যাতে আরো বিস্তৃত না হয় তাও চেয়েছিলো। সাধারণ মানুষ যেমন অভিজাত-সম্পত্তি ও বিশেষ সুযোগসুবিধার বিলোপ চেয়েছিলো, তেমনি বুর্জোয়া ধনাকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণও চেয়েছিলো।

অভিযোগের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে অভিজাত ও বুর্জোয়া কোনো শ্রেণীরই রাজার প্রতি আনুগত্যের অভাব ছিলো না। উপরন্তু, উভয় শ্রেণীর আরো কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্য ছিলো। তারা চেয়েছিলো রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিদের অনুমোদিত আইন-শাসিত রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় উৎপীড়ন থেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা; প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার সংস্কার। জাতীয় ঐক্যের কামনার সঙ্গে আঞ্চলিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছাও যুক্ত হয়েছিলো। কারণ কেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা জমে উঠেছিলো। কিন্তু উভয় শ্রেণীই ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও রাষ্ট্রের লৌকিকীকরণের বেশি অগ্রসর হওয়া অনুচিত বলে মনে করতো। সাধারণ পূজাপার্বনের ভার ক্যাথলিক চার্চের থাকবে এবিষয়েও তাদের দ্বিমত ছিলো না। ধর্মীয় উপদেশদানের অধিকার, দরিদ্রসেবা, জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধীকরণের ভারও চার্চের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার কথা তাদের মনে হয়নি। কিন্তু এতে যাজক সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হতে পারে নি; সংবাদপত্রে চার্চের মতবাদের সমালোচনা অথবা ধর্মবিশ্বাসী এবং ধর্মদ্বেষীদের সমানাধিকার তারা মেনে নিতে পারে নি। এই কয়েকটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে অভিজাত ও বুর্জোয়াদের সঙ্গে যাজক সম্প্রদায়ের মতানৈক্য

ছিলো না। সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, সমগ্র জাতি স্বাধীনতা চাইছিলো।

কোনো কোনো তালিকায় শ্রেণীসংঘাতের লক্ষণও সুস্পষ্ট ছিলো। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, সুবিধাভোগী শ্রেণী একথা প্রায় মেনেই নিয়েছিলো। কিন্তু তাঁরা সাম্প্রদায়িক পার্থক্য এবং ঔপাধিক ও ম্যানরীয় অধিকার বজায় রাখতে চেয়েছিলো। কিন্তু তৃতীয় এস্টেট স্বাধীনতা ও অধিকারের সমতা অবিচ্ছেদ্য বলেই ধরে নিয়েছিলো।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, রাজকীয় মধ্যস্থতা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিলো। রাজার আইন অনুমোদনের অধিকার ও প্রশাসনিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হোক্ তা কেউই চায়নি; বরং এটাই সাধারণ ধারণা ছিলো যে, স্বৈরাচার বর্জন করে এবং স্টেটস্-জেনারেলের ইচ্ছার সঙ্গে সংগতি রেখে রাজ্যশাসন করে কাপেতীয় রাজবংশ তার জাতীয় চরিত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। সংস্কার সত্ত্বেও রাজক্ষমতা হ্রাস না পাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিলো। কারণ, অভিজাত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা আপসের পথই বেছে নিয়েছিলেন। মালুয়ে ও বুনিয়ের মতো বুর্জোয়া নেতারা চেয়েছিলেন প্রধানত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিলোপ। তাঁদের ধারণা ছিলো, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ স্বৈরাচারকেই কায়েম করবে। কৃষকদের নিয়ে তাঁদের কোনো মাথাব্যথা ছিলো না। অতএব ম্যানরীয় অধিকার ও অভিজাতদের ঔপাধিক প্রাধান্য মেনে নিতে তারা অসুবিধা বোধ করেন নি। উভয় সম্প্রদায়ই আপস চাইছিলো। কেননা ইতিমধ্যেই গৃহ-যুদ্ধের পূর্বাভাস ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো।

ফরাসা রাজতন্ত্রের দুর্ভাগ্য! এ-সময়ে যদি ফ্রান্সের সিংহাসনে এমন কোনো রাজা অধিষ্ঠিত থাকতেন যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত অথবা এমন কোনো মন্ত্রী থাকতেন যাঁর যোগ্যতা সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বে, তাহলে রাজতন্ত্রের পক্ষে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে আপসের পথে নিয়ে যাওয়া হয়তো অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু রাজা নিতান্তই ষোড়শ লুই, চতুর্থ আঁরি[২৪] নন, আর মন্ত্রী নেকেরও রিশল্যু[২৫] নন। অতএব জাতি নিজেই তার পথ কেটে অগ্রসর হলো।

১৩

বুর্জোয়াশ্রেণীর বিজয়

আপসের দিকে কিন্তু রাজা গেলেন না বরং নেকেরকে মন্ত্রীত্ব থেকে অপসারণের চেষ্টা চলতে লাগলো। অনুতপ্ত পারীর পার্লমঁ এবার সানন্দে রাজসভার সহযোগিতা করতে স্বীকৃত হলো। এপ্রিলে গুজব ছড়িয়ে পড়লো নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে এবং স্টেট্‌স-জেনারেলের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকবে। প্রতিনিধিদের 'যাচাইকরণের' ব্যাপারেও মন্ত্রিসভায় মতানৈক্য দেখা দিল। এই মতানৈক্যের জন্যই সম্ভবত স্টেট্‌স-জেনারেলের অধিবেশন কয়েকদিন পিছিয়ে যায়।

অধিবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হয় ভ্যর্সেইয়ে পারীতে নয়। ভ্যর্সেইয়ে অধিবেশন হলে রাজা শিকার করতে পারবেন, রাণীরও প্রমোদলীলায় বাধা পড়বে না। তাছাড়া পারী যথেষ্ঠ নিরাপদ বলেও মনে হয়নি রাজসভার কাছে।

অধিবেশনের আগে রাজসভার কোনো কোনো ব্যবস্থায় খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তৃতীয় এস্টেট ও অপর দুই সম্প্রদায়ের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছিলো যেমন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে আলাদা পোশাক নির্দিষ্ট করা হয়, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে পথকভাবে রাজার কাছে উপস্থিত করার ব্যবস্থা হয়। এতে তৃতীয় এস্টেট অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে।

ততীয় এস্টেটের অধিবেশনের স্থানও আলাদা। ওতেল দ্য মেন্যু প্লেজিরে (Hotel de Menus-Plaisirs) যাজক ও অভিজাতদের অধিবেশনের স্থান নির্দিষ্ট হয় আর তৃতীয় এস্টেটের জন্য নির্দিষ্ট হয় রুা দে শঁতিয়ের (Rue des Chantiers) 'জাতীয় হলে'। স্পীকারের প্ল্যাটফর্মের ওপর দর্শকেরা বসতেন এবং আলোচনায়ও অংশগ্রহণ করতেন। এই ব্যবস্থা কঁভঁসিয়ঁর (Convention) অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এতে তৃতীয় এস্টেটের গুরুত্বই শুধু বাড়েনি, এই এস্টেটের ওপর জনতার চাপ অতিশয় প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক হয়ে পড়ে।

১৭৮৯-এর ৫ই মে স্টেট্‌স-জেনারেলের অধিবেশন আরম্ভ হয় ঘোড়শ

লুইর প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে। লুইর পর ভাষণ দেন বারঁতঁ্যা (Barentin), তারপর নেকের। নেকের তাঁর তিনঘণ্টার ভাষণে রাজস্ব পরিস্থিতি ও প্রস্তাবিত সংস্কারে বিবরণ দেন এবং সম্প্রদায়গতভাবে ভোটদানের নির্দেশ দিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ করেন। নেকেরের একঘেয়ে ও প্রায় অন্তহীন বক্তৃতায় ক্লান্ত, আশাহত তৃতীয় এস্টেটের তিক্ত প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ছিলো। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সদস্যদের যাচাইকরণের পরই এস্টেটসমূহ বৈধভাবে সংগঠিত হয়েছে বলে স্বীকৃতি পেত। সুতরাং ৬ই মে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় আলাদাভাবে তাদের সদস্যদের যাচাইকরণের পর নিজেদের সংগঠিত করে। কিন্তু তৃতীয় এস্টেট যাচাইকরণে অস্বীকৃত হয়। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে এই এস্টেট নিজেকে সংগঠিত করতে রাজী হয় নি। এই এস্টেট দাবী করে যে, একমাত্র তিনটি এস্টেটের সম্মিলিত অধিবেশনেই যাচাইকরণ বৈধ। পরিণামে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় তা তৃতীয় এস্টেটের নেতা মিরাবোর অভিপ্রেত ছিলো। কারণ তিনি জানতেন, এই দাবীতে অবিচল থাকলে স্টেট্স-জেনারেলের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অসম্ভব। মিরাবোর রাজনৈতিক কৌশল এবং যাজক সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত বিভেদ সম্প্রদায়গত সংঘাতে তৃতীয় এস্টেটকে বিজয়ী করে।

এই সংকট সমাধানের জন্য রাজার মধ্যস্থতার প্রস্তাব অভিজাত সম্প্রদায় মেনে নিতে অস্বীকার করে। মাসখানেক এভাবে চলার পর সিয়েসের প্রস্তাব অনুযায়ী তৃতীয় এস্টেট অন্য দুটি এস্টেটকে যুক্ত অধিবেশনের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলে যে, তিনটি এস্টেটের সম্মিলিত অধিবেশনে যাচাইকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোক্। তারপর তৃতীয় এস্টেট যাচাইকরণ শুরু করে ১২ই জুন, শেষ করে ১৪ই জুন। কিছু প্যারিশীয় যাজক এই আহ্বানে সাড়া দেয়, কিন্তু কোনো অভিজাত উপস্থিত হয়নি। দুইদিন বিতর্কের পর ১৭ই জুন তৃতীয় এস্টেট 'জাতীয় সভা' নাম গ্রহণ করে এবং কর ধার্য করার অধিকার নিজের হাতে তুলে নেয়।

ষোড়শ লুইর এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিলো না। কিন্তু ১৯শে জুন অধিকাংশ যাজক তৃতীয় এস্টেটের সঙ্গে মিলিত হন। বিশপেরা সন্ত্রস্ত হয়ে রাজার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। মন্ত্রিসভাও রাজার হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। রাষ্ট্রীয় পরিষদ ২২শে জুন রাজকীয় অধিবেশনের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু এই অধিবেশনে রাজা তাঁর ভাষণে কি বলবেন সে বিষয়ে মন্ত্রিসভার কোন মতৈক্য ছিলো না। নেকেরের প্রস্তাব ছিলো এই যে, করসাম্য, প্রত্যেক ফরাসী নাগরিকের উচ্চরাজপদে নিয়োগের অধিকার এবং

স্টেট্স-জেনারেলের সংগঠনে মাথাপিছু ভোটের দাবী রাজা মেনে নেবেন। কিন্তু তৃতীয় এস্টেটকেও তিনটি সম্প্রদায়ের যুক্ত অধিবেশনের দাবী ছাড়তে হবে এবং রাজার সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ভীটোর অধিকার মেনে নিতে হবে। এভাবেই সম্প্রদায়গত ভোটের দ্বারা নেকের আভিজাতিক বিশেষ সুযোগসুবিধা ও সম্পত্তি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। নেকেরের প্রস্তাবে মন্ত্রিসভার মতৈক্য হয়নি, রাজাও ইতস্তত করেছিলেন, কোনো সিদ্ধান্তে পোঁছোতে পারেননি। অতএব রাজকীয় অধিবেশন এক-দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়।

২০শে জুন তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা সভাকক্ষে ঢুকতে পারলেন না। সভাকক্ষের দ্বার বন্ধ ছিলো। জানা গেল, রাজকীয় অধিবেশনের জন্যে কক্ষের সংস্কার হচ্ছে। এই অতিশয় স্বচ্ছ অজুহাতের অর্থ তৃতীয় এস্টেটের বুঝতে দেরী হয়নি। সুতরাং সেই মুহূর্তেই কথা উঠল তৃতীয় এস্টেট পারী চলে যাবে। পারীর জনতার আশ্রয় নেবে। তখন বৃষ্টি পড়ছিলো। তৃতীয় এস্টেট হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই মুনিয়ে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিদের নিয়ে কাছাকাছি একটা আচ্ছাদিত টেনিসকোর্টে ঢুকে পড়েন। এখানেই মুনিয়ে সেই শপথ বাক্যের প্রস্তাব করেন যা ফ্রান্সের ইতিহাসে টেনিসকোর্টের শপথ নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। শপথ বাক্যটি হল: যতদিন ফ্রান্সে নতুন সংবিধান রচিত না হচ্ছে ততদিন তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে। দুয়েকজন বাদে সব সদস্যই এই শপথবাক্যে সই করেন। অতএব রাজকীয় অধিবেশনের পূর্বেই পার্লমঁর মতো তৃতীয় এস্টেটও বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

২২শে জুন রাজা নেকেরের প্রস্তাব নাচক করে দিলেন। ২৩শে জুন রাজকীয় অধিবেশনের পূর্বে ওতেল দ্য মেন্যু প্লেজির সশস্ত্র বাহিনী ঘিরে রাখে। রাজা যখন সভাকক্ষে ঢুকলেন কোনো হর্ষধ্বনি উঠল না; সভাকক্ষে অস্বস্তিকর নীরবতা। বারঁতাঁ দুটি ঘোষণা পড়ে গেলেন। ঘোষণার বিষয়-বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: স্টেট্স-জেনারেলের কর বসানোর, ঋণসংগ্রহের এবং বাজেটের বিভিন্ন ব্যয়বরাদ্দের অনুমোদনের ক্ষমতা থাকবে; ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে; প্রাদেশিক এস্টেটের মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত হবে; একটি বিস্তৃত সংস্কার পরিকল্পনা স্টেট্স-জেনারেল কর্তৃক বিবেচিত হবে; কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় সংগঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে যাজকসম্প্রদায়ের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। নেকেরের ৪ঠা জুনের প্রস্তাব অনুযায়ী যাচাই-করণ সম্পন্ন হবে—অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায় প্রথম নিজস্ব সম্প্রদায়ের যাচাই-

করণ সম্পন্ন করবে, তারপর ফলাফল অপর দুটি সম্প্রদায়কে জানাবে এবং ফলাফল সম্পর্কে তাদের কোনো আপত্তি থাকলে তা আবার বিবেচিত হবে ; তিনটি সম্প্রদায়ের স্বার্থজড়িত এমন বিষয়ের আলোচনার জন্যে যুক্ত অধিবেশন হতে পারবে ; কিন্তু সাম্প্রদায়িক পার্থক্য থাকবে ; স্টেট্স-জেনারেলের সংগঠন, ম্যানরব্যস্থা ও ঔপাধিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে মাথাপিছু ভোট চলবে না। পরিশেষে এস্টেটসমূহের পৃথক অধিবেশনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অতএব শেষপর্যন্ত যা দাঁড়াল তা হল : নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হবে। কিন্তু ঐতিহ্যাগত সামাজিক অসাম্য ও অভিজাত প্রাধান্যও সমভাবে বর্তমান থাকবে। রাজার এই ঘোষণায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আপসের সম্ভাবনা রইল না। অতএব আসন্ন বিপ্লবের প্রধান দায়িত্ব হল অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠা। ভাষণান্তে রাজা সভাকক্ষ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই অভিজাত ও যাজকেরা তাঁকে অনুসরণ করেন। কিন্তু তৃতীয় এস্টেটের সদস্যরা তাঁদের আসন থেকে নড়লেন না। রাজকীয় অনুষ্ঠানরীতির প্রধান পরিচালক (Grand master of Ceremonies) ব্র্যজে (Breze) রাজাদেশের পুনরাবৃত্তি করে তৃতীয় এস্টেটকে সভাকক্ষ ত্যাগের নির্দেশ দেন। প্রত্যুত্তরে মিরাবোর ঘোষণা প্রসিদ্ধিলাভ করেছে : বেয়নেটের সাহায্য ছাড়া এই আসন থেকে আমাদের নড়ানো যাবে না। কিন্তু বেইয়ি ও সিয়েসের জবাব আরো অর্থবহ। বেইয়ি বলেন : সম্মিলিত জাতিকে কেউ আদেশ দিতে পারে না। সিয়েসের জবাব হল : আপনারা গতকাল যা ছিলেন, আজও তাই আছেন। তারপর পারীর পার্লমঁর মতো তৃতীয় এস্টেট রাজকীয় অধিবেশনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ইতিপূর্বে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করলো এবং সদস্যদের নিরাপত্তা অলঙ্ঘনীয় বলে ঘোষণা করলো।

রাজ-আদেশের বিরুদ্ধে এই চ্যালেঞ্জ কতটা কার্যকর হত সন্দেহ ছিলো। কিন্তু ইতিমধ্যে গণবিক্ষোভ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। সুতরাং তৃতীয় এস্টেটের বিরুদ্ধে রাজ-আদেশ টিকল না : যাজকদের অধিকাংশ এবং ৪৭ জন অভিজাত তৃতীর এস্টেটের সঙ্গে যোগ দিলেন। ২৭শে জুন রাজা অবশিষ্ট সদস্যদেরও যোগ দিতে আদেশ দিলেন। অতএব প্রাথমিক সংগ্রামে তৃতীয় এস্টেটই জয়ী হল। ৭ই জুলাই সংবিধান রচনার জন্যে কমিটি গঠিত হল, ঠিক দুদিন পর এবিষয়ে মুনিয়ে তাঁর প্রতিবেদন পেশ করলেন। এই দিন থেকে জাতীয় সভা সংবিধান সভায় পরিণত হল। ১১ই জুলাই লাফাইয়েৎ মানবিক অধিকারের ঘোষণার প্রথম খসড়া পেশ করেন।

কিন্তু তৃতীয় এস্টেটের বুর্জোয়াদের এই বিজয় এসেছে পারীর পার্লমঁর পন্থা অনুসরণ করে। স্টেট্স-জেনারেলের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর ঘটনা-প্রবাহের এই পরিণতিকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক 'আইনানুগ বিপ্লব' নাম দিয়েছেন। কিন্তু যে বিপ্লবের ফলে প্রথাসিদ্ধ সমাজ ও অর্থনীতির মৌলিক ভিত্তি অটুট থাকে তাকে কি জাতীয় বিপ্লব বলা যাবে? কারু কারু মতে এই বিপ্লবকে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবও বলা চলে। কিন্তু শান্তি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা কতটুকু ছিলো? তৃতীয় এস্টেটের মধ্যেও একটি সংখ্যালঘু রক্ষণশীল গোষ্ঠী ছিলো। এদের সংখ্যা ছিলো ৮৯। তৃতীয় এস্টেটকে জাতীয় সভায় রূপান্তরিত করার স্বপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন ৪৯১ জন। এই ৮৯ জন ভোট দিয়েছিলেন বিপক্ষে। তৃতীয় এস্টেটের এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, যাজক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ এবং অভিজাতদের একটি মুক্তপন্থী খণ্ডাংশ অভিজাতদের সঙ্গে আপসের পক্ষে ছিলেন। জুনের শেষে গণআন্দোলন জনিত উদ্বেগ এই আপস প্রবণতাকে প্রবলতর করে।

কিন্তু সব আপস প্রচেষ্টাই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার জগদ্দল পাথরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী ও জনসাধারণ এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা মুছে দিতে কৃতসংকল্প; অভিজাতশ্রেণী এই ব্যবস্থার সংরক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শেষ বিশ্লেষণে রাজা পুরনো অভিজাত প্রভাবিত সমাজের রক্ষক। অতএব তৃতীয় এস্টেটকে স্ববশে আনার জন্যে রাজা জুন মাসের শেষ ভাগে সৈন্যদল আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু রাজার হিসাবে একটা মারাত্মক ভুল ছিলো: তিনি জনতাকে বিস্মৃত হয়েছিলেন।

কিন্তু নেকের ও তাঁর অনুগামীরা মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত সৈন্যবাহিনী নিয়োগ সম্ভব ছিলো না। মারেশাল দ্য ব্রগ্লি (Marechal de Broglle) ও বার্ঁ দ্য ব্র্যতইকে (Baron de Breteuil) ডেকে আনা হয়েছিলো ইতিমধ্যেই। ১১ই জুলাই হঠাৎ নেকেরকে পদচ্যুত ও রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হল। নেকেসের পদে নিযুক্ত হলেন বার্ঁ দ্য ব্র্যতই। এবার রঙ্গমঞ্চে সেনাবাহিনী আসবে, বুর্জোয়া সংবিধান সভার তা বুঝতে দেরী হয় নি, কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিলো না। তৃতীয় এস্টেট বিদ্রোহী; বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পণের অবমাননা রাজা অথবা তার অভিজাতরা স্বীকার করবেন না। কিন্তু সৈন্যবাহিনী ডেকে রাজা যে ভয়ঙ্কর খেলা খেলতে শুরু করলেন তা যদি ব্যর্থ হয় তা হলে যে রক্ত ঝরবে সেই রক্তের দাগ স্যানের সব জল দিয়েও মুছে দেওয়া যাবে না—একথা রাজা অথবা তার অভিজাতরা বোঝেন নি।

সৈন্যবাহিনী আহ্বান শ্রেণী সংঘাতকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করে। হঠাৎ বিপ্লবের চরিত্র পাল্‌টে গেল। যা এতদিন ছিলো না, যা বুর্জোয়ারাও চায় নি, এমন একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হল: জনতার হস্তক্ষেপ। জনতার অভ্যুত্থান আর্থনীতিক সংকট ও স্টেট্‌স-জেনারেল আহ্বানের ফলশ্রুতি। জনতার অগ্নিময় স্পর্শে পূর্বতন ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ে।

আর্থনীতিক সংকট

১৭৮৭-তে যে বিপ্লবী চক্র শুরু হয় তা ১৭৮৯-এর আর্থনীতিক সংকটকে প্রভাবিত করে। এই সংকটের পশ্চাতে গণআন্দোলন ও হিংস্র সংঘাতের শোভাযাত্রা। ১৭৮৭-তে কৃষি রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামীণ বাজারের বেচাকেনারও উন্নতি হয়। এমন কি অর্থনীতিতে একটা নতুন জোয়ার এসেছে বলেও মনে হয়। দীর্ঘদিনের নিশ্চলতার পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আবার গতি সঞ্চারিত হয়, বিশেষত উপনিবেশজাত পণ্যের বাণিজ্য উন্নতির শীর্ষে পৌঁছোয়। কিন্তু ১৭৮৮-এর শস্যহানিতে মূল্যমানের যে উর্ধ্বগতি শুরু হয় ১৭৮৯-এ তা ১৭৭০-এর উচ্চমূল্যমানের বিন্দুকেও অতিক্রম করে যায়। ১৭৮৯-এ মূল্যমান বৃদ্ধির এই আকস্মিকতা দীর্ঘকাল ধরে পীড়িত অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দেয়। মূল্যমানের এই উর্ধ্বগতির সঙ্গে ১৭৮১ থেকে মদ্যমূল্যের নিম্নাভিমুখিতা কৃষক সমাজের এক বিরাট অংশকে বিপন্ন করে। অথচ সংখ্যালঘু ভূম্যধিকারী সামন্তপ্রভু ও জোতদার খাদ্যশস্যের মূল্যমানের আকস্মিক উর্ধ্বগতিতে বিশেষভাবে লাভবান হয়। এভাবে মূল্যমান ও রাজস্বের চক্রাকার আন্দোলন একত্রিত হয়ে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছোয় এবং সমগ্র কৃষকসমাজ ও সংখ্যালঘু সামন্তপ্রভুর দ্বন্দ্বকে বিস্ফোরক মুহূর্তে নিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে শহরের সংকটও ঘনীভূত, হয়তো আরো গভীর। ১৭৮৮-র উৎপাদনহ্রাসের সংকট সহসা দেশকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। ১৭৮৬-র বাণিজ্যচুক্তির ফলে বস্ত্রশিল্পের ভীষণ ক্ষতি হয় এবং শ্রমিক ধর্মঘট শিল্পক্ষেত্রে গভীর সংকটের সৃষ্টি করে। ১৭৮৯-এ বস্ত্রের উৎপাদন ১৭৮৮-র অর্ধেকে গিয়ে দাঁড়ায়। সর্বব্যাপী আর্থনীতিক সংকট শেষ পর্যন্ত বহির্বাণিজ্যকেও স্পর্শ করে। একদিকে বেতন হ্রাস ও ধর্মঘট, অন্যদিকে খাদ্যশস্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতির ফলে ১৭৮৯-র বসন্তকালে পূর্বতন ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্যোগময় মুহূর্ত উপস্থিত হয়।

চরম সংকটে পীড়িত মানুষের উন্মাদ ক্রোধ সামন্তপ্রভুর প্রাসাদ ভেঙে

দেয়। জনতা খাদ্যশস্যের পরিবহণবহর, করসংগ্রাহকের দপ্তর লুটে নেয়, শুল্ক বেড়া আক্রমণ করে। সর্বত্র এমন উত্তেজিত আবেগ সংক্রামিত হয় যে সৈন্যদলের মনোবল হ্রাস পায় এবং সব মিলে ফরাসী মানসিকতার এক বিস্ময়কর পরিবর্তন নিয়ে আসে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কয়েক মাসের মধ্যেই শহর ও গ্রামের জনতার কাছে রাজকীয় ও সামন্ততান্ত্রিক কর অসহ্য করে তোলে। জনতার অভ্যুত্থান ঘটে। বিপ্লব শুরু হয়।

১৭৮৯-এর ১২ই জুলাই ইংরেজ পর্যটক আর্থার[২] ইয়ঙ রাঁস (Reims) থেকে মেজে (Metz) যাচ্ছিলেন। পথে একটি দরিদ্র কৃষক রমণীর সঙ্গে তার দেখা হয়। ইয়ঙ লিখছেন: কাছ থেকে ওকে দেখলে মনে হবে ওর বয়স ষাট কিংবা সত্তর। কিন্তু মেয়েটি আমাকে বললো, ওর বয়স মাত্র আটাশ। মেয়েটি ওর দুঃখের কথা বলছিলো। যখন আমি কারণ জানতে চাইলাম, মেয়েটি বললো, ওর স্বামীর মাত্র একখণ্ড জমি, একটা গরু ও একটা ঘোড়া আছে। ওদের আয় থেকে সামন্তপ্রভুকে গম ও তিনটি মুরগী খাজনা বাবদ দিতে হয় যার দাম ৪২ লিভ্র ও পশুখাদ্য দিতে হয় আরো প্রায় ১১ লিভ্র। তাছাড়া তেই ও অন্যান্য রাজকর আছে। সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে মেয়েটির অতি দুঃখে দিন কাটে। মেয়েটি বলছিলো: সবাই বলছে বড়ো মানুষেরা আমাদের মতো গরীবের জন্য কিছু করবে। কি করবে, কিভাবে করবে তা জানি না। কিন্তু ঈশ্বর করুন আমাদের অবস্থার যেন কিছু উন্নতি হয়। কারণ তেই ও অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক কর আমাদের পিষে মারছে।

সুসমাচার ও মত্ত আশা

ফরাসী মানসিকতার পরিবর্তনে স্টেট্‌স-জেনারেলের আহ্বানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিলো, সন্দেহ নেই। এতে ফরাসী গণমানস এক প্রমত্ত আশায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। স্টেট্‌স-জেনারেলের আহ্বান এমন অনন্যসাধারণ ঘটনা যে সাধারণ মানুষের ভাবনায় এই ঘটনা এক পরমাশ্চর্য সুসমাচারের এক পরম সুদৈবের, রূপ নিয়ে এসেছিলো। তারা ভেবেছিলো এই ঘটনা তাদের ভাগ্যের অভাবিত পরিবর্তনের সূচনা। এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ও সুসময়ের অকল্পনীয় আশা সর্বস্তরের অনভিজাত মানুষকে সঞ্জীবিত করল। সমাসন্ন এক নবীন ভবিষ্যতের স্বপ্নের আবেশই তৃতীয় এস্টেটের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে বিপ্লবী আদর্শবাদকে বিস্ময়কর গতিশীলতা দিয়েছিলো। ফরাসী বিপ্লবের এই কিংবদন্তী। লেফেভ্‌রের ভাষায়

বিপ্লবের প্রথম পর্বকে তুলনা করা যেতে পারে কোনো কোনো সদ্যোজাত ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে, যা পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসবে, এই আনন্দিত বিশ্বাস এনে দেয় দরিদ্র মানুষের মনে।

এই প্রমত্ত আশার ফলে জনতার মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে রাজা স্টেট্‌স-জেনারেল ডেকেছেন কারণ তিনি জনতার দুঃখ বুঝেছেন, কারণ জনতার ওপর তাঁর নির্ভরতা। সুতরাং জনতা যদি তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যায় তাহলে তিনি অখুশী হবেন না। কিন্তু জনতার এগিয়ে যাওয়ার অর্থ সামন্তপ্রভুর অধিকার মেনে নিতে অসম্মতি, যার ফলে নির্বাচনের পর অভিজাতরা শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, এই প্রমত্ত আশা এক ভয়ঙ্কর আবেগের উন্মাদনায় অগ্নিমগ্ন হয়ে ওঠে। বিপ্লবী মাসসিকতায় এই প্রজ্বলন্ত আবেগ সংক্রামিত। বিপ্লবের আদিপর্বের ইতিহাসে এই আবেগের স্বাক্ষর।

অভিজাত ষড়যন্ত্র ও বিপ্লবী মানসিকতা

প্রথম থেকেই তৃতীয় এস্টেটের এই ধারণা জন্মেছিলো যে, অভিজাত সম্প্রদায় তাদের বিশেষ অধিকার রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। তৃতীয় এস্টেটের সভ্যসংখ্যা দ্বিগুণীকরণের ও মাথাপিছু ভোটের দাবির বিরোধিতায় এই ধারণা দৃঢ়বিশ্বাসে পরিণত হয়। কৃষকদের এই স্থির ধারণা জন্মে যে, অভিজাতরা যে কোনো উপায়ে তাদের পিষে মারবে ; তাঁরা ভালোমানুষ রাজাকে স্টেট্‌স-জেনারেল ভেঙে দিতে বাধ্য করবে ; তারপর সশস্ত্র হয়ে তাদের প্রাসাদদুর্গের (Chateau) নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে ভাড়াটে বোম্বেটেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে গৃহযুদ্ধ চালাবে। লুঠেরার দল তৈরী করা হবে মুক্ত কয়েদীদের নিয়ে। দীর্ঘদিন শাতোয় নিশ্চিন্ত অবস্থানের জন্যে তারা সেখানে শস্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। আর মাঠের ফসল যাতে নষ্ট হয় তারও ব্যবস্থা করেছে। সর্বত্রই ডাকাতের ভয়ের সংগে অভিজাত ভীতি যুক্ত হয়। উপরন্তু, বিরোধী রাষ্ট্রের সংগে অভিজাতরা চক্রান্ত করছে এই মারাত্মক সন্দেহ জেগে ওঠে জনতার মনে। কঁৎ দার্তোয়া[৩] (Comte D'Artois) দেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন বিপ্লবের বিরুদ্ধে স্পেন, সার্দিনিয়া ও নেপলসের বুর্বঁ রাজাদের সাহায্য লাভের আশায়। অস্ট্রিয়ার সম্রাট তো রাণী মারি আঁতোয়ানেতের ভ্রাতা। সুতরাং তার সামরিক সহায়তারও চেষ্টা করছেন কঁৎ দার্তোয়া। এই সাহায্য যে আসবে তাতেও অনেকেরই কোনো সন্দেহ ছিলো না।

সন্দেহ ছিলো না, হল্যাণ্ডের মতো ফ্রান্সও প্রুশীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হবে এবং আক্রমণ জুলাই মাসেই শুরু হবে। সমগ্র তৃতীয় এস্টেট এই আভিজাতিক ষড়যন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলো। বিপ্লবের আদিপর্ব থেকেই বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে ষড়যন্ত্রের ধারণা বিপ্লবী মানসিকতাতে এক তীক্ষ্ণ সচেতনতা এনে দেয়।

তৃতীয় এস্টেটের মতে তৎকালীন সংকটের মূল কারণ কেন্দ্রীকৃত রাজ-ক্ষমতার দুঃসহ বোঝা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংঘাত। নৈর্ব্যক্তিক প্রাকৃতিক শক্তি এবং সামগ্রিক আর্থনীতিক পরিস্থিতির ভূমিকা সেই মুহূর্তে ধরা পড়ার কথা নয়। অতএব তৃতীয় এস্টেট সোজাসুজি স্বৈরাচারী রাজক্ষমতা ও অভিজাতদের এই সংকটের জন্য দায়ী করে। সংকটের সামগ্রিক চিত্রকে তুলে না ধরলেও এই অভিযোগ সঠিক নয় তাও বলা চলে না। ব্রিয়েন প্রবর্তিত খাদ্যশস্যের অবাধ বাণিজ্যে ফটকাবাজদের সুবিধা হয়েছিলো; এতে উৎপাদন বেড়েছিলো কিন্তু বর্ধিত উৎপাদনের মুনাফা লুটেছিলো অভিজাত ও বুর্জোয়া। অথচ এর দাম দিতে হয়েছিলো সাধারণ মানুষকে।

অবশ্য প্রথম দিকে অভিজাত ষড়যন্ত্রের ধারণায় অতিরঞ্জন ছিলো। রাজা ও অভিজাতরা তৃতীয় এস্টেটের শাস্তিবিধান করতে চেয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু অল্পদিনেই অভিজাত ষড়যন্ত্রের কল্পনা নিদারুণ বাস্তবে পরিণত হয়। এ থেকে বোঝা যাবে যে এ-সময়ের ঘটনার প্রকৃত ব্যাখ্যা ঐতিহাসিককে তৃতীয় এস্টেটের মানসিকতার মধ্যেই খুঁজতে হবে, ঘটনা-পরম্পরার কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে নয়। কারণ, বিপ্লবের এই পর্বে তৃতীয় এস্টেট ঘটনার যে ব্যাখ্যা করেছে তা বিপ্লবকে চালিত করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পাবে যে, যখন এই এস্টেট অভিজাত ষড়যন্ত্রের কথা বলেছে তখন তা সত্য ছিলো না। অথচ এই কল্পিত ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া বিপ্লবকে নতুন পথে চালিত করে।

বিষম ভীতি

অভিজাত ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র লুঠেরাদের ভয় সাধারণ মানুষকে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের মানুষকে, আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিলো। কিন্তু গোটা তৃতীয় এস্টেট ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলো একথা মনে করা ভুল হবে। এই ভীতির সংগে আত্মরক্ষাত্মক বিপ্লবী প্রতিক্রিয়াও ছিলো। জুনের শেষাশেষি পারীর নির্বাচকেরা (অর্থাৎ যারা পারীর তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিদের

নির্বাচিত করেছে) একটি গোপন পুরসভা গঠন করে। তাদের একটি গণসেনাবাহিনী গড়ে তোলার ইচ্ছাও ছিলো। কিন্তু সংবিধান সভা এই ইচ্ছা অনুমোদন করে নি। গণসেনাবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য প্রধানত দুটি: প্রয়োজন হলে রাজকীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করা এবং জনতার অভ্যুত্থান দমন করা। রাজকীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেও তৃতীয় এস্টেটের প্রচার চলছিলো এবং এই প্রচার ব্যর্থ হয়েছিলো তাও বলা চলে না। কেননা নিম্নপদস্থ অফিসারদের পদোন্নতির সম্ভাবনা ছিলো না আর সাধারণ সৈনিক যাদের জীবিকানির্বাহের ব্যয়ের কিছুটা নিজেদের দিতে হত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর সংগে পালে রয়াইয়ালের জনতার ঘনিষ্ঠ মেশামেশিও চলছিলো। জুনের শেষের দিকে জনতা আবায়ে[৪] (Abbaye) আটক বন্দীদের মুক্তি দেয়। বিদ্রোহী জনতার, বিশেষত জুলাইব বিদ্রোহী জনতার, মধ্যে অর্থ বিতরিত হওয়ারও নিশ্চিত প্রমাণ আছে এবং যারা অর্থ বিতরণ করে তারা যে দ্যুক দর্লেয়াঁর লোক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এভাবে জনতার আত্মরক্ষাত্মক প্রয়াস চলছিলো। কিন্তু এই আত্মরক্ষাত্মক প্রয়াসের সংগে অভিজাত, মজুতদার ও বিপ্লবের অন্যান্য শত্রুদের শাস্তিদানের ইচ্ছাও ছিলো। জনতা কর্তৃক সংগঠিত পৌনঃপুনিক হত্যাকাণ্ড এই ইচ্ছারই পরিণাম। লেফেভ্রের ভাষায়, বিপ্লবী মানসিকতার এই তিনটি দিক—ভয়, আত্মরক্ষাত্মক প্রতিক্রিয়া এবং শাস্তিদানের ইচ্ছা—ফরাসী বিপ্লবের ক্রমপ্রকাশমান ঘটনাবলীর চাবিকাঠি। বিপ্লবের অবিসংবাদিত বিজয়ের পরই এই মানসিকতা ক্রমশ দূর হয়।

১৪

পারী : বিপ্লবের রাজধানী

১৭৮৯-র ফরাসী বিপ্লব যে বিপ্লবী প্রেরণার জন্ম দেয় তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। এই প্রেরণা উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সকে বারবার বিপ্লবের আগুনে পুড়িয়ে অবশেষে ১৮৭১-এর পারী কমিউনের রক্তমাখা প্রচণ্ড দিনগুলিতে পৌঁছে দেয়। ১৭৮৯-১৭৯৯, ১৮৩০, ১৮৪৮-৪৯ এবং ১৮৭১-এ ঘুরে ঘুরে বিপ্লব এসেছে ফ্রান্সে। জরায় জীর্ণ খোলস ফেলে দিয়ে বিপ্লব ফ্রান্সকে যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শুধু ফ্রান্সই নয়। দীপ থেকে দীপান্তরে যেমন আলো ছড়িয়ে যায়, তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম দশক থেকে গোটা উনিশ শতকময় ফরাসী বিপ্লবের আগুনে য়োরোপ দীপ্ত হয়ে ওঠে, মহাদেশের রূপ ও চেতনা বদলে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর য়োরোপ প্রচণ্ড যৌবনের দ্বারা আক্রান্ত। এই যৌবন অনেকাংশে ফরাসী বিপ্লবেরই দান। প্রথম ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯-৯৯) ফ্রান্সের বিপ্লবী ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছে। এই ঐতিহ্যে দুটি বিশেষ ধারার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি গণতান্ত্রিক ধারা, যার মূলকথা জাতি সার্বভৌম; দ্বিতীয়টি সমাজতান্ত্রিক ধারা, যা জাতীয় সম্পত্তির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও সুষম বণ্টনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এই দুয়ে মিলে ফরাসী বিপ্লবী ঐতিহ্য, যার আবেদন আজও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। অথচ সামগ্রিকভাবে ফ্রান্স এই বিপ্লব (আঠারো ও উনিশ শতকের) অথবা বিপ্লবী ঐতিহ্যের জনক নয়। পারী তার নিজের ছাঁচে এই বিপ্লবকে গড়েছে ও বিপ্লবী ঐতিহ্যকে লালন করেছে, ফরাসী জাতির মানসিকতায় তাকে মিশিয়ে দিয়েছে। বারবার বিপ্লববের দহন জেলেছে পারী এবং পারী থেকেই স্ফুলিংগ ছড়িয়ে পড়েছে য়োরোপে। ভ্যর্সেইয়ের বিচ্ছিন্ন জগতে বুর্জোয়ারা যে বিপ্লবী নাটকের অভিনয় করে চলেছিলো, তাতে নাটকের মূল-চরিত্র ডেনমার্কের যুবরাজই ছিলেন অনুপস্থিত। পারী এই নাটকে বিপ্লবের হ্যামলেট জনতাকে উপস্থিত করে ফ্রান্সকে এক অকল্পনীয় পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দেয়। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে জনতার এই আকস্মিক বিপ্লবের

যে উথাল পাথাল, রক্তলিপ্ত রূপ প্রকাশিত হল, তাও পারীর কীর্তি। বাস্তিইর আক্রমণের পর থেকে পারী আর থামেনি; জনতা যেমন অসীম ধৈর্যে বাস্তিই থেকে একটির পর একটি ইঁট খসিয়ে ফেলে এই দুর্গ পারীর বুক থেকে মুছে দেয়, তেমনি পারীও একটির পর একটি বিপ্লবের ঢেউ তুলে, শুধু ফ্রান্সে নয়, গোটা পশ্চিম য়োরোপে পূর্বতন ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে দেয়। আঠারো শতকের শেষ দশক থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত সাগ্নিক পারী রক্ত দিয়ে হোলি খেলেছে।

ফরাসী বিপ্লব বিশেষভাবে পারীর বিপ্লব; য়োরোপীয় বিপ্লবের প্রেরণার উৎসও পারী; পারী ফ্রান্সের রাজধানী নয়, য়োরোপীয় বিপ্লবের রাজধানী।

সুতরাং ফরাসী বিপ্লবের অগ্নিময় কাহিনীর বর্ণনার আগে পারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় দরকার। পারীকে না জানলে বিপ্লবকে বোঝা যাবে না। বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চ পারীর প্রশস্ত বুলভার, অলিগলি, অভিজাতপল্লী ফোবুর (শহরতলী) সব ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে। পারীর বিশিষ্ট চরিত্র ও মেজাজ না বুঝতে পারলে বিপ্লবে পারীর ভূমিকা স্পষ্ট হবে না।

পারী নগরীর কেন্দ্রবিন্দু স্যানের (Seine) ইল দ্য লা সিতে (Ille de la cité) অর্থাৎ স্যানের দ্বীপ, যেখানে প্রথম পারীর পত্তন হয়। কয়েক শতাব্দী ধরে এই দ্বীপটিই রাজার ও চার্চের ক্ষমতাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। এখানেই পারীর সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যাবে। পারীর মাঝামাঝি প্রায় মেখলার মত বয়ে গেছে সুন্দরী স্যান। শহরের পূর্ব প্রান্ত থেকে স্যানের যে বঙ্কিম রেখা পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তার দৈর্ঘ্য প্রায় আট মাইল। স্যানের দক্ষিণ ও বাম তীরকে যুক্ত করেছে বহু সেতু। বর্তমানে এদের সংখ্যা বত্রিশ। ইল দ্য লা সিতের পশ্চিম প্রান্তে সবচেয়ে পুরনো সেতু পঁ ন্যেফ (Pont Neuf), যা তৈরী হয়েছিলো ১৫৭৮ থেকে ১৬০৬-এর মধ্যে। ইল দ্য লা সিতের পাশেই আর একটি দ্বীপ ইল সেঁ লুই (Ille Saint Louis)। দুটি দ্বীপকে যুক্ত করেছিলো পঁ সেঁ লুই (Pont Saint Louis) সেতু। এই দুটি দ্বীপ অবতরণের ঘাটে এবং কাছাকাছি দক্ষিণ তীরে, স্বর্ণকার, ঘড়িনির্মাতা ও অন্যান্য কারিগরদের দোকান ছিলো। বর্তমানে এখানে পুরনো বই, চিত্র ও প্রিণ্টের দোকান।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফিলিপ-ওগুস্তের (Philippe-Auguste) রাজত্বকালে, এলোমেলোভাবে বেড়ে ওঠা পারী সংহতি লাভ করে। তিনি পারীকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেন। এ-সময় থেকে পারীর তিনটি স্বাভাবিক বিভাগও

স্বীকৃতি লাভ করে। দক্ষিণ তীর ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র বা শিল্পাঞ্চল, যাকে আক্ষরিক অর্থে শহর বা ভিল বলা হত; স্যানের দ্বীপ হল প্রাচীন সিতে বা নগর; বাম তীরে বিশ্ববিদ্যালয়, কনভেণ্ট ইত্যাদি অর্থাৎ বৃত্তি-জীবীদের এলাকা। চার্চের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় নির্ভরশীল। সুতরাং বাম-তীরে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, যথা রু্য সেঁ জ্যাক্ (Rue Saint jacques) ও রু্য সুফ্লোর সংযোগ স্থলে জাকবঁ্যা সম্প্রদায়ের কনভেণ্ট (১২১৯); কর্‌দেলিয়ে সম্প্রদায়ের কনভেণ্ট (১২৯০) স্থাপিত হয় রু্য দ্য লেক্‌ল দ্য মেদিসিনে (Rue de l'école de medicine); এবং কে দেজোগুস্তাঁয় (Quai des Augustins) গড়ে ওঠে ওগুস্তিনীয় ফ্রায়ার সম্প্রদায়ের (১২৯৩) ও আরো অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কনভেণ্ট। বিপ্লবী যুগে জাকবঁ্যা ও কর্‌দেলিয়ে এই দুই বিখ্যাত ক্লাবের অধিবেশন হত জাকবঁ্যা ও কর্‌দেলিয়ে কনভেণ্টে। সেই থেকেই ক্লাব দুটি এই নামে পরিচিত হয়। অনেক কলেজও স্থাপিত হয় এই যুগে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সরবন (১২৫৭), যা এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা রবেয়ার দ্য সরবনের নাম (Robert de Sorbonne) বহন করছে।

দক্ষিণ তীরে নতুন প্রাচীরের অভ্যন্তরে দুটি নতুন চার্চ নির্মিত হয়: সেঁতনরে (Saint Honoré) (১২০৫) ও সেঁতিউস্‌তাস্ (Saint Eustace) (১২২৩)। বাণিজ্যিক প্রশাসনও সংগঠিত হয়েছিলো দক্ষিণ তীরে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে পারী আরো বিস্তৃত হয়; ফিলিপ-ওগুস্তের পুরনো প্রাচীরের চৌহদ্দির মধ্যে পারীকে আর ধরে রাখা যাচ্ছিলো না। তাই পঞ্চম চার্লস একটি বৃহত্তর প্রাচীর নির্মাণ করেন। এই প্রাচীর আধুনিক কালের পঁ দ্য কারুজেল (Pont de Carrousel) থেকে শুরু হয়ে প্লাস দ্য কারুজেল (Place de Carrousel), প্লাস দে ভিকতোয়ার (Place des Victoires), পোর্ত সেঁ দেনি (Porte Saint Denis) হয়ে দক্ষিণপশ্চিম দিকে ঘুরে রু্য সেঁতাঁতোয়ানের (Rue Saint Antoine) শেষ প্রান্ত অবধি চলে যায়। এই প্রাচীরের ছটি সিংহদ্বার ছিলো, যথা পোর্ত সেঁতনরে (Porte Saint Honoré), পোর্ত মঁমার্ত্র (Porte Monmartre), পোর্ত সেঁ দেনি (Porte Saint Denis), পোর্ত সেঁ মার্তঁ্যা (Porte Saint Martin), পোর্ত দ্যু তঁপ্‌ল (Port du Temple) এবং পোর্ত সেঁতাঁতোয়ান (Porte Saint Antoine)। পোর্ত সেঁতাঁতোয়ানকে সুরক্ষিত করার জন্যে বিখ্যাত দুর্গ বাস্তিই নির্মাণ করেন পঞ্চম চার্লস।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রয়োদশ লুইর রাজত্বকালে পারী দ্রুত প্রসারিত

হতে থাকে। পারীর বামতীরে রাজমাতা মারি দ্য মেদিসি লুক্সেমবুর প্রাসাদ নির্মাণ করেন; গাড়ি ঘোড়ার যাতায়াতের সুবিধার জন্য কুর-লোরেন নামে সড়ক তৈরী করেন দক্ষিণ তীরে। প্লাস রয়াইয়ালের (Place Royale) উত্তরের জলাভূমি ভরাট করার ব্যবস্থা হয়। সিতের পূবদিকের ছোটো দ্বীপ দুটিকে যুক্ত করে ইল সেঁ লুই (Ille Saint Louis) নাম দেওয়া হয়। পঁ মারি (Pont Marie) নামে সেতু এই দ্বীপকে দক্ষিণ তীরের সংগে যুক্ত করে; পঁ দ্য লা তুর্নেল (Pont de la Tournelle) নামে সেতু যুক্ত করে বাম তীরের সংগে। নগরের পশ্চিম প্রান্তে কার্দিনাল দ্য রিশলুার (Cardinal de Richelieu) নতুন প্রাসাদ পালে কার্দিনাল (Palais Cardinal), যা পরে পালে রয়াইয়াল নামে পরিচিত হয়। এখানে একটি নতুন এলাকা গড়ে ওঠে। আরো পশ্চিমে নতুন নতুন ইমারত তৈরী হওয়ায় রু্য সেঁতনরে অনেক প্রসারিত হয়। পারীর নবনির্মিত এলাকা সুরক্ষিত করার জন্যে ত্রয়োদশ লুই পঞ্চম লুইর প্রাচীরকে বিস্তৃততর করেন। এই প্রাচীর পোর্ত সেঁদেনি থেকে যে রেখা ধরে নির্মিত হয়, সেখানে আজকের সুবৃহৎ বুলভার। এই প্রাচীর প্লাস দ্য লা মাদলেইনের (Place de la Madeleine) ঠিক পূর্বে একটি বিন্দুতে এসে দক্ষিণে ঘুরে যায় এবং তুইলেরি (Tuilleries) উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্যানে গিয়ে মেশে। স্যানের ওপর পঁ রয়াইয়াল (Pont Royale) নামে নতুন সেতু নির্মিত হয়। এই সেতু তুইলেরি প্রাসাদকে ফোবুর সেঁ জার্মেঁর (Faubourg St Germain) সঙ্গে যুক্ত করে। বাম-তীরে অনেকটা পূবে জার্দঁ্যা দে প্লাঁত (Jardin des Plantes) স্থাপিত হয় ১৬৩৫-৩৬-এ।

চতুর্দশ লুইর আমলে পারীকে নতুন সাজে সাজানোর মধ্যেও রাজমহিমারই প্রকাশ। পারীকে ঢেলে সাজাবার পরিকল্পনা পূর্তবিভাগের অধ্যক্ষ কলবেয়ারের কীর্তি। এ-যুগে লুভ্রের (Louvre) নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়। ক্লোদ পেরোলের (Claude Pérole) স্তম্ভশ্রেণী লুভ্‌কে সুউচ্চ মহিমায় মণ্ডিত করে। তুইলেরি প্রাসাদও পরিবর্তিত এবং নতুন অলঙ্করণের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। আঁদ্রে ল্য নত্র (André le Notre) তুইলেরি উদ্যানের রূপান্তর ঘটান।

দূরে প্রাচীরঘেরা পারীর বাইরে দুদিকে বৃক্ষশোভিত শাঁজেলিজে (Champs Elysées) আভেনু্য নির্মিত হয়। পারীর অন্য প্রান্তে তৈরী হয় কুর দ্য ভ্যাঁসেন (Court de Vincennes)। চতুর্দশ লুইর আমলের

ফ্রান্স য়োরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। আক্রান্ত হলে পারীকে রক্ষা করার জন্যে কোনো প্রাচীরের প্রয়োজন ছিলো না এই যুগে। সুতরাং রক্ষা প্রাচীর ভেঙে সেখানে বৃক্ষশোভিত প্রশস্ত বুলভারের পত্তন করেন লুই। উত্তরের প্রশস্ত বুলভারে দুটি বিজয়তোরণ—পোর্ত সেঁ দেনি ও পোর্ত সেঁ মার্তঁ্যা। অন্যান্য সৌধ যা এ-যুগে নির্মিত হয় তার মধ্যে ছিলো প্লাস দে ভিকতোয়ার (১৬৫৮-৮৬) এবং প্লাস ভাঁ্যাদোম (Place Vendome) (১৬৯৯)। দুটি সৌধের ওপরেই চতুর্দশ লুইর মর্মর মূর্তি।

দক্ষিণ তীরের লুভ্‌র ও তুইলেরির পরিপূরক বাম তীরের কলেজ দে কাত্‌র নাসিয়ঁ (College des Quatre Nations) (১৬৬২-৭৪) ও ওতেল দেজ্যাঁভলিদের (Hotel des Invalides) (১৬৭১-৭৬) নির্মাণ। ফোবুর সেঁ জার্মেঁর (Faubourg Saint Germain) উত্তর দিকে নদীর পারে বহু চমৎকার ঘাট নির্মিত হয়। দক্ষিণে, যেখানে ফিলিপ-ওগুস্তের প্রাচীরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সেখানে দক্ষিণ তীরের প্রশস্ত বুলভারের নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। এই সব বুলভার একটা বিরাট ধনুকের মতো অ্যাঁভালিদ থেকে জাঁর্দ্যা দে প্লাঁত পর্যন্ত যাবে। বুলভার ছাড়িয়ে অবসেরভাতোয়ার (Observatoire) গড়ে ওঠে (১৬৬৭-৭২) এবং গব্যেলাঁ কারখানা সংগঠিত হয় ১৬৬৭-তে। সপ্তদশ শতাব্দীতে পারী একটি বৃহৎ নগরীতে পরিণত হয়। ১৭০২-এ পারী পুলিশের লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল মার্কি দার্জঁসঁ (Marquis D'Argenson) পারীর প্রশাসনিক জেলা সমূহের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দেন (দক্ষিড তীরে ১৫ ; বাম তীরে ৫)।

আঠারো শতকে পারী আরো বড়ো, আরো সুন্দরী হয়ে ওঠে। ফোবুর সেঁতনরে (Faubourg Saint Honoré) বিস্তৃত হয়ে ফোবর সেঁ জার্মেঁর মতো অভিজাত পল্লীতে পরিণত হয়। ১৭৩২-এ রুয়া রয়াইয়াল তৈরী শুরু হয় এবং প্লাস লুই কাঁ্যাজের (Place Louis Quinze) পরবর্তীকালের প্লাস দ্য লা কঁকর্দ : Place de la Concorde পত্তন হয়। পালে রয়াইয়ালের উদ্যানে ষোড়শ লুইর রাজত্বকালে দ্যুক দর্লেয়াঁ সুশোভন বিপনিশ্রেণী তৈরী করেন। তখন থেকে পালে রয়াইয়াল কেতাদুরস্ত মানষের ভিড়ে জমজমাট থাকতো। প্রশস্ত বলভারের দুদিকে বৃহৎ সৌধ গড়ে উঠতে থাকে। দক্ষিণ তীরে বুলভারের পূবদিকে সৌখীন মানুষের প্রমেনাদ, থিয়েটার ও কাফে। অষ্টাদশ শতকেও বামতীরের বুলভার নির্মাণের কাজ অব্যাহত থাকে এবং দুপাশে মাথা তুলতে থাকে

শোভন ইমারত। একল মিলিতেয়ার (Ecole militaire) ও শাঁ-দ্য-মার্ (Champ-de-Mars) নির্মিত হয় ১৭৫১-তে। জার্মে সুফ্লো (Germain Sufflot) একটি নতুন চার্চ তৈরী করেন। এই চার্চটিই পরে পাঁতেয় (Pantheon) নামে পরিচিত হয়। সেঁ সুলপিসের (Saint Sulpice) নির্মাণকার্যও এযুগেই শেষ হয়।

স্যানের সেতুর ওপর যে সব বাড়ি তৈরী হয়েছিলো, তার অনেকগুলি ১৭৮৬ থেকে ১৭৮৮-এর মধ্যে ভেঙে ফেলা হয়। অবশিষ্ট বাড়ি ভাঙা হয় ১৮০৮-এ। জে. সি. ও এ. সি. পেরিয়ে (J. C. & A. C. Perier) ভ্রাতৃদ্বয় নির্মিত পাম্পে স্যানের দুই পারে জল সরবরাহ করা হতে লাগল আঠারো শতকের শেষভাগে। সড়কের কোণের লাঁতের্ণের (Lanterne) বদলে রাস্তায় নিয়মিত আলো দেওয়া শুরু হল। লণ্ডনের অনুকরণে ফুটপাত তৈরী হতে লাগল পারীতে। ১৭৮৫-তে এই বহু-বিস্তৃত পারীর চারদিকে আঠারো মাইল দীর্ঘ ও দশ ফুট উঁচু প্রাচীর নির্মিত হল। এই প্রাচীর পারীর প্রবেশ পথে স্থাপিত ৫৪টি শুল্ক ঘাঁটিকে গ্রথিত করে। অর্থাৎ এই শুল্ক ঘাঁটি না পেরিয়ে পারীতে ঢোকার কোনো উপায় রইল না। শহরের পূবদিকের ফোবুর সেঁ তাঁতোয়ান (Faubourg St. Antoine) এবং উত্তরের ফোবুর সেঁ মার্ত্যাঁ ও ফোবুর সেঁ দেনি ও (Faubourg Saint Denis) প্রাচীরের মধ্যে এসে গেল। তাছাড়া, পশ্চিমের পাসি ও শেইয় গ্রাম এবং দক্ষিণের পুরনো কয়েকটি ফোবুর—সেঁ ভিক্তর (St. Victor), সেঁ মার্সেল (St. Marcel), সেঁ জাক্ (St. Jacques) এবং সেঁ জ্যর্মে (St. Germaine) শহরের সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল।

শুল্ক ঘাঁটি তৈরী হয়েছিলো রাজার রাজস্ব বাড়ানোর জন্যে। প্রধান লক্ষ্য ছিলো আভ্যন্তরীণ শুল্ক ব্যবস্থাকে শক্ত করে চোরাইচালান বন্ধ করা ও রাজস্ব বৃদ্ধি করা। একটি পরিসংখ্যান থেকে পারীর এই সব শুল্ক ঘাঁটির গুরুত্ব বোঝা যাবে: ১৭৮৯-এ সারাদেশে শুল্ক আদায় হয় ৭০ মিলিয়ন লিভ্র; তার মধ্যে একমাত্র পারী থেকেই আদায় হয় ২৮ থেকে ৩০ মিলিয়ন। অবশ্য এতে এই পরিকল্পনার রচয়িতা কালনের জনপ্রিয়তা বাড়েনি। আর যে সব করসংগ্রাহকের ওপর এই সব ঘাঁটি নির্মাণের ও শুল্ক আদায়ের ভার দেওয়া হয়েছিলো, তাদের ওপর জনতার ক্রোধ জমা হচ্ছিলো। এই সব শুল্ক ঘাঁটির বিরুদ্ধে নালিশ বহু অভিযোগের তালিকায় দেখা যায়। আর জনতার (অর্থাৎ পারীর মেন্যু প্যোউপল (Menu

peuple) (ছোটোলোক) ক্রোধ বাস্তিইর পতনের আগেই শুল্ক ঘাঁটি ভেঙে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।

এই নতুন প্রাচীরের অন্তর্গত পারীর জনসংখ্যা কত তা নির্ভুল হিসেব করা কঠিন। বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে পারীর জনসংখ্যা ৫ লক্ষ ২৪ হাজার থেকে ৬ লক্ষ ৬০ হাজারের মধ্যে ছিলো এই পরিসংখ্যান সাধারণভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে। তবে জনসংখ্যা ৬ লক্ষ ৪০ হাজার থেকে ৬ লক্ষ ৬০ হাজারের মধ্যে ছিলো, নেকেরের এই ব্যক্তিগত হিসেব হয়তো সত্যের আরো কাছাকাছি।

সুবিধাভোগী অথবা বিত্তবানশ্রেণী পারীর মোট জনসংখ্যার সামান্য ভগ্নাংশ। মধ্য-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারীবাসী বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সংখ্যানিরূপণের চেষ্টা করেছেন লেয়ঁ কায়ঁ্যা (Leon Cahen)। তাঁর সিদ্ধান্ত হল : এযুগে পারীতে যাজক ছিলো ১০ হাজার, অভিজাত ৫ হাজার, মূলধনী মালিক, বণিক, শিল্পপতি ও বৃত্তিজীবী বুর্জোয়া ৪০ হাজার। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো ছোটো দোকানদার, ছোটো ব্যবসায়ী, কারিগর, শিক্ষানবীশ কারিগর, শ্রমিক, ভবঘুরে, গৃহভৃত্য, জলের ভিস্তি, শহরের দরিদ্র মানুষের—এক কথায় সাঁকুলোৎ জনতার। এই সাঁকুলোৎ জনতার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা মনে রাখলেই একমাত্র পারীর বিপ্লবের অনন্য-সাধারণ গুরুত্বের কথা বোঝা যাবে।

অভিজাত ও বুর্জোয়ারা সংখ্যায় অতি নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও এঁদের আর্থনীতিক স্বার্থ এবং জাতি ও বিত্তের অভিমান রক্ষার জন্যেই পুরনো পারীর সংস্কার করে তাকে শোভন রূপ দেওয়া হচ্ছিলো। যাজক সম্প্রদায় কিন্তু এই নতুন নির্মাণ কার্যে যোগ দিতে পারেনি। কারণ, পুরনো শহর ও ফোবুরে ১৪০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছড়িয়েছিলো। অভিজাত, ব্যাঙ্কমালিক ও বিত্তশালী বণিকের মধ্যে সৌখীন সৌধ নির্মাণের প্রতিযোগিতা শুরু হয় পারীর বিভিন্ন এলাকায় (পালে রয়াইয়াল, কুর-লা-রেইন, ফোবুর সেঁতনরে প্রভৃতিতে) ১৭৮০-তে ম্যরসিয়ে (L. S. Mercier) লিখছেন : গত ২৫ বছরে ১০ হাজার বাড়ি তৈরী হয়েছে, এবং পারীর এক তৃতীয়াংশ নতুন করে নির্মিত হয়েছে। নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছে বিস্ময়কর দ্রুত-গতিতে : অপেরাগৃহ তৈরী হয়েছিলো ৭৫ দিনে, শাতো দ্য বাগাতেল (Chateau de Bagatelle) ৬ সপ্তাহে। ১৭৮৯-এ পারীর ঐতিহাসিক মর্নঁ্যা (Monin) পুরাতন ব্যবস্থার শেষ পনের বছরে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় যে বিরাট নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছে তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। জোরেস

লক্ষ্য করেছেন যে, এই রুদ্ধশ্বাস নির্মাণের ফলে শেষ পর্যন্ত বিত্তবান বুর্জোয়াদের হাতেই পারীর অধিকাংশ ভূসম্পত্তি চলে যায়। জোরেস লিখছেন: শ'খানেক অভিজাত পরিবারকে বাদ দিলে, অন্যান্য অভিজাতরা বুর্জোয়াদের ভাড়াটে। ১৭৮৯-র অব্যবহিত পূর্বে সম্পত্তির উৎপাদন ও ভোগের সমস্ত শক্তি পারীর বুর্জোয়াদের হাতে।

এই সব পরিবর্তন সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় পারী প্রায় অটুট ছিলো বলা চলে। সিতে বা পুরনো শহরের প্রবেশ পথে তখনও নতুর দাম (Notre Dame) ও সেঁত শাপেলের (Sainte Chapelle) অপার্থিব মহিমার মণ্ডন; অসংখ্য ধর্মীয় কনভেণ্ট, তঁপল (Temple), শাতলে (Chatelet) কারাগার, আশি ফুট উঁচু প্রাচীর ও আটটি গম্বুজ সমন্বিত বাস্তিই (Bastille) পারীর সামন্ততান্ত্রিক অতীতের সাক্ষ্য তখনও বহন করছিলো। অতীতের সাক্ষী ছিলো বহুদিনের পুরনো ছোটো ছোটো বাড়ি, পুরনো বাড়ির আঙিনা, অলিগলি, ছোটো কর্মশালা, অসংখ্য ছোটো ভাড়াটে বাড়ি যেখানে দশজনের মধ্যে নয় জন পারীবাসী থাকতো। এই সবই দেখা যেত পুরনো শহরে, শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে যেখানে বাজার বসতো।

শ্রমিক এলাকা বলে আলাদা কোনো এলাকা তখনো পারীতে ছিলো না। বিশেষভাবে শ্রমিক এলাকার উদ্ভব হয় দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের যুগে। কিন্তু তখনও বিশেষ কয়েকটি রাস্তা ছিলো যেখানে ঘর ভাড়া অথবা আসবাব-সহ ঘর ভাড়া পাওয়া যেতো। যেমন ওতেল দ্য ভিলের (Hotel de Ville) কাছাকাছি রুয় দ্য লা মর্তেলেরি (Rue de la Mortelleri) অথবা নতুর দামের খুব কাছে রুয় গালাঁদ (Rue Galande) ও রুয় দে জার্দ্যাঁ (Rue des Jardins)। নদীতীরের শ্রমিক, মুটে, রাজমিস্ত্রী ও অন্যান্য শ্রমিক এই সব ঘর ভাড়া নিয়ে জড়সড় হয়ে রাত কাটাতো। প্রতি রাত্রির জন্যে ঘরের ভাড়া ছিলো ১ থেকে ৪ সু*। এরা ছাড়া কর্তাকারিগর, স্বাধীন কারিগর, সহযোগী কারিগর একই বাড়িতে থাকতো। পারীর বিপ্লবের সময় দেখা যাবে যে, কর্তাকারিগর ও সহযোগী কারিগর রুয় দ্য লাপ (Rue de Lappe) অথবা রুয় দ্য ফোবুর সেঁতাঁতোয়ানের একই বাড়ি থেকে বাস্তিই আক্রমণ করতে যাচ্ছে। ফোবুর সেঁতাঁতোয়ানের রুয় মঁত্রৈ (Rue Montreuil)-এ বিত্তবান কারখানা মালিক রেভেইয়ঁ (Reveillon) এবং বিখ্যাত মদ্য প্রস্তুত কারক আঁতোয়ান-জোসেফ সাঁতের (Antoine-Joseph Santerre) তাদের

---

* ১৭৮৯ থেকে ১৭৯২-র পুলিশ রিপোর্টে ঘর ভাড়ার হিসেব পাওয়া যায়।

শ্রমিকদের কাছাকাছি থাকতেন। এই সব ফোবুরের বেতনভুক্ শ্রমিকদেরই শুধু নয়, সমস্ত মেনু্য পেপ্যউপ্‌ল (Menu Peuple) (ছোটোলোক) অর্থাৎ দোকানদার, কারিগর, দিনমজুর প্রভৃতির জীবনযাত্রার ধরণ, ভাষা, পোশাক ও যে সব পানশালায় এরা যাতায়াত করতো, তা থেকে বলে দেওয়া যেতো, এরা কোন ফোবুরের লোক। তাছাড়া, অধিবাসীদের ব্যবসা ও পেশা কোনো কোনো জেলাকে একটি বিশিষ্ট চরিত্র দিয়েছিলো, যেমন প্লাস মোবেয়ার (Place Mobert) ও কেন্দ্রীয় বাজার অঞ্চলের জেলেনী ও বাজারের অন্যান্য মেয়েরা (পারীর বিখ্যাত পোয়াসার্দ (Poissarde) ও দাম দ্য লা আল (Dame de la Halle) অথবা কে দ্য লরল্‌জ (Quai de L'Horloge) কে দেজরফেভর (Quai des Orfevre) ও পালে রয়াইয়ালের আর্কেডের জহুরীরা। নবনির্মিত ফোবুর দা শেইয় (Faubourg de Chaillot) বিখ্যাত হয়েছিলো পেরিয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্য পারী কম্পানির জন্যে। র‍্যু দ্য লঁবার (Ruu de Lombards), র‍্যু সেঁ দেনি, র‍্যু দে গ্রাভিয়িয়ের (Rue des Gravilliers) প্রভৃতি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। র‍্যু সেঁ মার্তঁ্যা ও র‍্যু সেঁ দেনির দুই দিকের ফোবুরে অধিকাংশ বস্ত্র তৈরীর কারখানা। কয়েকটি কারখানায় প্রায় পাঁচশ থেকে আটশ শ্রমিক কাজ করত। রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ফোবুর সেঁতাঁতোয়ানে। সেখানে কয়েকটি মদ্য প্রস্তুতের ও কাঁচের কারখানাও ছিলো, যার প্রত্যেকটিতে অন্তত পাঁচশ শ্রমিক কাজ করতো। এই ফোবুর ছোটোখাটো কুটিরশিল্পেরও কেন্দ্র। আসবাবপত্র তৈরীর জন্যে সেঁতোঁতোয়ানের খ্যাতি ছিলো।

সম্ভবত ফোবুর সেঁতাঁতোয়ানের চেয়েও বিচিত্র ও দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রবণ ছিলো, সেঁ-মার্সেল, সেঁ-জাক্ ও সেঁ-ভিক্‌তর এই কয়টি ফোবুর। দীর্ঘদিন ধরেই সেঁ-মার্সেলের প্রধান শিল্প চামড়ার কারখানা। অবশ্য এখানে বস্ত্রও তৈরী হত। তাছাড়াও ছিলো ধোলাই ও রঙ-ধোলাইয়ের ব্যবসা ও বিখ্যাত গবেলঁ্যা আসবাবপত্রের কারখানা। এই ফোবুরের প্রধান সড়ক র‍্যু মুফতারের (Rue Mouffetard) দুদিকে পানশালা, যেখানে ক্রমাগত বিয়ারের মগ হাতে মানুষের ভিড়। ম্যর্‌সিয়ে লিখেছেন: এই এলাকার লোকেরা সপ্তাহে আট দিন মদ খায়। এরা অন্যান্য এলাকার লোকদের চেয়ে অনেক বেশি বদমাশ, বদমেজাজী, উত্তেজনা প্রবণ ও বিদ্রোহে অনেক বেশী তৎপর।

এই সব ফোবুর শহরের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের এলাকা। পূর্বতন

ব্যবস্থা এবং বিপ্লবের যুগেও এই সব এলাকার মানুষদের সরকারী সাহায্য দেওয়া হতো। ১৭৯০-এর ফেব্রুয়ারিতে পারীর কমিউন দরিদ্রদের মধ্যে ৬৪ হাজার লিভ্র বণ্টনের ব্যবস্থা করেছিলো। তার মধ্যে ৭ হাজার লিভ্র দেওয়া হয়েছিলো ফোবুর সেঁ মার্সেল ও সেঁ জাকের অন্তর্বর্তী সেঁতেতিয়েন-দ্যু-মঁ (Saint-E´tienne du Mont) জেলাকে; ৫ হাজার ৩শ' লিভ্র দেওয়া হয়েছিলো ফোবুর সেঁ জাকের দুটি জেলাকে। ৫ হাজার ১শ' ও ৪ হাজার ৮শ' লিভ্র দেওয়া হয়েছিলো যথাক্রমে ফোবুর সেঁতাঁতোয়ানের অঁফাঁ-ত্রুভে (Enfin-Trouvé) ও সেঁত-মারুগেরিত (Sainte-Marguerite) জেলা দুটিকে। ১৭৯১-এ যারা সরকারী সাহায্য পেয়েছিলো তাদের এক চতুর্থাংশ বাস করতো ফোবুর সেঁ-মার্সেলের চারটি সেকসিয়ঁতে।

হয়তো এই কারণেই সাম্প্রতিক কালের অনেক ঐতিহাসিক এই সব ফোবুরকে শ্রমিক-অধ্যুষিত শহরতলী বলেছেন। কিন্তু এই ফোবুর-গুলিকে শ্রমিক-এলাকা বলা বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ, এফ্, ব্রেসের (F. Braesch) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বেতনভুক্ শ্রমিকের বসতি সবচেয়ে বেশী ছিলো কেন্দ্রীয় বাজার এলাকায় এবং পারীর উত্তরদিকের ফোবুরগুলিতে, ফোবুর সেঁ-মার্সেল কিম্বা ফোবুর সেঁতাঁতোয়ানে নয়। ১৭৭১-এ পারীর ৪৮টি সেকসিয়ঁতে অবস্থিত বিভিন্ন কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের পারীকমিউন-কৃত পরিসংখ্যান থেকেও ব্রেসের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। এই পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, এ-সময়ে বেতনভুক শ্রমিকের (সপরিবার) সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ। তারপর ১৭৯২-এ যে জনগণনা হয়, তার সঙ্গে এই পরিসংখ্যান মিলিয়ে হিসেব করলে দেখা যায়, পারীর উত্তরের ও মধ্য-উত্তরের সেকসিয়ঁর অধিবাসীর দুই-তৃতীয়াংশ হল সপরিবার শ্রমিক, মধ্য-বাজার অঞ্চলের চারটি সেকসিয়ঁর অধিবাসীর অর্ধেক হল শ্রমিক; কিন্তু ফোবুর সেঁ-মার্সেল ও সেঁতাতোয়ানের শ্রমিক-অধিবাসীর সংখ্যা একতৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকের বেশী নয়।

সংখ্যাধিক্য যে এযুগে বিশেষ অর্থবহ ছিলো তাও নয়। কারণ, এ-যুগের বেতনভুক শ্রমিকেরা একটি সামাজিক শ্রেণী হয়ে গড়ে ওঠেনি। আঠারো শতকের ফ্রান্সে উভ্রিয়ে (Ouvrier) বা শ্রমিক শব্দটি সমভাবে স্বাধীন কারিগর, ছোটো কর্মশালার কর্তা-কারিগর, স্বচ্ছল নির্মাতা ও বেতনভুক্ শ্রমিক সম্পর্কে প্রয়োগ করা হত। সাধারণভাবে কথাটি কারিগর সম্পর্কেই ব্যবহার করা হত। সে-যুগের সামাজিক বাস্তবের সঙ্গে এই

জাতীয় শব্দ ব্যবহারের সঙ্গতি ছিলো। সে-যুগের উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছোটোখাটো কারিগরী কর্মশালা যেখানে স্বল্পসংখ্যক সহযোগী-কারিগর ও শিক্ষানবীশ কারিগর কাজ করতো। এমনকি পারীতে তখনও সহযোগী কারিগর কর্তাকারিগরের সঙ্গে এক টেবিলেই খেতো, এবং এক বাড়িতে থাকতো। অথচ পারীতে ফ্রান্সের অন্যান্য শহরের মতো গিল্ডব্যবস্থার বিধিনিষেধের কড়াকড়ি ছিলো না। বেতনভুক্ সহযোগী কারিগর, স্বাধীন কারিগর, এমন কি কর্তা-কারিগরের মধ্যে পার্থক্য তখনও তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। একমাত্র উত্তরের ফোবুরের বস্ত্রতৈরীর কারখানার শ্রমিকদের মধ্যেই শিল্পায়িত সমাজের শ্রমিকশ্রেণীর বিশিষ্ট লক্ষণ ধরা পড়ে। এরা সংখ্যায় পারীর মোট বেতনভুক্ শ্রমিকের এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ। পারীর বিপ্লবে এদের ভূমিকা নগণ্য; পারীর বিপ্লবের মুখ্য ভূমিকা সহযোগী কারিগর, স্বাধীন কারিগর, মুটে, গৃহভৃত্য, ভিস্তি, নদীর পারের মজুর, সরকারী দরিদ্র-নিবাসের অধিবাসী, হাজার হাজার বেকার, শহরে-চলে-আসা চাষী প্রভৃতির। এদেরই পারীর জনতা বা সাঁকুলোৎ নামে চিহ্নিত করেছেন ঐতিহাসিকেরা। এরা পারীর বিপ্লবী নাটকের হ্যামলেট।

সামাজিক শ্রেণী হিসাবে সংহতি না থাকলেও পারীর সহযোগী-কারিগর ও বেতনভুক্ শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন ধরেই হিংসাত্মক উপায়ে তাদের আর্থনীতিক দাবী জানাচ্ছিলো। মধ্যযুগীয় গিল্ডপ্রথার সংগঠন ভেঙ্গে পড়ার ফলে সহযোগী কারিগর প্রায় বেতনভুক্ শ্রমিকের পর্যায়ে এসে পৌঁচেছিলো। কর্তাকারিগর হয়ে নিজের কর্মশালা খোলার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কর্তাকারিগর ও সহযোগী কারিগরের স্বার্থের সংঘাত প্রকাশ পাচ্ছিলো ধর্মঘট ও সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে। এই আন্দোলন ক্রমশ আরো তিক্ত হয়ে ওঠে, যখন জিনিষপত্রের দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ১৭২৪-এ বেতনহ্রাসের বিরুদ্ধে তাঁতীদের ধর্মঘট হয়। নেতাদের গ্রেপ্তার করে ধর্মঘট ভেঙে দেওয়া হয়। ১৭৭৬-এ দিনের কাজ ১৪ ঘণ্টায় নামিয়ে আনার জন্য যারা বই বাঁধাইয়ের কাজ করতো তাদের ধর্মঘট হয়। ১৭৮৫-তে গৃহনির্মাণের কাজে লিপ্ত শ্রমিকদের বেতনহ্রাস করায় তারা ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে এবং জয়ী হয়। পরের বছর পুস্তকবিক্রেতা-ডায়েরী লেখক সেবাস্তিয়াঁ আর্দি (Sébastien Hardy) ছুতোর, কামার, রুটিপ্রস্তুতকারক, পাথরের কাজের মিস্ত্রীদের ব্যাপকতর ধর্মঘটী আন্দোলনের উল্লেখ করেন; সেই বছরেই মুটে ও অন্যান্য বাহকেরা ধর্মঘট করে রাজার কাছে একটি

আবেদনপত্র পেশ করার জন্যে ভার্সেই অভিযান করে। ১৭৮৯-এর জুনে পারীর বিপ্লবের প্রাক্কালে ধর্মঘট করে টুপি নির্মাতারা।

মার্সেল রুফ্ (Marcel Rouff) মনে করেন, এই সব আন্দোলন ১৭৮৯-র বিপ্লবী মেজাজ এনে দিয়েছিলো। মার্সেল রুফের অভিমত পুরোপুরি মেনে নেওয়া চলে না। কারণ, অষ্টাদশ শতকের অন্তিমপর্বে মালিক ও শ্রমিকের সংঘাতের গুরুত্ব খুব বেশি নয়। বেতনভুক্ শ্রমিকদের আসল মাথাব্যথা খাদ্যদ্রব্যের দাম। বিশেষত, রুটির দাম। তার কারণ, প্রথমতঃ এ-যুগে বৃহদায়তন শিল্পের অতি দুর্বল উপস্থিতি। দ্বিতীয়ত, সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন অর্থাৎ ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন তখনও গড়ে ওঠে নি। তাছাড়া বেতনভুক্ শ্রমিক ও স্বল্পবিত্ত মানুষের বাজেটে রুটির প্রাধান্য ছিল অত্যধিক। ১৭৮৯-এর পারীতে বেতনভুক্ শ্রমিকের দিনমজুরী ছিল ২০ থেকে ৩০ সূ। সহযোগী-মিস্ত্রীর ৪০ সূ। ছুঁতোর বা কামারের ৫০ সূ। অধ্যাপক লাব্রুস হিসেব করে দেখিয়েছেন, আঠারো শতকের ফরাসী শ্রমিক তার আয়ের ৫০ শতাংশের মতো ব্যয় করতো রুটি কিনতে। ১৬ শতাংশ যেতো তরকারী, চর্বি ও মদে; ১৫ শতাংশ পোশাকে খরচ হতো, জ্বালানিতে ৫ শতাংশ, এবং ১ শতাংশ আলোতে। সুতরাং পারীর বেতনভুক্ শ্রমিক ও স্বল্পবিত্ত মানুষের কাছে রুটির দামের হেরফের অস্তিত্বের সংকট নিয়ে আসতে পারতো।

স্বাভাবিক অবস্থায় পারীতে একটি চার পাউণ্ড ওজনের রুটি ৮ থেকে ৯ সূতে পাওয়া যেতো। রুটির দাম হঠাৎ বেড়ে ১২, ১৫ বা ২০ সূ হলে তা অধিকাংশ শ্রমিককে অনশনের মুখে ঠেলে দিতো। অতএব স্বভাবতই এদের কাছে বর্ধিত বেতন এবং কারখানার পরিবেশের উন্নতির চেয়ে সস্তা রুটির প্রাচুর্য অনেক বেশি কাম্য ছিলো। সুতরাং এ-যুগের পারীর দরিদ্র মানুষের আন্দোলন ধর্মঘটের রূপ না নিয়ে সস্তা রুটির দাবিতে দাঙ্গাহাঙ্গামায় পরিণত হতো। এবং রুটির জন্য এই দাঙ্গায় শুধু যে সহযোগী কারিগর, শ্রমিক ও দরিদ্র মানুষই যোগ দিতো, তাই নয়; ছোটো দোকানদার, স্বাধীন কারিগর, ছোটো কর্মশালার কর্তাও আন্দোলনে সামিল হতো। যে সব সামাজিক গোষ্ঠী নিয়ে সাঁকুলোৎ জনতা গঠিত, স্বার্থের এই মৌলিক অভিন্নতাই তাদের ঐক্যের দৃঢ়তম বন্ধন।

সমস্ত আঠারো শতক ধরে মাঝে মাঝেই পারীতে এই জাতীয় রুটির দাঙ্গা হচ্ছিলো। এই দাঙ্গা হাঙ্গামা যাতে না হয়, সেজন্যে সরকার নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলো। প্রথমত শহরতলীর গম ভাণ্ডার কলে গম

নিয়মিতভাবে ও প্রচুর পরিমাণে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়; দ্বিতীয়ত, গমভাঙার কল থেকে ময়দা যাতে পারীর রুটি প্রস্তুত কারকদের কাছে আসে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হতো। কিন্তু এ ধরণের ব্যবস্থায় আকালের দিনে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যেতো না। যোগাযোগের অব্যবস্থার ফলে শস্যহানি হলে দূরের গ্রামাঞ্চল থেকে শস্য নিয়ে আসা সহজ ছিলো না। তা'র ওপর ছিলো আতঙ্কিত শস্য ক্রয় ও শস্য নিয়ে ফটকাবাজী। এ সব কারণে রুটির দাম এমন বেড়ে যেতো যে, রুটি পারীর 'ছোটোলোকের' ধরা ছোঁয়ার মধ্যে থাকতো না। ১৭০৯-এর দুর্ভিক্ষে খাদ্য-সরবরাহ ব্যবস্থা এমনভাবে ভেঙে পড়েছিলো যে অনাহারে শত শত লোকের মৃত্যু হয়েছিলো। ১৭৪০-এর সেপ্টেম্বরে চার-পাউণ্ড রুটির দাম ২০ সুতে পৌঁছেছিলো। রাজার উদ্দেশে জনতার উত্তেজিত চীৎকার শোনা গিয়েছিলো তখন : রুটি, রুটি দাও, আমরা খিদেয় মরছি। পারীর ক্রুদ্ধ মেয়েদের একটি দল ফ্লুউরিকে (Fleury) ঘিরে ধরেছিলো। বিসেত্র (Bicêire) জেলে কয়েদীদের রুটির পরিমাণ কমিয়ে দে'ওয়ায় কয়েদীরা দাঙ্গা আরম্ভ করে এবং ৫০ জন কয়েদীকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। ১৭৫২-র ডিসেম্বরে পারীতে আবার রুটির দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গার ছয় মাস পরেও রুটির দাম কমেনি।

১৭৭৫-এর বসন্তকালে পারীতে এবং পারীর কাছাকাছি প্রদেশে ব্যাপক রুটির দাঙ্গা সরকারের ত্রাসের কারণ হয়ে ওঠে। ১৭৭৪-এর অগস্টে ফিজিয়ক্রাত মতবাদে বিশ্বাসী তুর্গো কম্পট্রোলার জেনারেল নিযুক্ত হন এবং খাদ্যশস্য ও ময়দার অবাধ বাণিজ্যের ব্যবস্থা করেন। অবাধ বাণিজ্যের সঙ্গে অজন্মা যুক্ত হওয়ায় গম, ময়দা ও রুটির দাম ভীষণভাবে বেড়ে যায়। পারীতে মার্চে চার পাউণ্ড রুটির দাম বেড়ে ১১½ সু হয়, এপ্রিলের শেষে দাম আরো চড়ে ১৩½ সু তে পৌঁছায়। ইতিমধ্যেই বর্দো, দিজঁ, তুর, মেজ, রঁ্যাস ও মঁতোবাঁয় খাদ্যশস্যের দাবীতে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়ে যায়। তা শেষ হতে না হতেই পর পর যে সব দাঙ্গা আরম্ভ হয়, ইতিহাসে তাই লা গ্যার দে ফারিন (la gueree des Farines) নামে পরিচিত। দাঙ্গা এক বাজার থেকে অন্য বাজারে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, এবং তার ফলে গম, ময়দা ও রুটির দাম জনতা নিয়ন্ত্রণ করে দেয়— যেমন, এক পাউণ্ড রুটির দাম বেঁধে দেওয়া হয় ২ সুতে, এক বস্তা (বুশেল) ময়দার দাম ২০ সু, দুই কুইণ্টাল গমের দাম ১২ ফ্রাঁ। দাঙ্গা শুরু হয় ২৭শে এপ্রিল বোমঁ-স্যুর-ওয়াজে, পঁতোয়াজে ছড়িয়ে পড়ে

২৯শে, সেঁজ্যমেঁ'তে পেঁাছোয় ১লা মে, ভ্যর্সেই ২রা এবং পারীতে ৩রা। পারীতে ময়দা ও রুটির বাজার লুণ্ঠিত হয়, শহর ও ফোবুরের রুটি বিক্রেতাদের জনতা নির্ধারিত দামে রুটি বেচতে বাধ্য করে। নয়তো দোকান লুঠ করা হয়। অবশেষে এই দাঙ্গা দমনের জন্য সৈন্যবাহিনীকে তলব করা হয়। আন্দোলন এরপর পূর্বে ও দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ে এবং ১০ই মে নাগাদ হাঙ্গামা বন্ধ হয়।

এই সব দাঙ্গা ফরাসী বিপ্লবের কোনো কোনো ঘটনার পূর্বাভাস, সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৩-এর মধ্যে অত্যাবশ্যক পণ্যের সর্ব্বোচ্চ দর বেঁধে দেওয়ার জন্যে জনতার দাবীর কথা ধরা যেতে পারে। কিন্তু প্রাক্‌বিপ্লব যুগের এই সব দাঙ্গা পূর্বতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত নয়; দাঙ্গার লক্ষ্য ছিলো খাদ্যশস্যের ব্যবসার ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার নীতি, যার ফলে খাদ্যশস্য যোগান ও চাহিদা অনুযায়ী বাজারের স্বাভাবিক মূল্যস্তরে পেঁাছে যেত। খাদ্যশস্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হলে মূল্যস্তর একটি নির্ধারিত সীমার বাইরে যেতে পারতো না। ফলে সামাজিক ন্যায় বিচার লঙ্ঘিত হতো না। কিন্তু যোগান ও চাহিদার ওপর ছেড়ে দিলে একটি নৈব্যক্তিক আর্থনীতিক নিয়ম অনুযায়ী দাম যেখানে ইচ্ছা পেঁাছোতে পারতো। এই আন্দোলন যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলো, তা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মূলত এই আন্দোলন শ্রমিক, কারিগর এবং গ্রামের ও শহরের দরিদ্র মানুষের। এই আন্দোলনে বুর্জোয়া অথবা কৃষকশ্রেণী যোগ দেয় নি। কিন্তু এতে সরকার ও ভদ্রলোকশ্রেণী প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলো, তাতেও সন্দেহ নেই। পূর্বতন ব্যবস্থার এই শেষ গণবিদ্রোহ। পরবর্তী বার বছর দেশ মোটামুটিভাবে শান্ত ছিলো। সামাজিক শান্তি ছিলো, কারণ রুটির দাম ওঠানামা করে নি। আদির ডায়েরী পড়লে বোঝা যায় এসময় নতুন শুল্কবেড়া তৈরীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছিলো। মাংস ও জ্বালানি কাঠের দাম নিয়ে ইতস্তত একটু-আধটু ক্ষোভ ছিলো। আর কিছু কিছু ঘটনার মাধ্যমে যাজকশ্রেণীর প্রতি সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছিলো। তবু এই বার বছর পারী মোটামুটি শান্তই ছিলো বলা চলে। এ-যুগে পারীর পুলিশী ব্যবস্থা লণ্ডনের থেকেও ভাল ছিলো। গোটা পারীর পুলিশী ব্যবস্থার ভার ছিলো পারীর লেফ্‌টেনাণ্টের ওপর। শাতলের ৪৮ জন পুলিশ-কমিশনারের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশী ক্ষমতা ছিলো। শান্তিরক্ষার জন্যে প্রায় ১৫শ'র একটি পুলিশ বাহিনী ছিলো। তাছাড়া ছিলো ৫ থেকে ৬ হাজারের গার্দ

ফ্রাঁসেজ (Garde Francaise) ও সুইস বাহিনী। এরা সামরিক রিজার্ভ। এদের অধিকাংশকে রাজধানীতেই রাখা হয়েছিলো। জরুরী প্রয়োজনে এদের ডাকা হতো। শান্তি রক্ষার জন্যে এই পুলিশ বাহিনী ও সামরিক রিজার্ভ নেহাৎ নগণ্য ছিলো না। সরকারের প্রতি অনুগত থাকলে এই বাহিনী শান্তি রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো।

বার বছর পারী শান্ত ছিলো। এ-যুগের বিদগ্ধ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পর্যবেক্ষকের কাছেও পারীর এই আপাত শান্তরূপই ধরা পড়েছিলো। বাস্তিই আক্রমণের নয় বছর আগে লণ্ডনের পোপবিরোধী দাঙ্গা সম্পর্কে সেবাস্তিয়ঁ্যা ম্যরসিয়ে লিখছেন : লর্ড জর্জ গর্ডন লণ্ডনে যে সন্ত্রাস ও ভীতি ছড়িয়েছেন, পারীর মতো চমৎকার পুলিশী ব্যবস্থা সম্পন্ন শহরে তা ভাবা যায় না।

ভাবা যায় নি, কয়েক বছরের মধ্যেই শান্তির এই মিথ্যা মরীচিকা শূন্যে মিলিয়ে যাবে। ভাবা যায় নি, এক শতাব্দী ধরে তিল তিল করে যে ক্রুদ্ধ আবেগ জমে উঠেছে, তার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে পারী এক ভয়াল হিংস্রতা নিয়ে জেগে উঠবে।

বার বছর পারী শান্ত ছিলো। পারী অপেক্ষা করছিলো। ফোবুর সেঁতাঁতোয়ানে মসিয়ে দ্যফার্জের[১] পানশালার নোংরা মানুষের ভীড়ে পারী মাদাম দ্যফার্জের[২] মতো অপেক্ষা করছিলো। মাদাম দ্যফার্জ দাঁতে দাঁত চেপে ক্রমাগত উল বুনছিলেন নিছক সময় কাটাবার জন্যে। বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় নি তাঁকে। ১৭৮৯-এর ১৪ই জুলাই মাদামকে দেখা যাবে মঁসিও দ্যফার্জের পাশে, বাস্তিই আক্রমণকারী জনতার সামনে পিস্তল হাতে দ্বিধাহীন, নির্মম। ওদের সঙ্গে দেখা যাবে শুধু সেঁতাঁতোয়ানের নয়, অন্যান্য ফোবুরের সংখ্যাতীত মাদাম দ্যফার্জ, মসিয়ে দ্যফার্জ।

১৫

পারীর বিপ্লব

পারীর বিপ্লবের এই পশ্চাদ্‌ভূমি। পারী অগ্নিগর্ভ হয়েছিলো, নেকেরের পদচ্যুতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করল। অভিজাত ষড়যন্ত্র আর সন্দেহ নয়, ঘটনা। ইতিপূর্বে রাজা সুইস ও জর্মন ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী ভার্সেইয়ে ডেকে নিয়ে আসছিলেন, কারণ রাজা আর রক্ষিবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে পারছিলেন না। নেকেরের পদচ্যুতির ঠিক আগের দিন গোলন্দাজবাহিনীর আশিজন তাদের ওতেল দেজ্যাঁভালিদের ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসে; পালে রয়াইয়াল ও শাঁজেলিজেতে তাদের ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। অতএব সুইস ও জর্মন বাহিনী ডেকে পাঠানোর অর্থ রাজার জনতাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি। নেকেরের পদচ্যুতি তার প্রথম পদক্ষেপ। ১১ই জুলাই নেকের নির্বাসিত হন। ১২ই জুলাই খবরটা পারীতে ছড়িয়ে পড়ে। বিকেলের দিকে পারীর জনতার জমায়েত হয় পালে রয়াইয়ালে। দ্যুক দর্লেয়াঁ পালে রয়াইয়ালের উদ্যান জনতার জন্যে খুলে দিয়েছিলেন। এই জমায়েতে যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে একজন কামিই দেমুলাঁও[1] (Camille Demoulins) ছিলেন। কামিই দেমলাঁ জনতাকে সশস্ত্র হতে আহ্বান জানান। এই মুহূর্তে দ্যুক দর্লেয়াঁ ও নেকেরের নাম সকলের মুখে মুখে। কিছুক্ষণের মধ্যে বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়ে পড়ল, পোঁছোল বুলভারে, সেখান থেকে র‍্যু সেঁতনরেতে। প্লাস লুই কাঁজে (Place Louis Quinze) জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে মিছিলের মধ্যে অশ্বারোহীবাহিনী চালিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু পারীর সামরিক কমাণ্ডার বেজ্যাঁভাল (Besenval) সরে গিয়ে শাঁ দ্য মারে সৈন্য সমাবেশ করলেন। ফলে আপাতত জনতার হাতে রাজধানীর কর্তৃত্ব চলে গেল।

এই মুহূর্তে পারীর জনতাও আতঙ্কগ্রস্ত। কারণ, তারা ভেবেছিলো রাজকীয় সেনাবাহিনী ও লুঠেরা পরিবেষ্টিত তাদের পারী বিপন্ন। মঁমার্ত ও বাস্তিই থেকে প্রথম গোলাবর্ষিত হবে, পরে লুণ্ঠিত হবে পারী। এই সময় থেকে আপৎ-ঘণ্টা বাজা শুরু হল, এই আপৎ-ঘণ্টা এখন থেকে

ক্রমাগতই, বেশ কিছুকাল বাজবে। আপৎ-ঘণ্টী বেজে উঠতেই দলে দলে বিদ্রোহীরা সমবেত হল। দাঙ্গা শুরু হল এবং কয়েকদিন ধরে এই দাঙ্গা চলল। ৫৪টির মধ্যে ৪০টি শুল্কবেড়া ভেঙে ফেলল জনতা, সেঁ লাজার (Lazare) মঠ লুণ্ঠন করল। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এই কয়দিন একেবারেই ছিলো না বলা চলে কারণ পুলিশ বেমালুম উবে গিয়েছিলো। গোটা রাজধানী জুড়ে আতঙ্কের কালো ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছিলো।

আতঙ্কের যা স্বাভাবিক পরিণাম, যাকে লেফেভ্র আত্মরক্ষাত্মক প্রতিক্রিয়া বলেছেন, পারীতেও তাই ঘটল: রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী হল, লুণ্ঠিত হল আগ্নেয়াস্ত্রের দোকান; নির্বাচকদের দ্বারা একটি স্থায়ী কমিটি ও গণসেনা গঠিত হল। এই গণসেনার হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্যে ১৪ই জুলাই সকালবেলা আঁ্যাভালিদ থেকে ৩২ হাজার বন্দুক লুণ্ঠিত হল। কিন্তু আরো বন্দুক চাই এবং সে জন্যে বাস্তিই দখল করা প্রয়োজন। বাস্তিইর গবর্নর দ্য লোনে (De Launay) আলোচনায় রাজী হলেন। দুর্গের ভিতরে সৈন্যসংখ্যা বেশি না থাকলেও দ্য লোনের ভয় পাওয়ার হেতু ছিলো না; কারণ দুর্গের প্রাচীর নব্বুই ফুট উঁচু এবং ৭৫ ফুট প্রশস্ত জলপূর্ণ পরিখা দিয়ে ঘেরা। দুর্গে ঢোকার সেতু টেনে ওপরে তুলে রাখা যেতো। অতএব আক্রমণ করে এই দুর্গ দখল করার প্রশ্নই ছিলো না।

বাস্তিই আক্রমণের উদ্দেশ্য দুর্গাভ্যন্তরস্থ বন্দীদের মুক্তি দেওয়া নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এই দুর্গে এ-সময়ে মাত্র ৭ জন বন্দী ছিলো। রাজকীয় অস্ত্রাগার থেকে কিছুদিন আগে এখানে কিছু গোলাবারুদ পাঠানো হয়েছিলো; জনতার লক্ষ্য ছিলো এই গোলাবারুদ। তাছাড়া ঠিক এই মুহূর্তে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ছিলো দাবানলের মতো: দুর্গ অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই রু্য সেঁতাঁতোয়ানের দিকে কামানের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার তোপের মুখে সেঁতাঁতোয়ানের জনাকীর্ণ বস্তি উড়িয়ে দেওয়া হবে। রাত্রিতে ৩০০০০ রাজকীয় সৈন্য ফোবুর সেঁতাঁতোয়ানে ঢুকে অধিবাসীদের হত্যা করতে শুরু করেছে, ইত্যাদি।

এই সব গুজব মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছিলো, উত্তেজনা বাড়ছিলো। কিন্তু প্রথম দিকে দুর্গ দখল করার কোনো পরিকল্পনা ছিলো না। অন্তত নির্বাচকদের যে কমিটি ওতেল দ্য ভিল থেকে আন্দোলন পরিচালনা করছিলো তাদের তো ছিলোই না। ঘটনার যে বিবরণ তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, তারা গবর্ণর দ্য লোনের সঙ্গে

'ফোবুর্গ'-এর জায়গায় 'ফোবুর' হবে।
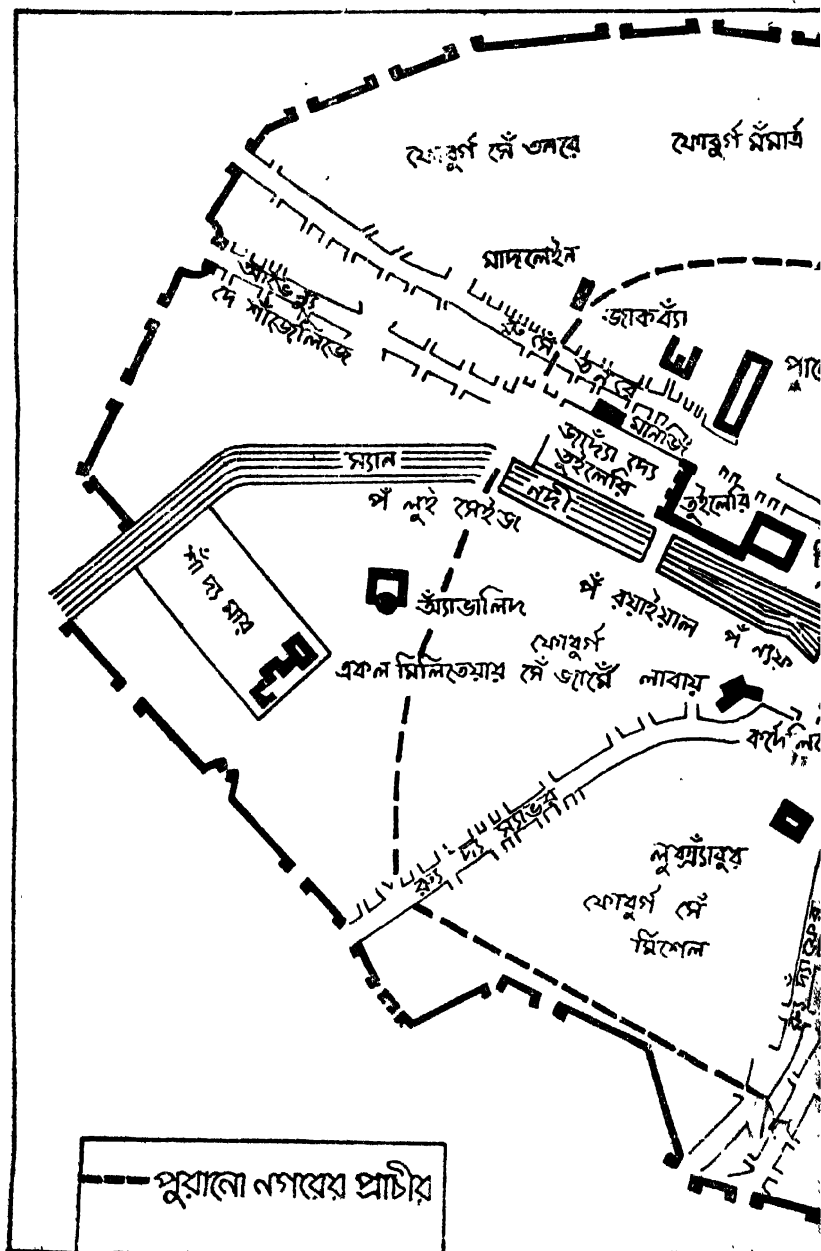
বিপ্লবের যুগে পারী
ফোবুর্গ দ্যু
তঁপল
তঁপল
লাফর্স
বিসেত্র
ওতেল দ্য ভিল
পঁ মারি
বাস্তিই
ফোবুর্গ
সেঁ আঁতোয়ান
পঁ দ্য লা তুর্নেল
প্লাস দ্যু
ত্রন
সালপেত্রিয়ের
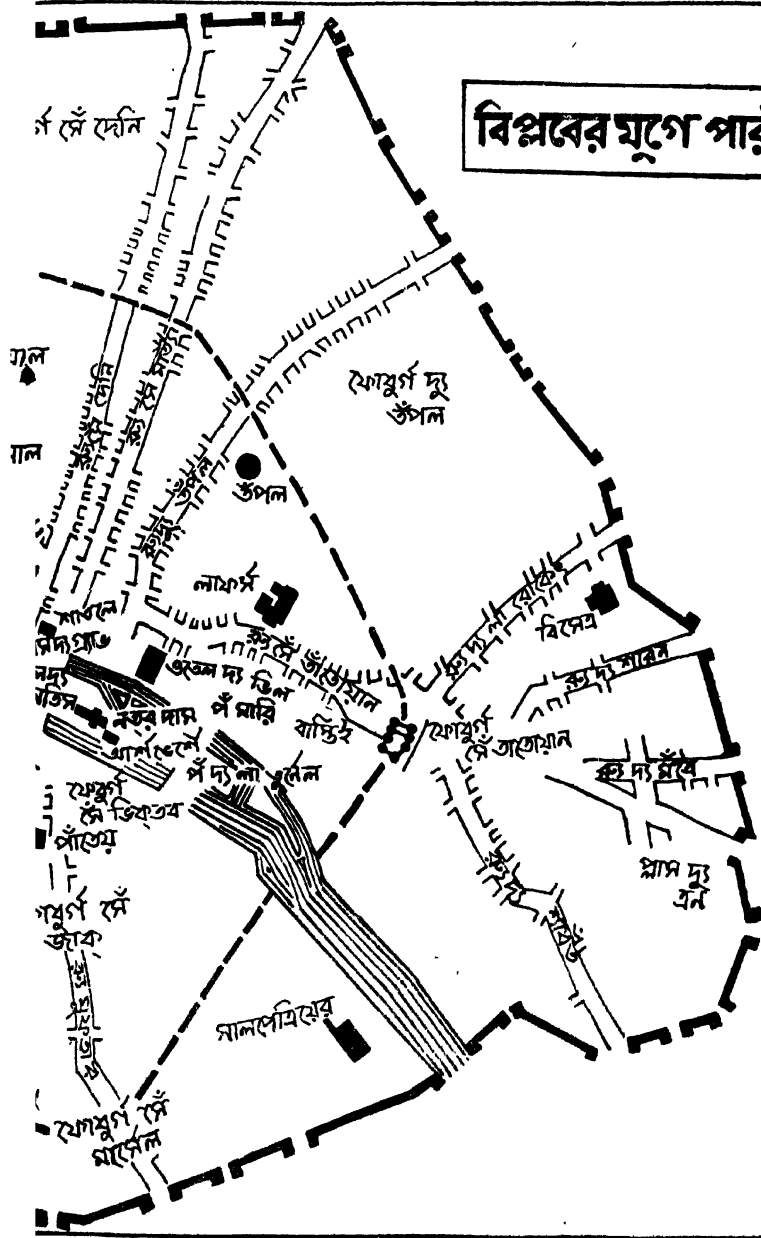
আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। তাদের দাবি ছিলো দুর্গপ্রাকার থেকে কামান সরিয়ে নিতে হবে। আর দুর্গের ভিতরে যে গোলাবারুদ আছে তা সমর্পণ করতে হবে। দ্য লোনে তাদের প্রতিনিধিদের সংগে কথা বলতে রাজী হন এবং আক্রান্ত না হলে গোলাগুলি চালাবেন না এই প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বাস্তিইর বাইরের চত্বরে যে জনতার সমাবেশ হয়েছিলো তারা কিভাবে উপরে তোলা সেতু নীচে নামিয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ে। আর সেই মুহূর্তে দ্য লোনে তার স্নায়ুর ওপর কতৃত্ব হারান, ভয় পেয়ে গুলি চালাতে আদেশ দেন। ফলে অবরোধকারীদের ৯৮ জনের মৃত্যু হয় এবং ৭৫ জন আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জনতার রক্তের চাপ বেড়ে যায়। এরপর নির্বাচক কমিটির পক্ষে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় যখন রাজকীয় রক্ষিবাহিনীর দুটি দল পাঁচটি কামান দিয়ে আক্রমণ শুরু করে। এদের সঙ্গে ছিলো কয়েকশ' কর্তা-কারিগর, সহযোগী কারিগর, শ্রমিক। দ্য লোনে গোটা দুর্গ উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্গাভ্যন্তরস্থ সৈন্যদল তাঁকে নিরস্ত করে এবং তিনি আত্মসমর্পণ করেন। দ্য লোনে, দ্য ফ্লেসেল (De Flesselles) ও আরো ছয় জনকে হত্যা করা হয়।

এভাবে বাস্তিইর পতন ঘটল। এমন কিছু সাংঘাতিক ঘটনা নয়। কিন্তু বাস্তিইর পতনের প্রতীকীমূল্য অসামান্য। এই দুর্গ স্বৈরাচারী বুর্বঁ রাজাদের অত্যাচারের প্রতীক। বাস্তিইর পতন পূর্বতন ব্যবস্থার পতনেরই পূর্বাভাস। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও এই দুর্গের পতনের ফল সুদূর-প্রসারী। জনতার এই বিজয়ের ফলে বেজঁ্যাভাল তার বাহিনীকে সেঁ ক্লুদে[২] (St Cloud) সরিয়ে নিয়ে গেলেন, জাতীয় সভা রক্ষা পেল, রাজা স্বীকৃতি দিলেন জাতীয় সভাকে। রাজসভার অভিজাত চক্রান্ত আপাতত ভেঙে গেল। কঁৎ দার্তোয়া, কঁদের প্রিন্স, ব্রগ্লি ও পলিঞ্জিয়াকেরা দেশত্যাগ করলেন। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দ্বিধাগ্রস্ত। হাতের কাছে যে সৈন্যবাহিনী ছিলো তা কতটা নির্ভরযোগ্য সে-বিষয়ে রাজার সন্দেহ ছিলো।

এই অবস্থায় সংবিধান সভার কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া রাজার উপায় ছিলো না। তিনি পারী থেকে সৈন্য সরিয়ে নিলেন, নেকেরকে ফিরিয়ে আনলেন তার পুরনো পদে। ১৭ই জুলাই সংবিধান সভার পঞ্চাশজন প্রতিনিধিসহ রাজা স্বয়ং পারী এলেন। এসে বিস্মিত হলেন সুশৃঙ্খল ও উৎসাহী জনতার আনন্দিত অভ্যর্থনায়। তিনি বুঝতে পারেননি যে পারীর বিদ্রোহ রাজার বিরুদ্ধে নয়, অভিজাত চক্রান্তের বিরুদ্ধে।

রাজা যখন পারী এলেন তখন জনতার এই ধারণা জন্মালো যে রাজা অভিজাত চক্রান্তকারীদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে জনতার কাছে নেমে এসেছেন। লুইও অনায়াসে তুলে নিলেন তিন-রঙা কাজ বা বুর্বঁ রাজবংশের রঙ সাদার সংগে পারীর লাল ও নীলের মিলনে তৈরী, যা এখন থেকে ফরাসী জাতীয়তাবাদের বিশেষ চিহ্ন।

জনতার এই বিদ্রোহের সুযোগ নিল পারীর বুর্জোয়ারা। ইতিপূর্বে ওতেল দ্য ভিলে যে স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিলো তা এখন পারীর কমিউন (পুরসভা) নামে পরিচিত হলো। বেইয়ি এই কমিউনের মেয়র নিযুক্ত হলেন। শান্তি ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য বুর্জোয়া রক্ষিবাহিনী গঠিত হলো, যা জাতীয় রক্ষিবাহিনী (National Guard) নামে অভিহিত হলো। লাফাইয়েত এই বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত হলেন। বেইয়ি নতুন মেয়র ও লাফাইয়েৎ কমাণ্ডার হিসাবে রাজস্বীকৃতি পেলেন। ফলে পারীর প্রশাসনিক ক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাতে চলে গেলো। আর রাজ-অনুমোদন পেলো পারীর বিদ্রোহ। এভাবে পারীর বিদ্রোহের শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়ায় জাতীয় সভা ভেবেছিলো আবার নিরুপদ্রবে সংবিধান রচনার কাজে মন দিতে পারবে।

১৬

পৌর বিপ্লব

পারীর বিদ্রোহের আগে রাজা জনতাকে বিস্মৃত হয়েছিলেন ; বুর্জোয়া সংবিধান সভা ভুলেছিলো সারাদেশকে। পারীর বিদ্রোহের পর গ্রামাঞ্চলের কৃষক এবং শহরের বুর্জোয়া ও 'ছোটলোক' যে সংবিধান সভার মুখ চেয়ে বসে থাকবে না তা অনুমান করা দুঃসাধ্য ছিলো না। পারীর বিদ্রোহ গোটা দেশে একটা বিশাল সমুদ্র তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়লো। ফ্রান্সের শহরে, গঞ্জে বিদ্রোহ পারীর বিদ্রোহেরই রূপ নিলো। সর্বত্র কমিউন (পুরসভা) গঠিত হল। কোথাও গণপ্রতিনিধি নিয়ে পুরনো কর্পোরেশনকে বিস্তৃততর করা হলো ; কোথাও সম্পূর্ণ নতুন কমিউন (পুরসভা) গঠিত হলো ; এবং সর্বত্র পারীর আদর্শে জাতীয় রক্ষিবাহিনী সংগঠিত করা হলো। পারীর মতো এই সব শহরের রক্ষিবাহিনীও বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে গঠিত হয়েছিলো।

পৌরবিপ্লব ফ্রান্সের শহরাঞ্চলে রাজকর্তৃত্ব শিথিল করে দিলো কারণ নবগঠিত কমিউনগুলির আনুগত্য জাতীয় সভার প্রতি, রাজার প্রতি নয়। এতে স্বভাবতই কেন্দ্রীকৃত রাজক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পন্ন হলো কারণ নিজস্ব সীমানার মধ্যে প্রত্যেক কমিউনের অবিসংবাদিত আধিপত্য। অগষ্ট মাস থেকে ফ্রান্সের শহরগুলি পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পন্ন করতে থাকে। ফলে ফ্রান্স প্রায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে একটি কমিউনের যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হলো। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ছোট ছোট মনুষ্যগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। বিপ্লবের নিরাপত্তার জন্যে তারা পারীর দিকে তাকিয়ে থাকতো না, নিজেরাই ব্যবস্থা নিতো। ফ্রান্সের সর্বত্র ছড়ানো, কৃতসংকল্প, আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ এই সব মনুষ্যগোষ্ঠী ফ্রান্সের অবিচ্ছিন্ন বিপ্লবী সক্রিয়তার মূল উপাদান।

কমিউনগুলি রাজার প্রতি অনুগত ছিলো না, সর্বদা যে জাতীয় সভার প্রতি অনুগত ছিলো তাও নয়। যদিও জাতীয় সভা এই মুহূর্তে প্রায় সার্বভৌম, তবু জনতা জাতীয় সভার সেই সব আদেশই মেনে নিতো যা

তাদের স্বার্থের অনুকূল। জনতা চেয়েছিলো রাজস্বব্যবস্থার সংস্কার, পরোক্ষ করের বিলোপসাধন, খাদ্যশস্যের বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ। অতএব করসংগ্রহ বন্ধ হয়ে গেলো ; লবণকর, আবগারীকর ও পুরসভার চুঙ্গীকর বিলুপ্ত হলো। এই সব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতীয়সভার কোন অনুশাসন কার্যকর হয় নি।

পারীতে জনতা আরো অগ্রসর। স্টেট্‌স জেনারেলের নির্বাচনের আগে পারীকে ৬০টি নির্বাচন কেন্দ্রে বিভক্ত করা হয়েছিলো। এই নির্বাচন কেন্দ্রসমূহের অন্তর্গত জনতা কমিউনের ওপর তদারকীর অধিকার দাবি করেছিলো। কারণ তাদের মতে 'সার্বভৌম জাতির' অর্থ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। পারীর সাঁকুলোতেরা এই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো।

পারীর বিদ্রোহের ফলে আপাতত অভিজাত চক্রান্ত ব্যর্থ হলেও, ফ্রান্সের প্রদেশসমূহে এই চক্রান্তের ভয় কমে নি। ষড়যন্ত্রের আতঙ্কে আবহাওয়া ভারাক্রান্ত ; জনতার চোখে প্রত্যেক যাত্রী অথবা মালবাহী গাড়ি সন্দেহজনক। জনতা প্রত্যেক গাড়ির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলো ; সব কারসকে[১] (যাত্রীবাহী গাড়ি) তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করছিলো ; দেশত্যাগী অভিজাত সন্দেহে প্রত্যেক যাত্রীর পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছিলো। সীমান্ত থেকে বিদেশী আক্রমণের খবর আসছিলো। গুজব ছড়িয়ে পড়ছিলো ; পিয়েদ্‌মন্তের বাহিনী দোফিনে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ; ইংরেজরা আসছে ব্রেসতে। দেশ জুড়ে বিভীষিকাময় আতঙ্ক যা বিষম ভীতি'তে পরিণত হয়।

বিষম ভীতি : কৃষক বিদ্রোহ

যখন ভ্যর্সেইয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘাত চলছিলো, তখন গ্রামের কৃষকেরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। আশা করছিলো তাদের 'অভিযোগের তালিকা'য় যে সব অভিযোগের কথা তারা তুলে ধরেছে, শীঘ্রই তার প্রতিকার হবে। অপেক্ষা করছিলো কিন্তু প্রতিকার বিলম্বিত হলে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে তার লক্ষণও ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। কৃষক অসন্তোষকে তীব্রতর করে তুলেছিলো আর্থিক সংকট। অজন্মার ফলে শুধু বেঁচে থাকার জন্যে যে ফসল প্রয়োজন কৃষকেরা তাও ঘরে তুলতে পারে নি। শৈল্পিক সংকটের প্রতিক্রিয়া গ্রামাঞ্চলেও অনুভূত হয় ; ধর্মঘট ও অজন্মা যুক্ত হয়ে ভিক্ষুক ও ভবঘুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। লুটেরাদের ভয়, অভিজাত ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা, আর্থনীতিক সংকটে পীড়িত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি

ও গ্রামাঞ্চলে নিরাপত্তার অভাব—সব একত্রিত হয়ে কৃষক অসন্তোষকে অগ্নিগর্ভ করে তোলে। সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের এই মুহূর্ত।

১৭৮৯-এর জুলাই মাসের শেষে বিষমভীতিই কৃষকবিদ্রোহে এক অপ্রতিরোধ্য বেগ সঞ্চার করে। জুলাই মাসের প্রথম দিকেই ভ্যর্সেই ও পারী থেকে যে সব খবর আসতে শুরু করে, শহরে থেকে শহরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তা যতোই ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ততোই তা ফুলে, ফেঁপে সম্পূর্ণ নতুন চেহারা নিয়ে উত্তেজক মদ্যের মতো গ্রামের মানুষের মনে এক নতুন উন্মাদনা নিয়ে আসে। সর্বত্রই নানা ধরণের গুজব রটছিলো; আর উত্তেজিত মানুষ তা অনায়াসে বিশ্বাসও করছিলো। লুঠেরাদের দল কাঁচা ফসলের ক্ষেত নষ্ট করে দিচ্ছে, গ্রামে গ্রামে আগুন দিচ্ছে, এগিয়ে আসছে। এই কাল্পনিক বিপদের বিরুদ্ধে কৃষকেরা নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিলো। বল্লম, শিকারের বন্দুক, লাঠি, হাতের কাছে যে অস্ত্র পেল তাই নিয়ে তারা প্রস্তুত হলো।

বিষম ভীতি কৃষক বিদ্রোহকে শক্তিশালী করেছিলো সন্দেহ নেই। অল্পকালের মধ্যেই বোঝা গেলো, এই ভীতির কোন ভিত্তি নেই কিন্তু কৃষকেরা সশস্ত্র হয়েই রইলো। এবার তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হলো কাল্পনিক লুঠেরারা নয়, সামন্তপ্রভুরা। নর্মাঁদির (Normandy) বনাঞ্চল, এনো (Hainaut) ও আপার আলসাসের শাতো ও মঠ আক্রমণ করে কৃষকেরা ম্যানরের অধিকার সংক্রান্ত দলিলপত্র কেড়ে নিলো অথবা পুড়িয়ে দিল। ফ্রাঁসকঁতে (Franche-comté) ও মাকনেতে (Maconnais) কৃষকেরা অনেক শাতোয় অগ্নিসংযোগ করে; এমন কি বুর্জোয়ারাও রেহাই পায় নি। মুক্ত ও যৌথ চারণভূমি, জমি ঘেরাও এবং বনাঞ্চলে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান প্রভৃতিও কৃষক বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিলো। এই অর্থে কৃষক বিদ্রোহ শাঁখের করাতের মতো: ভিন্ন কারণে অভিজাত ও বুর্জোয়া উভয়েই কৃষক বিদ্রোহের লক্ষ্য।

নিদারুণ সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, আকাল ও উচ্চ মূল্য, ফেঁপে ওঠা গুজব, ডাকাতের ভয়, বিষমভীতির পরিমণ্ডল এবং সর্বোপরি সামন্ততান্ত্রিক বোঝা ঝেড়ে ফেলে কৃষকের হাল্কা হওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা—সব মিলে ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলকে কৃষক সমাজের ঈপ্সিত রূপান্তরের পথে নিয়ে যায়। কৃষক বিদ্রোহ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মুছে দেয়; কৃষকদের কমিটি, গ্রামীণ গণসেনা সংগঠিত হয়। পারীর বুর্জোয়ারা নিজেদের বাহিনী গড়ে তুলেছে, পৌরপ্রশাসন নিজেদের হাতে নিয়েছে; অতএব গ্রামের কৃষকেরাও তাদের

অনুকরণ করে অস্ত্রসজ্জিত হল, স্থানীয় প্রশাসনে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল।

বিপ্লবী ও অভিজাত উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষমভীতি ছড়াবার অভিযোগ এনেছে। বিপ্লবীদের অভিযোগ জাতীয় সভাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার জন্যে প্রতিবিপ্লবীরা বিষমভীতি ছড়িয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে অভিজাতদের অভিযোগ নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা শান্তি চেয়েছিলো; কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্যে তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিলো। বিষমভীতির বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে যে আত্মরক্ষাত্মক প্রতিক্রিয়া হয় তা শেষ পর্যন্ত অভিজাতদের বিরুদ্ধে আছড়ে পড়ে, একথা মনে রাখলে অভিজাতদের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যুগপৎ একথাও মনে রাখতে হবে যে, এই ভীতি বিদ্রোহের কারণ নয়, বিদ্রোহকে বেগবান করেছিলো মাত্র।

সারাদেশ যখন বিদ্রোহে উত্তাল তখন ভার্সেইয়ে জাতীয় সভার নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা। জাতীয় সভার অধিকাংশই বিত্তবান বুর্জোয়া। তাঁরা কি গ্রামাঞ্চলের পরিবর্তিত অবস্থাকে মেনে নেবে না এই নতুন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে বুর্জোয়া ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধানকে অনতিক্রম্য করে তুলবে? এক্ষেত্রে একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসা জাতীয় সভার পক্ষে সহজ ছিলো না।

বিদ্রোহ দমন করা জাতীয় সভার পক্ষে সম্ভবও ছিলো না কারণ বিদ্রোহ না হলে এই সভার অস্তিত্ব এতদিনে মুছে যেত। অথচ দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা চলতে থাকলে কোনো গঠনমূলক কাজ অথবা সংবিধান রচনা সম্ভব নয়। কিন্তু গ্রামের সমস্যার সমাধান সহজ ছিলো না। কৃষক অভ্যুত্থানের ফলে সামন্তপ্রভুর অধিকার বিলুপ্ত হয়েছে। স্বভাবতই এরপর প্রদেশ ও প্রাদেশিক এস্টেটের বিশেষ সুযোগ সুবিধার ওপরও আঘাত আসবে এবং সেখানে অভিজাতদের সঙ্গে বুর্জোয়া স্বার্থও জড়িত। গ্রামাঞ্চলের পরিবর্তিত পরিস্থিতি মেনে নিলে মুক্তপন্থী অভিজাত ও যাজকেরা বিরূপ হবে এবং বুর্জোয়া সদস্যদের অনেকেই যে আনন্দিত হবে না, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিবর্তন মেনে না নিলে সৈন্য পাঠিয়ে কৃষক বিদ্রোহ দমন করতে হয়। কিন্তু সৈন্যবাহিনী মানে তো রাজকীয় বাহিনী। রাজকীয় বাহিনীর হাতে যদি কৃষক-বিদ্রোহ দমনের ভার তুলে দেওয়া হয়, তাহলে সেই বাহিনী কৃষক বিদ্রোহ দমন করেই থামবে না, জাতীয় সভাকেও দমন করবে।

সামগ্রিকভাবে তৃতীয় এস্টেট অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ছিলো না। কিন্তু

অরাজক অবস্থা চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় সভার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে সে বিষয়ে সভা সচেতন ছিলো। অতএব পৌর ও কৃষক অভ্যুত্থানের ফলে পরিবর্তিত ও পরিবর্তমান পরিস্থিতিকে স্বীকার করে, জাতীয় সভার নিয়ন্ত্রনা-ধীনে এনে একে স্থিতিশীল করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। কারণ, ঘড়ির কাঁটা পিছনে ঘুরিয়ে দেওয়া জাতীয় সভার সাধ্যাতীত ছিলো। উপরন্তু, সামন্তপ্রভুরাও বুঝতে পেরেছিলো যে, কৃষকেরা যা ছিনিয়ে নিয়েছে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করলে সব হারাতে হবে।

৪ঠা অগষ্টের রাত্রি

অতএব এই পরিস্থিতিকে আইনসম্মত করে নেওয়ার জন্যেই ৪ঠা অগষ্টের রাত্রিতে প্রচণ্ড উৎসাহ, উদ্দীপনার মধ্যে সর্বসম্মতভাবে জাতীয় সভায় কয়েকটি প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাবক স্বয়ং অভিজাত ভিকঁৎ দ্য নোয়াই (Vicomte de Noailles)। প্রস্তাবগুলির প্রধান বিষয়বস্তু ছিলো : ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে সামন্তপ্রভুর ম্যানরীয় অধিকারের, বিলোপ, দণ্ডসমতা, রাজপদে নিয়োগের সমানাধিকার, দিমর বিলোপ, রাজপদের ক্রয় বিক্রয়ের অবসান, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, যুগপৎ একাধিক বেনিফিসে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকারের এবং আনেতের[২] (Annete) বিলোপ এবং প্রদেশ ও শহরসমূহের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান।

এই প্রস্তাবসমূহ ১১ই অগষ্টের মধ্যে বিধিবদ্ধ করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে জাতীয় সভা সামগ্রিকভাবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মুছে দিল। এই ঘোষণার অতিশয়োক্তি সহজেই চোখে পড়ে; ঔপাধিক সুযোগ সুবিধা, জ্যেষ্ঠ-পুত্রের উত্তরাধিকারের আইন বিলুপ্ত করা হয় নি। আর ক্ষতিপূরণের শর্ত থাকায় ম্যানরীয় অধিকারের বিলোপ তাৎক্ষণিক না হয়ে বিলম্বিত হয়।

তবু ৪ঠা অগষ্টের রাত্রি অবিস্মরণীয়। জাতির বিধিগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন, গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘকালব্যাপী অভিজাত আধিপত্যের অবসান এবং রাজস্ব ও চার্চের সংস্কারের সূচনা— এই আবেগ-মথিত রাত্রিরই অবদান। আপাতদৃষ্টিতে ৪ঠা অগষ্টের রাত্রির প্রস্তাবসমূহ অভিজাতশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থত্যাগ বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই রাত্রির পিছনে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিলো। এই রাত্রির কার্যসূচী প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছিলো ব্রেতঁ (Breton) ক্লাব। ভবিষ্যতের জাকবাঁ ক্লাব এই ব্রেতঁ ক্লাব থেকেই উদ্ভূত। ব্রেতঁ ক্লাব জ্যাকবাঁ ক্লাবের আদিরূপ।

স্টেট্‌স-জেনারেলের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে এপ্রিল মাসে ব্রেতাইঁনের (Bretagne) নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এসে পৌঁছোন এবং স্টেট্‌স-জেনারেলে তাঁদের মতামত ঐক্যবদ্ধভাবে তুলে ধরার জন্যে একটি আলোচনা-চক্র গঠন করেন। এই আলোচনাচক্রই ব্রেত্ঁ ক্লাব নামে পরিচিত। অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিদের জন্যেও এই ক্লাবের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। এই ক্লাবের অধিবেশন হত কাফে আমাউরিতে। ২৩শে জুনের রাজকীয় অধিবেশনের পর রাজআদেশের সার্থক বিরোধিতায় এঁদের অবদান থাকা খুবই স্বাভাবিক। বাস্তিইর পতনের পর 'প্যাট্রিয়ট' হিসেবে তাঁরা তৃতীয় এস্টেটের সাময়িক সাফল্যকে বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এমন একটি সমাজের রূপরেখার ঘোষণায়—যে সমাজের বিশেষ অধিকার থাকবে না, প্রত্যেক মানুষের অধিকারের সমতা থাকবে। সুতরাং ব্রেত্ঁ ক্লাবের আলোচনায় স্থির হয় "জাতীয় সভায় এক ধরণের ইন্দ্রজালের সাহায্যে" সাময়িকভাবে সাংবিধানিক প্রশ্ন স্থগিত রাখার আহ্বান জানানো হবে এবং শহর, প্রদেশ, কর্পোরেশন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগ সুবিধা মুছে দেওয়া হবে। মুক্তপন্থী ভূস্বামী দ্যুক্ দেগিয়ঁর (Ducd' Aiguillons) ওপর ভার দেওয়া হল জাতীয় সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করার। কিন্তু দ্যুক দেগিয়ঁর আগেই ভূমিহীন অভিজাত ভিকঁৎ দ্য নোয়াই বিশেষ সুযোগ সুবিধা অবসানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা গৃহীত হয়। ব্রেত্ঁ ক্লাবের প্রতিনিধিরা যে ইন্দ্রজালের কথা ভেবেছিলেন তার মধ্যে স্বার্থের হিসাব ছিলো। কিন্তু সহৃদয়তা, উদ্বেলিত দেশপ্রেমও ছিলো। জাতীয় সভায় প্রথম দোফিনে ও ব্রেতাইঁনের প্রতিনিধিরা স্বেচ্ছায় তাঁদের বিশেষ সুযোগসুবিধা ত্যাগ করেন। তারপর আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি কাড়া-কাড়ি। অভিজাত সম্প্রদায় এবং অন্যান্য শহর ও প্রদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশেষ সুযোগসুবিধা ত্যাগ করার প্রতিযোগিতা লেগে যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে এই সব প্রস্তাব ১১ই অগস্টের মধ্যে বিধিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং ১১ই অগস্টের পর থেকে নতুন সংবিধানের মৌলিক নীতির—মানবিক অধিকারের ঘোষণার—আলোচনার পথে আর কোনো বাধা রইলো না। এই আলোচনা ২০শে অগস্ট শুরু হয়। ২৬শে অগস্ট মানবিক অধিকারের ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার দ্বারা স্বাধীনতা, সাম্য ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘোষণা পূর্বতন সমাজের মৃত্যু পরোয়ানা।

এরপর জাতীয় সভার পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক ছিলো যে সংবিধান রচনার জন্য উপযুক্ত সুস্থিত পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ৫—১১ অগস্টের

বিধানাবলী ও মানবিক অধিকারের ঘোষণা—কোনোটাই রাজা মেনে নিতে রাজী হলেন না। ফলে নতুন সংকট দেখা দিল। জাতীয় সভার বক্তব্য হল, ৫—১১র বিধানাবলী ও মানবিক অধিকারের ঘোষণা উভয়ই সংবিধানসম্মত, অতএব বৈধ। কারণ সিয়েসের তত্ত্ব অনুযায়ী সাংবিধানিক ক্ষমতা সার্বভৌম। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে যে সংবিধান ছিলো তার জন্য তো রাজার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়নি। সাংবিধানিক ক্ষমতার সার্বভৌমত্বের এই সিয়েসীয় তত্ত্ব সম্পূর্ণ আধুনিক।

রাজা অপেক্ষা করছিলেন; আশা করছিলেন জাতীয় সভায় ফাটল দেখা দিতে পারে। ভাঙন দেখাও দিল। কিছু মুক্তপন্থী অভিজাত, প্যারিশীয় যাজক এবং কিছু বুর্জোয়া যাদের ম্যানরীয় অধিকার ছিলো অথবা যাঁরা ক্রীত রাজপদে আসীন ছিলো তারা রাজা ও অভিজাতদের সংগে সমঝোতায় এসে বিপ্লবের অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলো। তারা চেয়েছিলো আইনত প্রণয়নের ওপর রাজার নিরঙ্কুশ ভীটো থাক, অভিজাত-দের জন্যে একটি উচ্চতর সভা হোক্। এই গোষ্ঠীই ইংরেজ-প্রেমিক অথবা রাজতন্ত্রী নামে পরিচিত। এদের মধ্যে ছিলেন লালি তলাঁদাল (Lally Tollendal), ক্ল্যরমঁ তনের (Clermont Tonner), মালুয়ে (Malouet) ও ম্যুনিয়ে। ভীটো সম্পর্কে মিরাবোরও অনুরূপ মতামত ছিলো। অন্যদিকে দুপর (Duport), লামেত (Lameth) ও বার্নাভ—এই ত্রয়ী প্যাট্রিয়ট দলের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এঁরাই শেষ পর্যন্ত জাতীয় সভার ওপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট বিধান সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়; পরদিন রাজাকে নিরঙ্কুশ ভীটোর পরিবর্তে আইনের প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার ভীটোর অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু শুধুমাত্র অগস্টের বিধানাবলীই নয়, নতুন সংবিধানও রাজা গ্রহণ করতে রাজী হননি। অতএব আবার সংকট; সমাধানও একই—পারীর হস্তক্ষেপ।

অক্টোবরের দিন

রাজা সংবিধান গ্রহণ না করার অর্থ সংবিধান বাতিল হয়ে যাওয়া। কিন্তু পারী ভ্যর্সেইর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে নি। পারীতে বিক্ষোভ বাড়ছিলো। সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক পুস্তিকায় গোটা শহর ছেয়ে গিয়েছিলো। মারা[৩] (Marat) প্রকাশিত সংবাদপত্র লামি দ্যু পেউপ্‌ল্ (L'Ami Du Peuple) (জনতার বন্ধু) বেইয়ি, লাফাইয়েৎ ও নেকেরের

তীব্র সমালোচনা করতে থাকে। পারী থেকে ভ্যর্সেইয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যাওয়ার কথাও ওঠে। আবার অভিজাত চক্রান্তের আশঙ্কা দেখা দেয়; রাজার আহ্বানে ভ্যর্সেইয়ে ফ্লাঁদ্র (Flandre), রেজিমেণ্ট এসে পৌঁছোয় ২৩শে সেপ্টেম্বর। অতএব জুলাইর দিনের মতো আরেকটি 'দিনের' সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। এই 'দিনটি'র জন্যে প্যাট্রিয়ট প্রতিনিধি ও পারীর জনতার মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল বলে মনে হয়। মিরাবোও এই বোঝাপড়ার মধ্যে ছিলেন; আর লাফাইয়েৎ ও বেইয়ি এই দিনের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন নি একথা মনে করারও কোনো যুক্তি নেই।

কিন্তু 'অক্টোবরের দিন' যা ফরাসী বিপ্লবকে সম্পূর্ণ নতুন পথে পরিচালিত করে তার পশ্চাতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো তাও ঠিক নয়। অক্টোবরের দিনের চালিকাশক্তি আর্থিক দুর্গতি। রুটি শুধু মহার্ঘই নয়, দুষ্প্রাপ্য। গমের ফলন ভাল হয়েছিলো কিন্তু জলশক্তিচালিত গমভাঙার কল বন্ধ থাকায় বাজারে রুটি পাওয়া যাচ্ছিলো না। বিদেশী, পর্যটক, অভিজাত ও বিত্তবান মানুষেরা চাকর-বাকর বরখাস্ত করে পারী ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন: অর্থ বিনিয়োগ না করে লুকিয়ে ফেলছিলেন; বেকারের সংখ্যা বাড়ছিলো। খাদ্য দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য, অতএব অভিজাত ষড়যন্ত্রের কথা আবার হাওয়ায় ভাসতে লাগল। জনতার এই ধারণা জন্মালো যে এই মুহূর্তে বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হল অভিজাতদের হাত থেকে রাজাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা এবং তাঁর ওপর জনতার কর্তৃত্ব কায়েম করা।

পয়লা অক্টোবর ভ্যর্সেইয়ে রাজকীয় বাহিনী ফ্ল্যাঁদ্র রেজিমেণ্টকে একটি ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হয়। হর্ষধ্বনির মধ্যে রাজপরিবার ভোজসভায় প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার রাজা রিশার বিশ্বজগৎ তোমাকে পরিত্যাগ করেছে—এই গানের সুর বাজে অর্কেস্ট্রায়। মদ্যপানে প্রমত্ত ও রাজপরিবারের প্রতি আনুগত্যে উদ্বেল সৈনিকেরা বিপ্লবের তিন-রঙা ব্যাজ পায়ে মাড়িয়ে তুলে নেয় বুর্বরাজের সাদা কিম্বা রাণীর কালো ব্যাজ। অথচ দুমাসও হয়নি রাজা বিপ্লবের তিন-রঙা ব্যাজ পরেছিলেন পারীতে।

নেকেরের পদচ্যুতির মতো তিনরঙা ব্যাজের অবমাননার স্ফুলিঙ্গ অক্টোবরের দিনের বিস্ফোরণ নিয়ে আসে। ভ্যর্সেইর এই খবর পারী পৌঁছোতে লাগে দুদিন। ৪ঠা অক্টোবর রবিবার পালে রয়াইয়ালে জনতার

জমায়েত হয়, প্রস্তবের পর প্রস্তাব গৃহীত হয়। অভিজাত চক্রান্ত সম্পর্কে সন্দেহের আর কোনো অবকাশ নেই। বাজারে রুটি নেই। ল্য ফুয়ে নাসিয়োনাল (Le fouet National) লিখছে: "সোমবার থেকে শতচেষ্টা করেও রুটি পাওয়া যায়নি।" জনতার অভ্যুত্থানের নানা কারণ কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকৃত চালিকাশক্তি ক্ষুধা।

৫ই অক্টোবর ফোবুর সেঁতাঁতোয়ান এবং লেজাল (Les Halles) থেকে রুটির দাবী নিয়ে মেয়েরা এসে ওতেল দ্য ভিলে জড় হয়। কোনো পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওরা ওতেল দ্য ভিলে একত্রিত হয়েছিলো—একথা মেনে নেওয়া কঠিন, যদিও পূর্ব পরিকল্পনার কোনো প্রমাণ নেই। মেয়ারকে (Maillard) পুরোভাগে রেখে মেয়েদের বিক্ষোভ মিছিল ভ্যর্সেইয়ে রওনা হয়। অপরাহ্নে লাফাইয়েৎ ও কমিউনের দুজন কমিশনারের নেতৃত্বে জাতীয় রক্ষিবাহিনী ও পারীর জনতা মেয়েদের মিছিলকে অনুসরণ করে।

ভ্যর্সেই এসে মিছিল জাতীয় সভার কাছে দাবি জানায়: পারীতে রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ফ্লাঁদ্র রেজিমেণ্ট ভেঙে দিতে হবে। জাতীয় সভা সভাপতি মুনিয়েকে রাজপ্রাসাদে পাঠায়, মিছিল তাঁকে অনুসরণ করে। রাজা মেয়েদের এই মিছিলকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেন; প্রতিশ্রুতি দেন তিনি পারীতে খাদ্য পাঠাবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জাতীয় রক্ষিবাহিনী আসছে এই খবর প্রাসাদে পৌঁছে যায়। অভিজাত সভাসদ সেঁ প্রিস্তের (Saint-Priest) পরামর্শমতো স্থির হয় যে লুই রাঁবুইয়েতে (Rambouillet) চলে যাবেন। কিন্তু চিরকাল দ্বিধাগ্রস্ত লুই আবার মত পাল্টান, কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে, জাতীয় রক্ষিবাহিনী আসছে তিনি অগস্টের বিধানাবলী মেনে নেননি বলে। অতএব তিনি ঠিক করলেন অগস্টের বিধানাবলী মেনে নেবেন; মুনিয়েকে জানিয়ে দিলেন সেই কথা। সুতরাং কোনো গণ্ডগোলের প্রশ্ন নেই, আর র‍্যাঁবুইয়েতে যাওয়ারও কোনো মানে নেই।

জাতীয় রক্ষিবাহিনী এসে পৌঁছোল রাত্রি এগারোটায়। লাফাইয়েৎ ও কমিউনের দুই কমিশনার রাজাকে ভ্যর্সেই ছেড়ে পারীতে থাকার অনুরোধ জানালেন। লুই বললেন, পরদিন তিনি তার অভিমত জানাবেন।

পরদিন প্রত্যূষে পারীর জনতা প্রাসাদ প্রাঙ্গনে ঢুকে পড়ে। রাজকীয় দেহরক্ষীরা বাধা দেয়; একজন শ্রমিক ও কয়েকজন সৈনিক নিহত

হয়। জনতা রাণীর শয়নকক্ষের পাশের ঘরে ঢোকে যদিও রাণী যথাসময়ে রাজার কাছে পালিয়ে যান। এবার জাতীয় রক্ষিবাহিনী নিয়ে লাফাইয়েতের প্রবেশ। তিনি জনতাকে প্রাসাদের বাইরে পাঠিয়ে দেন। রাজপরিবারের সঙ্গে লাফাইয়েৎও ঝরোখায় এসে জনতাকে দর্শন দেন; তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে চীৎকার শোনা যায়: পারী চলুন। রাজা জনতার দাবি মেনে নিলেন। অতএব জাতীয় সভাকেও পারী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

বেলা একটায় মিছিল আবার পারী ফিরে চললো। জাতীয় রক্ষিবাহিনী এবার পিছনে পিছনে নয়, সম্মুখে; প্রত্যেক বেয়নেটে একটি করে রুটি গাথা; তারপর যথাক্রমে গম ও ময়দা বোঝাই গাড়ি, বাজারের ঝাকামুটে এবং মেয়েরা; নিরস্ত্র দেহরক্ষিবাহিনী; রাজপরিবারের গাড়ি; গাড়ির পাশে অশ্বারোহনে চলেছেন লাফাইয়েৎ; গাড়িতে জাতীয় সভার একশো জন প্রতিনিধি; এবং সর্বশেষে পরিতৃপ্ত জনতা কেননা 'রুটিওয়ালা, রুটিওয়ালার স্ত্রী এবং তাদের ছেলেকে' তাঁরা নিয়ে যাচ্ছে।

পারীতে বেইয়ি স্বাগত জানালেন রাজপরিবারকে, নিয়ে গেলেন ওতেল দ্য ভিলে। তারপর তুইলেরি প্রাসাদে চলে গেলেন রাজপরিবার। ভ্যর্সেইর প্রাসাদে আর কোনোদিন ফিরে যাবেন না ষোড়শ লুই, মারি আঁতোয়ানেৎ কিংবা দোফ্যাঁ। জাতীয় সব সদস্যরা এসে পেঁাছোলেন ১৯শে অক্টোবর।

রাজা পারীতে চলে আসায় উল্লসিত জনতার মুখের ভাষাই লিপিবদ্ধ করেন কামিই দেমুল্যাঁ: "পারী সব শহরের রাণী হতে যাচ্ছে, ফরাসী সাম্রাজ্যের রাজধানীর মহিমা ফিরে পেতে যাচ্ছে। এখন রাজা ও নাগরিকদের মিলনের মধ্যে জাতীয় পুনরুজ্জীবনের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।" এই উদ্বেল মুহূর্তে যে অল্প কয়েকজনের ভবিষ্যদ্দৃষ্টির স্বচ্ছতা ছিলো তাদের মধ্যে ছিলেন মারা। তিনি লামি দ্যু পেউপ্‌লের সাতের সংখ্যায় লিখছেন: "পারীর মানুষ অবশেষে তাদের রাজাকে ফিরে পেয়েছে; আজ তাদের উৎসব। রাজার উপস্থিতি মুহূর্তেই সব কিছুর চেহারা বদলে দিয়েছে। গরীব মানুষেরা আর ক্ষুধায় মরবে না। কিন্তু এই স্বস্তি শীঘ্রই স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে যদি সংবিধান কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত রাজাকে আমাদের মধ্যে ধরে রাখতে না পারি। লামি দ্যু পেউপ্‌ল্‌ নাগরিকদের আনন্দের অংশভাক্‌, কিন্তু সে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না।"

জনতার বিদ্রোহ বুর্জোয়াদের নিশ্চিত বিজয়ের পথে নিয়ে যায়।

জুলাই ও অক্টোবরের দিনগুলির জন্যে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের ভ্রূণেই বিনষ্ট ঘটে। জনতার কৃপায় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় সভার বিজয় সম্ভব হল। জনতার ওপর নির্ভরশীল এই সভা এখন থেকে সমভাবে রাজা ও জনতার ভয়ে সন্ত্রস্ত।

অক্টোবরের দিনের ফলে 'প্যাট্রিয়ট' পার্টি থেকে রাজতন্ত্রীরা বেরিয়ে যায়। মুনিয়ে দেশত্যাগী হলেন। পারীর পৌরপরিষদ ও পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দানা বাঁধছিলো। জাতীয় সভার প্রতি জনতার শ্রদ্ধাও ছিলো অপরিসীম। একমাত্র এই সভার নির্দেশই পালিত হতো যদি এই নির্দেশ জনমতের অনুকূল হতো। রাজকর ও সামন্ততান্ত্রিক কর দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সভার একটি নির্দেশ দ্বারা খাদ্যশস্যের অবাধ বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু জনমতবিরোধী হওয়ায় এই নির্দেশ পালিত হয় নি।

'অক্টোবরের দিন' বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু এই ক্ষমতা রক্ষা করা সহজ ছিলো না। সত্য, যে সংবিধান রচিত হচ্ছিলো তা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। কিন্তু রাজার বিশ্বাস যোগ্যতা কতটুকু? এ-বিষয়ে সংবিধান সভার সন্দেহ ছিলো। তাই সংবিধান কাযকর না হওয়া পর্যন্ত কয়েকটা কমিটির উপর প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছিলো। এই মুহূর্তে জাতীয় সভার হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এসেছিলো কিন্তু সভা এই ক্ষমতার সার্থক ব্যবহার করতে পারেনি। কারণ, বিভিন্ন মন্ত্রী ও মন্ত্রকের কাজ করার ক্ষমতা না থাকলেও নেপথ্য থেকে বাধা সৃষ্টি করার চাতুর্য ছিলো। এই কারণেই সিয়েস, মিরাবো, ও আরো অনেকে রাজা যাতে তার পুত্রের স্বপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং দোফ্যাঁ সাবালক না হওয়া পযন্ত যাতে একটি অছি পরিষদের ওপর প্রশাসনের ভার অর্পিত হয় তার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় সভা ষোড়শ লুইর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিলেও শক্তহাতে প্রশাসনের হাল ধরতে পারেনি; অতএব ১৭৯৩ পর্যন্ত ফ্রান্সে কোনো প্রশাসন ছিলো না বললেই চলে।

১৭

দুই জগতের নায়ক—লাফাইয়েৎ

অগষ্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে পূর্বতন ব্যবস্থা বিধিগতভাবে ধ্বংস হয়েছিলো বলা যেতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ ছিলো। সুতরাং এখন থেকে সংবিধান সভার প্রধান কর্তব্য হলো নতুন ব্যবস্থার উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো প্রবর্তন করা। কিন্তু সংবিধান সভাকে অভিজাত চক্রান্ত ও জনতার আন্দোলনের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হচ্ছিলো। লাফাইয়েৎ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। ১৭৯০-এ তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থিত। তাঁর আশা ছিলো তিনি বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বয় সাধন করতে পারবেন।

'দুই জগতের নায়ক' লাফাইয়েৎ বুর্জোয়া ও পারীর নাগরিকদের আস্থাভাজন এবং ৬ই অক্টোবরের পর থেকে রাজার প্রধান পরামর্শদাতা। ১৭৯০-র ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি রাজাকে জাতীয় সভায় নিয়ে যান এবং লুই সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন। অতএব সাধারণ মানুষেরও এই ধারণা হয়েছিলো যে জনপ্রিয় লাফাইয়েতের নেতৃত্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। জর্জ ওয়াশিংটনের মতো লাফাইয়েৎও চেয়েছিলেন যে, রাজা ও অভিজাতশ্রেণী বিপ্লবকে স্বীকার করুক এবং জাতীয় সভা একটি শক্তিশালী সরকার গঠন করুক। কিন্তু অত্যধিক আত্মবিশ্বাস ও অলীক আশাবাদ নিয়ে তিনি যে কল্পিত স্বর্গে বাস করতেন সেখান থেকে রূঢ় বাস্তবের ব্যবধান অনেক। লাফাইয়েৎ বিশ্বাস করতেন যে গণসমর্থনের ওপরই তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত এবং জনতার আস্থাকে যে তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালনা করতে জানতেন না তাও নয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের সমর্থনও তিনি পেয়েছিলেন, যেমন মনিত্যর (Moniteur), ব্রিসো পরিচালিত পাত্রিয়ত ফ্রাঁসেজ (Patriote Francaise), কঁদরসের ক্রনিক্ দ্য পারী (Chronique de Paris) ইত্যাদি। কিন্তু মিরাবোর বাগ্মিতা ছিলো না তার। জাতীয় সভাকে বাক্যচ্ছটায় অভিভূত করে রাখতে পারা তার সাধ্যাতীত ছিলো। তিনি সিয়েসের সাহায্য নিয়ে তার

গ্রাঁজ বাতিলিয়্যার
রুল রুল
প্লাস ভঁদম
শাঁজেলিজে
বিব্লিওতেক
পালে রয়াইয়াল
তুইলেরি
ন্যান নদী
অ্যাঁভালিদ
ফঁতেন দ্য গ্রেনেল
লুভর
কাত্‌র নাসিয়ঁ
ক্রোয়ারুজ
অবসেরভা

পারীর সেকসিয়ঁ
বঁদি
তঁপল
পপ্যাঁকুর
প্লাস রয়াইয়াল
আর্সনাল
ম্যঁত্রে
ক্যাঁজ ভ্যাঁ
জার্দ্যাঁ দে প্লাঁত
গবেল্যাঁ
গ্রাভিলিয়ের
পোয়াসনিয়ের
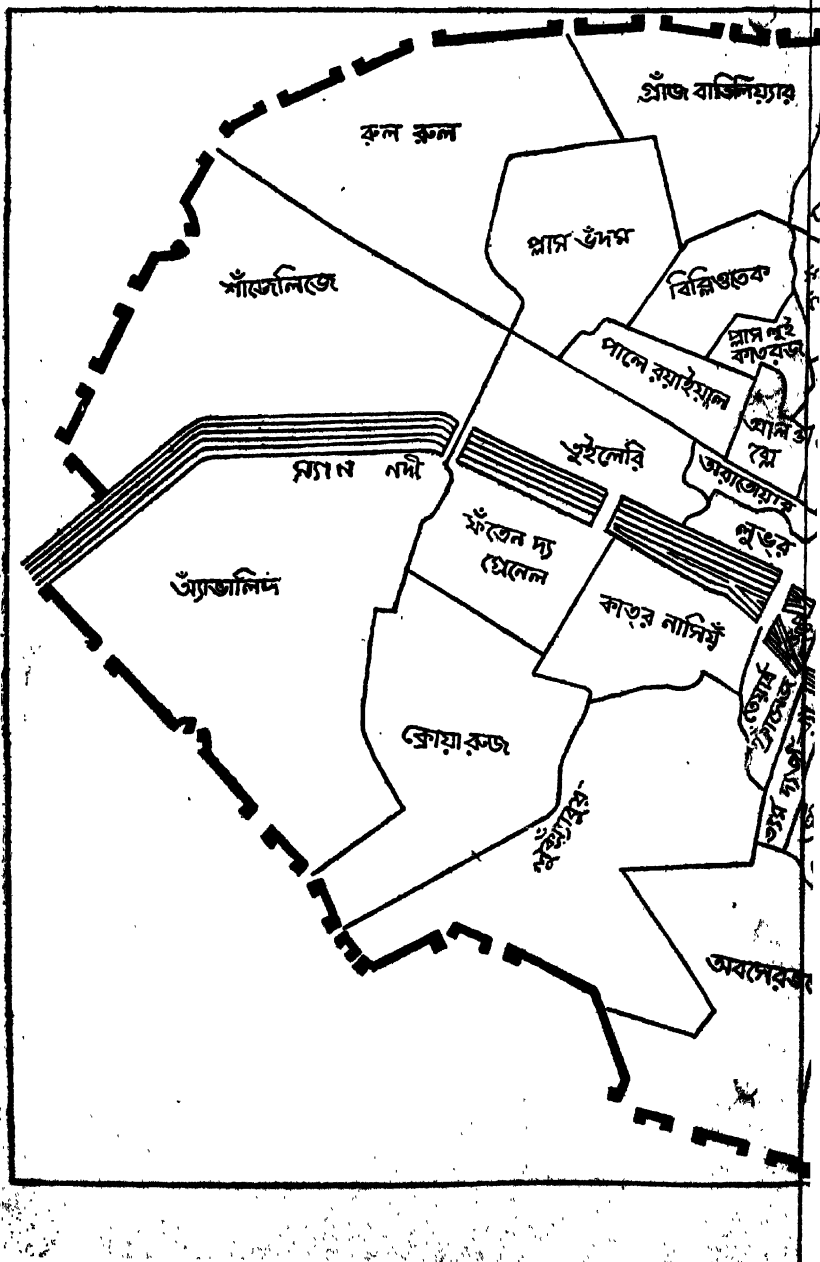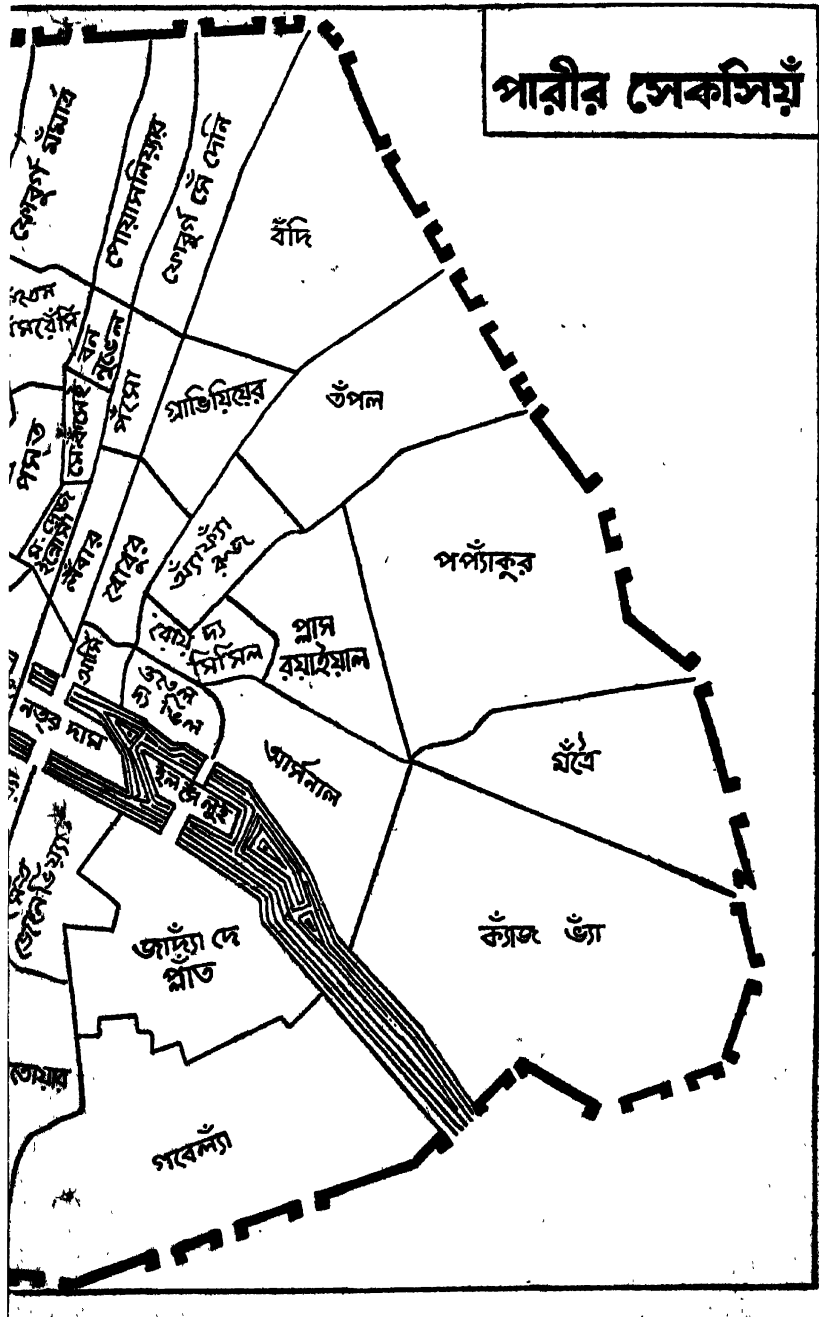
অনুগামীদের একটি কেন্দ্র 'উনন্বুইর সোসাইটি'—গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে ও তা কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। এই কেন্দ্রে জাতীয় সভার প্রতিনিধি ও সাংবাদিক, অভিজাত ও ব্যাঙ্কমালিক আসতেন। ভাড়াটে সমর্থক দিয়ে জাতীয় সভার দর্শকের গ্যালারী ভরে দিতেও তাঁর আপত্তি ছিলো না। কিন্তু তাঁর সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত ছিলো প্যাট্রিয়টদের একটি সুশৃঙ্খল গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে তোলা। একমাত্র তাহলেই এই গোষ্ঠী জাতীয় সভার বিতর্ককে লক্ষ্যহীন বিতণ্ডার বদ্ধ জলা থেকে উদ্ধার করে একটি সংযত প্রবাহে পরিণত করতে পারতো। একটি সুস্থিত মন্ত্রিসভা গঠনও সম্ভব হতো। জাতীয় সভার অধিকাংশ ডেপুটিই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা শূন্য এবং এদের পক্ষে যে কোনো বিষয়েই একটি স্থির সিদ্ধান্তে পেঁৗছোন কঠিন ছিলো। তাছাড়া ডেপুটিদের এমন অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ ছিলো যে, দলীয় শৃঙ্খলা মেনে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিলো না। প্রায় কোনো বিষয়েই জাতীয় সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত হতে পারে নি, এমন কি জাতীয় সভার কার্য পরিচালনার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট নিয়মকানুন প্রণয়নের জন্যেও না। অথচ বিরোধী পক্ষ থেকে নানাভাবে বিঘ্নসৃষ্টি করা হচ্ছিলো। ক্রমাগতই পারীর জনতার প্রতিনিধিরা আর্জি নিয়ে আসছিলো, তাও শুনতে হচ্ছিলো। এই অবস্থায় জাতীয় সভার কাজকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় ছিলো না।

কিন্তু এদিকে রাজকোষ প্রায় শূন্য। নেকের অগষ্ট মাসে দুবার ঋণ করে অর্থের সংস্থান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোনো সাড়া মেলে নি এমনকি ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রত্যেকের আয়ের ২৫ শতাংশ দেশকে দান করার যে আহ্বান প্রচারিত হয়েছিলো তাতে রাজকোষের শূন্যতা কিছুটা ভরবে এমন সম্ভাবনা ছিলো না। এ-সময়েই লাফাইয়েৎ লামেত, দুপর ও মিরাবোর সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যেই দ্যুক দর্লেয়াঁকে লণ্ডনে রাষ্ট্রদূত করে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তিনি ক্ষমতায় আসার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। মিরাবোকেও রাষ্ট্রদূত করে কনস্তান্তিনোপলে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিরাবো রাজী হননি কারণ মন্ত্রীত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো তাঁর। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চেয়েছিলেন কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতে চান নি। তাঁর ইচ্ছা ছিলো যে, বিধানসভা থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করার ক্ষমতা রাজার থাকবে যার ফলে রাজা ও বিধানসভার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। মিরাবোর এই মতবাদের

মধ্যে সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষণীয়। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাও এতে প্রকাশিত। মিরাবো মন্ত্রী হলে আরো অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করবেন এবং বিধানসভার একটি রাজ-অনুগত গোষ্ঠী গড়ে উঠবে—এই আশঙ্কা ছিলো প্যাট্রিয়ট গোষ্ঠীর। অতএব তাঁরা ৭ই নভেম্বর বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাশ করেন যার ফলে মিরাবো, লাফাইয়েৎ ও আরো কিছু সদস্যের মন্ত্রী হওয়ার সাধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এই প্রস্তাবে বিধানসভার সদস্যদের মন্ত্রীপদ গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়।

মিরাবো ক্রমাগতই অর্থকৃচ্ছ্রতায় ভুগতেন; অর্থাগমের কোনো স্থির উপায় ছিলো না তাঁর; অর্থ যেখান থেকেই আসুক, যেভাবেই আসুক, গ্রহণযোগ্য কেননা উড়নচণ্ডী, বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল মিরাবোর যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিলো তা সোজা পথে উপার্জন সম্ভব ছিলো না। মন্ত্রীপদ পেলে অর্থের প্রয়োজন অনেকটা মিটতো কিন্তু মন্ত্রীপদ যখন নাগালের বাইরে চলে গেল তখন প্রয়োজনীয় অর্থের বিনিময়ে রাজার বেসরকারী পরামর্শদাতা হওয়া মিরাবোর কাছে অনুচিত মনে হয় নি। বস্তুত কঁৎ দ্য লা মার্কের (Comte de la Marck) দৌত্যের ফলে মিরাবো রাজার বেতনভুক্ পরামর্শদাতায় পরিণত হন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি রাজার কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছিলেন। অথবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, অর্থের বিনিময়ে রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেও তিনি নীতিভ্রষ্ট হন নি। মিরাবো ইংরেজী ধাঁচের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের, শক্তিশালী প্রশাসনের সমর্থক; রাজাকে তিনি যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা তাঁর এই বিশ্বাসের কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। অতএব রাজকীয় অর্থ তাঁকে নিজস্ব নীতি থেকে বিচ্যুত করে অন্য পথে পরিচালিত করেছিলো একথা বলা চলে না। বরং তিনি ১৭৯০-এর ১০ই মে থেকে যে লিখিত পরামর্শ দেন তাতে তিনি রাজাকে তাঁর নিজস্ব পথেই সুপরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন। বিস্তৃত প্রচার ও ঘুষ—এই দুয়ের সংমিশ্রণে তিনি লুইকে তাঁর নিজস্ব দল গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। তারপর জাতীয়সভা ভেঙ্গে দিয়ে পারী ছেড়ে লিয়ঁ চলে যেতে বলেন। তিনি বিশেষভাবে সতর্ক করে দেন যে, রাজা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন—এই সন্দেহ যেন কোনোভাবে দেখা না দেয়।

রাজা মিরাবোর পরামর্শ মেনে নিলে বিপ্লবের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো। লুই বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগী অভিজাতদের আধিপত্য বিলুপ্ত

করে সমগ্র জাতির আস্থা যদি অর্জন করতে পারতেন তাহলে বিপ্লবের প্রবল জলতরঙ্গ রোধ করাও হয়তো অসম্ভব হতো না। কিন্তু ষোড়শ লুইর পক্ষে এই জাতীয় সাহসিক পদক্ষেপ স্বাভাবিক ছিলো না। তিনি মিরোবোকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন : মিরোবোর পরামর্শ গ্রহণ করার কোনো ইচ্ছা ছিলো না তাঁর। লুই লাফাইয়েৎ ও মিরোবোকে একত্রিত করে নতুন সংবিধানে যাতে রাজার হাতে যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপনার বিশেষ অধিকার ন্যস্ত হয় সেই ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লাফাইয়েৎ-মিরোবো মৈত্রী টেকেনি। উপরন্তু দুপর, বার্নাভ ও লামেত এই ত্রয়ী লাফাইয়েৎ বিরোধী ছিলেন।

১৮

বিপ্লবের প্রসার

সংবিধান সভার কাজ ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। ১৭৮৯-এর ৭ই নভেম্বরের আইনে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর বিলোপ করা হয়। ১৭৯০-এর ফেব্রুয়ারী আইনে সৈন্যবাহিনীতে পদের ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ হয় এবং সাধারণ সৈনিকের অফিসার পদে উন্নীত হওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৭৮৯-এর ১৪ই ডিসেম্বরের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কমিউনের পৌরপরিষদ গঠনের অধিকার স্বীকৃত হয়; গ্রামাঞ্চলে ম্যানরের অধিকার বিলুপ্ত করা হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রশাসনের নতুন সংগঠন সম্পন্ন হয়। ১৪ই মের আইন অনযায়ী চার্চের জমি বিক্রয় আরম্ভ হয় এবং সেপ্টেম্বর আসিঞ্জিয়া[১] (Assignat) সুদযুক্ত পত্রমুদ্রায় পরিণত হল। ১২ই জুলাই যাজকীয় লৌকিক সংবিধান এবং ১৬ই আগষ্ট বিচারবিভাগীয় পরিবর্তন সম্পন্ন হল।

ইতিমধ্যে 'প্যাট্রিয়ট'দের প্রচার ও সংগঠন বিস্তৃততর হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সদস্য কেউবা বিভিন্ন ক্লাবের। ১৭৮৯-এর নভেম্বর ব্রেত্‌ঁ ক্লাব 'সংবিধানের মিত্রদের সোসাইটি নামে নতুন ভাবে সংগঠিত হয় ডোমিনিকান সন্ন্যাসীদের সেঁতনরে মঠে। এই ডোমিনিকানরা জাকবাঁ্যা নামে পরিচিত ছিলেন। এই থেকেই বিখ্যাত জাকবাঁ্যা নামের উৎপত্তি। এই ক্লাবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ফ্রান্সের সব শহরে ক্লাব গড়ে ওঠে এবং পারীর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এভাবে জাকবাঁ্যা ক্লাবের শাখা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। লাফাইতের অনুগামী মুক্তপন্থী অভিজাত ও বিত্তশালী বুর্জোয়ারাও একটি গোষ্ঠি গড়ে তোলে যা 'ভাই ও বন্ধু' নামে পরিচিত হয়। মধ্যপন্থী সতর্কতা ছিলো, কিন্তু বিপ্লবের প্রতি আনুগত্যও ছিলো এঁদের। এ-সময়ে ফ্রান্সে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছিলো: লস্তালর রেভলিউসিয়ঁ দ্য পারী, কামিই দেমুল্যাঁর রেভলিউসিয়ঁ দ্য ফ্রাঁস এ দ্য ব্রাবাঁ (Revolution de France et de Brabant), গর্সার (Gorsa) কুরিয়ে (Courrier), কারার (Carra) আনাল (Annales) ইত্যাদি।

'প্যাট্রিয়ট' সক্রিয়তার একটি লক্ষণীয় দিক ছিলো ফেদেরাসয়ঁ (Federa-

tion) বা প্রাদেশিক সঙ্ঘের সংগঠন। প্রথম ফেদেরাসিয়ঁ বা প্রাদেশিক সঙ্ঘ গঠিত হয় ভালঁসে (Valence) ১৭৮৯-এর ৩০শে নভেম্বর, ১৭৯০-এর ফেব্রুয়ারিতে এই জাতীয় সঙ্ঘ গঠিত হয় পঁতিভি (Pontivy) ও দোল (Dole)-এ, ৩০শে মে লিয়ঁতে (Lyon), জুনে স্ত্রাস্‌বুর (Strasbourg) ও লিলে (Lille)। ১৭৯০-র ১৪ই জুলাই বাস্তিইর পতনবার্ষিকীতে এই সব সঙ্ঘের সম্মেলনের অথবা জাতীয় ফেদেরাসিয়ঁর পারীতে যে উৎসব অনুষ্ঠান হয় তা ফরাসী জাতীয় ঐক্যের দৃপ্ত ঘোষণা। এই দিনটিতে লাফাইয়েৎ তাঁর কাঙ্ক্ষিত পাদপ্রদীপের সামনে অতি উজ্জ্বল; সিয়েস জন্মভূমির পূজাবেদীতে মাস[২] অনুষ্ঠান করলেন, জনতার সৈন্যবাহিনীর নামে শপথ নিলেন। রাজা উপস্থিত ছিলেন, তাঁকেও সিয়েসের অনুকরণ করতে হলো। বৃষ্টি পড়ছিলো, তাতে জনতার উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমে নি। ঝড় জল উপেক্ষা করে অসীম উৎসাহে জনতা উৎসবে যোগ দিলো, তারপর সা ইরা[৩] (ca ira) গাইতে গাইতে ফিরে গেল।

ফেৎ দ্য ফেদেরাসিয়ঁর অথবা সঙ্ঘসমূহের উৎসবের মধ্যে বিপ্লবের সাফল্যের আপাত উজ্জ্বল ছবি। কিন্তু ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যেত ইতস্তত ছড়ানো কালোমেঘ যা আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিতবহ। নিষ্ক্রিয় নাগরিকেরা পৌরপদ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় স্বভাবতই বিদ্বিষ্ট, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় রোবসপিয়ের ও তাঁর অনুগামীরা ক্ষুব্ধ; ভোটাধিকার বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায় কোনো পদে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত ক্ষুদে বুর্জোয়া ও বৃত্তিজীবীরা অসন্তুষ্ট; আর প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী শহুরে নাগরিকেরা জাতীয় সভার প্রতিনিধিদের উপর চাপ সৃষ্টিতে তৎপর। পারীর বিভিন্ন নির্বাচন-কেন্দ্র অথবা জেলা বেইয়ি ও লাফাইয়েতের বিরোধিতা করতে থাকে। যে জেলায় কর্দেলিয়ে ক্লাব অবস্থিত, দাঁতঁর নেতৃত্বাধীন এই ক্লাব মারার বিচারের বিরুদ্ধে ১৭৯০-এর জানুয়ারিতে সেই জেলাকে বিদ্রোহী করে তোলে। জাতীয় সভা জুনমাসে পারীর প্রশাসনকে ঢেলে সাজায়: পারীর ৬০টি নির্বাচনকেন্দ্র অথবা জেলা ভেঙ্গে ৪৮টি সেকসিয়ঁ[৪] অথবা বিভাগ গঠন করে। কিন্তু এই সেকসিয়ঁসমূহ জেলাগুলির চেয়ে শান্ত হবে একথা ভাবার কোন কারণ ছিলো না।

আসলে জাতীয় সভার মাথাব্যথা ছিলো ব্যক্তি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়ে। জাতীয় সভা পারী আসার সঙ্গে সঙ্গেই একজন রুটিওয়ালা নিহত হয়। আতঙ্কিত সভা ২১শে অক্টোবরের বিখ্যাত সামরিক আইন জারী

করে ; শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হলে পুরসভা এই আইন ঘোষণা করে লাল নিশান উড়িয়ে দেবে এবং জনতাকে তিনবার সতর্ক করে গুলি চালাবার আদেশ দেবে। কিন্তু জাতীয় রক্ষীবাহিনী এই আদেশ মেনে নেবে কি ? লাফাইয়েৎ কিন্তু এই রক্ষিবাহিনীর ওপরই নির্ভর করছিলেন। তিনি এই বাহিনীর সংখ্যা ২৪০০০-এ নামিয়ে এনেছিলেন এবং বিত্তবানদের মধ্য থেকেই তিনি রক্ষিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা তো পারীর জন্যে। পারীর বাইরে বিশেষত গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। রক্ষি-বাহিনীকে বৃহত্তর করার মতো যথেষ্ট বন্দুক ছিলো না। কমিউনগুলি ইচ্ছা করলে সৈন্যবাহিনীর সাহায্য চাইতে পারতো। কিন্তু সৈন্যবাহিনী ডেকে আনার কোনো ইচ্ছা ছিলো না তাদের। দক্ষিণপন্থীরা দাবি করছিলো সৈন্য-বাহিনীকে প্রয়োজনবোধে বিশৃঙ্খলা দমনে হস্তক্ষেপের অধিকার দিতে হবে। কিন্তু জাতীয় সভা এই দাবি মেনে নেয়নি কারণ সৈন্যবাহিনীর হাতে এই ধরনের অধিকার দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে সভা সচেতন ছিলো।

এ-সময় থেকে শহরে, গঞ্জে হাঙ্গামা প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৯০-এ ফসল ভাল হয়েছিলো। কিন্তু সাধারণভাবে অবস্থার একটু উন্নতি হলেও স্থানীয় সংকটের অথবা কৃষকবিদ্রোহের অবসান ঘটেনি। বরং কৃষকবিদ্রোহ জানুয়ারীতে নতুন করে কের্সি (Quercy) ও পেরিগর (Perigord) অঞ্চলে এবং উত্তর ব্রেরাইঁনে ছড়িয়ে পড়ে। ফসল কাটার সময় গাতিনের (Gatine) কৃষকেরা দিম ও শঁপার[৫] দিতে অস্বীকার করে। বৎসরের শেষের দিকে কের্সি ও পেরিগরে আবার বিদ্রোহ দেখা দেয়।

অভিজাত ষড়যন্ত্র

অন্যদিকে অভিজাত প্রতিরোধও বাড়তে থাকে। কৃষকবিদ্রোহের বিরুদ্ধে অভিজাত প্রতিক্রিয়াও অনেকক্ষেত্রে হিংস্র আকার ধারণ করে। পরিণামে শ্রেণীসংঘাত তীব্রতর হয় এবং লাফাইয়েতের শ্রেণীসহযোগিতার নীতির ব্যর্থতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্ল্যাকদের অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাতদের রাজতন্ত্রী অভিজাতদের প্রতি ঘৃণা ছিলো অপরিসীম কারণ রাজতন্ত্রী অভিজাতরা বিপ্লবের সঙ্গে আপস করতে চেয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত সাংবাদিক মঁজোয়া (Montjoie), রিভারল (Rivarol) ও আবে রোয়ায়ু (Abbé Royou) লামি দ্যু রোয়ার (L'Ami du roi) (রাজার মিত্র) পৃষ্ঠায় পূর্বতন সমাজের সংস্কারের বিরোধিতা করেন, অভিজাতবিদ্রোহের নিন্দা করেন আর পূর্বতন সমাজের প্রশংসায়

পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন ; সুলেয়ো (Suleau) আকৃৎ দেজাপত্র (Actes des Apotres) এবং প্যতি গোতিয়ের (Petit Gautier) পৃষ্ঠায় প্যাট্রিয়টদের প্রতি তীব্র শ্লেষের বিষমাখানো তীর ছোঁড়েন।

১৭৯০-এর অক্টোবর ও নভেম্বরে ব্ল্যাকরা দোফিনে ও কাঁব্রেজির (Cambrésis) প্রাদেশিক এস্টেট ও পার্লমঁ সমূহকে ব্যবহার করে প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা করেন। বছরের শেষের দিকে তাঁরা আসিঞ্ঞিয়াকে হেয় করার এবং চার্চের জমি বিক্রয় বন্ধ করারও চেষ্টা করেন। ব্ল্যাকরা ক্রমাগত প্রচার করতে থাকে যে, বিশেষ সুযোগ-সুবিধাভোগীর সর্বনাশ দরিদ্রেরও সর্বনাশ ডেকে আনছে কারণ এই শ্রেণী ধ্বংস হলে দরিদ্রের কাজ কিম্বা ভিক্ষা কিছুই মিলবে না। এই সময়ে প্রতিবিপ্লবী ক্লাব 'শান্তির বন্ধু'র শাখায় গোটা দেশ ছেয়ে যায়।

ব্ল্যাকদের অনেকেই দেশত্যাগী হন। কেউ কেউ দেশত্যাগ করেন অন্য দেশে গিয়ে শান্তিতে বাস করবেন বলে ; কিন্তু অনেকেই দেশত্যাগ করেন সশস্ত্র ও বিদেশী সাহায্যে পুষ্ট হয়ে পুনরায় দেশে ফিরে আসার জন্যে। তুরিনে চলে যান কঁৎ দার্তোয়া এবং সম্ভাব্য সব রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। দেশাভ্যন্তরস্থ ব্ল্যাকরা কঁৎ দার্তোয়ার যোগসাজসে ফ্রান্সের মধ্যাঞ্চলে (Midi) গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছিলেন। লাঁগদক (Languedoc) পরিকল্পনা নামে তাদের প্রথম ষড়যন্ত্রে লিয়ঁর ভূতপূর্ব মেয়র অ্যাঁবেয়ার-কলমেস (Imbert-Colomes), কঁতাতের (Comtat) মন্নিয়ে দ্য লা কারে (Monnier de la Quarrée) এক্সের (Aix) পাস্কালি (Pascalis) মার্সেইর (Marseilles) জাতীয় রক্ষিবাহিনীর লিয়তো (Lieutad) এবং নিমের (Nimes) ফ্রোমঁ (Froment) লিপ্ত ছিলেন। এই ষড়যন্ত্র গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করতে পারে নি, যদিও এর ফলে ১০ই মে মাঁতোবাঁয় (Mantauban) এবং ১৩ই জুন নিমে রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়েছিলো। পরবর্তী ষড়যন্ত্রের নাম লিয়ঁ পরিকল্পনা। ইতিপূর্বে চুঙ্গীকর সংগ্রহের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হয়েছিলো। যুদ্ধমন্ত্রী লা তুর দ্য প্যাঁ (La Tour de Pin) এই দাঙ্গার সুযোগে লিয়ঁতে একজন নির্ভরযোগ্য সেনাপতির অধীনে অনুগত সেনাবাহিনী পাঠান। ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র লয়ঁ এবং লিয়ঁর এই বাহিনীর ষড়যন্ত্রে মুখ্য ভূমিকা। বিভিন্ন স্থান থেকে বিদ্রোহীদের লিয়ঁতে সমাবেশ হবে : কঁৎ দ্য বুসি (Comte de Bussy) বোজলেতে (Beaujolais) এবং আলিয়ে (Allies) প্রাতারা জেভোদাঁয় (Gevaudan) অভ্যুত্থানের ভার নেবেন ; মালব (Malbos) জালেতে (Jales) ভিভারের

(Vivarais) ক্যাথলিকদের বিদ্রোহী করে তুলবেন; পোয়াতু (Poitou) ও ওভার্ঁনের (Auvergne) অভিজাতরা সংঘবদ্ধ হয়ে লিয়ঁ আক্রমণ করবেন এবং সেখানে কঁৎ দার্তোয়া সার্দিনিয়ার বাহিনী নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। এই অভিজাত বিদ্রোহীরা চেয়েছিলেন যে, রাজা এখানে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন।

'অক্টোবরের দিনের' পর থেকেই রাজার পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিলো। প্রথম ওজেয়ার (Augeard) ও পরে মায়ি দ্য ফাব্রা (Mahy de Fabras) রাজার পলায়নের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৭৯০-এর গ্রীষ্মকালে রাজপরিবারকে সঁ্যা ক্লুদের শাতোয় বাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই শাতো থেকে পলায়ন অসম্ভব ছিলো না এবং ব্ল্যাকদের ক্লাব "ফরাসী সালঁ" এই পলায়নের ব্যবস্থা করার ভার নেয়। এই পলায়নের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই লিয়ঁ পরিকল্পনা কার্যকর করার দিন স্থির হয় ১৪ই ডিসেম্বর। এই পরিকল্পনা ও মিরাবোর প্রস্তাব উভয়ই লুই প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু অক্টোবর থেকেই তিনি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা কাযে পরিণত করার প্রস্তুতি শুরু করেন। অবশ্য প্যাট্রিয়টরাও রাজার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন; রাজার পলায়নের ষড়যন্ত্রের গুজব ছড়িয়ে পড়ছিলো। ফেব্রুয়ারীতে মায়ি দ্য ফাব্রা গ্রেপ্তার হন ও বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। যুগপৎ অন্যান্য ষড়যন্ত্রীদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। অবশেষে ডিসেম্বরে পুলিশ জাল ফেলে চক্রান্তকারীদের ছেঁকে তুলে নেয়, ওভার্ঁণের বিদ্রোহী অভিজাতরা দেশত্যাগ করে; আর্তোরাকে তুরিণ ছেড়ে যেতে হয় এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাট লিয়োপোল্ডের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের পর তিনি কবলেনৎসে (Coblenz) চলে যান।

এই সব ঘটনায় জনতার মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৯০-এর জুলাই-আগস্টে আবার গুজব ছড়াতে থাকে: অস্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী বেলজিয়াম হয়ে ফ্রান্সে ঢুকছে। অভিজাত প্রতিবিপ্লব এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জনতার মধ্যে আবার আত্মরক্ষাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। লামি দ্যু পেউপ্লে মারার বজ্রনির্ঘোষ শোনা যায়: "আর আত্মরক্ষা নয়, জনতা এবার আক্রমণ করুক।" এভাবেই বিপ্লব রক্তাক্ত পথে অগ্রসর হতে থাকে।

সৈন্যবাহিনীতে ভাঙন

সর্বস্তরে ভাঙনের ঢেউ ক্রমশ সৈন্যবাহিনীকেও স্পর্শ করে। সৈন্য-

বাহিনীর অধিকাংশ অফিসার প্রথম দিকে বিপ্লবের নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু সংবিধান সভার সংস্কার যতো অভিজাত অফিসারদের সুযোগসুবিধার বিলোপ ঘটাতে লাগলো, ততোই তাঁদের মনে বিপ্লববিরোধী প্রতিক্রিয়া হতে লাগলো। অবশ্য কিছু অফিসার শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের প্রতি অনুগত থেকে যান।

সাধারণ সৈনিকেরাও পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। সদ্য গঠিত জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রতি পেশাদার বাহিনীর অবজ্ঞা ছিলো। কিন্তু অনেক সৈনিক রাজনৈতিক ক্লাবে যাতায়াত করে বিপ্লবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়। নাবিক ও জাহাজের কর্মীরাও বিপ্লবী ভাবধারার ছোঁয়াচ এড়াতে পারেনি। অফিসারদের বিরুদ্ধে সৈনিক ও নাবিকেরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে। অভিজাত অফিসারদের অনেকেই দেশত্যাগী হন। কিন্তু প্রতিবিপ্লবী অফিসার ও সৈনিকদের বরখাস্ত করে একটি পরিশোধিত বাহিনী গঠন করার সাহস ছিলো না জাতীয় সভার। সমগ্র য়োরোপ শত্রুভাবাপন্ন ; এ-সময়ে সৈন্যবাহিনী ঢেলে সাজাবার ঝুঁকি নিতে চায় নি সভা, যদিও রোবসপিয়ের ঠিক এই দাবিই করেছিলেন ! প্রতি পদক্ষেপে আরার (Arras) এই চশমা-পড়া বুর্জোয়া আইনজীবীর দূরদৃষ্টি বিস্ময়কর। জাতীয় সভা সৈন্যবাহিনীর বেতনবৃদ্ধি ও কিছু প্রশাসনিক সংস্কার করেই ক্ষান্ত হয়।

কিন্তু সৈন্য শিবিরে ও নৌবন্দরে বিদ্রোহ লেগেই থাকে। লাফাইয়েৎ স্বয়ং পেশাদার সৈনিক ; তাঁর কাছে সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৯০-এর আগষ্ট মাসের মধ্যে তিনি সর্বত্র বিদ্রোহ দমন করেন। নাঁসির (Nancy) বাহিনী বিদ্রোহী হলে তিনি মার্কি দ্য বুইয়েকে (Marquis de Bouillé) সমর্থন করেন। মার্কি একটি খণ্ডযুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন এবং কিছু বিদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

বিদ্রোহ দমন করা হল কিন্তু লাফাইয়েতের হাতে বিপ্লবীদের রক্তের দাগ লাগলো ; এই মুহূর্ত থেকেই লাফাইয়েতের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। জাতীয় সভা মঁমরাঁ্যা (Myntmorin) ব্যতীত মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করে। মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে ; নতুন যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তারও বিশেষ কিছু করার ছিলো না। ইতিমধ্যে যাজকীয় লৌকিক সংবিধান দেশকে প্রায় দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলে ; লুই বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। অবশেষে আর এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়।

১৭

সংবিধান সভা

ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন : মানবিক ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণা

'অক্টোবরের দিন' অতিক্রান্ত হওয়ার পর সংবিধান সভা ফ্রান্সের পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের কাজে উদ্যোগী হয়। ফ্রান্সের নতুন সংবিধান রচনায় দুবছর কেটে যায়। ১৭৮৯-এর ২৬শে অগষ্টে গৃহীত 'মানবিক ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণায়' নতুন সংবিধানের মূলনীতি সমূহ বিবৃত। ফরাসী মানবিক অধিকারের ঘোষণাপত্রের উপর মার্কিনী ঘোষণাপত্রের[১] প্রভাব স্বাভাবিক। কিন্তু মূলত ফরাসী সংবিধান বিশ্বজনীন যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধিবিভাসিত শতাব্দীর মূলতত্ত্ব যুক্তির সর্বজননীনতা ও সর্বশক্তিমত্তা। ফরাসী ঘোষণাপত্রে এই তত্ত্বই প্রতিবিম্বিত। অজ্ঞানের অন্ধকারের দ্বারাই মানবাত্মা শৃঙ্খলিত। স্বাধিকারের সচেতনতা মানুষকে স্বাধীনতার যোগ্য করে তোলে।

অন্য একটি কারণেও সংবিধান রচনার প্রাক্কালে বিমূর্ত নীতির আবাহন আবশ্যিক ছিলো। ঘোষণাপত্র যে নতুন সমাজের প্রস্তাবনা মাত্র, সেই সমাজের একটি বৈধ ভিত্তির প্রয়োজন ছিলো। কারণ, অভিজাত-প্রধান স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক অধিকারের নীতি এই পরিকল্পনায় অস্বীকৃত। সুতরাং নতুন সংবিধান প্রণেতাদের আরো প্রামাণ্য, আরো মৌলিক নীতির প্রয়োজন ছিলো। এই মৌল নীতি অষ্টাদশ শতকের বিশিষ্ট ধারণা অমোঘ স্বাভাবিক নিয়মের তত্ত্বে খুঁজে পাওয়া গেলো। স্বাভাবিক অধিকার সমূহই সর্বজনীন; অতএব বৈধ ও গ্রাহ্য এবং অন্যান্য অধিকার অপেক্ষা শ্রেয়। ঘোষণাপত্রের দেশকালোত্তীর্ণ আদর্শবাদের পশ্চাতে বাস্তব প্রয়োজনবোধ ছিলো না—একথা বলা চলে না। মানবাধিকারের ঘোষণার প্রায় প্রত্যেকটি ধারার লক্ষ্য পূর্বতন সমাজের এক একটি অসঙ্গত ব্যবস্থা দূর করা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, লতুর দ্য কাসে যার। প্রশাসনের গ্রেপ্তারের ক্ষমতা, বিশেষ সুযোগসুবিধা, স্বৈরতন্ত্রের অত্যাচার ইত্যাদি। এই ঘোষণাপত্র পূর্বতন সমাজের মৃত্যুপরোয়ানা, ওলারের এই উক্তি যথাযথ।

ঘোষণাপত্রের প্রথম ধারায় সংবিধান সভা কর্তৃক স্বৈরাচার ও বিশেষ সুযোগসুবিধার অবসানের সমর্থন মেলে। মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মেছে, স্বাধীন থাকবে এবং প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার। মানুষের স্বাভাবিক অধিকারসমূহ (অর্থাৎ স্বাধীনতা, সম্পত্তির মালিকানা, নিরাপত্তা ও অত্যাচার প্রতিরোধের অধিকার) সমাজ ও রাষ্ট্র অপেক্ষাও পুরাতন। এইসব অধিকার স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য এবং এই অধিকার সমূহের রক্ষণ মানব-সমাজের কর্তব্য। অত্যাচার প্রতিরোধের অধিকার মেনে নেওয়ার অর্থ সমভাবে অতীত ও ভবিষ্যতের বিদ্রোহের বৈধতার স্বীকৃতি।

অপরের অধিকারের বিঘ্ন না ঘটিয়ে অবাধ আচরণের অধিকারই স্বাধীনতা ; অপরের স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীনতার কোনো সীমা নেই। এই স্বাধীনতা লত অবৈধ গ্রেপ্তারের কবল থেকে রক্ষিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নির্দোষ বলে গণ্য হওয়ার স্বাধীনতা। মানুষ নিজেই নিজের প্রভু, তার বাক্যের ও রচনার কর্মের ও উপার্জনের অবাধ অধিকার। মুক্ত মানুষের সম্পত্তি অর্জনের ও এই সম্পত্তির স্বত্বভোগের অধিকার স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য, অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র। একমাত্র জনসাধারণের স্বার্থে ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের শর্তে এই অধিকার খণ্ডিত হতে পারে।

ঘোষণাপত্রে স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সকল মানুষের জন্যে এক আইন ; আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেক নাগরিক সমান ; বৃত্তি ও রাজ-পদে প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার, জন্মগত কোনো পার্থক্য থাকবে না। প্রয়োজনীয় কর সামর্থ্য অনুযায়ী নাগরিকদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে।

ঘোষণাপত্রের কয়েকটি ধারায় জাতির অধিকার রক্ষিত হয়। রাষ্ট্র আর নিজেই নিজের লক্ষ্য নয় ; রাষ্ট্রের অস্তিত্বের হেতু নাগরিক অধিকারের রক্ষণ। রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহের অধিকার থাকবে। জাতি অর্থাৎ নাগরিকদের সমষ্টি সার্বভৌম ; সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশই আইন ; ব্যক্তিগতভাবে অথবা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের এই আইন রচনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। জাতীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য নীতিরও আহ্বান করা হয়েছে। যেমন ক্ষমতা বিভাজনের নীতির কথা ধরা যেতে পারে। অথবা নাগরিকরা ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকারী রাজস্ব ও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ করবেন,—এই নীতিও আবশ্যিক বলেই ধ'রে নেওয়া হয়েছিলো।

মানবিক ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্র মুক্তপন্থী গণতন্ত্রের মৌলনীতি সমূহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিবৃতি। কিন্তু যুগপৎ এই দলিলের কর্তৃত্বকামী প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। ঘোষণাপত্রে সমভাবে ব্যষ্টি ও ও সমষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থে খণ্ডিত। এমনকি, সম্পত্তির পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারও বৈধভাবে গঠিত সরকারের প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ। আইনে নাগরিকদের সমষ্টিগত ইচ্ছা প্রতিফলিত। সার্বভৌমত্বের উৎস জাতি—এই ধারার অর্থ রাজকীয় সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি। ফ্রান্স আর বুর্বঁ রাজাদের সম্পত্তি নয়; ফরাসী নাগরিকগণ নিজেরাই নিজেদের প্রভু। প্রকৃতপক্ষে এই ধারায় বিপ্লবীরা রাজার স্বৈরাচারী ইচ্ছার পরিবর্তে জনসাধারণের স্বৈরাচারী ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা করেন। জন-সাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকেই তারা জাতি নামে একটি বিমূর্ত ধারণার সঙ্গে এক করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত সব অধিকারের চরম মীমাংসা করবে জাতি।

বুদ্ধিবিভাসিত দার্শনিকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ঘোষণাপত্রের দেশকালোত্তীর্ণ ভাবধারার সর্বজনীনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু সর্বজনীনতাসত্ত্বেও ঘোষণাপত্র বুর্জোয়া মতাদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত ও সীমাবদ্ধ। সন্দেহ নেই, এই মতাদর্শ নতুন ব্যবস্থার সূচনা করে। কিন্তু ভবিষ্যৎ নতুন ব্যবস্থার কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা এই দলিলে ছিলো না। ফলে ঘোষিত নীতি সমূহ বিতর্কের বিষয় হয়ে পড়ে। বস্তুত, সংবিধান সভার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি সংবিধান রচিত হওয়ার পূর্বে এই জাতীয় ঘোষণার বিপক্ষে ছিলেন। কারণ, ঘোষণাপত্রের প্রত্যেকটি নীতিকে প্রস্তাবিত সংবিধানের অঙ্গীভূত করা সহজ ছিলো না। মিরাবো ও মালুয়ে মনে করতেন, জনসাধারণ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে অভ্যস্ত হওয়ার আগে এই দলিল প্রচারিত হলে বিপরীত ফল হবে। আবে গ্রেগোয়ারের (Abbé Grégoire) মতে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য উভয়ই ঘোষণাপত্রে স্থান পাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু বুদ্ধিবিভাসার যুগে এই দলিলের নীতিসমূহ সম্পর্কে সংবিধান সভার প্রতিনিধিদের প্রবল আস্থা ছিলো। ঘোষণাপত্র বিজয়ী বুর্জোয়াশ্রেণীর কীর্তি। এই শ্রেণীর সম্মুখে তখন অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রসারিত। বুর্জোয়াদের এই সুদৃঢ় প্রত্যয় ছিলো যে, তাদের কীর্তির সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মের অথবা ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার কোনো প্রভেদ নেই। বিপ্লবী কর্ম সমগ্র মানবজাতির কাছে

সীমাহীন কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করবে—এই প্রবল বিশ্বাস বুর্জোয়াশ্রেণীকে অনুপ্রাণিত করেছিলো।

স্বাধীনতা ও সাম্যের অবিস্মরণীয় এই ঘোষণা বুর্জোয়া স্বার্থের পরিপোষক হয়েছিলো, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। উপরন্তু, এই ঘোষণা বিপ্লবের স্বপক্ষে অসংখ্য সমর্থক আকৃষ্ট করেছিলো। ব্যক্তিগত উদ্যোগের সার্থকতার পথে সব প্রতিবন্ধক দূর করে বুর্জোয়াশ্রেণী মানবিক ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্রে সমাজের সকল স্তর থেকে যোগ্য মানুষকে আহ্বান জানায়। এই ঘোষণা ফরাসী জনসাধারণের কাছে অনন্ত সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। এই উদাত্ত আহ্বান এক সঞ্জীবনী মন্ত্র, যা ফরাসী জনসাধারণের জীবনকে এক অকল্পনীয় শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করলো। প্রতিভাধর মানুষেরা বিপ্লবের সমর্থনে এগিয়ে এলো, বিপ্লবের অন্তর্গত হলো। মেধার জন্যে সব পথ খুলে দেওয়া হলো। প্রচণ্ড গতি সঞ্চারিত হলো ফ্রান্সের জনজীবনে। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ য়োরোপ তখনও স্থাবর, চলৎশক্তিহীন। বিপ্লবী ফ্রান্সের অসামান্য সামরিক বিজয়ের মূলে এই গতির আবেগ।

স্বাধীনতা ও সাম্যের বাণী প্রত্যেক মানুষকে এক নতুন মহিমায় মণ্ডিত করলো। কারণ, এই স্থির বিশ্বাস জেগেছিলো যে, বিপ্লবের প্রবল মন্থনে বিষের সঙ্গে অমৃতও উঠে আসছে; এমন এক নতুন সমাজের জন্ম হচ্ছে, যেখানে ফরাসীদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা শান্তিতে, আনন্দে বাঁচবে। আশা ছিলো : বিপ্লবের বাণী ফ্রান্সের সীমানা অতিক্রম করে নিপীড়ন ও দারিদ্র্যমুক্ত এক নতুন পৃথিবীর জন্ম দেবে। এই নতুন পৃথিবী সৃষ্টির জন্যে কোনো দুঃখই দুঃখ নয়, কোনো আত্মত্যাগই বড় নয়। এই প্রমত্ত আশা থেকেই ফরাসী বিপ্লবের myth-এর (কিংবদন্তীর) জন্ম। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রেলিউডের ছত্রে ছত্রে বিপ্লবের স্বপ্নময়তার ছোঁয়াচ। বাস্তব উদ্যমের সঙ্গে বিপ্লবী প্রেরণা যুক্ত হয়ে বিপ্লবকে এক অভাবনীয় জয়ের পথে নিয়ে যায়।

ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি অংশ এই দুরন্ত আশায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলো, সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তারা বাস্তবকে বিস্মৃত হয়নি। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে বিপ্লবী ভাবাদর্শের সংশোধন কিংবা আদর্শের সর্বজনীনতার সঙ্কোচনে দ্বিধা ছিলো না তাদের। মানবিক ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্র আইন হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়নি। এই দলিল একটি বিশেষ ভাবাদর্শ

রূপায়ণের অঙ্গীকার মাত্র। সুতরাং বাস্তব পরিস্থিতি অথবা বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে ঘোষিত নীতিসমূহের সংকোচন অথবা লঙ্ঘন সম্ভব ছিলো।

ঘোষণাপত্রের নীতিসমূহের লঙ্ঘন: ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ ও ও নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যবস্থায় ঘোষণাপত্রের নীতি সরাসরি লঙ্ঘিত হয়। সমগ্র ফরাসী জনসাধারণকে নাগরিক অধিকার দানেও সংবিধান অতি সতর্ক, দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়। প্রোটেষ্টান্টরা ১৭৮৯-এর ডিসেম্বর মাসের আগে নাগরিক অধিকার পায়নি; মধ্যাঞ্চলের ইহুদীরা নাগরিক অধিকার পায় ১৭৯০-এর জানুয়ারী মাসে; পূর্বাঞ্চলের ইহুদীরা পায় ১৭৯১-এর সেপ্টেম্বরে। ১৭৯১-এর সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ফরাসী উপনিবেশ গুলিতে ক্রীতদাস প্রথা অব্যাহত থাকে। উপনিবেশসমূহে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হলে আবাদী বুর্জোয়া মালিকের স্বার্থহানি ঘটতো। শেষ পর্যন্ত সংবিধান সভা উপনিবেশের কৃষ্ণকায় মানুষের অধিকার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ঔপনিবেশিকদের ওপরই ন্যস্ত করে। তার মানে, সংবিধান সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব এড়িয়ে উপনিবেশ সমূহে ক্রীতদাস প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করে। কারণ, ফরাসী ঔপনিবেশিকরা যে ক্রীতদাস প্রথা অব্যাহত রাখবে, তা সংবিধান সভার অজানা ছিলো না।

১৭৯১-এর জুন মাসে লা শাপলিয়ে[১] আইন পাস করে সংবিধান সভা শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ও ধর্মঘট করার অধিকার হরণ করে। এই আইনের দ্বারা বুর্জোয়া মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে ঘোষণাপত্রের নীতি লঙ্ঘিত হয়।

প্রত্যেক নাগরিক স্বয়ং অথবা প্রতিনিধির দ্বারা আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করবে, ঘোষণায় এ-বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু কার্যত বিত্তবান-দেরই এই অধিকার দেওয়া হয়। সিয়েসের মতে এই অধিকারের যোগ্য হওয়া প্রয়োজন এবং যোগ্যতার মাপকাঠি বিত্ত। সংবিধান সভা নাগরিকদের দুভাগে বিভক্ত করে; সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নাগরিক। যাদের তিন দিনের শ্রমের আয়কর হিসাবে দিতে হয় না অথবা যারা গৃহভৃত্য তারা নিষ্ক্রিয় নাগরিক। তারা ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো। জাতীয় রক্ষি-বাহিনীতে যোগ দেওয়ার অধিকারও থাকবে না। ফলে ৩০ লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

সক্রিয় নাগরিকেরা হলো, সিয়েসের ভাষায়, মহৎ সামাজিক উদ্যোগের

প্রধান কর্মী। তিন দিনের শ্রমের মূল্য অর্থাৎ দেড় থেকে তিন লিভ্রর কর হিসাবে দিতে সক্ষম এমন মানুষই সক্রিয় নাগরিক। তাদের প্রাথমিক নির্বাচনে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। সংখ্যায় সক্রিয় নাগরিকেরা ৪০ লক্ষের কিছু বেশি। প্রাথমিক সভায় একত্রিত সক্রিয় নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হবে তারা, যারা বিধানসভার প্রতিনিধিদের নির্বাচন করবে। এভাবে সমগ্র ফ্রান্সে প্রায় ৫০ হাজার নাগরিক নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচক হিসেবে ভোটে দাঁড়াতে হলে দশ দিনের শ্রমের মূল্য (৫ থেকে ১০ লিভ্র) কর দিতে হবে। বিধানসভার প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচন প্রার্থী হতে হলে অন্তত ৫২ লিভ্রের মতো কর দিতে হবে। এই দুই স্তর বিশিষ্ট নির্বাচন ব্যবস্থায় জন্ম কৌলীন্যের পরিবর্তে কাঞ্চন কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতে রাজনৈতিক জীবন হতে সাধারণ মানুষ নির্বাসিত হলো।

বুর্জোয়া স্বার্থের অনুকূলে ঘোষণাপত্রের প্রয়োগ নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট। কখনো স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং অভিজাতসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, কখনো বা নতুন ব্যবস্থায় বিরুদ্ধে, আবার কখনো গণবিক্ষোভ দমনের জন্যে বুর্জোয়াশ্রেণী এই দলিলকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। এই কারণেই ঘোষণাপত্রের স্ববিরোধিতা। এই দলিল যে বিমূর্ত ভাবাদর্শের প্রকাশমাত্র নয়, এবং বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত, শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার রূপে এই দলিলের ব্যবহার থেকে তাও প্রমাণিত হয়।

বুর্জোয়া মুক্তপন্থা[২]

বুর্জোয়া সংবিধান সভার প্রধান লক্ষ্য স্বাধীনতা। স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যও যুক্ত হয়েছিলো। কিন্তু অবাধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়; নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় এই দুই ভাগে নাগরিকদের বিভাজনের ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনেকাংশে খণ্ডিত। কিন্তু বুর্জোয়া মুক্তপন্থায় অবাধ আর্থনীতিক স্বাধীনতা। ১৭৯১-এর মুক্তপন্থী সংবিধান না-হস্তক্ষেপ নীতির[৩] ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২০

১৭৯১-র সংবিধান ঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতা

নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার পেছনে দুটি উদ্দেশ্য ছিলো : প্রথমত, বিজয়ী বুর্জোয়াশ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ; দ্বিতীয়ত, জনগণের মুক্তি আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করে একটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত করা। ১৭৮৯-এর ৭ই জুলাই নতন সংবিধান রচনার জন্যে ৩০ জন সভ্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ২৬শে অগষ্ট মানবিক ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্র সংবিধান সভায় গৃহীত হয়। দুই বৎসর আলোচনা ও বিতর্কের পর ১৭৯১-এর সেপ্টেম্বরে গৃহীত হয় ফ্রান্সের নতুন সংবিধান। ১৭৯১-এর এই মুক্তপন্থী সংবিধান স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও পূর্বতন ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর জাতির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

নতুন সংবিধানকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলা যেতে পারে। সে-যুগে কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রের অন্য কোনো সম্ভাব্য রূপের ধারণা ছিলো না। রাজ-ক্ষমতার সংকোচন হয়েছিলো, কিন্তু রাজাকে একেবারে পুতুল বানানো হয়নি। কারণ, জনতার আন্দোলন আয়ত্তে রাখার জন্যে শক্তিশালী প্রশাসনের প্রয়োজন ছিলো। সংবিধানের একটি ধারায় রাজক্ষমতা সম্পর্কে বলা হল : ফ্রান্সে আইনের উর্ধ্বে কোনো শক্তি নেই ; রাজা আইনের বলেই রাজত্ব করেন এবং তার আনুগত্য দাবি করার অধিকারও আইনের জন্যেই।

রাজার ইচ্ছা আর আইনের মর্যাদা পাবে না। সার্বভৌম জাতি সকল ক্ষমতার উৎস। আইন প্রণয়নের অধিকার জাতির প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত বিধানসভার। রাজা বিধানসভায় গৃহীত আইন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারবেন মাত্র (Suspensive Veto), বাতিল করতে পারবেন না। বিধানসভা ভেঙে দিতে পারবেন না। ষোড়শ লুই আর ফ্রান্সের রাজা নন, ফরাসীদের রাজা। সংবিধান অনুযায়ী রাজার উপাধি হল—দৈবকৃপা ও সাংবিধানিক বিধিবলে ফরাসীদের রাজা ষোড়শ লুই।

স্থানীয় প্রশাসনেও রাজক্ষমতা হ্রাস পেলো। স্থানীয় প্রশাসন ঢেলে

সাজানো হলো। অ্যাঁতদাঁদের পদ বিলুপ্ত হলো। সমগ্র ফ্রান্সকে ৮৩টি দ্যপার্তমঁ-এ বিভক্ত করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দ্যপার্তমঁর প্রশাসনের ভার দেওয়া হলো। অতএব স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ হলো।

রাজা মন্ত্রীদের নিয়োগ করতে পারবেন ; মন্ত্রীরা বিধানসভার সদস্য হতে পারবেন না। মন্ত্রিসভার সমর্থন ছাড়া রাজাকে কোনো কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হলো না। ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হলো তার সমাধান সহজ ছিলো না : মন্ত্রীরা সদস্য না হয়েও বিধানসভার অধীন এবং রাজা মন্ত্রীদের অধীন। কারণ, মন্ত্রীদের সম্মতি ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিলো না তাঁর। অথচ রাজা বিধানসভার প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন না। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, রাষ্ট্রদূত ও সেনাপতিদের নিয়োগের ক্ষমতা ছিলো রাজার। কূটনীতি পরিচালনার ভারও রাজার ওপর অর্পিত হয়েছিলো ; অথচ বিধানসভার অনুমোদন ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা অথবা শান্তি-স্থাপনের ক্ষমতা ছিলো না রাজার।

মন্ত্রীদের অভিযুক্ত করার ক্ষমতা থাকবে বিধানসভার। কার্যভার ত্যাগ করার পর মন্ত্রীদের কাছে তাঁদের কার্যাবলীর কৈফিয়ৎ দাবি করতে পারবে বিধানসভা। বিধানসভায় গৃহীত আইন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার ক্ষমতার ফলে আইন প্রণয়নের ওপর রাজার কিছুটা প্রভাব পড়েছিলো। এতে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি কিছুটা লঙ্ঘিত হয়। তবে আইনের প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার রাজকীয় ক্ষমতা সংবিধান অথবা অর্থ সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় নি।

দুই বৎসরের জন্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত হল এককক্ষ বিশিষ্ট বিধানসভার ওপর। বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ৭৪৫ ; এই বিধানসভা অলঙ্ঘনীয়, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আইনের প্রস্তাব পেশ করার এবং মন্ত্রিসভার কার্যকলাপের ওপর নজর রাখার ক্ষমতা বিধানসভার। বিদেশনীতি নিয়ন্ত্রণের ভারও বিধানসভার। সামরিক ব্যয়ের বরাদ্দ বিধানসভা করবে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে এই সভা সার্বভৌম। এই সভার ওপর রাজার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। এমন কি, বিধানসভার অধিবেশনও রাজাকে আহ্বান করতে হবে না। মে মাসের প্রথম সোমবার বিধানসভার অধিবেশন হবে। অধিবেশনের স্থান এবং স্থায়িত্বকালও সভাই স্থির করবে। সোজাসুজি জনসাধারণের কাছে আবেদন করে সভা আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখার রাজকীয় ক্ষমতা বাতিল করতে পারবে।

১৭৯১-এর সংবিধানের বহিরঙ্গ রাজতান্ত্রিক, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী বিত্তশালী বুর্জোয়া। জর্জ লেফেভ্রের ভাষায় 'নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, আসলে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র'।

শাসন ও বিচার ব্যবস্থার যৌক্তিকীকরণ

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্বতন ব্যবস্থার নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সংবিধান সভা সুসঙ্গত ও যুক্তিসহ শাসন এবং বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। জাতির সার্বভৌমত্বের নীতি সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়। ফ্রান্সের প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে বিকেন্দ্রীকৃত হয়। প্রশাসনিক ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজক্ষমতার আরো সংকোচন ঘটে। ক্রীত, বংশগত রাজপদ সমূহ বিলুপ্ত করা হয়, যদিও পদাধিকারীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিলো। পূর্বতন জেনেরালিতে[১], আঁত্যদঁস্[২], বেয়িয়াজ[৩], সেনেসোসে[৪], পেই দেতা, পেই দেলেকসিয়ঁ[৫] বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত চার্চ ও অভিজাত ভূস্বামীদের আয়ত্তাধীন অঞ্চল প্রভৃতিরও অবসান ঘটানো হয়। উচ্চ রাজপদ আর বংশগত অথবা ক্রয়বিক্রয়ের বস্তু নয়। উচ্চপদে নির্বাচিত হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি যোগ্যতা। পুরনো জোড়াতালি দেওয়া প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনের পরিবর্তে একটি সুসংহত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

১৭৮৯-এর ১৪ই ডিসেম্বরের আইন সমগ্র ফরাসী শহর ও গ্রামের কমিউনগুলিকে বিস্তৃত ক্ষমতা দেয়। পৌরকর বসানো ও আদায়, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা কমিউনের দায়িত্ব। প্রয়োজনবোধে সৈন্য তলব এবং সামরিক আইন প্রবর্তনের ক্ষমতাও এদের দেওয়া হয়। তাছাড়াও ছিলো ছোটোখাটো অপরাধ বিচারের ক্ষমতা। কিন্তু এই কমিউনসমূহ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যোগসূত্রের প্রয়োজন ছিলো। এই যোগসূত্র দ্যপার্তমঁ (Departement)। ১৭৮৯-এর ২২শে ডিসেম্বরের আদেশে গোটা ফ্রান্সকে ৮৩টি দ্যপার্তমঁ-তে বিভক্ত করা হল। জ্যামিতিক নিয়ম অনুসরণ না করে ফ্রান্সের বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাগের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এই বিভাজন সম্পন্ন হয়। দ্যপার্তমঁ-র নামকরণের এক লক্ষণীয় বিষয় এর নতুনত্ব। নদী, পাহাড় কিম্বা সমুদ্রের নামে দ্যপার্তমঁসমূহ চিহ্নিত হয়। প্রত্যেকটি দ্যপার্তমঁকে কয়েকটি জেলায়, প্রত্যেকটি জেলাকে কয়েকটি কাঁতঁতে বিভক্ত করা হয়। ২২শে ডিসেম্বরের আদেশ অনুযায়ী, প্রত্যেক দ্যপার্তমঁ-তে একটি সাধারণ পরিষদ, একটি কর্ম-পরিষদ এবং একজন প্রকুর‍্যয়র-জেনেরাল সিঁদিক[৬] থাকবে।

প্রত্যেক কমিউনের একটি পৌর কর্মপরিষদ থাকবে। মেয়র ও কয়েকজন কর্মচারী নিয়ে কর্মপরিষদ গঠিত হবে। আর থাকবে একটি সাধারণ পরিষদ। সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে পৌর কর্মপরিষদ ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মানুষদের নিয়ে। সক্রিয় নাগরিকদের দ্বারা এরা দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হবে। সাধারণ পরিষদের সদস্যসংখ্যা ছিলো ৩৬। সক্রিয় নাগরিকদের দ্বারা নিযুক্ত এই সাধারণ পরিষদ নিযুক্ত করতো ৮ জন সদস্যবিশিষ্ট কর্ম-পরিষদ। প্রকুর‍্যয়রদের প্রধান দায়িত্ব আইনের উপযুক্ত প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য রাখা। কিন্তু কার্যত এরা মুখ্য কর্মসচিবে পরিণত হয়। সক্রিয় নাগরিকেরা নিজেদের মধ্য থেকেই প্রশাসকদের নির্বাচিত করতো : অতএব স্থানীয় প্রশাসনে সম্ভ্রান্তদের প্রাধান্য।

দ্যপার্তমঁর প্রশাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো প্রতিনিধি ছিলো না। স্থানীয় প্রশাসনে দ্যপার্তমঁ প্রায় সর্বেসর্বা। অর্থাৎ এক একটি দ্যপার্তমঁ বৃহৎ বুর্জোয়াদের এক একটি খুদে প্রজাতন্ত্র। জেলাগুলিতেও দ্যপার্তমঁর অনুরূপ প্রশাসনের ব্যবস্থা : ১২ জন সদস্যের সাধারণ পরিষদ, ৪ জনের কর্মপরিষদ এবং প্রকিউরর‍্যয়র। কাঁতঁর নিজস্ব বিশেষ কোনো প্রশাসনের ব্যবস্থা ছিলো না।

নতুন ব্যবস্থায় স্থানীয় প্রশাসনের ওপর রাজার আর কোনো ক্ষমতা রইলো না। অবশ্য সাময়িকভাবে স্থানীয় প্রশাসনকে মুলতুবী রাখার ক্ষমতা ছিলো তাঁর। কিন্তু বিধানসভা প্রশাসনকে পুনপ্রবর্তিত করতে পারতো। যদিও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় প্রশাসনের ওপর বুর্জোয়া কর্তৃত্ব কায়েম করলো, তবু কর আদায় কিম্বা আইন মেনে চলতে নাগরিকদের বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা সভা কিম্বা রাজার ছিলো না। তাছাড়া প্রশাসনের ব্যয়-নির্বাহের সুবন্দোবস্ত হয় নি ; অতএব এই প্রশাসনের দেউলিয়া হতে এক বছরের বেশি সময় লাগে নি। স্থানীয় প্রশাসন ও কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগের কোনো সুদৃঢ় সেতু ছিলো না। রাজনৈতিক সংকট বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র ও স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগও বাড়তে থাকে। ফলে জাতীয় ঐক্যের সংকট ঘনিয়ে আসে। স্থানীয় প্রশাসনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। সুতরাং কোনো কোনো স্থানে প্রতিবিপ্লবীদের হাতে এই কর্তৃত্ব চলে যায়। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবকে বিনষ্টি থেকে রক্ষার জন্যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হয়েছিলো।

বিচার ব্যবস্থার নবসংগঠন

৮৩টি দ্যপার্তমঁ-তে ফ্রান্সের বিভাজন শুরু স্থানীয় প্রশাসনের পুন-

সংগঠনের জন্যেই নয়, বিচার ব্যবস্থার নবীকরণ এবং চার্চের পুনর্গঠনও এই বিভাজনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিলো। বিচার ব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়। বিচার ব্যবস্থার ওপর রাজার আর কোনো ক্ষমতা থাকবে না। পার্লমঁ, লৎর দ্য কাসে, চার্চ ও ভূস্বামিদের আদালত বিলুপ্ত হলো। ক্রীত রাজপদসমূহের বিলোপ করা হলো। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি অনুযায়ী বিচারবিভাগের ওপর প্রশাসনের কোনো আধিপত্য রইলো না। বিচার-বিভাগের ওপর এখন থেকে জাতির প্রভুত্ব।

নতুন বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। ফরাসীদের মামলা করার স্বাভাবিক প্রবণতা। সুতরাং কাঁতঁতে দেওয়ানী মামলা বিচার করার জন্যে একজন শান্তি আধিকারিক (Justicc of the peace) নিযুক্ত হলো। প্রত্যেক জেলায় বিচারালয় স্থাপিত হলো। এক জেলা-আদালত থেকে পাশ্ববর্তী আদালতে আপীল করা যেতো। ছোটোখাটো ফৌজদারী মামলার বিচারের ক্ষমতা ছিলো পুরসভার, কিছুটা গুরুতর মামলার বিচার করতেন শান্তি অধিকারিকেরা। জেলা আদালত বিচার করতো গুরু-অপরাধের। জাতীয় আদালত ছিলো দুটি—আপীল আদালত, উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট)। ফৌজদারী মামলায় নাগরিকদের মধ্যে থেকে জুরী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। এই নবসংগঠিত বিচারব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা বিশেষভাবে রক্ষিত। বিচার ব্যবস্থা জাতীয় দায়িত্ব ; অবশ্য জাতি কথাটির অর্থ সম্পন্ন বুর্জোয়া। বিচার ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা—এখন থেকে পুরোপুরি বুর্জোয়াশ্রেণীর করতলগত।

আর্থনীতিক ব্যবস্থা—ভূমিব্যবস্থার সংস্কার

পূর্বতন ব্যবস্থার আর্থনীতিক সংগঠনে প্রথাসিদ্ধ কারিগরী কর্মশালার উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে নবীন বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের সহাবস্থানজনিত স্ববিরোধিতা সুস্পষ্ট। সুতরাং পুঁজিপতিদের আকাঙ্ক্ষিত অবাধ আর্থনীতিক স্বাধীনতার বিরোধিতা সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো। ৪ঠা অগষ্টের রাত্রিতে সামন্ততন্ত্রের বিলোপে মানুষের বন্ধনমুক্তির সঙ্গে ভূসম্পত্তিও সামন্ততন্ত্রের কঠিন নিগড় থেকে মুক্তিলাভ করে। অভিজাত সামন্তপ্রভুর বিচারক্ষমতা, করভার হতে অব্যাহতি এবং অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক প্রাপ্য ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিলুপ্ত হয়। বংশগত কৌলীন্য ও মর্যাদাসূচক উপাধির বিলুপ্তির সঙ্গে বিভিন্ন কর্পোরেশনের মতো অভিজাত শ্রেণীও অতীতের বস্তুতে পরিণত হয়। এরপর এই শ্রেণী স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সাধারণ্যে মিশে যায় ; এভাবে

সামাজিক সাম্যের বিপ্লবী দাবি মেটে। ১৭৮৯-এর অগষ্ট মাসে ভূমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক করভার বিলোপের ফল আরো সুদূরপ্রসারী। কিন্তু সামন্ত-তান্ত্রিক অধিকারের অবসানের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্যে বুর্জোয়া বিধানসভার প্রয়াস অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। ভূমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার-সমূহকে দুভাগে বিভক্ত করা হল: ম্যর্ল্যাঁ দ্য দুয়ের[৭] ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলপ্রসূত অথবা অবৈধভাবে অর্জিত সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বিলোপের যোগ্য বলে বিবেচিত হল। এই জাতীয় অধিকারসমূহ হল: সামন্তপ্রভুর বিচারের অধিকার, পশুপাখী ও মৎস্য শিকারের অধিকার, পশুপালনের জন্যে বনভূমি ও পায়রার খোপ রাখার অধিকার, সামন্তপ্রভুর শস্যভাণ্ডার কলে ও মদ্য তৈরীর কারখানায় প্রজাদের শস্যভাণ্ডার ও মদ তৈরীর বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত কর বসানোর, চুঙ্গিকর, বাজারের জরিমানা ও বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়ের এবং সর্বোপরি কৃষকদের ব্যক্তিগত দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখার অধিকার। এই সব অধিকার অবৈধ, অতএব বিনা ক্ষতিপূরণে বিলুপ্ত হলো। কিন্তু চুক্তিপ্রসূত বৈধ অধিকার সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকার বলে গণ্য হলো। বৈধ, সুতরাং ক্ষতিপূরণের যোগ্য, যদিও অনেক ক্ষেত্রে এই সব অধিকার কৃষকদের পক্ষে অধিকতর দুর্বহ,—যথা, দ্রোয়াজানুয়েল[৮], সঁস্[৯], শঁপার[১০] এ রঁত, দ্রোয়া কাজুয়েল দ্য লদ[১১] এ ভঁত ইত্যাদি। ক্ষতিপূরণযোগ্য বৈধ অধিকারের এই কষ্টকল্পিত সংজ্ঞা সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণের জন্যে। ইতিহাস অথবা আইনে এই জাতীয় সংজ্ঞার সমর্থন নেই। কিন্তু জুলাইয়ে দেশব্যাপী কৃষক অভ্যুথানের পর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের কষ্টকল্পিত বৈধতা স্বীকার করার কোনো উৎসাহ ছিলো না কৃষকসমাজের। বরং কৃষকদের দাবি ছিলো—ক্ষতিপূরণ আদায়ের পূর্বে ভূস্বামিদের জমির মালিকানার আদি দলিলের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হবে। ভূস্বামিদের পক্ষে দলিল দেখানো সম্ভব ছিলো না। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো দলিলই ছিলো না। পক্ষান্তরে, দলিল থাকা না থাকাও সেই মুহূর্তে এক হিসাবে সমার্থক। কারণ, তখনও কৃষকদের মনে অভ্যুথানের উন্মাদনা, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনো প্রশ্নই তখন ছিলো না। ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন সাধারণ কৃষকদের মনে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এই অসন্তোষ কখনো কখনো অভ্যুথানের রূপ নেয়। অবশেষে জিরঁদ্যাদের পতনের পর কঁভঁসিয়ঁ ভূমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার পুরোপুরি নির্মূল করে।

সামন্ততন্ত্রের অবসানে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্পত্তিসম্পর্কে নতুন বুর্জোয়া

ধারণা—সম্পত্তির অধিকার স্বাভাবিক ও চিরন্তন। এই ধারণার অর্থ সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তিগতমালিকানা। ভূমির ওপর নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তিগত মালিকানার স্বাভাবিক পরিণাম গ্রামীণ যৌথকৃষিব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা সংবিধান সভার নয়া বিধানের দ্বারা প্রশস্ত হলেও, এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণতালাভ তখনও অনেক সময় সাপেক্ষ ছিলো। সংবিধান সভাব বিধানে ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো ; পুরনো যৌথ কৃষিব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটেনি। নতুন ও পুরাতনের সহাবস্থানই এই যুগের বিশেষত্ব। এই যুগলক্ষণের কথা মনে রাখলে সংবিধান সভার কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধীয় আর একটি বিধানের অর্থ স্পষ্ট হবে। গ্রামাঞ্চলের যৌথচারণভূমির বাঁটোয়ারা দীর্ঘকাল পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিলো। পুঁজিবাদীব্যবস্থায় এই বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ করে যৌথচারণভূমির পুরোপুরি বিলোপই স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু সংবিধান সভা তা হতে দেয়নি ; যৌথ চারণভূমির বণ্টন নিষিদ্ধ হয়।

অবাধ ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্ব প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সের কৃষিব্যবস্থার সংকটের অবসান করে নি। ভূমিহীন কৃষকের জমির ক্ষুধা না মেটা পর্যন্ত কৃষিব্যবস্থার সংকটের সুসংগত মীমাংসা সম্ভব ছিলো না। কারণ, ভূমিহীন কৃষকেরাই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। কৃষকদের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত জমির সুষম বণ্টন ছাড়া তাদের জমির ক্ষুধা মেটানোর অন্য কোনো উপায় ছিলো না। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমির সুষম বণ্টন বিপ্লবকে সামাজিক অর্থে গভীরভাবে অর্থবহ করে তুলতো। রাষ্ট্রায়ত্ত জমি ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে বণ্টিত হলে কৃষি-ব্যবস্থার সংকটের অবসান হতো। কিন্তু ফ্রান্সের আর্থিক সংকট এই জাতীয় সমাধানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রাষ্ট্রায়ত্ত জমি বিলি করার জন্যে এক একটি বৃহৎ ভূমিখণ্ড অবিভক্ত অবস্থায় নিলামে বিক্রয় করার ব্যবস্থা হয়েছিলো। কিন্তু কৃষকদের একটি বড় অংশ যাতে বিপ্লবের প্রতি অনুগত থাকে, সেজন্যে ভূমির মূল্য ১২টি বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থায় বহু কৃষক একত্রিত না হলে তাদের পক্ষে জমি কেনা সম্ভব ছিলো না ; এবং সর্বত্র না হলেও কৃষকেরা অনেক জায়গায় একত্র হয়ে জমি কিনেছিলো। তাছাড়া, অনেক বিত্তশালী মুনাফালোভী মানুষ জমি কিনে, জমিকে ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত করে কৃষকদের কাছে আবার বেচে দিয়েছিলো। এভাবে কিছু কিছু জমি ভূমিহীন কৃষকেরা পেলেও জমি নিলামে বিক্রয়ের ফলে অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত

জমি সম্পন্ন মানুষের হাতে চলে যায় ; ভূমিহীন কৃষকেরা বঞ্চিত হয়। সংবিধান সভা কৃষিব্যবস্থার সংকটের সমাধান করতে পারেনি। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন মানুষের জমির ক্ষুধা বিপ্লবের সাফল্যের পথে দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করেছিলো।

আর্থনীতিক স্বাধীনতা—'না হস্তক্ষেপ নীতি'

মানবিক অধিকারের ঘোষণাপত্রে অর্থনীতির কোনো উল্লেখ ছিলো না। কারণ, তখনও জনসাধারণ নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রতি গভীরভাবে আসক্ত। তখনও সংবিধান সভার আইনজীবী বুর্জোয়ারা বড় খামার ও বৃহদায়তন শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারে নি ; আর্থনীতিক স্বাধীনতা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে অবশেষে ১৭৯১-এর সংবিধানে এবং ২৭শে সেপ্টেম্বরের গ্রাম্যবিধানে বিধিবদ্ধ হয়।

১৭৮৯-এর ১২ই অক্টোবর সুদে ঋণদানের বৈধতা স্বীকৃত হয়। কিন্তু গিল্ড[১২] ও উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হয় ১৭৯১-এর ফেব্রুয়ারীতে। ফলে পুঁজি, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির অবাধ ব্যবহার সম্ভব হয়। অবাধ শস্যব্যবসা স্বীকৃত হয় ; বহু একচেটিয়া ব্যবসার বিলোপ করা হয়। ইণ্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার হারায়। উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে গেলে ফরাসী বাণিজ্যের ওপর আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। অভ্যন্তরীণ বাজারের ঐক্য সাধিত হলো। অভ্যন্তরীণ শুল্ক বেড়া তুলে দেওয়া হলো। অভ্যন্তরীণ যাতায়াত মুক্ত হলো চুঙ্গীকর থেকে। লবণকর ও আবগারীকর আদায়ের চেক্‌পোষ্ট উঠে গেলো।

বহির্দেশীয় প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দেশীয় পণ্যের সংরক্ষণের জন্যে শুল্ক ব্যবস্থা অব্যাহত রইলো। ইংলণ্ডের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের (১৭৮৬) সন্ধি বাতিলের জন্যে শিল্পপতিদের চাপ ছিলো। কিন্তু সংবিধান সভা মাত্র অল্প কয়েকটি দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ করে।

সংবিধান সভা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল ছিন্ন করেছিলো : উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়নি। সেই অর্থে ফ্রান্সের আর্থনীতিক ইতিহাসে সংবিধান সভার গুরুত্ব খুব বেশি নয় বলে অনেকে মনে করেন। কারণ, সংবিধান সভার বিধানসমূহ নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা আরম্ভ অথবা ত্বরান্বিত করেনি। বরং বিপ্লবী ও নাপোলেয়নীয় যুদ্ধ নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবিধান

সভা ফ্রান্সে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিলো—লেফেভ্‌রের এই উক্তির যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না। সংবিধান সভার আর্থনীতিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিধান সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাবের সুউচ্চ ঘোষণা। পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জন্ম নিয়েছিলো ও বেড়ে উঠেছিলো। সংবিধান সভা সেই বেড়া ভেঙে ফেলে।

সংবিধান সভাঘোষিত আর্থনীতিক স্বাধীনতার কোনো বিরুদ্ধতা ছিলো না, একথা বলা চলে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনন্ত সম্ভাবনা তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। গিল্ড বিলোপের আইনের বিরুদ্ধতা ছিলো। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অবাধ শস্যব্যবসা ও তার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধিতে শুধু শ্রমিক শ্রেণীই নয়, গ্রামাঞ্চলের চাষী ও দিনমজুরেরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানায় কৃষক সমাজের শঙ্কা জেগেছিলো কেননা তাতে যৌথ চারণভূমির বিলুপ্তির সম্ভাবনা ছিলো বেশি। সংবিধান সভা কিন্তু মুক্ত চারণভূমি বাঁটোয়ারার কোনো চেষ্টা করেনি। কৃষকশ্রেণীও মুক্ত চারণভূমির ওপর যৌথ আধিপত্য রক্ষায় কৃতসংকল্প ছিলো। এমন কি, স্বয়ং নাপোলেয়ঁও মুক্ত চারণভূমির ওপর কৃষকদের যৌথ অধিকার কেড়ে নিতে সক্ষম হননি। কিন্তু বিপ্লবী কৃষকশ্রেণীর আশা ছিলো, বৃহৎ জোৎ বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে, ভাগচাষীদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। মিথ্যা আশা।

জাতি ও চার্চ

রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্রের সংস্কার স্বাভাবিকভাবে চার্চের সংস্কার নিয়ে আসে। পূর্বতন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও ক্যাথলিক চার্চের সম্পর্ক ছিলো অবিচ্ছেদ্য। সংবিধান সভা চার্চকে নতুনভাবে সংগঠিত করায় প্রতিবিপ্লবের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সভার অধিকাংশ সদস্যই ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী। অতএব এই সংঘাত তাদের ঈপ্সিত ছিলো না। এই সংঘাতের অনিবার্যতা সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা ছিলো না। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে এই জাতীয় ভাবনা সেযুগের মানুষের মনে ছিলো না। চার্চ ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ নয়, বরং আরো ঘনিষ্ঠ সংযোগই কাম্য ছিলো। ধর্ম ব্যতীত রাষ্ট্রপরিচালনা সম্ভব নয়—দার্শনিকেরাও এবিষয়ে একমত ছিলেন। আর ফ্রান্সে ধর্ম মানেই ক্যাথলিক ধর্ম। সংবিধান সভার অধিকাংশ সদস্য শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন, তাই নয়। নিয়মিত ধর্মাচরণও করতেন তারা।

সংবিধান সভার বিধানাবলী গ্রামের নিরক্ষর মানুষের কাছে উপস্থিত করা এবং তাদের আইনানুগ করে তোলার জন্য গ্রামে গ্রামে বিপ্লবের ব্যাখ্যাকার প্রয়োজন ছিলো। আর গ্রাম্য যাজকের চেয়ে যোগ্যতর ব্যাখ্যাকার আর কেউ ছিলো না। অতএব বিপ্লবের প্রতি অনুগত যাজকসমাজ সংবিধান সভার প্রয়োজন ছিলো। স্টেট্স-জেনারেলের অধিবেশনের প্রারম্ভিক সংকট (কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত সংকট) মোচনে নিম্নবিত্ত যাজকদের বিশিষ্ট ভূমিকা ইতিপূর্বে লক্ষ করা গেছে। বিপ্লবের প্রতি তাদের সহানুভূতি সম্পর্কেও সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিলো না। অথচ এই যাজকসম্প্রদায়ের বিরোধিতাই শেষ পর্যন্ত জাতির জীবনে গভীরতম বিরোধের সূত্রপাত করে।

ক্যাথলিক ধর্ম আর রাষ্ট্রীয় ধর্ম নয়, ফরাসী রাষ্ট্র সকল ধর্মমত সহিষ্ণু—এই ঘোষণা যাজকমহলে অস্বস্তির সৃষ্টি করে। ৪ঠা অগষ্টের রাত্রিতে দিম বিলুপ্ত হয়। রাষ্ট্রের আর্থিক সংকটও ক্রমশ বাড়ছিলো। নেকের এতকাল ব্যাঙ্ক অব্ ডিস্কাউণ্ট থেকে অগ্রিম নিয়ে সরকারের খরচা চালাচ্ছিলেন; এই ব্যাঙ্কের ১১৪ মিলিয়ন চালু কাগজ-মুদ্রার মধ্যে নেকেরকে অগ্রিম দেওয়া হয়েছিলো ৮৯ মিলিয়ন। বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে হলে যেখান থেকে হোক্ অর্থ যোগাতেই হবে; এই পরিস্থিতিতে কাগজ-মুদ্রা ছাড়া পরিত্রাণের আর কোনো উপায় ছিলো না। সুতরাং আর্থিক সংকট সংবিধান সভার পক্ষে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করে তোলে: চার্চের ভূসম্পত্তির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও বিক্রয় এবং আসিঞ্জিয়ার প্রচলন। ২রা নভেম্বর চার্চের ভূসম্পত্তি রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন হলো। কিন্তু এতে চার্চের ভূসম্পত্তির মালিকানার প্রশ্নটি অনির্ধারিত থেকে যায়। কারণ, চার্চের ভূসম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানার বিরুদ্ধে চার্চের নীতিগত আপত্তি ছিলো। সংবিধান সভার যুক্তি ছিলো এই যে, ধর্মাচরণের, শিক্ষার ও দরিদ্রসেবার দায়িত্ব যদি রাষ্ট্র নেয়, তবে যাঁরা চার্চকে ভূমি দান করেছেন তাঁদের ইচ্ছাও রক্ষিত হবে। অতএব চাচের ভূসম্পত্তির রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে ক্যাথলিক চার্চকে নতুনভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজন দেখা দিলো।

১৭৯০-এর ফেব্রুয়ারীতে মঠবাসী যাজকসম্প্রদায়ের বিলোপ করা হয়। মঠসমূহের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। লৌকিক যাজকীয় সংবিধানের দ্বারা লৌকিক যাজকদের নতুনভাবে সংগঠিত করা হয়। এই সংবিধান ভোটে গৃহীত হয় ১৭৯০-এর ১২ই জুলাই, কার্যকর হয় ২৪শে অগষ্ট। এই সংবিধান শাসনযন্ত্রের কাঠামোর সঙ্গে চার্চের সংগঠনকে যুক্ত করলো: প্রতি দ্যপার্তমঁ-তে একজন বিশপ, প্রতি কমিউনে এক বা একাধিক স্থানীয়

যাজক। অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মতো যাজকেরাও নির্বাচিত হবে। বিশপ নির্বাচিত হবেন দ্যপার্তমঁর নির্বাচিত পরিষদের দ্বারা, জেলার নির্বাচনী পরিষদ নির্বাচিত করবে ক্যুরেদের। নির্বাচিত যাজকেরা তাদের উর্ধ্বতন যাজকদের দ্বারা নিজ নিজ পদে অভিষিক্ত হবেন। এ-ব্যাপারে পোপের কোনো হাত থাকবে না। সুবিধাভোগী সংগঠন হিসাবে, ক্যাথিড্রল চাপ্টার[১৩] বিলপ্ত হলো। পরিবর্তে গঠিত হলো চার্চ পরিষদ। এই পরিষদের উপর ডায়োসিসের প্রসাশনের ভার দেওয়া হলো। বিশপকে এই পরিষদ পরামর্শ দেবে এবং এই পরামর্শ গ্রহণ বিশপের পক্ষে বাধ্যতা-মূলক। পোপ আর ফ্রান্স থেকে অর্থ আদায় করতে পারবেন না, যদিও পোপের প্রাধান্য (অধিকার নয়) স্বীকৃত হলো। পোপের বিশপদের অভিষিক্ত করার ক্ষমতাও রইলো না। বিশপেরা অভিষিক্ত হবেন রাজধানীর বিশপের দ্বারা। যাজকদের অভিষেক করবেন বিশপ। তবে বিশপদের সঙ্গে পোপের সংযোগ অব্যাহত থাকবে। এভাবে ফ্রান্সের চার্চ ফরাসী চার্চে অর্থাৎ জাতীয় চার্চে পরিণত হলো।

বলা বাহুলা ফ্রান্সের বিশপেরা তাদের অধিকার এভাবে লঙ্ঘিত হওয়ায় খুশী হতে পারে নি। স্বভাবতই কেউ কেউ প্রশ্ন তোলে সংস্কারের প্রস্তাব আইন হিসাবে বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে চার্চের অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন ছিলো। অর্থাৎ তাদের আপত্তি ঠিক ততোটা প্রস্তাবিত সংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলো না, যতোটা ছিলো চার্চের ওপর রাষ্ট্রীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে। তাদের মতে প্রস্তাবিত সংস্কারের বৈধতা চার্চ পরিষদের (Syncd) অনুমোদনে ওপর নির্ভর করবে। সংবিধান সভাও হয়তো এই আপত্তি মেনে নিতো কিন্তু সভার ভয় ছিলো অভিজাত যাজকেরা এই সুযোগ প্রতি-বিপ্লবের অনুকূলে ব্যবহার করবে। ওই ভীতি নিতান্ত অমূলক ছিলো তাও নয়।

চার্চ পরিষদের অনুমোদনের অধিকার অস্বীকার করে সংবিধান সভা লৌকিক সংবিধানের অপস্মুদীক্ষার ভার (এক্সের বিশপের ভাষা) পোপের হাতে ছেড়ে দিলো বলা যেতে পারে। পোপের পক্ষে লোকিক সংবিধান মেনে নেওয়া সহজ ছিলো না। আনেৎ ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে, অন্যান্য অধিকারও কেড়ে নিয়ে এই সংবিধান শুধু চার্চের ওপর পোপের কর্তৃত্ব নয়, প্রাধান্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো। অথচ চার্চ পরিষদের অনুমোদনের অধিকার অস্বীকার করে সভা পোপের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো।

পোপ ইতিমধ্যেই মানবিক অধিকারের ঘোষণাপত্রকে ধর্মবিরোধী বলে নিন্দা করেছেন। বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ অনেক : অ্যানেৎ বিলোপ করা হয়েছে; আভিঞিঁয় (Avignon) পোপের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তি দাবি করছে। পোপ ষষ্ঠ পীয়ূস সমভাবে তাঁর ঐহিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে ছিলেন। তাছাড়া, বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্র, বিশেষত স্পেন, পোপকে লৌকিক সংবিধানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছিলো। ফ্রান্সের চার্চের ওপর কতৃত্বের বিলুপ্তি মেনে নেওয়াও তাঁর পক্ষে কঠিন ছিলো। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের প্ররোচনা সত্ত্বেও ফ্রান্সের গালিকান[১৪] যাজকদের কথা ভেবে পোপ প্রকাশ্যে লৌকিক সংবিধানের বিরোধিতা করতে ইতস্তত করছিলেন। অতএব পোপ সহসা কোনো সিদ্ধান্তে না এসে কালক্ষেপ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত এতে শুধু তার নিজের স্বার্থহানি ঘটেছিলো তাই নয়; ফরাসী জাতির বিবেকের সংকট, ধর্মীয় বিভেদ ও গৃহযুদ্ধ পোপের এই দীর্ঘসূত্রী মনোভাবেরই ফলশ্রুতি।

এভাবে মূল্যবান সময় কেটে যেতে লাগল। উভয় পক্ষই সংঘর্ষের পথে যেতে ইতস্তত করছিলো। অবশেষে সংবিধান সভার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। ১৭৯০-এর ২৭শে নভেম্বর সভা ফ্রান্সের সকল যাজককে সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়ার আদেশ দেয়। এই আনুগত্যের শপথের অর্থ লৌকিক যাজকীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ। কারণ যাজকীয় সংবিধানকে মূল সংবিধানের অঙ্গীভূত করা হয়েছিলো। এই শপথ নিতে অস্বীকার করলে যাজকদের পদচ্যুতি ঘটবে; যাজকেরা তাদের পৌরোহিত্যের অধিকার হারাবে। ২৬শে ডিসেম্বর রাজা এই বিধান গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

সংবিধান সভার এই আদেশের পরিণাম সদস্যদের বিস্মিত করে। মাত্র ৭ জন বিশপ আনুগত্যের শপথ নেয়। গ্রাম্য যাজকদের অর্ধেকের বেশি শপথ নেয়নি। সাধারণভাবে ফ্রান্সের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে শপথগ্রহণকারী অথবা সংবিধানিক যাজকদের সংখ্যাধিক্য, পশ্চিমে সংখ্যাধিক্য ছিলো অবাধ্য যাজকদের অর্থাৎ যারা আনুগত্যের শপথ নিতে রাজী হয়নি।

এরপর সংবিধান সভার আরো অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না। ওতঁ্যার বিশপ তালেরাঁ ও লিদ্দার বিশপ গোবেল[১৫] (Gobel) নির্বাচিত বিশপদের অভিষেক করলেন। লৌকিক যাজকীয় সংবিধান প্রবর্তিত হল।

এতদিনে পোপ তাঁর নীরবতা ভাঙলেন। ১৭৯১-এর ১১ই মার্চ ও ও ১৩ই এপ্রিলের নির্দেশের দ্বারা তিনি যাজকীয় সংবিধান ও বিপ্লবী নীতির নিন্দা করলেন। ধর্মীয় বিভেদ ফ্রান্সকে দ্বিধাবিভক্ত করল। প্রতিবিপ্লব শক্তিশালী হল সংবিধানবিরোধী যাজকদের দ্বারা। ধর্মীয় বিভেদ রাজনৈতিক সংঘাতকে গভীরতর, তীক্ষ্ণতর করল।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই ধর্মীয় সংঘাতের পথে যাওয়া কি সংবিধান সভার পক্ষে আবশ্যিক ছিলো? এই বিভেদ সংবিধান সভা চায়নি তা আগেই বলা হয়েছে। চার্চ ও রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিপ্লবকে সর্বজনগ্রাহ্য করার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিলো। কিন্তু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সংযোগের পরিবর্তে সুতীক্ষ্ণ বিচ্ছেদ এল। আর এই বিচ্ছেদ বিপ্লবী জনতার বিবেকের সংকট নিয়ে এল। ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ ক্যাথলিক। পোপনিন্দিত যাজকীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ বিঘ্নিত করবে—এই ভীতি ধর্মবিশ্বাসী সরল মানুষকে শঙ্কাতুর, বিপ্লববিরোধী করে তুলল। যাজকীয় লৌকিক সংবিধান প্রতিবিপ্লবের হাতে অতি শক্তিশালী মারণাস্ত্র তুলে দিল।

অথচ এই বিচ্ছেদ এড়িয়ে যাওয়াও সংবিধান সভার পক্ষে সহজ ছিলো না। চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন; অতএব চার্চের পূজার্চনা ও যাজকদের ভরণপোষণের ভার রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অর্থকৃচ্ছ্রতার ফলে সংবিধান সভা ফরাসী চার্চকে নতুনভাবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়েছিলো। একই কারণে প্রায় সব মঠ ও পুরনো বিশপরিকের প্রায় অর্ধেক বিলুপ্ত হয়। আর্থিক সংকট ও শাসনযন্ত্রের নবরূপায়ণের সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কার ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কার

১৭৮৯-এর গ্রীষ্মকালে পুরনো রাজস্ব ব্যবস্থার প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। তেই, গাবেল[১৬], এ্যাদ, দিম, শুল্কবেড়া, করভার থেকে অব্যাহতি, করসংগ্রাহকদের ক্ষমতা শস্ত্রপাণি জাতির আন্দোলনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে প্রত্যেক 'অভিযোগের তালিকায়' কর বৈষম্য সম্পর্কে গভীর অসন্তোষ ব্যক্ত হয়েছিলো। পুরাতন কর বিলোপের পর শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করার কোনো পথ খোলা ছিলো না। দেউলিয়া রাজতন্ত্র অর্থসংগ্রহের জন্যেই স্টেট্‌স-জেনারেল আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছিলো। কিন্তু বিপ্লবের আদিপর্বেই রাজকীয় শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে পড়ায়

প্রজারা কর দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তারপর পরোক্ষ করের বিলোপের ফলে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের আর কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু সুদৃঢ় আর্থিক বনিয়াদের ওপর নতুন ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে না পারলে, এই ব্যবস্থা তো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। অথচ আর্থিক সংকটের সমাধানের উপায় সম্পর্কে সভার সদস্যদের কোনো ধারণা ছিলো না। সাময়িকভাবে সমস্যা মিটানোর জন্যে সকল প্রকার সম্পত্তির ওপর একটি ভূমি কর ধার্য করা হল। এতে বৎসরে ২৪ কোটি লিভ্‌র রাজস্ব আদায় হবে। ব্যক্তিগত আয়, অস্থাবর সম্পত্তি এবং বাণিজ্য ও শিল্প থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর কর ধার্য করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাছাড়া, সভার আশা ছিলো, 'দেশপ্রেমের দান' থেকে আরো ১০ কোটি লিভ্‌র আসবে। কিন্তু এই সব ব্যবস্থাই মরুভূমিতে জলবিন্দুর মতো। সরকারী ঋণ, ক্ষতিপূরণের জন্যে প্রদত্ত অর্থ ও শাসনযন্ত্র পরিচালনার দৈনন্দিন ব্যয় ক্রমশ স্ফীত হয়ে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছিলো। অথচ নতুন কর আদায় করাও প্রায় অসম্ভব ছিলো। অভ্যুত্থিত কৃষক যে কোনো কর সম্পর্কেই স্পর্শকাতর। কৃষকরা প্রশ্ন তুলেছিলো যে, নতুন করভারে পীড়িত হওয়ার জন্যেই কি তারা পূর্বতন ব্যবস্থার শেকল ছিঁড়েছে? অতএব এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক পন্থায় আর্থিক সংকট মোচনের কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি অস্বাভাবিক সমাধান দাবি করছিলো। শেষ পর্যন্ত আর্থিক সংকট সমাধানের জন্যে সংবিধান সভা দুটি অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়: চার্চের ভূসম্পত্তির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও বিক্রয় এবং আসিঞিয়া নামে কাগজ-মুদ্রার প্রবর্তন। পরিণামে সামাজিক বিপ্লব ব্যাপকতর হয় এবং নতন সামাজিক ভারসাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

বুর্জোয়া সংবিধান সভা চেয়েছিলো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এমন একটি যুক্তিসহ সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা যেখানে তাদের শ্রেণীস্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত থাকবে। কিন্তু ঘটনাপরম্পরা সংবিধান সভাকে তার চেয়ে ব্যাপকতর ও গভীরতর সামাজিক আবর্ত সৃষ্টি করতে বাধ্য করে। নিঃসন্দেহ এই প্রচণ্ড আলোড়ন সভার ঈপ্সিত ছিলো না। কিন্তু বিপ্লবের প্রবল জলতরঙ্গরোধের শক্তিও সভার ছিলো না। অবশেষে অনেক উত্থান পতনের পর যে নতুন ব্যবস্থা ফ্রান্সে স্থায়িত্ব লাভ করে, বুর্জোয়া ও কৃষকশ্রেণী তার সুদৃঢ় বনিয়াদ।

মুদ্রাস্ফীতি ও আসিঞিয়া

আর্থিক সংকট থেকেই মুদ্রাসংস্কার ও তৎপ্রসূত গভীর সামাজিক

পরিবর্তন আসে। ১৭৮৯-এর ২রা নভেম্বর আর্থিক সংকট সমাধানের উপায় হিসাবে সংবিধান সভা আনুমানিক ৪০ কোটি লিভ্র মূল্যের চার্চীয় ভূসম্পত্তির বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে শুরু করে। কিন্তু এই স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্যে সময়ের প্রয়োজন। অথচ আর্থিক সংকট এমন পর্যায়ে পৌঁচেছিলো যে সভার পক্ষে চার্চের ভূসম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থের জন্যে আর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিলো না। অতএব ভূমি বিক্রয় থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে বলে আশা করা গিয়েছিলো, সেই অর্থের সমতুল্য আসিঞ্জিয়া বাজারে ছাড়া হলো। প্রথমদিকে আসিঞ্জিয়া কাগজ-মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত হয়নি। ৫ শতাংশ সুদযুক্ত ঋণপত্র হিসাবেই আসিঞ্জিয়া বাজারে ছাড়া হয়েছিলো। চার্চের সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে এই ঋণ পরিশোধ্য। আপাতত প্রতিটি ঋণপত্র ১ হাজার লিভ্র মূল্যের। এই ঋণপত্রের মূল কথা রাষ্ট্রের উপর আস্থা। সভা চেয়েছিলো চার্চের সম্পত্তি বিক্রয় করে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠে এই ঋণপত্র তুলে নেবে।

দ্রুতগতিতে কাজ হলে এই ব্যবস্থা সফল না হওয়ার কোনো কারণ ছিলো না। সফল হতো যদি সভা কর আদায়ের কোনো যুক্তিসহ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতো। কিন্তু সভা তা পারেনি। ঋণের বোঝা বেড়েই যাচ্ছিলো। অতএব উপায়ান্তর না দেখে সভা পর পর কয়েকটি আইন করে আসিঞ্জিয়াকে কাগজ-মুদ্রায় পরিণত করে। ১৭৯০-এর ২৭শে অগষ্ট আসিঞ্জিয়া ব্যাঙ্কনোটে পরিণত হয় এবং ১২০ কোটি লিভ্র মূল্যের আসিঞ্জিয়া বাজারে ছাড়া হয়। এভাবে প্রধানত যে ব্যবস্থা সরকারী ঋণ পরিশোধের উপায় হিসাবে অবলম্বিত হয়েছিলো, শেষ পর্যন্ত তা রাজকোষ পূর্ণ করার উপায় হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

কাগজ-মুদ্রার প্রবর্তনে প্রবল মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সরকারী প্রয়োজনে বার বার নোট ছাপা হতে থাকে ; ধাতব মুদ্রা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। বাজারে দুরকমের মুদ্রার দুরকম দাম। কাগজ-মুদ্রার চেয়ে ধাতব-মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা অনেক বেশি। অল্প মূল্যের কাগজ-মুদ্রা প্রবর্তিত হওয়ায়, এই মুদ্রার আরো মূল্যহ্রাস ঘটল। লণ্ডনের বাজারে ১০০ লিভ্রের কাগজ-মুদ্রায় মূল্য দাঁড়াল ৭৩ লিভ্র।

সামাজিক ক্ষেত্রেও কাগজ-মুদ্রার প্রবর্তনের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটায়। কাগজ-মুদ্রায় শ্রমিকশ্রেণীর বেতন দেওয়ায় তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলো।

অত্যাবশ্যক পণ্য বাজার থেকে উধাও হয়ে গেলো। জিনিষপত্রের দাম বাড়লো। ফল জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি। অতএব সামাজিক আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলো। জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি উচ্চতর বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শহরের জনতাকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো। উচ্চতর বুর্জোয়াদের পতন এই মূল্যবৃদ্ধির পরিণাম।

বুর্জোয়াদের কয়েকটি খণ্ডাংশের ওপরও মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত প্রভাব হয়েছিলো। মুদ্রাস্ফীতি বিত্তশালীদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করে। লাভবান হয় একমাত্র সুযোগসন্ধানী মুনাফালোভী ফাট্‌কাবাজেরা। নোট প্রবর্তনের ব্যাপকতর ফল—সমগ্র জাতির মধ্যে চার্চের সম্পত্তির বণ্টন। আসিঞিয়া আর্থিক সংকট সমাধানের কৌশল হিসাবে উদ্ভাবিত হয়েছিলো। কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছিলো সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে।

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির বিক্রয় ও আসিঞিয়ার প্রভাব বিপ্লবের শ্রেণীগত চরিত্রকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। চার্চের সম্পত্তি বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিলো তাতে দরিদ্র কৃষকের জমির আশা পূর্ণ হয় নি। অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন অথবা তাদের এমন ভূমি ছিলো না, যাতে স্বাধীনভাবে বাঁচা যেতো। ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত করে জমি কিস্তিতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলে দরিদ্র কৃষকদের হাতেও চার্চের সম্পত্তি পৌঁছতো। কিন্তু তা করা হয়নি। ভূমি বিক্রয়ের এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিলো যাতে তা বুর্জোয়া স্বার্থের অনুকূল হয়। জমির দাম ১২টি কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হলেও জমিকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করা হয় নি। বহু কৃষক একত্রিত না হলে তাদের পক্ষে চার্চের সম্পত্তি ক্রয় করা সম্ভব ছিলো না। অতএব জমি বণ্টনের ব্যবস্থায় লাভবান হয় বুর্জোয়াশ্রেণী। একশ্রেণীর ফাট্‌কাবাজ মানুষ আসিঞিয়ার মূল্যহ্রাসের ফলে ও জমির ক্রয়-বিক্রয় করে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়।

ফ্রান্সের ইতিহাসে সংবিধান সভার প্রভাব অসামান্য। রাজনীতি, প্রশাসন, ধর্ম ও অর্থনীতি—সর্ব ক্ষেত্রে এই সভার কার্যাবলীর অপরিসীম প্রভাব। ফ্রান্স ও ফরাসী জাতির নবজন্ম এই সভার কীর্তি। সভা এক নতুন সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। বুদ্ধি বিভাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত সংবিধান সভা এক যুক্তিসহ, সুসঙ্গত ও স্পষ্ট সৌধ গড়ে তোলে। কিন্তু এই নতুন সৌধের বিভাসিত নির্মাতাদের বুর্জোয়া চরিত্রও অতি স্পষ্ট। স্বাধীনতা ও সাম্যের উদাত্ত বাণীর সর্বজনীনতা সত্ত্বেও সভার কার্যাবলী যে

বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের পরিপোষক ছিলো, তাতে সন্দেহ নেই। অতএব সুবিধাভোগী অভিজাত এবং সাধারণ মানুষ উভয়েরই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীগত সংকীর্ণ স্বার্থের ভিত্তির ওপর এই নয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে সভা এই নবজাতককে বহুতর স্ববিরোধিতার আবর্তে নিক্ষেপ করে। যুগপৎ অভিজাত শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকারের বিলোপ এবং সাধারণ মানুষের অধীর বিপ্লবমুখিতাকে দমন নতুন ব্যবস্থাকে যুদ্ধ ও এক অস্থির, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো।

অথচ নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থা বুর্জোয়া স্বার্থের অনুকূল হলেও জাতীয় ঐক্যেরও পরিপোষক হয়েছিলো। সামন্ততান্ত্রিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল নিশ্চিহ্ন হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাবলীল প্রবাহ ঐক্যবদ্ধ জাতীয় বাজারের প্রতিষ্ঠা করে। ফলে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে এবং একটি জাতীয় অর্থনীতির সুদৃঢ় বনিয়াদ গড়ে ওঠে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বাধানিষেধের বিলোপসাধন ও বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে দেশজ পণ্যের শুল্কসংরক্ষণ ফরাসী জাতীয় সত্তাকে সচেতন করে তোলে। নিঃসন্দেহ, জাতীয় ঐক্যসাধন সভার অবিস্মরণীয় কীর্তি। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক বিধিনিষেধ হতে অর্থনীতির মুক্তি সাধারণ মানুষের কাছে বুর্জোয়াদের জনপ্রিয় করে তোলে নি। কর্পোরেশানসমূহের বিলোপ ও উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণের অবসানের ফলে কর্তাকারিগরদের একচেটিয়া আধিপত্য চলে যায়। তাতে এদের অসন্তোষ বাড়ে। শহর ও গ্রামের মানুষও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের অবাধবাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এমনকি, কৃষককুলও চাষবাসের অবাধ অধিকারের বিরোধী ছিলো। গ্রামীণ যৌথঅধিকারের জন্যে দরিদ্র কৃষকের অস্তিত্ব বজায় ছিলো। কিন্তু নয়াব্যবস্থায় এই অধিকারের দিন ঘনিয়ে এসেছিলো। অতএব প্রথাসিদ্ধ নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রতি আসক্ত সাধারণ মানুষের আশাভঙ্গ ঘটে। বিপ্লবের কাছে সাধারণ মানুষের অনেক আশা ছিলো; একটি শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থের ফ্রেমে গোটা দেশ আবদ্ধ হওয়ায় সেই আশা দুরাশায় পরিণত হয়।

নতুন সংবিধান বিত্তহীন মানুষকে রাজনৈতিক অধিকার দেয় নি। তবু একথা বলা চলে যে, সাম্যের নীতিগত ঘোষণা, পূর্বতন ব্যবস্থার নানাস্তরে বিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থার অবসান এবং ব্যষ্টির অধিকারই সমাজ বন্ধনের নতুন সূত্র এই সুদৃঢ় প্রত্যয়—এই নয়া ব্যবস্থার ভিত্তি। কিন্তু মানুষের জন্মগত অধিকার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা সমভাবে

অলঙ্ঘনীয় ঘোষিত হওয়ায় যে স্ববিরোধিতা দেখা দিয়েছিলো, শেষ পর্যন্ত তা অনতিক্রম্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ না করে এবং একমাত্র বিত্তশালীদের ভোটাধিকার দিয়ে সভা এই স্ববিরোধিতাকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। রাজনৈতিক অধিকারের একমাত্র মাপকাঠি বিত্ত। ত্রিশ লক্ষ নিষ্ক্রিয় নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো। তাহলে জাতির অর্থ কি চল্লিশ লক্ষের কিছু বেশি সক্রিয় নাগরিক, যারা প্রাথমিক নির্বাচনী সভায় ভোট দিতে পারতো? অথবা 50000 সক্রিয় নাগরিক যাদের ওপর বিধানসভার সদস্যদের নির্বাচনের ভার ছিলো।

অতএব জাতি, রাজা, আইন—সংবিধানসভা কীর্তিত এই বিখ্যাত সূত্র আপাতদৃষ্টিতে জাতীয় সার্বভৌমত্বের দর্পিত ঘোষণা বলে প্রতীয়মান হলেও আসলে তা নয়। বস্তুত, বিত্তশালী বুর্জোয়ার সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যেই জাতি সীমাবদ্ধ। এই সংকুচিত জাতির পক্ষে প্রতিবিপ্লব ও যুদ্ধের সম্মিলিত আঘাত সহ্য করা সম্ভব ছিলো না।

২১

১৭৯১ সংবিধান সভা : রাজার পলায়ন

বিভিন্ন বিপরীত শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে ১৭৯১ থেকেই সংবিধান সভা নির্মিত নতুন সৌধে ফাটল দেখা দেয়। অভিজাতরা স্প্রিঙের মতো নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে প্রত্যাঘাতের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো, কোনোক্রমেই তারা নয়া ব্যবস্থার সঙ্গে আপস করতে রাজী ছিলো না; ফ্রান্সের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের জন্যে য়োরোপের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতি ফরাসী প্রতিবিপ্লবী শক্তির আহ্বানও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা জনসাধারণের মনে অভিজাত ষড়যন্ত্রের ধারণা বিশ্বাস্য করে তুলেছিলো। অতএব এই মুহূর্তে ফরাসী জাতির আত্মরক্ষার সমস্যাই প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিল। পরিণামে তৃতীয় এস্টেটের অভ্যন্তরে পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাতে যে জটিল আবর্তের সৃষ্টি হল, তাতে বুর্জোয়া নির্মিত ভঙ্গুর ইমারতের ভারসাম্য বিনষ্ট হল।

ভেতরের ও বাইরের অভিজাত : অবাধ্য যাজক

১৭৯০-এর গ্রীষ্মকাল থেকেই লাফাইয়েতের আপসপন্থী রাজনীতির ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। অভিজাতদের সঙ্গে নতুন বুর্জোয়া সমাজের সম্মিলন সম্ভব ছিলো না। ধর্মীয় বিভেদ ও অবাধ্য যাজকদের আন্দোলনে অভিজাত প্রতিক্রিয়া আরো শক্তিশালী হয়। আসিঞ্জিয়ার মূল্যহ্রাস ও আর্থনীতিক সঙ্কট গণআন্দোলনকে দুর্বার করে তোলে।

প্রতিবিপ্লবের মূল শক্তি দেশাভ্যন্তরস্থ অভিজাত, দেশত্যাগী অভিজাত এবং অবাধ্য যাজক। দেশত্যাগী অভিজাতদের বিপ্লববিরোধী ঘাঁটি স্থাপিত হয় দেশের বাইরে। প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিলো রাইনল্যাণ্ডে (কোবলেনৎস, মেইনস ও হ্বোরম্‌স্), ইতালিতে (তুরিন) এবং ইংলণ্ডে। সীমান্তের ঠিক বাইরে দেশত্যাগী অভিজাতদের প্রধান কাজ ছিলো ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র।

অবাধ্য যাজকেরা প্রতিবিপ্লবী বিরোধী শক্তিকে নতুন প্রেরণা যোগায়।

যাজকেরা অভিজাতদের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে নেয় এবং সক্রিয় প্রতি-বিপ্লবী ভূমিকা নেয়। সরকারের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী বলে গণ্য হলেও দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এরাই ছিলো চার্চের প্রকৃত প্রতিনিধি। চার্চ থেকে বিতাড়িত হয়েও এরা গ্রামে গ্রামে মাস ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতো। ফলে জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ প্রতিবিপ্লবী শক্তির সঙ্গে যোগ দিলো। ফ্রান্স দ্বিধাবিভক্ত হলো এবং গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হলো।

সামাজিক সংকট : গণআন্দোলন

একই সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনও তীব্রতর হয়ে উঠল। সংবিধান সভার মধ্যপন্থী রাজনীতির দিনও ঘনিয়ে এল। বিদ্রোহী যাজকদের আন্দোলন শুধু অভিজাত প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করে নি, যাজকবিরোধী গণ-আন্দোলনকেও তীক্ষ্ণতর করেছিলো। যাজকবিরোধিতা শেষ পর্যন্ত ধর্মবিরোধিতায় পর্যবসিত হলো। জাকবঁ্যাদল ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করে। রাজার সঙ্গে বিদ্রোহী যাজকদের গোপন ষড়যন্ত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রবলতর করে। ১৭৮৯ থেকেই রোবসপিয়ের প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দাবি করে আসছিলেন। ১৭৮৯ থেকে ১৭৯১-এর মধ্যে জনসাধারণের নানা রাজনৈতিক ক্লাব গড়ে ওঠায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিলো। ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৭৯০, দঁসার পারীতে সোসিয়েতে ফ্রাতেরনেল দে দ্যু সেক্স্ (Société Fraternelle des deux sexe) নামে সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। নিষ্ক্রিয় নাগরিকেরাও এই সোসাইটিতে যোগ দিতে পারতো। এই জাতীয় নানা সোসাইটি ১৭৯১-এর মে মাসে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপন করে। ১৭৯০-এর এপ্রিল মাসে কর্দেলিয়ে ক্লাব স্থাপিত হয়। বিপ্লবকে রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অনেকাংশে কর্দেলিয়ে ক্লাবের। গণআন্দোলন, আবেদনপত্র পেশ, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ অভিযান করে, অভিজাতদের গতিবিধির ওপর সদাজাগ্রত দৃষ্টি রেখে এবং সর্বোপরি জুনে[১] বা 'দিন' সংগঠন করে এই ক্লাব পারীর জনতাকে সংগ্রামমুখী করে তোলে। পারীর চরমপন্থী সংবাদপত্র-মারার লামি দ্য পেউপল, বনভিলের লাবুশ দ্য ফের (La bouche de fer) জনতার আন্দোলনকে উৎসাহিত করে। রোবেয়ারের সংবাদপত্র ল্য ম্যর-ক্যুরকে (Le Mercure) ঘিরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিলেন।

১৭৯১-এর বসন্তকাল থেকেই সামাজিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। ল্য

নিভরনে (le Nivernais), ল্য বুরবনে (le Bourbonnais), ল্য কেরসি (le Quercy) এবং ল্য পেরিগরে (le Perigord) কৃষকদের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পারীর শ্রমিকদের আন্দোলন তীব্রতর হয়। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় থেকে থেকে শ্রমিক ধর্মঘট হতে থাকে। বিভিন্ন সোসাইটি এবং গণতন্ত্রী সংবাদপত্র উদ্যোক্তা ও বণিকের নতুন সামন্ততন্ত্রকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে শ্রমিকের আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় সামাজিক আন্দোলন।

সংবিধান সভার প্রতিক্রিয়া

একদিকে অভিজাত প্রতিক্রিয়া, অপরদিকে সংগ্রামমুখী জনতার আন্দোলন—সংবিধান সভার পক্ষে এই উভয়সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া সহজ ছিলো না। এই মুহূর্তে নিয়মতান্ত্রিক পথে বিপ্লবকে চালনা করা অত্যন্ত দুরূহ হলেও একমাত্র মিরাবোর পক্ষেই হয়তো তা সম্ভব ছিলো। কিন্তু এই দুর্যোগের মুহূর্তে মিরাবোর মৃত্যুর ফলে শক্ত হাতে বিপ্লবের হাল ধরার মতো আর কেউ রইলো না।

মিরাবোর মৃত্যুর পর বার্‌নাভ, দুপর ও লামেত—এই ত্রয়ী কিছু সময়ের জন্য সংবিধান সভাকে পরিচালনার চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা অভিজাত প্রতিক্রিয়ার চেয়েও জনতার আন্দোলনকে আরো বেশী বিপজ্জনক মনে করতেন। সুতরাং দক্ষিণপন্থী লাফাইয়েতের রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়া এঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো। বিপ্লবকে আর অগ্রসর হতে দেওয়া নয়, এবার বিপ্লবের রাশ শক্ত হাতে টেনে ধরতে হবে। অতএব রাজার কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটি নতুন সংবাদপত্র ল্য লোগোগ্রাফ (Le Logograph) প্রকাশ করতে এঁদের বাধে নি। একই উদ্দেশ্যে সংবিধান সভায় পর পর কয়েকটি আইনও গৃহীত হয়। জাতীয় রক্ষিবাহিনীতে নিষ্ক্রিয় নাগরিকের নিয়োগ এবং সমষ্টিগতভাবে আবেদনপত্র পেশ করা নিষিদ্ধ হয়। ১৭৯১-এর ১৪ই জুনের ল্য শাপলিয়ে আইন শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার ও ধর্মঘট করার অধিকার হরণ করে। অভিজাতদের সঙ্গে আপসেরও নতুন করে চেষ্টা হলো। এমনকি লাফাইয়েৎ ও ত্রয়ী ভোটাধিকারকে আরো সীমাবদ্ধ এবং রাজক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করে সংবিধানের বিশুদ্ধী-করণের কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু এই রাজনীতির সাফল্যের জন্যে অভিজাতদের এবং রাজার সমর্থনের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু অভিজাতদের বিরুদ্ধতা ও রাজার পলায়নে এই রাজনীতির ভরাডুবি ঘটে।

২২

বিপ্লবী ফ্রান্স ও য়োরোপ

অন্য একটি কারণেও ১৭৯১-এর সংবিধান সভার সংকট আরো ঘনীভূত হলো। কারণ, ১৭৯১-এ আভ্যন্তরীণ গোলোযোগের সঙ্গে বহির্দেশীয় আক্রমণের আশঙ্কা যুক্ত হল। নতুন ফ্রান্সও পূর্বতন ব্যবস্থার য়োরোপ স্বরূপত বিরুদ্ধভাবাপন্ন। এই বিরুদ্ধতা অভিজাত সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়া পুঁজিবাদ অথবা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও মুক্তপন্থী গণতন্ত্রের মধ্যে সংঘাতের সমগোত্রীয়। দেশত্যাগী অভিজাত এবং রাজা লুই অভিজাতশ্রেণীর প্রাধান্য ও রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে আহ্বান জানিয়ে নতুন ফ্রান্স ও পূর্বতন য়োরোপের সংঘাত অনিবার্য করে তোলেন।

ফ্রান্সের সীমানার বাইরে বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রসার ও অভিজাত প্রতিক্রিয়া

বিপ্লবের আদি পর্বেই বৈপ্লবিক ভাবধারার দ্রুত প্রসারের শক্তি য়োরোপের রাজাদের অস্বস্তির কারণ হয়েছিলো। বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ বাণী পূর্বতন য়োরোপের মৃতকল্প মানুষকে নতুন আশার আলোকে উদ্দীপ্ত করে তোলে; এক নতুন স্বপ্নময় ভবিষ্যতের উন্মাদনা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ভিত্তিমূল শিথিল করে দিয়েছিলো। ফরাসী বিপ্লবের ঘটনাপরম্পরা প্রত্যেক য়োরোপীয়ের মনে ফ্রান্স সম্পর্কে অপরিমেয় কৌতূহলের সৃষ্টি করে। পারী স্বাধীনতার পথিকদের তীর্থক্ষেত্র; য়োরোপের বিদগ্ধ মনীষীদের, পলাতক বিপ্লবীদের ভিড়ে উদ্বেল পারী। মাইয়ঁসের জর্জ ফরষ্টার, কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রুশ লেখক কারামজিন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিপ্লবের সক্রিয় প্রচারকে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বৈরাচারের নিপীড়ন থেকে পলাতক বিপ্লবীদের ভূমিকা আরো সক্রিয়। এঁরা এসেছিলেন রাইনল্যাণ্ড, সুইৎ-সারল্যাণ্ড, ব্রাবাঁ ও সাভয় থেকে। ১৭৯০-এ নেফশাতেল, জেনিভা ও সুইৎসারল্যাণ্ডের পলাতক বিপ্লবীরা পারীতে হেলভেতিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করে।

ফ্রান্সের সীমানার বাইরে জর্মনি ও ইংলণ্ডে বিপ্লবী ভাবাদর্শের প্রভাবও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জর্মনিতে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, বিশেষত অধ্যাপক ও লেখকেরা : মাইয়ঁসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ফরষ্টার, হামবুর্গে কবি ক্লপষ্টক, প্রাশীয়ায় দার্শনিক কাণ্ট ও ফিখ্‌টে। জর্মনিতে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিপ্লবী ভাবধারার প্রবক্তা হলেও এই ভাবধারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। বুর্জোয়া ও কৃষক সম্প্রদায়ও এই ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলো। পালাটিনেটে কৃষকেরা সামন্ততান্ত্রিক কর দিতে অস্বীকার করে, মেইসেন অঞ্চলে, সাক্‌স্‌-এ গোলযোগ দেখা দেয়। হামবুর্গে বুর্জোয়ারা ১৪ই জুলাইর উৎসব অনুষ্ঠান করে। সেখানে দর্শকেরা এসেছিলো তিনরঙা ব্যাজ পরে। তরুণীরা স্বাধীনতার আবির্ভাবের গান গায়। ক্লপষ্টক স্বরচিত ওড পড়ে শোনান।

ইংলণ্ডে হুইগ নেতা ফক্‌স, ক্রীতদাসপ্রথা বিলোপের সুবিখ্যাত প্রবক্তা উইলবারফোর্স, দার্শনিক বেন্থাম, রসায়নবিদ প্রিষ্টলি ফরাসী বিপ্লবকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানান। বিপ্লবের প্রথমদিকে ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর মনোভাবও বিপ্লবের অনুকূলে ছিলো, কিন্তু ক্রমে যতোই বিপ্লবের রক্তাক্ত সংগ্রামী চেহারা প্রকাশিত হতে লাগল, শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিও ততোই পরিবর্তিত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শুধু চরমপন্থীদের সহানুভূতিই অক্ষুণ্ণ ছিলো। স্বদেশেও তাঁরা নতুন আদর্শ অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠনের দাবীতে আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন। ম্যানচেষ্টারে কনষ্টিটিউশনাল সোসাইটি, লণ্ডনে লণ্ডন সোসাইটি ফর প্রোমোটিং কনষ্টিটিউশনাল ইন্‌ফরমেশন স্থাপিত হয়। অবশ্য ইংলণ্ডে ফরাসী বিপ্লবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন ইংরেজ কবিরা। ফরাসী বিপ্লবের যৌবনময় আনন্দের উন্মাদনা ইংরেজ কবি ব্লেক, বার্নস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের কাব্যে সর্বকালের মানুষের জন্য বিধৃত।

বিপ্লবের প্রতি য়োরোপের প্রগতিশীল মানুষের অকুণ্ঠ অভিনন্দনের সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়ার সহাবস্থান লক্ষণীয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের এবং চার্চের সম্পত্তি জাতীয়করণের ফলে য়োরোপীয় অভিজাত সম্প্রদায় প্রতিবিপ্লবের সমর্থকে পরিণত হয়। বুর্জোয়াশ্রেণীও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পূর্বতন ব্যবস্থার সুবিধাভোগীসম্প্রদায়কে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্যে দেশত্যাগী অভিজাতদের চেষ্টার অন্ত ছিলো না। ১৭৮৯-এ কঁৎ দার্তোয়া তুরিনে ঘাঁটি স্থাপন করেন। ১৭৯০-এ

ত্রেভের ইলেক্‌টরের রাজ্যে প্রথম প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদল গঠিত হয়। দেশত্যাগী অভিজাতদের কাছে শ্রেণীস্বার্থ দেশের স্বার্থের ঊর্ধ্বে। অতএব বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট সেনা নিয়ে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করেও শ্রেণীস্বার্থ সিদ্ধ করার প্রচেষ্টায় তাদের কোনো দ্বিধা ছিলো না। জর্মনিতে ১৭৯০-এর শুরু থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক লেখক ফ্রান্সের আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। ইংলণ্ডে অভিজাত ভূম্যধিকারী ও অ্যাংগলিকান চার্চ প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্ব দেয়। ১৭৯০-এর নির্বাচনে টোরিদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে; পার্লামেণ্টের সংস্কার স্থগিত রাখা হয়। ১৭৯০-এর নভেম্বর মাসে বার্কের বিখ্যাত রিফ্লেকশন্‌স্ অন দি ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন (ফরাসী বিপ্লববিষয়ক চিন্তা) প্রকাশিত হয়। এই বইটি প্রতিবিপ্লবের আকরগ্রন্থে পরিণত হয়। বার্কের বক্তব্য ছিলো: দৈবাধিকার-প্রাপ্ত অভিজাত শ্রেণীকে ধ্বংস করে ফরাসী বিপ্লব সমাজের ভিত্তিমূল শিথিল করে দিয়েছে এবং নৈরাজ্য ডেকে এনেছে। এই ভয়ঙ্কর নৈরাজ্যের ছোঁয়াচ থেকে য়োরোপীয় সমাজের বুনিয়াদকে রক্ষা করার জন্যে বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রত্যাঘাত প্রয়োজন। টমাস পেইন তাঁর 'রাইটস অব ম্যান' (মানবের অধিকার) নামক পুস্তকে বার্কের প্রতিবিপ্লবী যুক্তির জোরালো উত্তর দিলেও বার্কের আবেগদীপ্ত লেখনী ইংলণ্ড ও পূর্বতন য়োরোপের অভিজাত ও বিত্তশালী সম্প্রদায়ের কাছে প্রায় বেদের অভ্রান্ততা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। প্রায় একই সময়ে পোপ ষষ্ঠ পীয়ুস ফরাসী বিপ্লবের নীতির নিন্দা করেন। স্পেনের সরকার মার্চ মাসে বিপ্লবী প্লেগের জীবাণু থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে পীরিনীজ সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করে। ক্রমে য়োরোপীয় প্রতিবিপ্লবী শক্তি সংগঠিত হতে থাকে। এই প্রতিবিপ্লবী শক্তি ষোড়শ লুই-এর ভরসা হয়ে দাঁড়ায়।

২৩

ষোড়শ লুই, সংবিধান সভা ও য়োরোপ

য়োরোপীয় অভিজাত প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্যের সঙ্গে লুই-এর রাজনীতির কোনো পার্থক্য ছিলো না। অতি সংগোপনে লুই য়োরোপীয় রাজন্যবর্গের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছিলেন। দেশত্যাগী অভিজাতগণের আন্দোলনেরও একই উদ্দেশ্য ছিলো। কঁৎ দার্তোয়া স্পেনের সামরিক হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। বিদেশী সামরিক হস্তক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মিদি (মধ্য) অঞ্চলে অভ্যুত্থানের আশ্বাসও তিনি দিয়েছিলেন। কোবলেন্ৎসে সংগঠিত প্র্যাঁস দ্য কঁদের বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ শুরু করে। ষোড়শ লুই বিপ্লবকে যে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন নি, তা দেশত্যাগীদের অবিদিত ছিলো না। ১৭৮৯-এর নভেম্বর থেকে তিনি স্পেনের সম্রাট চতুর্থ চার্লসকে জানাতে থাকেন যে, কোনো নতুন সংস্কারেই তাঁর সম্মতি নেই, সবই তাঁর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ১৭৯০-এর শেষের দিকে তিনি ফ্রান্স থেকে পলায়নের সিদ্ধান্ত নেন এবং মার্কি দ্য বুইয়েকে (Marquis de Bouillé) পলায়নের জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেন। য়োরোপীয় শক্তিবর্গ ফ্রান্স আক্রমণের হুমকি দিয়ে সংবিধান সভাকে বৈপ্লবিক বিধানাবলী বাতিল করতে বাধ্য করুক, এই জাতীয় ইচ্ছা লুই-এর পলায়নের পশ্চাতে ছিলো।

সাধারণভাবে বিপ্লববিরোধী য়োরোপীয় রাজন্যবর্গের দৃষ্টিভঙ্গির ঐকমত্য ছিলো না। তাঁদের বিপ্লববিরোধিতা সন্দেহাতীত হলেও পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত এত সুগভীর ছিলো যে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। রাশিয়া, প্রাশীয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তাদের প্রমত্ত রাজ্যলিপ্সা সম্মিলিত প্রতি-বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনার প্রবল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। গ্রেট ব্রিটেনেরও স্বীয় স্বার্থবিযুক্ত কোনো য়োরোপীয় প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিলো না। য়োরোপে যে-কোনো প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমবায়ের স্বাভাবিক নেতা অস্ট্রিয়া। কিন্তু অস্ট্রিয়াও আভ্যন্তরীণ সংকট ও বল্কান অঞ্চলের সমস্যায় যথেষ্ট বিব্রত; অতএব ব্রিটেনের মতো অস্ট্রিয়াও যুদ্ধে

জড়িয়ে পড়তে চায়নি। তাছাড়া, ফ্রান্স যদি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে, তাতে সম্রাট লিয়োপোল্ডের বিশেষ আপত্তির কারণ ছিলো না। রুশসম্রাজ্ঞী ক্যাথরিনও মুখে প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো পোল্যাণ্ডে। সুইডেনের তৃতীয় গুস্টাভ, প্রাশীয়ার তৃতীয় উইলিয়ম এবং সার্দিনিয়ার ভিকতর আমেদে প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধে উৎসাহী ছিলেন।

সংবিধান সভার বিদেশীনীতির সংকটের কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিলো। ফ্রান্সে সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের অবসানের ফলে আলসাসের সামন্তপ্রভুদের অধিকারও বিলুপ্ত হয়। আলসাসের সামন্তপ্রভুদের মধ্যে অনেক জর্মন প্রিন্সও ছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বিলোপে ক্ষতিগ্রস্ত এই সব জর্মন প্রিন্স সংবিধান সভা কর্তৃক সামন্ততান্ত্রিক অধিকার রদের বিরুদ্ধে জর্মন ডায়েটের কাছে প্রতিবাদ জানায়।

দ্বিতীয়ত, আভিঞ্জিয়ঁ। আভিঞ্জিয়ঁ পোপের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পূর্বতন ব্যবস্থার অবসান ঘটায়। ১৭৯০-এর ১২ই জুন আভিঞ্জিয়ঁ ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তির আইন পাশ করে। কিন্তু তখনও পোপ সম্পর্কে সংবিধান সভার দ্বিধা কাটেনি। ২৪শে অগস্ট আভিঞ্জিয়ঁর ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন আলোচিত হয়। কিন্তু সভা সেই মুহূর্তে পোপের সঙ্গে বিরোধের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। সুতরাং প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়: কূটনৈতিক ব্যাপারে রাজার ক্ষমতা আছে, অতএব আভিঞ্জিয়ঁর ফ্রান্স অন্তর্ভুক্তির আবেদন রাজার কাছেই পাঠানো হবে। সভা কোনো হঠকারী কাজ করে, যাজকীয় সংবিধান নিয়ে পোপের সঙ্গে যে আলোচনা চলছিলো, তার বিঘ্ন ঘটাতে চায়নি।

তৃতীয়ত, ফ্রান্স আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি নতুন স্বীকৃতি চাইছিলো। এই দাবী ১৭৮৯-এর নীতি থেকে উদ্ভূত। ১৭৯০-এর ২২শে মে সংবিধান সভা দিগ্বিজয়ের অধিকার অবৈধ বলে ঘোষণা করে। জনগণের ইচ্ছার স্বাধীন প্রকাশই জাতির মূল ভিত্তি। এই নীতির ব্যাখ্যা করে আলসাসের জর্মন প্রিন্সদের বলা হয়, আলসাসের ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তি সামরিক বিজয়ের ফলে ঘটেনি। আলসাসের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৭৯০-এর ১০ই জুলাই এর উৎসবে যোগদান আলসাসের জনসাধারণের এই স্বাধীন ইচ্ছারই অভিব্যক্তি।

১৭৯১-এর মে মাসে আভিঞ্জিয়ঁর জনগণের ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তির আবেদন মেনে নেওয়া হয়। কারণ, ইতিমধ্যে পোপের সঙ্গে যাজকীয় সংবিধান সম্পর্কিত আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। জনতার রায়ের ফলেই কোনো রাষ্ট্র অথবা

রাজ্যাংশ অন্য রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হতে পারে, দিগ্বিজয়ের ফলে নয়, এই নতুন নীতি স্বীকৃত হলে য়োরোপীয় কূটনীতি ওলটপালট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো।

যুদ্ধের পথে ফ্রান্সকে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ সভার ছিলো না; বরং যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার সংকল্প ছিলো। সভা জর্মন প্রিন্সদের ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয়; আভিঞ্জিয়ঁর অন্তর্ভুক্তির পূর্বে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে। তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও এই শান্তিকামী বিদেশ নীতির অনুকূল ছিলো। প্রাশীয়া, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া—কোনো রাষ্ট্রই একটি বিপ্লববিরোধী য়োরোপীয় যুদ্ধ বাধাতে চায় নি। তিনটি রাষ্ট্রই পোল্যাণ্ড নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলো। অস্ট্রিয়ার সম্রাট লিয়োপোল্ড জানতেন, প্রাশীয়ার ফ্রেডরিক উইলিয়াম এবং রাশিয়ার ক্যাথরিন দুজনেই ফ্রান্স-অস্ট্রিয়ার সংঘর্ষ চান। কারণ অস্ট্রিয়া পশ্চিমে যুদ্ধে লিপ্ত হলে রাশিয়া ও প্রাশীয়া নির্বিঘ্নে পোল্যাণ্ড ভোজন সমাধা করতে পারে। কিন্তু এই নির্বিঘ্নভোজনের সাক্ষী হয়ে থাকার কোনো ইচ্ছা লিয়োপোল্ডের ছিলো না। অতএব লিয়োপোল্ড ফ্রান্সে সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকেন।

কিন্তু রাজার পলায়ন ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে, তাতে সভার শান্তিকামী বিদেশনীতি পরিবর্তিত হয় এবং লিয়োপোল্ডের সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে।

ভারেন

রাজার পলায়ন বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির অন্যতম। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজার পলায়নে রাজা ও বিপ্লবী জাতীর মধ্যে বিরোধের অনিবার্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়; বিদেশনীতির ক্ষেত্রে আসে যুদ্ধ।

রাজার পলায়ন ২১শে জুন, ১৭৯১: মারি আঁতোয়ানেতের অনুগৃহীত কঁৎ আকুসেল দ্য ফ্যরসঁ্যা অতি সতর্কতার সঙ্গে রাজার পলায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেঁত মেনেউল পর্যন্ত সারা রাস্তায় বদলি ঘোড়ার ও অশ্বারোহী রক্ষিদলের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। রাজা সেঁত-মেনেউল থেকে সাল্ঁ-সুর-মার্ন এবং আর্গন হয়ে লুই মঁমেদি পেঁাছোবেন। ২০শে জুনের (১৭৯১) মধ্যরাত্রে পরিচারকের ছদ্মবেশে লুই সপরিবারে তুইলেরি ত্যাগ করেন। সেই মুহূর্তে লাফাইয়েৎ প্রসাদ থেকে নির্গমনের বিভিন্ন দ্বারে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ আছে লক্ষ্য করেন। কিন্তু একটি দ্বার দীর্ঘকাল থেকেই অরক্ষিত ছিলো। লাফাইয়েৎ তা জানতেন। ফ্যরসঁ্যা যাতে অনায়াসে

রাণীর কাছে যাতায়াত করতে পারেন সেজন্যে এই ব্যবস্থা। এই দরজা দিয়েই রাজপরিবার নিষ্ক্রান্ত হয়।

একটি বৃহৎ বর্লিনে* রাজপরিবারের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু যাত্রায় পাঁচ ঘণ্টা বিলম্ব ঘটে। বিলম্বের ফলে সালঁর কাছাকাছি রক্ষিদল চলে যায়। ২১-২২ জুন রাত্রিতে ভারেনের পথে পূর্বনির্ধারিত বদলি ঘোড়া না দেখে লুই থামতে বাধ্য হন। সেঁত মেনেউলে পোস্টমাষ্টার দ্রুয়ের ছেলে লুইকে চিনতে পারে। কারণ লুই নিজেকে গোপন রাখার কোনো চেষ্টাই করেন নি। তৎক্ষণাৎ দ্রুয়ে ঘোড়ার সওয়ার হয়ে ভারেনে পৌঁছোন। তখনও রাজার বর্লিন সেখানে পৌঁছোয় নি। এরপর আপৎ-ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া হয়; গ্রামবাসীরা ছুটে আসে, এয়ার নদীর সেতু ব্যারিকেড করা হয়; অশ্বারোহীবাহিনী এসে জনতার সঙ্গে হাত মেলায়। 'রাজার বর্লিন এসে যখন পেঁাছোল, তখন সেতুর মুখে ব্যারিকেড।

রাজপরিবারের আবার পারী প্রত্যাবর্তন। এবার সংগোপনে রাত্রির অন্ধকারে নয়। প্রকাশ্য দিবালোকে। জনতার ঘৃণা ও ধিক্কার সঙ্গী হলো রাজপরিবারের। দুই দিকে দুই সারি জাতীয় রক্ষিবাহিনীর মধ্যে রাজার বর্লিন পারী রওনা হলো। ২৫শে জুন সন্ধ্যায় রাজা পারী প্রবেশ করলেন। পারী তখন মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ।

রাজার দুই পাশের রক্ষিবাহিনী বন্দুক উল্টোকরে ধরে মার্চ্চ করে পারী ঢুকল। ফরাসী রাজতন্ত্রের শবযাত্রা।

রাজার পলায়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতভেদের কোনো অবকাশ নেই। পলায়নের পূর্বে লুই ফরাসীদের উদ্দেশ্যে এক ঘোষণা রেখে গিয়েছিলেন। এই ঘোষণায় লুইর পলায়নের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে: লুই বুইয়ের বাহিনীতে যোগ দেবেন; সেখান থেকে নেদারল্যাণ্ডের অস্ট্রিয় বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবেন। তারপর সসৈন্যে পারী ফিরে এসে সংবিধান সভা ও ক্লাবগুলি ভেঙে দিয়ে তাঁর স্বৈরাচারী ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। এতকাল যে রাজনীতি লুই গোপনে অনুসরণ করেছেন, পলায়নের পর তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে পড়লো। গোপন রাজনীতিরও একই উদ্দেশ্য ছিলো; স্পেন ও অস্ট্রিয়াকে ফ্রান্সে সামরিক হস্তক্ষেপে প্ররোচিত করা। ১৭৮৯-এর অক্টোবর মাসে স্পেনের রাজার কাছে গোপন দূত পাঠিয়েছিলেন তিনি, আলেসাসের জর্মন প্রিন্সদের সঙ্গে সভার কলহ তীব্রতর করার চেষ্টা

---

* ক্রিটন-জাতীয় ঘোড়ার গাড়ি—ছবি দ্রষ্টব্য।

করেছিলেন। লুই সরল, দুর্বল এবং প্রায় দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন এই সাধারণ ধারণা হয়তো সত্য নয়। এক ধরণের বুদ্ধিমত্তা লুইর ছিলো। আর ছিলো একগুঁয়েমি, তাঁর চরিত্রের সমস্ত একগুঁয়েমির একমাত্র লক্ষ্য জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যেও স্বীয় স্বৈরাচারী শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ভারেনের আভ্যন্তরীণ পরিণাম : শাঁ দ্য মারের হত্যাকাণ্ড (১৭ই জুলাই, ১৭৯১)

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারেনের ফলাফলের বৈপরীত্য সহজেই চোখে পড়ে : রাজার পলায়ন একদিকে জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে, অন্যদিকে জনতার আন্দোলনে ভীতিগ্রস্ত শাসক বুর্জোয়া স্বীয় ক্ষমতা দৃঢ়তর ও রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হয়।

ভারেনের প্রায় পরদিন থেকেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এতকাল পরে আমরা স্বাধীন ও রাজাবিহীন, কর্দেলিয়ে ক্লাবের এই ঘোষণা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবির প্রাক্-ভাষ। রাজার পলায়নে জনতা জাতীয়তাবোধে উদ্বেল হয়ে উঠলো। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজার ষড়যন্ত্র এখন দিব্যালোকের মতো স্পষ্ট। দূরতম গ্রামের মানুষ পর্যন্ত জাতীয়তাবোধের আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠলো এই মুহূর্তে। বিদেশী আক্রমণ এখন অত্যন্ত বাস্তব সত্য। বিদেশী আক্রমণের ভয়ে ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। জাতীয় রক্ষিবাহিনীতে ১ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিলো। ১৭৮৯-এর মতো এ-সময়ের সামাজিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। আত্মরক্ষাত্মক প্রতিক্রিয়া জাতির অন্তরে এক বিপুল বীর্যের জন্ম দিল। পুরাতন জয়ধ্বনি 'জয় রাজার' পরিবর্তে এখন নতুন জয়ধ্বনি 'জয় জাতির'। কিন্তু ১৭৮৯-এর এবং ১৭৯১-এর ভীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিলো। ১৭৯১-এ তীব্র জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ সামাজিক ঘৃণা মিশেছিলো। ১৭৯১-এ বিদেশী আক্রমণের যে আর দেরী নেই রাজার পলায়ন থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গেলো। আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে সামরিক অর্থে প্রস্তুত হতে লাগলো।

শাসক বুর্জোয়া এই গণ অভ্যুত্থানের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলো। রাজার পলায়নের পর সভা রাজাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে এবং ভীটো

ক্ষমতা বাতিল করে। প্রকৃতপক্ষে, ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু সভা অত্যন্ত সচেতনভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করে। কারণ, সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে রাজার প্রয়োজন ছিলো। তাই সভা রাজার পলায়ন সম্পর্কে এক অলীক কাহিনী প্রচার করে। রাজা স্বেচ্ছায় পলায়ন করেন নি। রাজাকে হরণ করা হয়েছিলো। অর্থাৎ শাসক বুর্জোয়ার বিপ্লবের পথে আর অগ্রসর হওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিলো না। বুর্জোয়া বিপ্লব সাঙ্গ হয়ে গেছে। অতএব আর এক পাও অগ্রসর হওয়া নয়। ১৭৯১-এর ১৫ই জুলাই বার্নাভ স্পষ্টভাবে এই বক্তব্য তুলে ধরেন :

"আমরা কি বিপ্লব সাঙ্গ করব না আবার বিপ্লব আরম্ভ করব? স্বাধীনতার পথে আর এক পা এগোলে রাজতন্ত্রের বিনাশ হবে। সাম্যের পথে আর এক পা গেলে সম্পত্তির বিলুপ্তি ঘটবে।"

সংবিধান সভা যে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে সেখানে বিত্তবানদের আধিপত্য। আর অগ্রসর হলে এই আধিপত্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অতএব আর নয়, বিপ্লব সাঙ্গ হয়েছে।

শাঁ-দ্য-মারের হত্যাকাণ্ড (১৭ই জুলাই, ১৭৯১) শাসক বুর্জোয়াদের এই মনোভাবেরই স্বাক্ষর বহন করে। কর্‌দেলিয়ে ও অন্যান্য ক্লাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত পারীর জনতার আবেদনপত্র নিয়ে বিক্ষোভ অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭ই জুলাই কর্‌দেলিয়ে ক্লাবের নির্দেশে জনতা শাঁ-দ্য-মারে একটি প্রজাতন্ত্রী আবেদনপত্র স্বাক্ষরের জন্য সমবেত হয়। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে, এই অজুহাতে সভা পারীর মেয়রকে জনতার সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করার আদেশ দেয়। সামরিক আইন ঘোষিত হয় এবং বর্জোয়াশ্রেণী থেকে গঠিত জাতীয় রক্ষিবাহিনী শাঁ-দ্য-মারে সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে। পনেরোজন তৎক্ষণাৎ মারা যায়। পরবর্তী নিপীড়ন আরও মারাত্মক। অসংখ্য মানুষ গ্রেপ্তার হয়, বহু গণতন্ত্রী পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। কর্‌দেলিয়ে ক্লাব বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কিছুকালের জন্যে দেশপ্রেমিক দল বিহ্বল হয়ে পড়ে। তেরঙা ঝাণ্ডার এই সন্ত্রাস।

শাঁ-দ্য-মারের রাজনৈতিক ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্যাট্রিয়ট দল দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। জাকবাঁদের রক্ষণশীল অংশ দলত্যাগ ক'রে ফইয়াঁ[১] কনভেন্টে একটি নতুন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে। এই ক্লাবে নিয়মতন্ত্র-বাদীরা এবং লাফাইয়েৎ ও লামেত্রে অনুগামীরা যোগ দেয়। দেশপ্রেমিক

দলের অবশিষ্টাংশ রোবসপিয়েরের নেতৃত্বে আরও সুসংহত হয়ে গড়ে ওঠে। আপাতত পরিস্থিতি ত্রয়ীর (বার্নাভ, দুপর, লামেত) হাতে ক্ষমতা এনে দেয়। শক্ত হাতে এই ত্রয়ী বুর্জোয়া আধিপত্য রক্ষার চেষ্টা করে। জাতীয় রক্ষিবাহিনীকে নতুন করে সংগঠিত করা হয়। ২৮শে জুলাই ও সেপ্টেম্বরের আইনের দ্বারা একমাত্র সক্রিয় নাগরিকদেরই জাতীয় রক্ষি-বাহিনীভুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। নিরস্ত্র জনতার মুখোমুখি এখন সশস্ত্র বুর্জোয়া। আপস-পন্থী রাজনীতি প্রতিষ্ঠার এই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৭৯১-এর ১৩ই সেপ্টেম্বর রাজা সংবিধানকে গ্রহণ করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর আর একবার জাতির প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন তিনি। বুর্জোয়া শাসক সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, বিপ্লব সাঙ্গ হয়েছে।

ভারেনের বহির্দেশীয় পরিণাম : পিলনিটৎসের ঘোষণা (২৭শে অগস্ট, ১৭৯১)

ভারেনের বহির্দেশীয় ফলাফল কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাজার পলায়ন ও গ্রেপ্তারে য়োরোপীয় রাজতন্ত্র আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু তাতে সশস্ত্র সংঘর্ষ আসেনি। কারণ শেষ পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ওপর সব কিছু নির্ভর করছিলো। তিনি ফরাসী রাজপরিবারের ও রাজতন্ত্রের রক্ষার্থে য়োরোপীয় রাজন্যবর্গের সম্মিলিত উদ্যোগের প্রস্তাব করেন। লিয়োপোল্ডের এই প্রস্তাব নিছক মুখরক্ষার প্রয়াসমাত্র, আর কিছু নয়। য়োরোপীয় রাজন্য-বর্গের ঐক্য অপেক্ষা অস্ট্রিয়ার স্বার্থ তাঁর কাছে অনেক বড়ো। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে য়োরোপীয় রাজন্যবর্গের সমবায় কার্যে পরিণত হয়নি। তাছাড়া ফইয়াঁদের রাজনীতি ষোড়শ লুই সম্পর্কে লিয়োপোল্ডকে নিরুদ্বিগ্ন করেছিলো। ফ্রান্সে হস্তক্ষেপে তার অনিচ্ছাকে ঢেকে রাখবার জন্যেই লিয়োপোল্ড শেষ পর্যন্ত প্রাশীয়ার রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়মের সঙ্গে যুগ্মভাবে পিলনিটৎসের ঘোষণায় (১৭৯১) স্বাক্ষর করে তাঁর 'কর্তব্য সম্পন্ন করেন। এই ঘোষণা একটি বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে ফ্রান্সে য়োরোপীয় রাজন্যবর্গের হস্তক্ষেপের হুমকি দেয়। এতে বলা হয় যে ফ্রান্সের ঘটনায় সমগ্র য়োরোপের স্বার্থ জড়িত। যদি সব য়োরোপীয় শক্তি ফ্রান্সের ঘটনার মোকাবিলায় একটি সাধারণ চুক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে অস্ট্রিয়া ও প্রাশীয়া ষোড়শ লুইকে রক্ষা করার জন্যে হস্তক্ষেপ করবে। লিয়োপোল্ড জানতেন, এই জাতীয় সাধারণ চুক্তি অসম্ভব ; ইংলণ্ড কোনোভাবেই এই চুক্তি স্বাক্ষর করবে না। তাই পিলনিটৎসের ঘোষণা সত্বেও ফ্রান্সে সামরিক হস্তক্ষেপের কোনো প্রশ্নই

উঠবে না। আসলে এই ঘোষণা বাহ্বাস্ফোট মাত্র। এই সূক্ষ্ম কূটনৈতিক চাল পিছু হটেও মুখরক্ষা করার কৌশল। ঘোষণার বিখ্যাত শর্ত 'তারপর এবং তাহলে' ফরাসীদের নজর এড়িয়ে গিয়েছিলো। সেই মুহূর্তে ফরাসীদের এই শর্তের তাৎপর্য তলিয়ে দেখার ধৈর্য ছিলো না। ফরাসী জনমত এই ঘোষণাকে আক্ষরিক অর্থেই আক্রমণের হুমকি বলে গ্রহণ করে। বিপ্লবের ওপর আঘাতের আশঙ্কা ও বিদেশী শক্তির অসহ্য ঔদ্ধত্য সমগ্র জাতিকে ক্রোধে অধীর করে তোলে।

১৭৯১-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর সংবিধান সভার অধিবেশন শেষ হয়। সংবিধান সভার বুর্জোয়া চালকেরা বিত্তশালী বুর্জোয়া ও রাজার গাঁটছড়া-বেঁধে যুগপৎ অভিজাত প্রতিক্রিয়া ও গণআন্দোলনের মোকাবিলা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু রাজা এই বন্ধন স্বীকার করেন নি। বুর্জোয়া শাসকদের আরো একটি হিসেবের ভুল ছিলো। আপসপন্থী, শান্তিবাদী রাজনীতি সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। তাই পিলনিটৎসের ঘোষণার পর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

যুদ্ধের অনিবার্যতা বুর্জোয়া শাসকের অস্তিত্বের সংকট নিয়ে আসে। এই সংকটে অস্তিত্ব বজায় রাখার একমাত্র উপায় ছিলো গণসমর্থন। জনতা এই সংকটকে সুযোগ হিসেবেই গ্রহণ করল। জন্মকৌলীন্য ধ্বংস করার পর জনতার পক্ষে কাঞ্চনকৌলীন্য মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। জাতির জীবনে ন্যায্য স্থান দাবি করলো জনতা।

বিধানসভা : যুদ্ধ এবং লুইর সিংহাসনচ্যুতি (অক্টোবর ১৭৯১, অগস্ট ১৭৯২)

১৭৯১-এর সংবিধান যে মুক্তপন্থী রাজতন্ত্র স্থাপন করেছিলো তা এক বছরও টেকেনি। অভিজাত প্রতিক্রিয়া ও সংগ্রামমুখী জনতার মধ্যে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ার অবস্থা ছিলো ত্রিশঙ্কুর মতো। সংকট এড়াবার জন্যে তারা বহির্দেশীয় সংকটকে তীব্রতর করে তুললো। অবশেষে রাজার যোগসাজসে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা ফ্রান্স ও বিপ্লবকে এক প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চক্রান্তকারীদের হিসেব মেলে নি। যুদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলল, যুগপৎ রাজতন্ত্র ও শাসক বুর্জোয়ার পতনকে ত্বরান্বিত করল। য়োরোপীয় অভিজাতদের বিরুদ্ধে হঠকারী যুদ্ধ ঘোষণা বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীকে জনগণের সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য করলো।

এতএব জনগণকে আরো কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিলো না। ফলে বিপ্লবের সামাজিক বিষয়বস্তুর বিস্তার ঘটল। এই যুদ্ধ যুগপৎ বিপ্লবী ও জাতীয় সংগ্রাম। সমভাবে অভিজাতদের বিরুদ্ধে তৃতীয় এস্টেটের সংগ্রাম, পূর্বতন য়োরোপের বিরুদ্ধে জাতির যুদ্ধ। ঘরে অভিজাত প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বাইরে ফরাসী ও য়োরোপীয় অভিজাত প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এই দুই যুদ্ধের চাপে ১৭৯১-এর ভঙ্গুর নয়া ব্যবস্থা চূর্ণ হয়ে যায়।

নতুন শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন থেকে যুদ্ধ (অক্টোবর ১৭৯১, এপ্রিল ১৭৯২)

ফইয়াঁ এবং জিরঁদ্যাঁ। ভারেনের পর থেকে ঐক্যবদ্ধ বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ভাঙন ধরে। পিলনিটৎসের পর এই ভাঙন আরো স্পষ্ট হয়। সারা দেশে শত্রুর মোকাবিলার জন্যেও এরা বিধানসভায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি।

১৭৯১-এর ১লা অক্টোবর ৭৪৫ জন প্রতিনিধিযুক্ত বিধানসভার প্রথম অধিবেশন হয়। প্রতিনিধিদের অধিকাংশই বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত। এদের কেউই সংবিধান সভার সভ্য ছিলো না। সংবিধান সভার সদস্যরা কেউ নতুন বিধানসভায় নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবে না, রোবসপিয়েরের এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সংবিধান সভার কোনো সদস্যই বিধানসভায় ছিলো না।

এই বিধানসভায় দক্ষিণপন্থী সদস্য সংখ্যা ছিলো ২৬৪। সবাই ফইয়াঁ। এরা পূর্বতন ব্যবস্থা ও প্রজাতন্ত্র উভয়ের বিরোধী, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। অর্থাৎ ১৭৯১-এর শাসনতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু ফইয়াঁ দলও দ্বিধা-বিভক্ত ছিলো। বার্নাভ, দুপর, লামেত এই ত্রয়ীর সমর্থকও এদের মধ্যে ছিলো। লাফাইয়েতের অনুগামীদের নিয়ে অপর গোষ্ঠী।

বামপন্থী সদস্য সংখ্যা ছিলো ১৩৬। এরা জাকবাঁা ক্লাবভুক্ত। এদের নেতৃত্বে ছিলো পারীর দুজন প্রতিনিধি—সাংবাদিক ব্রিস[২] এবং ভলতেরের রচনাবলীর সম্পাদক কঁদরসে। ব্রিসর অনুগামীরা ব্রিসর্তাঁ বা ব্রিসপন্থী নামে পরিচিত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বক্তা ভ্যার্জিনো, জঁসন্নে[৩] (Gensonne), গ্রাঁজনেভ,[৪] (Grangeneuve), গুয়াদে[৫] (Guadet) প্রভৃতি। এঁরা জিরঁদ দ্যপার্তমঁ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জিরঁদ্যাঁ নামের এই উৎস। পঞ্চাশ বছর পরে লামার্তিন সাধারণ্যে এই নামটি প্রচার করেন। এই গোষ্ঠী ঔপন্যাসিক, আইনজীবী, অধ্যাপক প্রভৃতি নিয়ে গঠিত। ব্রিসপন্থীরা

দ্বিতীয় প্রজন্মের বিপ্লবী। এরা প্রধানত মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত হলেও বর্দো, মার্সেই, নাঁত প্রভৃতি সামুদ্রিক বন্দরের উচ্চ-বুর্জোয়াদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। মধ্য বুর্জোয়া কুলে জন্ম ও নব্যদর্শনের অনুপ্রাণনার ফলে ব্রিসপন্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রবণতা ছিলো। অন্যদিকে উচ্চবিত্ত বুর্জোয়াদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে এদের মনে ঐশ্বর্য ও ঐশ্বর্যশালীদের সম্পর্কে এক মুগ্ধতার ভাব জন্ম নিয়েছিলো।

চরমপন্থীরা সংখ্যায় খুব অল্প ছিলো। এদের দাবী ছিলো প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার। চরমপন্থীদের মধ্যে রোবেয়ার[৬], লিঁদে[৭], কুঁত[৮] ও কার্নোর[৯] নাম করা যেতে পারে।

ফইয়াঁ ও ব্রিসপন্থী এই দুই মেরুর কেন্দ্রে ৩৪৫ জন স্বতন্ত্র প্রতিনিধি। বিপ্লবের প্রতি এদের প্রবল আসক্তি ছিলো, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতামত ছিলো না।

পারীর ক্লাব ও সালঁগুলি ছিলো রাজনৈতিক মতামতের আলোচনার কেন্দ্র। ক্লাব ও সালঁতে রাজনৈতিক মতামতের সংঘাত রাজনৈতিক চেতনাকে তীক্ষ্ণতর করে। সালঁতে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নেতাদের সমবেত হওয়ার সুযোগ ছিলো। নেকেরকন্যা মাদাম দ্য স্তায়েলের[১০] সালঁতে লাফাইয়েৎগোষ্ঠী সাধারণত সমবেত হত। ভ্যজিনো গোষ্ঠীর স্থান ছিলো মাদাম রলাঁর[১১] সাঁল।

যতো দিন যেতে লাগলো ক্লাবগুলির গুরুত্বও ততোই বাড়তে লাগল। ফইয়া ক্লাবের সদস্যরা ছিলো সাধারণভাবে নিয়মতান্ত্রিক ও মধ্যপন্থী বুর্জোয়া। জাকবঁ্যা ক্লাবের সদস্য-চাঁদা ছিলো কম। অতএব সেখানে গণতন্ত্রীদের প্রাধান্য। নিম্নবিত্ত বুর্জোয়া, দোকানদার, কারিগর প্রভৃতি এই ক্লাবের অধিবেশনে যোগ দিত। বক্তা হিসেবে প্রধান ছিলেন রোবসপিয়ের ও ব্রিস। জাকবঁ্যা ক্লাবের শাখা গোটা দেশে স্থাপিত হওয়ায় দেশময় জাকবঁ্যা ক্লাব প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

কর্দেলিয়ে ক্লাবের চাঁদা জাকবঁ্যা ক্লাবের চেয়েও কম। তাই জনতার কাছাকাছি সমাজের নীচের তলার লোকেরা সমবেত হতো এই ক্লাবে।

পারীর ৪৮টি সেকসিয়ঁর সক্রিয় নাগরিকেরা অনেকাংশে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতো। প্রত্যেক সেকসিয়ঁর সক্রিয় নাগরিকেরা তাদের সাধারণ সভায় নিয়মিতভাবে মিলিত হতো। গণতন্ত্র ও সাম্যের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় এদের দান অসামান্য।

রাজা ও বিধানসভার প্রধান সংঘাত

সংবিধান সভা বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কোনো সমাধান খুঁজে পায়নি। এই সব সমস্যা রাজা ও বিধানসভার সংঘাত অনিবার্য করে তোলে।

প্রথমত, আর্থনীতিক ও সামাজিক সংকট : ১৭৯১-এর হেমন্তকালে শহর ও গ্রামে গোলযোগ শুরু হয়। আসিঞিয়ার মূল্য হ্রাস ও ভোগ্যপণ্যের, বিশেষত কফি, চিনি, মদ্য প্রভৃতির, মূল্যবৃদ্ধিতে জানুয়ারীর শেষ ভাগে (১৭৯২) পারিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পারীর জনতা দোকানে দোকানে হানা দিয়ে ভোগ্যপণ্যের দাম কমাতে বাধ্য করে এবং পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁ মজুতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৭৯১-এর নভেম্বর থেকেই প্রায় সর্বত্র খাদ্যশস্যের গাড়ি ও বাজার লুঠ হতে থাকে। ১৭৯২-এর মার্চে ফ্রান্সের কোনো কোনো অঞ্চলে কৃষকেরা দেশত্যাগী অভিজাতদের প্রাসাদ লুঠ করে আগুন ধরিয়ে দেয়; সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি দাবি করে। এই সামাজিক সংকটের সামনে বিধানসভা দ্বিধাগ্রস্ত ও বিভক্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় সংকট : বিদ্রোহী যাজকেরা আন্দোলন করে ক্যাথলিক সাধারণ মানুষের একটি অংশকে প্রতিবিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়। ১৭৯১-এর অগস্টে বিদ্রোহী যাজকেরা ভঁদেতে অভ্যুত্থান ঘটায় এবং সর্বত্র বিদ্রোহী যাজক ও অভিজাতদের ঘনিষ্ট সংযোগ স্থাপিত হয়।

তৃতীয়ত, বহির্দেশীয় সংকট : দেশত্যাগী অভিজাতরা ক্রমাগত যুদ্ধের প্ররোচনা দিতে থাকে এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক্রমশ দানা বাঁধে।

সামাজিক সমস্যার সমাধানে বিধানসভা দ্বিধাগ্রস্ত হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

সামাজিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের মধ্যে ১৭৮৯-এর ঐকমত্য আর ছিলো না। উচ্চবিত্ত বুর্জোয়ারা সামাজিক আন্দোলনে শঙ্কিত হয়ে অভিজাতদের সঙ্গে মিশে রাজতন্ত্রের সঙ্গে একটি স্থায়ী মীমাংসায় পৌঁছোতে চেয়েছিলো। কিন্তু ভারেনের পর রাজার ওপর মধ্য-বুর্জোয়াদের আর কোনো আস্থা ছিলো না। গণসমর্থন ছাড়া তাদের স্বার্থরক্ষা করা অসম্ভব, এই দৃঢ় ধারণা জন্মেছিলো। সুতরাং মধ্য-বুর্জোয়ারা জনসাধারণের সঙ্গে বিভেদের প্রাচীর তুলে দিতে চায় নি। এ-বিষয়ে মধ্য-বুর্জোয়াদের সচেতনতার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। ১৭৯২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে একটি চিঠিতে প্যতিয়ঁ[১২] লেখেন, "বুর্জোয়া শ্রেণী ও জনসাধারণ যুক্তভাবে বিপ্লব এনেছে; তাদের ঐক্যই একমাত্র বিপ্লবকে রক্ষা করতে পারে।" প্রায় একই সময়ে কুর্তঁ ঘোষণা করেন, "ন্যায়সঙ্গত আইনের দ্বারা বিপ্লবের সঙ্গে জনসাধারণকে যুক্ত করা

প্রয়োজন। কারণ, জনসাধারণের নৈতিক বল সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা শক্তিশালী।" এই উদ্দেশ্যে কুতঁ বিনা ক্ষতিপূরণে সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বিলোপের প্রস্তাব আনেন। কিন্তু ফইয়াঁ গোষ্ঠী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

শেষ পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল থেকে কৃষকদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে যুদ্ধ। কারণ সন্ত্রস্ত বুর্জোয়াদের পক্ষে আর মুক্তির পথ রোধ করা সম্ভব ছিলো না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিসগোষ্ঠী বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য করে। অবশ্য লাফাইয়েৎ গোষ্ঠীর সমর্থনের ফলেই তা সম্ভব হয়েছিলো। দেশত্যাগী অভিজাত ও অবাধ্য যাজকদের বিরুদ্ধে চারটি আইন পাস করা হয়:

(১) **৩১শে অক্টোবরের (১৭৯১) আইন:** দুমাসের মধ্যে ফ্রান্সে ফিরে না এলে কঁৎ দ্য প্রভঁস সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দাবি হারাবেন।

(২) **৯ই নভেম্বরের আইন:** দুমাসের মধ্যে ফিরে না এলে দেশত্যাগী অভিজাতরা জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে।

(৩) **২৯শে নভেম্বরের আইন:** অবাধ্য যাজকদের একটি নতুন আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। গোলযোগের আশঙ্কা দেখা দিলে স্থানীয় প্রশাসকেরা তাদের নির্বাসিত করতে পারবে।

(৪) **২৯শে নভেম্বরের আইন:** রাজাকে বলা হলো, তিনি যেন দেশ-ত্যাগী ফরাসীদের আশ্রয়দাতা ট্রেভের ও মাইয়ঁসের নির্বাচক[১৩] এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রিন্সদের নিজ নিজ রাজ্যে সৈন্য সংগ্রহ ও সৈন্যবাহিনী গঠন বন্ধ করতে নির্দেশ দেন।

জিরঁদ্যাগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিলো এই বিধান সমূহের দ্বারা জাতিকে উত্তেজিত করে তোলা এবং রাজাকে কোণঠাসা করে তাঁকে বিপ্লবের পক্ষে অথবা বিপক্ষে বার করে আনা।

রাজসভার রাজনীতিরও চরমপন্থী সমাধানের দিকে প্রবণতা ছিলো। মারি আঁতোয়ানেৎ লিখেছেন, "মন্দের আধিক্য হলেই আমরা এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাব।" সুতরাং চরমপন্থী ব্রিসগোষ্ঠীর কার্যকলাপে রাজা ও রাণী অখুশী হন নি। রাজা অবাধ্য যাজক ও দেশত্যাগীদের সম্পর্কে প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে ভীটো প্রয়োগ করেন, কিন্তু নিজের ভাই কঁৎ দ্য প্রভঁস ও জর্মন প্রিন্সদের বিরুদ্ধে চরমপত্র দানের প্রস্তাবে তাঁর আপত্তি ছিলো

না। ষোড়শ লুই ও মারি আঁতোয়ানেৎ প্রতিপক্ষের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে শেষপর্যন্ত যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলেন। কেননা, তাঁদের স্থির ধারণা জন্মেছিলো, যুদ্ধ ছাড়া রাজতন্ত্রের উদ্ধারের আর কোনো উপায় নেই।

যুদ্ধ অথবা শান্তি (শীত ১৭৯১—১৭৯২)

বিপ্লব ও পূর্বতন ব্যবস্থার আদর্শ ও স্বার্থের সংঘাত কূটনৈতিক ক্ষেত্রে জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে। আভ্যন্তরীণ রাজনীতির তাগিদে ব্রিসগোষ্ঠী ও রাজসভা ধীরে ধীরে দেশকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলো। কেবলমাত্র রোবসপিয়ের পরিচালিত মুষ্টিমেয় কয়েকটি মানুষের একটি দলের যুদ্ধবিরোধী ভূমিকা ছিলো। আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ মনে হলেও ব্রিসগোষ্ঠী ও রাজসভা উভয় পক্ষের যুদ্ধ সম্পর্কিত নীতি একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছিলো।

রাজা যুদ্ধ চেয়েছিলেন। কারণ, তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিলো, বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়া তাঁর মুক্তি নেই। অতএব কপট রাজনীতিই ফ্রান্সে টিকে থাকার একমাত্র উপায়। ১৭৯১-এর ১৪ই ডিসেম্বর রাজা ট্রেভের নির্বাচককে জানিয়ে দেন যে, তিনি যদি ১৭৯২-এর ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে তাঁর রাজ্যে সমবেত দেশত্যাগী অভিজাতদের বিতাড়িত না করেন তবে তিনি ফ্রান্সের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হবেন। রাজা আশা করেছিলেন এই চরমপত্র থেকে যুদ্ধ আসবে। রাজার এই অভিপ্রায়ের নিশ্চিত প্রমাণ আছে। রাজা যেদিন ট্রেভের নির্বাচককে চরমপত্র দেন, সেদিন আবার সম্রাটকেও জানান যে তাঁর ইচ্ছা চরমপত্র যেন অগ্রাহ্য করা হয়। রাজা তাঁর প্রতিনিধি ব্র্যাতইকে লেখেন: "গৃহযুদ্ধের পরিবর্তে বহির্দেশীয় যুদ্ধ হবে এবং তাই শ্রেয়; বাস্তব ও নৈতিক দিক থেকে ফ্রান্সের যে অবস্থা, তাতে অর্ধেক অভিযান সহ্য করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ওই একই দিনে অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বর মারি আঁতোয়ানেৎ তাঁর বন্ধু ফ্যর্সঁ্যাকে লেখেন: "গাধারদল। ওরা বুঝতে পারছে না এতে আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে।" রাজসভা ফ্রান্সকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। গোপন আশা ছিলো, যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপর্যয় ঘটবে এবং পরিণামে রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতার পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে।

ব্রিসগোষ্ঠী যুদ্ধ চেয়েছিলো। আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় এই দুই রাজনীতিরই তাগিদ ছিলো। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের তাগিদ হলো, যুদ্ধ বাধিয়ে ব্রিসগোষ্ঠী দেশদ্রোহীদের ও রাজার মুখোস খুলে দিতে চেয়েছিলো। তাছাড়া

যুদ্ধের দ্বারা জাতির স্বার্থ রক্ষিত হবে, এই বিশ্বাসও ব্রিসগোষ্ঠীর ছিলো। ১৭৯১-এর ১৬ই ডিসেম্বর ব্রিস ঘোষণা করেন :

দশ শতাব্দীর দাসত্বের পর যে জাতি তার স্বাধীনতা জয় করেছে, তার যুদ্ধের প্রয়োজন আছে ; বিপ্লবকে সুসংহত করার জন্যে যুদ্ধ আবশ্যক।

২৯শে ডিসেম্বর তিনি বিধানসভায় ঘোষণা করেন : "অবশেষে সেই মুহূর্ত এসেছে, যখন ফ্রান্স য়োরোপের দৃষ্টির সম্মুখে এমন একটি স্বাধীন জাতির চরিত্র তুলে ধরবে, যে জাতি তার স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ। প্রকৃত-পক্ষে যুদ্ধই জাতির পক্ষে কল্যাণকর, যুদ্ধ না হওয়াটাই অমঙ্গলজনক..... জাতির স্বার্থের মধ্যেই যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা নিহিত। কারণ স্বাধীনতা রক্ষাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করা আরো বড়।" ১৭৯১-এর সংবিধান ও সাম্যের জন্যে জিরঁদ্যাগোষ্ঠী যুদ্ধ চেয়েছিলো।

বুর্জোয়াদের আর্থনীতিক স্বার্থও এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলো। তারা প্রতিবিপ্লবকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলো। কারণ, তা না হলে আসিঞ্জিয়ার মূল্যের স্থিরতা আসবে না, শিল্পোদ্যোগের প্রসার ঘটবে না। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়েরও যুদ্ধে অখুশী হওয়ার কথা নয়। যুদ্ধের ঠিকাদারী করে বিপুল আয়ের সম্ভাবনা মোটেই অপ্রীতিকর নয়। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সঙ্গে স্থলযুদ্ধ, ব্রিটেনের সঙ্গে জলযুদ্ধ নয়। কারণ জলযুদ্ধে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বন্দরের ক্ষতি হবে। সুতরাং ১৭৯২-এর এপ্রিলে মহাদেশীয় যুদ্ধ শুরু হলেও, পরবর্তী বছরের ফেব্রুয়ারির আগে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিসগোষ্ঠী প্রধানত পূর্বতন ব্যবস্থার প্রতীক অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধেই সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলো। য়োরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যে সব বিপ্লবীরা পালিয়ে এসে ফ্রান্সে আশ্রয় নেয়, তারাও যুদ্ধের ইন্ধন যোগায়। কারণ বিপ্লবী যুদ্ধ য়োরোপের বিভিন্ন দেশের নিপীড়িত মানুষের মুক্তি আনবে—এই আশা ছিলো।

৩১শে ডিসেম্বর ব্রিস ঘোষণা করেন : "একটি নতুন বিপ্লবী ক্রুসেডের মুহূর্ত এসেছে। সর্বজনীন স্বাধীনতার এই যুদ্ধ।"

কিন্তু জিরঁদের পক্ষে হয়তো একক ভাবে দেশকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া সম্ভব হতো না, যদি লাফাইয়েতের অনুগামীরা অপ্রত্যাশিতভাবে জিরদ্যাগোষ্ঠীকে সমর্থন না করতো। লাফাইয়েৎ ও তাঁর বন্ধুরা আশা করেছিলেন, যুদ্ধ লাগলে সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিত্বের ভার তাঁদেরই হাতে

আসবে। জির্‌দের ধারণা হয়েছিলো যে, যুদ্ধের ফলে রাজার সিংহাসনচ্যুতি ঘটবে। অথচ লাফাইয়েৎ পন্থীরা ভাবছিলো, যুদ্ধ ঘোষিত হলে রাজক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ; বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণের জন্যে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে, এমনকি বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে চরমপন্থীদের নির্মূল করা সম্ভব হবে। এই গোষ্ঠী সম্মিলিত হতো মাদাম দ্য স্তায়েলের সাল্‌ঁ-তে। ৯ই ডিসেম্বর মাদামের প্রেমিক কঁৎ দ্য নারবন[১৪] যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত হন। নারবন দরবারী অভিজাত হয়েও বিপ্লবের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং ফলে তার পক্ষে লাফাইয়েতের রাজনীতির সমর্থক হওয়া স্বাভাবিক ছিলো। জির্‌দের বুদ্ধিজীবী কঁদর্‌সে ছিলেন স্তায়েল গোষ্ঠী ও ব্রিসপন্থীদের মধ্যে যোগসূত্র। কঁদর্‌সেই ব্রিস ও ক্লাভিয়েরকে[১৫] স্তায়েলের সাল্‌ঁ-তে নিয়ে যান। উভয় গোষ্ঠীই যুদ্ধ চেয়েছিলো, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে। যুদ্ধ বাধার আগে উভয় গোষ্ঠীই তাদের মতপার্থক্যকে কিছুটা সামলে চলেছিলো। বস্তুত একজন লাফাইয়েৎপন্থী দাভেরউল, ট্রেভের নির্বাচকের কাছে দেশত্যাগী বাহিনী ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই দুই গোষ্ঠীর সমঝোতা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়, যখন ত্রয়ীর সমর্থন পুষ্ট লাফাইয়েৎপন্থীরা অবাধ্য যাজকদের বিরুদ্ধে আইনের বিরোধিতা করেন।

১৯শে ডিসেম্বর লুই অবাধ্য যাজক বিরোধী আইনের ওপর ভীটো প্রয়োগ করেন। জির্‌দ বাধা দেয়নি। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়ে তারা নারবনকে সমর্থন করে।

দুপর, বার্‌নাভ ও নারবনের সহকর্মীরা নারবনের নীতির বিরোধিতা করেন। দুপর ও বার্‌নাভ একটি চিঠিতে সম্রাটকে দেশত্যাগীদের বাহিনী ভেঙে দেওয়ার অনুরোধ করেন। ত্রয়ীর এই শেষ যৌথ প্রয়াস।

১৪ই ডিসেম্বর রাজা বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে জানান যে, তিনি ট্রেভের নির্বাচকের কাছে দেশত্যাগী বাহিনী ভেঙে দেওয়ার আহ্বান পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে নারবন প্রস্তাব করেন, তিনটি সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দেওয়া হোক্ এবং লাফাইয়েৎকে একটি বাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করা হোক্। লুই অনায়াসে এই প্রস্তাব কেন মেনে নিলেন, তা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর খেলা তো বিপ্লবীরাই খেলছে। অতএব নির্বিবাদে বিপ্লবীদের প্রস্তাব মেনে নিতে বাধা নেই।

কিন্তু শান্তির স্বপক্ষে কোন মানুষ ছিলো না তা নয়। কিন্তু তারা সংখ্যায় অত্যল্প। বার্‌নাভ, দুপর ও লামেত এই ত্রয়ী ও তাঁদের সমর্থকেরা রাজসভার ও ব্রিস পন্থীদের যুদ্ধং দেহি নীতির বিরোধী ছিলেন। বার্‌নাভ

ও দুপর দেশত্যাগীদের সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়ার জন্যে লিয়োপোল্ডকে অনুরোধ করেন।

কিন্তু ১৭৯২-এর দুরন্ত শীতে ফ্রান্সে অন্তত একজন মানুষ ছিলেন যাঁর বিস্ময়কর দূরদৃষ্টির আলোকে ঘোর যুদ্ধফল অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। তিনি রোবসপিয়ের।

বিপ্লবী ক্রুসেডের মারাত্মক পরিণামের যথাযথ ব্যাখ্যা করে তিনি প্রায় একাকী যুদ্ধের দিকে ফ্রান্সের উন্মাদ গতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথম দিকে দাতঁ ও কিছু গণতন্ত্রী পত্রিকা রোবসপিয়েরকে সমর্থন করেছিলো। জাকবঁ্যা ক্লাবের বক্তৃতামঞ্চে একটানা তিন মাস তিনি যুদ্ধকামী নীতির প্রচণ্ড বিরোধিতা করে ফ্রান্সের সংগ্রামমুখিতার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। রোবসপিয়রের দুর্দম যুদ্ধবিরোধিতা শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী দলকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছিলো। যুদ্ধের অতল গহ্বরে ফ্রান্সকে কিছুতেই তলিয়ে যেতে দেবেন না, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে কোনো বাধা তাঁকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি নির্ভুল ভাবে যুদ্ধের মারাত্মক পরিণামের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। জাকবঁ্যা ক্লাবের ১৭৯২-এর ২রা জানুয়ারির বক্তৃতায় তিনি বলেন :

"একমাত্র দেশত্যাগী, রাজসভা ও লাফাইৎপন্থীরাই যুদ্ধের সম্ভাবনায় আনন্দিত। শুধু কি কোবলেনৎসই ফ্রান্সের বিপদের উৎস, পারী নয়? কোবলেনৎসের সঙ্গে তার একটি স্থানের (যা এখান থেকে বেশী দূরে নয়) কি কোনো যোগসূত্র নেই? সন্দেহ নেই বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে হবে, জাতিকে সংহত করতে হবে। কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়ে তা করা সম্ভব নয়।" বরং :

"দৃষ্টিকে দেশের ভেতরের পরিস্থিতির দিকে নিবদ্ধ করুন। অন্যত্র স্বাধীনতাকে রপ্তানি করার আগে দেশে শৃঙ্খলা আনুন। যুদ্ধের দ্বারা সীমান্তের বাইরে অভিজাতদের আঘাত করার পূর্বে দেশের ভেতরের অভিজাতদের ও রাজসভার ষড়যন্ত্র চূর্ণ করা এবং সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। যুদ্ধ গ্লানিকর পরাজয় নিয়ে আসবে।"

সামরিক অফিসারসম্প্রদায় অভিজাতশ্রেণীভুক্ত এবং এদের অধিকাংশই দেশত্যাগী, সুতরাং সৈন্যবাহিনী সংগঠন ভেঙে পড়েছিলো। সৈনিকদের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ অথবা সাজসজ্জা কিছুই ছিলো না। "যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে নাগরিকদের সচেতন, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে হবে। যদি যুদ্ধে বিজয়ও

আসে, তবু বিপদের ঝুঁকি থাকবে। জাতির স্বাধীনতা দিগ্বিজয়ী কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতির প্রথম বলি হতে পারে।" যুদ্ধের বিরুদ্ধে রোবসপিয়েরের যুক্তি অকাট্য, কিন্তু যুদ্ধোন্মুখ প্রবল জলতরঙ্গে রোবসপিয়েরের যুক্তি তৃণের মত ভেসে গেলো।

একমাত্র জিরঁদ্যাগোষ্ঠীই যুদ্ধের জন্য দায়ী, এ বিষয়ে হাইনরিখ ফন সাইবেল ও আলবেয়ার সরেল উভয়েই একমত। ফন সাইবেল স্পষ্টতই ফ্রান্স বিরোধিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সরেল বিরূপ ছিলেন গণতন্ত্রী জিরঁদের ওপর। তাঁদের যুক্তি হল, পিলনিট্‌ৎসের ঘোষণা কার্যকর হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। দেশত্যাগীদের ঘোষণা অথবা একটি শক্তিসমবায় পুন:প্রতিষ্ঠার জন্যে লিয়োপোল্ডের পরবর্তী প্রয়াসের কোনো গুরুত্ব দেননি সাইবেল কিম্বা সরেল। অথবা সেই মুহূর্তে ফরাসীদের পক্ষে কোন হঠকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছোন স্বাভাবিক ছিলো বলে মনে করেন নি। জিরঁদ যুদ্ধ চেয়েছিলো, তাতে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। জোরেস তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু শুধু কি জিরঁদই যুদ্ধ চেয়েছিলো? পিলনিট্‌ৎসের হুমকির গুরুত্ব ক্ল্যাফাম আলোচনা করেছেন। প্রাশীয়ার রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়ামের ক্ষমতালোভী, আগ্রাসী মনোভাব যে যুদ্ধের পরিমণ্ডল সৃষ্টির সহায়তা করেছিলো, তাও তিনি তুলে ধরেছেন। যা বিস্ময়কর তা হলো, অনেক ঐতিহাসিক যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাধারণভাবে সমবায়ী শক্তিসমূহের চিরাচরিত ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কথাই বলেছেন। বিপ্লবকে সমূলে বিনষ্ট করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও যে যুদ্ধ নিয়ে এসেছিলো, এবিষয়ে তাঁরা নীরব। অথচ য়োরোপের রাজন্যবর্গ ও অভিজাতদের যুদ্ধ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিলো।

১৭৯১-এর অনিশ্চিত হেমন্তে যাঁরা যুদ্ধ চাইছিলেন তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা। মারি আঁতোয়ানেতের কাছে এই যুদ্ধ যুদ্ধের খেলামাত্র। তিনি য়োরোপীয় রাজন্যবর্গকে চমকে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা সম্মিলিতভাবে বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্যে লড়াইয়ে যোগ দেয়। দেশত্যাগীদের কাছে এই যুদ্ধ ফ্রান্সে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জীবনপণ সংগ্রাম। নারবন চেয়েছিলেন সীমাবদ্ধ যুদ্ধ। তাঁর ইচ্ছা ছিলো এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তিনি নিয়মতান্ত্রিক দলের প্রতিপত্তি বাড়াবেন, সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন। অপরাজেয় ঔদ্ধত্য নিয়ে ব্রিস ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন দেশত্যাগীদের, বিপ্লবী ক্রুসেড আরম্ভ করতে চেয়েছিলেন। তার ওপর দেশে জিরঁদ্যা

কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদ তো ছিলোই। যুদ্ধ এক অতলস্পর্শী গহ্বরের ভয়ঙ্কর মুগ্ধতা নিয়ে এসেছিলো। রোবসপিয়েরের ছাড়া আর সবাই এই নিশির ডাকে সাড়া দিয়েছিলো। রোবসপিয়ের ছাড়া আর সবারই হিসেবের ভুল হয়েছিলো। কারণ, যুদ্ধ অল্প সময়ের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক দলকে মুছে দেবে, রাজতন্ত্রের পতন ঘটাবে, দেশত্যাগীদের ছত্রভঙ্গ করে দেবে; আর যুদ্ধের ভয়াল গহ্বরে হারিয়ে যাবে জিরঁদ।

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও বিপ্লবী যুদ্ধকে দেখা যেতে পারে। সরেল লিখেছেন: ফ্রান্সে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে; স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্ত-তন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সার্বভৌম জাতি এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে ফ্রান্স একটি নতুন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলেছে। কিন্তু তারপরও বিপ্লবী আবেগ স্তিমিত হয় নি, বরং ফ্রান্সের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। ফরাসী সীমান্ত অতিক্রম করে বিপ্লবী ভাবাদর্শ ছড়িয়ে পড়ার অর্থ য়োরোপের পূর্বতন ব্যবস্থার প্রতি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। ফ্রান্সে যে নতুন সমাজ গঠিত হয়েছে, তার সঙ্গে য়োরোপের রাজতন্ত্রী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সহাবস্থান সম্ভব ছিলো না। ফলে, হয় সামন্ততান্ত্রিক য়োরোপকে ফ্রান্সের অনুকরণে সমাজব্যবস্থার সংস্কার করতে হতো, নয়তো পূর্বতন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে ফ্রান্সকে আক্রমণ করতে হতো। ফ্রান্স ও য়োরোপের সংগ্রামের প্রকৃত ভিত্তি দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজব্যবস্থার সহাবস্থানের অক্ষমতা, প্রত্যক্ষ কারণ যাই হোক্ না কেন। ১৭৯২-এর বসন্তে প্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে রাজসভা ও দেশত্যাগীদের ষড়যন্ত্র, জিরঁদের রণোন্মাদনা, ক্যাথরিন ও ফ্রেডরিক উইলিয়ামের কূটনীতি, বিভিন্নগোষ্ঠীর চক্রান্ত, লোভ ও মোহ প্রভৃতি ধরা যেতে পারে। কিন্তু সরেল লিখছেন—এই সব কারণই অজুহাত, বাইরের লক্ষণ, প্রকৃত কারণ নয়।

যুদ্ধ ঘোষণা (২০শে এপ্রিল, ১৭৯২)

রোবসপিয়েরের বিরোধিতা স্বল্পকালের জন্যে যুদ্ধঘোষণা বিলম্বিত করেছিলো। ইতিমধ্যে ট্রেভের নির্বাচক শংকিত হয়ে ফ্রান্সের রাজার চরমপত্র মেনে নেন অর্থাৎ তাঁর রাজ্যের দেশত্যাগীদের বাহিনী ভেঙে দেন। এরপর বিধানসভা আরো এক পা এগোয়। সভা রাজাকে সম্রাটের কাছে আর একটি দাবি জানাতে বলে। দাবীটি হল: ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে সব চুক্তি সম্রাটকে অস্বীকার করতে হবে। এই দাবির অর্থ সম্রাটকে পিলনিট্‌ৎসের ঘোষণা বাতিল করতে হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্য লেসার এই যুদ্ধকামী রাজনীতির গতিরোধকল্পে নারবনকে মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করেন।

নারবনের পদচ্যুতিতে জিরঁদগোষ্ঠী ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। পরবর্তী বিদেশমন্ত্রী দ্যুমুরিয়ের পরামর্শ মেনে নিয়ে ষোড়শ লুই জিরঁদ ও ব্রিসপন্থীদের মন্ত্রিসভায় আমন্ত্রণ করেন। ক্লাভিয়্যার, রলাঁ, সেরভ্যাঁ[১৬] মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। লাফাইয়েৎ ও দ্যুমুরিয়ে উভয়ের লক্ষ্য অভিন্ন : সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর বিজয়ী সৈন্যবাহিনীকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে এনে রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধার। জিরঁদের মুখ বন্ধ রাখার জন্যে আপাতত তাদের কয়েকটি পদ দেওয়া হয়। পরিবর্তে জিরঁদ্যা পত্রপত্রিকায় রাজার বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ থাকে। কিন্তু এসব রোবসপিয়েরের নজর এড়ায়নি। জিরঁদ্যা ষড়যন্ত্রকারীদের রাজার সঙ্গে আপস-রফার তীব্র নিন্দা করেন তিনি। এরপর জিরঁদ্যাদের সঙ্গে তাঁর অনুগামীদের সম্পর্কের পূর্ণচ্ছেদ ঘটে।

অতঃপর যুদ্ধ ঘোষণার আর দেরী হলো না। ১লা মার্চ আকস্মিকভাবে লিয়োপোল্ডের মৃত্যু ঘটে। তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ফ্রান্সিস বিপ্লবীদের সঙ্গে আপসের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ২৫শে মার্চ তাঁকে ফ্রান্সের রাজা যে চরমপত্র পাঠিয়েছিলেন, তিনি তার কোনো উত্তর দেন নি। ১৭৯২-এর ২০শে এপ্রিল ফরাসী বিধানসভায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব পাস হয়। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে বারজনের বেশি ভোট দেন নি। অর্থাৎ প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

কিন্তু যুদ্ধফল যুদ্ধকামীদের সব হিসেব ওলটপালট করে দিয়েছিলো। রাজসভা কিংবা জিরঁদ—কারো প্রত্যাশাই যুদ্ধ পূরণ করে নি। বরং কাসাণ্ড্রা রোবসপিয়েরের হিসেবে কোনো গরমিল হয় নি। তবু জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন জিরঁদ্যাদের যে মহিমায় মণ্ডিত করেছিলো, যুদ্ধের নিদারুণ বিপর্যয় তা ম্লান করতে পারে নি। ফ্রান্সকে যুদ্ধে লিপ্ত করার জন্যে জিরঁদ্যাদের পতন ঘটে নি। যুদ্ধ পরিচালনার সুকঠিন দায়িত্ব পালনের অক্ষমতাই জিরঁদ্যাদের পতনের কারণ।

১৭৯২-এর ২০শে এপ্রিল যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তা প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ১৮১৫ পর্যন্ত চলে। এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে য়োরোপের রূপান্তর ঘটে, ফ্রান্সের বিপ্লবী আন্দোলনে তীব্র বেগ সঞ্চারিত হয়। এই আন্দোলনের প্রথম বলি রাজতন্ত্র।

২৪

সামরিক বিপর্যয় (১৭৯২-এর বসন্ত)

রাজসভার ও ব্রিসপন্থীদের প্রত্যাশা পূর্ণ হওয়ার জন্যে যুদ্ধে দ্রুত সাফল্যের প্রয়োজন ছিলো। অথচ ইতিমধ্যে ফরাসী বাহিনী প্রায় ভেঙে পড়েছে। ১২ হাজার অফিসারের মধ্যে অর্ধেকই দেশত্যাগী। সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের ছোঁয়াচ লেগেছিলো সৈন্যবাহিনীতেও। সেনাপতিদের কিছুমাত্র যোগ্যতা ছিলো না। সুতরাং পরাজয় আসতে বিলম্ব হয় নি। দ্যুমুরিয়ে ফরাসী সীমান্তে সমবেত শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অস্ট্রিয়া মাত্র ৩৫ হাজার সৈন্য সমাবেশ করেছিলো ফরাসী সীমান্তে। আকস্মিক আক্রমণের দ্বারা এই বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারলে সমগ্র বেলজিয়াম ফ্রান্সের করতলগত হতো। কিন্তু ২৯শে এপ্রিল ফরাসী সেনাপতি জেনারেল দিলঁ (Dilon) ও বিরঁ (Biron) সৈন্যবাহিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেন। সেনাপতিরা বিশ্বাসঘাতক এই সন্দেহে সৈনিকেরা বিশৃঙ্খল হয়ে জেনারেল দিলঁকে হত্যা করে। সীমান্ত অরক্ষিত হয়ে যায়। আর্দেনে লাফাইয়েৎও অগ্রসর হন নি। সেনাপতিরা সৈন্যবাহিনীর উচ্ছৃঙ্খলতার ওপর সামরিক বিপর্যয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন। ১৭৯২-এর ১৮ই মে সামরিক নেতৃবৃন্দ আক্রমণাত্মক অভিযান অসম্ভব বিবেচনা করে রাজাকে শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সামরিক পরিস্থিতির প্রতিকূলতা নয়, রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিই এই পরামর্শ দানের পশ্চাতে ছিলো। রোবসপিয়েরের অসামান্য দূরদৃষ্টির সম্মুখে সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার আবরণ বহু পর্বেই উন্মোচিত হয়েছিলো। জাকবাঁ ক্লাবে ১লা মের বক্তৃতায় রোবসপিয়ের বলেন: "না। সেনাপতিদের আমি বিশ্বাস করি না। দু-একজন আছেন যাঁরা ব্যতিক্রম। তাছাড়া প্রায় সবাই পুরনো ব্যবস্থার জন্যে দঃখিত। আমার আস্থা জনসাধারণের ওপর, কেবলমাত্র জনসাধারণের ওপর।"

লাফাইয়েৎ অন্তত এই সম্মানিত ব্যতিক্রম ছিলেন না। ইতিমধ্যে লাফাইয়েৎ লামেতপন্থীদের আরও নিকটবর্তী হয়েছেন। এখন তিনি

জাকবাঁ্যাদের দমন করার জন্যে সৈন্যবাহিনী নিয়ে পারী আক্রমণে প্রস্তুত।

রাজা ও বিধানসভা—পুনরায় সংঘাত (জুন, ১৭৯২)

সামরিক বিপর্যয়, সেনাপতিদের মনোভাব এবং রাজসভার সঙ্গে তাদের ষড়যন্ত্র অভিজাতদের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে উত্তেজিত করে তুললো। প্রমত্ত বিপ্লবী আবেগে ফরাসী জাতি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। এক সর্বগ্রাসী উন্মাদনায় বিপ্লবী আবেগ ও উদ্যত জাতীয়তাবোধ মিশে গেলো। রুজে দ্য লিলের[১] বিপ্লবী সঙ্গীতে (শাঁসঁ দ্য গ্যার পুর লার্মে দু রাঁ্য) যুগপৎ বিপ্লব ও জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা; বিপ্লব ও জাতি আর আলাদা নয়, অভিন্ন। অত্যাচারী শাসক, তার অনুচর দেশদ্রোহী অভিজাতদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও জন্মভূমির প্রতি পবিত্র ভালবাসা—সব মিলিয়ে অভিজাত ও সামন্ত-প্রভুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্রোধের পুনরায় জাগরণ।

১৭৯২-এর বসন্তকালে মার্সেইয়েজ[২] রচিত হয়। বিপ্লবী ও জাতীয়তা-বাদী আবেগের মন্থনে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উঠে-আসা একটি স্ফুলিঙ্গ বিপ্লবীদের মুখে গান হয়ে এসেছিলো। এই মুহূর্তে জাতীয়তাবোধ ও বিপ্লবী আবেগ অভিন্ন; দেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো শ্রেণীসংগ্রামের চেতনা। দেশের ভিতরের অভিজাতরা অধীর আগ্রহে বিদেশী সৈন্যের জন্যে অপেক্ষা করছে; দেশত্যাগী অভিজাতরা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে। ১৭৯২-এর দেশপ্রেমিকেরা তাই শপথ নিল দেশ ও ১৭৮৯-এর ঐতিহ্যকে তারা রক্ষা করবে। জাতীয় সংকট ও অভিজাত ষড়যন্ত্র জনতার সংগ্রামী চেতনাকে এক নতুন তীক্ষ্ণতা দিল। বিপ্লবী আবেগ তৃতীয় এস্টেটের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংঘাতকেও স্পষ্টতর করলো। ১৭৯২-এর সংকট ১৭৮৯-এর চেয়েও কঠিন। এতে বুর্জোয়া-শ্রেণীর অস্বস্তি বাড়তে থাকে, জিরঁদ্যাগোষ্ঠীর দ্বিধাও বেড়ে যায়। অস্বস্তির কারণ, স্বেচ্ছাসেবকদের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করার জন্যে সম্পদের ওপর কর, কৃষক বিদ্রোহের বিস্তৃতি, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি। এই সংকট ক্রমশ সামাজিক আন্দোলনের রূপ নেয়। মে মাসে পারীতে জাক্ রুক্স[৩] মজুতদারদের জন্যে মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন। ৯ই জুন রুটি যাতে সহজলভ্য হয় তার জন্যে রুটির সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়ার কথা বলেন লাঁজ[৪]। এ-সময় থেকেই বুর্জোয়াদের ভূমির ওপর আইনের আতঙ্ক শুরু হয়; সতাধিকারী ও জিরঁদের মধ্যে ফাটল বড় হতে থাকে। উচ্চ বুর্জোয়াদের

প্রতিনিধি জিরঁদ্যাদল চেয়েছিলো আর্থনীতিক স্বাধীনতা, তাই যুদ্ধের রাজনীতিপ্রসূত গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে তাঁরা ভীত, সন্ত্রস্ত।

অন্যদিকে অবাধ্য যাজক, অভিজাত ও রাজ্যসভার দেশদ্রোহী চক্রান্ত ক্রমশ দানা বাঁধছিলো। সেদিকেও ব্রিসপন্থীদের কড়া নজর রাখতে হচ্ছিলো।। রাজসভার যে 'অস্ট্রীয় কমিটি' রাণীর নির্দেশে পরিচালিত হতো, তার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে জিরঁদ নতুন আইন প্রণয়ন করে। একটি আইনে বলা হল, দ্যপার্তমঁর বিশজন নাগরিক সম্মিলিত হয়ে নির্দেশ দিলে দ্যপার্তমঁ যে কোনো অবাধ্য যাজককে নির্বাসিত করতে পারবে। আর একটি আইনে অভিজাতদের নিয়ে গঠিত রাজকীয় রক্ষিদলকে ভেঙে দেওয়া হল। তাছাড়া, ২০ হাজারের জাতীয় রক্ষিবাহিনীর একটি শিবির গড়ে তোলার জন্যেও আইন পাস হলো। কেবলমাত্র পারী রক্ষাই নয়, বিদ্রোহী সেনাপতিদের দমন করাও এই বিপ্লবীবাহিনীর দায়িত্ব।

মন্ত্রিসভা ও সেনাপতিদের বিরোধের সুযোগ নিয়ে রাজা অবাধ্য যাজক ও জাতীয় রক্ষিবাহিনী সম্পর্কিত আইনে সম্মতি দিতে অস্বীকৃত হন। এরপর জিরঁদ্যা দল ঘোষণা করে, রাজা ভীটো তুলে না নিলে জনতার ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটবে। কারণ, জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, রাজা দেশত্যাগী ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের সর্বনাশ করতে উদ্যত। প্রত্যুত্তরে রাজা জিরঁদ্যা মন্ত্রীদের পদচ্যুত করেন। দ্যুমুরিয়ে চলে যান উত্তরের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে। নতুন ফইয়ঁা মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

বিধানসভার প্রস্তাবিত আইনে সম্মতিদানে অস্বীকৃতি, জিরঁদ্যা মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি, ফইয়ঁা মন্ত্রিসভা গঠন—এ সব কিছুর একটিই অর্থ : রাজা ধরে নিয়েছিলেন লামেত ও লাফাইয়েৎপন্থী পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করার দিন এসেছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিলো : জাকবঁ্যাদের দমন, সংবিধান সংশোধন করে রাজক্ষমতার পুনরুদ্ধার এবং শত্রুর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে জিরঁদ্যাগোষ্ঠী ২০শে জুন একটি 'বিপ্লবী দিনের' ডাক দেয়। টেনিস কোর্টের শপথ ও রাজার পলায়নের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই দিনের ডাক দেওয়া হয়। শহরতলীর মানুষেরা প্রথম যায় বিধানসভায়। সেখান থেকে যায় রাজপ্রাসাদে। সৈন্যবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা, প্রস্তাবিত আইনের ওপর রাজার ভীটো এবং জিরঁদ্যা মন্ত্রিসভার পদচ্যুতির বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানায়। প্রাসাদে জনতার চাপে কোণঠাসা হয়ে রাজা লালটুপি পরেন ; জাতির স্বাস্থ্যপান করেন। কিন্তু তিনি জিরঁদ্যাদের

পুনর্নিয়োগে অথবা ভীটো তুলে নিতে রাজী হন নি। অতএব ২০শে জুনের 'দিন' সার্থক হয় নি। কারণ, 'দিনটিতে' জনতা পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ ছিলো। জিরঁদ্যাঁরা বোঝে নি অথবা বুঝতে চায় নি যে, কোনো শান্তিপূর্ণ আন্দোলন রাজাকে স্পর্শ করবে না। বরং এই শান্তিপূর্ণ 'দিনের' সুযোগ নিল রাজসভা। লাফাইয়েৎ বিধানসভায় এলেন ২০শে জুনের সংগঠকদের শাস্তি দিতে এবং জাকব্যাঁদের দমন করতে।

২৫

বিদেশী আক্রমণ ঃ জির্‌দঁ্যাদের অযোগ্যতা

(জুলাই, ১৭৯২)

যুগপৎ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বিদেশী আক্রমণের মোকাবিলা করার সাধ ছিলো জির্‌দঁ্যাগোষ্ঠীর, সাধ্য ছিলো না। কারণ, জির্‌দঁ স্বখাতসলিলে ডুবেছিলো। তাই পারীর বিপ্লবী জনতা কর্তৃক জির্‌দঁ্যানেতৃত্বের প্রত্যাখ্যান স্বাভাবিক ছিলো।

১১ই জুলাইর 'জন্মভূমি বিপন্ন' (Patrie en danger) এই ঘোষণা ফ্রান্সের সংকটের গভীরতর দ্যোতক। জুলাইর প্রথম দিকে ব্রুন্‌সহ্বিকের প্রুশীয় বাহিনী ফ্রান্সে প্রবেশ করে। এই বাহিনীর লেজুর হয়ে ঢোকে কঁদের নেতৃত্বাধীন দেশত্যাগীদের বাহিনী। এবার রণভূমি ফ্রান্স, ফরাসীরা ভালবেসে যাকে 'পাত্রি' বলে। এই দারুণ দুর্যোগের দিনে জাকবঁ্যাগোষ্ঠী ছাড়া আর কোনো দল ছিলো না যারা সমভাবে বিপ্লব ও পাত্রিকে বাঁচাতে সর্বস্বপণ করে যুঝতে পারতো।

জ্যাকবঁ্যা ক্লাবে ব্রিস ও রোবসপিয়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানান। ২রা জুলাই বিধানসভা রাজার ভীটো অগ্রাহ্য করে জাতীয় রক্ষিবাহিনীকে ১৪ই জুলাইর "সম্মিলনী" উৎসবে (ফেদেরাসিয়ঁ) সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেয়। ৩রা জুলাই ভ্যার্জিনো রাজা ও মন্ত্রিসভার বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করেন : রাজার নাম নিয়েই স্বাধীনতাকে আক্রমণ করা হচ্ছে। ১০ই জুলাই ব্রিস আরো স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক সমস্যাকে তুলে ধরেন : অত্যাচারী শাসকেরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে, মানবিক অধিকারের বিরুদ্ধে, জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ১১ই জুলাই ব্রিসর উদ্যোগে বিধানসভা 'জন্মভূমি বিপন্ন' এই ঘোষণা করে : "সংখ্যাতীত সৈন্য আমাদের সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছে। স্বাধীনতাকে যারা ঘৃণা করে, তারা আমাদের সংবিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। নাগরিকবৃন্দ। জন্মভূমি বিপন্ন।"

এখন থেকে সব প্রশাসনিক সংস্থার অধিবেশন দীর্ঘস্থায়ী করা হল।

জাতীয় রক্ষিবাহিনীকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার ডাক দেওয়া হল; গঠিত হল নতুন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। কয়েকদিনের মধ্যেই ১৫ হাজার পারীবাসী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগ দিল। 'জন্মভূমি বিপন্ন' এই ঘোষণা ফরাসীদের এক নতুন ঐক্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করল। বিপ্লব স্বাধীনতা ও অন্যান্য যে সব অধিকার দিয়েছে সব বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় জনসমুদ্রে যে জোয়ার এলো তা এখন অপ্রতিরোধ্য।

এই প্রদীপ্ত দেশপ্রেমের উদ্বোধনে জিরঁদ্যাদের প্রেরণা ছিলো। কিন্তু দেশপ্রেম যখন দেশরক্ষার কাজে দুর্বার গতিবেগ সঞ্চার করেছে ঠিক তখনই এই গতিবেগকে মন্থর করে দেওয়ার চেষ্টা করে জিরঁদ তার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতারই পরিচয় দিল। বিধানসভার প্রবল প্রতিবাদের ফলে ফঁইয়াঁ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে ১০ই জুলাই। সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমিক দলে বিভেদের সূত্রপাত হয়। জিরঁদ্যাগোষ্ঠী আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চায় এবং রাজার সঙ্গে গোপন আলোচনা শুরু করে। কিন্তু তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কোনো ইচ্ছা রাজার ছিলো না। শুধুমাত্র কালক্ষেপ করার জন্যেই তিনি আলোচনা বিলম্বিত করতে থাকেন। ফলে জিরঁদ্যাগোষ্ঠী নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। ক্ষমতার লোভে তারা আকস্মিকভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে: ২৬শে জুলাই ব্রিস রাজবিরোধী ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। ঠিক এই মুহূর্তেই জিরঁদ্যাগোষ্ঠীর সঙ্গে জনতার বিচ্ছেদ ঘটলো। জনতার অভ্যুত্থানের সম্মুখে জিরঁদ থমকে দাঁড়ালো। কারণ তাদের ভয় হলো, যে বিপ্লব তারা আরম্ভ করেছিলো সেই বিপ্লবের প্লাবনে তারা ভেসে যাবে। তার চেয়েও বড় ভয়, এই প্লাবনে সম্পত্তি ও ধনিকের আধিপত্য ভেসে যাবে। এরা ষোড়শ লুইবিরোধী। অথচ আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে এরা তাঁর সঙ্গেই আলোচনায় বসেছে। আর যে বিপ্লবকে তারা হয়তো না বুঝে আবাহন করেছিলো, সেই বিপ্লব যখন দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে, তখন হঠাৎ পিছু হটে তারা নিজেদের এবং সেই সঙ্গে ১৭৯১-এর ব্যবস্থার সর্বনাশ ডেকে আনে।

১০ই অগস্টের অভ্যুত্থান

শত্রুর সঙ্গে যে রাজা হাত মিলিয়েছে, তার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র পারী নয়, সমগ্র জাতি রুখে দাঁড়ায়। প্রাদেশিক সঙ্ঘসমূহ (ফেদেরাবৃন্দ)

অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিলো। তাই ১০ই অগস্টের অভ্যুত্থানকে জাতীয় বিপ্লব আখ্যা দেওয়া চলে।

দেশপ্রেমিকদের আন্দোলনে প্রথম থেকেই দুর্বার বেগ সঞ্চারিত হয়। পারীর সেকসিয়ঁসমূহ একটি স্থায়ী কমিটি স্থাপন করে। নিষ্ক্রিয় নাগরিকেরা অর্জন করে জাতীয় রক্ষিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার অধিকার।

রোবসপিয়েরের উৎসাহে জনতা বিধানসভার কাছে রাজার পদচ্যুতির দাবি জানাতে লাগলো। রোবসপিয়ের বুঝতে পেরেছিলেন, রাজার সঙ্গে জিরঁদের আপস-রফার আলোচনা চলছে। তিনি রাজা ও জিরঁদ্যাদের চক্রান্তের তীব্র নিন্দা করেন; দাবি করেন, বিধানসভা ভেঙে দিতে হবে, সংবিধান সংশোধনের জন্যে কঁভঁসিয়ঁ আহ্বান করতে হবে। ২৫শে জুলাই ব্রেঁতর ফেদেরেরা (সঙ্ঘসমূহের সদস্যরা) এসে পারী পৌঁছোয়, ৩০শে আসে মার্সেইর ফেদেরেরা। যে গান গাইতে গাইতে মার্সেইর ফেদেরেরা পারী আসে, সেই গানই বিপ্লবী ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়।

১লা অগস্ট ব্রুন্‌সহ্বিকের ঘোষণাপত্রের খবর আসে পারীতে। প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দেশপ্রেমিকদের মধ্যে। মারি আঁতোয়ানেৎ চেয়েছিলেন, য়োরোপীয় রাজন্যবর্গ বিপ্লবীদের শাসিয়ে এমন একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করুক যাতে বিপ্লবীরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। একজন দেশত্যাগী অভিজাত রচনা করেন এই ঘোষণাপত্র; ব্রুন্‌সহ্বিকের ডিউক তাতে স্বাক্ষর করেন মাত্র। এতে বলা হয়: জাতীয় রক্ষিবাহিনী বা অন্যান্য যে সব ফরাসী আক্রমণকারীর প্রতিরোধ করবে, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে; কোনো পারীবাসী রাজপরিবারের যদি কিছুমাত্র অমর্যাদা করে তবে তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যা স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এবং পারীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হবে। ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য ছিলো, ফরাসী জাতিকে ভীতি-বিহ্বল, পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেওয়া। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া হলো। ফরাসী জাতি ভয়ে বিমূঢ় হয়ে যায় নি বরং এক প্রচণ্ড, অমানুষিক ক্রোধের বিস্ফোরণের মধ্যে খুঁজে পেলো সেই পরাক্রম যা এতকাল অভিজাত-শ্রেণীশাসিত সমাজে সুপ্ত ছিলো।

কিন্তু ব্রুন্‌সহ্বিকের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভ্যুত্থান ঘটে নি। পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁ রাজার পদচ্যুতির দাবি জানিয়ে যে আবেদনপত্র বিধানসভার কাছে পাঠিয়েছিলো, সেই সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসার জন্যে ৯ই অগস্ট পর্যন্ত সময় দিয়েছিলো সভাকে। কিন্তু

৯ তারিখেও রাজার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সভা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে নি। ৯ই অগস্টের রাত্রিতে আপৎ-ঘণ্টা বেজে ওঠে। ফোবুর সেঁতাঁতোয়ানের জনতা ওতেল দ্য ভিলে সমবেত পারীর সেকসিয়ঁসমূহের জনতাকে বর্তমান কমিউনের পরিবর্তে নতুন বিপ্লবী কমিউন গঠনের নির্দেশ দেয়। ১০ই অগস্ট বিভিন্ন ফোবুরের মানুষ এবং বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত মানুষেরা মিলিত হয়ে তুইলেরি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। জাতীয় রক্ষিবাহিনী পারীবাসীর সঙ্গে যোগ দেয়; প্রাসাদ আক্রান্ত হওয়ায় রাজার সুইস রক্ষিবাহিনী গুলি চালায়। কিন্তু তাতে আক্রমণ থামে নি। বেলা দশটায় রাজার আদেশে গুলি ছোঁড়া বন্ধ হয়।

রাজা সপরিবারে প্রাসাদ ছেড়ে বিধানসভায় আশ্রয় নেন। বিপ্লবী জনতার বিজয়ের পর রাজাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত না করে বিধানসভার আর কোনো উপায় ছিলো না। তাছাড়া, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি কঁভঁসিয়ঁও আহ্বান করতে হল সভাকে।

এতদিনে রাজা সিংহাসনচ্যুত হলেন। রাজার সঙ্গে বিলুপ্তি ঘটল ফইয়াঁ দলের ও ১৭৯১-এর সংবিধানের। তার অর্থ মুক্তপন্থী অভিজাত ও উচ্চতর বুর্জোয়াদের প্রভাবের অবসান। এঁরাই বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। লাফাইয়েৎ ও ত্রয়ীর নেতৃত্বে বিপ্লবকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু জিরঁদের অস্তিত্ব বজায় রইল; যে বিজয় তাদের নয় তার গৌরবের তারাও অংশভাক্‌ হলো। অথচ এরা রাজার সঙ্গে বিপ্লববিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত ছিলো, বিদ্রোহকে অঙ্কুরেই বিনাশের চেষ্টা করেছিলো। জিরঁদ টিকে রইলো, কিন্তু জিরঁদের দিনও ফুরিয়ে এসেছিলো। ১০ই অগস্টের অভ্যুত্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে পারীর সাঁকুলোতের প্রবল উপস্থিতি। এখন থেকে রোবসপিয়েরের ও ভবিষ্যৎ মঁতাঞিয়ারদের দ্বারা অনুপ্রাণিত কারিগর, দোকানদার, শ্রমিক, এবং যাবতীয় মেন্যু পেউপ্‌ল্‌ (Menu peuple) অর্থাৎ 'ছোটো লোকেরা' বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতির ওপর তাদের অবিসংবাদিত প্রভাব বিস্তার করে।

১০ই অগস্টের বিপ্লবকে লেফেভ্‌র দ্বিতীয় বিপ্লব বলেছেন। বিভিন্ন দ্যপার্তমঁর ফেদেরাগণ 'এই দিনটির' প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। নিষ্ক্রিয় নাগরিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে ভোটের অধিকার দিয়ে, এই দ্বিতীয় বিপ্লব এদের জাতির অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলো। এই থেকেই গণতান্ত্রিক রাজনীতির সূচনা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও লেফেভ্‌র মনে করেন, প্রথম বিপ্লবের পিছনে যে সর্বজনীন সমর্থন ছিলো, দ্বিতীয় বিপ্লবের পিছনে তা ছিলো না। ১৭৮৯-এ জাতির মধ্যে যে মতৈক্য ছিলো, তা আর নেই। জাতি এখন বিভক্ত। যারা অবাধ্য যাজকদের সমর্থক তারা এই বিপ্লববিরোধী ; বিপ্লবের প্রতি যাদের আনুগত্য তারাও ১০ই অগস্টের সমালোচনায় মুখর ; অনেকে এই সময় থেকে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান।

অবশেষে অভিজাত ও আপসপন্থীরা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলো। পক্ষান্তরে রঙ্গমঞ্চে সাঁকুলোতের প্রবল আবির্ভাবে বুর্জোয়াদের একটি অংশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল এবং এই প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠতে লাগলো। ১০ই অগস্টের দ্বিতীয় বিপ্লব থেকে তারও সূচনা।

২৬

স্বাধীনতার স্বৈরাচার : বিপ্লবী সরকার ও গণ-আন্দোলন (১৭৯২—১৭৯৫)

য়োরোপীয় অভিজাতদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্যে বিপ্লবী সরকারের ফরাসী জনতার সমর্থনের প্রয়োজন ছিলো। ফরাসী বুর্জোয়াদের অন্তত একটি অংশের, জনতার কাছে যেতে আপত্তি ছিলো না। মঁতাঞ্জিয়ার গোষ্ঠী বুঝতে পেরেছিলো যে, সাঁকুলোৎদের সমর্থন ছাড়া জাতির এই দারুণ দুর্দিন কাটিয়ে ওঠার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু উচ্চবুর্জোয়াদের প্রতিভূ ব্রিসপন্থীরা সাঁ-কুলোৎদের সঙ্গে হাত মেলাতে চায় নি। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সাঁকুলোৎদের প্রবেশে উচ্চবুর্জোয়ারা অরাজকতার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। আসন্ন মাৎস্যন্যায়ের ভয়ে আতঙ্কিত ব্রিসপন্থীরা সমাজে ও রাজনীতিতে তাদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিতে দ্বিধা করে নি। ১৭৯৩-এর এপ্রিলে প্যতিয়ঁ বিত্তশালীদের সতর্ক করে দেন : "আমাদের সম্পত্তি আক্রান্ত।" ২রা জুন পারীর সাঁকুলোৎদের আঘাতে জিরঁদ্যাগোষ্ঠী ভেঙে যায়।

গণআন্দোলন বিস্তৃত হয় : বারবার জনতার 'বিপ্লবী দিন' ক্রুদ্ধ আবেগে বিধানসভায় আছড়ে পড়ে; সীমান্তরক্ষায় জনতার প্রবল অভ্যুত্থান ঘটে। জনতা প্রাণের মূল্যে তাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে চেয়েছিলো। ১৭৯৩-এর ২৫শে জুন ক্ষিপ্ত (enragé) জাক রুক্স[১] (Jacque Roux) কঁভঁসিয়ঁর মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতায় বলেন : "এক শ্রেণীর মানুষ যখন অবাধে অন্য শ্রেণীর মানুষকে ক্ষুধার্ত করে রাখে, তখন স্বাধীনতা মিথ্যা মরীচিকা : যখন একচেটিয়া আধিপত্য ধনিক শ্রেণীর হাতে অন্য মানুষের জীবন ও মৃত্যুর অধিকার এনে দেয় তখন সাম্যও অর্থহীন।"

প্রজাতন্ত্ররক্ষা ও সাঁ-কুলোৎদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে মঁতাঞ্জিয়ারগোষ্ঠী নতুন আর্থনীতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এই নতুন সংগঠনের মূলকথা ধনিকের ওপর আয়কর, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিগ্রহণ। ফ্রান্সের এমন নিরুপায় অবস্থা হয়েছিলো যে,

মঁতাঞ্ঞিয়ারগোষ্ঠীর পক্ষে এই নতুন রাজনীতি ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিলো না। এই রাজনীতি সাঁ-কুলোৎদের জীবিকার দাবি ও গভীরতম আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

মঁতাঞ্ঞিয়ারদের উদ্দেশে জাক্ রুক্স বলেন : "বিধান দাও। সাঁকুলোত্তেরা তাদের বল্লম দিয়ে তোমাদের বিধানকে বাস্তবায়িত করবে।"

ক্ষিপ্ত[২] গোষ্ঠী, এবের[৩] গোষ্ঠী ও করদেলিয়েগোষ্ঠী পারীর সাঁ-কুলোৎদের অস্ফুট আশাআকাঙ্ক্ষার ভাষা দিয়েছিলো। কারণ, এদের সঙ্গে সাঁ-কুলোৎদের আন্তরিক যোগ ছিলো। কিন্তু গণনিরাপত্তা কমিটি পর পর এদের গিলোতিনে পাঠিয়ে সাঁ-কুলোৎদের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রজাতন্ত্রের যা মূল ভিত্তি—সাঁকুলোৎ ও জাকবঁ্যা মধ্যবুর্জোয়া মৈত্রী—আর তা সম্ভব ছিলো না। রোবসপিয়ের ও সেঁ-জুস্ত সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে বিপ্লবের সঙ্গে জনতার আত্যন্তিক যোগের যে স্বপ্ন দেখে ছিলেন, এর পর তা মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেলো। বিভ্রান্ত জনতা, বুর্জোয়াবিরুদ্ধতা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্ববিরোধিতা—এই ত্রিবিধ বাধা অতিক্রম করার শক্তি রোবসপিয়েরের ছিলো না। দ্বিতীয় বর্ষের ৯ই ত্যরমিদর (২৭শে জুলাই, ১৭৯৪) বিপদের মুহূর্তে রোবসপিরেরপন্থী বিপ্লবী কমিউনের ডাকে জনতা কোনো সাড়া দেয় নি। জনতা ও রোবসপিয়েরপ্রভাবিত গণনিরাপত্তা কমিটির মধ্যে যে ফাঁক সৃষ্টি হয়েছিলো, তা সেঁ-জুস্তের চোখে ধরা পড়েছিলো। ৯ই ত্যরমিদরের কিছুদিন পূর্বে সেঁ-জুস্তের একটি উক্তি থেকে তা ধরা পড়ে। তিনি বলেছিলেন : "বিপ্লব হিমীভূত হয়েছে।" অর্থাৎ সাঁ-কুলোত্তের বুকের বিপ্লবী উত্তাপ নিভে গেছে। স্বাধীনতার স্বৈরাচার অভিজাত প্রতিবিপ্লব ও য়োরোপীয় শক্তিবর্গকে পরাজিত করে। নয়াব্যবস্থা সুদৃঢ় বনিয়াদের ওপর স্থাপিত হয়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় প্রতিবিপ্লব যখন ম্রিয়মাণ, প্রায় সেই মুহূর্তেই করতলগত বিজয় শূন্যে মিলিয়ে যায়।

রোবসপিয়ের ও তাঁর সমর্থকদের হত্যার পর ত্যরমিদরের বিপ্লবী বুর্জোয়ারা দ্বিতীয় বর্ষের বিপ্লবীব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে প্রয়াসী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষের প্রশাসনিক সংগঠন ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির পরিবর্তে মুক্তপন্থী অর্থনীতি ও মুনাফা এবং ভূসম্পত্তি ও বিত্তের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিলো। রোবসপিয়েরীয়দের আকস্মিক পতনে প্রথম দিকে পারীর সাঁকুলোত্তেরা বিমূঢ় হয়ে পড়লেও সংগ্রামবিমুখ হয় নি। তারা সমাজে তাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতির জন্যে কয়েক মাস দুরন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

তৃতীয় বর্ষের প্রেরিয়ালের কয়েকটি নাটকীয় 'দিনের' পরাজয়ের পর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে সাঁকুলোতেরা নিষ্ক্রান্ত হয়। ১০ই অগস্টের 'বিপ্লবী-দিনে' জনতার জয়ের ফলে যে নতুন বিপ্লবের আরম্ভ, প্রেরিয়ালের বিপ্লবী 'দিনের' পরাজয়ে সেই বিপ্লবের পরিসমাপ্তি। এই অর্থে জনতার বিপ্লবের অস্তিমলগ্ন ত্যরমিদরে নয়, প্রেরিয়ালে। প্রেরিয়ালে জনতার শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

প্রথম সন্ত্রাস : ১০ই অগস্টের কমিউন ও বিধানসভা

১০ই অগস্টের বিপ্লবে সমস্ত বিধানসভা রাজপদ সাময়িকভাবে বাতিল করে ; নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি কঁভঁসিয়ঁর নির্বাচনের আহ্বান জানায়। এভাবেই বিধানসভা জনতার জয়কে স্বাগত জানিয়েছিলো। ১০ই অগস্টের কমিউন রাজা ও রাজ-পরিবারকে তঁপ্‌ল (Temple)*-এ অন্তরীণ রাখার ব্যবস্থা করে ; পুরাতন জিরঁদ্যা মন্ত্রিসভা অব্যাহত থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি নতুন কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠন করা হয়।

১০ই অগস্ট থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর (১৭৯২)-এই ছয় সপ্তাহ কমিউন ও বিধানসভার মধ্যে সংঘাতের ইতিহাস। বিপ্লবের ইতিহাসে এই স্বল্পকালের গুরুত্ব অসাধারণ। বৈধ রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত ছিলো বিধানসভার ওপর। এই বিধানসভার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো ১০ই অগস্টের বিপ্লবী কমিউন। কঁভঁসিয়ঁ আহূত হওয়ার পর বৈধ রাষ্ট্রশক্তি ও বিপ্লবী কমিউনের সংঘাত জিরঁদ্যা ও মঁতাঞিয়ার গোষ্ঠীর সংঘর্ষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ১০ই অগস্টের বিজয়ী জনতা বিধানসভায় তাদের আধিপত্য রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো। বিধানসভায় জিরঁদ্যাদের আধিপত্য এবং জিরঁদ্যাগোষ্ঠী উচ্চবুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। সুতরাং এই গোষ্ঠী কমিউনের বিপ্লবী কার্যধারার বিরোধী ছিলো। বিধানসভায় বিপ্লবী কমিউনের প্রতিনিধিত্ব করতো মঁতাঞিয়ারগোষ্ঠী।

কার্যনির্বাহক পরিষদের সভ্য দাঁতঁ—এই দুই শক্তির মধ্যে যোগসূত্র। তাঁর বিপ্লবী অতীত তাঁকে কমিউনের আস্থাভাজন করেছিলো। কার্যনির্বাহক পরিষদে দাঁতঁর আধিপত্য ছিলো অবিসম্বাদিত।

অতএব ১০ই অগস্টের পর রাষ্ট্রক্ষমতা কমিউন, বিধানসভা ও কার্য-

* Temple—প্যারীর একটি কারাগার

নির্বাহক পরিষদ—এই তিনটি শক্তির মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। অথচ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বিপ্লবীব্যবস্থা অবলম্বন এবং আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় সংকটের মোকাবিলায় শক্ত হাতে হাল ধরার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু ১০ই অগস্টের বিপ্লবের পর তিনটি শক্তি-কেন্দ্রের উদ্ভব হয়েছিলো। তার ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সময়ের রাষ্ট্ররূপ এক ধরণের সংহতিহীন একনায়কত্ব, যা কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানে, ব্যক্তিতে, দলে অথবা শ্রেণীতে স্পষ্টরূপ গ্রহণ করে নি।

এই নতুন ব্যবস্থার প্রতি দ্যপার্তমঁ ও সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া আবশ্যিক ছিলো। বিধানসভা অগস্টের ১০ তারিখেই ফ্রান্সের চারটি সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকটির কাছে তিনজন বিধানসভার সদস্যের এক একটি দল পাঠায়। এই চারটি দলকে সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের, এমন কি সেনাপতিদেরও, সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিলো। দ্যপার্তমঁ-এ কমিসার পাঠিয়েছিলো কার্যনির্বাহক পরিষদ। পারার বিপ্লবীদের মধ্য থেকে দাঁতঁ কমিসারদের নির্বাচিত করেন।

কমিউনও কমিসার নিয়োগ করেছিলো। এঁদের দায়িত্ব ছিলো: সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা, পর্যবেক্ষক কমিটি গঠন, প্রশাসনিক দুর্নীতি দূর করা, ইত্যাদি।

প্রতিবিপ্লবী অপরাধের বিচারের জন্যে কমিউন একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা-সম্পন্ন ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠার দাবি করে। এই আদালতের বিচারকেরা পারীর সেক্‌সিয়ঁসমূহের দ্বারা নির্বাচিত হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিধানসভা এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় (১৭ই অগস্ট)। ইতিমধ্যে ১১ই অগস্ট পৌরসভাগুলিকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অপরাধীদের অনুসন্ধানের এবং প্রয়োজন বোধে তাদের গ্রেপ্তারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিধানসভা যাজকসহ সব রাজকর্মচারীকে স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়ার আদেশ দেয়। ২৬শে অগস্টের বিধানে বলা হয়, যে-যাজক এই শপথ নিতে অস্বীকার করবে, সে পনের দিনের মধ্যে দেশত্যাগ না করলে তাকে গিয়ানায় নির্বাসিত করা হবে। ২৮শে অগষ্ট কমিউনের চাপে বিধানসভা লুকোনো অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজে সন্দেহজনক নাগরিকদের বাড়ী তল্লাশীর ব্যবস্থা করে। এভাবে ক্রমশ জরুরী প্রশাসন সংগঠিত হয়।

সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড

প্রথম সন্ত্রাসের চরম মুহূর্তে সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড। বিদেশী শত্রুর

দ্বারা আক্রান্ত ফ্রান্সের বিপদ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিলো। ২৬শে অগস্টই পারীতে লংগই পতনের খবর পৌঁছোয়। বিদেশী শত্রু যতো অগ্রসর হতে লাগলো, ততোই বিপ্লবী উত্তেজনা বাড়তে থাকলো। ঠিক এই মুহূর্তে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটলো ভঁদেতে (Vendée)। পারীর মানুষ নতুন করে বুঝতে পারলো—শত্রু শুধু দেশের বাইরে নয়, ভিতরেও।

কমিউন নতুন আবেগে উত্তাল হয়ে উঠলো। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে জাতিকে বাঁচাতে হবে। সৈন্যসংগ্রহ, অস্ত্রনির্মাণ এবং সন্দেহজনক নাগরিকদের নিরস্ত্র করে তাদের অস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে কমিউন বহিঃশত্রুর মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। জিরঁদ্যা নেতৃবর্গ কিন্তু সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলো। জিরঁদ্যা সরকার পারী ত্যাগ করে লোয়ারের দক্ষিণে পালিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়। জিরঁদের এই প্রয়াসের বিরোধিতা করছিলেন দাঁতঁ। রলাঁর প্রতি তাঁর সাবধানবাণী স্মরণীয় : "পালিয়ে যাওয়ার কথা বলছো। সাবধান! জনতা শুনতে পাবে।" ইতিমধ্যে ২৮শে অগস্টের বিধান অনুযায়ী ৩০শে অগস্ট থেকে জনতা কর্তৃক সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গৃহে তল্লাশী শুরু হয়। তল্লাশী চলে দুদিন। এই দুদিনে ৩ হাজার সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২রা সেপ্টেম্বর কারাগারে প্রায় ২ হাজার ৮শ' বন্দী ছিল। ২রা সেপ্টেম্বর সকালে ভর্দ্যাঁ অবরোধের সংবাদ আসে পারীতে। সীমান্ত ও পারীর মধ্যে ভর্দ্যাঁ শেষ দুর্গ। খবর আসামাত্রই কমিউন পারীবাসীর উদ্দেশে এক ঘোষণা প্রচার করে : নাগরিকগণ!! অস্ত্র হাতে তুলে নিন, অস্ত্র হাতে তুলে নিন। শত্রু আমাদের দোরগোড়ায় এসে গেছে।" কমিউনের আদেশে বিপজ্জ্ঞাপক কামান নির্ঘোষ করা হল, ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হলো সারা শহরে, আপৎ-ঘণ্টা বাজান হলো। সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে শাঁ-দ্য মারে সমবেত হতে বলা হলো। তাদের নিয়ে নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করে রণাঙ্গনে পাঠানো হবে। পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁ কমিউনের অনুগত ছিলো। সুতরাং কমিউনের সদস্যরা বিভিন্ন সেকসিয়ঁতে প্রচার চালাতে লাগলেন। তারা বললেন, পাত্রির (জন্মভূমির) আসন্ন বিপদের কথা, বিশ্বাসঘাতকদের কথা, যারা তাদের চারপাশেই রয়েছে, ফরাসীভূমি আক্রান্ত এই অকল্পনীয় অপমানের কথা। বিপন্ন স্বদেশভূমি রক্ষায় এগিয়ে আসার ডাক দিলেন পারীর নাগরিকদের।

কমিউন প্রদীপ্ত স্বদেশ প্রেমের আদর্শ স্থাপন করলো। কামান নির্ঘোষ ও আপৎ-ঘণ্টাতে উত্তেজিত আবহাওয়ায় দেশদ্রোহিতার বদ্ধমূল ধারণা সর্বত্র

ছড়িয়ে পড়লো। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকেরা যুদ্ধযাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলো। কিন্তু এসময় গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী চলে যাওয়ার পর সন্দেহভাজন বন্দীদের অভ্যুত্থান ঘটবে। শত্রুর সমর্থনে এগিয়ে যাবে তারা। মারা পরামর্শ দিলেন: "জনতার শত্রুকে শাস্তি না দিয়ে স্বেচ্ছাসেবীরা রণাঙ্গনে যেও না।"

২রা সেপ্টেম্বর বিকেলে মার্সেই ও ব্রেতঁর ফেদেরেরা আবায় কারাগারে নিয়ে যাওয়ার পথে অবাধ্য যাজকদের হত্যা করে। দোকানদার, কারিগর, ফেদেরে ও জাতীয় রক্ষিবাহিনীর একটি দল কার্‌ম (Carmes) কারাগারে বন্দী অবাধ্য যাজকদের হত্যা করে। আবায় কারাগারের বন্দীদের পালা আসে তারপর। কমিউনের পর্যবেক্ষক কমিটি এবার হস্তক্ষেপ করে। জনতার আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, জনতার বিশ্বাস, বিচারের ক্ষমতা সার্বভৌমত্বেরই অঙ্গ। অতএব প্রয়োজনবোধে জনতা বিচারের ক্ষমতা নিতে পারে। ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বরের রাত্রিতে কমিউনের একজন কমিসার ঘোষণা করেন: জনতা যখন প্রতিশোধ নেয়, তখন বিচারও করে। পরপর কয়েকদিন এই হত্যালীলা চলতে থাকে লা ফোর্স (la Force), লা কঁসিয়েরজেরি (la Conciergerie), শাতলে (Châtelet), লা সাল্‌পেত্রিয়ের (la Salpêtrière) বিসেত্র (Bicêtre) প্রভৃতি কারাগারে। সর্বসাকুল্যে ১১শ' বন্দীকে হত্যা করা হয়।

প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে নি। হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ছিলো না বিধানসভার। আতঙ্কিত জিরঁদ্যাগোষ্ঠী সন্ত্রস্ত। বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী দাঁতঁ কারাগারগুলিকে রক্ষা করার কোনো চেষ্টা করেন নি। কমিউনের পর্যবেক্ষক সমিতি প্রত্যেক দ্যপার্তমঁ-এ প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিতে সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ডের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে এবং প্রয়োজন হলে নিরাপত্তার জন্যে সমগ্র জাতিকে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে আহ্বান করে: "জনতা যখন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছে, তখন আমাদের ঘরের ভেতরে অগণিত বিশ্বাসঘাতককে সন্ত্রাসের দ্বারা ঠেকিয়ে রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সুভেনির দ্যুন ফাম্‌ দ্যু পেউপ্‌ল্* নামক স্মৃতিকথার একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "আতঙ্কে শিউরে উঠলেও কাজটিকে সবাই উচিত মনে করেছিলো। সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ডের সঠিক মূল্যায়নের জন্যে বিপ্লবের সেই বিশেষ মুহূর্তের পটভূমিকার কথা মনে

* Souvenirs d'une femme du peuple

রাখতে হবে।" গভীরতর বিপ্লবীসংকট ফরাসী জাতীয় চরিত্রের এই অনমনীয়, নির্মম কাঠিন্যের মধ্যে স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করে। সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড ও প্রথম সন্ত্রাসের জাতীয় ও সামাজিক এই উভয় চরিত্রই বিদ্যমান। এই দুটিকে আলাদা করে দেখলে একটি খণ্ডিত চিত্রই চোখে পড়বে। বহিঃশক্তির আক্রমণ (প্রুশীয়বাহিনী ১৯শে অগস্ট ফরাসীভমিতে প্রবেশ করে) উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। ১৭৯২-এর অগস্টের শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগ বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক মুহূর্ত। এ-সময়েই বিদেশী আক্রমণের ভীতি জনতার মনে বিশেষভাবে বাসা বেঁধেছিলো। বিদেশী শত্রুর আক্রমণের ভয়ের সঙ্গে সামাজিক শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়, বিপ্লবের জন্য ভয়, প্রতিবিপ্লবের ভয়। অভিজাত ষড়যন্ত্রের ভীতি বিষাক্ত স্বপ্নের মতো জাতীয় চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিলো। আরগনে (Argonne) লা ক্রোয়া-ও-বোয়া (la Crois-aux-Bois) ঘাঁটি ফরাসীদের হস্তচ্যুত হওয়ার পর জনৈক সৈনিক—মার্কঁা—১৭৯২-এর ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁর ডায়েরীতে লিখছেন : "শত্রু যাতে রাজধানীতে না ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা করতেই হবে। নয়তো তারা আমাদের বিধায়কদের গলা কেটে ফেলবে। লুই কাপেকে আবার সিংহাসনে বসাবে এবং আমাদের আবার শেকল পরাবে।" বিদেশী আক্রমণকারীর প্রতি ঘৃণা ও ভয় যতো বাড়তে লাগলো, ঠিক সেই পরিমাণে, বাড়তে লাগলো ঘরের শত্রু—অভিজাত ও তাদের অনুচরদের—প্রতি ঘৃণা ও ভয়। তীব্র সামাজিক ঘৃণা শুধুমাত্র সাঁ-কুলোৎদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। তেন (Taine) বিপ্লবের অনুরাগী লেখক একথা কোনো ক্রমেই বলা চলে না। কিন্তু পূর্বতন ব্যবস্থা ও সামন্তপ্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশঙ্কায় কৃষকশ্রেণীর মধ্যে যে প্রচণ্ড ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিলো, তেনের লেখায় তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে :

শৃঙ্খলা ও অরাজকতার মধ্যে একটা বেছে-নেওয়া নয়, পুরনো ও নতুন ব্যবস্থার মধ্যে বেছে-নেওয়া। কারণ, বিদেশীবাহিনীর পিছনে সীমান্তের দেশত্যাগী অভিজাতরা চোখে পড়ছিলো। এক ভয়ঙ্কর অস্থিরতা জেগে উঠলো বিশেষত সেই গভীরতম স্তরে যা প্রায় একাকী এই পুরনো ইমারতের ভার বহন করছিলো। এই অস্থিরতা জাগলো লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে, যারা তাদের কায়িক শ্রমের দ্বারা কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকে, যারা বহু শতাব্দী ধরে করভারে পিষ্ট, লুণ্ঠিত ও নির্যাতিত, যারা বংশপরম্পরায় দারিদ্র্য, নিপীড়ন ও অবজ্ঞা সহ্য করে এসেছে। ওরা অভিজ্ঞতার মূল্যে ওদের কিছুকাল পূর্বের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার প্রভেদ বুঝতে পেরেছে। স্মৃতিকে একটু উস্কে দিলেই রাজকীয়, যাজকীয় ও সামন্তপ্রভুদের দুর্বহ করভারের চিত্র

তাদের চোখের সামনে ফুটে উঠতো। ......এক প্রচণ্ড ক্রোধ কারিগরী কর্মশালা থেকে কৃষকের পর্ণকুটিরে ঘুরে বেড়াতে থাকে, জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে যায় এবং অত্যাচারী শাসকদের ষড়যন্ত্রের প্রতি তীব্র ঘৃণায় জনতাকে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার ডাক দেয়।

বিপ্লবের আর কোনো মুহূর্তে জাতীয় ও সামাজিক বাস্তব এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলো না। ১৭৯৩-এর ১৬ই জুনের প্রতিবেদনে আজেমা (Azéma) লেখেন: "শত্রুর অগ্রগতি বন্ধ করে আমরা জনতার প্রতিশোধ-স্পৃহাকেও নিবৃত্ত করেছি।" সুতরাং ভাল্‌মির বিজয়ের পর প্রথম সন্ত্রাসের অবসান হয়।

যাজকীয় বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত

যাজকীয়বিদ্রোহের ফলে বিধানসভা চার্চের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। যাজকদের অন্তরীণ ও নির্বাসনসংক্রান্ত আইন (যার ওপর রাজা ভীটো প্রয়োগ করেছিলেন) কার্যকর হয়। ১৬ই অগস্ট ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮ই অগস্ট সব ধর্মীয় সমাবেশ (congregation) ভেঙে দেওয়া হয়। ২৬শে অগস্ট বিধানসভা অবাধ্য যাজকদের দেশত্যাগ করার জন্যে পনেরদিন সময় দেয়। অবাধ্য যাজকদের বিরুদ্ধে এইসব আইনের ফলে বহু কমিউন যাজক শূন্য হয়ে যাওয়ায় ২০শে সেপ্টেম্বরের এক আইন দ্বারা চার্চের দায়িত্ব অনেকাংশে পুরসভার ওপর অর্পণ করা হয়। ফলে ফ্রান্স ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই আইনকে ফরাসী রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথকীকরণের প্রথম ধাপ বলা চলে। বিধানসভায় ১৭৯২-এর ২০শে সেপ্টেম্বরের আইনে বিবাহবিচ্ছেদের বৈধতা স্বীকৃত হয়। ফলে সংবিধানিক যাজকবর্গের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রীদের বিরোধ আসন্ন হয়ে ওঠে।

সামাজিক ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক অধিকারসমূহ বিনা ক্ষতিপূরণে বিলুপ্ত করা হয়। ১৪ই অগস্টের আইনে দেশত্যাগীদের সম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যৌথসম্পত্তির বণ্টনও স্বীকৃত হয়। গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা সমাধানের জন্যে স্থানীয় প্রশাসনকে অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্যের দাম বেঁধে দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। ৯ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বর জেলা-প্রশাসনকে সৈন্যবাহিনীর জন্যে খাদ্যশস্য-অধিগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। সংবিধানসভাপ্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার বিজয়ী জনতার আঘাত সহ্য করার শক্তি ছিলো না। আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের জন্যে

জনতার দাবির পশ্চাতে কমিউনের সমর্থন ছিলো এবং পরিস্থিতির চাপে বিধানসভা ক্রমশ সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো।

কিন্তু বুর্জোয়াস্বার্থের রক্ষক জিরঁদ্যাগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করে। জিরঁদ্যা ও মঁতাঞিয়ারগোষ্ঠীর বিরোধের একটি কারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে মতভেদ।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা মরীচিকার মতো মিলিয়ে যেতে লাগলো। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিধানসভার প্রতিনিধিরা রাজ-তন্ত্রের অবসানের শপথ নেয়। রাজতন্ত্রসম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব অর্পিত হলো নতুন যে-বিধানসভা (কঁভঁসিয়ঁ) নির্বাচিত হবে তার ওপর। এই পরিস্থিতির মধ্যে কঁভঁসিয়ঁর নির্বাচন হয়।

বহির্দেশীয় আক্রমণের ব্যর্থতা : ভাল্‌মি (Valmy)

আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে সরকার পবিচালনার প্রয়োজনেই যে প্রথম সন্ত্রাসের উদ্ভব হয়েছিলো তা নয়, প্রথম সন্ত্রাস বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রতিক্রিয়া। বিপ্লবী বাহিনীর বিজয় এই সন্ত্রাসের কীর্তি। কমিউন ও বিধানসভার প্রেরণায় দেশরক্ষায় প্রচণ্ড উদ্যম সঞ্চারিত হয়। ১৭৯২-এর জুলাই মাসের আইনে ৫০ হাজার নাগরিককে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় এবং ৪২টি নতুন স্বেচ্ছাসেবক ব্যাটালিয়ন গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক অভূতপূর্ব দেশপ্রেমের তরঙ্গ সমগ্র ফ্রান্সকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ১৭৯২-এর বিপ্লবী যুদ্ধের সামাজিক মর্ম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধানত কারিগর, শ্রমিক, দোকানদার ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর লোক নিয়ে গঠিত হয়েছিলো। বাহিনীতে বুর্জোয়াদের সংখ্যা নামমাত্র ছিলো।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্যে এই যুগে একটি নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থার রূপরেখাও চোখে পড়ে। বিপ্লবী ক্যালেণ্ডারের দ্বিতীয় বর্ষে এই ব্যবস্থাই আরো স্পষ্ট, আরো সম্পূর্ণ। পারীর কমিউন অভিজাতদের অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব অধিগ্রহণ করে ; সৈনিকের পোশাক প্রস্তুত করার জন্যে কারখানার প্রতিষ্ঠা করে। কার্যকরীসমিতি সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্য আদায় করে। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী আর্থনীতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। দেশরক্ষার প্রয়োজনে আর্থনীতিক স্বাধীনতার সংকোচন জিরঁদ্যাগোষ্ঠী সমর্থন করতে পারে নি। ফলে সামাজিক সংঘাতের সৃষ্টি হয়।

ইতিমধ্যে ২রা সেপ্টেম্বর প্রুশীয়বাহিনী ভর্দ্যাঁ অধিকার করে আরগন্ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর প্রুশীয়বাহিনীর সঙ্গে দ্যুমুরিয়ের নেতৃত্বাধান ফরাসী বাহিনীর সংযোগ ঘটে। ১২ই সেপ্টেম্বর একটি অস্ট্রিয়বাহিনী ক্রোয়া-ও-বোয়ার গিরিবর্ত অতিক্রম করে। দ্যুমুরিয়ে বাধ্য হয়ে পশ্চাদপসরণ করেন। ফলে পারীর রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ১৯শে সেপ্টেম্বর কেলেরমানের বাহিনীর সঙ্গে দ্যুমুরিয়ের বাহিনীর সংযোগ ঘটে। ভাল্মিতে ফরাসীবাহিনী শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণের পর প্রুশীয়বাহিনী আক্রমণ করে। প্রাশীয়ার রাজা আশা করেছিলেন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসীবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করবে। কিন্তু ফরাসী সাঁকুলোতেরা সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর গোলাবর্ষণে তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে অমিতবিক্রমে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করে। শত্রুর গোলাবর্ষণ ফরাসীবাহিনীকে ভাল্মির উচ্চতা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তাই প্রুশীয় সেনাপতি ব্রুনস্হ্বিক সরাসরি আক্রমণে সাহসী হন নি। গোলাগুলিবর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ প্রচণ্ড বৃষ্টি নামে এবং উভয় সেনা নিজস্ব অবস্থানে অপেক্ষা করে। এ-ই হলো ভাল্মির যুদ্ধ অথবা ভাল্মির বিজয়।

ভাল্মির যুদ্ধ না বলে ভাল্মির গোলাবর্ষণ বলাই হয়তো সঙ্গত। ভাল্মি ফরাসী সামরিক বিজয় নয়, নৈতিক বিজয়। য়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনীর বিরুদ্ধে অশিক্ষিত, অপটু সাঁ-কুলোৎবাহিনীর অচঞ্চল দৃঢ়তা অসামান্য নৈতিক বিজয়, সন্দেহ নেই। ভাল্মিতে গতানুগতিক পেশাদারী শিক্ষিত-বাহিনী ফ্রান্সের জাতীয় গণবাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিলো। য়োরোপের সামরিক ইতিহাসে এই সংঘর্ষ সম্পূর্ণ নতুন। বিপ্লব যে নতুন শক্তির উদ্বোধন করেছে, ফরাসীবাহিনীর বিজয়ে য়োরোপ তা প্রত্যক্ষ করলো। য়োরোপীয় শক্তিবর্গ যে অনায়াস বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলো তা ভেঙে গেলো। ভাল্মিতে গ্যয়টে উপস্থিত ছিলেন। ভাল্মির স্মৃতিসৌধে উৎকীর্ণ গ্যয়টের বাণী তার অসাধারণ দূরদৃষ্টির উজ্জ্বল নিদর্শন: "আজ এখানে পৃথিবীর ইতিহাসের এক নতুন যুগ শুরু হলো।"

প্রুশীয়বাহিনী ভাল্মির বাধা অতিক্রম করতে পারে নি। অতএব প্রুশীয়বাহিনী আর অগ্রসর না হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। দ্যুমুরিয়ে ফরাসী বাহিনী নিয়ে ধীর গতিতে প্রুশীয়বাহিনীর অনুসরণ করেন। ফরাসীবাহিনী ৮ই অক্টোবর ভর্দ্যাঁ ও ২২শে লংগই পুনরধিকার করে। অন্তত কিছু-কালের জন্যে ফ্রান্স নিরাপদ হলো।

কঁভঁসিয়ঁ : মুক্তপন্থী বুর্জোয়াদের পতন

২৭শে সেপ্টেম্বর ভাল্মির বিজয়ের মুহূর্তে ফ্রান্সের কঁভঁসিয়ঁর অধিবেশন আরম্ভ হয়। কঁভঁসিয়ঁর প্রধান দায়িত্ব নতুন ফরাসী সংবিধান প্রণয়ন। কিন্তু বিধানসভায় মারাত্মক উত্তরাধিকার কঁভঁসিয়ঁর স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে। আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় উভয় পরিস্থিতিই সংকটে পূর্ণ। য়োরোপীয় শক্তিবর্গ সাময়িকভাবে প্রতিহত হয়েছে, পরাজিত হয় নি। প্রতিবিপ্লবী শক্তি কিছুটা অবদমিত কিন্তু অবলুপ্ত নয়।

নতুন বিধানসভায় জিরঁদ্যাগোষ্ঠীর প্রতিপত্তি সামরিক বিজয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলো। বিপ্লবী বাহিনীর বিজয় অব্যাহত থাকলে কঁভঁসিয়ঁতে জিরঁদ্যা আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকতে পারতো। কিন্তু পরাজয় জিরঁদ্যাগোষ্ঠীর পক্ষে মারাত্মক হলো। যুদ্ধে বিপর্যয়ের অর্থ জিরঁদ্যাগোষ্ঠীর পতন। অতএব অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর জনসাধারণের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতায় আতঙ্কিত জিরঁদ্যাগোষ্ঠী ফ্রান্সকে আরো বৃহত্তর যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে চাইলো। রাজনৈতিক কৌশল অথবা বিপ্লবী আদর্শবাদ, উদ্দেশ্য যাই হোক্ না কেন, জিরঁদ্যাগোষ্ঠী ফ্রান্সকে য়োরোপের নিপীড়িত মানুষের মুক্তিদাত্রীতে পরিণত করতে চেয়েছিলো। সুতরাং য়োরোপের অভিজাত-প্রতিক্রিয়া সর্বশক্তি সংহত করে বিপ্লবী ফ্রান্সকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। কিন্তু জিরঁদ্যাগোষ্ঠী যে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ করে সেই যুদ্ধপরিচালনায় তারা নিদারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলো। ১৭৯৩-এর মার্চের পরাজয়ের অনিবার্য পরিণাম জিরঁদ্যাগোষ্ঠীর পতন।

দলীয় সংঘর্ষ ও রাজার বিচার (সেপ্টেম্বর ১৭৯২—জানুয়ারী ১৭৯৩)

প্রাপ্তবয়স্কপুরুষের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত কঁভঁসিয়ঁ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। পারীর বিপ্লবী কমিউনের পক্ষে এই সভার বিরোধিতা করা সম্ভব ছিলো না। কঁভঁসিয়ঁতে জিরঁদ্যাগোষ্ঠীর প্রাধান্য, মঁতাঞ্ঞিয়ার সংখ্যালঘিষ্ঠ। অতএব কিছুকাল দলীয় সংঘাত স্থগিত ছিলো। দলীয় সংঘর্ষের বিরতি বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। তবু কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন দল তখনও একমত হতে পারতো। কঁভঁসিয়ঁ সর্বসম্মতিক্রমে ২০শে সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করে।

২৫শে সেপ্টেম্বর নতুন ফরাসী সংবিধানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটির মূল কথা হলো, ফরাসী প্রজাতন্ত্র এক ও অবিভাজ্য।

জিরঁদ ও মঁতাঞিয়ার

অচিরে আবার দলীয় সংঘাত আরম্ভ হয়। এই সংঘাত শুরু করার দায়িত্ব জিরদঁ্যাগোষ্ঠীর। কঁভঁসিয়ঁতে জিরঁদ ও মঁতাঞিয়ারের মধ্যবর্তী একটি গোষ্ঠী ছিলো যাকে সমতল আখ্যা দেওয়া হয়েছিলো। কঁভঁসিয়ঁতে জিরঁদ যদি দক্ষিণপন্থী ও মঁতাঞিয়ার চরমপন্থী হয় তবে সমতল সেণ্টার বা মধ্যপন্থী। প্রথমদিকে এই সমতলের সমর্থনপুষ্ট হয়েই কঁভঁসিয়ঁতে জিরঁদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলো। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে জিরঁদঁ্যাদল মঁতাঞিয়ারের বিরুদ্ধে আঘাত হানে। ১৭৯২-এর ১০ই অগস্ট পারীর জনতার অভিযানে যে সংঘাত আরম্ভ হয় ১৭৯৩-এর ২রা জুন কঁভঁসিয়ঁ থেকে জিরঁদঁ্যাদলের বিতাড়ন ও নিষিদ্ধকরণে তার পরিসমাপ্তি।

কঁভঁসিয়ঁর অধিবেশনের পর প্রথম আঘাত হানে জিরঁদঁ্যাদল। জিরঁদঁ্যাদল রোবসপিয়েরগোষ্ঠী, বশেষত মারা, দাঁতঁ ও রোবসপিয়ের, এই ত্রয়ীর বিরুদ্ধে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অভিযোগ আনে। দাঁতঁ কিন্তু বিভিন্ন দলের কাছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু জিরঁদঁ্যাগোষ্ঠী বিভেদের পথই বেছে নিয়েছিলো। তার প্রমাণ মেলে ২৫শে সেপ্টেম্বরে মারার বিরুদ্ধে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টার অভিযোগে। দাঁতঁ জিরঁদঁ্যাদলের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করেন। কিন্তু জিরঁদঁ্যাদলের আপসবিরোধী মনোভাব সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। উপরন্তু দাঁতঁর বিরুদ্ধে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনে জিরঁদ। রোবসপিয়েরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অমিত উচ্চাশার। এই সব অভিযোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মঁতাঞিয়ার-জিরঁদ সংঘর্ষ।

তার প্রমাণ পাওয়া গেলো যখন কঁভঁসিয়ঁতে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন একজন স্বতন্ত্র সদস্য।

কঁভঁসিয়ঁতে পূর্বতন ব্যবস্থার অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কোনো সমর্থক ছিলো না। পারীর সাঁ-কুলোৎদেরও কোনো প্রতিনিধি ছিলো না। কিন্তু পারীর সেকসিয়ঁগুলিতে ছিলো তাদের আধিপত্য। তাই কোনো প্রতিনিধি না থাকা সত্ত্বেও কঁভঁসিয়ঁকে স্বমতে নিয়ে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে: যদিও কঁভঁসিয়ঁর বিভিন্ন গোষ্ঠীকে দল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আধুনিক অর্থে এই তিনটি গোষ্ঠীর একটিকেও ঠিক দল বলা চলে না। জিরঁদ ও মঁতাঞি ঠিক দল নয়, তবে এদের দলীয় প্রবণতা ছিলো। এদের বিরোধের প্রধান কারণ শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত।

কঁভঁসিয়ঁর দক্ষিণপন্থী জিরঁদ্যাঁগোষ্ঠী পারীর কমিউনের বিপ্লবীব্যবস্থার বিরোধিতা করে। কমিউনে প্রধানত মঁতাঞ্ঞি ও পারীর বিভিন্ন সেকসিঁয়র জঙ্গী সাঁ-কুলোতের আধিপত্য। জিরঁদ্যাঁদল বিত্তশালী বণিক ও শিল্পপতিদের প্রতিনিধি। তারা সম্পত্তির রক্ষক ও আর্থনীতিক স্বাধীনতার সমর্থক, সাঁ-কুলোৎপ্রস্তাবিত আর্থনীতিকনিয়ন্ত্রণের বিরোধী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জিরঁদ্যাঁগণ জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে জরুরীব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধিতা করে। যুদ্ধ শুরু করে জিরঁদ্যাঁ অথচ যুদ্ধজয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চায় নি জিরঁদ্যাঁরা। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বিরোধী জিরঁদ্যাঁদল বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয়শাসনের সমর্থক। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বণিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে গাঁটছড়াবাঁধা জিরঁদ্যাঁদল আর্থনীতিক স্বাধীনতা, মুক্ত শিল্পোদ্যোগ ও মুনাফার সমর্থক। সম্পত্তি মানুষের জন্মগত অধিকার এই মতবাদে তারা বিশ্বাসী। শ্রেণীবিভক্তসমাজের রক্ষক জিরঁদ্যাদল স্পষ্টতই বিত্তশালী বুর্জোয়া স্বার্থের পরিপোষক।

কঁভঁসিয়ঁতে প্রধানত মধ্য বুর্জোয়া, কারিগর, দোকানদার এবং ভোগ্য-পণ্যের উচ্চমূল্য, ধর্মঘট ও স্বল্পবেতনের জন্যে যাদের জীবন বিপর্যস্ত, এমন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি ছিলো মঁতাঞ্ঞিয়ার গোষ্ঠী। এদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে দারুণ দুর্যোগের দিনে জনতার সমর্থনপুষ্ট জরুরীব্যবস্থা ছাড়া ফ্রান্সের সমস্যাসমাধানের আর কোনো পথ নেই। অতএব মঁতাঞ্ঞিয়ার সাঁ-কুলোৎদের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে নিজেদের আবদ্ধ করেছিলো। কারণ মঁতাঞ্ঞি বুঝতে পেরেছিলো, ফ্রান্সের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাঁ-কুলোতেরাই শক্তির উৎস। তারাই রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেছে, অভিজাত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছে, নিয়মতান্ত্রিকতার বন্ধ্যা রাজনীতি থেকে ফ্রান্সকে উর্বর বিপ্লবী পথে নিয়ে এসেছে। মঁতাঞ্ঞিয়ার গোষ্ঠী নিজস্ব রাজনৈতিকস্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেনি। জাতীয়-স্বার্থকে দলীয়স্বার্থের অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলো তারা। বামপন্থী এবং বাস্তবপন্থী বলেই তারা জনসাধারণেরও অনেক কাছাকাছি। বিধানসভার মঁতাঞ্ঞিয়ারদের অধিকাংশ নেতাই পারী থেকে নির্বাচিত। অতএব মঁতাঞ্ঞি নেতারা প্রথমবিপ্লবে এবং ১০ই অগস্টের অভ্যুত্থানে পারীর জনতার অসামান্য ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। জিরঁদ্যাঁদল পারীর অসামান্য প্রভাবকে খণ্ডিত করে পারীকে ফ্রান্সের ৮৩টি ডিপার্টমেণ্টের একটিতে পরিণত করতে চেয়েছিলো। অর্থাৎ পারী ফ্রান্সের ৮৩টি ডিপার্টমেণ্টের একটি মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু পারীর জনতা জিরদ্যাঁদলের এই

প্রচেষ্টা মেনে নিতে পারে নি। জনতা যাতে বিপ্লবের সমর্থনে এগিয়ে আসে, তার জন্যে মঁতাঞিয়ার নেতারা জাতীয় বাস্তবকে একটি ইতিবাচক সত্তা দিতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে ও জাতীয়তাবাদীপ্রবণতার ফলে মঁতাঞিয়ার সাঁকুলোৎদের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়। আর শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে জিরঁদ্যাদলের নীতি তাদের পতন অনিবার্য করে তোলে।

জিরঁদঁ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। গণসমর্থন ছাড়া যুদ্ধে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা ছিলো না; অথচ যুদ্ধে বিজয়ের জন্যে জনতার সঙ্গে হাত মেলানোর অর্থ সমাজে বিত্তশালীদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করা। বণিক-বুর্জোয়াদের প্রতিভূ জিরঁদের পক্ষে তা সম্ভব ছিলো না। এই স্ববিরোধিতা জিরঁদের সর্বনাশ নিয়ে আসে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত জিরঁদও মঁতাঞিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শ্রেণী-সংঘাতের রূপ নেয়। মঁতাঞিয়ারও বুর্জোয়াশ্রেণীভুক্ত। কিন্তু বিপ্লবের নিরাপত্তা ও দেশরক্ষার প্রয়োজনে তারা জনতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলো। মঁতাঞিয়ার গোষ্ঠীর কেউ কেউ নীতিগতভাবে এই রাজনীতি সমর্থন করেছিলেন, কেউ কেউ পরিস্থিতির চাপে এই রাজনীতিকে স্বীকার করেছিলেন। মার্ক্সের ভাষায় মঁতাঞিয়ার সন্ত্রাস স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও অন্যান্য শত্রু বিনাশের গণসমর্থিত পথ। প্রয়োজনকে নীতিতে উত্তরণের রাজনীতি। কিন্তু বিপ্লব ও দেশরক্ষার প্রয়োজনেও দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণীস্বার্থকে অন্তত সাময়িকভাবেও খর্ব করতে রাজী ছিলো না। অথচ অভিজাতপ্রতিক্রিয়া বিজয়ী হলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হতো বুর্জোয়াশ্রেণী। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি ক্রয় করে তারা সবচেয়ে লাভবান হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতাও তাদের হাতেই কেন্দ্রীভূত। অভিজাত-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আক্রান্ত বিপ্লবের নিরাপত্তা বিধানের জন্যেও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ও সন্ত্রাসের এঁরা বিরোধী, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন দাঁতঁ এবং প্রশ্রয়বাদীরা, প্রথমদিকে জরুরী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কিন্তু অল্পদিনেই এঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কঁভঁসিয়ঁতে গণবিরোধী বুর্জোয়াদের আধিপত্য। অতএব বিপ্লব ও দেশরক্ষার জন্যে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ও সন্ত্রাসের নীতি বিধিগতভাবে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না। বাইরের সাঁ-কুলোৎ ও জাকবাঁদের চাপে বাধ্য হয়ে কঁভঁসিয়ঁকে এই নীতি মেনে নিতে হয়েছিলো। ফলে যে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়েছিলো তা সাঁ-কুলোৎ-জাকবাঁ ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। রোবসপিয়েরের নেতৃত্বাধীনে জাকবাঁ মধ্যবুর্জোয়ারা এই বিপ্লবী সরকারের পরিচালক।

বুর্জোয়াদের যে খণ্ডাংশ বিপ্লবকে তার স্বাভাবিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, তাদের ও সাঁকুলোৎদের মধ্যে স্ববিরোধিতা ছিলো না, তা নয়। শেষ পর্যন্ত রোবসপিয়েরীয় রাজনীতির ব্যর্থতার মূলেও এই স্ববিরোধিতা নিহিত। কারণ, স্বল্পবিত্তহেতু কায়িক শ্রমের জগতে নির্বাসিত মধ্যবুর্জোয়া উচ্চবিত্তের সম্মোহিত জীবনের জন্যে ছিলো সর্বদাই উন্মুখ।

দক্ষিণপন্থী জিরঁদ ও বামপন্থী মঁতাঞিয়ারের মধ্যবর্তী সমতলের সদস্যরা কঁভঁসিয়ঁর কেন্দ্র। এরা প্রজাতন্ত্র ও আর্থনীতিকস্বাধীনতায় বিশ্বাসী বুর্জোয়া, কিন্তু বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিপ্লব যখন বিপন্ন, তখন জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আবার পূর্বতন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। অতএব বিজয় না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে জনতা নির্দেশিত পথ অবলম্বনে এদের আপত্তি ছিলো না। প্রথমদিকে এরা জিরঁদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলো। কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনায় জিরঁদের অকর্মণ্যতা ও ব্যর্থতা ক্রমে এদের মঁতাঞিয়ার রাজনীতির সমর্থক করে তোলে। এভাবেই বার‍্যার, কাঁবঁ, কার্‌নো, লিঁদে প্রভৃতি সমতলের সদস্য মঁতাঞিয়ার গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হয়।

ষোড়শ লুইর বিচার (নভেম্বর ১৭৯২—জানুয়ারী ১৭৯৩)

রাজার বিচার কঁভঁসিয়ঁর দলীয় বিভেদ তীক্ষ্ণতর করে তোলে। জিরঁদ-মঁতাঞিয়ার সংঘাত অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। জিরঁদ রাজার বিচার বিলম্বিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিচার স্থগিত রাখাই জিরঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলো। ১৭৯২-এর ৭ই নভেম্বর কঁভঁসিয়ঁর আইন-সংক্রান্ত কমিটি রাজার বিচারপরিচালনা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদন নিয়ে যে বিতর্ক হয়, তাতে সেঁ-জুস্ত রাজার বিচার সম্বন্ধে মঁতাঞিয়ারের বক্তব্য ব্যাখ্যা করেন : যাঁরা রাজার বিচার করছেন তাদের স্কন্ধে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব....এই লোকটি (রাজা) হয় রাজত্ব করবেন নয়তো মরবেন....এর পক্ষে নিরীহভাবে রাজত্ব করা সম্ভব নয়....প্রত্যেক রাজাই বিদ্রোহী ও ক্ষমতার অবৈধ অধিকারী....ষোড়শ লুই সাধারণ নাগরিক নন, শত্রু ও বিদেশী....ইনিই বাস্তিই, নাঁসি শাঁ-দ্য-মার, তুর্নে, তুইলেরির খুনী ; কোন শত্রু, কোন বিদেশী ফ্রান্সের এঁর চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে ?

রোবসপিয়েরের বক্তৃতায় মঁতাঞিয়ারগোষ্ঠির রাজনৈতিকবক্তব্য আরো

সুস্পষ্ট : "রাজা অভিযুক্ত নন, আপনারাও বিচারক নন। কোনো মানুষের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে রায় দেওয়ার প্রশ্ন নয়, আসল কথা গণনিরপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা...রাজার মৃত্যুদণ্ডে শিশু প্রজাতন্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ় হবে।"

রাজার বিচার স্থগিত রাখার জন্যে জির দের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। রাজার বিচার ১৭৯২ এর ১১ই ডিসেম্বর আরম্ভ হয়। বিতর্কের পর কঁভঁসিয়ঁ সর্বসম্মতভাবে রাজা অপরাধী এই সিদ্ধান্তে আসে। কয়েকজন প্রতিনিধি অবশ্য ভোটদানে বিরত থাকেন। কিন্তু রাজার মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত সবসম্মতিক্রমে হয়নি। ৩৮৭ জন সদস্য মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ও ৩৩৪ জন বিপক্ষে ভোট দেন। ২৬ জন মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার পর রাজাকে অব্যাহতিদানের পক্ষপাতী ছিলেন।

১৭৯৩-এর ২১শে জানুয়ারী গিলোতিনে রাজার শিরচ্ছেদ করা হয়। রাজার শিরচ্ছেদ ফ্রান্সকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। বিপ্লবী স্পর্ধায় সমগ্র য়োরোপ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। রাজার মৃত্যুতে রাজতন্ত্রের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। সাধারণ মানষের মতোই রাজাকে গিলোতিনে পাঠানো হয়েছে। দৈবানুগৃহীত রাজতন্ত্রের এই পরিণাম। রাজাকে গিলোতিনে পাঠিয়ে কঁভঁসিয়ঁ পশ্চাতের সেতু পুড়িয়ে দিলো। বিপ্লবকে এখন ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে, আর পিছু হটার কোনো প্রশ্ন নেই। কারণ, রাজার ঘাতক ফরাসী জাতির বিরুদ্ধে পূর্বতন য়োরোপের নিরুদ্ধ আক্রোশের বিস্ফোরণ ঘটলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের উন্মাদনায়। বিপ্লবী ফ্রান্সেও জিরঁদ ও মঁতাঞ্জিয়ারের মধ্যে সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হলো।

রাজার মৃত্যুদণ্ডের ফলে জিরঁদের অভিজাতপ্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপসের রাজনীতি ব্যর্থ হলো। রাজাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে মঁতাঞ্জিয়ার আপসের পথ রুদ্ধ করে দিলো, জয়ের আর কোন বিকল্প রইলো না :

আমরা পথ বেছে নিয়েছি, পশ্চাতের পথ ভেঙে দিয়েছি; ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্, এখন এগোতে হবে; এখন একটি কথাই বলতে হবে, স্বাধীন হয়ে বাঁচবো, নয়তো মরবো।

যুদ্ধ এবং প্রথম কোয়ালিশন (সেপ্টেম্বর ১৭৯২—মার্চ ১৭৯৩)

ভালমির জয়ের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিজয়ী প্রজাতন্ত্রী বাহিনী আল্পস ও রাইনে অগ্রসর হয়। অধিকৃত দেশগুলি এখন সমস্যা হয়ে

দেখা দিলো। অধিকৃত দেশগুলি কি মুক্ত দেশ? বিজিত দেশ? যুদ্ধের অন্তর্নিহিত যুক্তি ও রাজনীতির প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ ক্রমশ দিগ্বিজয়ী যুদ্ধে পরিণত হয়।

বিপ্লবা ক্রুসেড থেকে আগ্রাসী যুদ্ধ (সেপ্টেম্বর ১৭৯২—জানুয়ারী ১৭৯৩)

রাইন নদীর বামতীরের বিজিত অঞ্চল এবং স্যাভয় ও নীসের বিজয় কঁভঁসিয়ঁর সম্মুখে নতুন সমস্যা নিয়ে এলো। এই সমস্যার সমাধান দ্বিধাগ্রস্ত কঁভঁসিয়ঁর পক্ষে সহজ ছিলো না।

১৭৯২-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে ফ্রান্স ইতালিতে নীস ও স্যাভয় জয় করে, রাইন উপত্যকায় স্পির, হ্বোরম্স্, মাইয়ঁস ও ফ্রাংকফুর্ট অধিকৃত হয়, বেলজিয়ামে ভালঁসিয়েন-স্যুর-মঁ, ব্রাসেলস্ ও আঁভের দখল করে। ভাল্মির যুদ্ধে ফরাসীবাহিনীর বিজয়ের ফলে অস্ট্রিয়বাহিনীকে লিল অবরোধ তুলে নিতে হয় (৫ই অক্টোবর)। ২৭শে অক্টোবর দ্যুমুরিয়ে 40 হাজার সৈন্য নিয়ে বেলজিয়ামে প্রবেশ করেন। ৬ই নভেম্বর (১৭৯২) তিনি মঁ থেকে জেমাপ্পেতে অস্ট্রিয়বাহিনীকে আক্রমণ করেন। অস্ট্রিয়বাহিনী পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করে। তারপর একমাসের মধ্যে অস্ট্রিয়বাহিনীকে বেলজিয়াম থেকে রুয়র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা ছেড়ে যেতে হয়। জেমাপ্পের বিজয় য়োরোপে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। ভাল্মি কার্মাননির্ঘোষের বেশি কিছু নয়; জেমাপ্পেই প্রথম বড়যুদ্ধ—যে যুদ্ধে বিপ্লবী বাহিনী অবিসংবাদিত বিজয় লাভ করে। নভেম্বরে বিপ্লবী ক্রুসেড শুরু হয়। নীস, স্যাভয় ও রাইনবাসীরা ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তি দাবি করে। কিন্তু এ-বিষয়ে কঁভঁসিয়ঁতে ঐকমত্য ছিলো না, মতবিরোধ ছিলো। শেষ-পর্যন্ত ১৭৯২-এর ১৯শে নভেম্বর কঁভঁসিয়ঁর বিখ্যাত প্রস্তাব গৃহীত হয়:

"ফরাসী জাতির নামে জাতীয়কঁভঁসিয়ঁ এই ঘোষণা করছে, যে সব জাতি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে চাইবে, ফ্রান্স তাদের সাহায্য ও সৌভ্রাত্রের অঙ্গীকার করছে এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে এই নির্দেশ দিচ্ছে যে, তারা যেন জেনারেলদের এই সব জাতিকে প্রয়োজনীয় সাহায্যদান করার আদেশ দেন... ।"

য়োরোপে সহযোগী স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার জন্যেই এই ঘোষণা। কূটনৈতিক কমিটির প্রেসিডেন্ট ব্রিসর ফ্রান্সকে ঘিরে একটি প্রজাতন্ত্রী-রাষ্ট্রের মেখলা সৃষ্টির পরিকল্পনা ছিলো। কারণ, মুক্ত ফরাসীজাতি য়োরোপের নিপীড়িত জাতিসমূহের রক্ষক।

আদর্শ বিস্তারের যুদ্ধ খুব স্বাভাবিকভাবেই আগ্রাসী যুদ্ধে পরিণত হয়। য়োরোপের নিপীড়িত জাতিসমূহকে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার জন্যে কঁভঁসিয়ঁ যে ডাক দেয় তার সঙ্গে এই বিদ্রোহী জাতি-সমূহকে রক্ষা করার অঙ্গীকার জড়িত। ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তির চেয়ে ভাল রক্ষা ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? পররাজ্যঅন্তর্ভুক্তির পশ্চাতে নানা উদ্দেশ্যের সমাবেশ ঘটেছিলো। প্রথমত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। যুদ্ধ এবং বিপ্লবী প্রচার ফ্রান্সের সুপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করেছিলো। আল্প্স ও রাইনে ফরাসী বাহিনীর শিবির স্থাপিত হয়েছে। এরপর ফ্রান্সকে তার প্রাকৃতিক সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সেনাপতিদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিলো। ব্রিসর মতে রাইন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের একমাত্র স্বাভাবিক সীমান্ত।

বিপ্লবী প্রচার ও পররাষ্ট্রের ফ্রান্সভুক্তির মধ্যে অচ্ছেদ্যসম্পর্ক। ফ্রান্সের সীমানার বাইরের বিজয়ী ফরাসীবাহিনী কী ভাবে জীবনধারণ করবে? ফরাসী বাহিনী তো মুক্তিবাহিনী। সাধারণ সৈন্যবাহিনীর মতো বিজিতরাজ্য লুণ্ঠনের দ্বারা তো এই বাহিনী জীবনধারণ সমস্যার সমাধান করতে পারে না। অথচ পররাষ্ট্রে ফ্রান্সের কাগজ-নোট আসিঞ্চিয়ার ব্যবহারও সম্ভব নয়। ১০ই ডিসেম্বর কাঁবঁ এই নির্মম সত্যটি খোলাখুলি-ভাবে কঁভঁসিয়ঁতে উপস্থিত করেন:

শত্রুর দেশে আমরা যতো অগ্রসর হব, ততোই এই যুদ্ধ সর্বনাশা হয়ে উঠবে, বিশেষত যখন আমরা আমাদের আদর্শ মেনে চলছি। ক্রমাগত বলা হচ্ছে আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশে মুক্তি নিয়ে যাব; সেখানে অসংখ্য মানুষও নিয়ে যেতে হচ্ছে, আসিঞ্চিয়া তো সেখানে চলে না।

আদর্শ বিস্তারের রাজনীতির জটিলতা এবং যুদ্ধের অতি বাস্তব প্রয়োজনে এই বিবর্তন ঘটে। আসিঞ্চিয়ার ব্যবহার ছাড়া আর্থিক সমস্যার দ্বিতীয় কোনো সমাধান ছিলো না।

১৭৯২-এর ১৫ই ডিসেম্বর বিজিতদেশে বিপ্লবী প্রশাসন স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিপ্লবী প্রশাসন স্থাপনের অর্থ ফরাসী প্রশাসনের আদর্শে বিজিত দেশে নতুন প্রশাসনের সংগঠন। এতে নতুন ব্যবস্থার শত্রুদের ও চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করে আসিঞ্চিয়া ব্যবহারের ব্যবস্থা হলো। দিম ও সামন্ততান্ত্রিক অধিকারসহ বিলোপ করা হলো। অন্যান্য পুরনো করের অবসান ঘটিয়ে ধনীর ওপর করভার চাপিয়ে দেওয়া হলো। কাঁবঁর ভাষায়, যে দেশে আমরা প্রবেশ করবো, সেখানে যারা বিশেষ

সুবিধার অধিকারী এবং স্বৈরাচারী, তাদের সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করবো।

অতএব বিজিত জাতিসমূহকে ফ্রান্সের বিপ্লবী একনায়কত্ব মেনে নিতে হলো।

কিন্তু বিপ্লবে দীক্ষিত মুষ্টিমেয় মানুষের কথা বাদ দিলে সাধারণ মানুষ এই বিপ্লবী রাজনীতি মেনে নিতে পারে নি। বিজিতদেশসমূহের সাধারণ মানুষের একটি বৃহৎ অংশকে কঁভঁসিয়ঁ বিপ্লববিরোধী করে তোলে।

কিন্তু বিজিতদেশে প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে আঘাত করার আর দ্বিতীয় পথও ছিলো না। তাছাড়া প্রাকৃতিকসীমান্তের জন্যে সুপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখন উচ্চারিত। বেলজিয়ামের অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করে দাঁতঁ ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমান্তের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন :

"প্রকৃতি ফ্রান্সের সীমানা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে : রাইনের তীর, সমুদ্রোপকূল, আল্‌পুস। আমরা সেখানে পৌঁছোব ; সেখানেই আমাদের প্রজাতন্ত্রের সীমা।"

কিন্তু ইতিমধ্যে ১৭৯৩-এর মার্চমাসের য়োরোপীয় কোয়ালিশন সংগঠিত হয়েছে এবং বিপ্লবের বেগবান তরঙ্গ প্রতিহত হয়ে ফিরে আসার সময় হয়েছে।

প্রথম কোয়ালিশনের সংগঠন (ফেব্রুআরি-মার্চ ১৭৯৩)

বিপ্লবী আবেগের প্রবল তরঙ্গ ফ্রান্সের সীমানার বাইরে আছড়ে পড়েছিলো, কিন্তু ফেব্রুআরি-মার্চ মাসে প্রথম য়োরোপীয় কোয়ালিশন গঠিত হওয়ার পর এই তরঙ্গ প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। প্রথম কোয়ালিশনের সংগঠন বিপ্লবের প্রসার ও ফরাসী বাহিনীর বিজয়ের প্রত্যুত্তর। বেলজিয়াম বিজয়ের পর ক্রমশ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। পিটের নেতৃত্বে ইংলণ্ড ক্রমে নিরপেক্ষতার নীতি থেকে সরে যায়।

১৭৯২-এর ১৬ই নভেম্বর ফরাসী কার্যকরী পরিষদ শেল্‌ড্‌ট নদী সব দেশের বাণিজ্যের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়। এই বিধান-দ্বারা ফ্রান্স মুন্‌স্টারের সন্ধির (যা এই বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়) শর্ত লঙ্ঘন করে। প্রত্যুত্তরে পিট পর পর কয়েকটি ফ্রান্সবিরোধী আইন পাশ করেন। ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর ফরাসী রাষ্ট্রদূত শোভলঁ্যা ইংলণ্ড ত্যাগের নির্দেশ পান। ১লা ফেব্রুআরি কঁভঁসিয়ঁ যুগপৎ ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের মূল কারণ উভয়রাষ্ট্রের আর্থনীতিক স্বার্থের সংঘাত। পূর্বতন ব্যবস্থার শেষভাগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বাণিজ্যিক, সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করে। ফরাসী বণিকবুর্জোয়া-সম্প্রদায় ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলো। সাগরপারে মাল পাঠানোর জন্যে ফ্রান্সকে ইংলণ্ডের বাণিজ্যতরীর ওপর নির্ভর করতে হতো। মূল য়োরোপীয় ভূখণ্ডের রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ প্রধানত স্বৈরতন্ত্রী য়োরোপের সঙ্গে বিপ্লবী ফরাসীপ্রজাতন্ত্রের যুদ্ধ। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। এই যুদ্ধ ফরাসী জাতির সঙ্গে ইংরেজ জাতির যুদ্ধ। ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ য়োরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হতে বিলম্ব হলো না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাজার প্রাণদণ্ড যুদ্ধের কারণ নয়, অজুহাত মাত্র। ৭ই মার্চ কঁভঁসিয়ঁ স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই প্রসঙ্গে বার্যারের[৪] দৃপ্ত ঘোষণা স্মরণীয়: "ফ্রান্সের আরো একটি শত্রু; তার অর্থ স্বাধীনতার আরো একটি বিজয়।" এরপর ইতালির শাসকদের বিরুদ্ধে (পোপ, নেপল্‌স, টাস্কেনী, ভেনিস) যুদ্ধ ঘোষিত হলো। ক্রমে সুইৎসারল্যাণ্ড ও স্ক্যানডিনেভীয় রাজ্যগুলি যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় সমগ্র য়োরোপের সঙ্গে ফ্রান্স সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। ব্রিস সগর্বে ঘোষণা করলেন: "এখন আমাদের য়োরোপের সকল অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জলে স্থলে যুদ্ধ করতে হবে।"

প্রায় সমগ্র য়োরোপ ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেও য়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছিলো না। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট প্রথম কোয়ালিশন গঠন করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুধ্যমান রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করেন; পর পর কয়েকটি চুক্তির দ্বারা কোয়ালিশন সংগঠিত করেন। ইংলণ্ড এই কোয়ালিশনের প্রাণ; ইংলণ্ড এই কোয়ালিশনের অর্থের যোগানদার।

বিপ্লবের সংকট (মার্চ ১৭৯৩)

জিরঁদেঁর বেপরোয়া বিপ্লবী রণোন্মাদনা কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যে ফরাসীবিপ্লবের চরমতম দুর্যোগের মুহূর্ত ডেকে নিয়ে এল। য়োরোপীয় শক্তিবর্গের কোয়ালিশন ও ফ্রান্সের সামরিক পরাজয়, অভিজাত প্রতিবিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ, আর্থনীতিক সংকট ও জনতার অভ্যুত্থান সব একযোগে ফ্রান্সকে সর্বনাশা গহ্বরের কিনারায় নিয়ে এল। আর সেই সঙ্গে এল জিরঁদ্যাঁ ও মঁতাঞিয়ার সংঘাতের চরমক্ষণ।

ব্যয়ভারবৃদ্ধি ও জনতার অভ্যুত্থান

বিপ্লবের সাধারণ সংকটের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক আর্থনীতিক ও সামাজিক সংকট। কঁভঁসিয়ঁ আহূত হওয়ার পর থেকে এই সংকট জিরঁদের নেতিবাচক রাজনীতিতে আরো ঘনীভূত হয়। নেতিবাচক, রাজনীতি, কারণ জিরঁদ সংকটের বিপ্লবী সমাধান চায়নি, বরং বিত্তশালী বুর্জোয়াদের বিশেষ সুযোগসুবিধা সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলো। জিরঁদ বিজিতদেশ শোষণের দ্বারা ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ আর্থনীতিক সংকটের সমাধান করতে চেয়েছিলো। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, আর্থনীতিক সমস্যা সমাধানের এই পথ ভ্রান্ত।

ক্রমাগত আসিঞ্ঞিয়ার সংখ্যাবদ্ধি ক'রে আর্থনীতিক সংকট মোচনের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিলো। এই ব্যবস্থার একমাত্র পরিণাম জীবনধারণের ব্যয়বৃদ্ধি। ১৭৯২-এর ২৯শে নভেম্বরের বক্তৃতায় সেঁ-জুস্ত এই পরিণামের কথাই বলেন : "আসিঞ্ঞিয়ার আধিক্য আমাদের অর্থনীতির দোষ। আসিঞ্ঞার সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, বরং মূল্যহ্রাস নিবারণ আমাদের কর্তব্য।" কিন্তু সেঁ-জুসতের কথায় কেউ কান দেয়নি বরং মুদ্রাস্ফীতির রাজনীতি অনুসৃত হয়। ১৭৯২-এর ১৭ই অক্টোবর আসিঞ্ঞিয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ২,800,000,000 এ। রাজার প্রাণদণ্ড ও যুদ্ধের প্রভাবে আসিঞ্ঞিয়ার ক্রমিক মূল্যহ্রাস ঘটতে থাকে। জানুয়ারীর প্রথমদিকে একশ' আসিঞ্ঞিয়ার প্রকৃত মূল্য নেমে আসে ষাট পয়ষট্টিতে, ফেব্রুআরিতে পঞ্চাশে।

ফলে জীবনধারণের ব্যয় বাড়ে। বেতনও বাড়ে : গ্রামাঞ্চলে ২0 সু, পারীতে 80। কিন্তু রুটির দাম বাড়ে অনেক বেশি। এক পাউণ্ড রুটির, দাম প্রায় ৮ সুতে দাঁড়ায়। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দামও প্রায় এক হারে বাড়ে।

কিন্তু রুটির দামই শুধু বাড়েনি, রুটি প্রায় দুর্লভ হয়ে ওঠে। ১৭৯২-এর ফসল ভাল হলেও সারা দেশে গমের চালান বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, চাষীদের গম বিক্রয়ে কোনো উৎসাহ ছিলো না। গমের পরিবর্তে কাগুজে আসিঞ্ঞিয়াসংগ্রহেরও কোনো ইচ্ছা ছিলো না তাদের। অতএব বড় শহরে খাদ্যাভাব অতি স্বাভাবিক ছিলো। প্রথম সন্ত্রাসের খাদ্যশস্য চলাচল ও অধিগ্রহণের আইন কার্যকরী হলে এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভব ছিলো। কিন্তু মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তা রলাঁ এই আইন কার্যকর না করে ৮ই ডিসেম্বরের আইনের দ্বারা খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণহীন বাণিজ্যের প্রবর্তন করেন।

আর্থনীতিক সংকট সামাজিক সংকটকে তীব্রতর করে। ১৭৯২-এর হেমন্তকাল থেকেই গ্রামাঞ্চল ও শহরে গোলোযোগ আরম্ভ হয়। লিয়ঁ, ভার্সেই, অর্লেয়াঁ, রাঁবুইয়ে (Rambouillé), এতাঁপ (E'tampes) প্রভৃতি স্থানে আন্দোলন শুরু হয়। পারীর কমিউন ও বিভিন্ন সেকসিয়ঁ ধনীর ওপর কর বসাবার দাবি জানায়। জাক্ রু্যক্স, ভার্লে[৫] এবং তাদের জঙ্গী সমর্থকদের প্রচণ্ড আন্দোলনে পারীর আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের দাবি খাদ্যশস্যের অধিগ্রহণ, রুটির কারখানার নিয়ন্ত্রণ, দরিদ্র মানুষ ও সৈন্যবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের পরিবারবর্গকে সাহায্যদান ইত্যাদি। এই জঙ্গী বিপ্লবীদের ক্ষিপ্তগোষ্ঠী বলা হতো। পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁ এদের প্রচারে সাড়া দেয়। আর্থনীতিক সংকট তীব্রতর হওয়ায় এদের সমর্থকদের সংখ্যা বাড়ে। কঁভঁসিয়ঁতে পারীর ৪৮টি সেকঁসিয়ঁর প্রতিনিধিদের ভাষণে (ফেব্রুআরি ১৭৯৩) ক্ষিপ্তগোষ্ঠীর বক্তব্য অতি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়: "ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করাই যথেষ্ট নয়, মানুষ যাতে সুখী হয়, তার ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন আছে। তাদের রুটির যোগাড় করতে হবে; কারণ যেখানে রুটির যোগান নেই সেখানে আইন নেই, স্বাধীনতা নেই, প্রজাতন্ত্র নেই।" বক্তারা খাদ্যশস্যের স্বাধীনবাণিজ্যের বিরোধিতা করে এবং ধনীদের ওপর কর বসাবার দাবি জানায়।

২৫শে ফেব্রুআরি পারীতে আন্দোলন শুরু হয়। প্রথমদিকে পারীর মেয়েরা আন্দোলন শুরু করে। পরে পুরুষরা যোগ দেয়। আন্দোলনকারীরা দোকানদারদের নির্দিষ্ট মূল্যে অত্যাবশ্যক পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য করে।

কিন্তু ক্ষিপ্তগোষ্ঠীর আন্দোলনে মঁতাঞিয়ারের সমর্থন ছিলো, একথা মনে করলে ভুল হবে। রোবসপিয়ের ও মারা উভয়েই এই আন্দোলনকে প্যাট্রিয়টদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করেছিলেন, হয়তো মতাঞি ক্ষিপ্তদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠতো যদি এই সময় জিরঁদ মঁতাঞিয়ার সংঘাতের চরমক্ষণ উপস্থিত না হতো। দেশরক্ষার জন্যে, জিরঁদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্যে জনতার আন্দোলনকে উপেক্ষা করা অথবা আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করা মঁতাঞিয়ারের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। সুতরাং জনতার দাবী অনেকাংশে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না, মঁতাঞিয়ার জনতার সমর্থন করায় পারীর জনতা জিরঁদ-মঁতাঞিয়ার সংঘর্ষে মঁতাঞিয়ারের পক্ষে যোগ দেয়। অতএব জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে জিরঁদের পতন জড়িত ছিলো।

দ্যুমুরিয়ের পরাজয় ও দেশদ্রোহিতা

১৭৯৩-এর মার্চ মাসে সীমান্তে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস ফ্রান্সের রাজনৈতিক সংকট ও জিরঁদ মঁতাগ্নিয়ার ক্ষমতার লড়াই তীব্রতর করে। ১৭৯৩-এর মার্চ থেকে ফরাসী বাহিনী পরাজিত হতে আরম্ভ করে। ১৭৯২-এর ফরাসী সামরিক বিজয়ের ফলে শত্রু পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলেও প্রত্যাঘাতের শক্তি হারিয়ে ফেলে নি। বিপ্লবী ফ্রান্সও ১৭৯২-এর অভিজাত প্রতিক্রিয়ার জন্যে সামরিক বিজয়কে রাজনৈতিক বিজয়ে পরিণত করতে পারে নি। বরং খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিজনিত অভ্যন্তরীণ সংকট এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের লড়াই ফ্রান্সকে বিপর্যস্ত করে দেয়। তাছাড়া, অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জা, খাদ্য ও শৃঙ্খলার অভাবের জন্যে ফরাসী বাহিনীকে একটি সুসংহত যন্ত্র হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। ১৭৯৩-এর মার্চ মাসে নবগঠিত প্রথম কোয়ালিশনের প্রত্যাঘাতের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়ার ক্ষমতা ফরাসীবাহিনীর ছিলো না। ১৭৯৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ফরাসীবাহিনী বেলজিয়াম অতিক্রম করে এবং হল্যাণ্ডে প্রবেশ করে ব্রেডা দখল করে। কিন্তু অস্ট্রিয়বাহিনীর পুনরাক্রমণের বিরুদ্ধে এই বাহিনী দাঁড়াতে পারে নি। অস্ট্রীয়বাহিনী পরপর কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হয়ে এক্স-লা-শাপেল ও লিয়্যাজ দখল করে নেয়। পরাজিত ফরাসীবাহিনীর মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করতে থাকে।

পরাজয়ের সংবাদে পারী উদ্বেল হয়ে ওঠে এবং গণনিরাপত্তার কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ৯ই মার্চ জিরঁদ্যা পত্রপত্রিকার প্রেস লুণ্ঠিত হয়। ১০ই মার্চ শত্রুর অনুচরদের বিচারের জন্যে বিপ্লবীবিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু শত্রুবাহিনীর বিজয় অব্যাহত থাকে। ১০ই মার্চ নিয়ারউইণ্ডেনে এবং ২১শে লুভেঁই-এ অস্ট্রীয় বাহিনীর নিকট ফরাসীবাহিনী পরাজিত হয়। ফরাসী সেনাধ্যক্ষ দ্যুমুরিয়ে অস্ট্রিয় সেনাপতি কোবুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। শত্রুর সহায়তায় কঁভঁসিয়ঁ ভেঙে দিয়ে রাজতন্ত্র ও ১৭৯১-এর সংবিধান পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা ছিলো দ্যুমুরিয়ের। অতএব তিনি বেলজিয়াম ছেড়ে চলে আসতে সম্মত হন। ইতিমধ্যে কঁভঁসিয়ঁ দ্যুমুরিয়ের হাত থেকে সৈন্য পরিচালনার ভার কেড়ে নেওয়ার জন্যে চারজন কমিসার ও যুদ্ধমন্ত্রীকে পাঠায়। কিন্তু পয়লা এপ্রিল দ্যুমুরিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে অস্ট্রিয় বাহিনীর নিকট সমর্পণ করেন। সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নিয়ে এসে পারী অধিকার করার সংকল্প ছিলো দ্যুমুরিয়ের। কিন্তু সৈন্যবাহিনী দ্যুমুরিয়ের

দেশদ্রোহিতার এই প্রয়াস ব্যর্থ করে দেয়। অবশেষে ৫ই এপ্রিল তিনি ফরাসী শিবির ত্যাগ করে অস্ট্রিয়বাহিনীতে যোগ দেন।

অস্ট্রিয়বাহিনী কর্তৃক বেলজিয়াম অধিকৃত হওয়ায় রাইন নদীর বাম তীর থেকেও ফরাসী বাহিনীকে সরে আসতে হলো। নিয়ারউইণ্ডেনের সংবাদ পাওয়ার পর ব্রুনসুইক রাইন অতিক্রম করেন এবং হ্বোরমস্ ও স্পির অধিকার করে মাইয়ঁস অবরোধ করেন।

অতএব যুদ্ধ আবার ফরাসী দেশের অভ্যন্তরে ফিরে এলো। ঠিক এই মুহূর্তে বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে শুরু হলো সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিদ্রোহ : ভঁদের বিদ্রোহ। তিনলক্ষ মানুষকে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার নির্দেশ এই বিদ্রোহের উপলক্ষ্য। ভঁদের (Vendée) বিদ্রোহই শুধু নয় সাময়িক পরাজয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইও চরমে পেঁৗছোলো। জিরঁদ দাঁতঁর বিরুদ্ধে দ্যুমুরিয়ের সঙ্গে যোগসাজসের অভিযোগ আনে। দাঁতঁ একই অভিযোগ আনেন সামগ্রিকভাবে জিরঁদ্যাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ মঁতাঞিয়ারদের কাছে সুযোগ হিসাবে উপস্থিত হয়। শত্রুসৈন্যের আক্রমণ ভঁদের কৃষকবিদ্রোহ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই—সব মিলিয়ে ১৭৯৩-এর মার্চ, এপ্রিল, মে এই তিন মাস ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের সবচেয়ে সংকটজনক সময়।

ভঁদের কৃষক বিদ্রোহ

বিপ্লবের বিরুদ্ধে ভঁদের কৃষকবিদ্রোহের মতো বিপজ্জনক অভ্যুত্থান আর হয় নি। এই অভ্যুত্থান দারিদ্র্যপীড়িত, নিষ্পেষিত কৃষকসমাজের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। শহুরে বুর্জোয়া করসংগ্রাহক, খাদ্যশস্যের কারবারী এবং জাতীয় সম্পদের অধিকারীদের দ্বারা কৃষককুলের শোষণ বিপ্লবের নানা ওলটপালট সত্ত্বেও অব্যাহত ছিলো। যাজকীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ায় ধর্মের ক্ষেত্রে যে গভীর সংকট সৃষ্টি হয় তা ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী সরল কৃষকসমাজকে বিপ্লবের প্রতি বিমুখ করে তোলে।

অবাধ্য যাজক ও প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাতদের প্ররোচনাও ছিলো। কিন্তু মূলত এই বিদ্রোহ যাজক অথবা অভিজাতদের প্ররোচনার ফল নয়। বিপ্লবের স্ববিরোধী টানাপোড়েনে বিক্ষুব্ধ কৃষকঅভ্যুত্থানের সুযোগ গ্রহণ করে অবাধ্য যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়। ফলে ভঁদের বিদ্রোহের প্রতিবিপ্লবী প্রবণতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে রাজকীয় দল আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। ১৭৯১-এর অভিজাত-

বিদ্রোহ কৃষককুলের সমর্থন পায় নি কিংবা ১৭৯২-এ যখন যাজকেরা নির্বাসিত হয়, তখনও কৃষকরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে নি।

ভঁদের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কঁভসিয়ঁ কর্তৃক সৈন্যবাহিনীর জন্যে তিনলক্ষ নতুন রংরুট সংগ্রহের নির্দেশ। রংরুট সংগ্রহের সরকারী অভিযানের বিরুদ্ধে ১০ই মার্চ ভঁদের কৃষকদের অভ্যুত্থান ঘটে। কৃষকদের রাজা কিংবা পূর্বতন ব্যবস্থার প্রতি পক্ষপাত ছিলো না; তাদের আপত্তি ছিলো গ্রাম ছেড়ে দূরদেশে যুদ্ধযাত্রায়। অভিজাতসম্প্রদায়ও ভঁদের অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না; ঘটনার আকস্মিকতায় তারা বিস্মিত হলেও শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করতে তাদের দেরী হয় নি। প্রথম দিকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় কৃষকনেতারা। কিন্তু এপ্রিল মাস থেকে নেতৃত্ব অভিজাতদের হাতে চলে যায়।

প্রথম দিকে বিদ্রোহীরা পর পর সাফল্য অর্জন করে। বস্তুত ১৭৯৩-এর অক্টোবর পর্যন্ত ভঁদে বাহিনী অপরাজিত থাকে।

ভঁদের বিদ্রোহ ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। গৃহযুদ্ধের ফলে প্রজাতন্ত্রীরা মঁতাঞিয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কারণ একমাত্র মঁতাঞিয়াররাই জাতীয় নিরাপত্তার রাজনীতি অনুসরণ করছিলো। কিন্তু য়োরোপীয় কোয়ালিশন ও প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার জন্যে মঁতাঞিয়ারের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রয়োজন ছিলো।

সুতরাং জনতার দাবিও অনেকাংশে মেনে নেওয়া অপরিহার্য ছিলো। অতএব ১০ই মার্চ বিপ্লবী বিচারালয় গঠিত হয়; ২০শে গঠিত হয় পর্যবেক্ষক পরিষদ; ১১ই এপ্রিল আসিঞিয়ার মূল্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয় এবং খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়া হয় ৪ঠা মে। অন্যদিকে এই সব জরুরীব্যবস্থা জিরঁদকে উপড়ে ফেলার শানিত অস্ত্র হিসাবেও কাজ করে। ভঁদের বিদ্রোহ বিপ্লবের চরম মুহূর্তকে ডেকে এনে জিরঁদের পতন অনিবার্য করে তোলে। ১৭৯৩-এর ২৬শে মার্চ বারারকে লিখিত জ্যাঁবঁ সেঁতাঁদ্রের চিঠি এই চরম মুহূর্তের বিপ্লবী মানসিকতার স্বাক্ষর বহন করে :

"(দেশ) সর্বনাশের মুখে এবং আমরা নিশ্চিত জানি যে অতি দ্রুত ও অতি হিংস্র ব্যবস্থা ছাড়া একে রক্ষার আর কোনো উপায় নেই....অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে বিপ্লব এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। একথা খোলাখুলিভাবে জাতীয় কঁভসিয়ঁকে বলা দরকার: আপনারা একটি বিপ্লবী পরিষদ.... বিপ্লবের সঙ্গে আমাদের ভাগ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভবে জড়িত। রাষ্ট্রতরীকে বন্দরে নিয়ে যেতে হবে নয়তো এর সঙ্গে আমাদেরও মরতে হবে।"

জিরঁদের পতন (মার্চ—জুন ১৭৯৩)

ফ্রান্সের নিদারুণ দুর্যোগের দিনে জনতার অভ্যুত্থানের ফলে জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে প্রথম জরুরীব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু অকুতোভয়ে সংকটের মোকাবিলা করার সামর্থ্য জিরঁদের ছিলো না। মঁতাঞিয়ার জঙ্গী জনতার প্রদর্শিত পথে রাষ্ট্রতরীকে চালনা করে নিরাপদ বন্দরে নিয়ে যায়। ১৭৯৩-এর বসন্তকাল থেকে নতুন বিপ্লবী সরকার গড়ে উঠতে থাকে এবং ক্রমে স্বাধীনতার স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতীয় নিরাপত্তার প্রাথমিক ব্যবস্থা

সংকটের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে জনতার অভ্যুত্থান ও বিপ্লবী ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গি-ভাবে যুক্ত ছিলো। ১০ই মার্চ বিপ্লবী বিচারালয় গঠিত হয়। ১৭৯২-এর অগস্টে প্রুশীয়বাহিনীর অগ্রগতিতে পারীতে যে বিপ্লবীআবেগ সঞ্চারিত হয়েছিলো, ১৭৯৩-এ বেলজিয়ামে ফরাসীপরাজয়ে অনুরূপ আবেগের সৃষ্টি হয়। পারীর অধিকাংশ সেকসিয়ঁই দেশের ভেতরে বিচারের জন্যে একটি জরুরীবিচারালয় গঠনের দাবি করে। ৯ই মার্চ দাঁতঁও এই প্রস্তাব করেন : "আমাদের পূর্বসূরীদের ভুল থেকে আমাদের শিখতে হবে ; বিধানসভা যা করে নি আমাদের তাই করতে হবে : জাতিকে ত্রাণ করার জন্যে আমাদের ভয়ঙ্কর হতে হবে।"

জিরঁদ্যাদের বিরোধিতা সত্বেও ১০ই মার্চ কঁভঁসিয়ঁ জরুরীবিচারালয় গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ২১শে মার্চ বিপ্লবী পর্যবেক্ষক পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই পরিষদ গঠনের প্রস্তাব পারীর সেকসিয়ঁতে গঠিত পর্যবেক্ষক কমিটির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মাত্র। সন্দেহজনক বিপ্লববিরোধী ব্যক্তিদের নামের তালিকা ও তাদের গ্রেপ্তারীপরোয়ানা প্রস্তুতির দায়িত্ব ক্রমে এই সব কমিটি হাতে নেয়। অধিকাংশ কমিটিই গঠিত হয়েছিলো বিপ্লবী সাঁ-কুলোৎ দেশপ্রেমিকদের নিয়ে। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী কমিটিগুলি অভিজাত, মধ্যপন্থী ও জিরঁদ্যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হয়। ২৮শে মার্চ দেশত্যাগী অভিজাতদের বিরুদ্ধে আইন কার্যে পরিণত হয়। ১৭৮৯-এর ১লা জুলাই থেকে যারা দেশত্যাগ করেছে এবং ১৭৯২-এর ৯ই মের মধ্যে যারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে নি তারাই দেশত্যাগী এবং এরা চিরকালের মত ফরাসী দেশ থেকে নির্বাসিত বলে গণ্য হবে। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৭৯৩-এর ৫ই ও ৬ই এপ্রিল গণনিরাপত্তা কমিটি গঠিত হয়। প্রথমত

কঁভঁসিয়ঁর নয়জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে এই কমিটির গোপন অধিবেশন হতো। অস্থায়ী কার্যকরী পরিষদের ওপর ন্যস্ত প্রশাসনিক কাজ যাতে দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয়, তার ব্যবস্থা ও সামগ্রিক পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় গণনিরাপত্তা কমিটির ওপর। তাছাড়া জরুরীঅবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক ক্ষমতাও ছিলো এই কমিটির। এই কমিটির নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকরী পরিষদ কার্যে পরিণত করবে।

এই প্রসঙ্গে মঁতাঞ্ঞিয়ারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অভিযোগের মারা যে প্রত্যুত্তর দেন, তা স্মরণীয় : "হিংসার দ্বারাই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, রাজাদের স্বৈরাচার ধ্বংস করার জন্যে সাময়িকভাবে স্বাধীনতার স্বৈরাচার সংগঠিত করার সময় এসেছে।" অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে দাঁতঁ, বার‍্যার ও কাঁবঁ এই কমিটির সদস্য মনোনীত হন।

৯ই এপ্রিল সৈন্যবাহিনীতে জাতীয় প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে ৯ই মার্চ থেকে কঁভঁসিয়ঁ ৮২ জন সদস্যকে সারাদেশে সৈন্যবাহিনীর জন্য তিন লক্ষ রংরুট সংগ্রহ অভিযানে পাঠিয়েছিলো। ৯ই এপ্রিলের আইনে প্রজাতন্ত্রের ১১টি সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকটিতে তিনজন জাতীয় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। এঁরা অপরিসীম ক্ষমতা পান। কার্যকরী পরিষদের প্রতিনিধিদের ওপর এবং সৈন্যবাহিনীর ঠিকাদার, জেনারেল, অফিসার ও সৈনিকদের ওপর সক্রিয়ভাবে লক্ষ্য রাখার ক্ষমতা দেওয়া হলো এঁদের। ৩০শে এপ্রিল কঁভঁসিয়ঁ এঁদের ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেয়। এমন কি জেনারেলদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতাও এঁরা পেলেন। সেই সঙ্গে এঁদের দায়িত্বও অনেক বেড়ে গেলো। গণনিরাপত্তা কমিটির কাছে এঁদের প্রতিদিনের কাজের ডায়েরী পাঠাতে হতো, সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাতে হতো কঁভঁসিয়ঁর কাছে, কারণ শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কর্তৃত্ব ছিলো কঁভঁসিয়ঁর।

জরুরীরাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অনুরূপ আর্থনীতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে উপায় ছিলো না। বিশেষত জিরঁদ ও মঁতাঞ্ঞির সংঘাতের অন্তিমলগ্ন উপস্থিত হওয়ায় সামাজিক ও আর্থনীতিক ব্যবস্থা অবলম্বন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১১ই এপ্রিল আসিঞ্ঞিয়ার মূল্য নির্ধারণের পর এই মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হলো। ৪ঠা মে প্রত্যেক দ্যপার্তমঁ খাদ্যশস্য ও ময়দার সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দিলো।

প্রত্যেক জেলা উৎপন্ন ফসলের অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করে, যাতে নির্দিষ্ট বাজারে খাদ্যশস্যের ঘাটতি না হয়। নির্দিষ্ট বাজার ব্যতীত খাদ্যশস্যের

ব্যবসা নিষিদ্ধ হল। ২০শে মে কঁভঁসিয়ঁ বণিকের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক ঋণ আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জনতার সমর্থনের জন্য এই জাতীয় আইন প্রবর্তন করা কঁভঁসিয়ঁর পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো।

৩১ মে—২রা জুনের (১৭৯৩) বিপ্লবী দিন

সাঁ-কুলোৎ জনতাকে মঁতাঞিয়ারের প্রয়োজন ছিলো। জিরঁদ-মঁতাঞিয়ার সংঘাতের অন্তিমপবে মঁতাঞিকে সম্পূর্ণভাবে সাঁকুলোৎদের ওপর নির্ভর করতে হয়। কঁভঁসিয়ঁতে মঁতাঞিয়ার সংখ্যালঘু। সেখানে জিরঁদের আধিপত্য। কিন্তু সরকার আর জিরঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো না। কারণ, সমতল এখন জিরঁদের অনুগামী নয় বরং মঁতাঞিয়ারের গণনিরাপত্তাবিষয়ক প্রত্যেকটি প্রস্তাব সমতল সমর্থন করেছিলো। কিন্তু সমতল দলগত রাজনীতির উর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। পারীর কমিউনের প্রতিও সমতলের অবিশ্বাস ছিলো। সুতরাং জিরঁদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জয়ী হওয়ার জন্যে মঁতাঞিয়ারের সাঁকুলোৎদের আহ্বান করা ছাড়া অন্য পথ খোলা ছিলো না।

৩রা এপ্রিল রোবসপিয়ের জিরঁদের বিরুদ্ধে অন্তিম সংঘর্ষের সূচনা করেন : "আমার বিশ্বাস যারা দ্যুমুরিয়ে, বিশেষত ব্রিসর, সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করা গণনিরাপত্তার প্রথম ব্যবস্থা।" ১০ই এপ্রিল তিনি আবার জিরঁদের প্রতিবিপ্লবী রাজনীতির নিন্দা করেন। ভার্জিনো প্রত্যুত্তরে জিরঁদকে মধ্যপন্থী বলেই চিহ্নিত করেন :

"হ্যাঁ, আমরা মধ্যপন্থী...রাজতন্ত্রের বিলোপের পর বিপ্লবের কথা অনেক শুনেছি। আমি বলি...দুটি সম্ভাব্য পন্থা আছে। সম্পত্তি রক্ষা অথবা ভূমি সম্বন্ধীয় আইনের পন্থা এবং স্বৈরাচারের পন্থা। আমার দৃঢ় সিদ্ধান্ত, আমি এই দুই পন্থার বিরুদ্ধেই লড়ব। সন্ত্রাসের দ্বারা বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চলছে, আমি প্রেমের দ্বারা বিপ্লবকে পূর্ণ করতে চাই। আমাদের মধ্যপন্থা প্রজাতন্ত্রকে গৃহযুদ্ধের মহাদুর্বিপাক থেকে রক্ষা করেছে।"

৫ই এপ্রিল মারার নেতৃত্বে জ্যকব্যাঁ দল কঁভঁসিয়ঁর যে সব সদস্য রাজাকে রক্ষা করার জন্যে জনতার কাছে আবেদনের প্রস্তাব করেছিলো তাদের বহিষ্কারের দাবি করার জন্যে সহযোগী সোসাইটি সমূহকে নির্দেশ দেয়। ১৩ই এপ্রিল এই নির্দেশে সই করার জন্যে মারাকে অভিযুক্ত করা হয়। বিপ্লবীবিচারালয় মারাকে এই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়। ১৫ই এপ্রিল পারীর ৪৮টি সেকসিয়ঁর মধ্যে ৩৫টি, জিরঁদের ২২ জন নেতৃস্থানীয় সদস্যের বিরুদ্ধে কঁভঁসিয়ঁর কাছে আবেদন করে।

এই নতুন বিপদের মুখে জিরঁদ কঁভঁসিয়ঁর মধ্যে বিরোধ সীমাবদ্ধ না রেখে বাইরে সামাজিক স্তরে নিয়ে আসে। এপ্রিলের শেষে প্যাতিয়ঁ বিত্তবানদের এই সংঘাতে অংশগ্রহণ করার জন্যে এক আবেদন প্রচার করেন : "আপনাদের সম্পত্তি আক্রান্ত, আর এই বিপদের মুখে আপনারা চোখ বুজে আছেন। যাদের আছে এবং যাদের নেই, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে—আর আপনারা তা ঠেকাবার কোনো ব্যবস্থা করছেন না। পারীবাসী! আপনারা আলস্য ছেড়ে উঠে আসুন, এই সব বিষাক্ত কীটদের তাদের গর্তে ফিরে যেতে বাধ্য করুন।"

এই সময়ে রোবসপিয়ের কঁভঁসিয়ঁতে একটি ঘোষণার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটির মর্মে হল : সামাজিক প্রয়োজনে সম্পত্তির অধিকার খণ্ডিত করা যেতে পারে। ১৭৮৯-এর মানবিক অধিকারের ঘোষণায় সম্পত্তি একটি সামাজিকপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বস্তুত রোবসপিয়ের নিজেও সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয় অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৭৯৩-এর এপ্রিলের সম্পত্তির পবিত্র অধিকার খর্ব করার রোবসপিয়েরীয় প্রস্তাব নেহাৎই রাজনৈতিক কৌশল।

জিরঁদকে পরাজিত করার জন্যে সাঁকুলোৎদের সক্রিয় সমর্থন সামাজিক গণতন্ত্রের আশ্বাস ব্যতীত পাওয়া যেতো না।

মধ্যপন্থী জিরঁদের পক্ষে সাঁ-কুলোৎদের সমর্থনের আশা দুরাশা। অতএব জিরঁদ ফ্রান্সের অন্যান্য দ্যপার্তমঁ-এ অভিজাত প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে জাগ্রত করে তোলার চেষ্টা করে। বিশেষত, মঁতাঞিয়ার নেতৃত্বাধীন সাঁ-কুলোৎদের বিরুদ্ধে জিরঁদ বিভিন্ন দ্যপার্তমঁ-এ বিদ্রোহের প্রেরণা যুগিয়েছিলো, যদিও অধিকাংশ দ্যপার্তমঁ-এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো রাজতন্ত্রীরা। বর্দো, নার্ত, লিয়ঁ, মার্সেই প্রভৃতি শহরে জিরঁদ্যাগণ অভিজাতদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কঁভঁসিয়ঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়েছিলো। মার্সেইয়ে প্রকাশ্যেই প্রতিবিপ্লব মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো। সেখানে বিভিন্ন সেকসিয়ঁ নিয়ে গঠিত একটি কমিটি জাকবঁ্যা ও সাঁ-কুলোৎদের বিতাড়িত করতে আরম্ভ করে। লিয়ঁতে মধ্যপন্থী ও রাজতন্ত্রীরা একত্রিত হ'য়ে বিভিন্ন সেকসিয়তে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন ক'রে মঁতাঞিয়ারদের নিকট থেকে পুরসভা দখল করে নেয়। স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবোধ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের স্বপক্ষে ছিলো। সুতরাং অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় বিপদের মোকাবিলার জন্যে মঁতাঞিয়ার-ঈপ্সিত এক অখণ্ড প্রজাতন্ত্রের অনুকূল পরিবেশ ছিলো না; জিরঁদের কাছে দেশরক্ষার চেয়েও শ্রেণীস্বার্থ বড় হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চ বর্জোয়াশ্রেণী শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের শত্রুতে পরিণত হয়।

কিন্তু জিরঁদ্যাঁ গোষ্ঠির বিশ্বাস ছিলো, পারীর, বিশেষত পারীর কমিউনের, আনুগত্য ছাড়া মঁতাঞিয়ারকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাই জিরঁদ্যাগণ পারীকমিউন দখলের সংগ্রাম শুরু করে। ১৮ই মে গুয়াদে অরাজকতার ও দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা পারীকমিউনের বিলোপের দাবি জানান। সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র জিরঁদ্যাঁ সদস্য নিয়ে বারজনের একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। ২৪শে মে কমিশন এবের (Hebert), ভার্লে (Varlet), দব্স্যাঁ (Dobsen) প্রভৃতি জঙ্গী রাজনৈতিক নেতবৃন্দের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়।

২৫শে মে কমিউন এবেরের মুক্তি দাবি করে। উত্তরে কঁভঁসিয়ঁর সভাপতি ইসনার পারীর বিরুদ্ধে তার বিখ্যাত হুমকি দেন যা ব্রুনস্হ্বিকের ঘোষণাকে মনে করিয়ে দেয়: "বারবার নতুন নতুন অভ্যুত্থানের দ্বারা জাতীয় প্রতিনিধিত্বের বিলোপের চেষ্টা যদি হতে থাকে, তাহলে সমগ্র ফ্রান্সের নামে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, পারীকে মুছে দেওয়া হবে ; কিছু-দিনের মধ্যেই স্যানের দুই তীরে পারী ছিলো কিনা খুঁজে দেখতে হবে।

পরদিন রোবসপিয়ের অভ্যুত্থানের ডাক দেন: "যখন জনতা অত্যাচারিত হয়, যখন নিজেরা ছাড়া তাদের আর কেউ থাকে না, তখন যে তাদের অভ্যুত্থানের ডাক দেয় না, সে ক্লীব। যখন সকল আইন লঙ্ঘিত হয় এবং স্বৈরাচার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনই জনতার অভ্যুত্থানের সময়। সেই মুহূর্ত এসেছে।"

২৯শে মে ৩৩টি সেকসিয়ঁর প্রতিনিধিবৃন্দ ৯ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিদ্রোহী কমিউন গঠন করে। এই নয়জনের মধ্যে ভার্লে ও দব্স্যাঁ উভয়েই ছিলেন। ৩১শে মে বিদ্রোহ শুরু হয়। ৩১শে মের বিদ্রোহীরা ১০ই অগষ্টের বিদ্রোহের কৌশল অনুসরণ করে। আপৎ-ঘণ্টা বেজে ওঠে, কামান নির্ঘোষ হয়। সেকসিয়ঁ ও কমিউনের আবেদনকারীরা দেশরক্ষা ও সামাজিক স্থিতির জন্যে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা পেশ করে: জিরঁদ নেতৃবৃন্দের বহিষ্কার, বারজনের তদন্ত কমিশনের বিলুপ্তি, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার, নতুন বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর সংগঠন, প্রশাসনের শুদ্ধীকরণ, ধনিকের উপর কর বসিয়ে রুটির সর্বোচ্চ মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৩ সু নির্ধারণ এবং বৃদ্ধ, পঙ্গু ও দেশরক্ষীদের আত্মীয়বর্গকে আর্থিক সাহায্যদান। কিন্তু আন্দোলনকারীরা কঁভঁসিয়ঁকে এই পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য করতে পারে নি। কঁভঁসিয়ঁ শুধুমাত্র বারজনের তদন্ত কমিশন বিলোপে স্বীকৃত হয়। অতএব বিদ্রোহ পুরোপুরি সফল হয় নি।

২রা জুন রবিবার আবার অভ্যুত্থান ঘটে। বিদ্রোহী কমিটি আঁরিয়ঁর (Hanriot) নেতৃত্বে ৮০ হাজার জাতীয় রক্ষিবাহিনী দিয়ে কঁভঁসিয়ঁ ঘিরে ফেলে। এদের একটি প্রতিনিধিদল জিরঁদ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। কিছুক্ষণ বিশৃঙ্খল আলোচনার পর কঁভঁসিয়ঁর সদস্যগণ ঘেরাও-এর গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রত্যুত্তরে আঁরিয়ঁ তাঁর রক্ষিদের আদেশ দেন : "গোলন্দাজেরা ! নিজ নিজ কামানের কাছে প্রস্তুত থাক।" অতএব দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া সদস্যদের আর কোনো উপায় ছিলো না। কঁভঁসিয়ঁ বাধ্য হয়ে ২৯ জন জিরঁদ্যাঁ সদস্য ও ক্লাভিয়্যা ও ল্যব্রঁ (Lebrun) এই দু'জন মন্ত্রীর গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে বাধ্য হয়। এভাবে জিরঁদ্যাঁ গোষ্ঠীর পতন ঘটলো। জিরঁদ-মঁতাঞিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হলো।

এরপর পারীর বিপ্লবীরঙ্গমঞ্চ থেকে জিরোদ্যাঁদের প্রস্থান। জিরঁদ যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো, কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনার সামর্থ্য তাদের ছিলো না। এরা রাজাকে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করেছে, কিন্তু রাজার প্রাণদণ্ডাজ্ঞার বিরোধিতা করেছে, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনতার সমর্থন চেয়েছে, কিন্তু জনতাকে শাসনক্ষমতার অংশীদার করতে চায়নি। আর্থনীতিক সংকটকে ঘনীভূত করেছে, কিন্তু সংকট সমাধানের জন্যে জনতার পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করেছে। মঁতাঞিয়ারের কাছে গণনিরাপত্তার চেয়ে বড় আইন আর কিছু ছিলো না। জনতার সমর্থনে মঁতাঞিয়ার ক্ষমতা লাভ করায় সাঁকুলোৎরাও ক্ষমতার অংশীদার হলো। এই অর্থে ৩১শে মে এবং ২রা জুনের বিপ্লবী দিনের তাৎপর্যের রাজনৈতিক ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়; এই দুটি 'দিন' এক অর্থে নতুন অভিজাত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতির আত্মরক্ষামূলক ও শাস্তিমূলক প্রতিক্রিয়া; অন্যদিকে এই দিন দুটি রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে চূড়ান্ত বিপ্লবের পথে নিয়ে যায়। অদূরভবিষ্যতে বিভিন্ন দ্যপার্তমঁ-এ জিরঁদের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দিনগুলি গভীর অর্থবহ।

জোরেস তাঁর ইস্তোয়ার-সোসিয়ালিস্তে ৩১শে মে ও ২রা জুনের বিপ্লবী দিনের শ্রেণীচরিত্র স্বীকার করেন নি। বস্তুত, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ করলে জিরঁদ ও মঁতাঞির বুর্জোয়া উৎপত্তি চোখে পড়বে। অন্যদিকে উচ্চতর বুর্জোয়াদের ক্ষমতার বিলোপ এবং সাঁ-কুলোৎদের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ এই দুটি দিনকে সামাজিক দিক দিয়ে গভীরভাবে অর্থবহ করে তুলেছিলো। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি দিনকে ১৭৯৩-এর '৩১শে মে এবং ২রা জুনের' বিপ্লব' আখ্যা দিয়ে জর্জ লেফেভ্র অভিনন্দন করেন নি।

২৭

গণনিরাপত্তা কমিটির স্বৈরাচার (জুন-ডিসেম্বর-১৭৯৩)

জিরঁদের অপসারণের পরও মঁতাঞিয়ার পরিচালিত কঁভঁসিয়ঁর সংকটের অবসান হয় নি। বরং সংকট আরো ঘনীভূত হয়। কারণ একদিকে যুক্তরাষ্ট্রবাদীদের বিদ্রোহ প্রতিবিপ্লবকে নতুন ইন্ধন যোগায়, অন্যদিকে ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে জনতার আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার মতো উপযুক্ত শাসনযন্ত্র ফ্রান্সের ছিলো না। গণনিরাপত্তা কমিটিতে দাঁতঁ শক্ত হাতে এই উভয় সংকটের মোকাবিলা না ক'রে বিদ্রোহীদের শান্ত করার জন্যে আলাপ আলোচনায় কালক্ষেপ করছিলেন। বস্তুত ১৭৯৩-এর জুলাই মাসে ফ্রান্স ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মঁতাঞি ইতস্তত করছিলো। কারণ, অন্তর্লীন স্ববিরোধিতার ফলে মঁতাঞিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কিন্তু উত্তেজিত, বিক্ষুব্ধ জনতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিলো। জনতার চাপে মঁতাঞি গণ-নিরাপত্তার জন্যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হলো। এই ব্যবস্থা হলো প্রাপ্তবয়স্ক ফরাসী নাগরিকের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের আইন (২৩শে অগস্ট, ১৭৯৩) (La Levée en masse)। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্যে একটি বৈপ্লবিক শাসনযন্ত্র অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিলো। জনতার বিপ্লবী আবেগের সংহত প্রবাহ এবং জনতা ও বুর্জোয়া শাসককুলের মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখার অন্য কোনো উপায়ও ছিলো না। সাঁ-কুলোৎ-মঁতাঞিয়ার মৈত্রীর ভিত্তির ওপর ধীরে ধীরে ১৭৯৩-এর জুলাই ও ডিসেম্বরের বিপ্লবী সরকার সংগঠিত হয়। কিন্তু জাতীয় সংকটের অবসান হলে এই স্ববিরোধিতা প্রকট হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিলো।

মঁতাঞিয়ার, মধ্যপন্থী ও সাঁ-কুলোৎ (জুন-জুলাই, ১৭৯৩)

পারীর সাঁকুলোতেরাই মঁতাঞিয়ারদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলো। কিন্তু সাঁকুলোৎদের চাপের কাছে মঁতাঞির আত্মসমর্পণের কোনো ইচ্ছা

ছিলো না। ২রা জুনের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পর মঁতাঞিের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো জনতার বিপ্লবী আবেগকে সংযত রাখা। সেই সঙ্গে জনতা যাতে মঁতাঞিের প্রতি বিরূপ হয়ে জিরঁদের পক্ষে না চলে যায়, সেদিকেও তাদের দৃষ্টি ছিলো। জিরঁদের সঙ্গে সংঘাতের সময় যে সব সদস্যরা নিরপেক্ষ ছিলেন, তাদের স্বপক্ষে আনার জন্যে এবার তৎপর হয়ে ওঠে মঁতাঞি। অর্থাৎ বিত্তশালী মধ্যপন্থীদের দলে টানতে চাইল তারা। কিন্তু মঁতাঞিের কাছে যা তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি তা হল : ৩১শে মের বিদ্রোহী কমিটির প্রস্তাবিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে আপসপন্থার কোনো স্থান ছিলো না। জিরঁদ্যাদের গ্রেপ্তার ছাড়াও বিদ্রোহী কমিটির আরো কয়েকটি প্রস্তাব ছিলো : সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার, পারীর খাদ্য-সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চমূল্য নির্ধারণ, অবশ্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের অধিগ্রহণ, অভিজাতদের বহিষ্কারের দ্বারা প্রশাসন ও সৈন্য-বাহিনীর শুদ্ধীকরণ এবং এইসব কিছুর দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে একটি বিপ্লবী বাহিনীর সংগঠন। মঁতাঞি এই মুহূর্তে সন্ত্রাস চায় নি ; বরং জনতার আন্দোলনকে একটি স্থির সীমার মধ্যে বেঁধে রেখে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তা স্বীকার ক'রে বুর্জোয়া শ্রেণীকে আশ্বস্ত করতেই চেয়েছিলো। কিন্তু সেই মুহূর্তের অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব ছিলো। জুলাইর সংকটে মঁতাঞিের এই মধ্যপন্থী নীতি ভেসে গেলো।

মঁতাঞিয়ার মধ্যপন্থা

গোটা জুন মাস মঁতাঞি আপসের পথ খোঁজে ; তাই কোনো চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। বিপ্লবী বাহিনীর গঠনে পারীর সাঁকুলোতীয় স্বৈরাচারের ভীতি দূর করে ফ্রান্সের বিভিন্ন দ্যপার্তঁমর আনুগত্য অর্জন মঁতাঞির কাছে আরো বেশী জরুরী ছিলো। কারণ, জিরদেঁর বিতাড়নের পর যুক্তরাষ্ট্রপন্থী আন্দোলনের দ্বারা ফ্রান্সের বিচ্ছিন্নতার সমস্যা তখন অতি বাস্তব। কৃষক অসন্তোষ দূর করার জন্যে সামাজিক ক্ষেত্রে কঁভঁসিয় তিনটি আইন প্রণয়ন করে। ৩রা জুনের আইন ; দেশত্যাগীদের ভূসম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হবে। জমির মূল্য পরিশোধের জন্য দশ বৎসরের সময় দেওয়া হবে। ১০ই জুনের আইন ; যৌথভূমিও কৃষককুলের মধ্যে সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা হবে। ১৭ জুলাইর আইনে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন সম্পূর্ণ

হয়। এই আইন বিনা ক্ষতিপূরণে ভূসম্পত্তির ওপর সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বিলোপ করে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কঁভঁসিয়ঁ অতি দ্রুত একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে। কারণ, মঁতাঞিরা লক্ষ স্বৈরাচার নয়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দ্রুত প্রবর্তন—এই ধারণা প্রচারিত হলে ফ্রান্সের বিভিন্ন দ্যপার্তমঁর আনুগত্য অনায়াসলভ্য হবে।

১৭৯৩-এর ২৪শে জুন কঁভঁসিয়ঁ কর্তৃক নতুন সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ হয়। ১৭৯৩-এর সংবিধান ১৭৯১-এর সংবিধান অপেক্ষাও প্রগতিশীল। এই নতুন সংবিধানের অধিকারের ঘোষণাপত্রে বলা হয়—সমাজের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের সুখ। নাগরিকদের ধর্মের, শিক্ষার ও সরকারী সহায়তার অধিকার এতে স্বীকৃত। এই ঘোষণায় আরো বলা হয়: জনসাধারণের ত্রাণ সমাজের পবিত্র ঋণ। নিঃস্ব নাগরিকদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সমাজের।

১৭৯৩-এর ঘোষণাপত্রে শুধুমাত্র অত্যাচার প্রতিরোধের অধিকারই নয়, বিদ্রোহের অধিকারও স্বীকৃত: "সরকার যখন জনসাধারণের অধিকার লঙ্ঘন করে, তখন সমগ্র জনসাধারণের এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর পবিত্রতম এবং আবশ্যিক কর্তব্য বিদ্রোহ।"

কিন্তু সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তা অব্যাহত রইল।

১৭৯৩-এর সংবিধানে আর্থনীতিক স্বাধীনতা স্বীকৃত। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথ মঁতাঞিয়ারের পথ নয়। এই সংবিধানে প্রশাসনের ওপর গণ-প্রতিনিধিদের আধিপত্য এবং বিধানসভার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের এই প্রকৃত ভিত্তি। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতি নির্বাচনকেন্দ্র থেকে একজন সদস্য হবে। কার্যনির্বাহক পরিষদে ২৪ জন সদস্য থাকবে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ৮৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির (প্রতি দ্যপার্তমঁ থেকে একজন) মধ্য থেকে বিধানসভা ২৪ জন সদস্যকে নির্বাচিত করবে। এভাবে মন্ত্রিসভা দায়িত্বশীল হল সমগ্র জাতির কাছে। গণভোট ব্যবস্থার প্রবর্তন করে জাতীয় সার্বভৌমত্ব আরো প্রসারিত করা হলো। নতুন সংবিধানও বৈধ হবে গণভোটে গৃহীত হলে। ১০ই অগস্ট জনতার ভোটে সংবিধান গৃহীত হলো, কিন্তু কার্যকর হলো না।

১৭৯৩-এর গ্রীষ্মের বৈপ্লবিক সংকট

মঁতাঞিয়ার কঁভঁসিয়ঁর আপসপন্থী নীতি কিন্তু গৃহযুদ্ধ রোধ

করতে পারে নি। জিরঁদ প্রভাবিত দ্যপার্তমঁ সমূহ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রবাদী বিদ্রোহ প্রসারিত হয়, ভঁদের বিদ্রোহও তীব্রতর হয়। ঠিক এই মহূর্তে য়োরোপীয় শক্তিসমবায়ের আক্রমণে সীমান্তের রক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

মে মাসের যুক্তরাষ্ট্রবাদী বিদ্রোহ পারীর সেকসিয়ঁসমূহের আন্দোলনের প্রত্যক্ষ পরিণাম। সাকুলোত্তীয় অভ্যুত্থান ও জিরঁদ্যাদের বিতাড়নের সংবাদে লিয়ঁ ও বর্দোয় বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং পারী থেকে পলাতক জিরঁদ্যাদের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ বিভিন্ন দ্যপার্তমঁ-এ বিস্তৃত হয়ে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ব্রেতাইঁন ও নর্মাঁদিতে, দক্ষিণ-পশ্চিমে, ফ্রাঁসকঁতে ও মধ্যাঞ্চলে দ্যপার্তমঁর প্রশাসন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। জুন-মাসের শেষাশেষি ফ্রান্সের ৮৩টি দ্যপার্তমঁর মধ্যে ৬০টি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

যুক্তরাষ্ট্রপন্থীদের অভ্যুত্থানের পশ্চাতে শ্রেণীস্বার্থের তাগিদ ছিলো। অধিকাংশ দ্যপার্তমঁ ছিলো বুর্জোয়াশ্রেণীর কতৃত্বাধীন। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার্থে বুর্জোয়াশ্রেণী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়। পূর্বতন ব্যবস্থার সমর্থকেরা স্বভাবতই এই বিদ্রোহের সহায়তা করে। শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতি খেটে-খাওয়া মানুষেরা ধনিকের এই বিদ্রোহের অংশীদার হয় নি। তাছাড়া অল্পদিনেই বিদ্রোহী নেতৃত্বের মধ্যে ফাটল দেখা যায়। প্রজাতন্ত্রী ও রাজতন্ত্রীদের মধ্যে কোনো ঐক্যসূত্র ছিলো না। যদিও মঁতাঞ্জির বিরুদ্ধে উভয়েরই আক্রোশ ছিলো। প্রজাতন্ত্রীরা বিদেশী আক্রমণ ও ভঁদের বিদ্রোহে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলো। রাজতন্ত্রী প্রতিক্রিয়ার অনুকূলে সংগ্রামের কোনো ইচ্ছাও তাদের ছিলো না। ফলত, স্বল্পকালের মধ্যেই রাজতন্ত্রীরা বিদ্রোহের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহ দমনের জন্যে কঁভঁসিয়ঁ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং অল্পকালের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রবাদীরা পরাজিত হয়। রবেয়ার লিঁদে নর্মাঁদির পরিস্থিতি আয়ত্তে নিয়ে আসে। ফ্রাঁস-কঁতের দ্যপার্তমঁ সমূহ বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে ; ১৮ই সেপ্টেম্বর বর্দো অধিকৃত হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জেনারেল কার্তো (Carteaux) ক্রমে আভিঞ্জিয়ঁ ও মার্সেই অধিকার করেন। রাজতন্ত্রীরা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত তুলঁ নগরী ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। লিয়ঁ অধিকারের জন্যে রীতিমত অবরোধের প্রয়োজন হয়। অক্টোবরে লিয়ঁ ও ডিসেম্বরে তুলঁর পতন হয়। যুক্তরাষ্ট্রবাদীদের বিদ্রোহ ফ্রান্সকে নিশ্চিত বিনষ্টির মুখে নিয়ে এসেছিলো।

যুক্তরাষ্ট্রপন্থী বিদ্রোহের ফল ভঁদে বিদ্রোহের অনুরূপ। এতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা আরও শক্তিশালী হয়। জিরঁদ্যাদের কেউ কেউ রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দিতে দ্বিধা করে নি। এঁদের সমর্থন করেছিলো বিত্তবান শ্রেণী। এখন এরা জনতার কাছে সন্দেহভাজন। এখন থেকে মঁতাঞি ও সাঁকুলোৎ সম্প্রদায়ই প্রকৃত প্রজাতন্ত্রী।

ইতিমধ্যে ভঁদের বিদ্রোহ আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। বিদ্রোহীরা প্রজাতন্ত্রী বাহিনীকে পরাজিত করে আঁজের (Angers) অভিমুখে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে বিদেশী শত্রু বাহিনীও ক্রমশ এগিয়ে আসছিলো। কোয়াব্লিশনের বাহিনী বেলজিয়াম ও রাইন নদীর বাম তীর অধিকার করে ফ্রান্স অভিমুখে এগিয়ে আসছিলো; ফ্রান্সের উত্তর সীমান্তে ইংলণ্ড ডানকার্ক অবরোধের জন্যে প্রস্তুত। কোবুর্গের নেতৃত্বে অস্ট্রিয়বাহিনী একটি একটি করে ফ্রান্সের উত্তর সীমান্তবর্তী দুর্গশ্রেণী দখল করে অগ্রসর হচ্ছিলো। ক্রমে কঁদে (Condé), ভালঁসিয়েন (Valencienne), কেসনোয়া (Quesnoy) এবং মোবেয়জ দুর্গ অবরুদ্ধ হয়। অথচ উত্তরের ফরাসীবাহিনীর সেনাপতি কুস্তিন অনড়, বিপ্লববিরোধী।

রাইনসীমান্তে ব্রুন্‌সহ্বিকের নেতৃত্বে প্রুশীয় বাহিনী মাইয়ঁস অধিকার করে ল্যাণ্ডাউ অবরোধ করে।

আল্পস্‌ অঞ্চলে ফরাসী সেনাপতি কেলেরমানের বাহিনীর ওপর পিয়েদমন্তীয় বাহিনীর চাপ ক্রমশ প্রবলতর হতে থাকে। স্যাভয় আক্রান্ত হয় এবং নীস আক্রমণের মুখে এসে পড়ে। স্পেনীয় বাহিনীর দ্বারা পিরিনীজ সীমান্তে পেরপিয়ঁা ও বেইয়ন আক্রান্ত হয়।

প্রত্যেক রণাঙ্গনেই ফরাসীবাহিনী পশ্চাদপসরণপর; সেনাবাহিনী উপযুক্ত নেতৃত্বহীন; দ্বিধাগ্রস্ত অথবা দেশদ্রোহী নেতৃত্ব; সুতরাং ঘন ঘন সেনাপতি বদল হতে থাকে। অভিজাত কুস্তিনের ছিলো সাঁকুলোৎ সমরমন্ত্রী বুসোতের[১] (Bouchotte) প্রতি অসীম অবজ্ঞা। সেনাপতিদের ওপর দৃষ্টি রাখার জন্যে বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীতে কঁভঁসিয়ঁ যে প্রতিনিধিদের পাঠায় তাদের সঙ্গে সেনাপতিদের মতবিরোধ হতে থাকে। অতএব যুদ্ধ পরিস্থিতি ফ্রান্সের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

১৭৯৩-এর ১৩ই জুলাই মারার হত্যাকাণ্ডে এই ভয়ঙ্কর বিপদ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। জনতার সুহৃদ মারার বুকে নর্মাঁদির কিশোরী রাজতন্ত্রী শার্লৎ কর্দের ছুরি বিপ্লবী পান্নীর হৃৎপিণ্ডে ছুরিকাঘাত। মারার হত্যাকাণ্ডে বিপ্লবী আবেগ নতুনভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠলো। মারা

সাঁকুলোৎদের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। মারা জনগণের অকৃত্রিম সুহৃদ, মারার পত্রিকায় (জনগণের বন্ধু) (Ami du Peuple) জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার কথা ও তাদের দাবি তুলে ধরা হত। মারার মৃত্যুতে পারী উদ্বেল হয়ে উঠলো। মারার হত্যাকাণ্ড বিপ্লবী প্রত্যাঘাতের সূচনা করলো।

বিপ্লবী প্রত্যাঘাত

আর্থনীতিক ও সামাজিক সংকট মঁতাঞ্জি প্রভাবিত কঁভঁসিয়ঁর কর্তব্য আরো দুরূহ করে তুললো। সংকট জনতার বিপ্লবী অভ্যুত্থান নিয়ে এলো। জনতার অসন্তোষের প্রধান কারণ অবশ্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের এবং জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি। ৪ঠা মের নির্দেশ অনুযায়ী খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হলেও তা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। অবশ্য খাদ্যশস্যের মূল্য-বৃদ্ধিতে পারীর সাঁকুলোতেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি কারণ কমিউন থেকে যে রুটি সরবরাহ করা হতো তার এক পাউণ্ডের মূল্য ছিলো মাত্র তিন সু। রুটির নিম্ন মূল্যের কারণ সরকারী অর্থ সাহায্য। কিন্তু গ্রাম থেকে অনিয়মিত খাদ্যশস্যের সরবাহের জন্যে মজুত খাদ্যশস্য যতো হ্রাস পেতে লাগল, রুটির দোকানের লাইন ততোই লম্বা হতে লাগল। জনতার অস্বস্তি বাড়তে লাগলো। বিভিন্ন দ্যপার্তমঁর বিদ্রোহের পর খাদ্য-শস্যের যোগান আরো কমে গেলো এবং খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য ভোগ্য-দ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটলো। ১৭৯১-এর জুনে ১৭৯০-এর জুনের তুলনায় গোমাংসের দাম বাড়ে ১৩৬ শতাংশ এবং প্রায় সর্বত্র মূল্যবৃদ্ধিজনিত বিস্ফোরণ ঘটে।

আসিঞ্জিয়ার মূল্য হ্রাসে ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিজনিত সংকট আরো ঘনীভূত হয়। রাজার মৃত্যু ও য়োরোপীয় কোয়ালিশন গঠিত হওয়ার পর পত্রমুদ্রার প্রকৃত মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। জুলাই মাসে পত্রমুদ্রার প্রকৃত মূল্য নামিক মূল্যের ৩০ শতাংশের নীচে নেমে যায়। মুদ্রামূল্যের এই ক্রমিক নিম্নগতির অনিবার্য পরিণাম পুঁজির অপসরণ, ফটকাবাজীর প্রসার, ভোগ্যপণ্যের মজুতদারী ও দ্রব্যমূল্যের দ্রুত উর্ধ্বগতি।

আর্থনীতিক সংকটজনিত অসন্তোষের ইন্ধন যোগায় ক্ষিপ্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠী। ক্ষিপ্তদের অভিযোগ, আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমস্যা কঁভঁসিয়ঁর নিশ্চলতাপ্রসূত। ১৫ই জুন পারীর একটি সেকসিয়ঁ মূল্য নিয়ন্ত্রণে ও মজুতদারের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির দাবি জানায়। ২৫শে জুন

জাক্ রুক্স যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি জনতার দুঃখদুর্দশার জন্যে গণনিরাপত্তা কমিটিকে দায়ী করেন :

"আপনারা কি ফটকাবাজদের আইনের আশ্রয়চ্যুত করেছেন? না। আপনারা কি মজুতদারদের জন্যে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন? না।.... আপনারা ঘোষণা করেছেন জনগনের সুখই আপনাদের কাম্য। এক শ্রেণীর মানুষ যখন অপরকে ক্ষুধার্ত করে রাখতে পারে, তখন স্বাধীনতা তো মরীচিকা। যখন একচেটিয়া অধিকারের বলে মানুষের জীবনমৃত্যুর ওপর ধনিকের কর্তৃত্ব, তখন সাম্য তো অলীক কল্পনা। ভোগ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা যখন দিনের পর দিন প্রতিবিপ্লব কাজ করে চলেছে, তখন প্রজাতন্ত্র তো মিথ্যা মায়া। এবার আপনাদের নির্দেশ জারী করুন। সাঁ-কুলোতেরা তাদের বল্লম দিয়ে আপনাদের নির্দেশ কার্যে পরিণত করবে।"

জাক্ রুক্সের এই অভিযোগের বিরুদ্ধে রোবসপিয়ের ক্রুদ্ধ প্রত্যাঘাত করেন। কিন্তু উচ্চমূল্যের পীড়ন ও হানাদারী বহিঃশত্রুর অগ্রগতি দুর্বার বেগে ফ্রান্সের রাজনীতিকে একটি বিশেষ পরিণামের দিকে চালনা করে। এপ্রিলে যে গণনিরাপত্তা কমিটি গঠিত হয়েছিলো, জুন মাসের মধ্যে তার অযোগ্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এই কমিটি বহিঃশত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয় নি, যুক্তরাষ্ট্রপন্থী বিদ্রোহকে ঠেকাতে পারে নি। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতিরোধেও সমর্থ হয় নি। কমিটির ব্যর্থতার স্বাক্ষর সর্বক্ষেত্রে। সুতরাং ১০ই জুলাই ৯ জন সদস্য নিয়ে গণনিরাপত্তা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। কমিটি থেকে দাঁতঁকে বাদ দেওয়া হয়। যে বার জন মানুষ ফরাসী বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা, দুর্যোগের বৎসরে ফ্রান্স শাসন করেছিলেন তাদের সাত জন এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মঁতাঞিয়ার ছিলেন: কুতঁ[২] (Couthon), সেঁ-জুস্ৎ, জ্যাবঁ সেঁতাঁদ্রে, প্রিয়র দ্য লা মার্ণ (Prieur de la Marnc)। বার‍্যার, লিঁদে[৩] (Lindet) সমতল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা জাতীয় দুর্দিনে মঁতাঞিয়ারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তাছাড়া ছিলেন গাস্পার‍্যাঁ[৪] (Gasparin), এরোল দ্য সেশেল্[৫] (Hérault de Seschelles) ও তুরিয়[৬] (Thuriot)। এই কমিটির সদস্যদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, সাঁ-কুলোৎ জনতার শক্তি বিপ্লবের বিজয়ী হওয়ার একমাত্র হাতিয়ার। সুতরাং শহরে সাঁ-কুলোৎ জনতার অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব মিটিয়ে অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় অভিজাত প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাদের অপরাজেয় শক্তির নিয়োগ বিজয়ের একমাত্র উপায়।

মারার হত্যাকাণ্ডে মঁতাঞ্জির রাজনীতি আরো জটিল, সংকট আরো তীব্রতর হয়। এবেরগোষ্ঠী ও ক্ষিপ্তগোষ্ঠীর মধ্যে লামি দ্যু পেউপ্‌লের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। সাঁ-কুলোৎদের মধ্যে মারার যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিলো তা অর্জনের জন্যে উভয় গোষ্ঠীই সাঁ-কুলোৎ দাবীদাওয়া নিয়ে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। বস্তুত, উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে চরমপন্থী বৈপ্লবিক ভাষা ব্যবহারের প্রতিযোগিতা লেগে যায়। বণিক বুর্জোয়া ও অভিজাত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। অতএব ধর্মঘটের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ময়দার অভাব। রুটির দোকান বন্ধ। কঁভঁসিয়ঁর নিকট হস্তক্ষেপ দাবি করে একটি আবেদন আসতে লাগল। তাঁর কাগজ প্যার দ্যুসেনে (Pére Duchesne) এবের লিখলেন : "সুখী হওয়ার জন্যেই সাঁ-কুলোতেরা বিপ্লব করেছে।"

এই পরিস্থিতিতে নব গঠিত গণনিরাপত্তা কমিটির পক্ষে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো টিকে থাকা। সাঁ-কুলোৎ প্রশ্রয়ভাজন উগ্রপন্থী ও এবেরগোষ্ঠী বিরোধিতা করলে গণনিরাপত্তা কমিটি সাঁ-কুলোৎদের সমর্থন হারাবে।

সাঁ-কুলোৎদের সমর্থন ছাড়া কমিটির পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব ছিলো না। অথচ সাঁ-কুলোৎদাবীদাওরা পুরোপুরি মেনে নিলে কমিটিকে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপ্লবী অংশের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। এভাবে বিপ্লবের অন্তর্লীন শ্রেণী সংঘাত ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছিলো।

২৬শে জুলাই কল-দেরবোয়াপ্রস্তাবিত যে আইন কঁভঁসিয়ঁ পাস করে তাতে মজুতদারদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন ক্ষিপ্তগোষ্ঠী ও পারীর সাঁ-কুলোৎদের শান্ত করার প্রয়াস হিসাবেই কঁভঁসিয়ঁ গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে এই আইন অতি শিথিলভাবে প্রয়োগ করা হয়। আপাতত এই আইনের প্রতীকী মূল্য ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

২৭শে জুলাই রোবসপিয়ের গণনিরাপত্তা কমিটির সদস্য হিসাবে যোগ দেন। কমিটির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে রোবসপিয়েরের প্রয়োজন ছিলো। জাকবঁ্যা ক্লাব ও কঁভঁসিয়ঁতে তাঁর অসীম প্রতিপত্তি। কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত ও সাঁ-কুলোতের মধ্যে যোগসূত্র। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা রোবসপিয়েরের সহযোগী, অনুগামী নয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা, অতি ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধিৎসা স্বীকৃত। সর্বোপরি জাকবঁ্যা তত্ত্ব ব্যখ্যাতারূপে তিনি গণনিরাপত্তা কমিটির মুখপাত্র। গণনিরাপত্তা কমিটির কাছে তাঁর অভিজ্ঞতাও অপরিহার্য।

রোবসপিয়ের নিঃস্বার্থ স্বদেশ প্রেমের মূর্ত প্রতীক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ। জাতির চরম দুর্যোগের দিনে রাষ্ট্রতরীকে নিরাপদে তীরে নিয়ে আসার যে অটল প্রতিজ্ঞা ছিলো। গণনিরাপত্তা কমিটির, বিপ্লবের ঝটিকা বিক্ষুব্ধ সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে অনড় সুমেরু পর্বত রোবসপিয়েরের মধ্যেই সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অভিব্যক্ত। ফ্রান্সকে রক্ষা করার জন্যে যে কোনো উপায়ই গ্রাহ্য। কোনো ত্যাগই ত্যাগ নয়। 'এক ও অখণ্ড' ফ্রান্সের চেয়ে আর কোনো বড় সত্য নেই।

১০ই অগস্ট (১৭৯২) এবং ৩১শে মের (১৭৯৩) বিপ্লবী দিনের প্রাক্কালে এবং ১৭৯৩-এর জুলাই মাসেও এই অগ্নিময় বিশ্বাসের দ্বারাই তিনি অনুপ্রাণিত। সার্বভৌম জাতির সমষ্টিগত ইচ্ছা সব স্বার্থের উর্ধ্বে এবং কমিটি জাতির সমষ্টিগত ইচ্ছার মূর্ত বিগ্রহ। জনসাধারণের অসহনীয় দারিদ্র্যের প্রতি তাঁর সহানুভূতি অপরিসীম। তিনি জানতেন, দারিদ্র্য-মোচন ও বিপ্লববিরোধী শক্তি ধ্বংস করার জন্যে জনসাধারণের, বিশেষত সাঁ-কুলোৎদের, প্রদীপ্ত ক্রোধের প্রয়োজন। রোবসপিয়েরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো কমিটির অস্তিত্বের ওপর শুধু বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাই নয়, সমগ্র মনুষ্য জাতির নবজাগৃতি নির্ভরশীল।

কিন্তু রোবসপিয়েরের গণনিরাপত্তা কমিটিতে যোগদানের সময়ও বিপ্লবের নিয়ামক ও স্থির কর্ণধাররূপে কমিটির কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। তখনও কঁভঁসিয়ঁতে কমিটির বিরোধিতা ছিলো। ক্রমে লাজার কার্নো, প্রিয়র দ্যা কোৎ দর (Prieur de cote d'or), বিলোভারেন এবং কল-দেরবোয়া সদস্যপদে নির্বাচিত হওয়ায় কমিটির শক্তি বৃদ্ধি হয়। এঁদের মধ্যে কার্নো ও প্রিয়র দ্য কোৎ দর মূলত রক্ষণশীল এবং বিলোভারেন্ ও কল-দেরবোয়া সাঁ-কুলোৎদের মুখপাত্র। কমিটির সদস্যদের মধ্যে রাজনীতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি বিশেষ অর্থে সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক অখণ্ডতা ছিলো। প্রত্যেকের মধ্যেই হীরকের আলোকিত বিশুদ্ধতা, বিপুল কর্মোন্মাদনা এবং বিজয়ের প্রবুদ্ধ সংকল্প। এই অনুপ্রাণনা বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কমিটির সদস্যদের একসূত্রে গ্রথিত করেছিলো। এই কমিটিই বিপ্লবী ক্যালেণ্ডারের দ্বিতীয় বর্ষের ভয়ঙ্কর, অনন্য সাধারণ কমিটি।

রোবসপিয়েরের বিপ্লবী প্রতিষ্ঠার ফলেই কঁভঁসিয়ঁ ও জাকবাঁদের ওপর এই কমিটির আধিপত্য সম্ভব হয়েছিলো। অসাধারণ দূরদৃষ্টির অধিকারী রোবসপিয়েরের বিচারবুদ্ধ শীর ধ্যানধারণার প্রতি অবিচলিত আস্থা। বুদ্ধি

ঘোষণার বিরুদ্ধে তিনি প্রায় এককভাবে বিরোধিতা করেছেন। বাগ্মিতা, নিঃস্বার্থপরতা তাঁকে অপরের থেকে পৃথক করেছে।

'সমুদ্রের অপরিবর্তনীয় সবুজের' মতো রোবসপিয়ের সাঁ-কুলোৎদের বিশ্বাসভাজন। বিমূর্ত নীতির প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় নমনীয়তা এবং রাজনীতিক কৌশলের দ্বারা যে কোনো পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের অনায়াস ক্ষমতা ছিল তাঁর। তিনি জানতেন কঁভঁসিয়ঁ বিপ্লবী ক্ষমতার ভিত্তি। কঁভঁসিয়ঁর মধ্যেই জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রকাশ। সুতরাং বিপ্লবী ক্ষমতার নিরঙ্কুশ ব্যবহারের জন্যে কঁভঁসিয়ঁর ওপর নির্বিরোধ আধিপত্য আবশ্যিক। কিন্তু শেষ বিশ্লেষণে কঁভঁসিয়ঁও জাতীয় সার্বভৌমত্বের ব্যবহারিক প্রকাশ মাত্র। সার্বভোমত্বের উৎস বিপ্লবী জনতা। সুতরাং শক্তিশালী সরকার গঠনের জন্যে বিপ্লবী জনতার সঙ্গে নিরন্তর ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ৩১শে মে—২রা জুনের অভ্যুত্থানের সময় রোবসপিয়েরের ডায়রিতে এই তত্ত্বই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত :

"একটি ইচ্ছা, একটি অখণ্ড ইচ্ছার* প্রয়োজন....অভ্যন্তরীণ বিপদ আসছে বুর্জোয়াদের কাছ থেকে....বুর্জোয়াদের পরাজিত করতে হলে জনতার সমর্থন প্রয়োজন....জনতাকে কঁভঁসিয়ঁর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং কঁভঁসিয়ঁকে জনতার সেবা করতে হবে।

কঁভঁসিয়ঁতে জুলাই মাসে রোবসপিয়েরের বক্তৃতার মূল্য প্রতিপাদ্য বিষয়ও একই : "তিন বৎসর ধরে যে বিপ্লব ঘটেছে তাতে কায়িক শ্রম যাদের একমাত্র সম্বল সেই সর্বহারা নাগরিকদের জন্যে কিছুই করা হয় নি, অথচ প্রয়োজন তাদেরই বেশি। যা কিছু করা হয়েছে সবই অন্যান্য শ্রেণীর নাগরিকদের জন্যে। সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে; কিন্তু তাদের জন্যে নয়। কারণ সামন্ততান্ত্রিক অধিকারমুক্ত গ্রামাঞ্চলে তাদের কোনো সম্পত্তি নেই। নাগরিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি তাদের নেই....এই হল দরিদ্রের বিপ্লব....।"

রোবসপিয়েরের এই বক্তৃতায় তৎকালীন বৈপ্লবিক পরিস্থিতির প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটিত। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা রোবসপিয়েরের এই বিশ্লেষণ সম্পর্কে একমত ছিলেন। কিন্তু এই বিপ্লবী সত্যকে কার্যে পরিণত করার উপায় সম্পর্কে কোনো ধারণা কমিটির ছিলো না।

ঐতিহাসিক সবুলের মতে বহির্দেশীয় আক্রমণ থেকে জাতির নিরাপত্তা

* 'Une volonté, une'

বিধানের জন্যে এবং বিপ্লব প্রতিষ্ঠার স্বার্থে যে সব জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় (প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান, সন্ত্রাস, অর্থনীতির সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) সবই সাঁকুলোৎ জনতার চাপে কমিটিকে গ্রহণ করতে হয়েছিলো। পারীর সাঁকুলোতেরা মঁতাঞ্জিয়ারদের বলতো 'নিদ্রাতুর' (endormeurs)। অর্থাৎ সাঁকুলোতেরা মনে করতো যে, নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে মঁতাঞ্জিয়ারদের সচেতনতা জিরঁদ্যাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম হলেও মধ্যবিত্তসুলভ শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ছিল। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের তীব্র বিরোধিতা এদের পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং জাতীয় ও বৈপ্লবিক সংকট সমাধানে মঁতাঞ্জিয়াঁর অবলম্বিত প্রত্যেকটি জরুরী ব্যবস্থা (যা একযোগে সন্ত্রাসের শাসন নামে অভিহিত) পারীর সাঁকুলোৎ জনতার প্রচণ্ড চাপের ফল।

ফ্রান্সে ওলার প্রথম ঐতিহাসিক, যিনি সন্ত্রাসের রাজত্বকে পরিস্থিতি সম্ভূত বলে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধ অনিবার্যভাবে ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্ব নিয়ে আসে কারণ স্বৈরাচারী শাসন দেশরক্ষায় অপরিহার্য। সন্ত্রাসের শাসনের এই ব্যাখ্যা সরবনে ওলার-উত্তর ঐতিহাসিকদের দ্বারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়। মাতিয়ে সন্ত্রাস শাসনের আর্থনীতিক দিক সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন। মাতিয়ের মতে মঁতাঞ্জিয়ার সাঁকুলোৎদের মধ্যে বিপ্লবের সুফল বিস্তারের জন্যে নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলো। তার বিশ্বাস : শুধু যুদ্ধ জয়ের জন্যেই নয়, সমাজ বিপ্লবের প্রতিষ্ঠার জন্যে মঁতাঞ্জিয়ার আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হয়েছিলো। কিন্তু সন্ত্রাসের শাসনের বিভিন্ন দিকের গুরুত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতভেদ থাকলেও সন্ত্রাসের মূলগত প্রকৃতি সম্পর্কে তারা একমত : সন্ত্রাস মূলত পরিস্থিতি-সঞ্জাত। যে সব ঐতিহাসিকরা সন্ত্রাসকে একটি বিপজ্জনক মতাদর্শের অপ্রতিরোধ্য পরিণাম হিসাবে ব্যাখ্যা করেন তাদের বিরুদ্ধে এদের বক্তব্য : যুদ্ধের মধ্যেই সন্ত্রাসের সম্যক্ ব্যাখ্যা মেলে এবং বৈধতা প্রতিপাদিত হয়। সুতরাং ১৭৯৩-৯৪-এর রক্তাক্ত হিংস্রতা বিপ্লবের মধ্যে অন্তর্লীন ছিলো না। সন্ত্রাস বিদেশী স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের আক্রমণ এবং ফ্রান্সের অভ্যন্তরে তাদের অভিজাত সহযোগীদের ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া।

বিদেশী স্বৈরাচারী শাসক ও ফ্রান্সের অভ্যন্তরে তাদের অভিজাত সহযোগীদের আক্রমণের প্রতিক্রিয়া সন্ত্রাসের রূপ নেয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক সীডেনহামের মতে সন্ত্রাস শব্দটি আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই অর্থে সন্ত্রাস বিপ্লবের মধ্যে

অন্তর্নিহিত ছিলো একথা বলা চলে না এমন নয়। রাজতন্ত্রের আমলে হিংসার ব্যাপকতা স্বীকৃত। রাজতন্ত্র ভেঙে পড়ার পর হিংসা প্রায় নিয়ম। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সাঁকুলোৎদের মধ্যে সমভাবে অরাজকতার আতঙ্ক ছিলো যার অনিবার্য পরিণাম বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার। ১৭৮৯-এর জুলাই মাসে বাস্তিইর পতনের পর অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনীতিক সংগঠন ও বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯২-এর সংকটেরও একই পরিণাম লক্ষণীয়। বাক্যে ও রচনায় হিংসাত্মক মতবাদের ক্রমিক বৃদ্ধি, অভিজাত শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা সমগ্র রাজনীতিক পরিমণ্ডলে এক হিংস্র, ক্রুদ্ধ আবেগ সঞ্চার করে। বিপ্লবী মতাদর্শ এই পরিমণ্ডলে লালিত, পরিবর্ধিত! কিন্তু এই মতাদর্শ সন্ত্রাসকে জন্ম দেয় নি, সন্ত্রাস এই বিশিষ্ট পরিমণ্ডলের সন্তান। স্বৈরাচারী শাসন, হিংসাত্মক গণআন্দোলন ও অভিঘাত প্রতিক্রিয়ায় এই পরিমণ্ডল আরো তীক্ষ্ণ, এবং ১৭৯৩-র সামরিক বিপর্যয়ে বিস্ফোরিত। সুতরাং গ্রীডেনহোমের মতে দেশরক্ষার প্রয়োজন সন্ত্রাসের মৌলিক ও একমাত্র কারণ নয়।

গণনিরাপত্তা কমিটি : গণঅভ্যুত্থান (অগস্ট-অক্টোবর ১৭৯৩)

নবসংগঠিত কমিটি জাতিকে দেশরক্ষার জন্যে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলো। কমিটির কাছে দেশরক্ষা ও বিপ্লবের প্রতিষ্ঠা সমার্থক শব্দ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষিপ্তগোষ্ঠী পরিচালিত গণআন্দোলনের প্রবাহে ভেসে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা কমিটির ছিলো না।

অগস্টের প্রথম দিকে রোবসপিয়ের ক্ষিপ্তগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূত্রপাত করেন। কঁভঁসিয়ঁ থেকে এদের বিরোধিতার অবসান ঘটানোর প্রয়োজন ছিলো। ৬ই অগস্ট জাকবঁ্যা ক্লাবে তিনি এইসব 'নয়া মানুষ', 'একদিনের দেশপ্রেমিকদের' তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তারপর 'ক্ষিপ্তদের' গণসমর্থন নষ্ট করে দেওয়ার জন্যে তাদের পরিকল্পনার আংশিক রূপায়ণে সম্মত হন। ফলে পারীর পরিস্থিতির উন্নতির জন্যে কঁভঁসিয়ঁ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এতে অন্তত সাময়িকভাবে ক্ষিপ্তদের নিরস্ত করা সম্ভব হয়।

মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে রোবসপিয়েরের প্রতিক্রিয়া আরও কঠোর। কঁভঁসিয় প্রণীত সংবিধানের বাস্তব রূপায়ণের জন্যে নির্বাচনের দাবি ছিলো মধ্যপন্থীদের। তাদের ধারণা ছিলো এবং হয়তো সেই ধারণা অবাস্তব নয়—যে নির্বাচনে মঁতাঞ্ঞর পরাজয় ঘটবে। এই দাবি অপ্রত্যাশিতভাবে

এবেরের কাগজ প্যার দুসেনেও সমর্থিত হয়েছিলো। কিন্তু কমিটির স্থির প্রত্যয় ছিলো যে, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও বহিঃশত্রুর নিশ্চিত পরাজয়ের পূর্বে সংবিধানের বাস্তব রূপায়ণের অর্থ বিপ্লবের ব্যর্থতার পথ প্রশস্ত করা। ঐক্যবদ্ধ ও সুসম্বদ্ধ গণনিরাপত্তা কমিটির আধিপত্য ও সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব ছাড়া বিপ্লব ও দেশরক্ষার অন্য কোনো উপায় ছিলো না। সুতরাং সংকটকাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা কমিটি এক নতুন ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হলো।

বাধ্যতামূলকভাবে প্রাপ্তবয়স্কের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের আইন

প্রতিবিপ্লব ও বহির্দেশীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে জনতার প্রথম সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের আইন। পারীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই প্রস্তাব প্রতিধ্বনিত হয়। কেননা এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে ফরাসী সৈন্যবাহিনী সমবায়ী শক্তিসমূহের যুক্ত-সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। শেষ পর্যন্ত পারীর সাঁকুলোতের চাপে কঁভঁসিয়ঁতে ১৬ই অগস্ট নীতিগতভাবে এই প্রস্তাব স্বীকৃত হয় এবং ২৩শে অগস্ট এই প্রস্তাব (লেভে অ্যাঁ মাস : la levée en masse) কার্যকর করার উপায় নির্ধারিত হয়। এতে বলা হয় : "যতোদিন ফরাসী ভূমি থেকে বিদেশী শত্রু সমূলে উৎপাটিত না হচ্ছে ততোদিন প্রত্যেক ফরাসী নাগরিক সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে স্থায়ীভাবে অধিগৃহীত। যুবকেরা যুদ্ধে যাবে ; বিবাহিতেরা অস্ত্র প্রস্তুত ও খাদ্য সরবরাহ করবে ; মেয়েরা তাঁবু, পোষাক তৈরী করবে ; হাসপাতালে কাজ করবে ; শিশুরা পুরনো কাপড় দিয়ে বাণ্ডেজ বানাবে ; বৃদ্ধেরা হাটে বাজারে যোদ্ধাদের সাহসে অনুপ্রাণিত করবে এবং রাজাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং প্রজাতন্ত্রী ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করবে।"

আঠারো থেকে পঁচিশ বছরের যুবকদের নিয়ে প্রথম সৈন্যদল গঠিত হলো এবং তাদের ব্যাটালিয়নে বিভক্ত করে রণাঙ্গনে পাঠানো হলো। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের পতাকায় একটি বাক্য লিখে দেওয়া হল : "ফরাসী জনগণ অত্যাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।"

অবাস্তব মনে হলেও একথা সত্য যে, এই নতুন নির্দেশে যুদ্ধের প্রয়োজনে দেশের জনশক্তি ও সম্পদের সামগ্রিক নিয়োজনের নীতি স্বীকৃত। এই নির্দেশের বলে প্রথম যাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের আহ্বান জানানো

হয় তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষে পেঁছোয়। সুতরাং এই বিপুল সংখ্যক মানুষের খাদ্য ও অস্ত্র সরবরাহ ও যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষাদনের সমস্যাই আপাতত প্রধান হয়ে দেখা দিল। এই দুরূহ সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব অর্পিত হলো কমিটির সদস্য লাজার কার্নো ও প্রিয়র দ্য কৎ দরের ওপর। এক অর্থে এই নির্দেশের বলে বিপ্লবী যুদ্ধ প্রথম আধুনিক যুদ্ধে পরিণত হয়। এই প্রথম আধুনিক যুদ্ধের সার্থক পরিচালনা বিশেষভাবে লাজার কর্নোর কীর্তি।

'লেভে অঁ্যা মাস' মূলত সাঁকুলোতীয় চাপের ফলে কার্যকর হয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পরও সাঁকুলোৎ আন্দোলন প্রশমিত হয় নি কারণ যুদ্ধ ও বিপ্লবের সমান্তরাল ও সার্থক পরিচালনা কঁভঁসিয়ঁর সাধ্যাতীত, সাঁকুলোৎদের এই সন্দেহ ছিলো। তাদের মে মাসের দাবি তখনও সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে সাঁকুলোতীয় দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে সব আইন প্রণয়ন করা হয়েছিলো তাও কার্যকর হয় নি। মজুতদারদের জন্যে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে, অথচ দেশপ্রেমিকরা তবু ক্ষুধিত এবং ধনিকের বিত্ত ক্রমবর্ধমান। সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবি নীতিগতভাবে স্বীকৃত কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অবশ্য ২৭শে জুলাই কুস্তিনকে (Custine) গিলোতিনে পাঠানো হয়েছে কিন্তু ব্রিসগোষ্ঠী অথবা মারি আঁতোয়ানেৎ তখনও জীবিত। সুতরাং কঁভঁসিয়ঁর ওপর সাঁকুলোৎ চাপের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি বরং বেড়েছে। কেননা সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসন থেকে অভিজাতদের বিতাড়ন এবং মূল্য, মজুরি ও পুঁজির স্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সর্বোপরি প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা দেশদ্রোহী, ফটকাবাজ ও বিপ্লববিরোধীদের মনে ভয়ঙ্কর ত্রাসের সঞ্চার করা আবশ্যিক ছিলো।

৪ঠা এবং ৫ই সেপ্টেম্বরের বিপ্লবী দিন

ইতিমধ্যে পারীতে আবার খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। ময়দার কলে স্তব্ধতা, রুটির দোকানে আবার লম্বা লাইন। পারীতে প্রতি দিন ৩০০ বস্তা ময়দা আসছিলো কিন্তু পারীর দৈনিক প্রয়োজন ১৫০০ বস্তা। খাদ্যাভাবের সঙ্গে জনতার অভ্যুত্থানের অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক। সুতরাং সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আবার জনতার প্রবল অভ্যুত্থান দেখা দিল। মাতিয়েরে মতে এই অভ্যুত্থানের পশ্চাতে এবেরগোষ্ঠী। সন্দেহ নেই, এবেরগোষ্ঠীর পত্রপত্রিকায় জনতাকে তাদের রাজনীতিক এবং সামাজিক লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন করার প্রস্তুতি চলছিলো। এবের প্যার দু সেনে (২৭৯ সংখ্যা) লেখেন: "বণিকেরা

অভিজাতদের পালর্মঁকে ধ্বংস করার জন্যে সাঁকুলোৎদের হাত ধরেছে, কারণ তাঁরা অভিজাতদের জায়গায় নিজেদের বসাতে চেয়েছে। এখন এই বদমাসেরা খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য মজুত করে আমাদের কাছে আবার তা সোনার দামে বিক্রী করছে অথবা খাদ্যের অভাব তৈরী করছে।"

৪ঠা সেপ্টেম্বর জনতার প্লাস দ্য লা গ্র্যাভে (Place de la Gréve) সমবেত হয়ে কমিউনের কাছে রুটি দাবি করে। এই আন্দোলন যে পুরোপুরি খেটেখাওয়া মানুষের তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সাঁকুলোৎ জনতার মধ্যে যারা সবচেয়ে দরিদ্র তারাই বিশেষভাবে এই বিক্ষুব্ধ মানুষের সমাবেশে চোখে পড়ে। কমিউনের পরিচালকেরা নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এদের শান্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জনতা শান্ত হয় নি। শোমেত বলেন: "আমরা প্রতিশ্রুতি চাই না, রুটি চাই এবং এখনই চাই।" একটি টেবিলের ওপরে দাঁড়িয়ে শোমেত বলতে থাকেন: "আমি নিজেও গরীব। গরীব হওয়ার অর্থ কি তা আমি জানি। ধনীর সঙ্গে গরীবের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ওরা আমাদের পিষে মারতে চায়। ওদের আটকাতে হবে। আমরাই ওদের পিষে মারব; ওদের মেরে ফেলার শক্তিও আছে আমাদের।" ওইদিন স্থির হয় জনতা দাবি-দাওয়া নিয়ে যাবে কঁভঁসিয়ঁতে।

৫ই সেপ্টেম্বর পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁ লম্বা মিছিল করে কঁভঁসিয়ঁতে উপস্থিত হয়। তাদের শ্লোগান ছিলো, "স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। অভিজাতদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। মজুতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।" সেকসিয়ঁর মানুষেরা কঁভঁসিয়ঁকে ঘিরে ফেলে। সাঁকুলোৎনেতা শোমেত কঁভঁসিয়ঁর কাছে একটি আবেদনপত্র পড়ে শোনান। এতে সাঁকুলোৎদের দাবী ছিলো: একটি বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তুলতে হবে যাতে গ্রামাঞ্চল থেকে শস্য অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয় এয়ং যাতে খাদ্যশস্য পারীতে নিরাপদে পেঁাছোতে পারে। বিলোভারেণ সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের প্রস্তাব করেন। গণনিরাপত্তা কমিটির সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই কঁভঁসিয়ঁ এইসব দাবি মেনে নেয়। কঁভঁসিয়ঁ সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গেপ্তারের আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি। বিশুদ্ধীকৃত পুরনো বিপ্লবী কমিটিগুলিকে তাদের খুঁজে বার করার ভার দেওয়া হয়। এই নির্দেশের ফলে সন্ত্রাস প্রবর্তিত হল বলা যেতে পারে। বার‍্যারের একটি প্রতিবেদন শোনার পর কঁভঁসিয়ঁ ১২শ কামান সহ ৬ হাজারের একটি বিপ্লবী বাহিনীর সংগঠনের আদেশ দেয়। কঁভঁসিয়ঁ দাঁতঁর আরো একটি প্রস্তাব মেনে নেয়: সেকসিয়ঁর সভায় উপস্থিত থাকলে নাগরিকের প্রতি অধিবেশনের জন্যে ৪০ সু দেওয়া হবে।

৪ঠা ও ৫ই সেপ্টেম্বরের 'বিপ্লবী' দিন জনতাকে জয়যুক্ত করে। সাঁকুলোতেরা সরকারকে তাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ বিজয় আসে নি। কারণ ৪ তারিখে কঁভঁসিয়ঁ সাধারণভাবে একটা সর্বোচ্চ মূল্যের আইনের প্রতিশ্রুতি দেয় মাত্র। আর ৫ তারিখের সিদ্ধান্ত প্রধানত রাজনৈতিক। খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্যের জাতীয় সর্বোচ্চ মূল্য আদায় করে নেওয়ার জন্যে কঁভঁসিয়ঁর ওপর জনতার চাপ অব্যাহত রাখতে হয়েছিলো। এই আইন ১১ই সেপ্টেম্বর পাস হয়। সাধারণ ভোগ্যপণ্যের সর্বোচ্চ মূল্যের আইন পাস হয় ২৯শে সেপ্টেম্বর।

জনতার জয় হল সন্দেহ নেই, কিন্তু সরকারেরও পরাজয় ঘটে নি। কারণ সরকার জনতার প্রত্যক্ষ শাসনের পরিবর্তে আইনের রাজত্ব ও বৈধ সন্ত্রাস প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলো।

৪ ও ৫ সেপ্টেম্বরের বিপ্লবী 'দিনের' পর কঁভঁসিয়ঁ ও গণনিরাপত্তা কমিটির ওপর জনতার চাপ অব্যাহত থাকে। সেকসিয়ঁ ও ক্লাবসমূহ দাবি করতে থাকে যে, বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্থার শুদ্ধীকরণ ও সন্দেহজনক ব্যক্তিদের অপসারণের দ্বারা সন্ত্রাসকে শক্তিশালী করা হোক। উপরন্তু, খাদ্যসংকটের কোনো সমাধান না হওয়ায় জনতা সরকারের কাছে অর্থনীতির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন পণ্যের মূল্য নির্ধারণের দাবী করে।

গোটা সেপ্টেম্বর মাস গণনিরাপত্তা কমিটি রাজনৈতিক কৌশল করে জনতার আন্দোলনকে সংযত রাখতে চেয়েছিলো। জনতার দাবির সমর্থক বিলোভারেন ও কল-দেরবোয়া কমিটির সদস্য হন ৬ই সেপ্টেম্বর। সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি পুনরায় স্থাপিত হয়। ভবিষ্যতে গণনিরাপত্তা কমিটির সদস্য তালিকা কঁভঁসিয়ঁতে পেশ করা হবে তাও স্থির হয়। অন্যান্য কমিটি সম্পর্কেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ক্রমশ গণনিরাপত্তা কমিটির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। এই কমিটিকে অন্যান্য সব কমিটির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার ভার দেওয়া হয়। এতদিন এইসব কমিটির মর্যাদা গণনিরাপত্তা কমিটির সমান ছিলো, এখন থেকে গণনিরাপত্তা কমিটি শাসনযন্ত্রের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হলো।

৫ই সেপ্টেম্বর থেকে সন্ত্রাস নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়। জনতার আন্দোলনের ফলে সন্ত্রাস ক্রমশ কার্যত প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্থার শুদ্ধীকরণের ব্যাপক আন্দোলন তোলে পারীর সেকসিয়ঁসমূহ। এই আন্দোলন এক নতুন স্তরে উন্নীত হয় যখন দমননীতির অর্থাৎ সন্ত্রাসের দাবিতে সেকসিয়ঁ ও বিপ্লবী কমিটিগুলি সোচ্চার হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে

বিপ্লবী কমিটিগুলি কর্তৃক সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার শুরু হয়ে যায়। মধ্যসেপ্টেম্বরে গুজব ছড়িয়ে পড়লো সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি হবে। কঁভঁসিয়ঁর পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব ছিলো না। কেননা, তাহলে ক্ষমতা কঁভঁসিয়ঁর হাত থেকে সরে যাবে। সুতরাং ১৭ই সেপ্টেম্বর সন্দেহজনক ব্যক্তির আইন পাস হয়। এই আইনে সন্দেহজনক ব্যক্তির সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। এই আইন বিপ্লবের শত্রুদের ওপর প্রযোজ্য হবে। সন্দেহজনক ব্যক্তি দেশত্যাগীদের আত্মীয় হতে পারে, যাদের নাগরিকতার সার্টিফিকেট দেওয়া হয় নি তারা হতে পারে অথবা সাময়িকভাবে বরখাস্ত অথবা বরখাস্ত রাজকর্মচারী হতে পারে। আরো ব্যাপক অর্থে তারাই সন্দেহজনক যারা তাদের কর্ম, বাক্যে অথবা রচনায় স্বৈরাচার অথবা যুক্তরাষ্ট্রবাদীদের সমর্থন করেছে। অথবা এমন লোক যারা তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়ের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। বিপ্লবী কমিটিগুলিকে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকা তৈরী করার দায়িত্ব দেওয়া হলো।

নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির দাবিও নীতিগতভাবে ৪ঠা সেপ্টেম্বর গৃহীত হয়েছিলো। কিন্তু কার্যকরী হয় নি। জনতার চাপে শেষ পর্যন্ত আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ বাস্তবে পরিণত হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর ময়দার সর্বোচ্চ জাতীয় মূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু তাতে জনতা সন্তুষ্ট হতে পারে নি। মধ্যসেপ্টেম্বর থেকে উচ্ছৃঙ্খল জনতা রুটির দোকানের সামনে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু করে। ২২শে সেপ্টেম্বর কমিউনের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে পারীর সেকসিয়ঁসমূহ কঁভঁসিয়র কাছে একটি আবেদন পেশ করে: "আপনারা এই নীতি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ভোগ্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ হবে। দুর্দশাপীড়িত জনতা অধীর হয়ে এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।"

কঁভঁসিয়ঁতে এ-সময়ে গণনিরাপত্তা কমিটির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধিতা। সুতরাং শাঁকুলোৎ জনতার ভয়ে যাতে কঁভঁসিয়ঁতে কমিটির আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্য কমিটি আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ বাড়িয়ে জনতাকে স্বপক্ষে রাখার চেষ্টা করে। ১৭৯৩-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর লোয়া দ্যু মাক্সিমঁয়া জেনেরাল (Loi du maximum général) আইন পাস করা হয়। এই আইনে দ্রব্যমূল্য ও বেতন উভয়ই স্থির করে দেওয়া হয়। ১৭৯০-এ প্রত্যেক জেলায় অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের যে গড় দর ছিলো, নিয়ন্ত্রিত মূল্য তার এক-তৃতীয়াংশ বেশি ধার্য করা হল। যারা এই আইন মানবে না তাদের নাম সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকায় উঠবে। এই আইনে দৈনিক

মজুরীর হারও বেঁধে দেওয়া হল। ১৭৯০-এ প্রত্যেক কমিউনে দৈনিক মজুরীর হার যা ছিলো বর্তমানে তার অর্ধেক বাড়িয়ে দেওয়া হল। কার্যত এই আইন প্রয়োগে ভীষণ অসুবিধা দেখা দিল। অতিরিক্ত কঠোরতা ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ছাড়া এই আইন প্রয়োগ সম্ভব ছিলো না। ফলে সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক একনায়কত্ব অপরিহার্য হয়ে উঠল।

অতএব গণনিরাপত্তা কমিটির ক্ষমতা ক্রমশ বাড়তে লাগল। ক্ষিপ্ত গোষ্ঠিদের দমন করে এবং কঁভঁসিয়ঁতে বিরোধিতা নিস্তব্ধ করে কমিটি তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। জনতার আন্দোলনে বিভেদের ফলে ক্ষিপ্ত গোষ্ঠীর বিনাশ সম্ভব হয়েছিলো। জ্যাক্ রুক্স, ল্যকরেক৮ (Lecrec) ও ভার্‌লে জনতার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে সরকার-বিরোধী নেতা হিসাবে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েছিলেন। জনতার উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলন গণনিরাপত্তা কমিটি মেনে নিতে পারে নি। কেননা, তাহলে কমিটির নীতি বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হত না। ৫ই সেপ্টেম্বর জাক্ রুক্সকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভার্‌লেকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৮ই। ল্যকরেক লামি দ্যু পেয়্যউপ্‌লে সরকার বিরোধী প্রচার চালাচ্ছিলেন। গণনিরাপত্তা কমিটি তাকেও গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়। ২১শে সেপ্টেম্বর তিনি তার কাগজের প্রচার বন্ধ করে দেন।

কিছুকালের জন্য কঁভঁসিয়ঁতেও মঁতাঞ্চিবিরোধিতা স্তব্ধ হয়ে যায়। অঁদস্যুতে (Hondschoote) পরাজয়ের ফলে উশারকে (Houchard) বরখাস্ত করায় কঁভঁসিয়ঁতে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। কিন্তু কঁভঁসিয়ঁতে এই পদচ্যুতি অনুমোদিত হয় এবং গণনিরাপত্তা কমিটির আধিপত্য বজায় থাকে।

এই বিতর্কের পর থেকেই কমিটির ক্ষমতা বাড়তে থাকে। ১০ই অক্টোবর সেঁ-জুসতের প্রস্তাব অনুযায়ী কঁভঁসিয়ঁ ঘোষণা করে যে, শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ফরাসী সরকারের বৈপ্লবিক চরিত্র বজায় থাকবে। সেপ্টেম্বরের যে কয়টি জরুরী ব্যবস্থার ফলে গণনিরাপত্তা কমিটির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তাই বিপ্লবী সরকারের ভিত্তি। আর্থনীতিক পরিস্থিতি ও সাধারণ সর্বোচ্চ মূল্যের প্রয়োগ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বৈপ্লবিক সরকারের অস্তিত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয় করে তুলেছিলো। ১৭৯৩-এর ১০ই অক্টোবরের নির্দেশ এই দিকে প্রথম পদক্ষেপ। নির্দেশের ফলে মন্ত্রিসভা, সেনাপতি, জাতীয় ও স্থানীয় সরকারী প্রশাসন গণনিরাপত্তা কমিটির প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে চলে এলো। জেলার সভাসমূহের সঙ্গে এই কমিটির

প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলো ; নির্বাচনের নীতি নয়, একনায়কত্বের নীতি প্রাথমিক স্তরে উন্নীত হল।

গণঅভ্যুত্থানের ফলে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হলো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের আইনের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাস বাস্তবায়িত হয়, আর আর্থনীতিক ক্ষেত্রে হয় মাক্সিম্যা জেনেরালের দ্বারা অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের মধ্য দিয়ে। সেপ্টেম্বরের সংকট বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রেরণা যুগিয়েছিলো এবং তার ফলে গণনিরাপত্তা কমিটির ক্ষমতা বেড়ে যায়। কমিটির একাধিপত্য এখন প্রায় অবিসংবাদিত। প্রায়, কারণ নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আগে কমিটিকে আরো কয়েকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছিলো।

জাকর্ব্যা একনায়কত্বের সংগঠন

সরকারের বৈপ্লবিক চরিত্র ঘোষিত হওয়ার পর এই সরকারের শাসন-যন্ত্র ক্রমশ সংগঠিত হয়ে উঠলো। সরকারের সব উদ্যম নিয়োজিত হলো দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে : সীমান্তে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় এবং দেশের ভিতরে প্রতিবিপ্লবীদের ধ্বংস সাধন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণ-নিরাপত্তা কমিটির ইচ্ছা ছিলো দমননীতিকে নিয়মিত ব্যবস্থায় পরিণত করা, সন্ত্রাসকে বৈধ কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখা এবং জনতার আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু জনতার আন্দোলন কমে যায় নি, বিশেষত, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে জনতার দাবি অব্যাহত ছিলো। বস্তুত, ১৭৯৩-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে সাঁকুলোতীয় প্রভাব একেবারে তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই বোঝা যাচ্ছিলো সরকার জনতার আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছেন। হয়তো সরকার অনেকটা সাফল্যও লাভ করতে পারতেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় জনতার আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। কমিটি এই আন্দোলন বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিলো। তাতে আন্দোলন থামে নি। বরং তাতে সাঁকুলোৎদের সঙ্গে কমিটির ব্যবধান বেড়ে যায়। ১৭৯৩-এর ৪ঠা ডিসেম্বর (১৪ ফ্রিমের, বিপ্লবী বর্ষ ২) কমিটির ক্ষমতার বৈধ স্বীকৃতি দেওয়া হয় ও সরকারী প্রশাসনকে সংগঠিত করা হয়।

১৭৯৩-এর সেপ্টেম্বরে সন্ত্রাস সংগঠিত হয়। কিন্তু অক্টোবরের আগে তা কার্যকর হয়নি। কিন্তু তাও হয়েছিলো জনতার চাপের ফলেই। ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৬০ জন মানুষকে বিপ্লবী বিচারালয়ে বিচারের জন্যে

হাজির করা হয়, তার মধ্যে ৬৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো। সাঁকুলোৎদের বিজয়ের ফলে এই বিচারালয়ের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হলো।

৫ই সেপ্টেম্বর এই আদালতকে চারভাগে বিভক্ত করা হল। দুটি ভাগ যে কোনো সময় বিচারের জন্যে খোলা থাকবে। গণনিরাপত্তা কমিটি ও সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি বিচারক ও জুরীদের নাম প্রস্তাব করেন। এরমাঁ (Herman) এই আদালতের প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হলেন, ফুকিয়ে তাঁ্যাভিল (Fouquier Tinville) পাব্লিক প্রসিকিউটার হলেন।

অক্টোবরে বিখ্যাত রাজনৈতিক বিচার শুরু হয়। ৩রা অক্টোবর জিরঁদ্যাদের বিচারে জন্যে বিপ্লবী বিচারালয়ে পাঠানো হয়। বিলো-ভারেনের প্রস্তাব অনুযায়ী মারি আঁতোয়ানেৎকেও বিচারের জন্যে পাঠানো হয়। ১৬ই অক্টোবর মারি আঁতোয়ানেৎ গিলোতিনে যান। ২১ জন জিরঁদ্যার বিচার শুরু হয় ২৪শে। ৩১শে অক্টোবর জিরঁদ্যারা গিলোতিনে যান। প্রাণদণ্ড হয় দ্যুক দর্লেয়াঁর। এবের তার কাগজ প্যার দুসেনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রচার চালাতে থাকেন। ৬ই নভেম্বর প্যার দুসেনে লেখা হয়: "লোহা যখন গরম থাকে তখনই আঘাত করতে হয়। আর দেরী নয় বিশ্বাসঘাতক বেইয়ি, কুখ্যাত বার্নাভকে গিলোতিনে পাঠানো হোক্। এ সময়ে কোনো মায়া দয়া চলবে না।" মাদাম রলাঁ, বেইয়ি ও বার্নাভ গিলোতিনে যান যথাক্রমে ৮ই, ১0ই ও ২৮শে নভেম্বর। ৩১ ভ্যজিনো ও ব্রিস সমেত ২১ জন জিরঁদ্যাকে গিলোতিনে পাঠানো হয়। পরবর্তী কয়েকমাস পারীর ও প্রদেশের অবশিষ্ট জিরঁদ্যা নেতা ও ফইয়াঁ দলের কয়েকজন নেতার মৃত্যুদণ্ড হয়। জিরঁদ্যা নেতৃবর্গের মধ্যে মাদাম রলাঁ ও ল্যব্রাঁ এবং ফইয়াঁ দলের বেইয়ি ও বারণাভ উল্লেখযোগ্য। জিরদ্যাঁ নেতা রলাঁ, ক্লাভিয়্যার, প্যাতিয়ঁ ও বুজ আত্মহত্যা করেন। ১৭৯৩-এর শেষ তিন মাস ৩৯৫ জন অভিযুক্তের মধ্যে, মৃত্যুদণ্ড হয় ১৭৭ জনের, অর্থাৎ ৪৫ শতাংশের। অক্টোবরে কারাগারে আবদ্ধ মানুষের সংখ্যা ১৫00 থেকে ২,৩৯৮ বেড়ে যায়। ডিসেম্বরে এই সংখ্যা গিয়ে পৌঁছোয় ৪,৫২৫-এ।

প্রদেশে সন্ত্রাসের তীব্রতা নির্ভর করছিলো প্রতিবিপ্লবের তীব্রতা ও কঁভঁসিয়ঁ প্রেরিত ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের মেজাজের ওপর। যে সব অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ হয়নি সেখানে সন্ত্রাসের উত্তাপ তেমন লাগেনি, নর্মাদিতে যুক্তরাষ্ট্র-বাদী অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার পর কোনো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি; ভারপ্রাপ্ত

প্রতিনিধি লিঁদে সবাইকে মেলাতে চেয়েছিলেন। ভঁদের বিদ্রোহে বিধ্বস্ত পশ্চিমের দ্যপর্তমঁ সমূহের রেন, তুর (Tours), আঁজের; নাঁত প্রভৃতি শহরে বিদ্রোহী ও সশস্ত্র বন্দীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্যে পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট সামরিক কমিশন স্থাপিত হয়েছিলো। নাঁতের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কারিরে[৯] (Carrier) কোনোরকম বিচারের ব্যবস্থা না করে ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে দুই থেকে তিন হাজার মানুষকে লোয়ার নদীর জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। এদের মধ্যে অনেকে অবাধ্য যাজক, সন্দেহ-জনক মানুষ অথবা গ্রেফ্‌ ডাকাত। বর্দোতে বিদ্রোহ দমনের ভার ছিলো তাঁলিয়াঁর[১০] (Tallien) ওপর, আর প্রভঁসে বারা[১১] (Barras) ও ফ্রেঁরর[১২] (Freron) ওপর। তুলঁে সন্ত্রাস গণহত্যার রূপ নেয়। দুমাস অবরোধের পর লিয়ঁ অধিকৃত হয়। ১২ই অক্টোবর বারার প্রতিবেদন অনুযায়ী কঁভঁসিয়ঁ লিয়ঁ শহর ধূলিসাৎ করার আদেশ দেয়।

বিভিন্ন দ্যপর্তমঁ-এ প্রধানত রাজনৈতিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকলেও কোনো কোনো স্থানে সন্ত্রাসের সামাজিক দিকও চোখে পড়ে। সন্ত্রাসকে কার্যকর করার জন্যে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের স্থানীয় সাঁকুলোৎ জনতা ও জাকবাঁ্যা গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করতে হতো। কেননা সাঁকুলোৎ জনতার সক্রিয় সমর্থন ছাড়া লেভে অঁ্যা মাসের সাফল্য সম্ভব ছিলো না। অন্য কয়েকটি বিপ্লবী ক্রিয়া কলাপও সামাজিক দিক থেকে গভীরভাবে অর্থবহ, যথা বিপ্লবী বাহিনীর সংগঠন, কঠোরভাবে নির্ধারিত সর্বোচ্চমূল্যের প্রয়োগ, কর্মহীনদের জন্যে ওয়ার্কশপের সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ধনিকদের নিকট থেকে অর্থ আদায় প্রভৃতি। সেঁজুসৎ ও ল্যবার[১৩] স্ত্রাসবুরের ধনিকদের কাছ থেকে ৯০ লক্ষ ফ্রাঁ[১৩] আদায় করেন।

২১শে নভেম্বর রোবসপিয়ের সেঁ-জুসতের কাজের যে বিবরণ দেন তাতে সন্ত্রাসের সামাজিক বিষয়বস্তু স্পষ্ট: "আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে গরীবের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও পোশাক পরিচ্ছদের জন্যে ধনিকদের ওপর জবরদস্তি করা হয়েছে। তাতে বিপ্লবী শক্তি ও দেশপ্রেমের জাগরণ ঘটেছে। অভিজাতদের গিলোতিনে পাঠানো হয়েছে।"

সন্ত্রাসের আর্থনীতিক দিকও সমভাবে সুস্পষ্ট। ভোগ্যদ্রব্যের বণ্টনের দায়িত্ব ছিলো কমিউনের। কমিউন রুটির জন্যে রেশনকার্ড প্রবর্তন করে। সেকসিয়ঁর কমিশনারদের মজুতদারের বাড়ি তল্লাশীর অধিকার দেওয়া হয়। খাদ্যশস্যের অধিগ্রহণের ব্যবস্থা যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্যে দমন-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যে বিপ্লবী বাহিনী গঠন করা হয়েছিলো

তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যে সব অঞ্চলে শস্য উৎপাদন হয় তা ঘুরে ঘুরে দেখছিলো যাতে কৃষকেরা মজুত শস্য বার করে দেয়। মজুতদারদের বিরুদ্ধে আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন দ্যপার্তমঁ-এ সন্ত্রাসের আতঙ্কে নির্ধারিত সর্বোচ্চমূল্য কার্যকর হয়। পারীর পন্থা অনুসরণ করে ফ্রান্সের অন্যান্য শহরেও রুটির জন্যে রেশন কার্ড, খাদ্যদ্রব্যে সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা হল। এইসব ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিলো। উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্যদ্রব্যের চলাচলের সমন্বিত ব্যবস্থার জন্যে গণনিরপত্তা কমিটি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করে। অতএব সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতি কমিটির নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

এভাবে সুসংগঠিত সন্ত্রাস যখন ক্রমশ সম্পূর্ণভাবে কমিটির আয়ত্তে আসছিলো, তখন একটি নতুন ধরনের গণআন্দোলন কমিটির আধিপত্য ও বিপ্লবী সরকারের স্থায়িত্বের ওপর এক অপ্রত্যাশিত আঘাত নিয়ে এলো।

২৮

খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলন ও শহীদ পুজো

খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের বীজ ১৭৯০-এর পর ধর্মীয় রাজনীতির কয়েকটি দিক ও জনতার মানসিকতার কয়েকটি লক্ষণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। ১৭৯০-এ অবাধ্য যাজকেরা অভিজাতদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলো। স্বভাবতই তারা বিপ্লবের শত্রু। ১৭৯২-এ লৌকিক যাজকেরা বিপ্লবীদের কাছে সন্দেহের পাত্র হয়ে দাঁড়ালো। কারণ তারা মধ্যপন্থী এবং জিরঁদ্যাঁ ও যুক্তরাষ্ট্রবাদীদের প্রতি তাদের স্বাভাবিক আনুগত্য। ১৭৯০ থেকে সমান্তরালভাবে একটি বিপ্লবী রীতিও গড়ে উঠেছিলো। বিভিন্ন লৌকিক উৎসব, যথা ১৪ই জুলাইর সম্মিলনী উৎসব প্রভৃতির মধ্যে এই লৌকিক ধর্ম দানা বেঁধে উঠতে থাকে। প্রথম দিকে যাজকেরা এই জাতীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করলেও ১৭৯৩-এর ১০ই অগস্টের ঐক্য ও অখণ্ডতার উৎসব সম্পূর্ণভাবে লৌকিক। তাছাড়া স্বাধীনতার শহীদ ল্যপ্যলতিয়ে, শালিয়ে[১] (Chalier), বিশেষত মারার দেশপ্রেমের প্রতি অসীম ভক্তি ও ভালবাসা প্রায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ নেয়।

খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েকমাস আগে কয়েকটি ঘটনার মধ্যে সংগ্রামী জনতার এই জাতীয় প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে শাঁকুলোৎদের প্রবেশের পর যে উগ্র প্রজাতান্ত্রিক মতবাদ সঞ্চারিত হয় খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলন তার স্বাভাবিক পরিণাম। ধর্মবিরোধী ভাবধারার সঙ্গে দেশরক্ষার প্রয়োজন মিলিত হওয়ায় আন্দোলন প্রসারিত হয়। অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্যে আসিঞ্জিয়ার স্থিরতা অত্যাবশ্যক। গির্জার সংরক্ষিত মূল্যবান ধাতু আসিঞ্জিয়ার স্থিরতা আনতে পারে। ব্রঞ্জনির্মিত গির্জার ঘণ্টা গলিয়ে কামান তৈরী করা যায়। সুতরাং আন্দোলনের যে একটি আর্থনীতিক দিক ছিলো তা অনস্বীকার্য। স্বর্ণের অনুসন্ধান যুগপৎ এই আন্দোলনের কারণ ও পরিণাম।

বিপ্লবী ক্যালেণ্ডার প্রবর্তন বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা থেকে বোঝা যায় যে কঁভঁসিয়ঁর বিপ্লবী বুর্জোয়া ও জনতার

পুরোগামী অংশের মধ্যে ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে কোনো পার্থক্য ছিলো না। ১৭৯৩-এর ৬ই অক্টোবর কঁভঁসিয়ঁর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৭৯২-এর ২২শে সেপ্টেম্বর প্রজাতন্ত্রী অব্দের প্রথম দিন হিসাবে নির্ধারিত হয়। ৩০ দিনের মাস। প্রতি মাস তিনটি দশকে বিভক্ত। বার মাসে এক বৎসর। অবশিষ্ট ৫ অথবা ৬ দিন 'সাঁকুলোত্তিদ্' নামে পরিচিত হবে। নতুন ক্যালেণ্ডার প্রবর্তনের অর্থ মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব মুছে দেওয়া।

এইসব ব্যবস্থা খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের সূচনা। প্রথমদিকে গির্জার অভ্যন্তরে ক্যাথলিক ধর্মাচরণ অব্যাহত ছিলো। ক্রমে ক্যাথলিক ধর্মানুষ্ঠানের ওপরও বিপ্লবী হস্তক্ষেপ শুরু হলো। বস্তুত, এই হস্তক্ষেপ থেকে প্রকৃত খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলন আরম্ভ হয় কয়েকটি দ্যঁপার্তমঁর কয়েকজন ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির প্রভাবে। ১৭৯৩-এর ২১শে সেপ্টেম্বর নেভের (Nevers) ক্যাথেড্রালে ব্রুটাসের আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসবে ফুশে[২] (Fouché) সভাপতিত্ব করেন। ২৬শে তিনি ঘোষণা করেন যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভণ্ডামিপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান অপেক্ষা প্রজাতান্ত্রিক ও স্বাভাবিক নীতিবোধের আদর্শ অনেক বড়। ১০ই অক্টোবর ফুশে গির্জার বাইরে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন। অন্য কোনো কোনো দ্যঁপার্তমঁ-এও অনুরূপ আদেশ দেওয়া হয়।

খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ বাইরে থেকে কঁভঁসিয়ঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। দ্যঁপার্তমঁ থেকে আন্দোলন পারীতে প্রসারিত হয়। পারীর কমিউন অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ১৪ই অক্টোবর গির্জার বাইরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়। আন্দোলন অন্যান্য কমিউনেও ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কঁভঁসিয়ঁকে এক নির্দেশ জারী করে এই আন্দোলনের স্বীকৃতি দিতে হয়। নির্দেশে বলা হয় ক্যাথলিক ধর্ম অস্বীকার করার অধিকার কমিউনের আছে।

এরপর আন্দোলন আরো দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়।

জাকবাঁা ক্লাবে যাজকদের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট বক্তৃতা দেন লেয়োনার বুর্দঁ (Leonard Bourdon)। সেকসিয়ঁ সমূহের কেন্দ্রীয় কমিটিতে দেফিয়ো[৩] (Desfieux), পেরেইরা[৪] (Pereira), প্রলি[৫] (Proli) প্রমুখ চরমপন্থী নেতা ক্যাথলিক ধর্মাচরণের সরকারী অর্থবরাদ্দ বন্ধের জন্য একটি আবেদনের প্রস্তাব করেন। এই অভিযানের উদ্যোক্তারা বিশেষত দেফিয়ো, পেরেইরা, ক্লুটস[৬] ও বুর্দঁ পারীর বিশপ গবেলকে[৭] (Gobel) পদত্যাগ করতে বাধ্য

করেন (৭ই নভেম্বর)। পরদিন গবেল স্বয়ং তাঁর ভিকারদের নিয়ে কঁভঁসিয়ঁতে উপস্থিত হন এবং সমবেতভাবে পদত্যাগ করেন। ১০ই নভেম্বর পারীর প্রধান গির্জা নৎর দামে (Notre Dame) খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানের পরিবর্তে স্বাধীনতার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের অঙ্গ ছিলো: মঁতাঞ্রির প্রতীক একটি পাহাড় এবং স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহরূপে একজন অভিনেত্রী। কঁভঁসিয়ঁর সদস্যদের উপস্থিতিতেই এই উৎসব হয়। কঁভঁসিয়র নির্দেশে অতিলৌকিক ঈশ্বরের পরিবর্তে গির্জাটি মানবিক বুদ্ধির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়। এই ঘটনার পর খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণের তরঙ্গ পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পর পর কয়েকটি সেকসিয়ঁ খ্রীষ্টধর্ম বর্জন করে। এরপর বিভিন্ন কমিটি এবং গণসমিতি আন্দোলনে যোগ দেয়। ক্রমে পারীর সব গির্জা মানবিক বুদ্ধির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়। ২৩শে নভেম্বর পারীর কমিউন সব গির্জা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে শহীদ পূজা শুরু হয়। খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তারা প্রায় সবাই বিদেশী। তারাই এই আন্দোলন জনতার মধ্যে প্রচার করে। কিন্তু বিপ্লবী শহীদ মারার প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা থেকে শহীদ পূজার সৃষ্টি। ১৭৯৩-এর সংকটে শহীদ পূজার মধ্য দিয়ে সাঁকুলোতেরা তাদের প্রজাতন্ত্রী প্রত্যয়কে তুলে ধরেছিলো। জনতার গভীর ঐক্যবোধ ও বিপ্লবী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা এর মধ্যে প্রকাশিত। সনাতন ক্যাথলিক ধর্মের সমারোহপূর্ণ পূজানুষ্ঠানের বিকল্প এই নতুন শহীদ পূজা। ১৭৯৩-এর অগস্ট মাসে পারীর কয়েকটি সেকসিয়ঁ এবং গণসমিতি অতি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের দ্বারা মারা ও ল্যপ্যলতিয়ের আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। মারা, ল্যপ্যলতিয়ে ও শালিয়ে—এঁরা শহীদ পূজার ত্রয়ী। ক্রমে শহীদ পূজার বিশিষ্ট চরিত্র স্পষ্ট ও ব্যাপক হয়ে ওঠে সমবেত সঙ্গীত, সমারোহপূর্ণ প্রায় ধর্মীয় শোভাযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে। খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের দ্বারা শহীদ পূজা অনুপ্রাণিত হয়। মানবিক বুদ্ধিবাদের সঙ্গে একীভূত শহীদবাদ প্রজাতন্ত্রী বিশ্বাসের অঙ্গ কিন্তু এই বিমূর্ত বুদ্ধিবাদ সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। তাই অপেরার সুন্দরী নর্তকীর মূর্তি বুদ্ধিদেবীর নতুন বিগ্রহ, আর স্বাধীনতার শহীদেরা এই নতুন ধর্মের দিব্য মানুষ। বিভিন্ন গির্জায়—যা এখন মানবিক বুদ্ধির মন্দিরে পরিণত—এঁদেরই মূর্তি শোভা পেতে লাগল। কিন্তু ক্রমে এই নতুন লৌকিক ধর্মের বিপজ্জনক দিক

সম্পর্কে বুর্জোয়া শাসককুল অবহিত হয়ে উঠলেন। মারার বিপ্লবী ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শহীদবাদের চরমপন্থী বিপ্লবী চরিত্র অতি স্পষ্ট। সুতরাং খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে গণ-নিরাপত্তা কমিটির অভিযানের মধ্যে শহীদবাদও অন্তর্ভুক্ত হয়।

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে গ্রেপ্তার আরম্ভ হয়। বিভিন্ন গণসমিতির দাবি ছিলো ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের আর সরকারের ভাণ্ডার থেকে বেতন দেওয়া চলবে না। কিন্তু কঁভঁসিয়ঁ এই দাবি মেনে নিতে পারে নি। কারণ ফ্রান্স প্রায় সমগ্র য়োরোপের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। এই মুহূর্তে এমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া অনুচিত যাতে ফ্রান্সের শক্তিহানি হয়। এই জাতীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে সনাতন ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি অনুরাগী ফরাসী জন-সাধারণের একটি বিশাল অংশ বিপ্লবের শত্রুতে পরিণত হবে। রোবসপিয়ের স্বয়ং ক্যাথলিক ধর্মবিমুখ হয়েও জাকব্যাঁ ক্লাবে খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই মর্মে বক্তৃতা দেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে এই আন্দোলনের বিদেশী প্রবক্তা দেফিয়ো, প্রলি, পেরাইরা প্রভৃতি কেবল নীতি-জ্ঞানহীন নন, বিদেশী রাষ্ট্রের চর। তারা গণতন্ত্রীর মুখোস পরে প্রতি-বিপ্লবকে সাহায্য করার জন্যেই গির্জার বেদী ভাঙছে।

দাঁতঁও এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত পারীর কমিউন ক্যাথলিক ধর্মাচরণের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় কিন্তু যাজকদের বেতন দিতে অসম্মত হয়। এই অসম্মতির অর্থ রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথকীকরণ। ৬ই ডিসেম্বর কঁভঁসিয়ঁ ধর্মমতের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করে এক নির্দেশ প্রচার করে। কিন্তু এই নির্দেশ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গির্জার বন্ধ দ্বার আবার উন্মুক্ত হয় নি। আরো কিছুকাল খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণের প্রবাহ ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে অব্যাহত থাকলেও এই আন্দোলন অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে যায়। এতে গণনিরাপত্তা কমিটির প্রতিপত্তি বাড়ে। একই সময়ে সামরিক পরিস্থিতির উন্নতিতে এই কমিটির আধিপত্য আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফ্রান্সের প্রথম বিজয় (সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বর, ১৭৯৩)

ফ্রান্সের বৈপ্লবিক সরকারের একমাত্র লক্ষ্য বিজয়। বিজয়ী শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় ছাড়া এই সরকারের টিকে থাকা সম্ভব ছিলো না। য়োরোপীয় কোয়ালিশনের বাহিনীর বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গণনিরাপত্তা কমিটির। এই কমিটির পরিচালনায় যুদ্ধে এক নুতন

বেগ সঞ্চারিত হয়। ১০ই অগস্ট, ১৭৯৩ কার্নো ও প্রিয়র দ্য কোৎ দর গণনিরাপত্তা কমিটির সদস্য হন। এঁদের ওপর প্রধানত যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনার দায়িত্ব কারনোর, আর প্রিয়র দ্য কোৎ দরের ওপর অর্পিত হয় সমরোপকরণ নির্মাণের ভার। কিন্তু কমিটির অন্যান্য সদস্যেরা এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। রোবসপিয়ের ও সেঁ-জ্যুসৎ যুদ্ধ পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জ্যাবঁ সেঁতাঁদ্রে[৮] ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি থাকাকালীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের কারখানা এবং নৌঘাঁটি স্থাপন করেন। লিঁদে বিপুল সৈন্যবাহিনীর রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। 'বিজয়ের সংগঠক' লাজার কার্নোর এই অভিধা সত্য হলেও, সম্পূর্ণ সত্য নয়। লাজার কার্নো বিজয়ের সংগঠক কিন্তু একক সংগঠক নন। বিজয় কমিটির সদস্যদের সমবেত প্রচেষ্টার ফল। কার্নো এককভাবে বিজয়ের সংগঠক এই কিংবদন্তী ত্যঁরমিদরীয় প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী কমিটির সদস্যদের সুপরিকল্পিত প্রয়াস সঞ্জাত। ৯ই ত্যঁরমিদরের অভ্যুত্থানে কমিটির নিহত সদস্যরা সন্ত্রাসের জন্যে দায়ী। অভ্যুত্থানের সহযোগী সদস্যরা প্রজাতন্ত্রের পরিত্রাতা, কার্নো 'বিজয়ের সংগঠক'।

সামগ্রিক যুদ্ধপরিচালনার প্রয়াস শুরু হয় ১৭৯৩-এর গ্রীষ্মকালে। জুলাই মাসে ফ্রান্সের সৈন্যসংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষে পৌঁছোলেও ফ্রান্সের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ ছিলো না বললে অত্যুক্তি হবে না। তাছাড়া বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহও সম্ভব ছিলো না। কারণ গোটা বিদেশই ফ্রান্সের শত্রু। গণনিরাপত্তা কমিটি দেশরক্ষার জন্যে ফরাসী বৈজ্ঞানিকদের এগিয়ে আসার যে আহ্বান করে, তার অপ্রত্যাশিত সাড়া মেলে। বৈজ্ঞানিক মঁজ (Monge), এনজিনিয়ার হাসেনফ্রাৎস (Hassenfratz), রাসায়নিক বার্তলে (Bertholet) এবং ভাঁদেরমঁদ (Vandermonde) প্রভৃতির সমবেত প্রচেষ্টায় উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র ও প্রচুরতর গোলাবারুদ উৎপাদন সম্ভব হয়। বিপুল ফরাসী বাহিনীর অস্ত্রসজ্জার জন্যে পারীর পার্কে পার্কে নতুন চুল্লী, নতুন কারখানা স্থাপিত হয়। অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের অস্ত্রনির্মাণের কারখানায় কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ফলত বিপ্লবী কালেণ্ডারের দ্বিতীয় বর্ষে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের হার বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই সময় ফ্রান্সে প্রত্যহ ৭০০ বন্দুক নির্মিত হত। তাছাড়া, বারুদ প্রস্তুতের প্রয়োজনে সারা দেশে গন্ধক খুঁজে বার করার জন্যে সাঁকুলোৎ দেশপ্রেমিকদের বিনিদ্র সন্ধান অসাধারণ সার্থকতা লাভ

করে। সমগ্র জাতির এই তপস্যার ফল রণাঙ্গনে অসামান্য বিজয়। এই বিজয় ১৭৯৪-এর বসন্তকালের আগে আসে নি। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সমরসম্ভারের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও গণনিরাপত্তা কমিটির দেশরক্ষায় উৎসর্গীকৃত প্রয়াস বিদেশী শত্রুর অগ্রগতি শ্লথ করে দিতে সমর্থ হয়েছিলো।

সেনাবাহিনীর বিজয়ে সন্ত্রাসের ভূমিকা অসামান্য। চৌদ্দটি সৈন্যবাহিনীর সংগঠন, রণসাজে সজ্জিতকরণ, খাদ্য সরবরাহের নিয়মিত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং রণাঙ্গনে অশ্রুতপূর্ব বিজয় গণনিরাপত্তা কমিটির অসামান্য কীর্তি।

এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে—লেভে অঁ্যা মাস, ভোগ্যদ্রব্যের অধিগ্রহণ, দেশব্যাপী ভোগ্যপণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ, সমরোপকরণ নির্মাণের কারখানার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, বিরোধী সেনাপতিদের অপসারণ ও অন্যান্য সেনাপতিদের নিয়ন্ত্রণ। সন্ত্রাস প্রদত্ত নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ব্যতীত গণনিরাপত্তা ও কমিটির পক্ষে এক পাও এগোনো সম্ভব ছিলো না।

সৈন্যবাহিনীর বিশুদ্ধীকরণের ফলে এক নতুন অফিসার সম্প্রদায় ফরাসী সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার ভার নেয়। কমিটি প্রথম থেকেই সাধারণভাবে অভিজাতদের সেনাবাহিনীর উচ্চপদে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার হরণ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় সামরিক ঐতিহ্যসম্পন্ন তরুণ ফরাসী অভিজাতদের সামরিক প্রতিভা সেনাবাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছিলো। যে নবীন ফরাসী সেনানায়কেরা সন্ত্রাসের যুগে ফ্রান্সকে এক অভাবিত বিজয়ের পথে নিয়ে যান, বিপ্লবোত্তর যুগে তাঁরাই নাপোলেয়ঁর সর্বাপেক্ষা যোগ্য সহকারী। জর্দঁা (Jourdan) (জন্ম—১৭৬২) উত্তরের ফরাসীবাহিনীর, পিশ্যগ্রু (Pichegru) (জন্ম—১৭৬১) রাইনের বাহিনীর এবং অস (Hoche) (জন্ম—১৭৬৮) মোজেলের বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন। এঁরা প্রত্যেকেই পরবর্তী যুগে নাপোলেয়ঁর মার্শাল। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন। বিপ্লবী শৃঙ্খলা সমভাবে সৈনিক ও সেনাপতির ওপর প্রযোজ্য। এখানেও একটি অখণ্ড অভীপ্সার—বিজয় অথবা মৃত্যু—দ্বারা সমগ্র সৈন্যবাহিনী অনুপ্রাণিত।

১৭৯৩-এর হেমন্তকাল থেকে প্রজাতন্ত্রীবাহিনীর বিজয়াভিযান আরম্ভ হয়। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের পর প্রজাতন্ত্রীবাহিনী কর্তৃক লিয়ঁ অধিকৃত হয় (৯ই অক্টোবর)। অতঃপর ইংরেজ অধিকৃত তুলঁ অবরুদ্ধ হয় এবং ফরাসবাহিনী সেনাপতি দুগোমিয়ের (Dugommier) নেতৃত্বে তুলঁ আক্রমণ করে। তুলঁর যুদ্ধে ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীর নবীন ক্যাপ্টেন বোনাপার্ত

বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশে এক নতুন নক্ষত্রের এই প্রথম অস্পষ্ট আভাস। ১৯শে ডিসেম্বর তুলঁর পতন হয়।

ভঁদে বিদ্রোহের অবসান

গণনিরাপত্তা কমিটির অতন্দ্র সাধনায় ফরাসী বাহিনীতে যে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় ভঁদে বিদ্রোহের সম্পূর্ণ পরাজয় তার অপ্রতিরোধ্য পরিণাম। মাইয়ঁসের বাহিনীর নিকট রাজতন্ত্রী ক্যাথলিকবাহিনীর পরাজয়ের পর বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রীবাহিনী উত্তরের সৈন্যবাহিনীর অধীনে কেন্দ্রীভূত হয়। এই বাহিনীর সেনাপতি লেশেল (Lechelle), সহকারী ক্লেবের (Kleber)। ১৭ই অক্টোবর ভঁদের বাহিনী এই প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর নিকট শোলের (Cholet) যুদ্ধে পরাজিত হয়। কিন্তু পরাজয় সত্ত্বেও ভঁদে বাহিনীর দুই সেনাপতি লা রশজাকলেইঁ (La Rochejaquelein) এবং স্তফ্লে (Stofflet) ২০ থেকে ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে লোয়ার নদী অতিক্রম করে গ্রাঁভিলের দিকে এগিয়ে যায়। উদ্দেশ্য : গ্রাঁভিল অতিক্রম করে একটি বন্দর অধিকার এবং ইংরেজ নৌবাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। কিন্তু গ্রাঁভিল অধিকারে ব্যর্থ হয়ে এরা আবার দক্ষিণে আঁজেরের দিকে ফিরে আসে। আবার প্রতিহত হয়ে মাঁর (Mans) পথ ধরে। অবশেষে মার্সো (Marceau) ও ক্লেবেরের বাহিনী এই ভঁদে বাহিনীকে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন করে দেয় (১৩ই ও ১৪ই ডিসেম্বর)। এই যুদ্ধে ভঁদে বাহিনী মুছে যায় বললে অত্যুক্তি হবে না। যদিও এরপরও লা রশজাকলেইঁর এবং স্তফ্লের বাহিনী আবার লোয়ার অতিক্রম করে এবং ল্য মারে (le Marais) সারেতের (Charette) হস্তগত থাকে, তবু এরপর ভঁদে বিদ্রোহ প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আর সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। বিদ্রোহের প্রাণস্পন্দন ক্রমশ স্তিমিত, অবশেষে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

বিদেশী হানাদারী বাহিনীর পরাজয়ও গণনিরাপত্তা কমিটির প্রচণ্ড উদ্যমের ফলশ্রুতি। কোয়ালিশনের বাহিনী ফরাসী সীমান্ত জুড়ে একটি পরিবেষ্টনী রচনা করেছিলো : উত্তর সাগরের সীমান্তে ডিউক অব ইয়র্কের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ-ওলন্দাজ বাহিনীর দ্বারা ডানকার্ক অবরুদ্ধ : সাঁবর (Sambre) সীমান্তে কোবুর্গের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রিয় বাহিনী কর্তৃক মোবেউজ অবরুদ্ধ; সার (Sarre) নদীর তীরে ডিউক অব ব্রুনসহ্বিকের নেতৃত্বাধীন প্রুশীয় বাহিনী অত্যন্ত সক্রিয়; রাইন সীমান্তে হ্বুরমজেরের অস্ট্রিয় বাহিনীর দ্বারা হ্বিসেমবুর্গের রেখা অধিকৃত; লাণ্ডাউ অবরুদ্ধ এবং আলসাস আক্রান্ত।

এক সংকটময় মুহূর্তে গণনিরাপত্তা কমিটি সর্বত্র আক্রমণের আদেশ দেয়।

১৭৯৩-এর ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে জনতার আন্দোলন অনেকটা স্থির হয়ে আসছিলো। খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থায় পারীর বিভিন্ন সংগ্রামী সেকসিয়ঁ ও ক্লাবসমূহ থমকে দাঁড়ায় এবং অনেকাংশে জনতার বিপ্লবী আবেগও প্রশমিত হয়। কিন্তু গণনিরাপত্তা কমিটির প্রভুত্বের সাংগঠনিক রূপায়ণ তখনও অসম্পূর্ণ, বিভিন্ন দ্যপার্তমঁও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে কোনো স্থির যোগসূত্র না থাকায় দ্যপার্তমঁ ও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব এবং পরস্পর বিরোধিতাও ছিলো। জনতার বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পর থেকে কঁভঁসিয়ঁতে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং জনতার বিপ্লবী প্রতিনিধিদের ক্ষমতার লড়াই এক জটিল, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অতএব নির্বাচিত বৈধ প্রশাসনের মধ্যে একটা স্থির সীমারেখা নির্ধারণের দ্বারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিলো। কারণ কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক সরকারের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবী আবেগকে একটি পূর্বপরিকল্পিত নির্দিষ্ট লক্ষ্যের নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না।

আর্থনীতিক সংকটও অনুরূপ ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয় করে তুলেছিলো। জেলাওয়ারীভাবে সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হওয়ার ফলে এবং জেলায় জেলায় নির্ধারিত মূল্যের তারতম্য এবং তজ্জনিত মূল্য বৈষম্যের জন্যে অসন্তোষ ও ধর্মঘট হচ্ছিলো। ফলে পরিস্থিতি বিস্ফোরক হয়ে উঠেছিলো। সুতরাং সর্বত্র নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যের একীকরণ, বহির্বাণিজ্যের একীকরণ, বিভিন্ন দ্যপার্তমঁর মধ্যে একটি সুষম বণ্টননীতি নির্ধারণ ইত্যাদির জন্যে গণনিরাপত্তা কমিটির নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা আবশ্যিক হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ ছাড়া তা সম্ভব ছিলো না। সুতরাং রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক পরিস্থিতি জাতির সামগ্রিক জীবনের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দিকে গণনিরাপত্তা কমিটিকে চালনা করেছিলো। দ্বিতীয় বর্ষের ১৪ই ফ্রিমেরের (৪ঠা ডিসেম্বর ১৭৯৩) নির্দেশের দ্বারা প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের যুদ্ধকালীন যে সংবিধান ঘোষিত হয় তাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীকৃত হয়। এই ঘোষণার দ্বারা গণনিরাপত্তা কমিটির নিরঙ্কুশ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ভার অর্পিত হয় সাধারণ কমিটির ওপর। কমিউন ও জেলা এখন থেকে কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত হবে। প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষমতা একমাত্র

সরকারের। কেন্দ্রীয় বিপ্লবী বাহিনী অটুট থাকলেও দ্যপার্তমঁর বিপ্লবী বাহিনীগুলিকে ভেঙে দেওয়া হলো। আপাতত গণনিরাপত্তা কমিটির যা একমাত্র প্রার্থিত বস্তু, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক স্থিরতা ছাড়া তা অর্জনের অন্য কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু কেন্দ্রীকরণের অনিবার্য পরিণাম জনতার আন্দোলনের স্বাধীনতার অবলুপ্তি।

কিন্তু ইতিমধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নতুন দিকে মোড় নেওয়ায় কমিটির স্বৈরাচারী একাধিপত্যের প্রয়োজন অনেকাংশে কমে যায়। কারণ বিপ্লবী বাহিনীর জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেছে: তুলঁ অধিকৃত, সাভনেতে ভঁদে বিদ্রোহের পরাজয়, শত্রুকবলিত বাণ্ডউর মুক্তি। সামরিক বিজয়ের জন্যেই তো বৈপ্লবিক স্বৈরাচারের প্রয়োজন হয়েছিলো। সুতরাং জয় যখন করায়ত্ত তখন স্বৈরাচারের প্রয়োজনীয়তাও কি নিঃশেষিত নয়? যাঁরা শান্তি ও আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণহীন নিরুপদ্রব জীবনে অভিলাষী তাদের পক্ষে এখন আর গণনিরাপত্তা কমিটির সামগ্রিক স্বৈরাচার সহনীয় নয়। দেশের নিরাপত্তা যখন নির্বিঘ্ন তখন স্বৈরাচারী শাসনের কঠিন নিয়ন্ত্রণ শিথিল না করার কি কারণ থাকতে পারে? কিন্তু বিপ্লবী বাহিনীর জয়যাত্রা শুরু হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সামরিক অভিযান তখনও অব্যাহত। সুতরাং পরাজয়ের আশঙ্কা না থাকলেও সম্মুখে এক অকল্পনীয় বিজয়ের সম্ভাবনা। অতএব এই অবস্থায় আবার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ফ্রান্সের প্রত্যাঘাতী শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার নামান্তর। স্বাধীনতার স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেকার ঢিলেঢালা শাসনব্যবস্থায় ফিরে যেতে চাচ্ছিলো প্রশ্রয়বাদীরা (Indulgents)। কিন্তু তাদের কথা শুনলে গণনিরাপত্তা কমিটি সাঁকুলোৎ সম্প্রদায়ের আস্থা হারাবে।

সাঁকুলোৎদের সক্রিয় সমর্থনই গণনিরাপত্তা কমিটির ক্ষমতার উৎস আর সাঁকুলোৎদের লক্ষ্য শুধুমাত্র সামরিক বিজয়ই নয়, সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং সামরিক বিজয়ের মধ্যে বৈপ্লবিক সরকারের উদ্দেশ্য নিঃশেষিত নয়। অতএব কমিটির একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্থিতি গণনিরাপত্তা কমিটির সম্মুখে উভয়সংকট নিয়ে এলো।

বিজয় এবং বৈপ্লবিক সরকারের পতন (ডিসেম্বর ১৭৯৩—জুলাই, ১৭৯৪)

গণনিরাপত্তা কমিটির কাছে দেশরক্ষা ও সামরিক বিজয় সব কিছুর ঊর্ধ্বে। অতএব মধ্যপন্থী প্রশ্রয়বাদী অথবা চরমপন্থী জনতার আন্দোলনের নিকট নতিস্বীকার করার কোনো ইচ্ছা কমিটির ছিলো না। উপরন্তু নিয়ন্ত্রিত

অর্থনীতি এবং সন্ত্রাস যার ফলে কমিটির একাধিপত্য সম্ভব হয়েছে, বিজয়ের এই দুই শক্তিশালী অস্ত্রের বিনিময়ে মধ্যপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলানোও কমিটির পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু এই পরস্পর বিরোধী পন্থার মধ্যে ভারসাম্যের বিন্দু কোথায় ? মধ্যপন্থী প্রশ্রয়বাদী ও চরমপন্থী সাঁকুলোৎদের অন্তর্বর্তী পথ বেছে নিয়েছিলো বিপ্লবী সরকার। কিন্তু শীতের শেষভাগে খাদ্যাভাব আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায়। চরমপন্থী বিরোধিতার সঙ্গে গণ-বিক্ষোভ সংযুক্ত হওয়ায় ভঁতোজে বিপ্লবী সরকার মধ্যপথ পরিত্যাগ করে আকস্মিকভাবে চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে আঘাত হানে এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কিন্তু চরমপন্থী বিরোধিতা অবসান হওয়ায় মধ্যপন্থীদের চাপে বিপ্লবী সরকারের টিকে থাকা কঠিন হয়ে ওঠে। বিপ্লবী সরকার প্রত্যাঘাত হানে এবং প্রশ্রয়বাদীরাও চরমপন্থীদের অনুসরণ করে। কিন্তু তা সত্বেও এই সরকারের আর বেশি দিন টিকে থাকা সম্ভব ছিলো না। কারণ সাঁকুলোৎ সমর্থন-নির্ভর এই সরকার সাঁকুলোৎ নেতাদের গিলোতিনে পাঠিয়ে সাঁকুলোৎদের সঙ্গে সংযোগের সূত্র হারিয়েছিলো। বিপ্লবী সরকারের প্রকৃতির মধ্যে অলঙ্ঘনীয় নিয়তির মতো যে স্ববিরোধিতা অন্তর্লীন ছিলো, ৯ই থ্রুমেরে তা প্রকাশিত।

উপদলীয় সংঘাতে নিরাপত্তা কমিটির বিজয় (ডিসেম্বর ১৭৯৩—এপ্রিল, ১৭৯৪)

ক্ষিপ্ত গোষ্ঠীকে নির্বিষ করে, খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত করে দিয়ে এবং বিভিন্ন গণসংগঠন ও সেকসিয়ঁর সোসাইটিসমূহের বিরুদ্ধে আঘাত হেনে গণনিরাপত্তা কমিটি রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে তুলে নিতে চেয়েছিলো। এতকাল নিরাপত্তা কমিটি জনতাকে অনুসরণ করেছে কিন্তু এখন কমিটি জনতাকে পরিচালিত করতে দৃঢ় সংকল্প। কিন্তু এই প্রয়াসের একটি বিপজ্জনক দিকও ছিলো : সাঁকুলোৎ সমর্থন হারানোর অর্থ কঁভঁসিয়ঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়া এবং বিরোধী পক্ষের আক্রমণের সম্মুখে হীনবল হয়ে যাওয়া।

দাঁতঁ খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে রোবসপিয়েরকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এই সমর্থনের পশ্চাতে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো না তা নয়। প্রথমত তিনি বিদেশী ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত এবং কারারুদ্ধ বন্ধুদের (বিশেষত ফাব্র দেগ্লাঁতিনকে, যিনি ভারতীয় কোম্পানিবিষয়ক ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলেন) মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য

আরও সুদূর প্রসারী : সাঁকুলোৎ সমর্থিত বিলোভারেন ও কল-দেরবোয়াকে গণনিরাপত্তা কমিটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিপ্লবী সরকারকে হীনবল করা। এবের ও করদেলিয়েক্লাবসমর্থিত গণপরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন দাঁতঁ। এই পরিকল্পনার মূল কথা : চরম সন্ত্রাস, নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যের কঠোর প্রয়োগ এবং জীবনপণ সংগ্রাম। খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থার ফলে সরকার ও সাঁকুলোৎদের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় তাতে দাঁতঁর উপদলের সুবিধা হয় এবং প্রচণ্ড উপদলীয় সংঘাত আরম্ভ হয়। এই সংঘাত বিপ্লবী সরকার, জনতার আন্দোলন এবং সর্বোপরি বিপ্লবের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

বিদেশী ষড়যন্ত্র এবং কঁপাইনি দেজ্যাঁদ সংক্রান্ত ঘটনা (অক্টোবর—ডিসেম্বর, ১৭৯৩)

এই দুটি ঘটনা মঁতাঞিয়ারের ঐক্য বিনষ্ট করে এবং কঁভঁসিয়ঁর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা চরম পর্যায়ে নিয়ে আসে।

১৭৯৩-এর ১২ই অক্টোবর ফাব্র দেগ্লাঁতিন বিদেশী ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন। তিনি বিদেশী বিপ্লবীশরণার্থী প্রলি, দেফিয়ো, পেরেইরা ও দ্যুবুইসঁকে[৯] (Dubuisson) বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্যে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত করেন। তাঁর বক্তব্য : এই সব বিদেশী শরণার্থীরা বিপ্লবী সরকারকে চরমপন্থী নীতি অনুসরণে প্ররোচিত করে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছে। তাঁর অভিযোগ সাধারণভাবে চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে। এঁদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন খ্যাতনামা বিপ্লবী : সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি থেকে বিতাড়িত শাব[১০] (Chabot), তুলুজের জুলিয়্য[১১] (Julien), দেফিয়ো, দ্যুবুইসঁ, বেলজিয়ান প্রলি, পর্তুগীজ পেরেইরা এবং গণনিরাপত্তা কমিটির এরল দ্য সেশেল। এরপর রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই তথাকথিত বিদেশী ষড়যন্ত্রের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

ফ্রান্সের বিপ্লবীদের মধ্যে বিদেশী শরণার্থী বিপ্লবীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিলো না। বিপ্লবের গোড়ার দিকে বিপ্লবী সরকার স্বৈরাচারী য়োরোপের বিপ্লবীদের আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়েছিলো এবং য়োরোপের নানা দেশ থেকে বিপ্লবীরা এসে ফ্রান্সে আশ্রয় নিয়েছিলো। এমন কি, এদের মধ্যে কয়েকজন কঁভঁসিয়ঁর সদস্য পর্যন্ত হয়েছিলেন, যেমন ক্লুট্স্ এবং টম পেইন[১২]। অন্যান্য বিপ্লবীরাও নানা গণসংগঠন, যথা করদেলিয়ে

ও অপরাপর ক্লাব এবং অন্যান্য গণসংগঠনের সদস্য হিসাবে বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই বিদেশী বিপ্লবীদের সক্রিয়তায় গণ-নিরাপত্তা কমিটির যে কিছুটা শঙ্কা ছিলো না, এমন নয়। কেন না, এদের কারু কারুর গতিবিধি রীতিমত সন্দেহজনক ছিলো এবং অনেকেরই বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ ছিলো। আবার এদের সঙ্গে মঁতাঞি দলের অনেক সদস্যের সঙ্গেও ঘনিষ্ট সংযোগ ছিলো। এরা সবাই চরমপন্থী এবং পরাজিত রাজ্যের ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তি, খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলন প্রভৃতির প্রবক্তা।

বিভিন্ন কমিটি সঙ্গে সঙ্গেই এই অভিযোগের তদন্ত শুরু করে এবং তদন্তকারী কমিটিগুলির কাছে অভিযোগ ও নানা তথ্যের পাহাড় জমে ওঠে। তা থেকে একটি সত্য উদ্ঘাটিত হয়, দুর্নীতি ও দেশদ্রোহিতার কলঙ্ক থেকে প্রায় কেউই মুক্ত নয়। অতএব ফাব্র দেগ্লাঁতিনের[১৩] বিদেশী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ গণনিরাপত্তা কমিটির হাতে মারাত্মক অস্ত্র তুলে দেয় যা কমিটির পক্ষে প্রায় যে কোনো রাজনৈতিক শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা সম্ভব ছিলো।

বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ বিশেষত ইংলণ্ডের উইলিয়াম পিট কর্তৃক সংগঠিত ও তাঁর আর্থিক আনুকূল্যে পরিপুষ্ট বিদেশী ষড়যন্ত্রের কোনো ভিত্তি ছিলো বলে মনে হয় না। কিন্তু বিদেশী ষড়যন্ত্রের তদন্তের ফলে সমাজের একটি প্রকৃত অকল্যাণকর দিকের সন্ধান মেলে: বিপ্লবের অভ্যন্তরে গোপন দুর্নীতি ও ফটকাবাজী। পারীতে বসবাসকারী অনেক বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগকারী ধনপতি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজন মোরাভিয়ার ইহুদী সিগমুণ্ড গট্লেব এবং ইমানুয়েল ডব্রুস্কা (যারা নাম পরিবর্তন করে ফ্রে ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত হন) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় ধনপতিদের সঙ্গে পুরসভার সদস্য, সরকারী কর্মচারী এবং ক্লাবের ও কঁভঁসিয়ঁর সদস্য বহু রাজনীতিকের গোপন দুর্নীতির বন্ধন ছিলো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শাবকে ধরা যেতে পারে। আকস্মিক ধনাগমের একটি যুক্তিসহ ব্যাখ্যার জন্যে শাব ফ্রে ব্যক্তিগত পরিবারে বিবাহ করেন। কারণ, বিবাহে প্রাপ্ত যৌতুক তাঁর আকস্মিক সমৃদ্ধির কারণ হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য হবে।

সমাজে যখন সামগ্রিক অনিশ্চয়তা বিদ্যমান এবং যুদ্ধার্থে যখন জাতির সর্বস্ব নিয়োজিত, তখন ফ্রে ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো ফটকাবাজেরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে মুনাফা লোটে; সৈন্যবাহিনীতে রসদ সরবরাহের ঠিকাদারী করে অল্প দিনেই অপরিমেয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। এই সব পুঁজিপতি ও

রাজনৈতিকদের এবং ব্যরণ দ্য বাৎজের মতো রাজতন্ত্রীদের পক্ষে চরমপন্থী আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থনের সঙ্গত কারণ ছিলো। কারণ, খ্রীষ্টধর্ম-নির্মূলীকরণ ও অন্যান্য চরমপন্থী আন্দোলনের আড়ালে দুর্নীতি আত্মগোপন করে থাকতে পারতো। তাছাড়া, চরমপন্থী আন্দোলনের মধ্যে বিপ্লবী আইন প্রণয়নের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা থাকে। তাতে প্রয়োজন অনুযায়ী বাজার দরের ওঠানামা করিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে নেওয়া যায়। মুনাফা শিকারের এই সীমাহীন লোভের ফলশ্রুতি ফরাসী কঁপাইঁনি দেজ্যাঁদের কলঙ্কজনক ঘটনা।

অগস্ট মাসে কঁভঁসিয়ঁ এই কোম্পানি বিলোপের সিদ্ধান্ত নেয়। কঁভঁসিয়ঁর পাঁচজন সদস্য শাব, জুলিয়ঁ্যা দ্য তুলুজ, দ্যলোনে, আঁজের, বাজির এবং ফাব্র দেগ্লাঁতিন কোম্পানির বিলোপের নির্দেশের ওপর সই-এর কারচুপি করে ৫ লক্ষ লিভ্র আত্মসাৎ করেন। ফাব্র দেগ্লাঁতিনের বিদেশী ষড়যন্ত্রের অভিযোগের পিছনে জালিয়াতির দ্বারা অর্থ আত্মসাতের অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচাবার প্রয়াসও ছিলো। এই চেষ্টা যে একেবারে ব্যর্থ হয় নি তার প্রমাণ শাব যখন মধ্য নভেম্বরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সংক্রান্ত ঘটনা প্রকাশ করে দেন তখন ফাব্র দেগ্লাঁতিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ কঁভঁসিয়ঁর কাছে বিশ্বাস্য বলে মনে হয় নি। সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই দুটি ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক রোবসপিয়েরের বুঝতে দেরী হয় নি। প্রুশীয় ক্লুটসের পররাজ্যগ্রাসী বিপ্লবী প্রচারের দ্বারা সুইৎসারল্যাণ্ডের মত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠায় রোবসপিয়ের শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে পেরেইরা ও তাঁর সহকর্মীরা খ্রীষ্টধর্মনির্মূলী-করণ আন্দোলন এবং পারীর সেকসিয়ঁর গণসমিতিগুলির কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠনের দ্বারা পারীর সাঁকুলোৎদের নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন। গণ-নিরাপত্তা কমিটি এই প্রচেষ্টাকে তার আধিপত্যের বিরুদ্ধে আঘাত বলে মনে করেছিলো। ১৭ই নভেম্বর রোবসপিয়ের সমভাবে মধ্যপন্থী এবং ভুয়া দেশপ্রেমিক চরমপন্থীদের আক্রমণ করেন। তিনি বলেন: "চরম-পন্থীরা বিদেশী রাষ্ট্রের ভাড়াটে চর; এরা বিপ্লবের রথকে হঠকারিতার বিপজ্জনক পথে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।" ২১শে নভেম্বর জাকব্যাঁ ক্লাবে তিনি আবার এই সব বিদেশী রাষ্ট্রের ভাড়াটে চরদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন।

এরপর জাকব্যাঁ ক্লাব থেকে প্রলি, দেফিয়ো, দ্যুবুইসঁ এবং পেরেইরা বহিষ্কৃত হন।

বিপ্লবের পরবর্তী ঘটনার ওপর বিদেশী ষড়যন্ত্র ও কঁপাইনি দেজ্যাঁদ সংক্রান্ত ঘটনার প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতি, বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক সরকারী কর্মচারীদের নিবিড় যোগসূত্র, খ্যাতিমান বিপ্লবীদের কলঙ্কময় স্বরূপের উদ্‌ঘাটন এবং পারস্পরিক সন্দেহ বিপ্লবী রাজনীতিতে এক জটিল, বিষাক্ত আবর্তের সৃষ্টি করে। মঁতাঞি দলের ঐক্যে ফাটল ধরে, এবং উপদলীয় সংঘাত চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়।

প্রশ্রয়বাদীদের (Indulgents) আক্রমণ (ডিসেম্বর ১৭৯৩—জানুয়ারী, ১৭৯৪)

১৭৯৩-এর অক্টোবরে দাঁতঁ বিশ্রামের জন্যে আর্সি গিয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধু ফাব্‌র ও বাজির কঁপাইনি দেজ্যাঁদ সংক্রান্ত ঘটনায় জড়িয়ে পড়ায় তিনি নভেম্বরে পারী ফিরে আসেন। গণনিরাপত্তা কমিটির বিরুদ্ধে মধ্যপন্থী বিরোধিতা এখন দাঁতঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে লাগল। প্রথমদিকে নিরাপত্তা কমিটি, বিশেষত রোবসপিয়ের, মধ্যপন্থী সংগঠনের বিরোধিতা করেন নি, কারণ খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দাঁতঁর নেতৃত্বাধীন মধ্যপন্থীদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিলো তাঁর। দাঁতঁর নেতৃত্বে প্রশ্রয়বাদীরা ধর্মবিরোধী চরমপন্থীদের আক্রমণ করে এবং মানুষের রক্তের মিতব্যয়িতার এবং ধর্মবিরোধী শোভাযাত্রা বন্ধ করার দাবী জানায়। চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের পশ্চাতে রোবসপিয়েরের পরোক্ষ সমর্থন ছিলো। তার প্রমাণ মেলে যখন জাকব্যাঁ ক্লাবে রোবসপিয়ের দাঁতঁকে সমর্থন করেন।

চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁতঁপন্থীদের অভিযানে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে কামিই দেমুলাঁ্যার নতুন কাগজ ভিয়ো করদেলিয়ে (Vieux Cordelier)। এই কাগজ প্রকাশের পশ্চাতে রোবসপিয়েরের অনুমোদন ছিলো। বিখ্যাত সাংবাদিক কামিই দেমুলাঁ্য তাঁর নতুন কাগজের প্রথম সংখ্যায় (৫ই ডিসেম্বর) লেখেন: পিট। "তোমার প্রতিভার প্রতি আমার নমস্কার।" দেমুলাঁ্যার মতে সব প্রগতিশীল বিপ্লবীই পিটের চর।

দ্বিতীয় সংখ্যায় খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ক্লুটসের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। তৃতীয় সংখ্যায় তিনি আরও অগ্রসর। এবার আক্রমণের লক্ষ্য চরমপন্থীরাই শুধু নয়, সন্ত্রাসের শাসন ও বিপ্লবী সরকার। তৃতীয় সংখ্যার অসাধারণ সাফল্যের মূলে প্রতি-বিপ্লবী পুনরুত্থানের আশার জাগরণ। প্রশ্রয়বাদীদের প্রতি রোবসপিয়েরের

সহৃদয় নিরপেক্ষতা ক্রমেই তাদের উৎসাহিত করে তুলছিলো। ১৭ই ডিসেম্বর ফাব্র দেগ্ল্যাঁতিন কঁভঁসিয়ঁর দুজন প্রগতিবাদী বিপ্লবীর নিন্দা করেন। একজন যুদ্ধমন্ত্রকের মুখ্যসচিব ভাঁসঁ, অন্যজন বিপ্লবী বাহিনী[১৪]র সেনাপতি রঁস্যাঁ[১৫] (Ronsin)। কঁভঁসিয়ঁ এদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। এ-বিষয়ে গণনিরাপত্তা অথবা সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির মত নেওয়া হয় নি। ২০শে ডিসেম্বর পারীর নারীদের এক প্রতিনিধিদলের আবেদনের ফলে কঁভঁসিয়ঁ ধৃত বন্দীদের আটক করার যৌক্তিকতা বিচার করার জন্যে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়।

ডিসেম্বরের শেষভাগে আবার হাওয়া বদল হয়। ১৯শে ডিসেম্বর দ্যাঁতোনের নিকট কঁপাইঁনি দেজ্যাঁদ বিলোপের জাল দলিল আবিষ্কৃত হওয়ায় দাঁতঁবাদীদের পক্ষে পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হয়ে পড়ে। চরমপন্থীরা এবার প্রত্যাঘাত হানে। স্যাঁকুলোৎ নেতা কল-দেরবোয়া তাঁর ভাষণে বলেন, বিপ্লবী কঠোরতা শিথিল করার, স্বাধীনতার শত্রুদের মৃতদেহ নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করার সময় আসে নি। বিপ্লবী বাহিনীর সেনাপতি রঁস্যাঁকে কারারুদ্ধ করে বিপ্লবের শত্রুদের শক্তিশালী করা হয়েছে।

এবার চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রশ্রয়বাদীদের আক্রমণ সম্পর্কে গণনিরাপত্তা কমিটির সহৃদয় নিরপেক্ষতার নীতি পরিবর্তিত হয়। রোবসপিয়ের উপদলীয় সংঘাতের ঊর্ধ্বে গণনিরাপত্তা কমিটিকে স্থাপন করেন।

প্রকৃতপক্ষে উপদলীয় সংঘাতে বিপ্লবী সরকারের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের সরকারী বিরুদ্ধতা বিপ্লবীসরকার এবং জনতার স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আসে। তারপর উপদলীয় সংঘাতে গণনিরাপত্তা কমিটির নিরপেক্ষতায়—ফ্রান্সের সর্বত্র মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। গণনিরাপত্তা কমিটি মধ্যপন্থীহিসাবে হস্তক্ষেপ করে।

২৪শে ডিসেম্বর প্রকাশিত ভিয়ো কর্দেলিয়ের চতুর্থ সংখ্যায় কামিই দেমুল্যাঁ কারাগারে আবদ্ধ দুইলক্ষ সন্দেহজনক ব্যক্তির মুক্তি দাবি করেন। কারণ, তাঁর স্থির বিশ্বাস এতে স্বাধীনতা স্থায়ী হবে এবং য়োরোপীয় বাহিনী পরাজিত হবে। ২৫শে ডিসেম্বর রোবসপিয়ের বৈপ্লবিক সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন: যুদ্ধের দ্বারাই সন্ত্রাসের অনিবার্যতা ও বৈধতা সম্পাদিত। বিপ্লবী সরকারের লক্ষ্য প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাতন্ত্রের সংরক্ষণের দায়িত্ব সংবিধানিক সরকারের। বিপ্লব হল শত্রুদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ। যুদ্ধ বিজয় যখন স্বাধীনতা ও শান্ত

নিয়ে আসবে, তখন সংবিধানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যুদ্ধ চলছে বলেই বিপ্লবী সরকারকে জরুরী ব্যবস্থা নিতে হবে। মধ্যস্থ হিসাবে রোবসপিয়ের উভয় উপদলের নিন্দা করেন।

১৭৯৪-এর ৫ই জানুয়ারী ভিয়ো করদেলিয়ের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় অভিযোগ মূলত এবেরের বিরুদ্ধে: বুসোত পরিচালিত যুদ্ধমন্ত্রকের কাছ থেকে এবেরের কাগজ অর্থগ্রহণ করেছে। জাকব্যাঁ ক্লাবে ভিয়ো করদেলিয়ের এই সংখ্যা নিন্দিত হয় এবং রোবসপিয়ের এই সংখ্যা পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন। এই দিন কঁপাইনি দেজ্যাঁদের বিলোপ সংক্রান্ত জালিয়াতির জন্যে রোবসপিয়ের জাকব্যাঁ ক্লাবে ফাব্র দেগ্লাঁতিনকে আক্রমণ করেন। কয়েকদিন পর ফাব্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফাব্র দেগ্লাঁতিনের গ্রেপ্তারে প্রশ্রয়বাদীদের অভিযান কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে বিপ্লবী উচ্ছ্বাস কমে নি কারণ এই সময় চরমপন্থীগোষ্ঠীর প্রত্যাঘাত শুরু হয়।

চরমপন্থী প্রত্যাঘাত (ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৪)

খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের ব্যর্থতা ও ফাব্র দেগ্লাঁতিনের জালিয়াতি প্রথমদিকে উভয় শিবিরে কিছুকাল একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। ফাব্রের গ্রেপ্তারের পর চরমপন্থী আন্দোলন একটি বিশেষ দাবি নিয়ে দানা বেধে ওঠে: ভাঁসঁ ও রঁস্যাঁর কারামুক্তি। কিন্তু কারামুক্তির দাবি উপলক্ষ্য মাত্র। প্রকৃত দাবি: কঠোর আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সন্ত্রাসকে তীব্রতর করা। চরমপন্থীরা করদেলিয়ে ক্লাবের সমর্থন লাভ করে এবং আন্দোলনের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পায় যে সরকার ভাঁসঁ ও রঁস্যাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

চরমপন্থী রাজনীতির এই বিজয় সন্ত্রাসকে তীব্রতর করার দাবিকে জোরদার করে। তাছাড়া আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের কঠোরতর প্রয়োগের দাবির পশ্চাতে গণসমর্থন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। ১৭৯৪-এর শীতকালে আর্থনীতিক সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিলো। সর্বোচ্চ মূল্যনির্ধারণে সংকটের অবসান হয় নি। রুটির অভাব না হলেও, অত্যন্ত নিকৃষ্ট রুটি পাওয়া যাচ্ছিলো। বর্ষার শুরু থেকেই মাংসের অভাবে জনতার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। প্রশ্রয়বাদীদের আক্রমণের সময় যখন চরমপন্থীরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিলো, তখনও আর্থনীতিক স্তরে মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জনতার সংগ্রাম অব্যাহত ছিলো। অতএব প্রশ্রয়বাদীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী চরমপন্থীদের নতুন আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিলো। ফলে আবার একটি

'বিপ্লবী দিনের' পরিকল্পনা দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। এই 'দিনের' অর্থ চরমপন্থীদের নেতৃত্বে ক্ষুধার্ত সাঁকুলোৎদের অভ্যুত্থান।

প্রশ্রয়বাদী ও চরমপন্থী এই দুই বিপরীত গোষ্ঠীর পরস্পর বিরোধী টানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত গণনিরাপত্তা কমিটির পক্ষে একটি ভারসাম্যের স্থির বিন্দু খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিলো। বিপ্লবী নৈতিকতা ও সন্ত্রাসের মধ্যে এই স্থির বিন্দুর সন্ধান করছিলেন রোবসপিয়ের। ১৭৯৪-এর ৫ই ফেব্রুয়ারীর প্রতিবেদনে রোবসপিয়ের সন্ত্রাসের রাজনীতির ব্যাখ্যা করেন:

"শান্তির সময়ে জনতার সরকারের শক্তির উৎস নীতিজ্ঞান; বিপ্লবী যুগে শক্তির উৎস যুগপৎ নীতিজ্ঞান ও সন্ত্রাস; নীতিজ্ঞানহীন সন্ত্রাস ক্ষতিকর; সন্ত্রাস ছাড়া নীতিজ্ঞান শক্তিহীন; সন্ত্রাস দ্রুত, কঠিন ও অনমনীয় ন্যায় বিচার ছাড়া আর কিছু নয়; নীতিজ্ঞান থেকেই সন্ত্রাস উৎসারিত। সন্ত্রাস একটি বিশেষ নীতি নয়। স্বদেশের জরুরী প্রয়োজনে প্রযুক্ত সাধারণ গণতান্ত্রিক নীতির পরিণাম।" রোবসপিয়েরের মতে এই নীতিজ্ঞানের (যাকে তিনি vertu বলেছেন) অর্থ: জনস্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন ও প্রয়োজন হলে আত্মাহুতি দান। "এই লৌকিক নীতিজ্ঞানকেই রোবসপিয়ের বৈধ সাংগঠনিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন। সন্ত্রাস বিপ্লবী শাসনের হাতিয়ার কিন্তু গণনিরাপত্তা কমিটি সন্ত্রাসকে বিপ্লবের প্রয়োজন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ রাখতে চেয়েছিলো।

শীতের শেষভাগে অপ্রত্যাশিতভাবে খাদ্যসংকট বৃদ্ধি পাওয়ায় পারীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ফলে যে গণবিস্ফোরণ অনিবার্য হয়ে ওঠে তাতে কমিটির স্থায়িত্বের সংকট দেখা দেয়।

ভঁতোজের সংকট এবং উভয় উপদলের পতন (মার্চ–এপ্রিল, ১৭৯৪)

দ্বিতীয় বর্ষের শীতে সংকটের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষণ সমূহ ঋজু কাঠিন্যে ফুটে উঠছিলো।

সামাজিক সংকটের কথাই প্রথম ধরা যাক্। মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থ-নীতিক নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও পারীবাসীর খাদ্যাভাব ঘোচে নি। ভোগ্যপণ্যের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি সাঁকুলোৎদের চরম দুর্দশার মুখে ঠেলে দিয়েছিলো। বেতনবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছিলো না। অতএব পারীতে আবার সেই পুরাতন দৃশ্য। রুটির দোকানে, মাংসের দোকানে আবার লম্বা লাইন। রাত তিনটা থেকে লাইনে ভীড়, তারপর হুটোপুটি, মারামারি। তরকারির বাজারেও একই অবস্থা, সবকিছু আগুন, জন-

সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অতএব বেতনবৃদ্ধির দাবি ওঠে; অস্ত্র নির্মাণের কারখানায়ও গণ্ডগোল লেগেই থাকে; সন্ত্রাসবাদী চেতনা তীক্ষ্ণতর হয়। পারীর গণসমিতিতে উত্তেজিত বামাকণ্ঠ শোনা যায়: যে সব জানোয়ারেরা জনতাকে ক্ষুধিত রাখে তাদের এতদিনেও গিলোতিনে পাঠানো হয় নি কেন?

খুব স্বাভাবিকভাবে সামাজিক সংকটের সঙ্গে রাজনৈতিক সংকটও ঘনিয়ে আসে। দেশরক্ষা ও রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের তাগিদে বিপ্লবী সরকার ক্রমশ প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক সংগঠনকে সরকারী শাসনযন্ত্রের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছিলো। পারীর সেকসিয়ঁ ও গণসমিতিগুলিকে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরিয়ে এনে যুদ্ধ সংক্রান্ত কর্মে অর্থাৎ গন্ধক সংগ্রহ, সৈনিকদের আত্মীয়স্বজন ও সন্তানদের ভরণপোষণ প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত রাখে। পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁর বিপ্লবী সমিতিগুলিকে সরকারের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়। এই সরকারী প্রয়াসের মধ্যে পারীর সাঁকুলোৎ ও গণনিবাপত্তা কমিটির সংঘাতের সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত ছিলো। মধ্যপন্থীদের প্রচার পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে।

দ্বিতীয় বর্ষের ভঁতোজের সংকট উনন্বুই ও তিরানব্বুই দেশপ্রেমিকদের মধ্যে বিরোধিতা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে নিয়ে আসে। সাঁকলোৎ এবং জাকবাঁা অথবা মঁতাঞ্জির মধ্যে এই বিরোধ দুই পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শের সংঘাতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই সংকটে নয়া মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী দেশপ্রেমিকের বিদ্বিষ্ট বিরোধিতা রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুললো। দেশপ্রেমিকদের পারস্পরিক বিরোধিতা এখন করদেলিয়ে ও জাকবাঁা ক্লাবের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। কল-দেরবোয়ার ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। করদেলিয়ে ক্লাব কঁভঁসিয়ঁর কিছু সদস্যের, বিশেষত কামিই দেমুল্যাঁর, গ্রেপ্তার দাবি করে। করদেলিয়ে ক্লাবের অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জনতার গভীর গণঅসন্তোষ যুক্ত হওয়ায় যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, বৈপ্লবিক সরকারের পক্ষে তা আর উপেক্ষা করার উপায় ছিলো না। সুতরাং কয়েকটি সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে কমিটি এই বিপদের মোকাবিলা করতে চাইলো।

দ্বিতীয় বর্ষের ভঁতোজের কয়েকটি নির্দেশের সামাজিক বিষয়বস্তু লক্ষণীয়। ইতিপূর্বে ১৩ই প্লুভিয়োজ (১লা ফেব্রুয়ারী) কঁভঁসিয়ঁতে জনসাধারণকে ১ কোটি লিভ্র সাহায্যের প্রস্তাব পাস হয়। ৩রা ভঁতোজ (২১শে ফেব্রুয়ারী) নতুন সাধারণ ম্যাক্সিমাঁ আইন অর্থাৎ ভোগ্যপণ্যের

সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের আইনের প্রস্তাব পেশ করেন বারয়্যার। এই আইনে আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ আরো অগ্রসর। ৮ই ভঁতোজের আইনে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৩ই ভঁতোজের আর একটি নির্দেশে প্রজাতন্ত্রের শত্রুদের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশপ্রেমিকদের সাহায্যের জন্যে কি ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে গণ-নিরাপত্তা কমিটিকে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে বলা হয়। মাতিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, সেঁ-জুস্ৎ জনতাকে খুশী করার জন্যেই ভঁতোজের আইন পাস করেছিলেন, কিন্তু জনতা তা বুঝতে পারে নি। সেঁ-জুস্ৎ ও বৈপ্লবিক সরকারের ব্যবস্থা সমূহের অর্থ জনতার বুঝতে না পারার কোনো কারণ ছিলো না। বিপ্লবের শত্রুদের প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সে কোনো অধিকার নেই ; এবং প্রজাতন্ত্র রক্ষায় যারা আত্মাহুতি দিচ্ছে তাদের ক্ষতিপূরণের জন্যে শত্রুদের সম্পত্তি ব্যবহৃত হবে, এতো স্বাভাবিক। ১৭৯৩-এর বসন্তকাল থেকেই এই জাতীয় ভাবনা সাঁকুলোৎদের মধ্যে বিস্তৃত হয় এবং সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হয়। সুতরাং ভঁতোজের নির্দেশে নতুন কিছু ছিলো না বরং এতে সাঁকুলোৎদের কয়েকটি আশা আকাঙ্ক্ষাই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিলো। সেঁ-জুস্তের ব্যবস্থা সম্পর্কে মাতিয়ের আর একটি মন্তব্যও যুক্তিসহ নয় : সেঁ-জুস্তের ব্যবস্থা এবেরবাদের বিশৃঙ্খল আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটি যুক্তিসহ সামাজিক পরিকল্পনা খুঁজে বার করার চেষ্টা।

সাঁকুলোৎ এবং প্রাগ্রসর দেশপ্রেমিকেরা দীর্ঘকাল পূর্বেই অধিকতর বৈপ্লবিক পরিকল্পনা নিয়েছিলো। সন্দেহজনক ব্যক্তিদের সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ ও বণ্টনের দ্বারা দরিদ্র দেশপ্রেমিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাকে জনসাধারণ স্বাগত জানালেও তাতে তাদের সমস্যার সমাধান হয় নি। সেঁ-জুস্তের ব্যবস্থায় খাদ্যাভাব মেটানোর কোনো পরিকল্পনা ছিলো না। সুতরাং সেঁ-জুস্ৎ কিংবা রোবসপিয়েরের আন্তরিকতায় প্রতি কটাক্ষ না করেও এ কথা বলা যায় যে, ভঁতোজের নির্দেশের প্রকৃত প্রেরণা রাজনৈতিক কৌশল প্রসূত। এই নির্দেশের উদ্দেশ্য প্রাগ্রসর দেশপ্রেমিকদের বিপ্লবী সরকারবিরোধী প্রচারের মূলোচ্ছেদ। কিন্তু এই কৌশল সার্থক হয় নি। আর্থনীতিক স্তরে খাদ্যাভাব মেটানোর এবং রাজনৈতিক স্তরে প্রশ্রয়বাদীদের আক্রমণ স্তব্ধ করে দেওয়ার কোনো চেষ্টা সরকার করে নি। সুতরাং ভঁতোজের আইন জনতার বিস্ফোরণকে ঠেকাতে পারে নি। গণনিরাপত্তা কমিটির কাছেও এই সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। জনতার

আন্দোলনের লক্ষ্য কেবলমাত্র প্রশ্রয়বাদীরাই নয়, রোবসপিয়েরপন্থীরাও। এবেরের প্যার দুসেনে রোবসপিয়েরপন্থীদের 'নিদ্রাতুর' অভিহিত করার মধ্যে এদের সম্পর্কে জনতার দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। করদেলিয়ে ক্লাবে, পারীর সেকসিয়ঁ সমূহে বিদ্রোহের আহ্বানও উচ্চারিত। এবের-পন্থীদের কোনো সামাজিক পরিকল্পনা ছিলো না তা নয়। প্যার দুসেনে তার পরিচয় মেলে। তাদের দাবি ছিলো প্রত্যেক নাগরিকের কর্মের অধিকার, বৃদ্ধ ও রুগ্নদের সরকারী সাহায্য এবং জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত শিক্ষার প্রসার।

কিন্তু যদিও করদেলিয়ে ক্লাবের পরিচালকেরা সচেতনভাবে আর একটি বিপ্লবী দিনের ডাক দিয়েছিলো, তারা সক্রিয়ভাবে দিনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে জনতাকে সংগঠিত করে নি। খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধিতে পীড়িত বুভুক্ষু সাঁকুলোৎদের আর্থনীতিক দাবির সঙ্গে প্রশ্রয়বাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি সমন্বিত হয় নি।

ক্রমে করদেলিয়ে ক্লাবের সঙ্গে কমিটির সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় কল-দেরবোয়া জাকবঁ্যা ও করদেলিয়ে ক্লাবের মধ্যে একটা সুমীমাংসার চেষ্টা করেন। করদেলিয়ে ক্লাবের প্রাগ্রসর দেশপ্রেমিকদের মূল বক্তব্য: আন্দোলনের দ্বারাই সাঁকুলোৎ জনতার সমর্থন ও বিপ্লবের প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব। এবের তাঁর প্যার দুসেনের শেষ সংখ্যায় লেখেন—"এক পা পিছোলেও প্রজাতন্ত্রের বিনাশ ঘটবে। "এক অর্থে এবেরের এই উক্তি হয়তো মিথ্যা নয়। সাঁকুলোৎ জনতা যে প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, পিছন ফিরে তাকালে সেই গণপ্রজাতন্ত্রের বিলোপ ঘটবে। কিন্তু যে রক্ষণশীল, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র মধ্যপন্থীদের আদর্শ, আর এক পা এগোলে সেই আদর্শের বিনষ্টি।

এই পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রাদর্শের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনার কোনো সূত্র ছিলো না। অতএব এই বিরোধের অপ্রতিরোধ্য পরিণাম সংঘর্ষ। কিন্তু সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে নি। করদেলিয়ে ক্লাবের সরকার-বিরোধী অভিযানে গণনিরাপত্তা কমিটি যে সামাজিক ভারসাম্যের বিন্দুতে অবস্থিত ছিলো, সেখান থেকে তার বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো। কারণ, চরমপন্থীদের প্রতি সরকারী সহিষ্ণুতা শেষ হয়ে এসেছিলো। ১৩-১৪ মার্চের রাত্রিতে কমিটি আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার করে বিপ্লবী বিচারালয়ে পাঠিয়ে দেয়। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের মধ্যে এবের, রঁসাঁ্যা, ভাঁস[১৬], মমর[১৭] (Momoro), মাজুয়েল[১৮]

(Mazuel), প্রমুখ নেতারা ছিলেন এবং বিদেশী বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন ক্লুট্‌স্‌, ব্যাঙ্কমালিক কক্ (Kock), প্রলি, দেফিয়ো, পেরেইরা, দ্যুবুইসঁ। ২৪শে মার্চ (৪ঠা জ্যরমিনাল) এদের সবাইকে গিলোতিনে পাঠানো হয়। গণনিরাপত্তা কমিটি বাজপাখীর মতো হঠাৎ ছোঁ মেরে সাঁকুলোৎ নেতৃবৃন্দকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এবার প্রশ্রয়বাদীদের পালা। এবেরপন্থীরা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ায় উল্লসিত প্রশ্রয়বাদীদের ধারণা হয়েছিলো তাদের দিন সমাগত। অতএব কমিটির ওপর তাদের চাপ বাড়তে থাকে। ভিয়ো করদেলিয়েব সপ্তম সংখ্যা গণনিরাপত্তা কমিটির রাজনীতির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে। চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে কমিটির দ্বিধা ছিলো। শঙ্কাও হয়তো ছিলো। কিন্তু চরমপন্থীদের নিঃশেষে বিলুপ্তির পর কমিটির পক্ষে প্রশ্রয়বাদীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এখন অনেক সহজ। কঁপাইঁনি দেজঁ্যাদ সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগে ফাব্‌র দেগ্ল্যাঁতিন, বাজির, শাব, দ্যলোনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই কঁভঁসিয়ঁতে প্রস্তাব পাস হয়েছিলো। ২৯-৩০ মার্চের (৯-১০ জ্যরমিনাল) রাত্রিতে দাঁত, কামিই দেমুল্যাঁ, দ্যলাক্রোয়া ও ফিলিপোকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৫ই এপ্রিল, ১৭৯৪ (১৬ জ্যরমিনাল) দাঁতঁপন্থীরা গিলোতিনে যায়। গিলোতিনে তাদের সঙ্গী হয় বিদেশী গুজমান[১৯] (Guzman), ফ্রে ভ্রাতৃদ্বয়, ফটকাবাজ দেসপাইঁনিয়াক (Despagnac) দাঁতঁর বন্ধু জেনারেল ওয়েষ্টারমান এবং এরল দ্য সেশেল।

জ্যরমিনালের রক্তাক্ত দিন বিপ্লবের পথে একটি নতুন দিক্‌চিহ্ন হয়ে রইল। করদেলিয়ে গোষ্ঠীর হঠকারী বিপ্লবী প্রয়াস রাজনীতিকে বিপ্লবী সরকারের উদ্দিষ্ট পথে নিয়ে গেল। জন্মলগ্ন থেকেই বৈপ্লবিক সরকারের এই পথ কাঙ্ক্ষিত ছিলো। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও দেশাভ্যন্তরস্থ দেশদ্রোহী অন্তর্ঘাত—এই উভয়সংকটের মুখে সাঁকুলোৎ-জনতার সহায়তা ও তাদের সুযোগসুবিধা প্রদান অপরিহার্য ছিলো। কিন্তু বৈপ্লবিক সরকার কখনও সাঁকুলোতীয় জঙ্গী রাজনীতি ও সামাজিক লক্ষ্য মেনে নেয় নি। বৈপ্লবিক সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিলো য়োরোপীয় কোয়ালিশনের বাহিনী ও প্রতি-বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়। সুতরাং বিপ্লবী সরকার চেয়েছিলো জনতার বৈপ্লবিক সংগঠনগুলিকে স্বীয় আয়ত্তে নিয়ে আসতে। তার জন্যে এই সংগঠনগুলিকে জাকব্যাঁ কাঠামোর অঙ্গীভূত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালনার প্রয়োজন ছিলো। করদেলিয়ে ক্লাবের বিরোধিতায় বিপ্লবী

সরকারের ভারসাম্যের বিন্দু থেকে বিচ্যুতি ঘটার উপক্রম হয়। অতএব বিপ্লবী সরকার সক্রিয় হয়ে ওঠে চরমপন্থী বিরোধিতার উচ্ছেদের জন্যে। সাঁকুলোৎ আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হতো প্যার দুসেনের ছত্রে ছত্রে, করদেলিয়ে ক্লাবের উন্মাদনাময় বক্তৃতায়। প্যার দুসেন ও করদেলিয়ে ক্লাব এখন নিষিদ্ধ। অতএব গণনিরাপত্তা কমিটির বিপ্লবী চরিত্র সম্পর্কে সাঁকুলোৎদের সন্দেহ স্বাভাবিক। জ্যরমিনালে দুই পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের ওপর খড়্গ নেমে এলেও নির্বিচার সরকারী পীড়ন ঘটে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আঘাত জঙ্গী সাঁকুলোৎদের মধ্যে যে আতঙ্কমিশ্রিত ভয়ের উদ্রেক করে তাতে পারীর সেকসিয়ঁ সমূহের রাজনৈতিক জীবন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। বস্তুত, জ্যরমিনালের রক্তাক্ত দিন বিপ্লবী সরকার ও পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁর মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক প্রত্যক্ষ সম্পর্কের সূত্র ছিন্ন করে দেয়। বিপ্লবী সরকার বিপ্লবী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অর্থে সেঁ-জুস্তের উক্তি যথার্থ: বিপ্লব হিমীভূত (La Revolution est glacée)। জ্যরমিনালের বিয়োগান্ত নাটক ত্যরমিদরের সূচনা।

২৭

গণনিরাপত্তা কমিটিতে জাকবাঁা একনায়কত্ব

গণনিরাপত্তা কমিটির নিরঙ্কুশ আধিপত্য এখন থেকে অবিসংবাদিত। জ্যরমিনাল থেকে ত্যরমিদর পর্যন্ত জাকবাঁা একনায়কত্বের কোনো বিরোধিতা ছিলো না। কমিটির শাসনের স্থিরতাও সন্দেহাতীত। ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীকৃত, সন্ত্রাস তীব্রতর, শুদ্ধীকৃত শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ অনুগত, কঁভঁসিয়ঁতে বিনা বিতর্কে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত। কিন্তু বিপ্লবী সরকারের সামাজিক ভিত্তি বিপজ্জনকভাবে ধ্বসে গেছে। ১৭৯৩-এর গ্রীষ্মকালে পারীর সেকসিয়ঁর সাঁকুলোত্তেরা তাদের সামাজিক ও রাজনীতিক আশা ভাবনা রূপায়ণের জন্যে উপযুক্ত জরুরী সংগঠন গড়ে তোলে, যথা জুলাইয়ে মজুতদারি বন্ধ করার জন্যে কমিশনার নিয়োগ, সেপ্টেম্বরে বিপ্লবী বাহিনীর সংগঠন। সাঁকুলোৎ সমর্থনপুষ্ট হয়ে বিপ্লবী সরকার বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনের ঐক্য এবং বিপ্লবী শক্তির একীকরণে সক্ষম হয়েছিলো। ভঁতোজের সংকটের জ্যরমিনালে যে সমাধান হলো তাতে যে সব বিপ্লবী সংগঠন সাঁকুলোত্তেরা সৃষ্টি করেছিলো অথবা সরকারকে মেনে নিতে বাধ্য করেছিলো তা বিলুপ্ত হলো। ২৭শে মার্চ ১৭৯৪ (৭ই জ্যরমিনাল) বিপ্লবী বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয় এবং ১লা এপ্রিল (১২ই জ্যরমিনাল) মজুতদার বিরোধী কমিশনারদের বিলুপ্তি ঘটে। জনসাধারণের সোসাইটি-সমূহ ভেঙে দেওয়া হয়। শুদ্ধীকৃত পারী কমিউন এখন থেকে অনুগত। জনতার বিপ্লবী আন্দোলন জাকবাঁা স্বৈরাচারের কাঠামোর অঙ্গীভূত হলো। ফলে ঠিক যে পরিমাণে কমিটি দুটির শক্তিবৃদ্ধি হলো, সেই পরিমাণে তারা জনতার আস্থা হারালো। জ্যরমিনাল থেকে ত্যরমিদর পর্যন্ত জনতার আন্দোলন ও বৈপ্লবিক সরকারের সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীয়মান হয়ে অবশেষে ছিন্ন হলো।

বিপ্লবী সরকার

১৭৯৩-এর গ্রীষ্মকাল থেকে ক্রমশ বিবর্তিত বিপ্লবী সরকারের চরিত্র ও

সংগঠনের অস্পষ্ট চেহারা ১৭৯৪-এর এপ্রিলে ঋজু, কঠিন রেখায় উদ্ভাসিত হয়ে সংহত রূপ নিল। যে মতবাদের ওপর বৈপ্লবিক সরকার প্রতিষ্ঠিত তা সেঁ-জুস্তের ও রোবসপিয়েরের অক্টোবর ও ডিসেম্বরের (১৭৯৩) প্রতিবেদনে উচ্চারিত।

বিপ্লবী সরকার মূলত যুদ্ধকালীন সরকার। বিপ্লবের অর্থ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। শত্রু পরাজিত হওয়ার পর আবার সংবিধানিক শাসনে (যেখানে বিজয়ী স্বাধীনতার শান্তিপূর্ণরূপ প্রকাশিত) প্রত্যাবর্তন ঘটবে। কিন্তু যখন যুদ্ধ চলেছে তখন জরুরী অবস্থা অত্যাবশক। কারণ, সংকটের মুহূর্তে বজ্রকঠিন হয়ে সব প্রতিরোধ ভেঙে দিতে হবে। একই সময়ে যুদ্ধ ও শান্তির, ব্যাধি ও স্বাস্থ্যের সহাবস্থান সম্ভব নয়। সুতরাং বিপ্লবী সরকারের হাতে সন্ত্রাসের শক্তি প্রয়োজন। জনতার শত্রুদের যা প্রাপ্য—মৃত্যু—একমাত্র সন্ত্রাসই তা দিতে পারে। কিন্তু সন্ত্রাস শুধুমাত্র প্রজাতন্ত্র রক্ষারই হাতিয়ার নয়; সন্ত্রাস নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান উৎস এবং বিপ্লবী সরকার যাতে স্বৈরাচারে পর্যবসিত না হয় তার একমাত্র প্রতিষেধক। নীতিবোধের অর্থ দেশপ্রেম, দেশের আইনের প্রতি আনুগত্য, ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সাধারণ স্বার্থে আত্মোৎসর্গ। অতএব রোবসপিয়েরের সিদ্ধান্ত: ফরাসী বিপ্লবী ব্যবস্থায় যা নীতিবোধহীন তাই অরাজনৈতিক; যা দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় তাই প্রতিবিপ্লবী। আর বিপ্লবী নীতিবোধের সদর্থক দিক সম্পর্কে রোবসপিয়ের বলেছেন: "আমরা প্রকৃতির প্রার্থনা পূর্ণ করতে চাই, সমগ্র মানবজাতিকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চাই, দর্শনের প্রতিশ্রুতিকে সম্পূর্ণ করতে চাই, অপরাধ ও অত্যাচারের দীর্ঘ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ভাগ্যকে মুক্তি দিতে চাই। ফ্রান্স সব মুক্ত জাতির আদর্শ হোক। অত্যাচারীর ভীতি উৎপাদন করুক। আমাদের কর্ম আমাদের রক্তাঙ্কিত হোক। আমরা যেন বিশ্বজনীন সুখের উষার উজ্জ্বল আলোক প্রত্যক্ষ করতে পারি (দ্বিতীয় বর্ষ ১৭ প্লুভিয়োজ)।"

বিপ্লবী সরকারের একমাত্র কেন্দ্র কঁভঁসিয়ঁতেই জাতির সার্বভৌমত্বের অধিষ্ঠান। গণনিরাপত্তা কমিটি ও সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি—এই কমিটি-দ্বয়ের ওপর কঁভঁসিয়ঁর নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষমতা ন্যস্ত। কিন্তু-জ্যরমিনালের পর প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই কমিটিদ্বয় প্রায় সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। দ্বিতীয় বর্ষে সর্বসমেত ২১ জন সদস্যের এই দুই কমিটি প্রশাসনের বিভিন্ন অংশের এবং রাজনীতির সম্পূর্ণ

নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করে। এই দুই কমিটিই দ্বিতীয় বর্ষের শাসনযন্ত্রের মূল স্তম্ভ।

প্রতি মাসে নতুন করে নির্বাচিত গণনিরাপত্তা কমিটির সদস্য সংখ্যা জ্যরমিনালের পর গিয়ে দাঁড়ালো এগারতে (রোবসপিয়ের, সেঁ-জুস্ৎ, কুতঁ, বিয়োভারেন, কল-দেরবোয়া, বারয়ার, কার্নো, প্রিয়র দ্য কোৎ দর, প্রিয়র দ্য লা মার্ন, সেঁতান্দ্রে এবং লিঁদে)। প্রত্যেক প্রশাসনিক সংগঠন ও সরকারী কর্মচারী এই কমিটির প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন। কূটনীতি ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে ব্যুরো, সমরোপকরণ নির্মাণের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদ কমিশন। গ্রেপ্তারের আদেশও দিতো গণনিরাপত্তা কমিটি যদিও এতে সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির ক্ষমতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হতো। কমিটির সদস্যদের কর্মেরও বিশেষীকরণ হয়েছিলো : লিঁদে খাদ্য সরবরাহ ও কার্নো যুদ্ধ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত, প্রিয়র দ্য লা কোৎ দর অস্ত্রশস্ত্র বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনীতি ও যদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে কমিটির সদস্যরা এক সামগ্রিক ঐক্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

অস্থায়ী কার্যকর সমিতির ছয়টি মন্ত্রক গণনিরাপত্তা কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন। দ্বিতীয় বর্ষের ১২ই জ্যরমিনাল (১লা এপ্রিল, ১৭৯৪) কার্নোর প্রতিবেদনের মভিত্তিতে এই ষড়মন্ত্রকের পরিবর্তে ১২টি কার্যকর কমিশন স্থাপিত হয়। এই কমিশন সমূহ পরিচালনা করতো কমিটি।

সাধারণ নিরাপত্তা কমিটিরও প্রতি মাসে নির্বাচন হতো। ১৭৯৩-এর ১৭ই সেপ্টেম্বরের আইন অনুযায়ী এই কমিটির প্রধান দায়িত্ব আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ও পুলিশ বিভাগ। সন্দেহের আইনের প্রয়োগের ও বিপ্লবী বিচারের দায়িত্বভারও এই কমিটির। এক কথায়, এই কমিটি সন্ত্রাসের স্রক।

দ্যপার্তমঁর প্রশাসন দ্বিতীয় বর্ষের ১৪ই ফ্রিম্যারের (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৭৯৩) নির্দেশ দ্বারা সরলীকৃত ও কেন্দ্রীকৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রবাদী প্রবণতাযুক্ত দ্যপার্তমঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রায় বিলোপ করা হয়।

স্থানীয় শাসনের মুখ্য ভূমিকা জেলা ও কমিউনের। কমিউনের দায়িত্ব বিপ্লবী আইন ও গণনিরাপত্তা বিষয়ক ব্যবস্থা প্রয়োগ এবং জেলার দায়িত্ব ছিলো এই সব ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগের তদারকি। প্রত্যেক জেলার প্রশাসন ও প্রত্যেক পুরসভার সঙ্গে থাকতো জাতীয় প্রতিনিধি। তাঁদের কাজ বিপ্লবী আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপর দৃষ্টি রাখা এবং এই আইনের প্রয়োগের অবহেলা অথবা অপব্যবহার বন্ধ করা।

১৭৯৩-এর ২১শে মার্চে গঠিত পর্যবেক্ষক কমিটি ১৭ই সেপ্টেম্বরের আইনের দ্বারা বিপ্লবী কমিটি নামে পুনর্গঠিত হয়। এই কমিটিসমূহ সন্দেহজনক ব্যক্তির আইন কার্যকর করার ভারপ্রাপ্ত। মধ্যত এই কমিটিগুলি পুলিশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুতের, গৃহে গৃহে তল্লাশীর এবং গ্রেপ্তারের ভার ছিলো এদের। প্রতি দশ দিন অন্তর কমিটিগুলিকে সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির কাছে তাদের কাজকর্মের লিখিত বিবরণ পাঠাতে হতো।

ক্লাব ও গণসমিতিগুলির বিপ্লবী সতর্কতা বৈপ্লবিক সরকারের বিধান প্রয়োগের কাজে নিয়োজিত হয়েছিলো। ফ্রান্সের সব দ্যপার্তমঁতে জাকবাঁ্যা ক্লাবের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। জাকবাঁ্যা ক্লাব বিপ্লবী প্রতিরোধের শক্তির আধার। মুখ্যত বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যস্তর থেকে গৃহীত জাকবাঁ্যা ক্লাবের সদস্যদের মূল লক্ষ্য উননব্বুইয়ে অর্জিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার রক্ষা। এই লক্ষ্যে পেঁছবার জন্যেই এদের সাঁকুলোৎ জনতার সঙ্গে মৈত্রী। কিন্তু আর্থনীতিক স্বাধীনতা এদের আদর্শ। অথচ সাঁকুলোৎ সহযোগিতা যুদ্ধে সাফল্যের জন্যে আবশ্যক। তাই এরা মূল্য ও আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলো। বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতি এবং বারম্বার শুদ্ধীকরণের ফলে জাকবাঁ্যা ক্লাবের ভিত্তি অনেকটা সম্প্রসারিত হয়। ১৭৮৯—১৭৯২-এর মধ্যে জাকবাঁ্যা ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যস্তরের সংখ্যা ছিলো ৬২ শতাংশ। ১৭৯৩-৯৪ এই সময়সীমায় এদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৫৭ শতাংশে। অন্যদিকে কারিগর ও সৈনিকের সংখ্যা একই সময়ে বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ থেকে ৩২ শতাংশে এবং কৃষকদের সংখ্যা বাড়ে ১০ থেকে ১১ শতাংশে।

অন্যান্য গণসমিতির মধ্যে সাঁকুলোতেরা সঙ্ঘবদ্ধ। ১৭৯০-এর ২রা ফেব্রুয়ারি পারীতে দেশপ্রেমিক নারীপুরুষের সৌভ্রাত্রমূলক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটিরও অধিবেশন হত সেঁতনরেতে জাকবাঁ্যা কনভেণ্টে। ক্রমে আরো সোসাইটি গড়ে ওঠে। ১৭৯২-এর ১০ই অগস্ট সাধারণ মানুষের জন্যে উন্মুক্ত এই সব সোসাইটি সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৭৯৩-এর ৯ই সেপ্টেম্বর কঁভঁসিয়ঁ যখন পারীর সেকসিয়ঁ সমূহের স্থায়ী সভাসমূহের বিলুপ্তি ঘোষণা করে, তখন সেকসিয়ঁর জঙ্গী সাঁকুলোতেরা স্থায়ী সভার পরিবর্তে সেকসিয়ঁর সোসাইটি গড়ে তোলে। এই সোসাইটি সমূহই পারীর সাঁকুলোৎ জনতার সেকসিয়ঁর রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি। এদের মাধ্যমেই সাঁকুলোৎ জনতার সেকসিয়ঁর রাজনীতি ও প্রশাসনের ওপর আধিপত্য এবং পুরসভা ও

সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা। দ্বিতীয় বর্ষের হেমন্ত থেকে বসন্ত পর্যন্ত গোটা ফ্রান্স এই জাতীয় সোসাইটিতে ছেয়ে যায়।

এই জাতীয় সোসাইটি সমূহের সঙ্গে জাকবঁ্যা ক্লাবের শাখাপ্রশাখার তীব্র বিরোধিতা অনিবার্য ছিলো। জাকবঁ্যা ক্লাব ও তার শাখাসমূহ বিপ্লবী সরকারের নীতির ধারক ও বাহক। কিন্তু অন্যান্য সোসাইটিতে জনতার বিপ্লবী আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য প্রতিফলিত। জ্যরমিনালের পর সরকারের দুই কমিটি জাতীয় বিপ্লবী শক্তি একীকরণের জন্যে জাকবঁ্যা ক্লাবকে ব্যবহার করে। মাতৃস্বরূপ জাকবঁ্যা ক্লাব জাতীয় জনমতের একক কেন্দ্র। ক্রমশ সরকারী চাপে সেকসিয়ঁর সোসাইটিসমূহ ভেঙে যায় এবং দ্বিতীয় বর্ষের ফ্লরেয়াল ও প্রেরিয়ালে ৩৯টি সেকসিয়ঁর সোসাইটির অবলুপ্তি ঘটে। সরকার জাকবঁ্যা ক্লাবের কাঠামোর মধ্যে বিপ্লবী শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করে। সাঁকুলোৎ জনতা ও জাকবঁ্যা বুর্জোয়াদের মধ্যে সংঘাতের পথ প্রশস্ত হয়।

দ্বিতীয় বর্ষের বসন্তকালে বিভিন্ন দ্যপার্তমঁ থেকে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। এরপর কমিটি প্রয়োজনবোধে নিজস্ব প্রতিনিধি অথবা সদস্যদের কোনো একজনকে প্রেরণ করতে পারত। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ আরও অগ্রসর হয়।

কিন্তু তবু তখনও সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গণনিরাপত্তা কমিটির হাতে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয় নি। কারণ, রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা গণনিরাপত্তা কমিটির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিলো না। তাছাড়া কঁভঁসিয়ঁ ছিলো, অন্যান্য কমিটিও ছিলো। তার ওপর সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি গণনিরাপত্তা কমিটির প্রাধান্যে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলো। এই দুই কমিটির ক্ষমতার লড়াই বৈপ্লবিক সরকারের পতনের অন্যতম কারণ।

মহাসন্ত্রাস

১৭৮৯ থেকে বিপ্লবী মানসিকতার একটি প্রধান লক্ষণ: শাস্তিদানের ইচ্ছা। অভিজাত ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় বিপ্লবের অন্তর্লীন চালিকাশক্তির আধার জনতা। জনতার পক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছার মূলে স্বাভাবিক আত্মরক্ষাত্মক প্রতিক্রিয়া। এই মানসিকতা থেকেই বিপ্লবী আবেগ এবং নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। ১৭৯২-এর ১৭ই অগস্ট একটি জরুরী বিচারালয় গঠিত হয়। সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ডে জনতার সন্ত্রাস একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছোয়। এই জাতীয় সন্ত্রাসের ওপর জিরঁদ্যাদের বিতৃষ্ণা

ছিলো। সুতরাং ১৭ই অগস্টের জরুরী বিচারালয় ২৯শে নভেম্বর বিলোপ করা হয়।

ক্রমবর্ধমান সংকটের পরিণাম সন্ত্রাস। বৈপ্লবিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনতার সন্ত্রাস সুসংগঠিত বৈধ সন্ত্রাসে পরিণত হয়। জনতা কর্তৃক অবাধ নির্বিচার হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্যে ১৭৯৩-এর ১০ই মার্চ বিপ্লবী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর এই বিচারালয় পুনর্গঠিত হয়। অতি সরলীকৃত বিচারবিধিযুক্ত এই বিচারালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপীল সম্ভব ছিলো না। পর্যবেক্ষক সমিতিগুলিকে সন্দেহজনক ব্যক্তির আইনের দ্বারা সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসা হয়। তাছাড়া, কঁভঁসিয়ঁ প্রয়োজন বোধে সামরিক কমিশনও প্রতিষ্ঠা করে। যেমন ভঁদে বিদ্রোহী, দেশত্যাগী কিংবা নির্বাসিত কিন্তু পুনরাগত যাজকদের বিচারের জন্যে গঠিত সামরিক কমিশন। এই সব কমিশনে বিচার পদ্ধতি অতি সংক্ষিপ্ত। কমিশনের একমাত্র কর্তব্য অপরাধীদের সনাক্তকরণ এবং তার পরই অবধারিত মৃত্যুদণ্ড।

দ্বিতীয় পর্বে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের ও স্থানীয় সন্ত্রাসবাদীদের মেজাজ এবং সংকটের ব্যাপকতা অনুযায়ী বিভিন্ন দ্যপার্তমঁতে সন্ত্রাসের তারতম্য হয়েছিলো। কিন্তু জ্যরমিনালে উপদল দুটির পতনের পর সন্ত্রাসও কেন্দ্রীকৃত হয়। এতদিন সন্ত্রাস প্রধানত বিপ্লবের শত্রুদমনে প্রযুক্ত হয়েছিলো। কিন্তু এখন সন্ত্রাসের লক্ষ্য সরকারী কমিটিদ্বয়ের বিরোধীরা। অতএব সন্ত্রাসের প্রয়োগ এখন থেকে কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসা হল। ১৯শে ফ্লরেয়ালের (৮ই মে) নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দ্যপার্তমঁর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের দ্বারা স্থাপিত বিচারালয় এবং বিপ্লবী কমিশন বিলোপ করা হয়।

সন্ত্রাসের পরবর্তী পর্ব মহাসন্ত্রাস নামে খ্যাত। ২২শে প্রেরিয়ালের (১০ই জুন, ১৭৯৪) আইনে এই মহাসন্ত্রাসের সৃষ্টি। মহাসন্ত্রাস পর পর কল-দেরবোয়া ও রোবসপিয়েরের হত্যার প্রচেষ্টার প্রত্যুত্তর। গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টাকে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবেই কমিটি গ্রহণ করে। অতএব আবার সেকসিয়ঁর পারীবাসী সন্ত্রাসবাদী আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে। কিন্তু জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সন্ত্রাস আর নয়। এ বিষয়েও কমিটি দৃঢ়সংকল্প। অতএব ২২শে প্রেরিয়ালের আইনে সন্ত্রাস আরো সরলীকৃত, আরো কঠিনভাবে প্রযুক্ত। এই আইনের মুখপাত্র কুতঁর বক্তব্য: "সন্ত্রাসের দ্বারা আর দৃষ্টান্ত স্থাপন নয়, স্বৈরাচারের অনুচরদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি।" এই আইনের বলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের ও আত্মরক্ষার

অধিকার নাকচ করা হলো। জুরীরা নৈতিক প্রমাণের ওপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে। বিচারালয়ে বেকসুর খালাস অথবা মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনো শাস্তি নেই। বিপ্লবের শত্রুর সংজ্ঞাও ব্যাপকতর করা হলো।

সন্ত্রাসের এই অন্তিম পর্বে অভিজাত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আশঙ্কা এতো ব্যাপক এবং প্রেরিয়ালের আইনে বিচার ব্যবস্থা এতো সরলীকৃত যে দলে দলে মানুষের গিলোতিনে শোভাযাত্রা এখন প্রাত্যহিক ঘটনা। তাছাড়া, পারীর বিভিন্ন কারাগারে আট হাজারের বেশি সন্দেহজনক মানুষ অবরুদ্ধ ছিলো। কারাগারে এই অসংখ্য মানুষের একত্র সমাবেশের ফলে বন্দীদের বিদ্রোহের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং জেলের ভিতরে দলবদ্ধ ভাবে অনেক বন্দীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। একটি পরিসংখ্যানে প্রেরিয়ালের আইনের পর মহাসন্ত্রাসের চেহারা স্পষ্ট হবে। ১৭৯৩-এর মার্চ থেকে দ্বিতীয় বর্ষের ২২শে প্রেরিয়াল (১০ই জুন, ১৭৯৪) পর্যন্ত পারীতে গিলোতিনে নিহত মানুষের সংখ্যা ছিলো ১২৫১ : ২২শে প্রেরিয়ালের আইন পাস হওয়ার পর থেকে ৯ই ত্যরমিদর (২৭শে জুলাই, ১৭৯৪) পর্যন্ত গিলোতিনে নিহতের সংখ্যা ১৩৭৬। নরমুণ্ড নিয়ে ভয়ঙ্কর গেণ্ডুয়া খেলা এই মহাসন্ত্রাস।

সন্ত্রাসের বলির নির্ভরযোগ্য হিসাব সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। কেউ কেউ মনে করেন প্রায় এক লক্ষ মানুষকে সন্দেহজনক ব্যক্তির আইনের দ্বারা বন্দী করা হয়েছিলো। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে এই সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। ডোনাল্ড গ্রিয়ারের* মতে বিনা বিচারে নিহতের সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০ হাজার। বিভিন্ন বিপ্লবী বিচারালয় ও জরুরী কমিশনের দ্বারা প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার সংখ্যা এই ঐতিহাসিকের মতে ১৬,৫৯৪ ; ১৭৯৩-এর মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার সংখ্যা ৫১৮ : ১৭৯৩-এর অক্টোবর থেকে ১৭৯৪-এর মে পর্যন্ত ১০৮১২ ; জুন থেকে জুলাই পর্যন্ত ২৫৫৪ ; ১৭৯৪-এর অগস্টে ৮৬। ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত মানুষের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ : পারীতে ১৬ শতাংশ, গৃহযুদ্ধ পীড়িত অঞ্চলে ৭১ শতাংশ এবং অন্যত্র অবশিষ্টাংশ। শ্রেণীগতভাবে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তদের পরিসংখ্যান হল : পূর্বতন তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্গত মানুষের মধ্য থেকে ৮৪ শতাংশ (বুর্জোয়া—২৫ শতাংশ, কৃষক—২৮ শতাংশ, সাঁ-কুলোৎ—৩১ শতাংশ), অভিজাত ৮·৫ শতাংশ, যাজক—৬·৫ শতাংশ।

* Donald Greer—The incidence of the Terror during the French Revolution.

সন্ত্রাসের প্রকৃতি

সন্ত্রাস প্রধানত বহিরাক্রমণ এবং বিদ্রোহী ও দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার বিপ্লবী হাতিয়ার। গৃহযুদ্ধ দমনের দ্বারা দেশের সংহতি রক্ষা সন্ত্রাসের একটি দিক। সন্ত্রাসের অন্য ভূমিকা: অভিজাত অথবা অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে গাঁটছড়াবাঁধা যে অংশকে কিছুতেই নবসৃষ্ট সমাজে মেলানো যাবে না তাদের কেটে বাদ দেওয়া। সন্ত্রাস সরকারী কমিটিগুলিকে স্বৈরাচারী শক্তি দেওয়ায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারই শুধু নয়, গণনিরাপত্তার স্বার্থে আইনের সার্থক প্রয়োগও সম্ভব হয়েছিলো। সাময়িকভাবে শ্রেণীগত স্বার্থচেতনার অবসান ঘটিয়ে জাতীয় সংহতি বোধও সন্ত্রাসই নিয়ে আসে। যুদ্ধ পরিচালনা ও দেশরক্ষার প্রয়োজনে আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণও সন্ত্রাসের ফলেই সম্ভব হয়েছিলো। বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় সন্ত্রাসের দান।

নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি

দেশরক্ষার জন্যে আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ অনিবার্য হয়ে পড়েছিলো। প্রথমত, লেভে অঁ্যা মাস আইনের বলে গঠিত বিরাট সৈন্যবাহিনীর খাদ্য, রণসাজ ও অস্ত্রশস্ত্রের যোগান এবং শহরের জনসাধারণের খাদ্য সরবরাহের সমস্যা ছিলো। দ্বিতীয়ত, শত্রুর দ্বারা সামুদ্রিক অবরোধের ফলে ফরাসী বহির্বাণিজ্যের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে এবং ফ্রান্স একটি অবরুদ্ধ দেশে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতিতে দেশরক্ষা ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। সুতরাং ১৭৯৩-এর গ্রীষ্মকাল থেকে বিপ্লবী সরকার ক্রমশ আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের দিকে অগ্রসর হয়। যুদ্ধকালীন আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ সামগ্রিকভাবে দেশের সমুদয় ঐশ্বর্যের অধিগ্রহণ। ২৬শে জুলাইর যে আইন মজুতদারির জন্যে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়, সেই আইনই উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের কাছে কি পরিমাণ পণ্য মজুত আছে তা ঘোষণা করতে বাধ্য করে। তাদের ঘোষণার যাথার্থ পরীক্ষা করে দেখার জন্যে মজুতদারদের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার নিয়োগ করা হয়। কৃষককে উৎপন্ন শস্য, পশুখাদ্য ইত্যাদি, কারিগরকে স্বীয় শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য, এমনকি সাধারণ নাগরিককেও যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাষ্ট্রকে দিতে বাধ্য করা হয়। সেঁ-জুস্ত স্ত্রাসবুরের সম্পন্ন অধিবাসীদের ৫ হাজার জোড়া জুতা, ১৫ হাজার সার্ট ও ২ হাজার বিছানা দিতে বাধ্য করেন (অক্টোবর ১৭৯৩)। প্রাথমিক সমরোপকরণ যেমন ধাতু, দড়ি, তার ও কাপড়, গন্ধক ইত্যাদি সংগ্রহের জন্যে সরকার উদ্যোগী হয়।

ব্রঞ্জের জন্যে গির্জার ঘণ্টা গলিয়ে ফেলা হয়। এই বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র। উৎপাদন বৃদ্ধির এবং উৎপাদনের নতুন কৌশল প্রয়োগের জন্যে প্রত্যেকটি কারখানা রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন। উৎপাদনের নতুন কৌশল ও নতুন সমরাস্ত্র উদ্ভাবনের জন্যে গণনিরাপত্তা কমিটির আহ্বানে ফরাসী বৈজ্ঞানিকেরা উৎসাহভরে সাড়া দেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আর্থনীতিক উদ্যোগের স্বাধীনতা খণ্ডিত করে।

অধিগ্রহণের পরিপূরক ব্যবস্থা মূল্যনিয়ন্ত্রণ। ১৭৯৩-এর ৪ঠা মের নির্দেশের দ্বারা খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হলেও তা বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় নি। ১১ই সেপ্টেম্বরের নির্দেশের দ্বারা এই ব্যবস্থা বাস্তবে রূপায়িত করা হয়। ২৯শে সেপ্টেম্বরের আইন মাক্সিমঁ্যা জেনেরাল অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত করে দেয়। ১৭৯০-এর দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে আরো এক তৃতীয়াংশ যোগ করে তৎকালীন সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হয়। বেতনের সর্বোচ্চ হার নির্ধারিত হয় ১৭৯০-এর বেতনের সঙ্গে আরো অর্ধেক যোগ করে। এই নতুন আইন কার্যকর করা এবং এর প্রয়োগের ওপর লক্ষ্য রাখার জন্যে গণনিরাপত্তা কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন একটি খাদ্য কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের অক্লান্ত, অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টার ফলে খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা সুসংগঠিত হয়।

অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় উৎপাদন এবং বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু অসামরিক খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থার জাতীয়করণ হয় নি। সাঁকুলোৎদের কাছে উৎপাদন ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণের সামাজিক অর্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কমিটির নিছক যুদ্ধপরিচালনার তাগিদে আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের পথে অগ্রসর হয়েছিলো। বিপ্লব ও দেশরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবেই আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ বুর্জোয়াদের কাছে গ্রহণীয়। কোনো সুনির্দিষ্ট সামাজিক নীতি হিসাবে নয়। জাতীয়করণ-জনিত আর্থনীতিক স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা বুর্জোয়ারা স্বেচ্ছায় মেনে নেয় নি।

উৎপাদন ব্যবস্থার আংশিক জাতীয়করণ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদক। আবার কখনও কারখানায় কাঁচামাল সরবরাহ করে পরোক্ষভাবে। কয়েকমাসের জন্যে বহির্বাণিজ্যেরও জাতীয়করণ হয়েছিলো। ১৭৯৩-এর নভেম্বরে খাদ্য কমিশন বহির্বাণিজ্যের ভার গ্রহণ করে। অসামরিক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ জাতীয়করণ কখনও হয় নি। সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অধিগ্রহণের ভারপ্রাপ্ত

খাদ্যকমিশন অসামরিক খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করে নি। পরিসংখ্যানের অভাবের জন্যেও অসামরিক জনসাধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা এবং জাতীয় রেশন কার্ডের প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নি। সাধারণত জেলায় জেলায় অধিগ্রহণের দ্বারা বাজারে জিনিষপত্রের যোগান অক্ষুণ্ণ রাখা হতো। পুরসভাগুলির দায়িত্ব ছিলো ময়দার কল ও রুটি প্রস্তুতকারকদের ওপর লক্ষ্য রাখা এবং রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। অনেক শহরে রুটি প্রস্তুত করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পুরসভাগুলি নিয়ে নেয়। অন্যান্য দ্রব্য সম্পর্কে (চিনি ও সাবান ব্যতীত) সর্বোচ্চ মূল্যতালিকা প্রকাশ করেই খাদ্য কমিশন ক্ষান্ত হয়েছিলো। ফলে কৃষিজাত পণ্যের অত্যন্ত লাভজনক ও ব্যাপক কালো বাজার গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় বর্ষের ১২ই জারমিনাল (১লা এপ্রিল, ১৭৯৪) মজুতদার বিরোধী কমিশনারের পদ বিলুপ্ত করা হয়। সাঁকুলোৎদের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও গণনিরাপত্তা কমিটি ক্রমে ক্রমে অসামরিক খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়। অবশেষে রুটি ছাড়া অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যের লঙ্ঘনের প্রতি সরকার চোখ বুজে থাকে।

১৭৯৪-এর বসন্তকালে যখন বিপ্লবী সরকার জনতার আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন এক নতুন অর্থনীতির রূপরেখা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মধ্যবুর্জোয়াশ্রেণীর আশাআকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে গণনিরাপত্তা কমিটি অবহিত ছিলো। অতএব এই সময় থেকে কমিটি আবার পিছনে ফেরে, আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে নমনীয় করে ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে। অবশ্য রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর স্বার্থে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকে। পূর্বতন তৃতীয় এস্টেটের সঙ্গে গণনিরাপত্তা কমিটির বিচ্ছেদের প্রধান কারণ নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যের প্রয়োগ—এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। কারণ, বুর্জোয়াশ্রেণী ও সম্পন্ন কৃষক আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের বিরোধী এবং কারিগর এবং দোকানদার যারা খাদ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের দাবি করেছিলো, অন্যান্য দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্যের নির্ধারণ তারা চায় নি।

বেতনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হওয়ায় শ্রমিকশ্রেণীও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। লেভে আঁ্যা মাস ও যুদ্ধে লোকক্ষয়ের ফলে বেতনের ঊর্ধ্বতম সীমা অধিকাংশ কমিউনে, বিশেষত পারীতে কার্যকর করা হয় নি। কিন্তু জ্যরমিনালের বিয়োগান্ত নাটকের পর কমিটি বেতনের ঊর্ধ্বতম সীমা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ, কমিটির মতে আর্থনীতিক ও রাজস্ব ব্যবস্থা দ্রব্যমূল্য ও বেতনের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

এর যে কোনো একটি পরিত্যক্ত হলে অর্থনীতি ভেঙে পড়বে এবং আসিঞ্জিয়ার সর্বনাশ ঘটবে। সুতরাং ধর্মঘট ভেঙে দেওয়া হয়, ফসল-কাটার দিন এলে ক্ষেতমজুরদের সর্বোচ্চ মজুরি রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দেয়। ৫ই ত্যরমিদর (২৩শে জুলাই) পারীর কমিউন বেতনের উর্ধ্বসীমা নির্ধারিত করে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শ্রমিক অসন্তোষের সঙ্গে ক্ষেতমজুরদের বিক্ষোভ, ব্যবসায়ীদের দ্রব্যমূল্যনিয়ন্ত্রণজনিত রোষ, আসিঞ্জিয়ার মূল্যহ্রাসহেতু জনতার ক্ষোভ জমা হতে লাগলো।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের ফলশ্রুতি সম্পূর্ণ নেতিবাচক একথা বলা চলে না। নিয়ন্ত্রণের জন্যেই প্রজাতন্ত্রের সৈন্যবাহিনীর খাদ্যের অভাব নয় নি, তাদের রণসাজে সজ্জিত করা সম্ভব হয়েছিলো। নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের বিপুল বিজয় কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না, শহরের দরিদ্র জনতার প্রাত্যহিক রুটির যোগানও অসম্ভব হতো। তৃতীয় বর্ষে আর্থনীতিক স্বাধীনতার পুনপ্রতিষ্ঠার ফলে শহরের জনতার চরম দুর্দশাই তার প্রমাণ।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

বিপ্লবী মধ্যবুর্জোয়াশ্রেণী এবং জনসাধারণ কমবেশি সমাজতান্ত্রিক গণ-তন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলো। তাদের অনেকেরই ধারণা ছিলো যে ধনবৈষম্য বর্তমান থাকলে রাজনৈতিক অধিকার মিথ্যা মায়ায় পর্যবসিত হয় এবং অসাম্যের একটি কারণ ব্যক্তিগতসম্পত্তি। কিন্তু সমাজবিপ্লবের দ্বারা ব্যক্তিগতসম্পত্তির অবসানের আদর্শ সে যুগে স্বাভাবিক ছিলো না। ১৭৯৩-এর ২৪শে এপ্রিল কঁভঁসিয়ঁতে রোবসপিয়ের ঘোষণা করেন, "সম্পত্তির সাম্যের ধারণা মরীচিকামাত্র।" অন্যান্য বিপ্লবীদের মতো তিনিও ভূমিসম্পর্কিত আইনের অর্থাৎ সমভাবে ভূসম্পত্তি বণ্টনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে অতিরিক্ত ধনবৈষম্য যে বহু অপরাধ ও অনর্থের মূলে তাও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। সাঁকুলোৎ ও মঁতাঞ্জিয়ার উভয় সম্প্রদায়ই অপরিমিত ধনৈশ্বর্যের বিরোধী। ছোটোখাটো স্বাধীন উৎপাদক, কারিগর ও কৃষকের প্রত্যেকের নিজস্ব জমি, দোকান ও কর্মশালা থাকবে। বেতনভুক কর্মচারী না হয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার ভরণপোষণে সমর্থ হবে—এই সমাজই কাম্য, আদর্শ সমাজ। রোবসপিয়ের-পন্থীরা ও পারীর সেঁকঁসিয়ঁর সাঁকুলোতেরা এই সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে

চেয়েছিলো। সেঁ-জুস্তের ভাষায় এই আদর্শ অতি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত "ধনিকের সমাজ নয়, দরিদ্রের সমাজ নয়, ঐশ্বর্য কলঙ্কজনক। মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচা প্রয়োজন; প্রত্যেক ফরাসীকে জীবনযাপনের জন্যে অত্যাবশ্যক জিনিসের প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।" এভাবেই সামাজিক অধিকারের ধারণা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে: "ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণের অধিকারপ্রাপ্ত জাতীয়সমাজ ছোটোখাটো সম্পত্তিকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার জন্যে হস্তক্ষেপ করবে। স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে ঐশ্বর্য যাতে কেন্দ্রীভূত না হয়, তার জন্যে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন কেননা তা নাহলে তাদের ওপর নির্ভরশীল একটা সর্বহারা শ্রেণী গড়ে উঠবে।

মঁতাঞ্রিয়ারদের সামাজিক আইন এই নীতি থেকে উদ্ভূত। দ্বিতীয় বর্ষের ৫ই ব্রুম্যারের (২৬শে অক্টোবর, ১৭৯৩) এবং ১৭ই নিভোজের আইন (৬ই জানুয়ারী, ১৭৯৪) উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করে। জারজসন্তানেরা সম্পত্তির অংশ পাবে। ১৭৯৩-এর ৩রা জুনের নির্দেশ অনুযায়ী দেশত্যাগীদের ভূসম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করে বিক্রয়ের ব্যবস্থার মধ্যে এই নীতি সুস্পষ্ট। পরে জাতীয়সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রয়োগ করা হয়। গ্রামের যৌথচারণভূমিও গ্রামবাসীদের মধ্যে বণ্টনেব অধিকার দেওয়া হয়। ১৭৯৩-এর ১৭ জুলাইয়ে সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের অবসানে কৃষককুলের সংহতি বিনষ্ট হয়। পুরানো গ্রামীণসমাজ দ্রুত ভেঙে যেতে থাকে। গ্রামের জোতদার ও বৃহৎ ভূম্যধিকারী ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে ভূমি বণ্টনের বিরোধী ছিলো। কারণ এতে ক্ষেতমজুরের অভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোবস-পিয়েরপন্থীরা দরিদ্র সাঁকুলোতের হিতার্থে দ্বিতীয় বর্ষের ৮ই ও ১৩ই ভঁতোজের আইনদ্বারা (২৬শে ফেব্রুয়ারী ও ৩রা মার্চ, ১৭৯৪) সম্পত্তির সুষম বণ্টনের পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছিলেন। তারা সিদ্ধান্ত নেন যে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দরিদ্র দেশপ্রেমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। কিন্তু এই সব আইন সত্ত্বেও মঁতাঞ্রিয়ার গোষ্ঠী আর্থনীতিক স্বাধীনতার সমর্থক এবং ভূমি সমস্যার সমাধানে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে বিমুখ। এরা কখনও ভাগচাষ ব্যবস্থার সংস্কার অথবা বৃহৎ ভূসম্পত্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে বণ্টনের কথা ভাবেন নি। গ্রামের সাঁকুলোৎদের আশাআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের কোনো পরিকল্পনাও এদের ছিলো না।

মূলত এ যুগের সামাজিক আইন সংবিধান সভার নির্দেশিত পথ ধরেই

অগ্রসর হয়েছিলো। অবশ্য কখনও কখনও ভিন্ন পথেও গিয়েছে। তার প্রমাণ ১৭৯৩-এর ১৯শে মার্চ ও ২৮শে জুনের নির্দেশ। এই নির্দেশ দুটিতে জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প লক্ষণীয়। এই নির্দেশে শিশু, বৃদ্ধ ও দরিদ্রের প্রতি সরকারী সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কঁভঁসিয়ঁ প্রণীত সংবিধানে মানবাধিকারের ঘোষণায় জনকল্যাণ রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব বলে স্বীকৃত। দ্বিতীয় বর্ষের ফ্লরেয়ালের আইনে জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তার জন্যে প্রত্যেক দ্যপার্তমঁতে একটি নিবন্ধীকরণের খাতা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই খাতার গ্রামের বয়স্ক ও রুগ্ন মানুষ এবং শিশু-সন্তান সহ অসহায় মাতা ও বিধবাদের তালিকা থাকবে। এরা প্রত্যেকেই বার্ষিক ভাতা ও অন্যান্য সরকারী সাহায্য পাবে। এই জনকল্যাণকামী নতুন ফরাসী রাষ্ট্রের আদর্শের প্রদীপ্ত ব্যাখ্যা সেঁ-জুস্তের ভাষায় মেলে (১৩ ভঁতোজ দ্বিতীয় বর্ষ—৩রা মার্চ ১৭৯৪):

"য়োরোপ জানুক কোনো হতভাগ্য মানুষ, কোনো অত্যাচারী মানুষ আমাদের ফরাসী ভূমিতে নেই। এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীকে ফলবতী করুক। এই দৃষ্টান্তে নীতিবোধ ও মানবিক সুখের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হোক্। য়োরোপ মানবিক সুখের আদর্শকে জানুক।"

প্রজাতন্ত্রী নীতিবোধ

রোবসপিয়েরের মতে (প্লুভিয়োজ-দ্বিতীয় বর্ষ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৪) নীতিবোধ জনতার সরকারের ভিত্তি এবং সকল কর্মের উৎস। এই নীতিবোধের দ্বারাই সন্ত্রাস বিশুদ্ধীকৃত। গণনিরাপত্তা কমিটি শুদ্ধীকৃত লৌকিক নীতিবোধকে জনজীবনের ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু নীতিবোধের উদ্বোধনের জন্যে প্রয়োজন ছিলো শিক্ষার প্রসার ও প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা।

নতুন সংবিধানে জনশিক্ষা অন্যতম মানবিক অধিকার বলে স্বীকৃত। জনশিক্ষার অর্থ জাতীয় শিক্ষা। এই শিক্ষা মানুষকে লৌকিক নীতিবোধের অনুশীলন ও নাগরিক কর্তব্য পালন করতে শেখাবে, জনকল্যাণব্রতী করবে এবং জাতীয় সংহতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জাগ্রত করবে। দ্বিতীয় বর্ষের ২৯শে ফ্রিমেরের আইনে (১৯শে ডিসেম্বর, ১৭৯৩) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক ও লৌকিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত হলেও সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় এই আইন কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

বিপ্লবের শুরু থেকেই বিভিন্ন বিপ্লবী অনুষ্ঠান-পদ্ধতি গড়ে উঠতে থাকে। ১৭৯০-এর ১৪ই জুলাইর সম্মিলন (Federation) এই জাতীয় অনুষ্ঠানের বৃহত্তম প্রকাশ। ক্রমে লৌকিক উৎসব বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্পী দাভিদ তাঁর প্রতিভা এই বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান-পদ্ধতি গড়ে তোলার কাজে নিয়োগ করেন। ১৭৯০-এর ১০ই অগস্ট শিল্পী দাভিদের নির্দেশনায় পারীতে জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩-এর হেমন্তকাল থেকে লৌকিক নীতিবোধ ও প্রজাতন্ত্রী নীতি সমন্বিত বুদ্ধির উপাসনা গির্জায় গির্জায় ক্যাথলিক ধর্মের পরিবর্তে হিসাবে প্রবর্তিত হয়। রোবসপিয়েরের অনুপ্রাণিত পরমসত্তার উপাসনা প্রজাতন্ত্রী মতবাদকে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। কলেজে শিক্ষার সময় রোবসপিয়ের আধ্যাত্মিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। কঁদিলাকের ইন্দ্রিয়-চেতনা এবং এলভেতিয়ুসের জড়বাদী নাস্তিক্যের প্রতি রোবসপিয়েরের বিরূপতা ছিলো। তিনি ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮ই ফ্লরেয়ালের দ্বিতীয় বর্ষের প্রতিবেদনে তিনি প্রতি দশকে অনুষ্ঠিত উৎসবের উদ্দেশ্য নির্দেশ করেন। এই সব উৎসবের লক্ষ্য নাগরিক চেতনা ও প্রজাতন্ত্রী নীতিবোধের উদ্বোধন: "লৌকিক সমাজের একমাত্র ভিত্তি নীতিজ্ঞান। নীতিজ্ঞানহীনতা স্বৈরাচারের ভিত্তি, প্রজাতন্ত্রের সারমর্ম সদ্বৃত্তি (vertu)।"

১৮ই ফ্লরেয়ালের অনুশাসনে রোবসপিয়েরের আকাঙ্ক্ষিত এই নতুন উপাসনা প্রবর্তিত হয়: ফরাসী জাতি পরম সত্তার অস্তিত্বে ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। সেই সঙ্গে বিখ্যাত 'বিপ্লবী দিনের' (১৪ই জুলাই, ১৭৮৯, ১০ই অগস্ট ১৭৯২, ২১শে জানুয়ারী এবং ৩০শে মে, ১৭৯৩) স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে চারটি উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

পরমসত্তা ও প্রকৃতির উৎসবের দ্বারা এই নতুন উপাসনা পদ্ধতির উদ্বোধন হয় (২০শে প্রেরিয়াল, দ্বিতীয় বর্ষ—৮ই জুন, ১৭৯৪)। উৎসবে পৌরোহিত্য করেন রোবসপিয়ের। তাঁর এক হাতে পুষ্পস্তবক, অন্য হাতে তরবারি। অসংখ্য মানুষের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গোসেক[১] (Gossec) ও মেয়ুলের[২] (Méhul) সঙ্গীতসহ তুইলেরির জার্দ্যাঁ নাসিয়োনাল থেকে যাত্রা করে শাঁ-দ্য-মারে পৌঁছোয়। অনুষ্ঠানটির নির্দেশনায় ছিলেন শিল্পী দাভিদ। দর্শনার্থী নাগরিক ও বিদেশীদের ওপর অনুষ্ঠানটি গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু পরমসত্তার উপাসনার পশ্চাতে রোবসপিয়েরের যে রাজনৈতিক

উদ্দেশ্য ছিলো তা সাধিত হয় নি। দ্বিতীয় বর্ষের বসন্তকালের রাজনৈতিক আলোড়ন এবং জারমিনালের সংকটের অবসানের পর একটি বিশ্বাস ও অখণ্ড নীতিবোধের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরবিরোধী স্বার্থ চেতনাকে একীভূত করার রোবসপিয়েরীয় প্রয়াস এই নতুন উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে লক্ষণীয়। আর্থনীতিক ও সামাজিক স্বার্থের বিভিন্নতাজনিত শ্রেণী-সংঘাতের অনিবার্যতায় রোবসপিয়ের বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং আদর্শ ও নীতিবোধের সর্বশক্তিমত্তায় তাঁর গভীর আস্থা ছিলো। সেই কারণেই নীতিবোধের ভিত্তির ওপরেই তিনি তার কাম্য এক অখণ্ড প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরমসত্তার উপাসনা প্রবর্তনের বিপরীত ফল হয়। এই উপাসনা প্রবর্তনের ফলে বিপ্লবী সরকারের অভ্যন্তরে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের এবং রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ লৌকিকীকরণের সমর্থকেরা পরমসত্তার উপাসনা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন।

জাতীয় সৈন্যবাহিনী

নতুন সৈন্যবাহিনীর সংগঠন, অস্ত্রসজ্জা ও খাদ্য সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্যে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। বিপ্লবী যুদ্ধ পেশাদার ফরাসী বাহিনীর যুদ্ধ নয়, য়োরোপীয় স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র ফরাসী জাতির যুদ্ধ। এই প্রসঙ্গে রোবসপিয়েরের ঘোষণা স্মরণীয় : "বিপ্লব শত্রুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ।" সুতরাং দ্বিতীয় বর্ষে সৈন্যবাহিনী সংগঠনের জন্যে বৈপ্লবিক সরকারের সমস্ত উদ্যম নিয়োজিত হয়

১৭৯৪-এর বসন্তকালের মধ্যে যে নতুন সৈন্যবাহিনী গড়ে ওঠে, ব আর্মিতে[৩] বিভক্ত এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দশলক্ষে পৌঁছোয়। এর ছিলো পুরনো পেশাদার বাহিনী, স্বেচ্ছাব্রতীদের বাহিনী। বাধ্যতামূল সংগৃহীত ৩ লক্ষের বাহিনী এবং লেভে আঁ মাস আইনের বলে বাহিনী। সব মিলে দশ লক্ষের বিপুল বাহিনী। এভাবে বি গঠিত বিভিন্ন বাহিনীর মিশ্রণে ক্রমে এক অখণ্ড জাতীয় বাহিনী

শুদ্ধীকরণের দ্বারা ও নতুন সাংগঠনিক নিয়মের বলে সৈন্যবাহিনীর জন্ম হয়। পদে প্রবীণত্বের কথা স্মরণ দ্বারা অফিসারের নির্বাচনের নীতি স্বীকৃত হয়েছিলো। ফেব্রুয়ারীর আইনের পর করপোরালদের নির্বাচিত ব উচ্চতর দুই স্তরের অফিসারদের নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল

সৈনিকদের দ্বারা প্রত্যেক পদের জন্যে তিনজন প্রার্থীকে মনোনীত করা হত। তিনজনের মধ্য থেকে একজন স্বীয় স্তরের অফিসারদের দ্বারা নির্বাচিত হতো। প্রবীণদের পদোন্নতির জন্যে এক তৃতীয়াংশ পদ সংরক্ষিত রইল। বিভিন্ন কোরের[৪] (Corps) সেনাপতি নির্বাচিত হবে সমগ্র সৈনিকদের দ্বারা। কিন্তু ক্রমে সৈন্যবাহিনী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ক্ষমতা গণনিরাপত্তা কমিটির হাতে আসে। কমিটি সৈন্যবাহিনীতে প্রেরিত ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের দ্বারা সেনা সংগঠনের ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করে। কিন্তু তা সত্বেও সাব্‌অল্টার্ণের[৫] পদে নির্বাচনের নীতি পরিত্যক্ত হয় নি। এভাবে নির্বাচনের চালুনি দিয়ে ছেঁকে ক্রমে সৈন্যবাহিনীতে এক অতুলনীয় জেনারেল স্টাফ তৈরী হয়। এদের মধ্যে ছিলেন মার্সো (Marceau), অস (Hoche), ক্লেবের (Kleber), মাসেনা (Massena), জর্দ্যাঁ (Jourdan) প্রভৃতি। এদের ঘিরে ছিলো অফিসার স্টাফ যারা যুগপৎ রণনৈপুণ্যে ও দেশপ্রেমে অনন্য। নতুন অফিসার স্টাফ গঠনের জন্যে দ্বিতীয় বর্ষের প্রেরিয়াল (১লা জুন, ১৭৯৪) একল দ্য মার (École de (Mars) সংগঠিত হয়।

সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়। "যুদ্ধজয়ের জন্যে শৃঙ্খলাকে ভালবাসতে হবে",—রাইনের বাহিনীর কাছে সেঁ-জুসৎ এই ভাষণ দেন। ১৭৯৩-এর ২৭শে জুলাই কঁভঁসিয়ঁ লুঠেরা ও সৈন্যবাহিনীত্যাগীদের জন্যে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়। কিন্তু সৈন্যবাহিনী যাতে তার গণতান্ত্রিক চরিত্র না হারায় সেদিকেও বৈপ্লবিক সরকারের কড়া নজর ছিলো। ১৭৯৩-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী সেঁ-জুসৎ ঘোষণা করেন: "শুধু সংখ্যা ও শৃঙ্খলা দ্বারা যুদ্ধজয় সম্ভব নয়। প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ সৈন্যবাহিনীতে পরিব্যাপ্ত হলেই বিজয় লাভ সম্ভব।" সৈনিকদের জন্যে একসঙ্গে সামরিক ও রাজনীতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় বর্ষের সৈনিকেরা ক্লাবে যেতো, দেশপ্রেমিক খবরের কাগজ পড়তো। ফ্রান্সের গাঁ-কুলোৎ যুদ্ধমন্ত্রী বুসোত বিভিন্ন বাহিনীতে যেসব পত্র-পত্রিকা পাঠাতেন তার মধ্যে প্যার দুসেন (la Pére Duchesne), ল্য জুর্নাল দেজোম লিব্‌র (le Journal des Hommes Libres), ল্য জুর্নাল দ্য লা মঁতাঞ্ঞি (le Journal de la Montagne) উল্লেখযোগ্য।

সামরিক নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে অসামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেনাবাহিনী রাজনীতির হাতিয়ার মাত্র। সুতরাং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব বৈপ্লবিক সরকারের পক্ষে অপরিহার্য ছিলো।

জেনারেলদের স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে রাখার হাতিয়ারও সন্ত্রাস। অযোগ্যতা

অথবা কর্মে শৈথিল্য উভয় অপরাধই দেশপ্রেমের অনুপস্থিতির দ্যোতক এবং গিলোতিনে প্রেরণযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধেই কুস্তিন, উশার (Houchard) প্রভৃতি জেনারেলের গিলোতিন যাত্রা। এমন কি রণাঙ্গনেও ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের মারফৎ অসামরিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতো।

নতুন রাজনীতি ও সমাজনীতির প্রয়োজনে রণনীতি ও রণকৌশল (Strategy and Tactics) পরিবর্তিত হয়। যুদ্ধার্থে ফ্রান্সের ঐশ্বর্যের সামগ্রিক নিয়োগের ফলে ডিভিশনে ও ব্রিগেডে বিভক্ত উপযুক্ত রণসাজে সজ্জিত ফরাসী বাহিনী এখন শত্রু অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অস্ত্রসজ্জা এখনো পুরনো যুগের। কিন্তু পুরনো সমরনীতি তার নতুন ফরাসীবাহিনীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়, সেঁ-জুস্তের এই ঘোষণা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

স্বল্পকালের মধ্যে সংগঠিত বিরাট সৈন্যবাহিনীকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব ছিলো না। অতএব দ্বিতীয় বর্ষের সৈনিকেরা রণভূমির উপযুক্ত ব্যবহার করে সাধারণভাবে গুলি করতে করেতে এগিয়ে যেতো এবং বেয়নেট নিয়ে আক্রমণ করতো। শেষ পর্যন্ত রণাঙ্গনে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর স্তম্ভাকৃতি সংগঠনই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়। প্রথাসিদ্ধ রৈখিক সংগঠন অপেক্ষা এই জাতীয় সংগঠনে শৃঙ্খলা রক্ষা সহজ। ১৭৯৪-এ ডিভিশন নতুন ভাবে সংগঠিত হয়। পদাতিক বাহিনীর দুটি ব্রিগেড, অশ্বারোহী বাহিনীর দুটি রেজিমেণ্ট এবং গোলন্দাজবাহিনীর দুটি ব্যাটারী নিয়ে একটি ডিভিসন গঠিত হয়। সর্বসমেত একটি ডিভিশনে থাকত ৮ থেকে ৯ হাজার সৈন্য।

ফরাসীবাহিনীর অপরিমেয় এবং ব্যয়যোগ্য সৈন্যসংখ্যার কথা স্মরণ রেখে নতুন রণনীতি উদ্ভাবিত হয়। অবশ্য দুর্গ অবরোধের পুরনো রণকৌশল বিলুপ্ত হয় নি। সুরক্ষিত স্থান সেনাবাহিনীর নির্ভরযোগ্য আবাস ও যুদ্ধ পরিচালনার ভিত্তিভূমি ; কিন্তু নতুন রণনীতির প্রধান অবলম্বন সুরক্ষিতস্থান থেকে আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধ নয়। আক্রমণাত্মক যুদ্ধই নতুন রণনীতির মূলকথা। কার্‌নো বুঝতে পেরেছিলেন, পেশাদার য়োরোপীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অশিক্ষিত কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ফরাসীবাহিনীর বিজয়ের একমাত্র উপায় : নতুন নতুন কেন্দ্রীকৃত সৈন্যদলকে বারম্বার সুনির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুতে নিরন্তর আক্রমণ। এই কৌশলে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন উদ্যম ও অধ্যবসায়, রণশিক্ষা নয়। একমাত্র এই কৌশল অবলম্বিত হলেই ফরাসী সৈনিকের সামরিক শিক্ষার ন্যূনতা ফরাসী বাহিনীর পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। দ্বিতীয় বর্ষের

১৪ই প্লুভিয়োজ (ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৪) গণ-নিরাপত্তা কমিটি এই রণনীতি ব্যাখ্যা করে :

সাধারণ নিয়ম হল : কেন্দ্রীকৃত সেনাদল আক্রমণ করতে এগোবে, কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করবে। সৈনিকদের ক্লান্ত না করে সর্বদা কর্মব্যস্ত রাখতে হবে। তারা সর্বদা বেয়নেট যুদ্ধে লিপ্ত হবে, এবং শত্রু নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তার পশ্চাদ্ধাবন করবে।

৮ই প্রেরিয়ালের (২৭শে মে, ১৭৯৪) নির্দেশ : আক্রমণ কর, নিরন্তর আক্রমণ কর। ৪ঠা ফ্রুক্তিদরের (২১শে অগস্ট) নির্দেশ : বিদ্যুতের মতো আকস্মিক আক্রমণ কর, বজ্রের মতো আঘাত কর। বিদ্যুৎ-গতি, যুদ্ধোদ্যম এবং রণক্ষেত্রে অক্লান্ত অধ্যবসায় সুকৌশলী যুদ্ধপরিচালনা অপেক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিজয়ের প্রকৃত উপাদান।

১৭৯৪-এর জুন মাসে বৈপ্লবিক সরকারের প্রচণ্ড যুদ্ধোদ্যম ফলপ্রসূ হলো। এতকাল যে বিজয় অপস্রীয়মান মরীচিকার মতো ছিলো তা এখন করায়ত্ত। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই আবার নতুন করে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলো : বৈপ্লবিক সরকার দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেলো।

দ্বিতীয় বর্ষ : ৯ই ত্যরমিদর (২৭শে জুলাই, ১৭৯৪)

১৭৯৪-এর বসন্তের শেষভাগে গণনিরাপত্তা কমিটিকে পারীতে ও কঁভঁসিয়ঁতে নতুন করে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হলো। জনতার আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক সরকারের বিরুদ্ধে কঁভঁসিয়ঁতে উপদল গড়ে উঠলো। নতুন করে আর্থনীতিক সংকট দেখা দেওয়ায় সন্ত্রাস এই সরকারের পক্ষে অপরিহার্য ছিলো। অথচ সামরিক বিজয়ের ফলে সন্ত্রাসকে জিইয়ে রাখার একটা সুসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়াও কঠিন ছিলো।

বিপ্লবের সামরিক বিজয় (মে-জুলাই, ১৭৯৪)

গণনিরাপত্তা কমিটির বিদেশনীতির মূল কথা যুদ্ধের রাজনীতি। দাঁতঁর কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব কমিটির নিকট গ্রহণীয় ছিলো না। এমনকি কমিটি য়োরোপীয় সমবায়ী শক্তিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টাও করে নি। কিন্তু নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ যাতে শত্রুপক্ষে যোগ না দেয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেছিলো এবং তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো।

অবশেষে বিপ্লবী সরকার সর্বশক্তি নিয়োগের দ্বারা শত্রুকে পরাজিত

করে জুলাই মাসের শেষভাগে যখন বিজয়ের সিংহদ্বারে পৌঁছোল, ঠিক সেই মুহূর্তে বিপ্লবী সরকার ভেঙে পড়লো। (৩৪ অধ্যায়ে বিপ্লবী যুদ্ধ ১৭৯২—১৭৯৯ দ্রষ্টব্য)

রাজনৈতিক সংকট (জুলাই, ১৭৯৪)

জুলাই মাসের রাজনৈতিক সংকটকে নানা দিক থেকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। জাকব্যাঁ একনায়কত্ব সকল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দ্বারা বিপ্লবী সরকারকে শক্তিশালী করেছিলো। এই সরকারের ক্ষমতার সামাজিক ভিত্তি ছিলো পারী, আর রাজনীতিক ভিত্তি কঁভঁসিয়ঁ। কিন্তু এ-সময়ে এই ক্ষমতার ভিত্তিমূল ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। কমিটি দুটির মধ্যে বিভেদ এবং গণনিরাপত্তা কমিটির অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্থিতি জটিল করে তোলে।

পারী ও সারাদেশে ইতিমধ্যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠছিলো। ঠিক এই মুহূর্তে জনতার আন্দোলনও বিপ্লবী সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। বিজয় করায়ত্ত হওয়ায় সন্ত্রাসের পীড়ন আর যুক্তিসহ নয়, সন্ত্রাসের ক্লান্তি আরো গভীর। বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ আর সহনীয় নয়। ১৭৮৯-এর বিপ্লব উৎপাদন ও বিনিময়ের যে স্বাধীনতা দিয়েছিলো, সেখানে ফিরে যাওয়াই এখন কাম্য। তাছাড়াও ভয়। সন্ত্রাস বল্গাহারা হয়ে সম্পত্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে। সর্বোপরি গিলোতিনের বিবমিষা। অথচ সন্ত্রাস পরিত্যক্ত হলে আর্থনীতিক সংকট সমাধানের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

জ্যরমিনালের পর থেকে বিপ্লবী জনতা ধীরে ধীরে জাকব্যাঁ সরকারের কাছ থেকে দূরে সরে যায়! ১৭৯৪-এর বসন্তকাল থেকে পারীর সেকসিয়ঁর রাজনৈতিক জীবনের আলোড়ন থেমে গেছে, পারীর সাঁকুলোৎদের বৈপ্লবিক সরকার সম্পর্কে এক অপরাজেয় বিতৃষ্ণা জন্মেছে। পারীর সাঁকুলোৎদের এই নীরব বিতৃষ্ণা দেখেই সেঁ-জুস্ৎ বলেছিলেন, বিপ্লব হিমীভূত। এর কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক এই দুই স্তরেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

রাজনৈতিক স্তরে পারীর সেকসিয়ঁর সভাসমূহের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়েছিলো; পুরসভা ও বিভাগীয় কর্মসচিব নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। অথচ এই সব অধিকারের বলেই পারীর সাঁকুলোৎ জনতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তার ওপর এবেরপন্থী এই অভিযোগে জঙ্গী সাঁকুলোৎদের ওপর নির্বিচার পীড়ন চলেছিলো। এতে জাকব্যাঁ একনায়কত্ব

সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও জনতার প্রতিবাদের বিস্ফোরণ মাঝে মাঝে ঘটেনি, তা নয়। কিন্তু কমিটি দৃঢ়হাতে জনতার প্রতিরোধ দমন করে।

সামাজিক স্তরে সরকারের আর্থনীতিক নীতি নতুন পথে মোড় নেওয়ায় জনসাধারণের অসন্তোষের কারণ ঘটেছিলো। নতুন পথে মোড় নেওয়ার অর্থ আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ তুলে নেওয়া। অবশ্য অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয় নি। কিন্তু সরকারী অধিগ্রহণের নীতি বিশেষ কার্যকর হয় নি। রুটি সরবরাহ করেই সরকার ক্ষান্ত হয়েছিলো। রুটি বণ্টনের ভারও সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করে নি, পুরসভাগুলির ওপর রুটি বণ্টনের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

অন্যদিকে বাইরের খাদ্যদ্রব্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় এবং অবাধ অন্তর্বাণিজ্যের সুযোগ করে দেওয়ায় পারীতে যে কালোবাজারের সৃষ্টি হয়, তাতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিলো। এতে উৎপাদক ও কারিগরদের সুবিধা হয়েছিলো সন্দেহ নেই কিন্তু দরিদ্র শ্রমিক ও বেতনভুক্ কর্মচারীদের আর্থিক সর্বনাশ অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। অথচ এই অবস্থার বিরুদ্ধে জনতার আন্দোলনেরও কোনো অবকাশ ছিলো না। ফ্লরেয়াল থেকে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার শিথিলতায় জনজীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে এবং শ্রমিক ও বেতনভুক্ কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্যে আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু পারীর কমিউন ল্য শাপলিয়ে আইনের বলে এই আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করে।

এই দমনমূলক ব্যবস্থার চরমপ্রকাশ পারীবাসীদের বেতনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। পারীবাসীদের বেতনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে ৫ই ত্যরমিদরের নির্দেশ। ৫ই ত্যরমিদরের নির্দেশের দ্বারা ১৭৯৩-এর ২৯শে সেপ্টেম্বরের আইন কার্যকর হয় এবং ফলে বেতনভুক্ শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন অনেকটা কমে যায়। ভঁতোজে যে শ্রমিকের মজুরি ছিলো ৫ লিভ্র, ত্যরমিদরে তা কমে দাঁড়ায় ৩ লিভ্র ৮ সল[৬]। পারী কমিউনের রোবসপিয়েরপন্থী নেতৃত্বের যে মুহূর্তে জনতার সমর্থনের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশি, ঠিক সেই মুহূর্তেই জনতা গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

যে-সব সন্ত্রাসবাদী ভারপ্রাপ্তপ্রতিনিধিদের দ্যপার্তমঁ থেকে অতিরিক্ত নিপীড়নের জন্যে ফিরিয়ে আনা হয়েছিলো (ফুশে, কারিয়ে, তালিয়্যাঁ বারা ইত্যাদি), তাঁদের কেন্দ্র করে কঁভঁসিয়ঁতে রোবসপিয়েরপন্থীদের বিরোধীদল

গড়ে উঠলো। নতুন প্রশ্রয়বাদীদের (অর্থাৎ যাঁরা যুদ্ধে বিজয়ের ফলে সন্ত্রাসের অবসান চাচ্ছিলো) এবং সমতলগোষ্ঠীর (যাঁরা বৈপ্লবিক সরকারকে একটি সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেছিলো) সমর্থনের ওপর এই দল নির্ভরশীল ছিলো। জনতার আন্দোলন আয়ত্তে আসায় এদের আর নতুন বিপ্লবী দিনকে ভয় করার প্রয়োজন ছিল না। সন্ত্রাসের অবসানকামী বিরোধীপক্ষ এবং পারীর বিক্ষুব্ধ সাঁকুলোৎ জনতার মধ্যে বিপ্লবী সরকার এখন ত্রিশঙ্কু অবস্থায় দোদুল্যমান।

বিপ্লবী সরকারের দুই কমিটির বিরোধের ফলে রাজনীতিক পরিস্থিতি দ্রুত একটি বিশেষ পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়। সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির ওপর সন্ত্রাস কার্যকর করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো। গণনিরাপত্তা কমিটির পুলিশব্যুরোর কার্যকলাপ সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির বৈধ অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বলেই এই কমিটি মনে করতো। তাই এই দুই কমিটির ক্ষমতার লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু গণনিরাপত্তা কমিটি যদি ঐক্যবদ্ধ থাকতো তাহলে সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ ছিলো না। অথচ এই সময় গণনিরাপত্তা কমিটির মধ্যে ভাঙন শুরু হয়েছে। রোবসপিয়ের এখন বিপ্লবী ফ্রান্সের অবিসংবাদিত নেতা। অপরের এবং স্বীয় ত্রুটি ও শৈথিল্যের প্রতি রোবসপিয়ের সমভাবে নির্মম। তাঁর পক্ষে কমিটির সহযোগী সদস্যদের অভিমানে অসতর্কভাবে আঘাত দেওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া সর্বপ্রকার দুর্নীতির উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত রোবসপিয়ের অতি সচেতনভাবে নিজের দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন। অনেকেরই ধারণা ছিলো এই দূরত্ব রক্ষার প্রয়াস উচ্চাকাঙ্ক্ষা-প্রসূত। রোবসপিয়ের সম্পর্কে জিরঁদ্যাদলেরও এই অভিযোগ ছিলো। কর্দেলিয়ে ক্লাব এই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে। কমিটির এই সংকট-মুহূর্তে কার্নো ও বিলোভারনের মুখেও এই একই অভিযোগ। ক্রমে কমিটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। রোবসপিয়ের ও সেঁ-জুসৎ কার্নোর সামরিক পরিকল্পনা সমালোচনা করায় কমিটিতে কার্নোর সঙ্গে রোবসপিয়েরের উত্তেজিত বাদানুবাদ হয়। চরিত্র ও মেজাজের বিভিন্নতা ছাড়াও সদস্যদের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিলো। লিঁদের মতো কার্নোও সমতল গোষ্ঠীভুক্ত রক্ষণশীল বুর্জোয়া। পরিস্থিতির চাপে এঁরা মঁতাঞিয়ারের সঙ্গে একত্র হয়েছিলো। আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের প্রতি এদের কোনো আস্থা ছিলো না। এরা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিরোধী। অন্যদিকে বিলোভারেন ও কল-দেরবোয়ার চরমপন্থীপ্রবণতা। সাধারণ নিরাপত্তা

কমিটির নেপথ্য বিরোধিতা এবং গণনিরাপত্তা কমিটির অন্তর্দ্বন্দ্বে বিরক্ত, বিক্ষুব্ধ রোবসপিয়ের 'মধ্য মেসিদর' থেকে কমিটির অধিবেশনে যোগ দেওয়া বন্ধ করেন।

২২শে ও ২৩শে জুলাইর যুক্ত অধিবেশনে উভয় কমিটির মধ্যে আপস-মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আপস ছাড়া বিপ্লবী সরকারের পক্ষে নতুন প্রশ্রয়বাদীদের আক্রমণের সম্মুখে টিকে থাকা দুরূহ ছিলো। সেঁ-জুস্‌ৎ ও কুতঁ আপসের পক্ষে ছিলেন কিন্তু রোবসপিয়েরের অনমনীয় কাঠিন্যের ফলে তা সম্ভব হল না।

পরিণাম

রোবসপিয়ের কমিটির আভ্যন্তরীণ সংঘাত কঁভঁসিয়ঁতে নিয়ে যান। কিন্তু এই রাজনৈতিক কৌশলের বিপদ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন না। কারণ এই মুহূর্তে পারীর সাঁকুলোৎজনতা বিক্ষুব্ধ এবং জনতার আন্দোলন নিপীড়নের দ্বারা স্তম্ভিত।

৮ই ত্যরমিদর (২৬শে জুলাই, ১৭৯৪) রোবসপিয়ের কঁভঁসিয়ঁতে তাঁর প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেন। তিনি আক্রমণ করেন প্রশ্রয়বাদীদের মুখোস-পরা চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের। কিন্তু এই চরমপন্থীদের নাম প্রকাশ না করে তিনি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনেন। কঁভঁসিয়ঁর যে সব সদস্যের গোপন অপরাধ ছিলো তারা প্রত্যেকেই রোবসপিয়েরের আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। অতএব রাত্রির গোপন অন্ধকারে ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে ওঠে। রোবসপিয়েরের বিরোধী সদস্য এবং সন্ত্রাসের অবসানকামী সমতলগোষ্ঠীর মিলনোদ্ভূত এই ষড়যন্ত্রের একমাত্র বন্ধন: ভয়।

৯ই ত্যরমিদর (২৭শে জুলাই, ১৭৯৪) বেলা এগারটায় কঁভঁসিয়ঁর অধিবেশন আরম্ভ হয়। বারটায় সেঁ-জুস্‌তের ভাষণ আরম্ভ হয়। তারপর ঘটনার গতি অতি দ্রুত। ষড়যন্ত্রকারীরা হট্টগোল করে প্রথমে সেঁ-জুস্‌ৎ পরে রোবসপিয়েরের ভাষণে বাধা দেয় এবং পারীর জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক আঁরিয়ঁ[৪] এবং বিপ্লবী বিচারালয়ের সভাপতির গ্রেপ্তারের প্রস্তাব পাস করে। গণ্ডগোলের মধ্যে লুসে নামে একজন অখ্যাত সদস্য রোবসপিয়েরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনেন তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। রোবসপিয়ের ও তাঁর ভ্রাতা, সেঁ-জুস্‌ৎ, কুতঁ, ল্যবা প্রভৃতি নেতারা আইনের আশ্রয়চ্যুত ব্যক্তি হিসেবে নির্দিষ্ট হন। রোবসপিয়েরের কণ্ঠ—দস্যুরা আজ বিজয়ী, প্রজাতন্ত্রের সর্বনাশ হলো—সোরগোলের মধ্যে ডুবে

গেলো। দর্শকেরাও একে একে এই ভয়ঙ্কর খবর নিয়ে পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁতে ফিরে গেলেন। তখন বেলা দুটো।

পারীর কমিউনের বিদ্রোহের প্রয়াস সুসংগঠিত এবং সুপরিচালিত হয় নি। তার ওপর সাঁকুলোৎজনতার রোবসপিয়ের সম্পর্কে উদাসীনতা ও বিরূপতাও ছিলো। সুতরাং পারীর কমিউন যখন বিদ্রোহের ডাক দেয় তখন পারীর ৪৮টি সেকসিয়ঁর মধ্যে ১৬টি সেকসিয়ঁ বিদ্রোহে যোগ দেয়। কিন্তু শেষ রাত্রি দুটোর মধ্যে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে। জ্যরমিন্যালে পারীর বিপ্লবী সাকুলোৎজনতার নির্মম নিপীড়নের এই পরিণাম।

১০ই ত্যরমিদরের (২৮শে জুলাই) সন্ধ্যায় রোবসপিয়ের, সেঁ-জুস্ৎ, কুতঁ ও বারজন রোবসপিয়েরপন্থীকে গিলোতিনে পাঠানো হয়। পরদিন আরো অনেক বিপ্লবীকে হত্যা করা হয়।

এই পরাজয়ের দায়িত্ব পারী কমিউন ও রোবসপিয়েরপন্থীদের। পারী কমিউন সাঁকুলোৎজনতাকে একত্রিত করে শত্রুকে আক্রমণ না করে শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষায় ছিলো। অবশ্য পরাজয়ের মূল কারণ বিপ্লবী আন্দোলনের অন্তর্লীন স্ববিরোধিতার মধ্যে নিহিত।

রুশোর শিষ্য রোবসপিয়েরের এলভেতিয়ুস প্রমুখ দার্শনিকদের জড়বাদ সম্পর্কে গভীর বিতৃষ্ণা ছিলো। সমাজ ও জগৎ সম্পর্কে অধ্যাত্ম চেতনার ফলে রোবসপিয়ের ১৭৯৪-এর বসন্তকালে ফরাসী সমাজের পরিস্ফুট স্ববিরোধিতার সন্মুখে কিছুটা অসহায়। রোবসপিয়ের বিপ্লবী সরকার ও সন্ত্রাসের কুশলী তাত্বিক ব্যাখ্যাকার। কিন্তু যেই যুগের সামাজিক ও আর্থনীতিক বাস্তবের যথার্থ বিশ্লেষণের ক্ষমতা তাঁর ছিলো না। সন্দেহ নেই, সমাজের বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে ভাবসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। অভিজাত প্রতিক্রিয়া ও পূর্বতন সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়াদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু রোবসপিয়ের এবং সেঁ-জুস্ৎ উভয়েই এক স্ববিরোধিতার মধ্যে অন্তরীণ ছিলেন। উভয়েই বুর্জোয়া। উভয়েই বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সাঁকুলোৎজনতাকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সাঁকুলোৎ-জনতাকে বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে গ্রহণীয় করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।

বিপ্লবী সরকারের সামাজিক ভিত্তিমূলেও বিচিত্র স্ববিরোধিতা, যদিও সমাজের বিভিন্ন স্তরে শ্রেণীচেতনা এ-যুগে অনুচ্চারিত। রোবসপিয়েরপন্থীরা জাকব্যাঁদের ওপর নির্ভরশীল ছিলো। কিন্তু জাকব্যাঁরা প্রয়োজনীয়

সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলতে পারে নি। কারণ, জাকব্যাঁরা কোনো বিশেষ শ্রেণীর সুশৃঙ্খল রাজনীতিক দল নয়।

রাজনৈতিক স্তরে মঁতাঞিয়ারবুর্জোয়া ও সাঁকুলোৎদের মধ্যে মৌলিক স্ববিরোধিতা ছিলো। যুদ্ধের ফলে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সাঁকুলোতেরা এ-বিষয়ে অবহিত ছিলো এবং স্বৈরাচারী সরকার সাঁকলোৎ-সৃষ্ট একথা বলা চলে। সুতরাং যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরিচালনার জন্যে অত্যাবশ্যক সরকারীস্বৈরাচার রাজনীতিক্ষেত্রের মৌলিক স্ববিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত হয়। মঁতাঞিয়ার ও সাঁকুলোৎ এই উভয় গোষ্ঠীই সমভাবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলো। কিন্তু গণতন্ত্র সম্পর্কে এই দুই গোষ্ঠীর ধারণার মৌলিক পার্থক্য ছিলো। গণতন্ত্র সম্পর্কে সাঁকুলোতীয় ধারণা হলো : জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যক্ষ শাসন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জনতার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, প্রকাশ্যে ভোটদান। এই জাতীয় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব ছিলো না। যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার কথা বাদ দিলেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র মুক্তপন্থী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আদর্শবিরোধী। অভিজাত প্রতিক্রিয়ার বিনষ্টির জন্যে সাঁকুলোৎজনতা- যে সরকার সৃষ্টি করেছিলো, সেই সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া কখনই তাদের অভিপ্রেত ছিলো না।

অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও রাজনীতি ক্ষেত্রের স্ববিরোধিতা ধরা পড়বে। যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে সরকারের হাতে শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। এতে স্বভাবতই সরকারী শাসনযন্ত্র এতো ক্ষমতা-শালী হয় যে, জনতার রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ফলে অনিবার্যভাবে আমলাতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এভাবে বিপ্লবী সরকারও জনতার আন্দোলনের মধ্যে এক নতুন স্ববিরোধিতার সৃষ্টি হয়। বিপ্লব হিমীভূত, সেঁ-জুসতের এই উক্তির তাৎপর্য জনতার স্তম্ভিত রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। অথচ যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ আবশ্যিক ছিলো। এই সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় রোবসপিয়েরের জানা ছিলো না।

আর্থনীতিক ও সামাজিক স্তরেও যে স্ববিরোধিতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিলো তার সমাধানও সমভাবে দুঃসাধ্য। সর্বাত্মক যুদ্ধজয়ের জন্যে নিতান্ত বাধ্য হয়েই গণনিরাপত্তা কমিটির মুক্তপন্থী সদস্যরা আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের নীতি—অর্থাৎ অধিগ্রহণ, সর্বোচ্চমূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি—গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলো।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপ্লব বুর্জোয়া আধিপত্য মুক্ত হয় নি। উদ্যোক্তা নায়কদের ও বেতনভুক্ কর্মচারীর মধ্যে স্বার্থের সমতারক্ষার জন্যে খাদ্য-দ্রব্যের সর্বোচ্চমূল্য নির্ধারণের সঙ্গে বেতনের সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণও বুর্জোয়াশ্রেণীর কাম্য ছিলো। কিন্তু সাঁকুলোৎজনতা বেতনের সর্বোচ্চসীমা মেনে নিতে রাজী হয় নি বরং যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির জন্যে বেতন বৃদ্ধি দাবি করেছিলো। কিন্তু যে সমাজের মৌলিক সামাজিক সংগঠনে বুর্জোয়া আধিপত্য, সেখানে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিভূ গণনিরাপত্তা কমিটি এই সমস্যার সমাধানের যে প্রস্তাব করবে তা বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল হতে বাধ্য। ফলে ৫ই ত্যরমিদর পারীবাসীর বেতনের সর্বোচ্চ-সীমা নির্ধারিত হয় এবং জনতার অসন্তোষ গভীরতর হয়।

অন্তর্লীন স্ববিরোধিতার দ্বারা শিথিলমূল বিপ্লবী সরকার দুর্নিবার বেগে রোবসপিয়ের ও রোবসপিয়েরপন্থীদের নিয়ে ভেঙে পড়ে। সেই সঙ্গে সমতাকামী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের অবসান ঘটে। কিন্তু রোবসপিয়েরপন্থীদের পতনের পরও ত্যরমিদরীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিক্রিয়া থেমে যায় নি। পরবর্তী দশমাস সাঁকুলোৎজনতা প্রচণ্ড আবেগে ও অমিতবিক্রমে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। তৃতীয় বর্ষের প্রেরিয়ালে পারীর সাঁকুলোৎজনতার অভ্যুত্থান পরাজিত হওয়ার পর এই সংগ্রাম পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের বিপ্লবী শক্তির অবলুপ্তি ঘটে।

৩০

ত্যরমিদরীয় প্রতিক্রিয়া : জনতার আন্দোলনের অবসান

রোবসপিয়েরের পতনের পর বিপ্লবী সরকার ভেঙে দেওয়া হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বৈপ্লবিক সরকারের বিশিষ্ট প্রকৃতির (স্থায়িত্ব, কেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা ও সন্ত্রাস) অবসান ঘটে। ১১ই ত্যরমিদরের নির্দেশ অনুযায়ী স্থির হয় যে, প্রত্যেক কমিটির সদস্যের একচতুর্থাংশ পদত্যাগ করবে এবং নতুন নির্বাচনের দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ করা হবে। ফলে একমাসের মধ্যে কার্নো ব্যতীত অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীরা দুই কমিটি থেকে অপসারিত হয় এবং কঁভঁসিয়ঁ ক্ষমতায় ফিরে আসে। কিন্তু কঁভঁসিয়ঁ তার পুরনো ক্ষমতা ফিরে পায় নি। দ্বিতীয় বর্ষের ৭ই ফ্রুক্তিদর গণনিরাপত্তা কমিটির ক্ষমতা যুদ্ধ ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। প্রশাসন থেকে সন্ত্রাসবাদীরা বিতাড়িত হওয়ায় স্বরাষ্ট্র ও বিচারের ক্ষমতা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির হাতে চলে যায়। পুরনো বারটি প্রশাসনিক কমিশনকে কঁভঁসিয়ঁ থেকে নবগঠিত বারটি প্রধান কমিটির অধীনে নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন দ্যপার্তমঁতে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। ফলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে।

সন্দেহজনক ব্যক্তিদের মুক্তি ও ২২শে প্রেরিয়ালের আইন প্রত্যাহৃত হওয়ায় কয়েকজন অত্যন্ত চতুর সন্ত্রাসবাদী ভিন্ন অপর সন্ত্রাসবাদীদের গিলোতিনে যাত্রার পথ প্রশস্ত হয়। প্রথম কারিয়ে ও পরে ফুকিয়ে ত্যাঁভিলকে গিলোতিনে পাঠানো হয়। রোবসপিয়েরের পুরনো সহকর্মীরা রোবসপিয়েরের কাঁধে সকল অপরাধের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রোবসপিয়েরকে রক্তপিপাসু দানব বলে চিত্রিত করে তাঁর সহযোগী হিসাবে তারা নিজেদেরও কালিমালিপ্ত করেন। ফলত, এই কলঙ্কজনক প্রয়াস বিলো-ভারেন, কলদেরবোয়া এমনকি বার‍্যারকেও ফরাসী গিয়ানায় (যা শুকনো গিলোতিন নামে পরিচিত) নির্বাসন থেকে বাঁচাতে পারে নি।

বিপ্লবী সরকার ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসেরও অবসান হয়। বিপ্লবী বিচারালয় কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। ম্যর্ল্যাঁ দ্য দুয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিপ্লবী বিচারালয় পুনর্গঠিত হলেও 'অভিপ্রায়ের প্রশ্নে' বিচারালয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি অবধারিত ছিলো। কারণ, অপরাধ প্রমাণিত হলেও প্রতিবিপ্লবী অভিপ্রায় না থাকলে অপরাধী মুক্তি পাবে। সেকসিয়ঁর বিপ্লবী কমিটিগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। বিপ্লবী কমিটিগুলিকে ভেঙে দিয়ে তার পরিবর্তে প্রত্যেক জেলায় একটি করে পর্যবেক্ষক কমিটি স্থাপন করা হয়। ৪৮টি সেকসিয়ঁর পরিবর্তে পারীকে ১২টি দ্যপার্তমঁতে বিভক্ত করা হয়। এখন থেকে এই পর্যবেক্ষক কমিটিসমূহ পুরোপুরি সরকারীসংগঠন। সরকারের মুখপাত্র।

তৃতীয় বর্ষের ২৫শে ভঁদেমিয়্যার (১৬ই অক্টোবর, ১৭৯৪) পারীর ক্লাবসমূহকে কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ, এখন থেকে এইসব ক্লাবশাখা বিস্তার অথবা সমবেত ভাবে আবেদনপত্র পেশ করতে পারবে না। চার্চকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়। এতে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ লৌকিকীকরণও সম্পন্ন হয়। এখন থেকে সংবিধানী চার্চের ব্যয়ভারও রাষ্ট্র বহন করবে না।

শ্বেত সন্ত্রাস

বৈপ্লবিক সরকারের শাসনযন্ত্রের বিনাশ এবং রোবসপিয়েরপন্থীদের অথবা সন্ত্রাসের শাসনের সঙ্গে যুক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিশ্চিহ্ন করে ত্যরমিদরীয় প্রতিক্রিয়া ক্ষান্ত হয় নি। বিজয়ী বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়া এখন প্রতিশোধ-স্পৃহায় হিংস্র; লালসন্ত্রাস বিপরীতমুখী হয়ে শ্বেতসন্ত্রাসে পরিণত। পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁতে সৈন্যবাহিনীত্যাগী, করণিক, দোকানের কর্মচারী ও অন্যান্য ভাগ্যতাড়িত যুবকদের নিয়ে সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী গঠিত হয়। এই গুণ্ডাবাহিনী প্রত্যেক সেকসিয়ঁতে এদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। শহরের প্রত্যেক রাস্তায় এদের আধিপত্য। এদের একমাত্র কাজ পুলিশের চোখের সামনে জাকব্যাঁদের আক্রমণ করা। এই আক্রমণের সম্মুখে জাকব্যাঁরা ভেঙে পড়লো। জাকব্যাঁরা সরকারী সাংগঠনিক-কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। জাকব্যাঁদল একটি সুশৃঙ্খল শ্রেণীপার্টি ছিলো না। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্যে তারা বিপ্লবী কমিটিসমূহ, কমিউন ও বিভিন্ন সেকসিয়ঁর ওপর নির্ভর করতো। কিন্তু এইসব বিপ্লবী সংগঠন ইতিমধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সুতরাং এই আক্রমণের সম্মুখে

জাকবাঁ্যারা সম্পূর্ণ অসহায়। পারী ছাড়া অন্যান্য শহর ও গ্রামাঞ্চলেও এই শ্বেত সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। লিয়ঁতে বিপ্লবীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয় এবং দক্ষিণপূর্ব ফ্রান্সে রাজতন্ত্রীরা তাদের শত্রুদের হত্যা ও লুণ্ঠন করে তাদের প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করে।

এই শ্বেত সন্ত্রাসের আর একটি দিকও লক্ষণীয় : নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের কঠিন সংযম থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত ফূর্তিবাজ সম্রান্ত মানুষেরা উচ্ছৃঙ্খল যৌন আনন্দের জোয়ারে ভেসে গিয়ে ফ্রান্সকে গ্লানিকর পঙ্ককুণ্ডে পরিণত করে। ১৭৯৬-এ ফ্রান্সে একজন পর্যটক পাপের এই পঙ্কিল আবর্তের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : "সকল স্তরের মানুষের অবিশ্বাস্য নৈতিক অধঃপতন। প্রত্যেকে পাপের পঙ্ককুণ্ডে ডুব দিচ্ছে।" বস্তুতঃ, নব্বুই-এর দশকের শেষভাগে সম্রান্ত, সম্পন্ন মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, দুর্নীতি ও নৈতিক অধঃপতন ফ্রান্সকে কলঙ্কিত করে।

সন্ত্রাসবাদীদের পীড়ন ত্যারমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার বাহ্য লক্ষণমাত্র, মূল প্রকৃতি নয়। মুক্তপন্থীঅর্থনীতি বুর্জোয়া শাসনের ভিত্তি। যুদ্ধ ও সন্ত্রাস মুক্তপন্থীঅর্থনীতির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিতঅর্থনীতি প্রবর্তন করেছিলো। অথচ নিয়ন্ত্রিতঅর্থনীতি উচ্চ অথবা নিম্ন, গ্রামের অথবা শহরের, কোন স্তরের বুর্জোয়ারই অভিপ্রেত ছিলো না। কিন্তু জনতার চাপে ও যুদ্ধ জয়ের তাগিদে আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। সুতরাং যুদ্ধে জয় ও সন্ত্রাসের অবসানের পর কঁভঁসিয়ঁ নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত অর্থনীতিতে ফিরে গেলো। কিন্তু অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণের অবসানের ফলশ্রুতি আসিঞ্জিয়ার মূল্যহ্রাস ও মুদ্রাস্ফীতি এবং জনসাধারণের চরম দুর্দশা। ত্যারমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার সামাজিক চরিত্র মুক্তপন্থীঅর্থনীতিতে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত।

ক্রমান্বয়ে কঁভঁসিয়ঁ মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও অধিগ্রহণের নীতি সংশোধন করতে আরম্ভ করে। জাকবাঁ্য পীড়নের নীতির সঙ্গে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও অধিগ্রহণের সংশোধিত ব্যবস্থার সহাবস্থান সম্ভবপর ছিলো না। এসময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সুতরাং খাদ্য আমদানির অবাধ সুযোগ দেওয়াও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। অথচ আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় সম্ভব ছিলো না। সুতরাং তৃতীয় বর্ষের ৪ঠা নিভোজ (২৪শে ডিসেম্বর, ১৭৯৪) খাদ্যদ্রব্যের নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যের (মাক্সিমাঁ্য) বিলোপ করা হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অবাধ বহির্বাণিজ্য, বিনিময় ও মুদ্রার বিকিকিনি আরম্ভ হয় এবং শেয়ার বাজার আবার খোলে। সমস্ত-

সস্তার নির্মাণের কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং ঠিকাদারদের সঙ্গে সরকারী লেনদেন শুরু হয়। এক কথায় মুক্ত অর্থনীতি ফিরে আসে।

নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি অবসানের ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া

আকাশস্পর্শী দ্রব্যমূল্য, বিনিময়ের হার হ্রাস এবং প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতিতে আসিঞিয়ার সর্বনাশ হয়। তৃতীয় বর্ষের ত্যারমিদরে আসিঞিয়ার প্রকৃত মূল্য নামিক মূল্যের তিন শতাংশে দাঁড়ায়। তৃতীয় বর্ষের ৩রা মেসিদর (২১শে জুন, ১৭৯৫) কঁভঁসিয়ঁ কর্তৃক আসিঞিয়ার নামিক মূল্য হ্রাস বিষম মুদ্রাস্ফীতির সরকারী স্বীকৃতি। বস্তুত আর্থনীতিক সংকট এত দ্রুত আসে এবং প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, জনজীবনকে একেবারে স্তব্ধ করে দেয়। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সঙ্গে মজুরির তাল রাখা সম্ভব ছিলো না। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস ও তজ্জনিত সঙ্কুচিত বাজারের জন্যে উৎপাদন বন্ধ হয়ে আসে।

আর্থনীতিক সংকটের সঙ্গে আসে দুর্ভিক্ষ। অধিগ্রহণের নীতি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু কৃষকেরা উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে আনা বন্ধ করে কারণ তারা দ্রব্যের বিনিময়ে আসিঞিয়া গ্রহণে রাজী ছিলো না। পারীবাসীর খাদ্য সরবরাহের ভার সরকার নিলেও, প্রতিশ্রুত রেশন সরবরাহের সামর্থ্য সরকারের ছিলো না। অন্যান্য শহরবাসীর পক্ষে খাদ্যদ্রব্য আরো দুর্ঘট হয়ে পড়েছিলো। সুতরাং সরকার প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের নিকট খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে অথবা বিদেশ থেকে আমদানি করে খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করে। গ্রামের ক্ষেতমজুরেরও সীমাহীন দুর্দশা। স্বল্পসংখ্যক কৃষক অবশ্য এই মুদ্রাস্ফীতিতে লাভবান হয়েছিলো। কারণ তারা ন্যায্য মূল্যে ফসল বেচতো এবং আসিঞিয়া দিয়ে কিনতো। মুদ্রাস্ফীতি ফ্রান্সকে ফটকাবাজদের স্বর্গে পরিণত করলো। মুনাফাশিকারী ফটকাবাজরাই এই যুগে মুসকাদ্যাঁ নামে পরিচিত। একদিকে এদের প্রমত্ত বিলাসব্যসন, অন্যদিকে জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশা—ত্যারমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার এই প্রকৃত সামাজিক চিত্র।

অতি দ্রুত আর্থনীতিক বিনিয়ন্ত্রণের এই ভয়ঙ্কর পরিণাম সরকারকে অত্যন্ত দুর্বল করে দেয়। প্রশাসন প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং সরকারের পতনও প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। পারী আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। জাকর্ব্যারা যখন ত্যারমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়, তখন জাকর্ব্যাদের প্রতি বিশ্বস্ততার জন্যে সাঁকুলোৎরা রুখে দাঁড়ায় নি। কিন্তু

দুর্ভিক্ষ পীড়িত ফ্রান্সে দ্বিতীয় বর্ষের শাসনব্যবস্থাও অনেক বেশি সহনীয়। পারীতে কাজ নেই, রুটি নেই। আর একটি 'বিপ্লবী দিন' ছাড়া জনতার কোনো অস্ত্রও নেই। অতএব আর একটি 'নতুন দিন' এল—জ্যরমিনালের 'বিপ্লবী দিন'।

তৃতীয় বর্ষের ২রা জ্যরমিনাল (২২শে মার্চ, ১৭৯৫) পুরনো দুই কমিটির চারজন সদস্যের—বার‍্যার, বিলোভারেন, কল-দেরবোয়া ও ভাদিয়ে[১]—অপরাধের বিচার সম্পর্কে কঁভঁসিয়ঁতে বিতর্ক শুরু হয় এবং দুটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: এই চারজনের বিচারের শুনানির ব্যবস্থা হবে এবং শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারক আইনের প্রস্তাব প্রণয়নের জন্যে একটি কমিশন গঠিত হবে।

ইতিমধ্যে পারীর সাঁকুলোৎজনতার আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রুটির দোকানের লাইনে আবার সেই পুরনো হট্টগোল, জনতার কন্ঠে পরিচিত বিক্ষোভ: রুটি নেই, বিপ্লবের জন্যে সর্বস্বত্যাগের এই পরিণাম। একটি দাবি সোচ্চার হয়ে উঠল: "রুটি ও ১৭৯৩-এর সংবিধান চাই।" অতএব পুনরায় ১৭৮৯ ও ১৭৯৩-এর সংকটের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এবার বুর্জোয়ারা শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে অনেক সচেতন, শ্রেণীস্বার্থে সংঘবদ্ধ। দ্বিতীয় বর্ষের অভিজ্ঞতার ফলে এখন বুর্জোয়া শ্রেণীচেতনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং রাষ্ট্রশক্তি এখন তাদের হাতে।

অন্যদিকে তরুণ জঙ্গী সাঁকুলোতেরা সামরিক কাজে পারী থেকে অনুপস্থিত। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে। সাঁকুলোতেরা তাই হীনবল। সাঁকুলোৎ-জনতার বিশৃঙ্খলতা এমন পর্যায়ে পৌঁচেছিলো যে ১২ই জ্যরমিনালের 'বিপ্লবী দিন' নিরস্ত্র জনতার নেতৃত্বহীন অভিযানে পর্যবসিত হয়। জাতীয় রক্ষিবাহিনী অনায়াসেই এই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়। ১২-১৩ জ্যরমিনালের রাত্রিতেই বিলোভারেন, কল-দেরবোয়া, বার‍্যার, ভাদিয়ে বিনা বিচারে গিয়ানায় নির্বাসিত হয়। পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে জনবিশেক কঁভঁসিয়ঁর সদস্যকে গেপ্তার করা হয় এবং জনতাকে নিরস্ত্র করা হয়। ২৭শে এপ্রিল ১১ জন সদস্যবিশিষ্ট কমিশনকে সংবিধানের খসড়া প্রস্তাব প্রণয়নের ভার দেওয়া হয়। ৭ই মে ফুকিয়ে-ত্যাঁভিলসহ ১৫ জন বিপ্লবী বিচারালয়ের জুরীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কিন্তু জ্যরমিনালেও বিপ্লবী প্রেরণা নিঃশেষিত হয় নি। কারণ প্রতিক্রিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে উচ্চমূল্য ও দুর্ভিক্ষ সমান্তরালভাবে চলছিলো।

অতএব আবার তৃতীয় বর্ষের প্রেরিয়ালের 'বিপ্লবী দিন' সংগঠিত হলো। এক অর্থে প্রেরিয়ালের বিপ্লবী দিন থেকে বিপ্লব নতুন মোড় নেয়। ১২ই জ্যরমিনালের অভ্যুত্থান থেকে প্রেরিয়ালের বিপ্লবী দিন স্বতন্ত্র। প্রেরিয়ালের দিন ফরাসী বিপ্লবের নাটকের শেষ গণঅভ্যুত্থান। হতাশাউদ্ভূত তীব্র আবেগে উন্মথিত এই দিন কিন্তু জ্যরমিনালের অভ্যুত্থানের মতোই বিশৃঙ্খল, নেতৃত্বহীন।

তৃতীয় বর্ষের ১লা প্রেরিয়াল ফোবুর সেঁতাঁতোয়ান ও সেঁ মার্সোতে ভোর পাঁচটায় আপৎ-ঘণ্টি বাজিয়ে অভ্যুত্থানের আহ্বান জানানো হয়। দুপুর নাগাদ বিভিন্ন সেকসিয়ঁর সাঁকুলোৎজনতা একত্রিত হয়ে কভঁসিয়ঁকে ঘিরে ফেলে এবং কঁভঁসিয়ঁ সদস্য ফেরোকে (Feraud) হত্যা করে। কিন্তু নেতৃত্ববিহীন জনতা সরকারী কমিটি দুটির সদস্যদের স্বীয় আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসার কোনো চেষ্টা করে নি। অতএব জনতার অভ্যুত্থান দমন করার জন্যে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলো সরকার। তাছাড়া জাকব্যাঁ সদস্যরা যাতে জনতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে, সেজন্যেও কিছুটা কালহরণের প্রয়োজন ছিলো। ঘটনার সংস্থানও সরকারী পরিকল্পনার অনুবর্তী হলো। দুরোয়া (Duroy), রোম (Romme), সুব্রানি (Soubrany) প্রভৃতি মঁতাঞ্ঞিয়ার সদস্য জনতার দাবীকে প্রস্তাবাকারে কভঁসিয়ঁতে পেশ করে। রাত্রি সাড়ে এগারটা নাগাত জনতার বিরুদ্ধে জাতীয় রক্ষিবাহিনী আক্রমণ চালালে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। যে ১৪ জন সদস্য জনতার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

২রা প্রেরিয়াল আবার ফোবুর সেতাঁতোয়ানের বিদ্রোহী জনতা কঁভঁসিয়ঁর দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু স্থির নেতৃত্ব না থাকায় দ্বিধাগ্রস্ত জনতা ত্যরমিদরীয় রক্ষিবাহিনীর প্রতি কামানের গোলাবর্ষণ করে নি। বরং জনতা কঁভঁসিয়ঁর ১০ জন সদস্যের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রাজী হয় এবং শেষ পর্যন্ত কঁভঁসিয়ঁর সদস্যদের মিথ্যা আশ্বাসে প্রতারিত হয়ে ফিরে যায়। ফলে জনতার বিজয়ী হওয়ার শেষ সুযোগ অন্তর্হিত হয়।

আবার শ্বেত সন্ত্রাস

সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে ফোবুর সেঁতাঁতোয়ান অধিকার করার প্রস্তুতি চলে ৩রা প্রেরিয়াল (২২শে মে) থেকে। ফৌবুর সেঁতাঁতোয়ানের অবসাদগ্রস্ত জনতা রাত্রিতে যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন তিন হাজার অশ্বারোহী

সমেত প্রায় বিশ হাজারের একটি বাহিনী এই ফোবুর ঘিরে ফেলে এবং ৪ঠা প্রেরিয়াল প্রত্যূষে নিরস্ত্র, বুভুক্ষু জনতাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। লেফেভ্রের মতে ৪ঠা প্রেরিয়ালে ফোবুর সেঁতাঁতোয়ানের সাঁকুলোৎজনতার আত্মসমর্পণেই ফরাসী বিপ্লবের পূর্ণচ্ছেদ ঘটে। এর পরে বিপ্লবী আবেগ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত।

৪ঠা প্রেরিয়ালের পর ত্যারমিদরীয় প্রতিক্রিয়া শ্বেত সন্ত্রাসে পরিণত হয়।

বিদ্রোহীদের বিচারের জন্যে ৪ঠা প্রেরিয়াল একটি সামরিক কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন ১৪৯ জনের বিচার করে। ৩৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, ১৮ জনকে দেওয়া হয় কারাদণ্ড, ১২ জনকে নির্বাসিত করা হয়। মুক্তি পায় ৭৩ জন। ৭ জনকে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ৭৩ জন মুক্তি পায়। পয়লা প্রেরিয়াল যে ছয় জন মঁতাঞিয়ার সদস্য জনতার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এঁরা হলেন : দুকেনোয়া (Duquesnoy), গুর্জঁ (Gouzon), রোম (Romme), বুরবত (Bourbotte), দুরোয়া (Duroy) এবং সুব্রানি (Soubrany)। ৬ জন মঁতাঞিয়ারসহ সর্বসমেত যে ৩৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তারাই প্রেরিয়ালের শহীদ। কার্নো ও প্রিয়র দ্য কোৎ দর ব্যতীত পুরনো কমিটি দুটির জীবিত সদস্যদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেয় কঁভঁসিয়ঁ।

পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁতেও অত্যন্ত কঠোর নিপীড়ন চলে। ৫-১৩ প্রেরিয়াল পর্যন্ত বিভিন্ন সেকসিয়ঁতে ১৭০০ লোক নিরস্ত্রীকৃত হয় এবং ১২০০ গ্রেপ্তার হয়। এরা সবাই প্রেরিয়ালের জঙ্গীবিদ্রোহী এবং জাকব্যাঁ-সন্ত্রাসবাদী। মুখ্যত যে দুই শক্তি (সাঁকুলোৎজনতা এবং জাকব্যাঁ) ত্যারমিদরীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলো, তাদের এভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

শ্বেত সন্ত্রাস বিভিন্ন প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। লিয়ঁ, লঁ-ল্য-সোনিয়ে, (Lons-le-Saunier), বুর (Bourg), মঁব্রিজঁ (Montbrison), সেঁতেতিয়েন (St. Étienne), এক্‌স্ (Aix), মার্সেই (Marseilles), নিম (Nimes) প্রভৃতি স্থানে পুরনো সন্ত্রাসবাদী ও জাকব্যাঁদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। এই নির্বিচার হত্যার বিরুদ্ধে তুলঁর সাঁকুলোতেরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সরকার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করে।

জনতার নিপীড়নের অন্যদিক ত্যারমিদরীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রতি দাক্ষিণ্য। সন্ত্রাসের যুগে যারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অথবা নির্বাসিত হয়েছিলো,

তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রপন্থীদের ক্ষমা করা হয় এবং বিপ্লবী বিচারালয় ভেঙে দেওয়া হয়। ১০ই প্রেরিয়াল ধর্মবিশ্বাসীদের হাতে আবার ক্যাথলিক চার্চ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ধর্মযাজকদের রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হয় এবং আবে গ্রেগোয়ারের নেতৃত্বে চার্চ পুনর্গঠিত হয়।

তৃতীয় বর্ষের জ্যরমিনাল ও প্রেরিয়ালের বিপ্লবী উদ্যোগের বিনষ্টি তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্নিহিত শ্রেণীসংঘাতের সর্বাপেক্ষা নাটকীয় ঘটনা। এবার বুর্জোয়াশ্রেণী শক্ত হাতে বিপ্লবের রাশ টেনে ধরে। জনতার আন্দোলনের শক্তি এখন থেকে কঠোরভাবে অবদমিত। বিপ্লবী সরকার এবং জনতার আন্দোলনের, পারস্পরিক বিরোধিতা দ্বিতীয় বর্ষের শাসনব্যবস্থার সর্বনাশ ডেকে আনে এবং রাজনীতি থেকে সাঁকুলোতীয় জনতাকে নির্বাসিত করে।

সাঁকুলোৎজনতা কোনো শ্রেণী নয়, জনতার আন্দোলনও কোনো শ্রেণী-ভিত্তিক রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত হয় নি। কারিগর, দোকানদার, সহযোগী-কারিগর, দিনমজুরের সঙ্গে বুর্জোয়াদের একটি ভগ্নাংশের সহযোগে সাঁকুলোৎজনতার অভিজাতবিরোধী দুর্নিবার শক্তি গড়ে ওঠে। কিন্তু এই সাঁকুলোৎজনতার মধ্যেও স্ববিরোধিতা ছিলো। কর্তা-কারিগর ও দোকানদার, যাদের আয় প্রধানত উৎপাদনের শক্তির ওপর নির্ভরশীল, আর সহযোগী-কারিগর এবং দিনমজুর, যারা বেতনভুক্—এদের মধ্যে বিরোধিতা স্পষ্ট। বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজনে এরা ঐক্যবদ্ধ হয়। তখন এদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থজনিত স্ববিরোধিতা অনেকটা গৌণ হয়ে পড়েছিলো কিন্তু সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ নিয়ে গঠিত সাঁকুলোৎজনতার মধ্যে কোনো সংহত শ্রেণীচেতনা ছিলো না। উদীয়মান পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এদের স্বাভাবিক বিরুদ্ধতা ছিলো। তার কারণ অনেক: কারিগরের বেতনভুক্ কর্মচারীতে পরিণত হওয়ার ভয়; মজুতদারদের বিরুদ্ধে সহযোগী-কারিগরদের বিদ্বেষ। কিন্তু পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শ্রেণীস্বার্থউদ্ভূত সংহত বিদ্বেষের অভাব ছিলো, অবশ্য এদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যবোধ ছিলো না তা নয়। এই ঐক্যবোধের মূলে কায়িক পরিশ্রম, উৎপাদনব্যবস্থার একটি বিশেষ স্তরে এদের অবস্থিতি এবং জীবনযাত্রা-নির্বাহের প্রণালীর সমতা। শিক্ষার অভাবও এদের মধ্যে একধরনের হীনমন্যতা ও অক্ষমতাবোধ সৃষ্টি করেছিলো। সুতরাং যখন মধ্যবুর্জোয়া উদ্ভূত যোগ্যতাসম্পন্ন জাকব্যাঁরা সাঁকুলোৎজনতা থেকে

নিজেদের সরিয়ে নিয়ে যায় তখন নেতৃত্বহীন সাঁকুলোৎজনতা শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার শ্রেণীসচেতন সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল। পারীর সাঁকুলোৎজনতা এই জাতীয় একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে পারে নি। বহু 'বিপ্লবী দিনের' সাফল্য সত্ত্বেও পারীর সাঁকুলোতেরা রাজনৈতিক উদ্যমবিহীন। একটি সুসম্বদ্ধ, সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এরা অবহিত ছিলো না। সাঁকুলোৎ রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের মূলে অভিজাত বিদ্বেষ, সচেতন রাজনীতি নয়। মূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, তাদের জীবনযাত্রার মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে। নিয়ন্ত্রণের রাজনীতি যখন দেশরক্ষায় নিয়োজিত হয়, তখন তারা নিজেদের বিপ্লবী সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। অথচ এই বিপ্লবী সরকারের অস্তিত্বের সঙ্গে সাঁকুলোৎজনতার ভাগ্য যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই বোধ তাদের ছিলো না।

ইতিহাসের দুর্বার গতিও ক্রমে ক্রমে জনতার আন্দোলনকে হীনবল করে দেয়। জনতার নিরন্তর অভ্যুত্থানজনিত লোকক্ষয়, অলঙ্ঘনীয় নিয়তির মতো যুদ্ধ, যা সাঁকুলোৎদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত, উদ্যমী ও সচেতন মানুষকে মৃত্যুর করাল গহ্বরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো, তাতেও জনতার সংগ্রামী চেতনা অনেকাংশে অবসিত। দ্বিতীয় বর্ষের পারীর সেকসিয়ঁর ব্যাটালিয়ন ৫০ থেকে ৬০ বৎসরের মানুষ নিয়ে গঠিত হয়েছিলো। জনতার সংগ্রামী চেতনায় এই বয়সের গুরুভারের প্রভাবে সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু প্রেরিয়ালের নিপীড়নে অবদমিত জনতার সংগ্রামের বৈপ্লবিক অবদান সম্পূর্ণ নেতিবাচক নয়। ১৭৮৯-এর জুলাইয়ের, ১৭৯২-এর ১০ অগস্টের জনতার আন্দোলন বিপ্লবী বুর্জোয়াকে অভিজাত প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়যুক্ত করে। ১৭৮৯ থেকে দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত সাঁকুলোৎজনতা দেশরক্ষা এবং বিপ্লবী সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। জনতার আন্দোলনের ফলেই ১৭৯৩-এর বিপ্লবী সরকার ও সন্ত্রাসের শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব ও য়োরোপীয় প্রতিক্রিয়ার পরাজয় সম্ভব হয়। সন্ত্রাসের শাসনের প্রচণ্ড আঘাতে পূর্বতন সমাজের ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং ত্যারমিদরীয় ষড়যন্ত্র সফল হওয়ার পর দেশব্যাপী বিপ্লববিরোধী প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও পূর্বতন সামাজিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। সন্ত্রাস ফরাসী সমাজে নতুন সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

তৃতীয় বর্ষের প্রেরিয়ালে জনতার আন্দোলনের পরাজয় দীর্ঘকাল রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে জনতাকে নির্বাসিত করে। সামাজিক সমতাকামী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আকাঙ্ক্ষা জনতাকে উদ্দীপিত করেছিলো তা নির্বাপিত হয় এবং আর্থনীতিক স্বাধীনতা ও বিত্তবানদের ভোটাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত বুর্জোয়াদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই আবার ফ্রান্স ১৭৮৯-এর নীতিভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ফিরে যায়।

৩১

তারমিদরীয় কঁভঁসিয়ঁ

তৃতীয় বর্ষের প্রেরিয়ালের 'দিনের' আগুন নিভে যাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া ক্রমশ বেড়ে চলে। শ্বেত সন্ত্রাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে রাজতন্ত্রী দলের পুনরভ্যুদয় ঘটে; পারীতে ফিরে আসে 'অবাধ্য' যাজক ও দেশত্যাগী অভিজাতরা; এবং ইংরেজ অর্থ ছড়িয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ২০শে প্রেরিয়াল কারারুদ্ধ শিশুরাজা সপ্তদশ লুইর মৃত্যু হয়। কঁৎ দ্য প্রভঁস অষ্টাদশ লুই নামে ভেরোনা থেকে (১৭৯৫-এর ২৪শে জুন) এক ঘোষণা প্রচার করেন। তাতে তিনি পূর্বতন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। রাজতন্ত্রীরা এরপর পশ্চিমের বিদ্রোহী কৃষকদের এক নতুন অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত করে তোলে। প্রেরিয়ালেই কৃষকেরা স্থানে স্থানে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়।

ইংরেজদের সঙ্গে রাজতন্ত্রীদের যোগসাজসের প্রমাণ মেলে যখন ইংরেজ অর্থ ও নৌবাহিনীর সাহায্য নিয়ে দুই ডিভিশন দেশত্যাগী অভিজাত কুইবেরঁ উপদ্বীপে অবতরণ করে। কিন্তু সরকার সতর্ক ছিলো; অশের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই সৈন্য পাঠানো হয়েছিলো সেখানে। ২—৩ তারমিদরের রাত্রিতে অশ দেশত্যাগীদের আক্রমণ করেন এবং কুইবেরঁ উপদ্বীপ অধিকার করেন। ৭৪৮ জন দেশত্যাগী আক্রমণকারী বন্দী হয় এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। দেশদ্রোহী রাজতন্ত্রী অভিযান ব্যর্থ হয়।

প্রেরিয়ালের সাঁকলোতীয় ও রাজতন্ত্রী অভ্যুত্থান সত্ত্বেও তারমিদরীয় কঁভঁসিয়ঁ আপস-রফার বা 'জুস্ত মিলিয়োর' (Juste milieu) পদ থেকে বিচ্যুত হয় নি। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে কঁভঁসিয়ঁ ঐতিহ্যাগত কূটনীতিতে ফিরে যায়। যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়নি কঁভঁসিয়ঁ। বরং বিজয় ও রাজ্যগ্রাসের নীতি যাতে সফল হয় এমন শান্তিচুক্তি করতে চেয়েছিলো। (৩৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

ফ্রান্সের অভ্যন্তরে তারমিদরীয় কঁভঁসিয়ঁ দাক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছোয়। তৃতীয় বর্ষের সংবিধানে মধ্যপন্থী প্রজাতন্ত্রী ও সংবিধানিক রাজতন্ত্রীরা সম্ভ্রান্তদের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে।

মধ্যপন্থী প্রজাতন্ত্রী ও সংবিধানিক রাজতন্ত্রীরা একত্রিত হয়ে গণতন্ত্র ও একনায়কত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ চিরকালের মতো বন্ধ করতে চেয়েছিলো। দেশের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক নেতৃত্ব থাকবে সম্ভ্রান্তদের হাতে। সম্ভ্রান্ত অর্থে সম্পন্ন ভূস্বামী।

তৃতীয় বর্ষের সংবিধান ছয় বছরের মধ্যে ফ্রান্সের তৃতীয় সংবিধান। এমনকি ১৭৯১-এর সংবির্ধানের তুলনায় এই সংবিধানকে অগণতান্ত্রিক বলা চলে। এই সংবিধানে ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ। প্রত্যক্ষ করদাতা ফরাসীরাই সক্রিয় নাগরিক। ভোটাধিকার তাদেরই। বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকারের ফলে সমগ্র ফ্রান্সে মাত্র ৩০ হাজার ভোটদাতা। এই ভোটদাতারা তাদের দ্যপার্তমঁর মুখ্য শহরে নির্বাচক সভায় মিলিত হয়ে বিধায়কদের নির্বাচিত করবে।

সুতরাং দিরেকতোয়ার নামে পরিচিত সংবিধানকে বুর্জোয়াপ্রজাতন্ত্র নামে অভিহিত করায় কোনো অসঙ্গতি নেই। ১৭৮৯-এর মানবিক ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণার পরিবর্তে এই সংবিধানে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের ঘোষণা। ১৭৮৯-এর ঘোষণার সবচেয়ে অর্থবহ বিবৃতি—জন্ম থেকেই মানুষ স্বাধীন ও সমাধিকার সম্পন্ন—এতে অনুপস্থিত। কিন্তু সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয় অধিকারের অতি স্পষ্ট উচ্চারণ এই প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া চরিত্রকেই প্রকাশিত করে।

দুটি পরিষদের ওপর আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। লেজাঁসিঁয়া (Les Anciens) অর্থাৎ বর্ষীয়াণদের পরিষদ এবং লে সাঁ্যক-সঁ (les cinq-Cents) অর্থাৎ পাঁচশতের পরিষদ—এই দুটি পরিষদের ওপর আইনপ্রণয়নের ভার। পাঁচশতের পরিষদের সদস্যদের বয়স অন্তত ত্রিশ হতে হবে, আর বর্ষীয়াণদের পরিষদের সদস্যদের বয়স অন্তত চল্লিশ। এই পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে বিবাহিত হতে হবে। বিপত্নীক হলেও অসুবিধা নেই কিন্তু অবিবাহিত কেউ সদস্য হতে পারবে না। বর্ষীয়াণদের পরিষদের সদস্যসংখ্যা হবে আড়াইশ'। পাঁচশতের পরিষদ আইনের প্রস্তাব পেশ করবে, বর্ষীয়াণদের পরিষদের অনুমোদন পেলে এই প্রস্তাব আইনে পরিণত হবে। উভয় পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ আসন প্রতি বছর শূন্য হবে এবং নির্বাচনের দ্বারা এই আসন পূর্ণ করা হবে।

প্রশাসনের ভার দেওয়া হল পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি দিরেকতোয়ারের ওপর। সদস্যদের প্রত্যেকের বয়স অন্তত চল্লিশ হতে হবে। পাঁচশতের পরিষদ পঞ্চাশজনের একটি তালিকা বর্ষীয়াণদের পরিষদে পাঠাবে। এই

পরিষদ পঞ্চাশজনের এই তালিকা থেকে পাঁচজন সদস্যের এক দিরেকতোয়ারকে বেছে নেবে। এঁরা নির্বাচিত হবেন পাঁচ বছরের জন্যে। দিরেকতোয়ার মন্ত্রীদের নিয়োগ করবে এবং দিরেকতোয়ারের কাছেই মন্ত্রীরা দায়িত্বশীল থাকবে।

জ্যাকবাঁ ও প্রতিবিপ্লবী এই দুই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই ত্যরমিদরীয় কঁভঁসিয়ঁ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলো। পারীর কমিউন বা মেয়র আর থাকবে না। কমিউনকে ভেঙে কয়েকটি পুরসভা করা হবে। অন্যান্য বড় শহরের জন্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা হবে। সরকার ও পরিষদকে রক্ষার জন্যে সামরিক রক্ষিবাহিনী থাকবে। ক্লাবসমূহের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলো। একবছরের জন্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্থগিত রাখার ও যে কোনো বাড়ি তল্লাশীর অধিকার দেওয়া হলো পরিষদকে। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে এই সন্দেহ হলে যে কোনো লোককে গ্রেপ্তার করতে পারবে দিরেকতোয়ার। তার জন্যে তাকে আইনের দ্বারস্থ হতে হবে না। দেশত্যাগী ও যাজকদের বিরুদ্ধে আইন অব্যাহত রইলো। চতুর্থ বর্ষের ৩রা ব্রুম্যারের (১৭৯৫-এর ২৫শে অক্টোবর) আইন অনুযায়ী দেশত্যাগীদের আত্মীয়স্বজন কোনো সরকারী পদে নিযুক্ত হতে পারবে না; দেশত্যাগী ও ভঁদেনিয়্যারের বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো।

প্রশাসন, পুলিশ, সৈন্যবাহিনী, বিদেশনীতি এবং স্থানীয় প্রশাসনের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে দিরেকতোয়ারের। 'নিয়ামক ক্ষমতা' অর্থাৎ অনুশাসন জারী করার ক্ষমতাও থাকবে।

পরিষদের মতো প্রতি বছর পুরসভার অর্ধেক আসনের জন্যে, এবং দিরেকতোয়ারের ও দ্যপার্তমঁর প্রশাসকদের এক পঞ্চমাংশের জন্যে নতুন নির্বাচন হবে। পাঁচজন নির্বাচিত সদস্যের ওপর দ্যপার্তমঁর শাসনভার দেওয়া হয়। জেলাগুলিকে বাতিল করা হলো। পাঁচ হাজারের বেশি অধিবাসী বিশিষ্ট শহর পুরসভার প্রশাসকদের দ্বারা শাসিত হবে। পাঁচ হাজারের কম অধিবাসী বিশিষ্ট কমিউনের জন্যে একজন নির্বাচিত প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসকের ব্যবস্থা হলো। ক্রমোচ্চস্তরে বিন্যস্ত প্রশাসনিক সংগঠনে পুরসভার প্রশাসন দ্যপার্তমঁর প্রশাসনের অধীন এবং দ্যপার্তমঁর প্রশাসন মন্ত্রীদের অধীন। পুরসভা ও দ্যপার্তমঁর প্রশাসনের সঙ্গে একজন করে সরকারীকমিশনার যুক্ত থাকবে। এই কমিশনারের কাজ হলো, আইনের সুষ্ঠুপ্রয়োগের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করা, পুরসভা ও দ্যপার্তমঁর প্রশাসনের বিতর্কের সময় উপস্থিত থাকা এবং সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

সঙ্গে যোগাযোগ করা। সংবিধানের ১৯৬ ধারা অনুযায়ী দিরেকতোয়ার বিভিন্ন প্রশাসনের যে কোনো ব্যবস্থা বাতিল করে দিতে পারবে, প্রশাসকদের স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে এবং পুনরায় নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তাদের পরিবর্তে নতুন প্রশাসক নিযুক্ত করতে পারবে।

এইসব ব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক লক্ষণীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাকবাঁ অথবা কঁসুলাঁ যুগের কেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে দিরেকতোয়ারের ফারাক অনেক। অর্থদপ্তরের ওপর দিরেকতোয়ারের কোনো ক্ষমতা ছিলো না। ৬ জন নির্বাচিত কমিশনারের ওপর এই দপ্তরের ভার অর্পিত হয়। বিচারকদেরও নির্বাচনের ব্যবস্থা হলো এবং তাঁদের ওপর দিরেকতোয়ারের কোনো ক্ষমতা রইলো না। পরিষদদ্বয় ও দিরেকতোয়ারের মধ্যে সংযোগের কোনো সূত্র ছিলো না। দিরেকতোয়ার 'বার্তা' পাঠিয়ে পরিষদদ্বয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারতো। কিন্তু অধিবেশন স্থগিত রাখার অথবা পরিষদ ভেঙে দেওয়ার অধিকার দিরেকতোয়ারের ছিলো না। সংবিধান সংশোধনের জন্যে অন্তত ছয় বছর সময়ের প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং সংবিধান সংশোধনের একমাত্র উপায় ছিলো কুদেতা (coup d'état), অর্থাৎ আকস্মিকভাবে বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার। কিন্তু তাতে সংশোধন নয়, সংবিধানের বিলুপ্তির সম্ভাবনাই বেশি ছিলো।

এই সংবিধানের একটি লক্ষণীয় দিক ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতির প্রয়োগ। কিন্তু প্রশাসন ও পরিষদের সম্ভাব্য সংঘাতের অথবা জরুরী-পরিস্থিতির মোকাবিলা করার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা এই সংবিধানে ছিলো না। উপরন্তু, আর্থনীতিক সংকটের সমাধানও সম্ভব হয় নি। তাই ত্যারমিদরীয় কঁভঁসিয়ঁর শঙ্কা ছিলো যে অবাধ নির্বাচন হলে ক্ষমতা তাদের শত্রুদের হাতে চলে যাবে। সুতরাং যে-মুক্তপন্থী ব্যবস্থা তারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো, প্রথম থেকেই কারচুপি করে তারা সেখানে ক্ষমতায় আসীন থাকার ব্যবস্থা করে।

একটি পরিসংখ্যান থেকে এই সময়ের আর্থনীতিক সংকটের চেহারা স্পষ্ট হবে : ১৭৯০-এর মূল্যস্তরকে ১০০ ধরে হিসেব করলে দেখা যাবে যে, ১৭৯৫-এর জুলাইয়ে পারীতে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ২,১৮০-তে, সেপ্টেম্বরে ৩,১০০-তে এবং নভেম্বরে ৫,৩৪০-এ। এই অবস্থায় ত্যারমিদরীয় কঁভঁসিয়ঁ বুঝতে পেরেছিলো অবাধ নির্বাচন হলে তাদের পক্ষে ক্ষমতায় আসা অসম্ভব হবে। কিন্তু তারা ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চায় নি। তাই তৃতীয় বর্ষের ৫ই ফ্রুক্তিদরের (১৭৯৫-এর ২২শে অগস্টের)

দুই-তৃতীয়াংশের আইন। এই আইনের দ্বারা রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতায় আসার পথরোধ করা হয়। এই আইনে বলা হলো নির্বাচক সভাকে দুটি পরিষদের ৭৫০ জন সদস্যের মধ্যে কঁভঁসিয়ঁর বর্তমান সদস্যদের মধ্য থেকেই ৫০০ জনকে নির্বাচিত করতে হবে। এতে নতুন পরিষদে কঁভঁসিয়ঁর বর্তমান সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আর একটি আইনে নির্বাচক সভা ৫০০ জনকে নির্বাচিত না করলেও দুই-তৃতীয়াংশের আইন যাতে কার্যকর হয়, তার ব্যবস্থা হলো। ১৭৯৫-এর ১৫ই অগস্ট গণভোটের দ্বারা এই সংবিধান অনুমোদিত হয় (পক্ষে ১০ লক্ষ ভোট, বিপক্ষে ৫০ হাজার)। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশের আইনের পক্ষে ছিলো ২ লক্ষ ৫ হাজার, বিপক্ষে ১ লক্ষ ৮ হাজার।

১৩ই ভঁদেমিয়্যারের রাজতন্ত্রী অভ্যুত্থান

গণভোটে নতুন সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর পারীর কয়েকটি সেকসিয়ঁতে অভ্যুত্থান শুরু হয়। কিন্তু এবারকার অভ্যুত্থান পারীর বিত্তশালী ও রক্ষণশীল সেকসিয়ঁ থেকে সংগঠিত হয়। দরিদ্র সেকসিয়ঁ থেকে নয়। বিদ্রোহীরা জাতীয় রক্ষিবাহিনীর একটি অংশকে দলে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। পারীর সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি মেনুও (Menou) বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করেন। সন্ত্রস্ত কঁভঁসিয়ঁ ফোবুর সেঁতাঁতোয়ানের পুরনো জাকবাঁদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়।

রাজতন্ত্রী অভ্যুত্থান অতি সতর্কভাবে সংগঠিত হয়েছিলো। বিদ্রোহীদের অনেকেই বুর্জোয়া ভদ্রলোক, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অভিজ্ঞ সদস্য এবং উপযুক্ত অস্ত্রে সজ্জিত। এদের সঙ্গে কিছু রাজতন্ত্রী ও অভিজাত মিশেছিলো। কিন্তু এদের সুযোগ্যনেতৃত্ব ছিলো না। এদের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। কিন্তু এরা এদের শক্তিকে বিভক্ত করে অগ্রসর হয়। একটি সেনাভাগ পঁ ন্যেফের বাম তীরে থাকে, অন্যটি উত্তর দিক থেকে র‍্যু সেঁতনরে ধরে অগ্রসর হয়। সেঁ রশ গির্জার কাছে এদের ওপর কামান থেকে গোলা বর্ষিত হয়। এরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পারীতে রাস্তার লড়াইয়ে এই প্রথম কামান ব্যবহৃত হলো। এই কারণে ভঁদেমিয়্যারের রাজতন্ত্রী অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। আরো একটি কারণে এই অভ্যুত্থানের গুরুত্ব : যাঁর নির্দেশে কামান ব্যবহৃত হয়েছিলো, তিনি নাপোলেয়ঁ বোনাপার্ত। কঁভঁসিয়ঁ অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ভার দিয়েছিলো বারাসকে। বারাস নিয়মিত সৈন্য-বাহিনীর ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় ছিলো

নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর চারগুণ। কিন্তু তাদের কামান ছিলো না। নাপোলেঁয়র সৈনাপত্য ও কার্লাইলের বর্ণনা বিপ্লবের ইতিহাসে ১৩ই ভঁদেমিয়্যারের অভ্যুত্থানকে নাটকীয় ও গুরুত্বপর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আসলে এই ঘটনার নাটকীয়তা থাকলেও কার্লাইল এই ঘটনার যে-জাতীয় ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়েছেন ততোটা গুরুত্ব দেওয়া চলে না। সেঁ রশের গোলাবর্ষণের ফলে "যে বস্তুটিকে আমরা বিশেষভাবে ফরাসী বিপ্লব বলি তা শূন্যে উবে গিয়েছিলো এবং অতীতের বস্তুতে পরিণত হয়েছিলো।" কার্লাইলের এই উক্তি যথার্থ নয়। এই প্রসঙ্গে ক্রেন ব্রিণ্টনের মন্তব্য স্মরণীয়: "যদি ফরাসী বিপ্লব নামে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে থাকে, এবং তা যদি একটি বিশেষ কাজের দ্বারা শেষ হয়ে থাকে তবে তা হয়েছিলো যে গুলিটি রোবসপিয়েরের চোয়াল ভেঙে দিয়েছিলো তাতে, বোনাপার্তের এক 'ঝাঁক ছড়রা গুলিতে' নয়।"

চতুর্থ বর্ষের ৪ঠা ব্রুম্যার (১৭৯৫-এর ২৬শে অক্টোবর) প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক্ এই ধ্বনির মধ্যে কঁভঁসিয়ঁর কার্যকাল শেষ হয়। তিন বছরেরও কিছু বেশিকাল কঁভঁসিয়ঁ টিকে ছিলো। এই তিন বছরে কঁভঁসিয়ঁর নীতিতে নানা স্ববিরোধিতা চোখে পড়বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে, ১৭৯২-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৭৯৫-এর অক্টোবর পর্যন্ত একটি বিশিষ্ট চেতনা কঁভঁসিয়ঁর সকল কাজের মধ্যে ফুটে উঠেছে। কঁভঁসিয়ঁ আভিজাতিক আধিপত্যের ও পূর্বতন ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে চেয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় বর্ষের গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ হয়ে যাওয়ার পর ত্যরমিদরীয় কঁভঁসিয়ঁ সংবিধান সভার নীতিতে ফিরে যায়, বুর্জোয়া সম্রান্তদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তাছাড়াও ত্যরমিদরীয় কঁভঁসিয়ঁর আরো কিছু কীর্তি স্মরণীয়। ১৭৯০ থেকে ফ্রান্সে যে ধর্মীয় সংকট আরম্ভ হয়, রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথকীকরণের দ্বারাই সেই সংকটমোচন সম্ভব ছিলো। ত্যরমিদরীয় কঁভঁসিয়ঁই এই পথে প্রথম পদক্ষেপ করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কঁভঁসিয়ঁর কাজ প্রশংসনীয়। যদিও বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্ভব হয়নি, কিন্তু কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো হয়। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের পুরোভাগে ছিলো বিজ্ঞান, সাহিত্য ও আধুনিক ভাষাসমূহ। একল পলিতেকনিক্ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দ্বারা উচ্চশিক্ষারও উন্নতি সাধিত হয়। অন্যদিকে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর বিজয় ও মহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই নয়াশাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব সম্পর্কে আপাতত সন্দেহের নিরসন হয়েছিলো।

৩২

প্রথম দিরেকতোয়ার (১৭৯৫-১৭৯৭)

নতুন সংবিধান অভিজাত শ্রেণী ও জনতা উভয়কেই ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছিলো। বস্তুত, বৈধ জাতি অর্থাৎ ভোটাধিকার সম্পন্ন সক্রিয় নাগরিকের সংখ্যা এত নগণ্য ছিলো যে, দিরেকতোয়ারের পক্ষে একটি স্থায়ী সমাজব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা সহজ ছিলো না। স্বভাবতই অভিজাত শ্রেণী ও জনতা উভয়েই এই সরকারের বিরোধিতা করেছিলো। এই দ্বিমুখী বিরোধিতার মোকাবিলার জন্যে বহির্দেশীয় শান্তির প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু যুদ্ধ থামে নি কারণ পররাজ্যগ্রাস দিরেকতোয়ারের নীতি হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং দেশের অভ্যন্তরে পরস্পর বিরোধী দুই বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় দিরেকতোয়ারকে তুলাদণ্ডের দুই পাল্লা যাতে সমান ভারী থাকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রী দল যদি বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে তবে বামপন্থী জাকবাঁ্য দলকে শক্তি যোগাতে হবে। আবার যদি বামপন্থী জাকবাঁ্য দলের শক্তি বৃদ্ধি পায় তবে রাজতন্ত্রীদলকে মদত দিতে হবে। অর্থাৎ দুই বিপরীতপন্থী দল সমান শক্তিশালী থাকলে কোনো দলই সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু কোনো একটি দল অতিরিক্ত শক্তিশালী হলে সেই দল দিরেকতোয়ারের পতন ঘটাতে পারবে। কারণ, এই সরকারের প্রতি কেবলমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি ভগ্নাংশের আনুগত্য ছিলো। তাই দুই পাল্লা সমান ভারী রাখার নীতি অনুসরণ করা ছাড়া দিরেকতোয়ারের গত্যন্তর ছিলো না। ফরাসীতে একেই 'বাস্‌কুল' (Bascule) নীতি বলা হয়েছে।

দুই-তৃতীয়াংশের আইনের ফলে নতুন পরিষদ দুটিতে ত্যরমিদরীয় কঁভঁসিয়ঁ থেকে এসেছিলেন ৫১১ জন সদস্য। পাঁচশতের পরিষদের তালিকা থেকে দিরেকতোয়ারের পাঁচজন সদস্যকে নির্বাচিত করে বর্ষীয়ানদের পরিষদ। এই পাঁচজনের মধ্যে ছিলেন বারাস (Barras), লা র‍্যাভেলিয়্যার (La Revellière), ল্যতুর্নায়র (Letourneur), র‍্যাউবেল (Reubel) ও কার্নো (Carnot)।

প্রথমদিকে দিরেকতোয়ারের খুব সাবধানে পা ফেলে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না। সামান্য হিসেবের গোলমাল হলে সংবিধানের ভারসাম্য নষ্ট হবে; অসতর্ক হলে জাকব্যাঁ কিম্বা রাজতন্ত্রীরা সংবিধানকে উপড়ে ফেলবে। ভঁদেমিয়্যারের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আপাতত রাজতন্ত্রীরাই বিপজ্জনক। রাজতন্ত্রীরা ফ্রান্সের পশ্চিমে, বিশেষত লাঁগদক ও প্রভঁসে, বিদ্রোহের উস্কানি দিচ্ছিলো। এই অবস্থায় 'বাসকুল' অথবা দুই পাল্লার সমতা রাখার জন্যে সরকার আপাতত জাকব্যাঁদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে থাকে। অনেক জাকব্যাঁকে প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত করা হয়, জাকব্যাঁ সংবাদপত্র সরকারী সমর্থন লাভ করে। ক্লাবগুলি আবার খুলতে শুরু করে।

বস্তুত, এভাবে নয়াব্যবস্থার স্থায়িত্ববিধান সম্ভব ছিলো না। মুদ্রাব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ায় ফরাসী অর্থনীতি ধুঁকছিলো। মুদ্রাব্যবস্থার সংকটের ফলে জনতার সীমাহীন দুর্দশা ও ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, এই ভয়ে দিরেকতোয়ার বামপন্থী জাকব্যাঁদের সঙ্গে গাঁটছড়া খুলে ফেলে, দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়।

কাগজমুদ্রার বিনষ্টি

অভাবনীয় মুদ্রাস্ফীতির ফলে মুদ্রাব্যবস্থার এমন সংকট দেখা দেয় যে, কাগজমুদ্রা নিছক কাগজে পরিণত হয়। তার দৃষ্টান্ত: এ-সময়ে ১০০ লিভ্র আসিঞ্জিয়ার মূল্য নেমে দাঁড়ায় ১৫ সুতে। আসিঞ্জিয়া যতো বেশি ছাপা হতে থাকে ততোই আসিঞ্জিয়ার মূল্য কমে যেতে থাকে। অবশেষে ১৭৯৬-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী সরকার আসিঞ্জিয়া বাতিল করে দেয়। কিন্তু আসিঞ্জিয়াকে বাতিল করে সরকার ধাতব মুদ্রায় ফিরে যায় নি। আর একটি নতুন কাগজ মুদ্রা—মাঁদা-তেরিতরিয়ো (Mandats territoriaux) প্রবর্তন করে। কিন্তু এতে অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি; এই মুদ্রা দু মাসের বেশি টেকেনি। পঞ্চম বর্ষের ১৬ই প্লুভিয়োজে (১৭৯৭-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী) মাঁদা তুলে নেওয়া হয়। বিপ্লবী যুগের পত্রমুদ্রার ইতিহাস এখানেই শেষ হলো। দিরেকতোয়ার এবার ধাতব মুদ্রায় ফিরে গেলো।

মুদ্রাসংকটের মারাত্মক সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো। সরকারী কর্মচারী, বেতনভুক্ শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের কাছে মুদ্রাসংকট এসেছিলো দুর্ভিক্ষের করালরূপ ধরে। জিনিষপত্রের আকাশছোঁয়া দাম; বাজার ফাঁকা,

কোনো জিনিষপত্র নেই ; ১৭৯৫-এ ফলন ভাল হয়নি, কৃষকেরা ধাতুমুদ্রা ছাড়া অন্য মুদ্রা নিচ্ছিলো না ; আর অধিগ্রহণও বন্ধ ছিলো।

সুতরাং পারীর রুটির র‍্যাশন এক পাউণ্ড থেকে ৭৫ গ্রামে নেমে গেলো ; গোটা শীতকাল ধরে জনতার বিক্ষোভ ও অসন্তোষ জমতে থাকে। স্বভাবতই জনতা দিরেকতোয়ারকেই এই নিদারুণ সংকটের জন্যে দায়ী করলো। জনতার বিক্ষোভের সুযোগ নিলো জাকব্যাঁ দল। তারা আবার মাক্সিমঁ্যা আইনের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলো। জাকব্যাঁরা জনতার অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিতে পারে এই ভয়ে দিরেকতোয়ার জাকব্যাঁদের পাঁতেয় (Pantheon) ক্লাব বন্ধ করে দেয়। বামপন্থী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং জাকব্যাঁপন্থী সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত করে। কিন্তু বামপন্থী আন্দোলন এবার সরাসরি অভ্যুত্থান নয়, ষড়যন্ত্রের পথ নেয়। এই ষড়যন্ত্রই বাব্যউফের[১] 'সমানদের ষড়যন্ত্র' (Babeuf—La Conjuration des Egaux) নামে বিখ্যাত।

সমানদের ষড়যন্ত্র (১৭৯৫—১৭৯৬)

সমগ্র বিপ্লবী দশকে বাব্যউফই একমাত্র বামপন্থী নেতা যিনি বিপ্লবী যুগের বামপন্থী রাজনীতির প্রাথমিক স্ববিরোধিতাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এই স্ববিরোধিতার আসল কথা : জনতা যেমন অস্তিত্বের অধিকার চেয়েছে, তেমনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও আর্থনীতিক স্বাধীনতাও চেয়েছে। এই পরস্পরবিরোধী দাবির সহাবস্থান সম্ভব ছিলো না। সাঁকুলোৎ ও জাকব্যাঁদের মতো বাব্যউফও মনে করতেন যে, সমাজের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের সুখ। বিপ্লব সম্পত্তির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করে এই সুখকেই এনে দেবে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানেই অসাম্য। কারণ, বিপ্লব সম্পত্তি সমভাবে বণ্টন করে দিলেও সাম্য একদিনের বেশি বজায় থাকবে না। অর্থাৎ আবার অসাম্য দেখা দেবে। সুতরাং বাব্যউফের মতে সাম্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় : ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ। প্রত্যেক মানুষ তার শ্রমের ফল একটি সাধারণ ভাণ্ডারে জমা দেবে ; এই সাধারণ ভাণ্ডারে সঞ্চিত খাদ্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হবে। সাঁকুলোৎ ও জাকব্যাঁ মতাদর্শের তুলনায় বাব্যউফের ত্রিব্যাঁ দ্যু পেউপ্ল্ (Tribun du Peuple) কাগজে প্রকাশিত "প্লিবিয়ানদের ইশ্‌তাহার" অনেক অগ্রসর। সাঁকুলোৎ ও জাকব্যাঁ নিজস্ব শ্রমার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান চায় নি। ব্যব্যউফ শ্রম ও শ্রমার্জিত ফলের যৌথ মালিকানা

চেয়েছিলেন। এই অর্থে বাব্যউফবাদ এক নতুন বিপ্লবী মতাদর্শের রূপরেখা, যাকে সাম্যবাদের রূপরেখা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। বাব্যউফের 'সমানদের ষড়যন্ত্রে'র মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ইতিহাসে সাম্যবাদের প্রথম প্রবেশ।

কিন্তু বাব্যউফের মতবাদ সেই যুগের সীমাকে অতিক্রম করতে পারে নি। স্বয়ংশিক্ষিত বাব্যউফ তাঁর মতবাদের জন্যে রুশো, মাব্‌লি ও মরেলির কাছে অনেকটা ঋণী। কিন্তু তিনি শুধু রামরাজ্যের স্বপ্নই দেখেন নি, তাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন। 'সমানদের ষড়যন্ত্র'ই সাম্যবাদকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রথম প্রয়াস। আর একটি বিষয়েও বাব্যউফের প্রয়াসের নতুনত্ব ছিলো। বিপ্লবী যুগে তিনিই প্রথম বামপন্থী নেতা যিনি সহিংস ষড়যন্ত্রের দ্বারা সমগ্র সামাজিক সংগঠনকে পাল্‌টে দিতে চেয়েছিলেন। চতুর্থ বর্ষের ১০ই জারমিনাল (১৭৯৬-এর ৩০শে মার্চ) একটি অভ্যুত্থান সংগঠক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে ছিলেন বাব্যউফ, আঁতনেল (Antonelle), বুয়োনারতি[২] (Buonarroti), দার্ত (Darthe), ফেলিক্‌স্ ল্যপ্যল্যতিয়ে (Felix Lepeletier) ও সিলভ্যাঁ মারেশাল (Sylvan Maréchal)। ইতিপূর্বে জনতার আন্দোলন যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, এই ষড়যন্ত্রের সাংগঠনিক পদ্ধতি তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে কয়েকজন নেতাকে নিয়ে অভ্যুত্থান সংগঠক কমিটি। এঁরা স্বল্পসংখ্যক জঙ্গী কর্মীর দ্বারা সমর্থিত। তারপর সহানুভূতিশীল জনতা, যাদের ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকবে না অথচ যাদের উপযুক্ত মুহূর্তে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের জন্যে প্রচারের দ্বারা প্রস্তুত করা হবে। এ থেকে বোঝা যাবে যে, জনতার স্বতঃস্ফূর্ত 'বিপ্লবী দিনের' সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রের কত তফাৎ। এই ষড়যন্ত্রের সময় থেকেই বিপ্লবী একনায়কত্বের ধারণা ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। প্রথমত, এই ষড়যন্ত্র চেয়েছিলো যে, বিদ্রোহের দ্বারা ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার পর বিপ্লবীনেতৃত্ব প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত বিধানসভার হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না; দ্বিতীয়ত, নতুন সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে যে সময় প্রয়োজন সে সময়ের জন্যে সংখ্যালঘু বিপ্লবী নেতৃবর্গের একনায়কত্ব আবশ্যিক। সংখ্যালঘু বিপ্লবীদের একনায়কত্বের এই ধারণা বুয়োনারতির কাছ থেকে ব্ল্যাঁকি[৩] (Blanqui) আত্মসাৎ করেন। ব্ল্যাঁকিবাদীদের কাছে লেনিন তাঁর প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্পর্কিত তত্ত্বের জন্যে কিছুটা ঋণী একথা একেবারে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বাব্যউফ তাঁর ষড়যন্ত্র গোপন রাখতে পারেন নি ; তাঁর সংগঠনের মধ্যে সরকারের গুপ্তচর ঢুকে পড়েছিলো। এদেরই একজন কার্নোর কাছে ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেয়। চতুর্থ বর্ষের ২১শে ফ্লরেয়াল (১৭৯৬-এর ১০ই মে) বাব্যউফ, বুয়োনারতি ও তাঁদের অনুগামীদের গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর সাঁকুলোৎ ও জাকবাঁ্যা চরমপন্থীরা গ্রেনেলের শিবিরের সৈন্যদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করে। ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দেয়। দিরেকতোয়ার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে ; একটি সামরিক কমিশন বসিয়ে বিচার করে অভিযুক্তদের। ৩০ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বাব্যউফ ও তার সহযোগী দার্তেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

আঠারো শতকের মানদণ্ডে বিচার করলে মনে হবে যে সমানদের এই ষড়যন্ত্র দিরেকতোয়ারের আমলের একটি বিশেষ ঘটনামাত্র, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু উনিশ শতকের ইতিহাসে এই ঘটনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই ঘটনায় দিরেকতোয়ারের সযত্নরক্ষিত ভারসাম্য কিছুটা নষ্ট হয়েছিলো। বাব্যউফের ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সাম্যবাদের প্রথম আবির্ভাব। বাব্যউফের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর বিপ্লবী রচনা, পরিকল্পনা প্রভৃতি একত্র গ্রথিত করে ১৮২৮-এ বুয়োনারতি ব্রাসেলসে 'বাব্যউফের সাম্যের জন্যে ষড়যন্ত্র' (Conspiration pour l'Egalite de Babeuf) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ য়োরোপীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

বাব্যউফের ষড়যন্ত্র ও জাকবাঁ্যাদের দমনের পর 'বাস্কুলে'র নীতি অনুযায়ী দিরেকতোয়ার রাজতন্ত্রীদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তার স্বাভাবিক পরিণাম পুনরায় রাজতন্ত্রী অভ্যুত্থান।

এ-সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলও রাজতন্ত্রী প্রচারের অনুকূল ছিলো। দেশত্যাগী অভিজাত ও অবাধ্য যাজকেরা ফিরে এসে আঁ্যাস্তিত্যু ফিলাঁত্রপিক (Institut philanthropique) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের আড়ালে একটি প্রজাতন্ত্র বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠন অল্পদিনে গোটা ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রজাতন্ত্রের আর্থনীতিক অবস্থারও কোনো উন্নতি হয় নি। দিরেকতোয়ারের শাসনব্যবস্থার ওপর সমস্ত শ্রেণী আস্থা হারিয়ে ফেলছিলো। সরকারী কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছিলো না। কেন্দ্রীয় সরকার বিচার ব্যবস্থার, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ও দরিদ্রের সাহায্যের আর্থিক দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু তাদেরও আর্থিক অবস্থার

দ্রুত অবনতি ঘটছিলো। আর্থিক সংকট সমাধানের সরকারী অক্ষমতা রাজতন্ত্রীদের আন্দোলনকে আরো জোরদার করে। ঠিক এই সময়ে পরিষদের বার্ষিক নির্বাচনের সময় উপস্থিত হওয়ায় সংকটের চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো।

পঞ্চম বর্ষের জ্যরমিনালের নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীরা জয়লাভ করে। এই জয় দিরেকতোয়ারের সদস্যদের মধ্যে ভাঙন নিয়ে এলো। রাজতন্ত্রী পরিষদ দেশত্যাগী অভিজাত ও অবাধ্য যাজকদের সরকারী পদে নিয়োগের অধিকারের আইন ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল আইন পাস করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো যার ফলে দিরেকতোয়ারের পক্ষে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় রইলো না। কিন্তু এ-বিষয়ে দিরেকতোয়ারের সদস্যদের ঐক্যমত্য ছিলো না। র‍্যউবেল, লা রেভেলিয়্যার ও বারাস শক্তহাতে রাজতন্ত্রীদের মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে ছিলেন কার্নো ও নবনির্বাচিত বার্তেলেমি (Barthélemy)। কার্নো ও বার্তেলেমির সঙ্গে ছিলেন জেনারেল পিশ্যগ্রু যিনি পাঁচশতের পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পিশ্যগ্রু পিট ও বুর্বঁদের কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছিলেন। এদের পিছনে ছিলো দুই পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিক্রিয়াশীল সদস্য। রাজতন্ত্রী অভ্যুত্থানের এই উপযুক্ত মুহূর্ত এবং এর সাফল্যের সম্ভাবনাও ছিলো যথেষ্ট।

এই নিদারুণ সংকটজনক পরিস্থিতিতে দিরেকতোয়ার অনুসৃত 'বাস্কুল' নীতির অন্তঃসারশূন্যতা বোঝা গেলো। দিরেকতোয়ারের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। পরিত্রাণের একটি পথই খোলা ছিলো : সৈন্যবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ।

১৮ই ফ্রুক্তিদরের কুদেতা (১৭৯৭-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর)

অতএব এবার বিপ্লবী রঙ্গমঞ্চে সৈন্যবাহিনীর প্রবেশ। পঞ্চম বর্ষের ১৮ই ফ্রুক্তিদর (১৭৯৭-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর) দিরেকতোয়ার ওজেরো (Augereau) ও তার বাহিনীর ওপর পারীর ভার ছেড়ে দিলো। সামরিক কর্তৃত্বাধীনে চলে গেলো পারী। পিশ্যগ্রু, বার্তেলেমি ও ডজনখানেক পরিষদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হলো। কার্নোকে পালিয়ে যেতে দেওয়া হলো। পিশ্যগ্রু, বার্তেলেমি ও তাঁদের অনুগামীরা নির্বাসিত হলেন গিয়ানায়। ১৯৮ জন নবনির্বাচিত সদস্যের নির্বাচন বাতিল করে দেওয়া হলো। বিশেষ আইনের বলে সংবাদপত্র, যাজক ও দেশত্যাগীদের সম্পর্কে

স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী হলো দিরেকতোয়ার। কার্নো ও বার্তেলেমির জায়গায় দুজন নতুন সদস্য ফ্রাঁসোয়া দ্য নেফ্‌শাতো (Francois de Neufchâteau) ও মার্লাঁ দ্য দুয়ে এলেন দিরেকতোয়ারে। ফ্রুক্তিদরের কুদেতায় দিরেকতোয়ার আপাতত রক্ষা পেলো। কিন্তু টিকে থাকার জন্যে সৈন্যবাহিনীকে ডেকে এনে এই সরকার তার পতনের পথ প্রশস্ত করলো।

৩৩

দ্বিতীয় দিরেকতোয়ার (১৭৯৭-১৭৯৯)

ফ্রুক্তিদরের কুদেতার পর যে জরুরীশাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাকে অনেক সময় দিরেকতোয়ারের সন্ত্রাস বলা হয়ে থাকে। অবশ্য দ্বিতীয় বর্ষের সন্ত্রাসের সঙ্গে এর সাদৃশ্য সামান্যই। আসলে বিপ্লবী সরকারের যে সন্ত্রাসের শক্তি ছিলো, দিরেকতোয়ারের তা ছিলো না।

১৮ই ফ্রুক্তিদরের কিছুকাল পরেই সরকার ষষ্ঠ বর্ষের বার্ষিক নির্বাচনের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। প্রস্তুতির প্রাথমিক পদক্ষেপ একটি নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন (ষষ্ঠ বর্ষ ১২ই প্লুভিয়োজ—১৭৯৮-এর ৩১শে জানুয়ারী) যা বর্তমান পরিষদ দুটির হাতে নবনির্বাচিত সদস্যদের ক্ষমতার যাচাই-করণের দায়িত্ব তুলে দেয়। অর্থাৎ নতুন সদস্যদের নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতাই পরিষদ দুটিকে দেওয়া হলো।

অল্পদিনেই বোঝা গেলো এবার বিপদ রাজতন্ত্রীদের দিক থেকে আসছে না। হাওয়া বইছিলো একেবারে বিপরীত দিক থেকে। জাকব্যাঁ দল আবার শক্তিশালী হয়ে উঠছিলো। ষষ্ঠ বর্ষের নির্বাচনে যাতে একমাত্র বশংবদ সদস্যরাই নির্বাচিত হন তার জন্যে দিরেকতোয়ার ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক জাকব্যাঁ নির্বাচিত হয়েছিলেন। এদের ছেঁটে বাদ দেওয়ার জন্যে পাঁচজন সদস্যের একটি কমিশন বসানো হয়। এই কমিশনের কাজ হলো নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতির সঙ্গে জনকল্যাণের সামঞ্জস্য বিধান করা। কমিশন ১০৬ জন নবনির্বাচিত সদস্যের নির্বাচন বাতিল করে দেয়, কম ভোট পাওয়া সত্ত্বেও দিরেকতোয়ারের পছন্দসই ৫৩ জনকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করে এবং অবশিষ্ট সদস্যপদ শূন্য রেখে দেয়। দিরেকতোয়ার অবলম্বিত এই ব্যবস্থাই ফ্লরেয়ালের কুদেতা নামে খ্যাত। উভয় পরিষদেই এখন দিরেকতোয়ারের বশংবদ-সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। দিরেকতোয়ার পরিষদ দুটিকে প্রায় মনোনীত-সদস্য দিয়ে ভর্তি করে ফেলে। এতে সাময়িকভাবে প্রশাসনের ক্ষমতাবৃদ্ধি পায়; শাসনব্যবস্থা সংস্কারের সুযোগ আসে।

দিরেকতোয়ারের আমলে ফ্রান্সের সংগঠন

নাপোলেয়ঁ বোনাপার্ত সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে দিরেকতোয়ারের আমলের সামগ্রিক বিশৃঙ্খলা থেকে তিনি ফ্রান্সকে উদ্ধার করেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং একটি নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি ফ্রান্সকে নবজীবন দান করেন। এই ধারণা এখন আর ঐতিহাসিক মহলে স্বীকৃত নয়। বোনাপার্ত ক্ষমতায় এসে যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তা তিনি তাঁর অলৌকিক প্রতিভার জাদুতে হাওয়া থেকে সৃষ্টি করে ফ্রান্সকে দেন নি। বিপ্লবী দশকের উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এই নতুন-ব্যবস্থা তার নিজস্ব পথ কেটে অগ্রসর হচ্ছিলো। দিরেকতোয়ারের আমলে তা অনেকটা দানা বাঁধে। নাপোলেয়নীয় বিজয় ও স্থিতির মধ্যে ও তাঁর প্রতিভার স্পর্শে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণতালাভ করে।

দিরেকতোয়ারের চার বছরের শাসনকালে ফরাসী জাতীয়অর্থনীতির রূপরেখা ক্রমশ পরিস্ফুট হয়। সংবিধান সভার সম্পূর্ণ আর্থনীতিক-স্বাধীনতা নয়। দ্বিতীয় বর্ষের নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি নয়, আবার প্রতিক্রিয়ার যুগের ফটকাবাজদের স্বর্গ উন্মুক্তঅর্থনীতিও নয়। দিরেকতোয়ারের আমলের আর্থনীতিক স্বাধীনতা প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের দ্বারা খণ্ডিত। সৈন্যবাহিনী ও বড় বড় শহরের জন্যে খাদ্যের অধিগ্রহণ অব্যাহত ছিলো। বিদেশের সঙ্গে মুদ্রাবিনিময় ও শেয়ার বাজার সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। কারণ, সরকার অপরিমিত ফটকাবাজী বন্ধ করতে চেয়েছিলো। পত্রমুদ্রাকে স্থিতিশীল করার জন্যে সরকার ১৭৯৬-এ যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলো তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আসিঞ্রিয়ার পরিবর্তে একটি নতুন পত্রমুদ্রার মাঁদা তেরিতোরিয়ো—প্রবর্তন করা হয়েছিলো। এই নতুন পত্রমুদ্রাকে গ্রহণীয় করে তোলার জন্যে এই মুদ্রা দিয়ে অবশিষ্ট জাতীয়সম্পত্তি এবং বেলজিয়ামের বিজিত সম্পত্তি ক্রয় করার অধিকার দেওয়া হয়। নতুন সম্পত্তি আর নীলামে বিক্রয় নয়। জমির দাম স্থির করে দিলো সরকার। ফলে অতি সস্তা দামে এই সব জমি বিক্রয় হয়ে যায়। অথচ মাঁদা স্থিতিশীল হয় নি। মাঁদার প্রতি আস্থাও বাড়ে নি। এরপর দিরেকতোয়ারকে ধাতু-মুদ্রায় ফিরে যেতে হয়। এতে মুদ্রাস্ফীতি কমে। কিন্তু সরকারের আর্থিক সংকট কমে নি। ফরাসী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক হল্যাণ্ড, জর্মনি ও ইতালি প্রভৃতি বিজিত দেশ থেকে আনা মূল্যবান ধাতু ও বাণিজ্যিক আয় থেকে সরকারকে কষ্টেসৃষ্টে চালাতে হচ্ছিলো।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী, বিশেষত ইংরেজ, পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক বসিয়ে সরকার দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণের চেষ্টা করে। ক্রমে দিরেকতোয়ার প্রত্যক্ষভাবে ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্র সমূহ ও অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্রগুলিকে এই সংরক্ষণবাদী নীতির আওতায় নিয়ে আসে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে নাপোলেয়নীয় মহাদেশীয় ব্যবস্থার মিল সহজেই চোখে পড়ে। এতে ইংলণ্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা ছিলো এবং সেই সঙ্গে সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করে ফ্রান্সকে স্বনির্ভর করার নীতিও অনুসৃত হয়েছিলো।

নতুন নতুন আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রায়োগিক বিজ্ঞান প্রভৃতিতে উৎসাহ দিয়ে দিরেকতোয়ার ফরাসী শিল্পের অগ্রগতির ব্যবস্থা করে। বিশেষত ফ্রাঁসোয়া দ্য নেফ্‌শাতোর উদ্যোগে কৃষি ও শিল্প সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ব্যুরো, দরিদ্রের সাহায্যের সুদক্ষ ব্যবস্থা, নতুন খাল কেটে ও সড়ক তৈরী করে উন্নততর আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় এই আমলেই উনিশ শতকের বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রেখাচিত্র ফুটে ওঠে।

দিরেকতোয়ারের রাজস্বনীতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৯৭-এ রামেল (Ramel) যে বাজেট প্রণয়ন করেন তাতে ব্যয় সংকোচ করা হয়। সরকারী ব্যয় ১ হাজার মিলিয়ন থেকে ৬ শ' মিলিয়নে কমিয়ে আনা হয়। সরকারী জনকল্যাণমূলক কাজ কমিয়ে অংশত এই ব্যয় সংকোচ করা হয়েছিলো। কিন্তু মুখ্যত সরকারী ঋণের সুদ অনেকটা কমিয়ে দেওয়ার ফলেই এই ব্যয় সংকোচ সম্ভব হয়েছিলো। মোট সরকারী ঋণের এক-তৃতীয়াংশ সরকারী ঋণ হিসেবে নিবদ্ধীকৃত হয়। বাকী দুই-তৃতীয়াংশের জন্যে সুদ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরিবর্তে এই দুই-তৃতীয়াংশের জন্যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কঁসুলার যুগে এই সার্টিফিকেটকে অস্বীকার করা হয়। এই ব্যবস্থায় সরকারী ঋণের ভার অনেক হালকা হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষ কর আগের চেয়ে কমিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বকেয়া কর আদায়ের চেষ্টা করে সরকার। এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হলেও, একেবারে ব্যর্থ হয় নি। ১৭৯৮-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের দ্বারা দিরেকতোয়ারের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত প্রশাসকদের দ্বারা করের পরিমাণ নির্ধারণের এবং কর আদায়ের ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই নতুন আইনে রাজস্ব ব্যবস্থার স্থায়ী উন্নতি হয়।

দিরেকতোয়ারের যা সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক তা হলো: ভবিষ্যতের নাপোলেয়নীয় আমলাতন্ত্র দিরেকতোয়ারের আমলেই গড়ে ওঠে। পুরপ্রশাসন ও কাঁতনীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত দিরেকতোয়ারের কমিশনাররা নাপোলেয়নীয়

প্রিফেক্ট ও সাব-প্রিফেক্টের পূর্বাভাস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দিরেক-তোয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর-ব্যবস্থা সতর্কতার সঙ্গে সংশোধন করে বিধিবদ্ধ করে। পরোক্ষ কর বাড়িয়ে দেয়। কারণ, এই কর আদায় করা অনেক সহজ। ১৭৯৮-এর সামরিক অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় বিজিত অথবা সংরক্ষিত রাজ্য থেকে আয় বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া আবার দলীয় সংঘাত তীব্রতর হতে থাকে। তাতে দিরেকতোয়ারের অনেক সুচিন্তিত পরিকল্পনাও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮ই ব্রুম্যারের প্রাক্কালে ফ্রান্স আর্থনীতিক ও আর্থিক ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলো, একথা ঠিক নয়। দিরেকতোয়ারের সাহস ছিলো না, দৃঢ়সংকল্পও ছিলো না; কিন্তু এই সরকার ফ্রান্সে সুস্থিতি আনার কাজ শুরু করেছিলো। নাপোলেয়ঁ ক্ষমতায় এসে একেবারে ফাঁকা শ্লেটে লেখেন নি।

দিরেকতোয়ারের বিদেশনীতি

তারমিদরীয় কঁভঁসিয়ঁ অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড বাদে অন্যান্য সব শত্রুরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলো। প্রথম দুই বছর দিরেকতোয়ারও শান্তির সন্ধান করেছিলো। প্রথমদিকে দিরেকতোয়ারের বিদেশনীতির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন র‍্যাউবেল। দিরেকতোয়ার বিজিতদেশগুলির ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে কৃতসংকল্প ছিলো। তাছাড়া, ১৭৯৫-এর সংবিধানঅনুযায়ীও বেলজিয়াম, স্যাভয় ও নীসের ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তি মেনে নিতে বাধ্য ছিলো দিরেকতোয়ার। অল্পদিন আগেও হল্যাণ্ড ও স্পেন ফ্রান্সের শত্রু ছিলো কিন্তু এখন এরা ফ্রান্সের বন্ধু। ফ্রান্স ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এই দুটি রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে কৃতসংকল্প। কিন্তু ফ্রান্সের সঙ্গে রাষ্ট্র দুটির বন্ধুত্বের সুযোগ নিলো ইংলণ্ড; অনেক ওলন্দাজ ও স্পেনীয় উপনিবেশ—উত্তমাশা অন্তরীপ, সিংহল, ত্রিণিদাদ—অধিকার করে নিল। ১৭৯৬-এ যুদ্ধ আকস্মিকভাবে সম্পূর্ণ নতুন মোড় নিল। সামরিক ও কূটনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে পাল্টে গেল। ২৭ বছরের নাপোলেয়ঁ বোনাপার্ত তাঁর পরমাশ্চর্য ইতালি অভিযান আরম্ভ করলেন।

ইতিপূর্বে দুবার নাপোলেয়ঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। তুলঁ অবরোধের সময় ১৩ই ভঁদেমিয়্যারে গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়করূপে তাঁর সামান্য পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি যখন ইতালি অভিযানের নেতৃত্ব দেন তখন তার বয়স সাতাশ কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু বিপ্লবী উত্থানপতনের যুগে তা এমন

কিছু বিস্ময়কর নয়। সেঁ-জুস্‌তও তো গণনিরাপত্তা কমিটিতে এসেছিলেন ২৫ বছর বয়সে।

১৭৬৯-এর ১৫ই অগস্ট নাপোলেয়ঁর কর্সিকা দ্বীপের আজাকসিয়োতে জন্ম হয়। পিতা কার্লো বুয়োনাপার্তি অভিজাত ও আইনজীবী। কার্লোর আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিলো না। কিন্তু অভিজাত বলেই কার্লোর পক্ষে তার দ্বিতীয় ছেলে নাপোলেয়ঁকে 'রাজার খরচায় ফ্রান্সের একল মিলিতেয়ারে পড়ানো সম্ভব হয়েছিলো। ১৬ বছর বয়সে নাপোলেয়ঁ ফ্রান্সের গোলন্দাজ বাহিনীতে দ্বিতীয় লেফ্‌টেনাণ্ট হিসাবে নিযুক্ত হন। সামরিক বিদ্যালয় অথবা সৈন্যবাহিনীতে তার দিন আনন্দে কাটে নি। দারিদ্র্যের সচেতনতা তাঁকে বিত্তশালী সহপাঠী বা সহকর্মীর সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করতে দেয় নি। এ-সময়ে নাপোলেয়ঁ রোমাণ্টিক বিদ্রোহী, বায়রণের সঙ্গে তার মিল, মাকিয়েভেল্লীর সঙ্গে নয়। ফ্রান্সেপ্রবাসী কর্সিকাদ্বীপের এই প্র্যমিথীয়ুস তার নিজস্ব নির্জনতার মধ্যে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত। তিনি রুশো পড়ছেন, অনুকরণ করছেন। রেনালের ইসতোয়ার দেজ্যাঁদ পড়েন, গায়টের ভ্যেরথের পড়েন পাঁচবার। ফরাসী-অধিকৃত কর্সিকাকে স্বাধীন করার জন্যে কর্সিকার নেতা পাওলি সংগ্রাম করছিলেন এ-সময়ে। নাপোলেয়ঁও এই সংগ্রামের পথই বেছে নেবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তা হল না। পরিবারের দেখাশোনার জন্যে কর্সিকায় আসেন তিনি। পিতার মৃত্যুর পর কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারেন নি। বিপ্লব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হয়।

নানা অর্থেই নাপোলেয়ঁ বিপ্লবের সন্তান। বিপ্লব না হলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে নাপোলেয়ঁকে দেখা যায় তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেত না। বিপ্লবের ফলে যে সুযোগ-সুবিধা আসে প্রথম দিকে তিনি তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। তিনি কর্সিকার রাজনীতিতে যোগ দেন, কিন্তু সেখানে সফল হতে পারে নি। ১৭৯৩-এ কর্সিকা থেকে তিনি সপরিবারে নির্বাসিত হন। কর্সিকা থেকে যখন ফ্রান্সে ফিরে এলেন, তখন তিনি চরমপন্থী প্রজাতন্ত্রী। কিন্তু ফ্রান্সের বিপজ্জনক রাজনীতিতে তাঁর পদক্ষেপ ছিলো অতি সতর্ক, মধ্যপন্থী, যদিও অনুজ লুসিয়্যাঁ পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদী হয়ে যায়। তুলঁ অধিকারের যুদ্ধে নাপোলেয়ঁ খ্যাতিলাভ করেন এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের নজরে আসেন। এভাবে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গোটা বুয়োনাপার্তি পরিবার—লাল ও সাদা—উভয় সন্ত্রাসকেই পার হয়ে আসে।

ইতিমধ্যে গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার রূপে নাপোলেয়ঁ খ্যাতি লাভ করেছেন। সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসাবে তার প্রতিভা ক্রমশ বিকশিত হচ্ছিলো। ওই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সপ্রশংস উল্লেখ তার প্রমাণ। কিন্তু তারা এই নবীন শিক্ষার্থীর অহঙ্কার, মেজাজ ও একাকী থাকার প্রবণতার কথাও বলেছেন। এ-সময়ে নাপোলেয়ঁ ক্রমাগত যে দিবাস্বপ্ন দেখতেন তা শুধুমাত্র হেরথেরের[১] দুঃখ কিম্বা রুশোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত সমরতাত্ত্বিকদের রচনাও তিনি এ সময়ে আত্মসাৎ করছিলেন। সাক্সে, গিবের, বুর্সে প্রভৃতি রণনীতিবিশারদদের তত্ত্ব সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তিনি মনে মনে অনেক অভিযান পরিচালনা করতেন। বুর্সের প্রাঁসিপ দ্য লা গ্যার ও দ্য ঁতাগ্রির দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। বুর্সে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রবক্তা। দ্রুত গতিবেগ, আকস্মিক আক্রমণ এবং (পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ হলে) সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করে শত্রুর ওপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া—বুর্সের মতে বিজয়ের এই উপাদান। বুর্সের শিক্ষা নাপোলেয়ঁ ১৭৯৬-৯৭-এর ইতালি অভিযানে প্রয়োগ করেন।

১৭৯৩-এ তুলঁ অবরোধের যুদ্ধ থেকে ১৭৯৭-এ ইতালি আক্রমণের জন্যে নির্দিষ্ট বাহিনীর অধিনায়ক রূপে নিযুক্ত হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়ে নাপলেয়ঁর জীবনেও বিপ্লবের নানা উত্থানপতন প্রতিবিম্বিত। ১৭৯৪-এ তিনি বিপ্লবী বাহিনীর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু রোবসপিয়েরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পদচ্যুত হন এবং সন্ত্রাসবাদী হিসাবে তাঁকে জেলে যেতে হয়। কিন্তু প্রতিভার সঙ্গে সৌভাগ্যের গাঁটছড়াবাঁধা না থাকলে, প্রতিভা নদীর মতো বেগবতী হলেও মরুপথে হারিয়ে যায়। নাপোলেয়ঁর সেই সৌভাগ্য ছিলো, যাকে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'নক্ষত্র' বলেছেন। ত্যারমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার নেতা বারাসের সঙ্গে তার অল্পবিস্তর পরিচয় ছিলো। সেই সূত্রেই বারাস তাঁকে ভাঁদেমিয়্যারের অভ্যুত্থান দমনের ভার দেন। তারপর তাঁর 'এক ঝাঁক ছড়্‌ড়াগুলিতে বেঁচে গেল ত্যারমিদরীয় কঁভঁসিয়ঁ'। আর এই নিয়তিনির্দিষ্ট নায়ক দিরেকত্যয়র বারাসের পুরনো প্রেমিকা জোসেফিন বোয়ানেকে বিয়ে করলেন। জোসেফিনাই বারাসকে ধরে নাপোলেয়ঁর জন্যে ইতালিরবাহিনীর সৈনাপত্যের ব্যবস্থা করেছিলেন, এই ধারণা এখনও প্রচলিত। ১৭৯৬-এ নাপোলেয়ঁ যখন ইতালিরবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন তখন এই ছোটোখাটো মানুষটি য়োরোপে ফরাসা বিপ্লবের মতো একটি ভূমিকম্প এনে দেবেন তা

কেউ ভাবতে পারে নি। ১৭৯৬-এর পর নাপোলেয়ঁ আর পেছনে ফিরে তাকান নি। তাকান নি মানে তাকানোর অবকাশ হয় নি। ফিরে তাকিয়েছিলেন ১৮১৫-এর পর। সেণ্ট হেলেনায় বন্দী এই প্র্যমিথীয়ুস নিজের জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে যে কিংবদন্তী রচনা করেছিলেন, তার মৃত্যুর পর সেই কিংবদন্তী আবার তাঁকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলো। ('বিপ্লবী যুদ্ধ'—৩৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

৩৪

বিপ্লবী যুদ্ধ—১৭৯২—১৭৯৯

১৭৯২ থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত একদিকে ফ্রান্স ও অন্যদিকে এক বা ততোধিক য়োরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমাগত যে যুদ্ধ চলেছিলো, তাকেই বিপ্লবী যুদ্ধ বলা হয়। ফ্রান্স ও অন্যান্য য়োরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিলো ১৮১৪ পর্যন্ত যখন নাপোলেয়ঁর সিংহাসন ত্যাগ করে এলবা দ্বীপে স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে যান। মাঝখানে এক বছরের (১৮০২-০৩) যুদ্ধবিরতি। ১৭৯৯-কে বিপ্লবী ও নাপোলেয়নীয় যুদ্ধের বিভাজনন-রেখা হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বিপ্লবী যুদ্ধের চরিত্র

ক্লাউজেহ্বিটৎসের[১] (Clausewitz) ভাষায় বলা যেতে পারে, বিপ্লবী যুদ্ধের যুগে 'যুদ্ধ নিজেই শিক্ষা দিচ্ছিলো'। এই যুগে যুদ্ধ এক ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। বিভিন্ন রাজবংশের সীমাবদ্ধ দাবি নিয়ে এ-যুগের যুদ্ধ নয়; এর ওপর নির্ভর করছিলো প্রতিটি য়োরোপীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। মধ্যযুগের ক্রুসেডের মতোই এই বিপ্লবী যুদ্ধ পরস্পরবিরোধী নীতির, জীবনদর্শনের লড়াই। এ এক নতুন সুতীব্র উত্তেজনা, যা য়োরোপীয় সমাজের মৌল পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত। যুদ্ধের বস্তুগত নৈতিক উপায়ের ওপর এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাব গভীর অর্থবহ। পূর্বতন সমাজের সৈন্যবাহিনী ছিলো পেশাদার সৈনিকদের নিয়ে গঠিত। তারা সংখ্যায় সীমিত হলেও সমরবিদ্যায় শিক্ষিত এবং দীর্ঘকাল যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত। বস্তুত তারা রাষ্ট্রের বিনিয়োগ-করা পুঁজি, সুতরাং তাদের খুব সতর্কভাবে ব্যবহার করা হতো। এই পেশাদার সৈনিকদের একটি বিরাট অংশ বিদেশী অথবা সমাজের সবচেয়ে নীচেরতলার লোক। এই ধরনের একটি বাহিনী কোনো আদর্শবাদে উদ্দীপ্ত হবে, ভাবাই যায় না। একমাত্র লৌহকঠিন শৃঙ্খলাই একে সংহত রাখতে পারতো। অফিসারদের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে সৈনিকেরা মার্চ করতো এবং সান্নিবদ্ধভাবে

লড়তো। স্বভাবতই এই বাহিনীর পক্ষে ছোটোখাটো সংঘর্ষের জন্যে অথবা খাদ্যের খোঁজে সশস্ত্র সৈনিকের দল পাঠানো সম্ভব ছিলো না। কারণ, শত্রুর আক্রমণের ভয়ের চেয়েও প্রবল ছিলো বাহিনী থেকে সৈনিকদের পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।

বিপ্লব-পূর্ব যুগের সৈন্যবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণের ভাণ্ডারের ওপর নির্ভরশীল ছিলো। দ্রুতগতি মার্চ, প্রাগ্রসর চকিত ধাক্কা, ফলপ্রসূ পশ্চাদ্ধাবন তার পক্ষে ছিলো অসম্ভব অথবা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই সীমাবদ্ধতার দুরকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়: প্রথমত, কোনো জেনারেলের পক্ষেই তার সরবরাহকেন্দ্র (base) থেকে দুতিনদিন মার্চ করে যতোটা পথ যাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব ছিলো না; দ্বিতীয়ত, শত্রুর যোগাযোগের পথ ছিলো আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

মোট কথা, অষ্টাদশ শতকের যুদ্ধের যে চিত্রটি সাধারণভাবে ফটে ওঠে, তা হলো: নানা ধরণের জটিল, পরিকল্পিত সৈন্য সঞ্চালন এবং অসংখ্য মার্চ ও প্রতি-মার্চ, তার বেশি কিছু নয়। এ-ধরণের যুদ্ধে দুর্গের গুরুত্ব অসামান্য। কারণ, দুর্গের ভিতরে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ নিরাপদে রাখা হতো। খণ্ডযুদ্ধের চেয়েও বেশি জরুরী ছিলো দুর্গ অবরোধের অথবা অবরুদ্ধ দুর্গ রক্ষার লড়াই। অনেক সময় দুটি যুধ্যমান রাষ্ট্রের ফৌজ পরস্পরের মুখোমুখি হয়েও সুরক্ষিত অবস্থানে দীর্ঘকাল অনড় থাকতো। ক্লাউজেভিটৎসের ভাষায়: দুর্গ এবং কিছু কিছু সুরক্ষিত অঞ্চলস্থিত সৈন্যবাহিনী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি রাষ্ট্র, যেখানে যুদ্ধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলতো।

এই সাধারণ চিত্রের ব্যতিক্রম ছিলো, সন্দেহ নেই। অনুপ্রাণিত নেতৃত্ব কিংবা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাত অনেক সময় সমরকে তীব্রতর করতো। কিন্তু কোনো প্রতিভাধর সেনাপতির পক্ষেও সেই যুগের সামাজিক ও সামরিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব ছিলো না। তবু এই যুগে যুদ্ধবিগ্রহ-সম্পর্কে এমন কিছু কিছু ধারণা জন্মাচ্ছিলো, যার প্রভাব সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি সৈন্যবাহিনীর সামরিক দক্ষতার পরিমাপ সম্ভব। কিন্তু সেই সেনা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হলে যুদ্ধের ফলাফল একেবারে পাল্টে যেতে পারে। তাছাড়া সে-যুগের সমরতাত্ত্বিকেরা নতুন সামরিক সংগঠন, নতুন রণনীতি ও রণকৌশল উদ্ভাবনের উপায় ভাবছিলেন। উদ্দেশ্য, সৈন্য-বাহিনীর গতিবেগ বাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই

হয়, সমসাময়িক পরিস্থিতি সমরবিজ্ঞানের উন্নতি নিয়ন্ত্রিত ও বিলম্বিত করেছিলো।

অবশেষে ফরাসী বিপ্লব পথ খুলে দিলো। বিপ্লবী বাহিনীর পক্ষে জটিল সৈন্য সঞ্চালন সম্ভব ছিলো না। কিন্তু পুরনো যুদ্ধের প্রথাসিদ্ধ সীমাবদ্ধতা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করেছিলো। বিপ্লবী সৈনিক প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ ও রসদের অভাব হাসিমুখে মেনে নিতো; সুবিধাজনক মুহূর্তের সুযোগ নিতে পারতো অবিলম্বে আক্রমণ করে। অন্যান্য রাষ্ট্রের শিক্ষিত সৈনিকেরা কৃপণের ধন; ওদের খুব সাবধানী ব্যবহার হতো। কিন্তু ফরাসী ফৌজের উড়নচণ্ডীর মতো অকাতর প্রাণ-ব্যয়ে দ্বিধা ছিলো না। কারণ, সন্ত্রাসের যুগে লেভে অঁ্যা মাস-এর ফলে আঠারো শতকের যুদ্ধের প্রকৃতিতে রূপান্তর ঘটে: জাতির সমস্ত প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষ সৈনিক এবং সমগ্র জাতি ও জাতীয় ঐশ্বর্য বিপদগ্রস্ত মাতৃভূমির জন্যে উৎসর্গীকৃত। এই আইনের বলে ফরাসী সরকার অফুরন্ত লোকবলের অধিকারী হয়। তাই গতিশীল রণনীতির সফল প্রয়োগ ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। এই রণনীতির মুখ্য উপাদান: ডিভিশন-প্রথা; অধিগ্রহণের দ্বারা সৈনিকদের রসদসরবরাহের সমস্যার সমাধান; প্রত্যেক যোদ্ধার ওপর নির্ভরতা, মুহুর্মুহু অগ্নিবর্ষণের বদলে অথবা পরিপূরক হিসাবে দেখেশুনে গুলিগোলা নিক্ষেপ বা ব্যক্তিগত লক্ষ্যভেদ; এবং সর্বোপরি বিপুল সেনা নিয়ে আক্রমণ এবং তীরন্দাজী রণকৌশলের ব্যবহার।

বিপ্লবী যুদ্ধের এই নতুন সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন নাপোলেয়ঁ। আরো একটি উপাদান যোগ করে তিনি এই রণনীতিকে সমৃদ্ধতর করলেন। এই উপাদানটি তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা। নাপোলেয়ঁর হাতে ফরাসী সেনা এক অকল্পনীয় বিজয়ের হাতিয়ারে পরিণত হয়। লেভে-অঁ্যা-মাস-এর সৈনিক দিয়ে যে কী অসাধ্যসাধন করা যেতে পারে, তা তিনিই প্রথম দেখান। সমসাময়িক মানুষের কাছে নাপোলেয়ঁর ১৭৯৬-৯৭-এর ইতালি অভিযান এক আদিম শক্তির বিস্ফোরণের মতো এসেছিলো। সে-যুগের সামরিক কেতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তিনি সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত বিদ্যুত আক্রমণ করেন। প্রথাসিদ্ধ যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে সার্দিনীয় ও অস্ট্রিয় ফৌজের মধ্যবর্তী রেখায় তিনি নিজের বাহিনী স্থাপন করেন; এমনকি, নিজের যোগাযোগ রেখা অটুট রাখার দিকেও তিনি তাকাননি, রাজ্যজয় করতে চাননি; তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো শত্রুসৈন্যের সমূলে বিনাশ। রাউজোয়াইৎসের

মতে, প্রথম খণ্ডযুদ্ধেই শত্রুকে চূর্ণ করার কথা না ভেবে নাপোলেয়ঁ কখনো লড়াইয়ে নামেন নি। অষ্টাদশ শতকের ঢিলেঢালা মেজাজের পরিবর্তে এই যুদ্ধ এক জান্তব ঋজুতায় বিশিষ্ট। কিন্তু এই দুঃসাহসী প্রচণ্ডতা ছাড়াও সমরবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো। উপরন্তু ছিলো ক্ষুরধার বুদ্ধি ও চুলচেরা হিসেব। তাঁর জয়ের আরো একটি উপাদান আকস্মিক আক্রমণ। কখনো তিনি ডিভিশনগুলিকে কিছুটা শিথিলভাবে সাজিয়ে বিদ্যুতের মতো শত্রুর দুর্বল জায়গায় আঘাত হানতেন; কখনো বা বাহিনীর সিংহভাগ নিয়ে শত্রুর পার্শ্ব অতিক্রম করে শত্রুর পিছু হটার পথ বন্ধ করে দিতেন এবং রণক্ষেত্রে জয়লাভের পর পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে নিশ্চিহ্ন করতেন।

নাপোলেনীয় নজীর ক্লাউজেহ্বিটৎসকে প্রভাবিত করে। অষ্টাদশ শতকের 'ভদ্রলোকের যুদ্ধ'কে অবহেলায় পেছনে ফেলে রেখে নাপোলেয়ঁ যুদ্ধের কঠোরতম স্বরূপকে মূর্ত করেন। ক্লাউজেহ্বিটৎস বুঝেছিলেন, নাপোলেয়ঁ রণপ্রকৃতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তিনি লিখছেন : এমন প্রকৃত যুদ্ধ যদি আমরা না দেখতে পেতাম, তাহলে যুদ্ধের চরম চরিত্রের কোনো বাস্তব ভিত্তি সহজে খুঁজে পাওয়া যেতো না। আদিম ধ্বংসের এই চমকপ্রদ নজীর যদি নাপোলেয়ঁ না রাখতেন তবে তাত্ত্বিকদের মুখে লড়াইয়ের এই নতুন সংজ্ঞা অর্থহীন শোনাতো।"

অতএব নাপোলেয়নীয় যুদ্ধের বিশ্লেষণ থেকে ক্লাউজেহ্বিটৎসের সিদ্ধান্ত : "যুদ্ধ এক চূড়ান্ত হিংসাত্মক ক্রিয়া। পুরনো অষ্টাদশ শতাব্দীর 'ভদ্রলোকের যুদ্ধ'—যাতে প্রায় বিনা রক্তক্ষয়ে দীর্ঘ লড়াই সম্ভব ছিলো—তা আর ফিরে আসবে না।" বুদ্ধিবিভাসার প্রভাব পড়েছিলো রণবিজ্ঞানের ওপর। ফলে এই ধারণা জন্মেছিলো যে, যুদ্ধ বুদ্ধি বা বিজ্ঞান-নির্ভর হলে এমনভাবে তা পরিচালনা করা সম্ভব, যার ফলে হিংসাত্মক সংঘর্ষ এড়ানো যেতে পারে। জটিল ও কুশলী সৈন্যসঞ্চালন, বিভিন্ন বাহিনীর জ্যামিতিক সম্পর্কের সঠিক ধারণা এবং কয়েকটি বিশেষ ভৌগোলিক বিন্দুর (জলবিভাজিকা ইত্যাদি) ওপর আধিপত্য যান্ত্রিক অনিবার্যতায় জয়কে নিশ্চিত করে। গাণিতিক ও ভৌগোলিক জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হবে সামরিক নেতৃত্ব। ইংরেজ সমরতাত্ত্বিক ডব্লিউ লয়েডের মতে, যিনি নিখুঁত জ্যামিতিক জ্ঞান নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবেন, কোনো লড়াই না করে তিনি নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেন। ক্লাউজেহ্বিটৎস এই জাতীয় সমরতাত্ত্বিকদের বিদ্রূপ করে বলেছেন : "আক্রমণের ছলনা, প্যারেড,

আধা অথবা সিকি ধাক্কার মধ্যেই এঁরা সমরতত্ত্বের চরম লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছেন, বস্তুর ওপর মনের আধিপত্যের প্রমাণ পেয়েছেন।"

বিপ্লবী যুদ্ধের সর্বনাশা আগুনে যেমন অষ্টাদশ শতকের 'মৃদু জীবন' পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনি এর ভয়াল হিংস্রতা এই শতকের ছকে-বাঁধা লড়াইকে প্রায় ছেলেখেলায় পরিণত করে। ক্লাউজেভিটৎস বুঝতে পেরেছিলেন, চূড়ান্ত যদ্ধের যে দানব উঠে এসেছে, তাকে আর সিন্দবাদের বোতলে পোরা যাবে না। তিনি লিখছেন: "আমাদের অজ্ঞানে যা চাপা থাকে, তার বাঁধ একবার ভেঙে গেলে আর তাকে গড়ে তোলা যায় না; অন্তত বৃহৎ স্বার্থের সংঘাতে পারস্পরিক শত্রুতা যেভাবে আমাদের যুগে প্রকাশিত হয়েছে, ঠিক তেমনই ভবিষ্যতেও প্রকাশিত হবে।"

ক্লাউজেভিটৎসই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিপ্লবী সমর যুদ্ধকে জাতীয় যুদ্ধে পরিণত করেছে এবং জাতীয় যুদ্ধের সঙ্গে নতুন সামাজিক শক্তি যুক্ত হয়ে যুদ্ধকে পরোৎকৃষ্ট যুদ্ধের কাছাকাছি নিয়ে গেছে।

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হবে যে, ফ্রান্সের সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের সঙ্গে বিপ্লবীযুদ্ধ বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত। এই যুদ্ধই সাত বছর পরে নাপোলেয়নীয় সমরে পরিণত হয়। কিন্তু এর প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ নাপোলেয়নীয় যুদ্ধ বিপ্লবী ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনসমূহ য়োরোপময় ছড়িয়ে দেয়। ফরাসী বিপ্লবীযুদ্ধের এই পশ্চাদ্‌ভূমি সম্পূর্ণ অভিনব। কেননা তার মধ্যে য়োরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর রূপান্তরের স্বপ্ন নিহিত। কিন্তু এই নতুন যুদ্ধ-লক্ষ্যের কথা মনে রেখেও বলা যায় যে, বিপ্লবী নেতারা ফ্রান্সের ঐতিহ্যাগত বিদেশ নীতিকে অস্বীকার করেননি। বরং এই নীতির সার্থক ও বিস্তৃততর প্রয়োগ করেছিলেন। পক্ষান্তরে, ফ্রান্সের শত্রুরাষ্ট্র সমূহের আপাতযুদ্ধলক্ষ্য ছিলো ফ্রান্সে পূর্বতন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং য়োরোপের অন্যত্র এই ব্যবস্থার সংরক্ষণ। কিন্তু বিভিন্ন যুযুধান রাষ্ট্র তাদের স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত ছিলো না, একথা মনে করাও ঠিক হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রিটেনকে ধরা যেতে পারে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং ব্রিটিশ সংবিধানের গণতান্ত্রিক প্রবণতার ফলে ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ছিলো মুখ্যত বিপ্লবী আদর্শবাদের উৎপাটন নয়, ফ্রান্স যাতে য়োরোপীয় ভূখণ্ডে একাধিপত্য বিস্তার না [illegible]তে পারে, তার ব্যবস্থা করা। ১৭৯৩-এ প্রথম কোয়ালিশনের অন্তর্গত শক্তিসমূহের সঙ্গে ব্রিটেন যে চুক্তি করে, তা থেকে এই সত্যই স্পষ্ট হবে যে, ফ্রান্সে ঘড়ির কাঁটা

পিছিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ব্রিটেনের ছিলো না। ব্রিটেন চেয়েছিলো, কোয়ালিশনভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি ত্যাগ করুক। অতএব শেষ পর্যন্ত কোয়ালিশনের যুদ্ধ-লক্ষ্য অনির্ধারিতই থেকে গিয়েছিলো। ব্রিটেন য়োরোপে যে শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো, তার মূল অভিপ্রায়: সে সমুদ্র-শাসন করবে; নতুন নতুন উপনিবেশে কর্তৃত্ব বিস্তার করবে; য়োরোপীয় ভূখণ্ডে এবং অন্যত্র তার বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মহাদেশীয় কোনো রাষ্ট্রের য়োরোপীয় ভূখণ্ডে একচেটিয়া রাজনৈতিক প্রভুত্ব থাকবে না। এই যুদ্ধ-লক্ষ্যের ওপর আদর্শবাদের যে অতি স্বচ্ছ আবরণ ছিলো তাতে 'দোকানদারের জাতের' নগ্নতা ঢাকে নি।

মহাজোটের এবং স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সময় থেকে যে ইঙ্গ-ফরাসী সংগ্রাম চলছিলো, তারই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে বিপ্লবী ও নাপোলেয়নীয় যুদ্ধে। ১৮১৫-তে এই লড়াই যখন শেষ হলো, তখন ব্রিটেন তার সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং য়োরোপীয় ভূখণ্ডে ফ্রান্সের একাধিপত্যের প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছে।

ব্রিটেনের জনসংখ্যা ফ্রান্সের এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু ব্রিটেনের শক্তির উৎস বাণিজ্য ও শিল্প, মানুষ নয়। এই উৎস যাতে শুকিয়ে না যায়, উপনিবেশ থেকে নিংড়ে-নিয়ে-আসা ঐশ্বর্য যাতে অনায়াসে পৌঁছোতে পারে, সেজন্য ব্রিটেনের সামরিক উদ্যম কেন্দ্রীভূত হয়েছিলো ঔপনিবেশিক ও সামুদ্রিক প্রভুত্ব রক্ষায়। মহাদেশীয় য়োরোপে কোনো সামরিক অভিযান পাঠানোর সাধ্য ব্রিটেনের ছিলো না। অথচ ফ্রান্স যদি সারা য়োরোপে কর্তৃত্ব বজায় রেখে মহাদেশের সমগ্র লোকবল, ঐশ্বর্য ও নৌশক্তি নিয়ে ইংলণ্ডের বিপক্ষে সর্বাত্মক লড়াই চালাতে সক্ষম হতো, এবং যদি য়োরোপের বাজারে ইংলণ্ড মাল পাঠাতে না পারতো, তাহলে ইংলণ্ডের পক্ষে শেষ রক্ষা করা কঠিন ছিলো। এই সমস্যার যে সমাধান ব্রিটেন আগেও করেছে, এবারেও তাকে তাই করতে হলো: ফ্রান্সের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন যে সব রাষ্ট্রের সৈন্যবল আছে অথচ প্রয়োজনীয় অর্থ নেই, তাদের দিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো যেতে পারে এবং ইংলণ্ড এই সব রাষ্ট্রের অর্থের চাহিদা মেটালেই তা সম্পন্ন হতে পারে। মহাদেশীয় য়োরোপে বিজয়ী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিইয়ে রাখার এই পন্থাই ব্রিটেন বেছে নিয়েছিলো। এই কারণেই বিপ্লবী ও নাপোলেয়নীয় যুদ্ধের দীর্ঘ সময় ইংলণ্ড অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে,

কখনোই সরে দাঁড়ায়নি। এতোকাল (১৭৯৩ থেকে ১৮১৫) সে লড়তে পেরেছিলো, তার কারণ গোটা বিশ্বের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তার ক্রমবর্ধমান আধিপত্যলব্ধ মুনাফা। ফ্রান্সের সঙ্গে সংগ্রামে এই মুনাফা ইংলণ্ড ব্যবহার করেছিলো। ব্রিটেনের সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা ফ্রান্সের ছিলো না। সুতরাং সামরিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে এই আধিপত্য খর্ব করার জন্যে সমগ্র য়োরোপ জয় করা ফ্রান্সের পক্ষে প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছিলো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই যুগে ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের বিপুল বৃদ্ধির ফলে এই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ব্যয়ভার বহন করা ব্রিটিশ অর্থনীতির পক্ষে কঠিন হয় নি। কিন্তু এই যুগে জাতীয় আয় শিল্পবিপ্লবের জন্যে বাড়ে নি, বরং বাণিজ্যের অসামান্য প্রসারই এই সমৃদ্ধির মূলে।

ব্রিটেনের নিরন্তর ফ্রান্স বিরোধিতা ছাড়াও, আরো দুটি কারণে বিপ্লবী যুদ্ধ তার বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে : (১) বিপ্লবপ্রসূত অরাজকতার জন্যে ফ্রান্সের দুর্বলতা, যা স্টেট্স-জেনারেলের আহ্বানের পর থেকে ক্রমাগতই বেড়ে যেতে থাকে; (২) পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাটোয়ারা (১৭৯৩ ও ১৭৯৫), যার ফলে মহাদেশীয় শক্তিবর্গের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো পোল্যাণ্ডের ওপর, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযানের সুষ্ঠু পরিচালনার দিকে নয়।

ইতিপূর্বে বিপ্লবী রণনীতির বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বিপ্লবী যুদ্ধে ফ্রান্সের অভাবনীয় জয়ের নানা কারণের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্স আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই এই সব কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। বিপ্লবী যুদ্ধের যে সব বিশিষ্ট লক্ষণের ফলে বিজয় এসেছিলো, তা জাকবাঁ্যা গণনিরাপত্তা কমিটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিদেশী অভিযাত্রী-বাহিনীর সাফল্যই বিপ্লবীদের নতুন রণকৌশল উদ্ভাবনের প্রেরণা যোগায়। বিদেশী রাষ্ট্রের পদানত হওয়ার আশঙ্কা ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসন নিয়ে আসে; এবং এই শাসন নিয়ে আসে বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পরিবর্তন, যা ফ্রান্সকে এক অলৌকিক বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পেঁৗছে দেয়।

১৭৯২ পর্যন্ত য়োরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি

বিপ্লবের প্রথম তিন বছর বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ ব্রিটিশ সরকারের কাছে খুব অবাঞ্ছিত মনে হয় নি। য়োরোপে ব্রিটেনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় ভুগলে ব্রিটিশ সরকারের দুঃখিত হওয়ার

কোনো কারণ নেই। তাছাড়া, পূর্ব ও মধ্য য়োরোপে যে সব ঘটনা ঘটছিলো, তা নিয়েও ব্রিটেনের বিশেষ শিরঃপীড়া ছিলো না। এমনকি এ সময়ে য়োরোপীয় পরিস্থিতি ব্রিটেনের কাছে এমন নিরাপদ বলে মনে হয়েছিলো যে, ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার (ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৩) বছরখানেক আগে উইলিয়াম পিট দেশাভ্যন্তরস্থ সৈন্য সংখ্যা ১৭ হাজার থেকে ১৩ হাজারে কমিয়ে আনেন। তারপর যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখনও পিটের দৃঢ় ধারণা ছিলো, অল্পদিনেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। বিপ্লব-পূর্ব য়োরোপীয় পরিস্থিতি এবং ফরাসী বিপ্লবের ও বিপ্লবী যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে হিসেবের ভুল হয়েছিলো পিটের। কিন্তু ইংলণ্ডের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক বিকাশের বিভিন্নতা ও মহাদেশীয় য়োরোপ থেকে বিচ্ছিন্নতার কথা মনে রাখলে এ ধরনের গড়মিল অস্বাভাবিক নয়।

মহাদেশীয় য়োরোপের আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস স্বতন্ত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর আশির দশকের শেষভাগে ও নব্বুইর দশকের প্রথমভাগে য়োরোপীয় পরিস্থিতিতে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়, যা বিভিন্ন মহাদেশীয় রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হল্যাণ্ডের (নেদারল্যাণ্ডের সংযুক্ত প্রদেশ) ষ্টাড্‌হোল্ডার (শাসক) পঞ্চম উইলিয়ামকে প্রাশীয়া ও ব্রিটেন গণতান্ত্রিক পার্টির বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। গণতান্ত্রিক পার্টি সাহায্য পাচ্ছিলো ফ্রান্সের। ১৭৮৭-তে প্রাশীয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়াম হল্যাণ্ডে প্রুশীয় সেনা পাঠান। প্রাশীয়া, ব্রিটেন ও হল্যাণ্ডের মধ্যে ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় (১৭৮৮)। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিলো : হল্যাণ্ডে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের পথরোধ করা এবং পোল্যাণ্ড ও তুরস্কে রুশ আগ্রাসী পরিকল্পনাকে বাধা দেওয়া। গ্রেট ব্রিটেন ও প্রাশীয়ার মৈত্রী টেঁকে নি ; প্রাশীয়ার অতি-উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলি হয়েছিলো এই মৈত্রী। ১৭৮৯-এ প্রাশীয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় উদ্যত হয়। সে সুইডেনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচনা দেয় ; পোল্যাণ্ডের যে-অংশ সম্প্রতি রাশিয়া অধিকার করে নিয়েছিলো, পোল্যাণ্ডকে তা দাবি করতে বলে। এ-সময়ে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। প্রাশীয়ার অতি সাহসিক আচরণের কারণ এখানেই নিহিত। উপরন্তু, ১৭৮৯-এর ডিসেম্বরে পবিত্র রোমান সম্রাট[২] ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফের মুক্তপন্থী সংস্কারের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয় নেদারল্যাণ্ড (বেলজিয়াম) বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার ইচ্ছা ছিলো প্রাশীয়ার। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন প্রাশীয়ার এই উচ্চাভিলাষী বিদেশ নীতির

সঙ্গে যুক্ত থেকে নিরর্থক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায় নি। উপরন্তু, ব্রিটেনের আশঙ্কা ছিলো, বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হলে অস্ট্রিয় নেদারল্যাণ্ডে (বেলজিয়ামে) ফ্রান্সের আধিপত্য কায়েম হবে এবং তা ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। নিজের স্বার্থের ক্ষতি করে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা কোনোকালেই ব্রিটেনের ধাতে নেই। ফলে ইঙ্গ-প্রুশ মিত্রতার বন্ধন ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। প্রাশীয়ার সংগে দূরত্ব বাড়ার সংগে সংগে ব্রিটেন অস্ট্রিয়ার কাছাকাছি চলে আসে। ব্রিটেন ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান সৌহার্দ্যের ইঙ্গিত প্রাশীয়া বোঝে নি অথবা বুঝতে চায় নি। তাই সে ১৭৯০-এর মার্চে পোলদের সঙ্গে চুক্তি করে অস্ট্রিয়ার বোহেমিয়ান সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে। প্রত্যুত্তরে পবিত্র রোমান সম্রাট ও অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের অধিশ্বর দ্বিতীয় লিয়োপোল্ড তুরস্কের সঙ্গে একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু পোলদের সঙ্গে চুক্তি প্রাশীয়ার কোনো কাজে আসে নি; পোলরা সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে প্রাশীয়াকে তরুন ও ডদানৎসিক্ দিতে রাজি হয় নি। অতএব অস্ট্রিয়া যখন প্রাশীয়ার মোকাবিলায় প্রস্তুত, তখন প্রাশীয়া পুরোপুরি এবং বিপজ্জনকভাবে বিচ্ছিন্ন। ১৭৯০-এর ২৭শে জুলাই রাইখেনবাখে প্রাশীয়া অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি করে এবং য়োরোপীয় রাজাদের একটা বিপ্লববিরোধীজোট গঠনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে রাশিয়া বা অস্ট্রিয়ার পক্ষে ফ্রান্সে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিলো না, কারণ তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ তখনও চলছিলো। ১৭৯১-এর ৪ঠা অগস্ট অস্ট্রিয়া তুরস্কের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে। রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তির প্রাথমিক আলোচনা শেষ হয় ১১ই অগস্ট। কিন্তু পূর্ব য়োরোপে শান্তি স্থাপিত হলেও মধ্য য়োরোপে প্রবল অশান্তির সম্ভাবনা দেখা দিলো। ১৭৯১-এর শেষভাগে রুশসম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন পোল্যাণ্ডের সীমান্তে ১ লক্ষ ৩০ হাজার রুশসৈন্য সমাবেশ করেন। ক্যাথরিনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। গোটা পোলাণ্ডই তিনি গিলে ফেলতে চেয়েছিলেন, একান্তই তা না পারলে অস্ট্রিয়া ও প্রাশীয়াকে কিছু ভাগ দিতে গররাজী ছিলেন না। বিপ্লববিরোধী একটি রাজতন্ত্রী জোট গঠনেও রুশসম্রাজ্ঞীর উৎসাহের অভাব ছিলো না। উৎসাহ স্বাভাবিক, কারণ তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখার এর চেয়ে ভাল উপায় আর কি হতে পারে? প্রাশীয়া ও অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পোল্যাণ্ড একাই হজম করতে পারবেন তিনি। অন্যদিকে প্রাশীয়া ও অস্ট্রিয়া যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইতস্তত করছিলো, তার

কারণও এই পোল্যাণ্ড। ফ্রান্সের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পোল্যাণ্ডকে রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে চায় নি তারা। স্পষ্টতই ১৭৯১-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত মধ্য-য়োরোপীয় রাজন্যবর্গের কাছে ফরাসী বিপ্লবের সমস্যা প্রধান হয়ে দেখা দেয় নি। বিপ্লবের আদিপর্বে য়োরোপীয় রাজন্যবর্গের বিপ্লববিরোধী জেহাদ ঘোষণার উৎসাহ ছিলো না। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় বুর্বঁ ফ্রান্সের নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকাটা অন্যান্য রাজাদের কাছে খুব অবাঞ্ছিত ছিলো না। বরং তাতে পূর্ব য়োরোপে তাঁদের জমি কাড়াকাড়ির খেলা বেশ জমে উঠেছিলো। পরে যখন ফরাসী বিপ্লব এক অত্যন্ত বাস্তব, দুর্দমনীয় শক্তি হিসাবে দেখা দেয়, তখনও য়োরোপীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি কমে নি। তাতে ফরাসীবাহিনীর বিজয়ের পথই প্রশস্ত হয়।

রাইখেনবাখের কনভেনশনের সময় থেকে প্রাশীয়া বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে সক্রিয় হওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছিলো অস্ট্রিয়াকে। প্রাশীয়ার উদ্দেশ্য ছিলো : প্রথমত, সামরিক হস্তক্ষেপের দ্বারা বিপ্লব যাতে ভ্রূণেই বিনষ্ট হয় তার ব্যবস্থা করা ; দ্বিতীয়ত, এই সুযোগে পশ্চিময়োরোপে কিছু রাজ্যাংশ গ্রাস করা। অস্ট্রিয়া এই পরামর্শে কান দেয় নি। পোল্যাণ্ডের সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিময়োরোপে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া সমীচীন মনে করেন নি দ্বিতীয় লিয়োপোল্ড। তিনি নিশ্চিত জানতেন, রুশসম্রাজ্ঞী বেশিদিন ভোজের সামনে বসে নিশ্চিন্তভাবে মুখ মুছবেন না। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না, কারণ মারি আঁতোয়ানেৎ তাঁর বোন, ষোড়শ লুই ভগ্নীপতি। এঁদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি তাঁর মনে কাঁটার মতো বিঁধেছিলো। সুতরাং যখন তিনি শুনলেন যে, রাজদম্পতি ফ্রান্স থেকে পলায়নের চেষ্টা করছেন (ভারেনে পলায়ন, ১৭ই জুন, ১৭৯১) তখন তাঁর পক্ষে কিছু না করে বসে থাকা আরো কঠিন হয়ে পড়লো। ২৭শে অগস্ট দ্বিতীয় লিয়োপোল্ড ও প্রাশীয়ার রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়াম যে যুক্ত বিবৃতি দেন তাই পিলনিট্‌ৎসের ঘোষণা নামে বিখ্যাত। এই বিবৃতিতে এঁরা বলেন যে য়োরোপের অন্যান্য রাজারা যোগ দিলে অস্ট্রিয়া ও প্রাশীয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে যুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর যে বিধানসভা নির্বাচিত হয়, তার অধিবেশন আরম্ভ হয় ১৭৯১-এর ১লা অক্টোবর। নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের চরমপন্থীপ্রবণতা ছিলো। সুতরাং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে লাগলো ; আর্থিক সংকটও তীব্রতর হচ্ছিলো ; ভঁদেতে

দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিলো অগস্টে এবং স্থানে স্থানে কৃষক-বিদ্রোহ চলছিলো।

এই অবস্থায় পিলনিটৎসের ঘোষণার ফল হলো বিপরীত। এই ঘোষণায় য়োরোপীয় রাজাদের একত্রিত হয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়েছিলো। 'একত্রিত' শব্দটিই এই ঘোষণার চাবিকাঠি। ১৭৯১-এর অগস্টে য়োরোপীয় নৃপতিদের ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে যুদ্ধ করার প্রশ্নই ছিলো না; তাদের মধ্যে স্বার্থের গভীর সংঘাত ছিলো। তথাপি পিলনিটৎসের ঘোষণায় 'একত্রিত' শব্দটি বেশ ভেবেচিন্তেই ব্যবহার করা হয়েছিলো অর্থাৎ সমস্ত নৃপতি একত্রিত হলেই হস্তক্ষেপের প্রশ্ন উঠবে, নচেৎ নয়। পিলনিটৎসের ঘোষণার আসল উদ্দেশ্য ফ্রান্সের বিপ্লবীদের ভয় দেখানো, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়।

বিপ্লবীরা ভয় পেল না বরং তাঁদের ধমনীর উষ্ণ রক্তস্রোত আরো দ্রুতবেগে বইতে লাগল। এই ঘোষণায় মধ্যপন্থীফইয়াঁগোষ্ঠীর অবস্থা অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। য়োরোপীয় নৃপতিদের যুদ্ধঘোষণার জন্যে অপেক্ষা না করে, ফ্রান্সই আগে যুদ্ধ ঘোষণা করুক, চরমপন্থীরা এই দাবী তুললো। ১৭৯১-এর ডিসেম্বরে ফরাসী সরকার ট্রিয়েরের[৩] নির্বাচক ক্লেমেণ্ট হ্বেনসেস্‌লাস্‌কে তাঁর দেশাভ্যন্তরস্থ দেশত্যাগীদের সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়ার দাবি জানায়। প্রত্যুত্তরে লিয়োপোল্ড জানান যে, প্রয়োজন হলে তিনি ট্রিয়েরের নির্বাচককে আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন। ১৭৯২-এর মার্চে লিয়োপোল্ডের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম ফ্রান্সিস্‌কে মারি আতোঁয়ানেৎ খবর পাঠান যে, ইদানীং যে জিরঁদ্যা মন্ত্রিসভা ষোড়শ লুই নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন, সেই মন্ত্রিসভা অস্ট্রিয় নেদারল্যাণ্ড আক্রমণে উদ্যত হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রাশীয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিলো: রাশিয়া পোল্যাণ্ডে সেনা পাঠালে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ফ্রান্সে সেনাবিন্যাস কিভাবে হবে—এই ব্যাপারে এই দুই রাষ্ট্র একমত হতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই রাষ্ট্র বিভিন্ন য়োরোপীয় রাষ্ট্রের কাছে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে ব্যবস্থা অবলম্বনের একটা বিজ্ঞপ্তি পাঠায়।

নতুন জিরঁদ্যা মন্ত্রিসভা ও অন্যান্য গোষ্ঠী যুদ্ধ চেয়েছিলো, কিন্তু একই কারণে নয়। জিরঁদ্যাদের আশা ছিলো—যুদ্ধ বিপ্লবকে রক্ষা করবে, সম্পূর্ণ করবে, দেশত্যাগীদের সঙ্গে রাজা ও রানীর দেশদ্রোহী-সম্পর্ক উদ্‌ঘাটিত করে এদের ভণ্ডামির মুখোস ছিঁড়ে ফেলবে। লাফাইয়েৎ ও তাঁর অনুগামীরা

ভেবেছিলেন যুদ্ধ অভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে জনতার দৃষ্টি অন্যত্র ফেরাবে এবং পরিণামে সংবিধানিক রাজতন্ত্র শক্তিশালী হবে। ব্রিসর নেতৃত্বে জিরঁদ্যা গোষ্ঠী জাকব্যাঁদের সমর্থনও পেয়েছিলো; জাকব্যাঁ ক্লাব রোবসপিয়ের ও তাঁর অনুগামী চরম বামপন্থীদের যুদ্ধ বিরোধিতা সমর্থন করে নি।

যুদ্ধঘোষণা

২০শে এপ্রিল, (১৭৯২) অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হয়। এক মাস পরে সার্দিনিয়ার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কারণ, সার্দিনিয়া অস্ট্রিয়া-প্রাশীয়ার ১২ই এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তির সম্মতিসূচক উত্তর দিয়েছিল। ফরাসী বিদেশমন্ত্রী দ্যুমুরিয়ে লাফাইয়েৎ ও কঁৎ দ্য নারবনের মতো একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের কথাই ভেবেছিলেন। এই যুদ্ধ রাইনের উত্তরাংশে এবং (স্পেন যুদ্ধে যোগ দিলে) পীরিনীজে আত্মরক্ষামূলক হবে, কিন্তু স্যাভয় ও বেলজিয়ামে যুদ্ধ হবে আক্রমণাত্মক। প্রত্যাবৃত বিজয়ী বাহিনী ফ্রান্সে একটি সুস্থিত গণতান্ত্রিক কাঠামোয় রাজার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করবে। এ-সময়ে এই জাতীয় ধারণা বিস্ময়কর তাতে সন্দেহ নেই। জাতির জীবনে ক্রমবর্ধমান আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সংকট এই সব নেতাদের চোখে পড়ে নি; যে-সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করবে, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে, তার সাংগঠনিক দুর্বলতাও তারা আমল দেয় নি; সর্বোপরি, সৈনিকদের সেই মুহূর্তের মানসিকতার কথা—তাদের দ্বিধা, তাদের পারস্পরিক সন্দেহ তাদের ওপর নিয়তপরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির গভীর প্রতিক্রিয়ার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন। যুদ্ধ ঘোষণার সময় এরা ভেবে নিয়েছিলো যে পুরনো বুর্বঁ সেনার শক্তি তখনও অবিকৃত। কি করে এরা তা ভাবতে পেরেছিলো, বোঝা কঠিন। এদের সীমাহীন আত্মপ্রবঞ্চনার ক্ষমতা ছিলো সন্দেহ নেই।

যুদ্ধ রাজাকে পরিত্রাণ করে নি; রাজতন্ত্রের পতন অনিবার্য করেছিলো। ১৩ই জুন ষোড়শ লুই জিরঁদ্যা মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে মধ্যপন্থী ফইয়াঁদের নিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এক সপ্তাহ পরে তুইলেরিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় জিরঁদ্যা মন্ত্রিসভা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে। জিরঁদ্যা-সমালোচনায় বিব্রত ফইয়াঁ মন্ত্রিসভা ১০ই জুলাই পদত্যাগ করে। জুলাইর দ্বিতীয়ার্ধে জাকব্যাঁ প্রজাতন্ত্রী আন্দোলন দ্রুত পারী থেকে প্রদেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে।

২৭শে জুলাই মিত্রপক্ষীয়বাহিনীর সেনাপতি ব্রুনসহ্বিকের ডিউক চার্লস উইলিয়াম ফার্ডিনাণ্ড (Charles William Ferdinand, Duke of Brunswick) তার বিখ্যাত ঘোষণা (ব্রুনসহ্বিকের মেনিফেস্টো নামে খ্যাত) প্রচার করেন। এতে বলা হয়: মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য হলো ফ্রান্সে অরাজকতা দূর করা। সুতরাং ফ্রান্সে মিত্রপক্ষীয়বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দিলে জাতীয় রক্ষিবাহিনীসহ সমস্ত বেসামরিকবাহিনীকে হত্যা করা হবে। পারীকে নির্দেশ দেওয়া হয় রাজার কাছে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে। নয়তো পারীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এমন স্মরণীয় প্রতিশোধ নেওয়া হবে, যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। পিলনিটৎসের ঘোষণার মতো এই ঘোষণার উদ্দেশ্যও ভয় দেখানো।

পারী ভয় পায় নি; পারীর প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা এতে দৃঢ়তর হয়। তাছাড়া এই ঘোষণা থেকে রাজার সঙ্গে মিত্রশক্তির যোগসাজসও অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ঘোষণার ফল ১০ই অগস্টের বিস্ফোরণ। ওই দিন পারীর জনতা রাজার সুইস দেহরক্ষিবাহিনীকে হত্যা করে তুইলেরির প্রাসাদ লুণ্ঠন করে। পারীর বিপ্লবী কমিউন পুরসভার সব ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেয়। বিপ্লবী কমিউনকে স্বীকার না করে বিধানসভার উপায় ছিলো না। অতএব বিধানসভাকে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হলো এবং একটি আত্মঘাতী প্রস্তাবও নিতে হলো। এই প্রস্তাবে বলা হলো যে, সকল প্রাপ্তবয়স্কপুরুষের ভোটে নির্বাচিত একটি জাতীয় সভা—কঁভঁসিয়ঁ—একটি নতুন সংবিধান রচনা করবে। এ-সময় লাফাইয়েৎ উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সকে পারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে চেয়েছিলেন; অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন পারীকে দমনের উদ্দেশ্যে। তিনি তা পারেন নি। এরপর বিপ্লবী রঙ্গমঞ্চ থেকে লাফাইয়েৎ নিষ্ক্রান্ত হন। ১৯শে অগস্ট দেশত্যাগী হন তিনি। আলেক্সাঁদর দ্য লামেত ও অনেক সামরিক অফিসার তাঁর অনুগামী হন। ভ্যর্সেই থেকে রাজাকে নিয়ে আসার পর অনেক পথ অতিক্রম করেছেন লাফাইয়েৎ; স্যান দিয়েও অনেক জল বয়ে গেছে। যে বিপ্লবী ঘূর্ণী উঠেছে, তাকে আত্মস্থ করে বিপ্লবের একজন হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না; সম্ভব ছিলো না তাঁর অপটু হাতে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির জট-ছাড়ানো। শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক পরিপক্কতার অভাব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ১০ই অগস্টের দ্বিতীয় বিপ্লবের পর তিনি এই অভ্যুত্থিত নতুন ফ্রান্সে নিজের কোনো ভূমিকা

খুঁজে পান নি। সুতরাং জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থিত লাফাইয়েতের দৃপ্ত অশ্বারোহী মূর্তি এক মলিন দেশত্যাগীতে রূপান্তরিত হয়।

দুদিন পরে ভঁদের কৃষকদের পারীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। ১০ই অগস্টের দ্বিতীয় বিপ্লবের ফলে বিধানসভার হাত থেকে সব প্রশাসনিক ক্ষমতা চলে যায়। আসলে এখন থেকে বিধানসভার কোন অস্তিত্ব রইলো না, বিধানসভা বিপ্লবী কমিউনের বন্দী। একটি অস্থায়ী প্রশাসনিক পরিষদ গঠিত হলো যার মধ্যমণি দাঁতঁ। একমাত্র পারীতেই যে এই ব্যবস্থা হলো তা নয়; ক্ষমতার এই বহুধাবিভক্তি রাজধানী থেকে ফ্রান্সের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। সৈন্যবাহিনীতেও অনুরূপ ব্যবস্থা হলো। বিধানসভা পাঠালো ভারপ্রাপ্তপ্রতিনিধি (Représentants en mission), প্রশাসনিক পর্ষদ ও কমিউন পাঠালো কমিসার। ১০ই অগস্ট কমিউন প্রথম গ্রেপ্তার শুরু করে; সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড দিয়ে আরম্ভ হয় প্রথম সন্ত্রাস।

১৭৯২-এর অভিযান

ব্রুনসহ্বিকের আক্রমণকারীবাহিনীতে ছিলো ২৯ হাজার অস্ট্রিয় ও ৪২ হাজার প্রুশীয় সৈন্য। তাছাড়া ছিলো ৪ থেকে ৫ হাজারের দেশত্যাগীদের বাহিনী। অস্ট্রিয়বাহিনীর ২৫ হাজার সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিলো বেলজিয়ামে, ১৬ হাজার রাইনে। এই বাহিনী যথেষ্ট ছিলো না। কারণ, এই বাহিনীকে যুগপৎ বেলজিয়ামকে ফরাসী আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে এবং পারী অধিকার করতে হবে। ফরাসীবাহিনী সংখ্যায় অনেক বেশি। কিন্তু সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও ফরাসীবাহিনীর বিশৃঙ্খল অবস্থা ও ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অরাজকতার কথা মনে রাখলে মিত্রপক্ষীয়-বাহিনীর পক্ষে জয়লাভ অসম্ভব ছিলো না। ফরাসীবাহিনী সংখ্যায় ৮২ হাজার, কিন্তু এই বাহিনীর দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালানোর মতো অবস্থা ছিলো না। সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের অর্ধেক ইতমধ্যেই দেশত্যাগী হওয়ায় সৈনিকদের মনোবল ভেঙে পড়ছিলো। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো, সেনাদলে ক্রমশ ভাঙন বাড়বে। বিপ্লব যতো অগ্রসর হবে, ততো দেশের আভ্যন্তরীণ বিভেদও গভীরতর হবে। পারস্পরিক সন্দেহ, অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলতা বাড়বে।

নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ছাড়াও ১৭৯২-এর ১১ই জুলাই-এর পর স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর ব্রিগেড গড়ে তোলা হয়েছিলো। কিন্তু এই বাহিনী গঠিত হয়েছিলো এক একটি বিশেষ অভিযানের জন্যে। সাধারণ সৈনিক

অপেক্ষা এদের বেতন বেশি ছিলো। বিপ্লবী আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নিজেদের অফিসারদের নির্বাচিত করতো। কিন্তু এদের না ছিলো সামরিক শিক্ষা, না ছিলো সামরিক সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, না ছিলো কোনো শৃঙ্খলাবোধ। যুদ্ধক্ষেত্রে এদের উপস্থিতি সাধারণ সৈনিকদের মনোবল আরো ভেঙে দিয়েছিলো কারণ শত্রুর গুলিগোলার মধ্যে এই সব রংরুটেরা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারতো না, পালাতো। ১৭৯২-এর যুদ্ধে মিত্রপক্ষীয়বাহিনী যে জয়ী হতে পারে নি, তার জন্যে এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী কোনো কৃতিত্বই দাবি করতে পারে না। মিত্রপক্ষীয়বাহিনীর রণনীতির ত্রুটি ও বিপ্লবীরা উত্তরাধিকার সূত্রে বুর্বঁ রাজতন্ত্রের যে-বাহিনী পেয়েছিলো, তার পরাক্রম এই পরাজয়ের মূলে।

১৭৯২-এর মিত্রপক্ষীয় অভিযানের ব্যর্থতায় বিস্ময়ের কিছু নেই। যা বিস্ময়কর তা হলো এই যে, যখন অস্ট্রিয়বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা ২ লক্ষ ২৩ হাজার এবং প্রুশীয়বাহিনীর ১ লক্ষ ৩১ হাজার তখন ব্রুনসহ্বিকের অভিযাত্রীবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিলো মাত্র ৭১ হাজার। তার কারণ, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ এবং পোল্যাণ্ড সম্পর্কে রাশিয়ার আগ্রাসী আচরণ। ১৭৯২-এর ১৯শে মে রাশিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে এই জুলাইর শেষাশেষি প্রায় গোটা দেশ অধিকার করে নেয়। ব্রুনসহ্বিকের বাহিনী বলেন্‌ৎস থেকে আক্রমণ শুরু করে এই ঘটনার পর। কিন্তু এই বাহিনীর পরিচালকদের মধ্যে যুদ্ধপরিচালনা সম্পর্কে কোনো ঐকমত্য ছিলো না। ব্রুনসহ্বিকের রণনীতি ছিলো অতি সতর্ক : পর পর মেউজের দুর্গসমূহ অধিকার করে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা ছিলো তাঁর। তিনি স্থির করেছিলেন পারী অভিমুখে যাবেন আগামী বসন্তে। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা এবং হোহেনলোহের (Fredrich Withelm von Hohenloher Kirchberg) ধারণা ছিলো যে এত আঁটঘাট বেঁধে অগ্রসর হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সোজা পারীর দিকে অগ্রসর হলে গ্রীষ্মকালের শেষভাগে পারী পৌঁছে পাওয়া যাবে। কারণ, পারীর পথ আগলাবার মত শক্তি ফরাসীবাহিনীর নেই।

১৯শে অগস্ট মিত্রপক্ষীয়বাহিনী ফরাসী সীমান্ত অতিক্রম করে; ২৩শে অগস্ট লংগই, ২রা সেপ্টেম্বর ভর্দ্যাঁ দখল করে; মেউজ পার হয়ে আরগন মালভূমিতে পৌঁছোয় ৮ই সেপ্টেম্বর। ক্লেরফাইটের (Clerfayt) নেতৃত্বে এই বাহিনীর দক্ষিণপক্ষ সেদাঁর ফরাসীবাহিনীর ওপর লক্ষ্য রাখলো; বামপক্ষ রইলো ভালমির কয়েক মাইল দূরে ভর্দ্যাঁ-শালঁর সড়কে। সেদাঁর

ফরাসীবাহিনী সীমান্ত থেকে সরে আসছিলো। ২৮শে অগস্ট দ্যুমুরিয়ে এই বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সোজা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে ক্লেরফাইটের রণাঙ্গন অতিক্রম করে যান (১—৩ সেপ্টেম্বর)। ১৩ই সেপ্টেম্বর তিনি ক্লেরফাইটের একটি বিবর্তী সঞ্চালন (Turning movement) এড়িয়ে ভাল্‌মির পূর্বে সেঁত মেনেউলে (Ste Menehould) পৌঁছোন। এখানে দ্যুমুরিয়ের ২৩ হাজার সৈন্যের সঙ্গে উত্তর থেকে মার্কি দ্য বেউর্নঁভিল (Beurnonville) ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে এসে যোগ দেন। মিত্রপক্ষীয়বাহিনীর কেন্দ্র যাতে দক্ষিণ-পশ্চিমে সৈন্য সঞ্চালন করে ফরাসীবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করতে না পারে, সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন দ্যুমুরিয়ে। এই সময় কেলেরমান (Kellermann) মেজের ফরাসীবাহিনী থেকে ১৮ হাজার ফরাসী সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হন এবং মিত্রপক্ষের বাম পক্ষের (Left wing) বিরুদ্ধে পশ্চিমমুখী সৈন্যসমাবেশ করেন।

২০শে সেপ্টেম্বর ভাল্‌মিতে যে নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ হয় তা দীর্ঘস্থায়ী কামানের গোলাবর্ষণের বেশি কিছু নয়; এই যুদ্ধে ৪০ হাজার রাউণ্ড গোলা বর্ষিত হয়েছিলো। প্রুশীয় পদাতিকবাহিনীর আক্রমণ ফরাসীদের টলাতে পারে নি। ব্রুনসহ্বিক তার সেনাভাগের মধ্যে ইতস্ততভাব দেখে পশ্চাদপসরণের আদেশ দেন। ভাল্‌মিতে ৩৪ হাজার প্রুশীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলো ৫২ হাজার ফরাসী সৈন্য। তার মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলো ৩৬ হাজার। হতাহতের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৫০০-রও কম। দ্যুমুরিয়ের সেনার দৃপ্ত প্রতিরোধ এবং আর্টিলারির নিপুণ ব্যবহারের মধ্যে প্রুশীয়বাহিনীর ব্যর্থতার কারণ নিহিত। এই সাফল্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বলেই এর নৈতিক গুরুত্ব অসাধারণ। ভাল্‌মি বিপ্লবের প্রথম সামরিক বিজয় এবং এই বিজয়ের ফলে বিপ্লব নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার সময় পেলো। আমাশয়ের আক্রমণে ব্রুনসহ্বিকের বাহিনীতে যুদ্ধক্ষম সৈনিকের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিলো ১৭ হাজারে। অতএব দ্যুমুরিয়ের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করে পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিলো না এই বাহিনীর।

ব্রুনসহ্বিকের বাহিনী মেউজে ফিরে যাওয়ায় দ্যুমুরিয়ের পক্ষে উত্তরের রণাঙ্গণে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হলো। নেদারল্যাণ্ডের অস্ট্রিয়বাহিনী লিলে অগ্রসর হতে গিয়ে বাধা পায়। সুতরাং অক্টোবরের প্রথম দিকে মঁর (Mons) দিকে ফিরে আসে। ৬ই নভেম্বর জেমাপ্পের (Jemappes) যুদ্ধে দ্যুমুরিয়ের

বাহিনীর বিপুল সংখ্যাধিক্য অস্ট্রিয়বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে বিরাট সাফল্য নিয়ে আসে। ফরাসীবাহিনী সামরিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাবিহীন। এই বাহিনী নিয়ে কুশলী সৈন্যসঞ্চালন সম্ভব ছিলো না। সুতরাং বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়াই একমাত্র সম্ভাব্য রণকৌশল ছিলো। জেমাপ্পেতে তাই ঘটেছিলো। প্রথম দিকের বিপ্লবী যুদ্ধের আদর্শ জেমাপ্পের যুদ্ধ। সামরিক শিক্ষা, নিয়মশৃঙ্খলা ও সংগঠনের অভাব পূর্ণ করে দেয় সংখ্যাধিক্য ও দুর্বার বিপ্লবী আবেগ। এরপর ফরাসীবাহিনী বেলজিয়াম জয় করে জর্মনীতে প্রবেশ করে এবং আখেন (Aachen) অধিকার করে।

ইতিমধ্যে ফিলিপ দ্য কুস্তিনের (Philippe de Custine) নেতৃত্বাধীন রাইনের ফরাসীবাহিনীও যুদ্ধে জিতছিলো। উত্তরে পালাটিনেট পেরিয়ে এই বাহিনী স্পেইয়ের (Speyer), ভোরম্স্ (Worms) ও মেইনৎস (Mainz) দখল করে। তারপর পূবদিকে ঘুরে ফ্রাংকফুর্ট জয় করে। সেপ্টেম্বরে স্যাভয়ে মার্কি দ্য মঁতেস্কিয়োর (A. P. de Montesqieu-Fezensac) বাহিনীর এবং নীসে জাক্ দাঁসেল্মের (Jacques d'Anselme) বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখে সার্দিনিয়ার প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে।

প্রথম কোয়ালিশন ও জাকর্বাঁ্যা শাসন

১৭৯২-এর এই বিজয় স্থায়ী হয় নি। কঁভঁসিয়ঁর চরমপন্থীরা ১৭৯২-এর বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে আক্রমণাত্মক রণনীতি অনুসরণ করতে চাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত তাদেরই জয় হয়। ১৭৯২-এর ১৬ই নভেম্বর শেলড্ট্ নদী সব দেশের নৌ-চলাচলের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয় কঁভঁসিয়ঁ। এই নির্দেশ ব্রিটেনকে শত্রুতে পরিণত করে, কারণ এতে ১৭৮৫তে অস্ট্রিয়া ব্রিটেনকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তা ভঙ্গ করা হয়। এর পর য়োরোপের মানুষ তাদের নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে ফ্রান্স বিদ্রোহীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। ডিসেম্বরে কঁভঁসিয়ঁ ফরাসী-অধিকৃত রাজ্যে বৈপ্লবিক সামাজিকসংস্কার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। উপরন্তু, ভাল্মি ও জেমাপ্পের বিজয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্রান্সে 'প্রাকৃতিক' সীমান্তের (অর্থাৎ রাইন, আল্পস্ ও পিরিনীজ পর্যন্ত সীমান্তের বিস্তার) দাবি উচ্চারিত হতে থাকে। অবশ্য 'প্রাকৃতিক' অথবা বৈজ্ঞানিক সীমান্তের ধারণা নতুন নয়; চতুর্দশ লুইর আমলে ভোবাঁর (Vauban) স্মারকপত্রে এই ধারণার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এমনকি জুলিয়াস সীজারের

আমলেও এই জাতীয় ধারণা অভাবনীয় ছিলো না। ফরাসীবাহিনীর দ্বারা অধিকৃত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই নীস, স্যাভয় ও রাইনল্যাণ্ডের কিছু অধিবাসী ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সংস্কার চায়। ১৭৯২-এর ২৭শে নভেম্বর স্যাভয় ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্ত হয়, নীস অন্তর্ভুক্ত হয় ১৭৯৩-এর ৩১শে জানুআরি। বেলজিয়ামের অন্তর্ভুক্তি তার পর। ১৭ই মার্চ রাইনল্যাণ্ড ফ্রান্সের অঙ্গীভূত হয়। বাসেলের (Basel) একটি বিশপরিক* ফ্রান্সের একটি দ্যপার্তমঁ-এ পরিণত হয় ২৩শে মার্চ।

ফ্রান্সের এই প্ররোচনামূলক নীতি ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে। ১৭৮৮ থেকে ইংলণ্ড হল্যাণ্ডের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ। অতএব হল্যাণ্ড অর্থাৎ সংযুক্তপ্রদেশ সম্পর্কে ফ্রান্সের মনোভাব ব্রিটেনকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। তাছাড়া ফরাসীবাহিনীর বিজয়ও ব্রিটেনের আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী গ্রেনভিল ফরাসী রাষ্ট্রদূত এফ. বি. দ্য শোভেলাঁ্যার (F. B. de Chauvelin) কাছে কঁভঁসিয়ঁর ১৬ই ও ১৯শে নভেম্বরের নির্দেশের প্রতিবাদ জানান। ২৪শে জানুআরি শোভেলাঁ্যাকে তাঁর পাসপোর্ট দিয়ে দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পরে কঁভঁসিয়ঁ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৭ই মার্চ ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। স্বল্পকালের মধ্যে সুইৎসারল্যাণ্ড ও স্কানডিনেভিয়া ছাড়া গোটা য়োরোপের সঙ্গে ফ্রান্সের একক সংগ্রাম শুরু হয়।

ফ্রান্সবিরোধী য়োরোপীয় কোয়ালিশন প্রথম দিকে সাফল্য অর্জন করেছিলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কোয়ালিশনের বাহিনীর অগ্রগতিকে পশ্চাদপসরণে রূপান্তরিত করে। ব্রিটেন কোয়ালিশনের প্রধান স্তম্ভ। বিভিন্ন য়োরোপীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা চুক্তি করে কোয়ালিশনকে গড়ে তোলে ব্রিটেন। রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা চুক্তি হয় ১৭৯৩-এর ২৫শে মার্চ; সার্দিনিয়ার সঙ্গে ২৫শে এপ্রিল; স্পেনের সঙ্গে ২৫শে মে; নেপল্‌সের সঙ্গে ১২ই জুলাই; প্রাশিয়ার সঙ্গে ১৪ই জুলাই; অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ৩০শে অগস্ট এবং পর্তুগালের সঙ্গে ২৬শে সেপ্টেম্বর। এই সব রাষ্ট্র একত্র মিলিত হয়ে একটি সাধারণ চুক্তির দ্বারা এই কোয়ালিশন গড়ে তোলে নি, এর কোনো সাধারণ যুদ্ধ-লক্ষ্য ছিলো না, ঐক্যবদ্ধ কমাণ্ডও ছিলো না। সুপরিকল্পিত রণনীতির অভাব ছিলো। উপরন্তু, পোল্যাণ্ডে এবং ঔপনিবেশিক ও নৌযুদ্ধে কোয়ালিশনী বাহিনীকে

* বিশপের অধিকারভুক্ত অঞ্চল

ছড়িয়ে, ছিটিয়ে রাখায় কোয়ালিশনের আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পায়। ভাল্‌মি ও জেমাপ্পের পরাজয়ের ফলে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার ঐক্যে চিড় ধরে। ১৭৯৩-এর জানুয়ারীতে প্রাশিয়া রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় বার পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বাঁটোয়ারায় অংশ গ্রহণ করে; এই বাঁটোয়ারায় অস্ট্রিয়ার ভাগ্যে ছিঁটেফোঁটাও জোটে নি। বলা বাহুল্য, এতে অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার সংপ্রীতি বাড়ে নি।

প্রথম কোয়ালিশনের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে ফরাসীবাহিনীর বিপজ্জনক সংখ্যাল্পতা ছিল। সুতরাং ফরাসীবাহিনীর সংখ্যা বাড়াবার জন্যে ফেব্রুআরিতে ৩ লক্ষ রংরুটকে সৈন্যবাহিনীতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। মার্চ মাসের মধ্যে এই সিদ্ধান্তকে মোটামুটি কার্যে পরিণত করা হলো আশি জন ভারপ্রাপ্তপ্রতিনিধির* তৎপরতায়। জুলাইয়ে ফরাসীবাহিনীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজারে। এই বাহিনী নিয়েই ফ্রান্স ১৭৯৩-এর অভিযান চালায়। ২৩শে অগস্টের লেভে অঁ্যা মাস নির্দেশের বলে যে নতুন বাহিনী গড়ে তোলা হয়, সেই বাহিনী ১৭৯৩-এর অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে পারে নি। কারণ, এই বাহিনীকে রণসাজে সজ্জিত করা ১৭৯৩-এর মধ্যে সম্ভব হয় নি। নিয়মিত সেনা ও বিপ্লবী বাহিনীর মধ্যে মিশ্রণের আদেশ দেওয়া হয় ১৭৯৩-এর ফেব্রুআরিতে কিন্তু ১৭৯৩-এর বসন্তকালের আগে এই আদেশ কার্যকর হয় নি।

বস্তুত, জাকব্যাঁ সরকার গঠিত না হলে ১৭৯৩-এর বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ফ্রান্সের সামরিক বিপর্যয় অবধারিত ছিলো। ১৭৯৩-এর জানুআরিতে কঁভঁসিয়ঁ ষোড়শ লুইর মৃত্যুদণ্ড দেয়; ৬ই এপ্রিল গঠিত হয় জাকব্যাঁ প্রভাবিত গণনিরাপত্তা কমিটি। প্রথম দিকে এই কমিটির প্রধান কাজ ছিলো মুমূর্ষু ও হতমান জিরঁদ্যাঁ মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণ। জিরঁদ্যাঁদের পতন হয় ২রা জুন। কিন্তু তার আগেই কঁভঁসিয়ঁ ও ভারপ্রাপ্তপ্রতিনিধিদের ওপর গণনিরাপত্তা কমিটি স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেছিলো। প্রত্যেক ফৌজে ভারপ্রাপ্তপ্রতিনিধিদের পাঠানো হচ্ছিলো কেননা ফৌজের ওপর গণনিরাপত্তা কমিটির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা আবশ্যিক ছিলো। ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে ভারপ্রাপ্তপ্রতিনিধিরা একটি স্থানীয় লেভে অঁ্যা মাস-এর আদেশ দেন। দশ দিন পরে গণনিরাপত্তা কমিটিতে সামরিকবিষয়ের ভারপ্রাপ্ত লাজার কার্নো সাধারণ লেভে অঁ্যা মাস-এর প্রস্তাব করেন। এই নির্দেশ-

* Représentants en mission

নামার খসড়া প্রস্তুত হয় ২৩শে অগস্ট। এই নির্দেশনামার ১নং ধারা স্মরণীয়: এই মুহূর্ত থেকে যতোদিন প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ড থেকে আমাদের শত্রুরা বিতাড়িত না হচ্ছে, ততোদিন প্রত্যেক ফরাসী নাগরিক স্থায়ীভাবে সৈন্যবাহিনীতে কাজের জন্যে অধিগৃহীত হলো।

এই নির্দেশনামায় সরকারের নিদারুণ সংকটের ছবি ফুটে উঠেছে। আর্থনীতিক সংকট সমাধানের কোনো উপায় ছিলো না; ঋণ সংগ্রহ করাও অসম্ভব কারণ সরকারের ঋণ পরিশোধের অযোগ্যতা। ১৭৯৩-এর ২৭শে জুন বুর্স (Bourse) (শেয়ার বাজার) বন্ধ হয়ে যায়। জবরদস্তি ঋণ আদায় করা হতে থাকে। অক্টোবর ও ডিসেম্বরের মধ্যে সব বিদেশী বাণিজ্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

১৭৯৩-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর আইনের দ্বারা সন্ত্রাসের শাসনের সূচনা হয়। রানীকে গিলোতিনে পাঠানো হয় ১৬ই অক্টোবর। পক্ষকাল পরে জিরঁদ্যাঁ নেতৃবর্গের বিচার হয় এবং তারাও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নভেম্বরে সংবিধানের পরিবর্তন দ্বারা ক্ষমতার সম্পূর্ণ কেন্দ্রীকরণ হয়। নতুন সৈন্যবাহিনী সংগঠন করে বিদেশী আক্রমণের প্রতিরোধ জাকবঁ্যা শাসনের অনন্যসাধারণ কীর্তি। জাকবঁ্যা শাসনই ফরাসীবাহিনীকে আধুনিক কালের সর্বপ্রথম জাতীয়বাহিনীতে পরিণত করে। তাছাড়া, সৈন্যবাহিনীকে ডিভিশনে বিভক্ত করে সংগঠিত করার ফলে ১৭৯৪-এ প্রত্যেক ডিভিশন ৮ থেকে ৯ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত হয়েছিলো। এখন থেকে গোটা দেশের সৈন্যবাহিনী এক বিশাল সৈন্যসমষ্টির ঋজু সংগঠন মাত্র নয়, বহু ডিভিশনের সমষ্টি। এখন থেকে প্রত্যেক ডিভিশন আলাদাভাবে স্বাধীন ও কুশলী সেনাসঞ্চালন করতে পারবে।

১৭৯৩-এর অভিযান

প্রাশিয়া বুঝতে পেরেছিলো যে, ফরাসীবাহিনী উত্তর রণাঙ্গনে জর্মনীতে অগ্রসর না হয়ে, হল্যাণ্ড আক্রমণ করবে। সুতরাং ১৭৯৩-এর ফেব্রুআরিতে প্রাশিয়া হল্যাণ্ডে কিছু অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়েছিলো। ইংলণ্ডও ডিউক অব্ ইয়র্কের নেতৃত্বে একটি ছোটোসেনা পাঠায়। ইতিমধ্যে দ্যুমুরিয়ে তাঁর আক্রমণ আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারেন নি। তিনি তাড়াতাড়ি বেলজিয়ামে ফিরে এলেন কোবুর্গের প্রিন্স্ জোসিয়াসের (Friedrich Josias of Saxe-Coburg-Saalfield) অস্ট্রিয়-বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্যে। লিয়্যাজের (Liége) পশ্চিমে

দি হেগ
নেদার ল্যাণ্ডস
দুঁক্যার্ক
(ডানকার্ক)
অস্ট্রীয়
এ্যান্টওয়ার্প
নেদারল্যাণ্ডস
অঁদস্কুত
ইপ্রে
কালে
বুলইঁন
লিসনদী
লুভেঁ
মেসট্রিক্ট
ব্রাসেলস
নিয়ারউইনডেন
লিয়াজ
শার্লরোয়া
নামুর
লুক্স্যাম্বুর
ভালঁসিয়েন
মবেউজ
আবেভিল
অ্যামিয়ঁ
ওয়াত্তিইঁনে
ভেদৈঁ
কঁপিয়ঁ্যান
সোয়াসঁ
পারী
মার্নে
উত্তর পূর্ব রণাঙ্গন
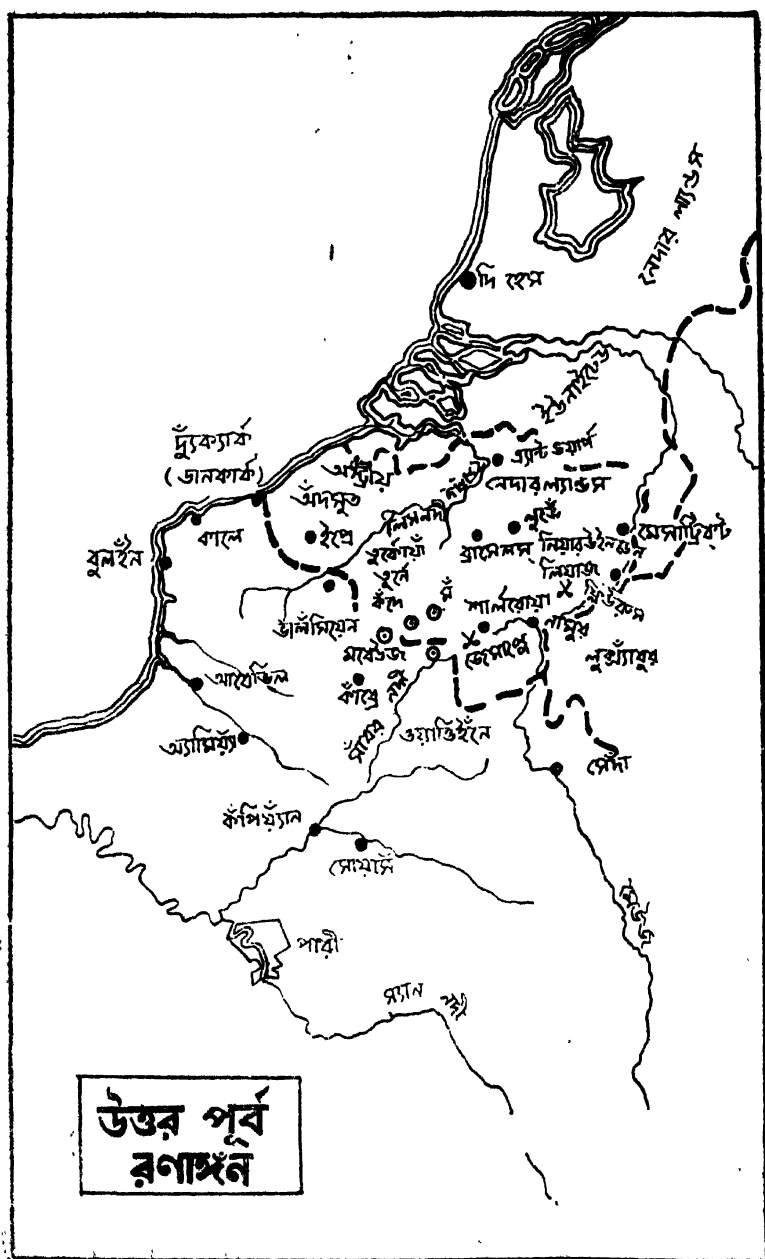
নীয়ারউইনডেনে (Neerwinden) অস্ট্রিয়বাহিনীর কাছে পরাজিত হন দ্যুমুরিয়ে (১৮ই মার্চ)। তিনদিন পর আবার পরাজিত হন লুভেঁতে (Louvain)। এরপর কোবুর্গের (Coburg) চীফ্ অব্ ষ্টাফ্ কার্ল ফন মাকের (Karl von Mack) সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তিনি : অস্ট্রিয়বাহিনী দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ড পুনরায় অধিকার করবে ; দ্যুমুরিয়ে ফরাসীবাহিনী নিয়ে পারী চলে যাবেন এবং কঁভঁসিয়ঁর পতন ঘটাবেন। কার্যত দ্যুমুরিয়ের পারী আক্রমণ করতে পারেন নি ; তাঁর দেশদ্রোহিতাকে সাধারণ সৈনিকেরা সমর্থন করে নি। অতএব নিরুপায় দ্যুমুরিয়ে চলে গেলেন অস্ট্রিয়বাহিনীর নিরাপদ আশ্রয়ে, (৫ই এপ্রিল)। অস্ট্রিয়বাহিনী এগিয়ে এলো ফরাসী এনোয় (Hainaut) (৯ই এপ্রিল) ; ভালঁসিয়েনের (Valencienes) ৫ মাইল দক্ষিণে ফামারের (Famars) সুরক্ষিত অবস্থান থেকে ফরাসীদের সরে আসতে হলো। কঁদে (Condé) ও ভালঁসিয়েন অধিকার করলো অস্ট্রিয়া। ফরাসীবাহিনীর শক্তি এরপর কেন্দ্রীকৃত হলো আর্তোয়ায় (Artois)! কিন্তু কোবুর্গ পারীর রাস্তা ধরবেন বলে কাঁব্রের (Cambrai) দিকে অগ্রসর হলেন। কাঁব্রে ও আরার (Arras) অন্তর্বর্তী মার্কিয়ঁতে (Marquion) একটি সংঘর্ষ হয় ১০ই অগস্ট। ঠিক এই মুহূর্তে উত্তর রণাঙ্গনে কোয়ালিশনের প্রধান সেনাপতি কোবুর্গের অধীনে ছিলো এক লক্ষ সৈন্য। কিন্তু এই বাহিনী নিয়েও তিনি পারীর দিকে এগিয়ে যেতে পারেন নি। কারণ, প্রুশীয়বাহিনী পূর্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ; আর ইঙ্গ-হানোভারীয় লক্ষ্য ছিলো ডানকার্কঅবরোধ। অতএব আপাতত রণক্ষেত্র সরে যায় চ্যানেল উপকূল ও লিলের (Lille) মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ৮ই সেপ্টেম্বর অন্দশুতে (Hondschoote) জঁ্যা নিকলা উশারের (Jean Nicolas Houchard) প্রবলীকৃত ফরাসীবাহিনী হানোভারীয় সেনাপতি এফ. এক্স. জে. ফ্রেটাগের (F. X. J. Freytag) বাহিনীকে পরাজিত করে। এই বিজয় অবরুদ্ধ ডানকার্কের সহায়ক হয়েছিলো। কিন্তু উশার এই বিজয়ের সুযোগ নিতে পারেন নি। অতএব কাঁব্রের উত্তরের রণাঙ্গণ থেকে কোবুর্গের পক্ষে ল্য কেনোয়া (Le Quesnoy) অধিকার করে নেওয়া কঠিন হয় নি (১২ই সেপ্টেম্বর)। ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি আরো পূবে মোবোজের অবরোধ আরম্ভ করেন। কিন্তু ওয়াত্তিইঁনির (Wattignies) ফরাসীবিজয়ের ফলে কোবুর্গকে মোবোজের অবরোধ তুলে নিতে হলো ; পারী আপাতত রক্ষা পেলো।

এদিকে পূর্ব রণাঙ্গনে ১৭৯৩-এর বসন্তকালে কুস্তিনের ৪৫ হাজারের

বাহিনীর সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। প্রুশীয়বাহিনী বাখারাখে (Bacharache) রাইন পেরিয়ে কুস্তিনের বামপক্ষকে (Left wing) পরাজিত করে। হ্বুরমজেরের (Wurmser) অস্ট্রিয়বাহিনী রাইন পার হয় স্পেইয়েরের উত্তরে এবং কুস্তিনের দক্ষিণপক্ষের (Right wing) দিকে অগ্রসর হয়। এই পরিবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে কুস্তিন তাঁর অধিকাংশ সৈন্য লাণ্ডাউয়ে (Landau) সরিয়ে নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য : আলসাস (Alsace) রক্ষা। অতএব প্রুশীয়বাহিনীর পক্ষে মেইনৎস অবরোধের পথে কোনো বাধা রইলো না। মেইনৎসের অবরুদ্ধ ফরাসীবাহিনী বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের পর আত্মসমর্পণে বাধ্য হলো (২৩শে জুলাই)। মেইনৎস অধিকার পূর্বরণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিজয়।

গোটা গ্রীষ্মকাল সারল্যাণ্ডে (Saarland) মোজেলের (Moselle) ফরাসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রুনস্‌হ্বিকের প্রুশীয়বাহিনী যথেষ্ট সক্রিয় ছিলো না। অবশ্য এই বাহিনী কিছু ছোটোখাটো সাফল্য অর্জন করেনি তা নয়; যেমন মোজেলের ফরাসীফৌজকে রাইনের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হতে দেয় নি। তাছাড়া, পিরমাসেন্‌সের (Pirmasens) যুদ্ধে জয়ীও হয়েছিলো (১৪ই সেপ্টেম্বর)। লাণ্ডাউর দক্ষিণে লৌটের (Lauter) নদীর তীরে হ্বিসেম্‌বুর্গ (Wissembourg) রেখায় রাইনের বাহিনীর বেশ শক্তিশালী অবস্থান ছিলো। ১৩ই অক্টোবর হ্বুরম্‌জের এই রেখা ছিন্ন করেন। কিন্তু ফরাসীরা আরো দক্ষিণে সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করতে পেরেছিলো, আর লাণ্ডাউও অনধিকৃত থেকে যায়। নভেম্বরে কার্‌নো পূর্ব রণাঙ্গনে নতুন সৈন্য পাঠান। রাইন ও মোজেলের বাহিনীর জন্যে দুজন নতুন সেনাপতি নিয়োগ করেন : রাইনের বাহিনীর সেনাপতি হন পিশগ্রু, মোজেলের বাহিনীর অশ (Hoche)। উভয় বাহিনীই আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে। অশ পূর্বদিক থেকে প্রুশীয়বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ চালান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো অবরুদ্ধ লাণ্ডাউকে ত্রাণ করা। কিন্তু তিনি কাইজারস্লটার্ণে (Kaiser-slautern) পরাজিত হন (২৮শে নভেম্বর)। এবার অশ ঘুরলেন দক্ষিণ-পূর্বে। লক্ষ্য ধীরগতিতে-অগ্রসরমান রাইনের বাহিনী। এই বাহিনীর সঙ্গে তিনি মিলিত হতে চেয়েছিলেন। পরস্পরের অভিমুখে অগ্রসরমান এই দুই বাহিনীর চাপে পিস্ট হওয়ার ভয়ে হ্বুরম্‌জের উত্তর দিকে সরে যান। সম্মিলিত এই দুই বাহিনীর সৈনাপত্যের ভার পড়ে অশের ওপর। অশ এবার রাইন উপত্যকা দিয়ে স্পেইয়েরের দিকে এগিয়ে যান। পথে লাণ্ডাউকে প্রুশীয় অবরোধ থেকে ত্রাণ করেন। বছর শেষ হওয়ার

আগেই হ্বুরমুজেরের প্রুশীয়বাহিনীকে রাইনের দক্ষিণ তীরে চলে যেতে হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনে ২০ হাজারের সার্দিনীয় বাহিনীকে কেলেরম্যানের আল্পসের বাহিনী আটকে রাখে। মের শেষদিকে কেলেরমানের পশ্চাতে অবস্থিত লিয়ঁ জাকব্যাঁ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সুতরাং বিদ্রোহ দমনের জন্যে আল্পসের বাহিনী থেকে সৈন্য পাঠাতে হয়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সার্দিনীয় বাহিনী: ফরাসীবাহিনীর হাত থেকে স্যাভয় ছিনিয়ে নেয়। বিদ্রোহী লিয়ঁকে বাগে আনতে জাকব্যাঁ সরকারের দুমাস সময় লেগে যায়। হেমন্তকালে ফরাসীবাহিনীর হাতে আবার স্যাভয় ফিরে আসে। মার্সেইর বিদ্রোহও লিয়ঁর বিদ্রোহের সমকালীন। মার্সেইর বিদ্রোহ দমনেও সৈন্য পাঠানো হয়েছিলো আল্পসের বাহিনী থেকে। অগস্টের শেষ দিকে এই বিদ্রোহও দমন করা হয়। কিন্তু প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আঘাত তুলঁর ঘটনা; ২৮শে অগস্ট রাজতন্ত্রীরা তুলঁকে ব্রিটিশ নৌবহরের অ্যাডমিরাল লর্ড হাওয়ের হাতে তুলে দেয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তুলঁ রাখতে পারেন নি। জাহাজ ও সৈনিকের অভাব ছিলো তাঁর; ক্যারিবিয়ানে ৭ হাজার সৈন্য পাঠাতে হয়েছিলো ব্রিটেনকে। সার্দিনীয়াও ব্রিটেনকে কোনো সাহায্য পাঠাতে পারে নি। অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে যে সেনা সার্দিনিয়ায় আসার কথা ছিলো, তা আসে নি; রাইনে হ্বুরমুজেরের কাছে গিয়েছিলো। সুতরাং দীর্ঘ অবরোধের পর প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স পুনরায় তুলঁ দখল করে (১৯শে ডিসেম্বর)। এই যুদ্ধে একজন ফরাসী অফিসার বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন: এঁর নাম নাপোলেয়ঁ বোনাপার্ত। তুলঁর যুদ্ধে ৩৪টি ফরাসী জাহাজ ধ্বংস হয়েছিলো; মিত্রপক্ষের এই একমাত্র লাভ।

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গণে পিরিনীজের পূর্বপ্রান্ত থেকে স্পেন রুসিলঁ (Roussillon) আক্রমণ করে। জেনারেল আন্তোনিও রিকার্দোস (Antonio Ricardos) একটি ৫০ হাজারের স্পেনীয়বাহিনী এবং একটি পর্তুগীজ সৈন্যদল নিয়ে ১৭৯৩-এর ১৬ই এপ্রিল সীমান্ত অতিক্রম করেন। ১৮ই এপ্রিল তিনি তেস (Tech) নদীর তীরে পৌঁছোন। কিন্তু ১৭ই জুলাই পার্পিঁয়াঁয় (Perpignan) তাঁর অগ্রগতি প্রতিহত হয়। অগস্টের প্রথমদিকে প্রাদের (Prades) দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিলফ্রাঁশ দ্য কঁফ্ল্যাঁ (Villefranche de Conflent) স্পেনীয়বাহিনীর হাতে চলে যায়। মাসের

শেষ দিকে তেত (Tet) নদীর বাম তীরে স্পেনীয়রা তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৭ই সেপ্টেম্বর ফরাসীবাহিনী ভিলফ্রঁশ (Villefranche) পুনরায় অধিকার করে। ফলে স্পেনীয়দের অগ্রগতি বন্ধ হয়। পিরিনীজের পশ্চিম প্রান্তে স্পেনীয়বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ভেনতুরা কারো (Ventura Caro)। সেখানে কিছু কিছু সীমান্তঘাঁটি মাঝে মাঝে হাত বদলায়, কিন্তু উভয়তই যুদ্ধ ছিলো আত্মরক্ষাত্মক।

১৭৯৩-এর মার্চ মাসে ভঁদের বিদ্রোহ পশ্চিম ফ্রান্সে চরম বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে। বিদ্রোহীরা ব্রিটেনের কাছে সাহায্য চায়; প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভও করে। ২৩শে ডিসেম্বর সাভেনেতে (Saveney) প্রজাতন্ত্রীদের বিজয় এই যুদ্ধের অবসান ঘটায়, যদিও আরো বেশ কিছুকাল গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে।

১৭৯৪-এর অভিযান: ১৭৯৩-এ নানাস্থানে পরাজয় সত্ত্বেও মিত্রপক্ষ বেলজিয়াম, রাইনের বামতীর এবং ফ্রান্সের উত্তরে তিনটি দুর্গ (ভালঁসিয়েন, কঁদে ও ল্য কেনোয়া) অধিকার করে। কিন্তু ১৭৯৩-এ তাদের সাফল্যের যে সম্ভাবনা ছিলো, ১৭৯৪-এর প্রথমদিকে তা আর ছিলো না। ১৭৯৪-এর প্রথম থেকে ফ্রান্স পর পর যে বিপুল সৈন্যদল পাঠাতে শুরু করে, তার বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের কোনো উত্তর ছিলো না। তাছাড়া একটি বিশেষ কারণে মিত্রশক্তিবর্গের পারস্পরিক বোঝাপড়ারও অভাব ঘটেছিলো। ১৭৯৪-এর মার্চে পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোসিউজ্কোর (Kosciuszko) সফল বিদ্রোহের ফলে মহাদেশীয় রাষ্ট্রবর্গের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল পোল্যাণ্ডে। তার ফল পোল্যাণ্ডের চূড়ান্ত বাঁটোয়ারা এবং অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে যে সামান্য বোঝাপড়া ছিলো তারও অবসান।

গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে প্রাশিয়ার সম্পর্কও ক্রমশ খারাপ হতে লাগলো। প্রাশীয় যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলো। ১৯শে এপ্রিল উইলিয়াম পিটের দূত লর্ড মাম্স্‌বেরী (Malmesbury) প্রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তির ফলে ৬২ হাজারের একটি প্রুশীয়বাহিনীর ব্যয়নির্বাহের জন্যে ব্রিটেন প্রথমে ৩ লক্ষ পাউণ্ড এবং পরে প্রতি মাসে ৫০ হাজার পাউণ্ড দিতে স্বীকৃত হয়। ব্রিটিশঅর্থে পালাটিনেটে ম্যোলেনডর্ফের (Möllendorff) নেতৃত্বে একটি প্রুশীয়বাহিনী সংগঠিত হয়। পিট চেয়েছিলেন এই বাহিনী থেকে নেদারল্যাণ্ডে সাহায্য পাঠাতে। কিন্তু তা হয় নি। ফলে ব্রিটেন ও প্রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই রণাঙ্গনে ইংরেজদের সৈন্য ছিলো মাত্র ১২ হাজার; অস্ট্রিয়ার পক্ষে

অতিরিক্ত সহায়ক সৈন্য পাঠানো সম্ভব ছিলো না। অতএব সমুদ্র ও লুক্সঁ্যাবুরের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সৈন্য ছিলো সর্বসাকুল্যে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার। ফরাসীদের সৈন্যসংখ্যাও অনুরূপ ছিলো। কিন্তু দক্ষিণে মোলেনডর্ফের আলস্য প্রধানরণাঙ্গনে ফরাসীদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের সুযোগ এনে দিয়েছিলো।

১৭৯৪-এর বসন্তকালে কোবুর্গের বাহিনী দুটি ফরাসীবাহিনীর অন্তর্বর্তী একটি গভীর অভিক্ষিপ্ত এলাকা* অধিকার করে। এই দুটি বাহিনীর একটি হলো উত্তরের ফরাসীবাহিনী যা পারীর পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলো এবং যা মিত্রপক্ষীয়বাহিনীর পশ্চিম ফ্লাঁদ্রে অবস্থিত দক্ষিণ-পার্শ্বের পক্ষে বিপদের সৃষ্টি করেছিলো। অন্যটি আর্দেনের বাহিনী যা সাঁবর ও মেউজের মধ্যবর্তী এলাকায় মিত্রপক্ষীয় সেনার বাঁ দিকে দাঁড়িয়েছিলো। উভয় বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন পিশগ্রু। ফ্লাঁদরে বামপক্ষের ধাক্কা দিয়ে তিনি আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু তাতে কোবুর্গের পক্ষে দক্ষিণে এগিয়ে লাঁদ্রেসী (Landrecies) দখল করতে অসুবিধা হয় নি (৩০শে এপ্রিল)। তিনি আরো এগিয়ে ফরাসীবাহিনীর কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু তুর্কোয়াঙের ফরাসী বিজয়ের ফলে লিস্ ও শেলড্টের অন্তর্বর্তী সুয়ঁা (Souhan) ও মরোর প্রাগ্রসর ফরাসী বামপক্ষকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর্দেনের ফরাসীফৌজ শার্লরোয়া অধিকারের চেষ্টা করছিলো কিন্তু তা সফল হয়নি, যদিও ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সেঁ-জুস্তের চেষ্টায় এই বাহিনীর সৈনিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ৫০ হাজারে। কিন্তু মোজেলের বাহিনী থেকে জুর্দ্যাঁ ৪০ হাজার ফৌজ নিয়ে এই রণাঙ্গনে চলে আসায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। পূর্ব রণাঙ্গনে মোজেলের ফৌজের মুখ্য দায়িত্ব ছিলো প্রুশীয় দক্ষিণপক্ষ ও কেন্দ্রকে আগলানো। কিন্তু মে মাসের শেষ সপ্তাহে জুর্দ্যাঁ ৪০ হাজারের একটি বাহিনী নিয়ে লংগই থেকে উত্তরপশ্চিম দিকে এগিয়ে যান এবং লুক্সঁ্যাবুরের (Luxembourg) ডাচিতে অবস্থিত বোয়ালিয়োর অস্ট্রিয়-বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। অস্ট্রিয়বাহিনী মেউজ পর্যন্ত হটে যায়। ৩রা জুন জুর্দ্যাঁ আর্দেনের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন। এই সম্মিলিত বাহিনীই বিপ্লবী যুদ্ধের ইতিহাসে সাঁবর-এ-মেউজের (Sambre-at-Meuse) বাহিনী নামে বিখ্যাত। এই বাহিনীর কাছে শার্লরোয়া (Charleroi)

*Salient

আত্মসমর্পণ করে। ২৫শে জুন ফ্লঁদের রণাঙ্গনে পিশগ্রুর দক্ষিণের বাহিনী ইপ্রে (Ypres) দখল করে। কোবুর্গ-অধিকৃত অভিক্ষিপ্ত এলাকা এখন ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছিলো কারণ, শার্লরোয়া ফরাসীদের হাতে চলে যাওয়ায় ফরাসীবাহিনী তার পশ্চাদপসরণের পথ বন্ধ করে দিতে পারে। সুতরাং কোবুর্গ এই অভিক্ষিপ্ত এলাকা থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পশ্চাদপসরণের পথ যাতে খোলা থাকে সেজন্য তিনি সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও ফ্লিউরুসের (Fleurus) কাছে জুর্দ্যাঁর বাহিনীকে আক্রমণ করেন এবং পরাজিত হন (২৬শে জুন)। অবশ্য তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন, তা সিদ্ধ হয়েছিলো : তিনি সুশৃঙ্খলভাবে বেলজিয়ামে পশ্চাদপসরণ করতে পেরেছিলেন।

২৭শে জুলাই পিশগ্রু অ্যাণ্টওয়ার্পে এবং জুর্দ্যাঁ লিয়্যাজে প্রবেশ করেন। ঠিক ওই দিনই রোবসপিয়ের ও সেঁ-জুস্তের শাসনের অবসান হয় (৯ই ত্যরমিদর)।

পূর্ব রণাঙ্গনে এ-সময় ম্যোলেনডর্ফ ও হোহেনলোহে প্রুশীয়বাহিনীকে টিকিয়ে রাখতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন। কাইজারস্লুটার্নে ফরাসীদের সঙ্গে দুবার সংঘর্ষ হয় (২৩শে মে এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর)। কিন্তু তা সত্ত্বেও অক্টোবরে প্রুশীয়বাহিনী রাইনের অপর পারে চলে যায়। এবার রাইন ও মোজেলের সম্মিলিতবাহিনীর মেইনৎস্ অবরোধ করার পথে আর কোনো বাধা রইল না। জুর্দ্যাঁ তার বাহিনীকে সংহত করলেন বেলজিয়ামে; সেপ্টেম্বরে ঘুরে গেলেন পূর্বদিকে আর মেউজ ও রাইনের অন্তর্বর্তী জর্মনীতে অস্ট্রিয়বাহিনী ফরাসীবাহিনীর আক্রমণের বেগ সম্বরণ করতে পারলো না : আখেন ও কলইনের পতন হল; ২৩শে অক্টোবর জুর্দ্যাঁ কবলেনৎসে ঢুকলেন। বছর শেষ হওয়ার আগেই নেদারল্যাণ্ডের সীমান্ত থেকে আলসাস পর্যন্ত রাইনের বাম তীর ধরে সাঁবর-এ-মেউজ এবং র‍্যান-এ মোজেলের দুই বাহিনীর সংযোগ হয়। ২৪শে ডিসেম্বর রাইনের দক্ষিণ তীরে মানহাইম (Mannheim) অধিকৃত হয়। এই সময়ে পিশগ্রু অক্টোবরে হল্যাণ্ডের সীমান্ত পেরিয়ে লেক (Lek) নদীর দক্ষিণ দিকের ভূখণ্ড জয় করেন। এই বিজয় প্রায় সমগ্র সংযুক্তপ্রদেশকে পিশগ্রুর হাতে তুলে দিলো। ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনী সরে গেলো হানোভারে। কিন্তু ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের পিছনে লুক্সাঁবুরে অবরুদ্ধ একটি অস্ট্রিয়বাহিনী তখনও টিকে ছিলো।

নেদারল্যাণ্ডে কোয়ালিশনের বাহিনীর বিপর্যয়ের জন্য অস্ট্রিয়া ও

প্রাশিয়া এই দুই রাষ্ট্রই দায়ী। ১৭৯৪-এর মার্চে পোল্যাণ্ডের অভ্যুত্থান সম্পর্কে এই দুই রাষ্ট্রের অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা যুদ্ধে সাফল্যের বড় বাধা হয়ে দেখা দিয়েছিলো। অবিলম্বে বিদ্রোহ দমনের জন্যে যথেষ্ট সৈন্য ছিলো না রাশিয়ার। অতএব প্রাশিয়া ৫০ হাজার সৈন্য পাঠালো পোল্যাণ্ডে, কিন্তু অস্ট্রিয়া ২০ হাজারের বেশি সৈন্য পাঠাতে পারে নি। অক্টোবর নাগাদ রাশিয়ার পক্ষে আরো সৈন্য পাঠানো সম্ভব হয়। আর পোল-বিদ্রোহের অবসান হলো, যখন ৬ই নভেম্বর ওয়ারস আত্মসমর্পণ করলো।

পোল বিদ্রোহ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলো। কিন্তু এই ব্যর্থ পোল-অভ্যুত্থান রাশিয়াকে পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্য পাঠাতে দেয় নি, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সেনা অস্ট্রিয়ায় আটকে রেখেছিলো। পোল বিদ্রোহের ফলে প্রাশিয়া প্রায় পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলো। লড়াইয়ে প্রাশিয়ার অনীহায় ক্ষুব্ধ ব্রিটেন ১৭৯৪-এর অক্টোবর থেকে প্রাশিয়াকে অর্থ সাহায্য পাঠানো বন্ধ করে দেয়; প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়ামও ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি আলোচনা আরম্ভ করার নির্দেশ দেন। ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হলে প্রাশিয়ার দুদিক থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা: পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের ঝামেলা মেটাতে পারলে পোল্যাণ্ডে অখণ্ড মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে, আর কোনো পিছুটান থাকবে না; অথচ অস্ট্রিয়া পশ্চিমের যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াতে পারে না। ফলে পোল্যাণ্ডের আসন্ন বাঁটোয়ারা থেকে প্রাশিয়াকে বঞ্চিত করাও অস্ট্রিয়ার পক্ষে সম্ভব হবে না।

আল্পসের অন্যদিকে সার্দিনীয় ও অস্ট্রিয়বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৭৯৪-এ ফরাসীদের দুটি বাহিনী ছিলো: আল্পসের ও ইতালির বাহিনী। এপ্রিল-মে মাসে আল্পসের বাহিনী ছোটো সেঁ বার্ণার (St Bernard) ও মঁ-সেনি (Mont-Cenis) গিরিবর্ত দুটি দখল করে। ইতালির বাহিনী অধিকার করে কল দি তেন্দা (Col di Tenda)। বোনাপার্ত চেয়েছিলেন উভয় বাহিনীকে সমন্বিত করে পিয়েদ্‌মন্ত আক্রমণ করতে। এই অভিযানে জেনোয়া পেরিয়ে প্রধান ধাক্কা দেওয়ার কথা ছিলো ইতালির বাহিনীর। কিন্তু ত্যরমিদরের পর বোনাপার্তের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। কার্নো জে. এফ. দুগোম্মিয়েরের (J. F. Dugommier) পূর্ব পিরিনীজের-বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেন। ইতিপূর্বে দুগোম্মিয়ে স্পেনীয়বাহিনীকে রুসিলঁ থেকে বিতাড়িত করে (এপ্রিল-জুন, ১৭৯৪)

কাতালোনিয়ায় (Catalonia) প্রবেশ করেন। কিন্তু তারপর তাঁর অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। কারণ, ফিগুয়েরাসের (Figueras) সম্মুখের রক্ষা রেখা ছিন্ন করতে পারেন নি তিনি। কিন্তু ২৮শে নভেম্বর ফিগুয়েরাসের পতন হয় এবং ফরাসীরা রোসাস (Rosas) অবরোধ করে। পিরিনীজের পশ্চিম প্রান্তে ফরাসীরা একটি বিদেশী প্রতি-আক্রমণ প্রতিহত করে। এপ্রিলে আবার ফরাসী আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হয়। ফরাসীবাহিনী সীমান্ত পেরিয়ে বাজতান (Baztan) উপত্যকায় ঢুকে পড়ে। তারপর স্পেনীয় বাহিনীর পার্শ্ব অতিক্রম করে 'ফুয়েন্তারাবিয়া (Fuentarrabia) ও সান সিবাস্তিয়ান (San Sebastian) অধিকার করে। অভিযানের শেষ দিকে স্পেনের হাত থেকে তোলোসাও (Tolosa) চলে যায়; মধ্য-পিরিনীজ দিয়ে ৮ হাজারের একটি স্পেনীয়বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ লেস্‌ক্যাঁয় (Lescun) এক হাজারের ফরাসীবাহিনীর কাছে পর্যুদস্ত হয়।

১৭৯৫ পর্যন্ত সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক যুদ্ধ: যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন ব্রিটিশ নৌবহরে ছিলো ১১৩টি জাহাজ; এই নৌবহরের ৭৫ শতাংশ জাহাজ সেই মুহূর্তেই যুদ্ধক্ষম ছিলো। কিন্তু ৭৬টির বেশি জাহাজ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করার সামর্থ্য ছিলো না ফ্রান্সের। কিন্তু এই বাহ্য, ফরাসী নৌবহরের পতিত অবস্থার আসল কারণ সংখ্যাল্পতা নয়। দেশত্যাগী অফিসার ও নাবিকদের উচ্ছৃঙ্খলতা—এই দুয়ে মিলে ফরাসী নৌবহরকে এক মারাত্মক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। স্বাভাবিক কারণেই একটি স্থলবাহিনী নতুনভাবে সংগঠিত করার চেয়ে নৌবাহিনী গড়ে তোলা অনেক কঠিন। অবশ্য পরবর্তীকালে ওলন্দাজ নৌবহরের ৪৯টি ও স্পেনীয় নৌবহরের ৭৬টি জাহাজ ফরাসী নৌবহরের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও ব্রিটিশ নৌবাহিনীর পক্ষে সামুদ্রিক যুদ্ধের জন্যে যুদ্ধ জাহাজের বৃহৎ স্কোয়াড্রন পাঠানো সম্ভব ছিলো না। বহু বিস্তৃত যোগাযোগ-রেখা রক্ষা এবং সামুদ্রিক অবরোধ যাতে অব্যাহত থাকে, তার জন্যে ব্রিটিশ নৌবহরকে সব সময় তৈরী থাকতে হতো। শত্রুর জাহাজ ধ্বংস করে এবং নতুন জাহাজ নির্মাণ ও অধিকৃত-শত্রুজাহাজ ব্যবহার করে ব্রিটেন সমুদ্রপথে তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৭৯৮-এর পরে আর্ল অব সেণ্ট ভিনসেণ্ট (জন জাভিস) শত্রুর নৌবন্দর সমূহের ওপর লক্ষ্য রাখার স্থায়ী ব্যবস্থা করেন।

১৭৯৪-এ আমেরিকা থেকে একটি ফরাসী কনভয় যাত্রা করে। মে মাসে আর্ল হাওয়ে এই কনভয়কে বাধা দেয়। ফলে লুই ভিলারে দ্য

জোয়ায়েউজের (Louis Villaret de Joyeuse) নেতৃত্বাধীন কনভয়রক্ষক স্কোয়াড্রনের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। পয়লা জুনের এই যুদ্ধে ব্রিটেন ছয়টি ফরাসী জাহাজ দখল করে নেয়। কিন্তু ভিলারে নয়টি যুদ্ধক্ষম জাহাজ নিয়ে ব্রেস্তে ফিরে যেতে সক্ষম হন। হাওয়ে ১৫টি জাহাজ নিয়ে জলপথে ফরাসী চ্যালেঞ্জের অবসান ঘটাতে পেরেছিলেন, তা নয়; হাওয়ের পর হেনরী হথাম সমুদ্রপথে অধিকতর সাফল্য লাভ করেছিলেন, তাও বলা চলে না। জয় পরাজয়ের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত হতে পারে, এমন কোনো যুদ্ধ তাঁর সময়ে হয় নি।

এ তো গেলো অতলান্তিক সমুদ্রের কথা। ভূমধ্যসাগরে কিন্তু এমন কোনো রাষ্ট্র ছিলো না, যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতো। তার কারণ স্পেন ও নেপ্‌ল্‌সের সঙ্গে ব্রিটেনের চুক্তি। যদিও তুলঁ (যা ব্রিটেনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিলো) ব্রিটেন রাখতে পারে নি, তবু ব্রিটেন কর্সিকা অধিকার করেছিলো। ১৭৯৪-এর অগস্টে নেলসন কালভি (Calvi) দখল করেন। ১৭৯৪-এর নভেম্বরে টাস্‌কেনি (Tuscany) ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্যে কথাবার্তা আরম্ভ করার প্রস্তাব করে।

উপনিবেশসমূহেও ফ্রান্স ব্রিটেনের সঙ্গে দীর্ঘকাল অসম যুদ্ধ চালিয়েছিলো। ব্রিটেন, এমনকি ফ্রান্সও, ভাবতে পারে নি, এতকাল যুদ্ধ চলবে। ১৭৯৩-এর হেমন্তকালে ব্রিটেন সান্তো দোমিনুগোর (Santo Domingo) বন্দর অধিকার করে। ১৭৯৩-এর নভেম্বর ৭ হাজারের অভিযাত্রী-বাহিনী নিয়ে জার্ভিস ফরাসী পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করেন। সেই বাহিনী ১৭৯৪-এর মধ্যে গুয়াদেলুপ (Guadeloupe), সেঁ লুসিয়া (St Lucia), মারি গালাঁত (Marie Galante) এবং সেইণ্টস্‌ (Saints) অধিকার করে। তারপর হেইতি অধিকার করে পোর-ও-প্রাঁস (Port-au-Prince) জয় করে। কিন্তু হেইতিতে তুসেঁ লুভেরতুরের (Toussaint L'ouverture) ৫ লক্ষ অনুগামীর অভ্যুত্থান ঘটে। এই অভিযান সমভাবে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের বিরুদ্ধে ছিলো। ১৭৯৫-এর শেষভাগে শুধু হেইতির উপকূলবর্তী অঞ্চল ব্রিটেনের হাতে রইলো।

শান্তিচুক্তি ও ১৭৯৫-এর অভিযান প্রাশিয়া ও টাসকেনির শান্তিপ্রস্তাব ফ্রান্সের কাছে সুবর্ণসুযোগের মতো এসেছিলো। কারণ, ইতিমধ্যে রোবসপিয়েরের পতন ঘটেছে; থার্মিডিয়ার সরকারের নিয়ন্ত্রিতঅর্থনীতি পরিত্যক্ত হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির জন্যে ফ্রান্স ধুঁকছে; এবং সামরিক প্রশাসনের বিশৃঙ্খল অবস্থা সমরোপকরণ ও রসদ সরবরাহে ঘাটতি নিয়ে এসেছে।

বিদেশী আক্রমণের ভয় থেকে মুক্তি নতুন রাজনৈতিক সংকট নিয়ে এলো। সৈন্যবাহিনী থেকে সৈনিকরা পালাতে শুরু করলো। ফ্রান্সে এক নতুন দুর্যোগের সূত্রপাত হলো।

১৭৯৫-এর ৯ই ফেব্রুআরি টাসকেনির সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর ১৭ই ফেব্রুআরির এক নির্দেশে ভঁদের গেরিলা নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। ৫-৬ এপ্রিলের রাত্রিতে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে বাসেলের সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, এমন একটি বিভাজন-রেখা টানা হবে, যার ফলে হানোভার সহ উত্তর জর্মনী যুদ্ধমান রাষ্ট্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হবে; এতে প্রাশিয়ার নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে। তাছাড়া একটি গোপন ধারা অনুযায়ী ফ্রেডরিক উইলিয়াম নেদারল্যাণ্ডের নির্বাসিত ষ্টাড্‌ট্‌হোল্ডার অর‍্যাঞ্জের পঞ্চম উইলিয়ামের প্রতি তাঁর সমর্থন তুলে নেন। বাসেলের এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স ওলন্দাজদের চরমপত্র দেয়। সংযুক্তপ্রদেশের স্টেট্‌স-জেনারেল এই চরমপত্র হেগের সন্ধিতে (১৬ই মে ১৭৯৫) মেনে নেয়। ফলে শেলড্‌ট্‌ নদীর মোহানার পূর্বতীর, মাস্‌ট্রিক্‌ট্‌ (Maastrict) ও ভেনলু (Venloo) ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে ছেড়ে দিতে হয়; ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এক লক্ষ ফ্লোরিন এবং ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হতে হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে এই বাধ্যতামূলক মিত্রতার মূল্য দিতে হয়েছিলো সংযুক্ত প্রদেশকে। ব্রিটেন এই সুযোগে কয়েকটি ওলন্দাজ উপনিবেশ দখল করে নেয়। ব্রিটেন উত্তমাশা অন্তরীপ, ওলন্দাজ গিয়ানা অধিকার করে।

বাসেলের দ্বিতীয় সন্ধি হয় ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে (২২শে জুলাই, ১৭৯৫): স্পেন ফ্রান্সকে সান্তো দোমিনগো দিতে স্বীকৃত হলো; ফ্রান্স কাতালোনিয়া থেকে ফিরে এলো তার সীমান্তে।

ফ্রান্সের বিদেশনীতি সম্পর্কে বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে মতভেদ ছিলো। এ-সময়ে বিদেশ নীতি সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিলো। কারণ, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে শান্তি-চুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু সাম্রাজ্যের ডায়েট (সংসদ) মাত্র একটি শর্তেই ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী ছিলো: রাইনের পশ্চিমদিকের বিজিত অঞ্চল ফ্রান্স ছেড়ে দেবে। কিন্তু বিদেশনীতি-সম্পর্কিত বিতর্কে যে গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিলো, তারা বিজিত রাজ্য ছেড়ে দিতে রাজী হয় নি। অতএব পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের শান্তিপ্রস্তাব ফ্রান্স প্রত্যাখ্যান করে।

সুতরাং অন্যান্য রাষ্ট্র যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালেও অস্ট্রিয়া, সার্দিনিয়া ও ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ চলতে লাগল। ইতিমধ্যে ১৭৯৫-এর জানুয়ারীতে প্রাশিয়ার দাবী উপেক্ষা করে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া পোলাণ্ডের তৃতীয় বাঁটোয়ারা সম্পর্কে একটা বোঝাপড়ায় এসেছে। ২০শে মে একটি নতুন অস্ট্রিয়া-ব্রিটিশ সন্ধি হয়। এই সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে, দুই লক্ষের একটি অস্ট্রিয়বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্যে ব্রিটেন অস্ট্রিয়াকে ৬ লক্ষ পাউণ্ড দেবে। ১৭৯৫-এ অস্ট্রিয়বাহিনী রাইন অঞ্চলে কিছু সাফল্যও লাভ করেছিলো।

এদিকে জুর্দ্যাঁর সাঁবর-এ-মেউজের বাহিনী লুক্সেঁমবুর দুর্গ দখল করে ড্যুসেলডর্ফ (Dusseldorf) ও নিউয়্হিডে (Neuwied) রাইন পার হয়। ক্লেরফাইটের অস্ট্রিয় ফৌজ দক্ষিণ-পূর্বে মেইন পর্যন্ত বিতাড়িত হয়। এই মুহূর্তে পিশগ্রুর উচিত ছিলো র‍ঁ্যান-এ-মোজেলের বাহিনী নিয়ে জুর্দ্যাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে আসা। তাতে ক্লেরফাইট ও হ্বুরম্‌জেরের বাহিনী দুটি ধ্বংস করা সহজ হতো। কিন্তু তিনি তা করেন নি। শত্রুর সঙ্গে তাঁর দেশদ্রোহী সমঝোতা হয়েছিলো; তিনি শত্রুকে তার বাহিনী প্রতিহত করার সুযোগ দিয়েছিলেন। ফলে হ্যোক্‌স্টে (Höchst) (১০ই অক্টোবর) ক্লেরফাইটের কাছে পরাজিত হলেন জুর্দ্যাঁ; পিশগ্রু হারলেন হ্বুরম্‌জেরের কাছে (১৮ই অক্টোবর)। এরপর মানহাইম দখল করলেন হ্বুরম্‌জের এবং রাইনের বামতীরে চলে এলেন। মোজেল পর্যন্ত জুর্দ্যাঁকে পশ্চাদপসরণ করতে হলো। ক্লেরফাইট পালাটিনেট জয় করে জুর্দ্যাঁকে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করলেন (১৯শে ডিসেম্বর)। পিশগ্রু ফিরলেন আলসাসের দিকে। ৩১শে ডিসেম্বর তাঁকে একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি মেনে নিতে হলো। ১৭৯৫-তে রাশিয়া ইঙ্গ-অস্ট্রিয় মৈত্রীতে যোগ দেওয়ায় যুদ্ধ আবার বিপরীত মোড় নিলো।

দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনে ১৭৯৫-এর প্রথম গ্রীষ্মে ব্রিটিশ নৌবহর সমর্থিত অস্ট্রিয়-বাহিনী কিছু সাফল্য অর্জন করেছিলো। কিন্তু ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে বাসেলের সন্ধি হয়ে গেছে। ফলে ফ্রান্সের পক্ষে ইতালির বাহিনীকে জোরদার করা সম্ভব হয়েছিলো। অক্টোবরে এই বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন বার্তালেমি শেরের (Barthélemy Scherer) এবং তার অধিনায়কত্বেই ওজেরো ও মাসেনা (Massena) লোয়ানোর (Loano) যুদ্ধে (২৩-২৪ নভেম্বর) জয়লাভ করেন। কিন্তু এই বিজয়ের পর

তুরিন (Turin) পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার যে সুযোগ এসেছিলো, তার সদ্ব্যবহার করা হয়নি।

দিরেকতোয়ার এবং ১৭৯৬-৯৭-এর অভিযান

দিরেকতোয়ার যখন ১৭৯৬-এর অভিযান শুরু করে, তখন আশা ছিলো য়োরোপীয় ভূখণ্ডে এবার যুদ্ধ শেষ করা যাবে। কারণ, জুর্দাঁর সাঁবর-এ-মেউজের ও মরোর র‍্যাঁন-এ-মোজেলের বাহিনী যুক্ত হওয়ায় সৈন্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো দেড় লাখ। কেলেরমানের আল্পসের বাহিনী ও বোনাপার্তের ইতালির বাহিনী সংখ্যায় অনেক কম ছিলো। রসদ সরবরাহের ব্যবস্থাও ভাল ছিলো না। অভিযানে এই দুই বাহিনীর ভূমিকাও ছিলো গৌণ: সম্ভব হলে পিয়েদ্‌মন্ত ও লোম্বার্দি বিজয়। কার্যত বোনাপার্তের ইতালি অভিযান ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক অভিযান-রূপে পরিগণিত হল। এই অভিযানের ফলেই অস্ট্রিয়া যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়।

জর্মনী অভিযান

১৭৯৬-এর মে মাসের শেষাশেষি ড্যুসেলডর্ফে রাইন পেরিয়ে জুর্দাঁ লান (Lann) নদীর তীরে হ্বেটৎস্‌লার (Wetzlar) পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু আর্চডিউক চার্লসের (ক্লেরফাইটের স্থলাভিষিক্ত) প্রতিআক্রমণের সম্মুখে তিনি দাঁড়াতে পারেন নি। তাকে আবার রাইন পেরিয়ে চলে আসতে হয়। ২৪শে জুন মরো রাইন পার হন স্ত্রাসবুরে (Strasbourg)। ইতিপূর্বে হ্বুরম্‌জেরকে অস্ট্রিয় সৈন্যবাহিনীর কিয়দংশ নিয়ে ইতালির রণাঙ্গনে পাঠানো হয়েছিলো। সুতরাং মরোর (Moreau) বিরুদ্ধে অস্ট্রিয় প্রতিরোধ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্লেরফাইট ও হ্বুরম্‌জেরের দুই বাহিনীর দায়িত্ব এসে পড়ে আর্চডিউক চার্লসের ওপর। অর্থাৎ রাইনের সমস্ত অস্ট্রিয় বাহিনীর অধিনায়ক হলেন চার্লস। চার্লস কিন্তু সেই মুহূর্তে মরোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঝুঁকি নেন নি; পালাটিনেট থেকে সরে যাওয়াই তিনি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন জুর্দাঁ। তিনি আবার নিউহ্বিডে রাইন পেরিয়ে সোজা বাভারিয়ায় ঢুকে পড়েন; অস্ট্রিয় বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়। ২৪শে অগস্ট আমবের্গে (Ambegr) চার্লস জুর্দাঁকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন। তারপর মেইনের দিকে জুর্দাঁকে পশ্চাদ্ধাবন করে চার্লস আবার তাকে

হ্বুর্ৎবুর্গে (Würzburg) পরাজিত করেন। জুর্দ্যাঁ লানের দিকে ফিরে যান এবং শেষ পর্যন্ত আবার তাকে বাম তীরে চলে যেতে হয়। ৭ই জুলাই মালস-এ মরোর অগ্রগতিও সাময়িকভাবে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন চার্লস। কিন্তু মরো বেশি দিন থেমে থাকেন নি, মোজেলের বাহিনী নিয়ে ম্যুনিখে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার বিপদের সম্ভাবনা ছিলো। জুর্দ্যাঁকে হারিয়ে চার্লস যদি হঠাৎ দক্ষিণে ঘুরে মরোকে আক্রমণ করতেন তাহলে তার বাভারিয়াতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু তিনি যথাসময়ে আলসাসে সরে যেতে পেরেছিলেন এবং ১৭৯৬-৯৭-এর গোটা শীতকালটা অস্ট্রিয়বাহিনীকে কেল (Kehl) ও হুনিংগে (Huninge) আটকে রাখেন। ১৭৯৭-এর বসন্তকালে সাঁবর-এ-মেউজের বাহিনীর অধিনায়করূপে অশ (জুর্দ্যাঁর স্থলাভিষিক্ত) এক চমকপ্রদ আক্রমণাত্মক অভিযান আরম্ভ করেন। এই অভিযান যখন ফ্রেইহের ফন ভেরনেকের (Freiherr von Werneck) বাহিনীকে লান ও নিড্ডা (Nidda) নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রায় পরিবেষ্টিত করে ফেলে, তখন লিয়োবেনের (Leoben) যুদ্ধবিরতির ফলে লড়াই বন্ধ হয়ে যায়।

নাপোলেয়ঁ বোনাপার্তের ইতালি অভিযান

১৭৯৬-এর ইতালি অভিযানে নতুন রণনীতি ও রণকৌশলের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। নাপোলেয়ঁর ইতালি অভিযানের পূর্বে ফরাসী সেনাপতিদের সাফল্যের মূলে ছিলো সংখ্যাধিক্য ও গতিশীলতা। যে-সব যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতিরা এই দুটি বিশেষ সুবিধার সুযোগ নিতে পারেন নি, সেই-সব যুদ্ধে কোয়ালিশনের বাহিনী সাফল্যলাভ করে।

ইতালি অভিযানে নাপোলেয়ঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো : অস্ট্রিয় ও সার্দিনীয় বাহিনীকে আলাদা করে দেওয়া। তিনি আশা করেছিলেন যে সার্দিনীয় বাহিনী পরাজিত হলে সেই বাহিনী রাজধানী তুরিনের দিকে পিছোবে। অতএব মিলান ও যোগাযোগের পথ রক্ষা করার জন্যে অস্ট্রিয় বাহিনীরও পূব দিকে পিছু হটা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

যে-কোনো উপায়ে শত্রুর শক্তিকে বিভক্ত করে-দেওয়া তার রণনীতি ও রণকৌশলের প্রাথমিক সূত্র। তারপর আক্রমণের জন্যে তিনি যে স্থান বেছে নিতেন, সেখানে শত্রুর চেয়ে বেশি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে মারাত্মক আঘাত হানতেন। এই বিষম আঘাতেই অনেক সময় জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যেতো। অন্যান্য সেনাপতিরাও হয়তো এই একই রণকৌশল

অবলম্বন করতেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে নাপোলেয়ঁর পার্থক্য ছিলো। নাপোলেয়ঁ ক্রমাগতই আক্রমণের সুযোগ তৈরী করে নেওয়ার চেষ্টায় থাকতেন। এমন কি কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যেও তিনি আক্রমণের সুযোগ খুঁজতেন। সফল আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্যে যে-সব উপাদান প্রয়োজন, তার নিখুঁত হিসেব করার বিস্ময়কর ক্ষমতা ছিলো তাঁর। সাধারণত তিনি নির্ভর করতেন অভ্যন্তরস্থ রেখার কুশলী ব্যবহারের ও দ্রুত গতিবেগের ওপর।

অভিযানের তিন সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই সার্দিনীয়রা কোয়ালিশন থেকে সরে দাঁড়ালো। এই তিন সপ্তাহে পাঁচটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। তারপর চেরাস্কোর (Cherasco) যুদ্ধবিরতি হলো (২৮শে এপ্রিল, ১৭৯৬)। স্যাভয় ও নীস ফ্রান্সকে দিতে হলো। বোনাপার্ত এবার ফরাসী সেনাকে ঘুরিয়ে অস্ট্রিয়া-অধিকৃত মিলান আক্রমণ করলেন। আত্মরক্ষার জন্যে সীমান্তের নদীরেখার প্রয়োজনীয়তা এতকাল স্বীকৃত ছিলো। কিন্তু নাপোলেয়ঁর ইতালিঅভিযানে আত্মরক্ষায় নদীরেখার সীমাবদ্ধতা বারবার প্রমাণিত হলো। পিয়াসেঞ্জায় (Piacenza) অনায়াসে পো (Po) নদীর সেতুমুখে তার সুদৃঢ় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি অগ্রসর হলেন। তারপর লোদির (Lodi) যুদ্ধে তার অসামান্য বিজয় ও মিলান অধিকার। অস্ট্রিয়-বাহিনী পিছু হঠছিলো। ভেনিসীয় প্রজাতন্ত্রের রাজ্যের মধ্য দিয়ে অস্ট্রিয়-বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করার অনুমতি চান নাপোলেয়ঁ। প্রজাতন্ত্রের এই অনুমতি না দিয়ে উপায় ছিলো না কারণ অস্ট্রিয়বাহিনীকেও এই অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। ৩০শে মে তিনি বোরঘেত্তোয় (Borghetto) মিন্সিও (Mincio) নদী অতিক্রম করেন। অস্ট্রিয়বাহিনী সরে যায় মান্তুয়া (Mantua) দুর্গে আদিজ উপত্যকায়। অস্ট্রিয়বাহিনীর এই সামরিক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নাপোলেয়ঁ পোপের উত্তরের রাজ্যসমূহ ও ইংরেজ-অধিকৃত লেগহর্ণ (Leghorn) দখল করে নেন। জেনোয়ায় ফরাসী সেনাপতি মুরা (Murat) অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূতের বিতাড়নের ব্যবস্থা করেন এবং ফরাসীবাহিনীর যোগাযোগের রেখা রক্ষা করেন। ইতিমধ্যে জর্মনী থেকে হ্বুরমজেরের বাহিনী ইতালিতে চলে আসায় অস্ট্রিয়রা সংখ্যাধিক্য ও সাহস দুই-ই ফিরে পায়। হ্বুরমজেরের প্রধান উদ্দেশ্য অবরুদ্ধ মান্তুয়াকে সাহায্য করা। কারণ, ১৪ হাজার ফরাসী সৈন্য মান্তুয়াকে অবরোধ করেছিলো এবং মান্তুয়া দীর্ঘদিন টিকে থাকবে, এমন ভরসা ছিলো না।

উত্তর দিক থেকে হ্বুরমুজেরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই নাপোলেয়ঁর অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়লো। সহজেই বোঝা গেলো, প্রধান অস্ট্রিয়বাহিনী নিয়ে হ্বুরমুজের মান্তুয়াকে ত্রাণ করতে আসছেন। অন্যদিকে পি. ভি. কোয়াস্‌দানোভিচ্ (P. V. Quasdanovich) পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন। লক্ষ্য ব্রেসচিয়ায় (Brescia) ফরাসী যোগাযোগব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে নাপোলেয়ঁ যে সিদ্ধান্ত নিলেন, তা হয়তো তিনি ছাড়া অন্য কেউ নিতে পারতেন না। তিনি জানতেন, মান্তুয়ার আত্মসমর্পণে আর দেরি নেই। আর এও জানতেন যে অবরোধ তুলে নিলে বিশেষভাবে দুর্গ অবরোধের জন্যে যে সব ভারী সমরোপকরণ দরকার, সেগুলো নষ্ট হবে। কিন্তু তা সত্বেও তিনি অবরোধ তুলে নিলেন। ফলে হ্বুরমুজেরের বাহিনী সাময়িকভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। হ্বুরমুজের যাতে পশ্চাদ্ধাবন না করতে পারে সেজন্যে একটি পার্ষ্ণিত্র (পশ্চাদ্‌রক্ষী বাহিনী) রেখে অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে তিনি কোয়াস্‌দানোভিচের বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ৩রা অগস্ট কোয়াস্‌দানোভিচ পিছু হটলেন লোনাতোতে (Lonato)। দুদিন পরে নাপোলেয়ঁ হ্বুরমুজেরকে হারালেন কাস্তিগ্‌লিয়নির (Castiglione) যুদ্ধে। মান্তুয়ার অবরোধ তুলে না নিলে এই অপ্রত্যাশিত সাফল্য আসতো না। কিন্তু এই সাফল্যের চেয়েও বিস্ময়কর সৈনিকদের ওপর নাপোলেয়ঁর ব্যক্তিত্বের অসামান্য প্রভাব। নাপোলেয়নীয় ব্যক্তিত্ব সাধারণ সৈনিকের সুপ্ত শৌর্যকে উদ্বোধিত করেছিলো। ভাড়াটে সৈনিক দিয়ে যুদ্ধে অভ্যস্ত য়োরোপ এই নতুন সৈনিককে দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলো। এই সৈনিক দিনের পর দিন অতি দ্রুত মার্চ করেও অক্লান্ত, রণোন্মাদনায় প্রমত্ত, কষ্টসহিষ্ণু। বিপ্লবী আবেগদীপ্ত রংরুট নাপোলেনীয় প্রতিভার স্পর্শে প্রকৃত সৈনিক রূপান্তরিত।

এবার নাপোলেয়ঁ আবার মান্তুয়া অবরোধ করলেন। হ্বুরমুজেরও দ্বিতীয় বার মান্তুয়ার পরিত্রাণে এগিয়ে এলেন। অস্ট্রিয় বাহিনী আবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হয়। নাপোলেয়ঁও দ্বিতীয়বার শত্রুবাহিনীর দ্বিধাবিভক্তির সুযোগ নেন। তিনি প্রথম তিরলে পল ডেভিডোভিচের বাহিনীকে আক্রমণ করেন। তারপর ব্রেন্তা (Brenta) উপত্যকার হ্বুরমুজেরের বাহিনীকে অনুসরণ করে তাকে বাসানোতে (Bassano) সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। (৮ই সেপ্টেম্বর)। হ্বুরমুজের মান্তুয়ায় পালিয়ে বাঁচিয়ে যান।

দুবারই নাপোলেয়ঁর সামরিক প্রতিভা ও ফরাসী সৈনিকের অসামান্য সহনশীলতায় ফরাসীবাহিনী সংকট থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু নভেম্বরে

আর্কোলের (Arcole) কাছাকাছি যে সব লড়াই হয়, তাতে ফ্রান্স প্রায় চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলো। কারণ, জর্মনী থেকে নতুন অস্ট্রিয় সেনা ইতালিতে অস্ট্রিয় সেনাধ্যক্ষ ব্যারন আলভিনক্‌জির (Baron Alvinczy) কাছে আসছিলো। ইতালিতে যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে অস্ট্রিয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা আবশ্যিক ছিলো। ঠিক এই মুহূর্তে হয়তো তা অসম্ভব ছিলো না, কারণ ফরাসীবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ছিলো। দীর্ঘকাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ফরাসী সেনা মার্চ, প্রতি মার্চ করেছে, বহু সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, প্রাণ দিয়েছে ; তার ওপর ইতালির জ্বর ছড়িয়ে পড়ছিলো সৈন্যবাহিনীর মধ্যে। এতদিন যে উৎসাহের বলে দীর্ঘস্থায়ী মার্চের কষ্টকে তারা সহজেই মেনে নিয়েছে, নতুন অস্ট্রিয় প্রতি-আক্রমণের সম্ভাবনায় সেই উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। এই প্রতি আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সৈন্য ছিলো না বোনাপার্তের। মান্তুয়ার ফরাসীবাহিনী থেকে কিছু সৈন্য সরিয়ে নেওয়াও সম্ভব ছিলো না। কারণ, তাহলে এই বাহিনী অস্ট্রিয় বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না ; তিরলে কঁৎ দ্য ভোবোয়ার (Conte de Vaubois) ফরাসীবাহিনীও অস্ট্রিয়বাহিনী থেকে সংখ্যায় কম। সুতরাং নাপোলেয়ঁ ভেরোনার মধ্য দিয়ে সেনা সরিয়ে নিয়ে আর্কোলে ভেসে উঠলেন। এতে আলভিনক্‌জির পার্ষ্ণি (পশ্চাদভাগ) ও যোগাযোগ রেখায় বিপদ দেখা দিল। আদিজের জলাভূমিতে চারদিনের অনিশ্চিত ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর নাপোলেয়ঁ আলভিনক্‌জির পার্শ্ব অতিক্রম করেন। ফলে আলভিনক্‌জি পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলেন। নববর্ষের প্রথম দিকে আলভিনক্‌জি আদিজের মধ্যে দিয়ে আবার আক্রমণ করলেন। গিওভান্নি দি প্রোভেরা (Giovanni di Provera) অগ্রসর হলেন মান্তুয়ার দিকে। প্রোভেরাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে একটি আত্মরক্ষাত্মক আবরণ রেখে বাকী সৈন্য নিয়ে রিভোলিতে (১৪ই জানুআরী ১৭৯৭) আলভিনক্‌জির বাহিনীকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিলেন বোনাপার্ত। তারপর সৈন্যবাহিনীকে সংহত ক'রে প্রোভেরার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। প্রোভেরা ইতিমধ্যে মান্তুয়া পৌঁছে গিয়েছিলেন কিন্তু নাপোলেয়ঁ কালক্ষেপ না ক'রে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আত্মসমর্পণ করতে হল প্রোভেরাকে (১৬ই জানুয়ারী)। মান্তুয়া আত্মসমর্পণ করল ২রা ফেব্রুআরি।

মান্তুয়ার পতনের পর নাপোলেয়ঁ অতি দ্রুত তাঁর ইতালি অভিযান সফল সমাপ্তির দিকে নিয়ে গেলেন। পোপের রাজ্যসমূহ বশ্যতা স্বীকার করলো অল্পকালের মধ্যে। তোলেনতিনোর (Tolentino) সন্ধির দ্বারা (১৯শে

ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৭) পোপ ষষ্ঠ পীয়ুস আভিঞ্জিয়ঁর ওপর তাঁর দাবি প্রত্যাহার করে নিলেন; ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হলেন; বোলইনা (Bolgna) ও ফেরারার (Ferrara) দূতাবাস এবং রোমাইনা (Romagna) ফ্রান্সকে ছেড়ে দিলেন; এবং নাপোলেয়ঁ যে সব প্রাচীন শিল্পকীর্তি দাবি করলেন, তিনি তা তাঁর হাতে তুলে দিলেন। এই সব রাজ্যের সঙ্গে লোম্বার্দি (Lombardy) ও মদেনার (Modena) ডাচি যুক্ত হয়ে সিজালপাইন (Cisalpine) প্রজাতন্ত্র গঠিত হলো। এই নতুন রাজ্যে পুরোপুরি ফরাসী কর্তৃত্ব থাকবে এবং বৈপ্লবিক সংস্কার প্রবর্তিত হবে। ২০শে মার্চ নাপোলেয়ঁ ইতালিতে তার চূড়ান্ত অভিযান আরম্ভ করেন। এই অভিযান আর্চডিউক চার্লসের বিরুদ্ধে। রাইন রণাঙ্গনে চার্লসকে আলভিনজির জায়গায় পাঠানো হয়েছিলো। নাপোলেয়ঁর আক্রমণের সম্মুখে চার্লস উত্তর-পূর্বদিকে পিছিয়ে যান; ৭ই এপ্রিল ষ্টাইরিয়ার (Styria) জুডেনবুর্গে (Judenburg) যুদ্ধবিরতির প্রারম্ভিক আলোচনা শুরু হয়। ১৮ই এপ্রিল দিরেকতোয়ারের অনুমতি না নিয়েই তিনি যুদ্ধবিরতি বলবৎ করেন এবং শান্তির প্রাথমিক আলোচনা আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে ভেনিসের সঙ্গে ইচ্ছে করে ঝগড়া বাধিয়ে তিনি ভেনিসের প্রাচীন প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৯৭-এর ১৭-১৮ অক্টোবর নাপোলেয়ঁ অস্ট্রিয়ার সঙ্গে কাম্পো ফরমিয়োর (Campo Formio) সন্ধি করেন। সন্ধিতে ইতালিতে নাপোলেয়ঁর বিজয় স্বীকৃত হলো। অর্থাৎ অস্ট্রিয়া মেনে নিলো, বিজিত ইতালি ফ্রান্সের অঙ্গীভূত হবে। লোম্বার্দি হারাবার ক্ষতিপূরণস্বরূপ অস্ট্রিয়াকে দেওয়া হলো আদিজের পূবদিকে ভেনিসের রাজ্যাংশ। কিন্তু ভেনিসের আইয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ ফ্রান্সের অধিকারে রইলো। জর্মনীর ফরাসী অঞ্চল ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি অস্ট্রিয়া মেনে নিলো। অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করা হলো এইভাবে: মেউজে ভেনলু থেকে একটি রেখা নেটে (Nette) নদীর উৎস পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে আণ্ডেরনাখ (Andernach) ও নিউহ্বিডের মধ্য দিয়ে রাইন পর্যন্ত যাবে; তারপর দক্ষিণে রাইন ধরে সুইস সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছবে। এই রেখার দক্ষিণ ও পশ্চিমের সব অধিকৃত-জমি ফ্রান্সের অঙ্গীভূত হবে।

যুদ্ধ ও গ্রেট ব্রিটেন (১৭৯৬-৯৭)

কাম্পো ফরমিয়োর সন্ধি ব্রিটেনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিলো।

ইতিপূর্বে ১০ই অক্টোবর (১৭৯৬) নেপল্‌স্‌ ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি করে। সান ইলদেফনসোর (San Ildefonso) সন্ধি অনুযায়ী ফ্রান্স ও স্পেনের সঙ্গে মিত্রতার কথা ৬ই অক্টোবর প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়, যদিও এই সন্ধি হয়েছিলো অগস্টে। এভাবে নেপল্‌স্‌ ও স্পেন সরে যাওয়ায় ফ্রান্সের নৌশক্তি ব্রিটিশের সামুদ্রিক আধিপত্যের পক্ষে বিপদের সৃষ্টি করেছিলো। ফলে পিট বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন; এমনকি ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি আলোচনা আরম্ভ করতে চেয়েছিলেন। ১৪ই অক্টোবর তিনি মাম্‌স্‌বেরীকে আলোচনার জন্যে লিলে পাঠান (১৪ই অক্টোবর, ১৭৯৬)। শান্তির শর্ত হিসাবে পিটের দাবি ছিলো: ফ্রান্সকে কিছু উপনিবেশ ও বেলজিয়াম ছেড়ে দিতে হবে। নভেম্বরে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের মৃত্যুর ফলে ইঙ্গ-রুশ ঘনিষ্ঠতাও অনেক কমে যায়। সুতরাং ফ্রান্সের ইংলণ্ডের দাবি মেনে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিলো না। অতএব মাম্‌স্‌বেরী আসার দুমাসের মধ্যেই প্রত্যাশিতভাবে ফ্রান্স তাঁকে ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেয়। ১৭৯৭-এর ১০ই অগস্ট পর্তুগাল ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

সম্মিলিত ফরাসী, ওলন্দাজ ও স্পেনীয় নৌবহরের ব্রিটেনের সামুদ্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। কারণ ব্রিটেন সমুদ্রশাসন অব্যাহত না রাখতে পারলে ভূমধ্যসাগর থেকে ব্রিটিশ রণতরীকে বিদায় নিতে হবে। সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ বাণিজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হবে, যোগাযোগের পথ ভূমধ্যসাগরীয় জীবন-রেখা-বিচ্ছিন্ন হবে; সর্বোপরি, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কারণ, ইংলিশ চ্যানেল নামে 'অপ্রশস্ত খাল' ততোদিনই অনতিক্রম্য, যতোদিন ব্রিটেন সমুদ্রশাসন করছে। সামুদ্রিক আধিপত্য হারালে ব্রিটেনে ফরাসী সৈন্যের অবতরণের আর বাধা থাকে না। আর ব্রিটেনে যদি ফরাসী সৈন্যের অবতরণ সম্ভব হয়, তাহলে সেই বাহিনীর সাফল্যও সম্ভব। স্পিটহেডে (Spithead (এপ্রিল-মে) এবং নোরে (Nore) (মে-জুন) ব্রিটিশ নৌবহরের বিদ্রোহ এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিকে আরো বিপজ্জনক করে তোলে। এই অবস্থায় ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি আলোচনা আবার শুরু হয়। ফরাসী সরকারের অস্তিত্বের সমস্যা ক্রমশই বাড়ছিলো, অতএব ফরাসী সরকার শান্তি আলোচনায় আগ্রহ দেখাবে—এই আশা ব্রিটেনের ছিলো। কিন্তু ১৮ই ফ্রুকতিদরের কুদেতায় ফ্রান্সে যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সরকারের ব্রিটেনের প্রতি যে কঠিন মনোভাব ছিলো তা শান্তিপ্রতিষ্ঠার অনুকূল ছিলো না।

অতএব শান্তি স্থাপিত হয় নি। অবশ্য যে কোনো মূল্যে শান্তি কিনে নিতে হবে, এমন অবনত অবস্থা ব্রিটেনের হয়নি। তাছাড়া ব্রিটেনের যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় সম্ভাবনা একেবারেই ছিলো না, তাও নয়। দিরেক্‌তোয়ার যে আর্থনীতিক যুদ্ধবিগ্রহ চালাচ্ছিলো তাতে ব্রিটেনের রপ্‌তানি বেড়েছিলো, কমে নি। ১৭৯২ থেকে ১৭৯৭-এর মধ্যে ব্রিটেনের সরকারী ব্যয় বেড়েছিলো তিনগুণ। কিন্তু জাতীয় আয় অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় সরকারের পক্ষে ঋণ করে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি মেটানো কঠিন ছিলো না। এক বছরেরও বেশি সময় গ্রেট ব্রিটেন একা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়েছিলো; জাতির এই সংকটকালে সমগ্র ব্রিটিশ সমাজে এই একপ্রাণতা এসেছিলো যে, যেভাবেই হোক্ এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। ১৭৯৮-এর বাজেটে পিট করভার বাড়ান; ১৭৯৯-এ তিনি প্রথম আয়কর বসান: ২০০ পাউণ্ডের অধিক আয়ের ওপর প্রতি পাউণ্ডে ২ শিলিং; আয় যতো কমতে থাকবে, করও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কমবে, এবং বছরে ৬০ পাউণ্ডের নীচে আয় হলে আয়কর লাগবে না।

এই সব অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ছাড়াও ১৭৯৭-এ দুটি নৌযুদ্ধে বিজয়ের ফলে ব্রিটেনের দুশ্চিন্তা অনেকটা কমে যায়। ১৪ই ফেব্রুআরি সেণ্ট ভিনসেণ্ট অন্তরীপে জাভিস্ স্পেনীয় নৌবহরকে পরাজিত করেন এবং কাদিজ অবরোধ করেন; ১০ই অক্টোবর অ্যাডমিরাল ডানকান ওলন্দাজ নৌবহরকে ক্যাম্পারডাউনে পরাজিত করেন।

মিশর ও সীরিয়ায় ফরাসী অভিযান

বোনাপার্তের পরামর্শ অনুযায়ী (২০শে ফেব্রুআরি ১৭৯৮) দিরেকতোয়ার ব্রিটেন অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে। বোনাপার্ত ও দিরেকতোয়ারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ভূমধ্যসাগরে, বিশেষত মিশরের দিকে। কারণ, মিশর থেকে ফরাসীরা লেভাণ্টে ব্রিটিশ বাণিজ্য বন্ধ করে দিতে পারবে এবং হয়তো ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের বিনষ্টিও অসম্ভব হবে না।

১৯শে মে তুলঁ থেকে অভিযাত্রী বাহিনী রওনা হলো। ৩৮ হাজার সৈন্যসহ ২৮০টি সৈন্যবাহী জাহাজকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যায় ৬৫টি রণতরী। এই বিরাট বাহিনী মালটা পেঁছোয় ৬ই জুন। মালটা সঙ্গে সঙ্গে বশ্যতা স্বীকার করে। অভিযানের পক্ষে এ এক শুভ সূচনা। কাদিজের উপসাগর থেকে নেলসন ব্রিটিশ নৌবহর নিয়ে অভিযাত্রী ফরাসী বাহিনীকে অনুসরণ করছিলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলেই নেলসনকে

এড়িয়ে ফরাসী অভিযাত্রী বাহিনী পয়লা জুলাই মিশরে অবতরণ করে। ২১শে জুলাই পিরামিডের খণ্ডযুদ্ধে মামলুকদের নিশ্চিহ্ন করে ফরাসী-বাহিনী কাইরো অধিকার করে। কিন্তু ১লা অগস্ট নেলসন তাঁর নৌবহর নিয়ে হঠাৎ আবুকির (Aboukir) উপসাগরে উপস্থিত হন এবং নীলনদের যুদ্ধে এমন মারাত্মক আঘাত হানেন যে ফরাসী নৌবাহিনী প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

নেলসনের বিজয়ের য়োরোপীয় প্রতিক্রিয়া ইংলণ্ডের পক্ষে অত্যন্ত শুভ হয়েছিলো। য়োরোপে ফ্রান্সের শত্রুরা নাপোলেয়নীয় ঘূর্ণিবাত্যার সামনে সাময়িকভাবে মাথা নুইয়েছিল, ভাঙে নি। তারা আবার মাথা তুলে দাঁড়ালো। তুরস্কও উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করে মিশরের ওপর তুরস্কের স্বীকৃত-সার্বভৌমত্ব উপেক্ষা করেছে। সুতরাং ব্রিটিশ নৌবহরের একটি স্কোয়াড্রনের সমর্থনপুষ্ট হয়ে মিশর আক্রমণের জন্যে তুরস্ক সীরিয়ায় সৈন্য সমাবেশ করতে লাগলো। নাপোলেয়ঁ তাই সীরিয়া আক্রমণ করে, তুরস্কের মিশর আক্রমণের পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে চেয়েছিলেন। তের হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি সীরিয়া আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু তিনি একুর-এর (Acre) পতন ঘটাতে পারেন নি। এখানে তুর্কীবাহিনী অবিশ্বাস্য দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে ; নাপোলেয়নীয় অবরোধ তাদের টলাতে পারে নি। অবশ্য সিডনী স্মিথের ব্রিটিশ স্কোয়াড্রনের কাছ থেকে মূল্যবান সাহায্য পেয়েছিলো অবরুদ্ধ বাহিনী। অবরোধের সহায়তার জন্যে একুরগামী সব ফরাসী জাহাজ সিডনী স্মিথ দখল করেন। একুর-এর উদ্ধত আত্মরক্ষাব্যূহ ছিন্ন করা সম্ভব হয় নি। অবশেষে নাপোলেয়ঁ ২০শে মে মিশরে পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করেন। মিশরে ফিরে যাওয়ার পথে তাঁকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়। নাপোলেয়ঁ মিশরে ফিরে আসার অল্পদিনের মধ্যে একটি তুর্কী বাহিনী আবুকিরে অবতরণ করে। ২৫শে জুলাই নাপোলেয়ঁ এই বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। ১৭৯৯-এর ২২শে অগস্ট তিনি মিশরের ফরাসী-বাহিনী পরিচালনার ভার দেন ক্লেবেরকে, কারণ তিনি ইতিমধ্যে ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। স্পষ্টতই যে-উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি মিশর অভিযান আরম্ভ করেছিলেন, তা সিদ্ধ হয় নি। মিশর জয় করেছেন, কিন্তু লেভাণ্টের সঙ্গে ইংরেজের বাণিজ্য বন্ধ হয় নি। একুর থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছেন, ভারত জয়ের পরিকল্পনা কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেছে। য়োরোপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কোয়ালিশন সংগঠিত

হয়েছে; মিত্রপক্ষীয়বাহিনী আবার ফ্রান্সের সীমান্তে পৌঁছে গেছে, ফরাসী সরকার পতনের মুখে। ফরাসী সরকারের দুর্বলতায় রাজতন্ত্রী প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। অতএব বোনাপার্তের পক্ষে ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার এই উপযুক্ত মুহূর্ত। দীর্ঘদিন যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর ভিতরে বড়ো হয়েছে তাঁকে অস্থির, অশান্ত করেছে, এক রণক্ষেত্র থেকে আর এক রণক্ষেত্রে নিয়ে গেছে, সেই আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধির দিন এসেছে। অতএব আর বিলম্ব নয়। ফ্রান্সের এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তকে সুযোগ করে নিতে হবে; ফ্রান্সের অধীশ্বর হওয়ার এই অনুকূল সময়।

দ্বিতীয় কোয়ালিশনের সংগঠন

বোনাপার্তের মিশর অভিযান দ্বিতীয় কোয়ালিশনের পথ প্রশস্ত করেছিলো। কারণ, য়োরোপে তাঁর অনুপস্থিতি গ্রেটব্রিটেন, রাশিয়া ও তুরস্ককে আবার মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ এনে দেয়। কিন্তু দ্বিতীয় কোয়ালিশন সংগঠনের জন্যে দিরেক্তোয়ারের প্ররোচনামূলক বিদেশনীতি আরো বেশি দায়ী। দিরেক্তোয়ারের একথা বোঝা উচিত ছিলো যে, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া ও তুরস্কের সঙ্গে অস্ট্রিয়া যোগ দিলে এমন এক দুর্দমনীয় শক্তিজোটের সৃষ্টি হবে, যার মোকাবিলা করার জন্যে ফ্রান্সকে সমস্ত শক্তি নিয়ে লড়তে হবে। নয়তো সে য়োরোপে তার বিজিত দেশের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারবে না। ১৭৯৮-এর প্রথমদিক থেকেই ফ্রান্স যে-সব দেশ জয়ের চেষ্টা করতে থাকে তাতে ভিয়েনার পক্ষে মনে করা স্বাভাবিক ছিলো যে, ফ্রান্স কাম্পো ফর্মিয়োর সন্ধি লঙ্ঘন করছে। ১৭৯৭-এর শেষে স্থানীয় বিপ্লবীরা রোমে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। এর জন্যে ফরাসীরা দায়ী বলে ধরে নেওয়া হয় এবং ফরাসী সেনাপতি লেয়োনার দ্যুফ (Leonard Duphot) দাঙ্গায় নিহত হন। ফলে ইতালির ফরাসীবাহিনীকে রোম আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৭৯৮-এর ১৫ই ফেব্রুআরি রোমান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে বোনাপার্ত দিরেকতোয়ারকে সুইৎসারল্যাণ্ড অধিকার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সুইৎসারল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক দল সেখানে ফরাসী সৈনিকের উপস্থিতি চায় নি; চেয়েছিলো ফরাসী সরকার হুমকি দিয়ে সুইৎসারল্যাণ্ডের শাসকগোষ্ঠীকে গণতান্ত্রিক দলের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করুক। কিন্তু ১৩-১৪-ইর রাত্রিতে দিরেকতোয়ার সৈন্যবাহিনীকে বের্ণ (Bern) আক্রমণের আদেশ দেয়। স্বল্পকাল যুদ্ধের পর বের্ণ আত্মসমর্পণ করে। সুইস ক্যাণ্টনগুলিকে

ফ্রান্সের জন্যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ফ্রাঁ দিতে বলা হয়। যুগপৎ ফ্রান্স সহযাত্রী প্রজাতন্ত্রসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। হল্যাণ্ডের বাটাভীয় প্রজাতন্ত্রের বিধানসভাকে ফরাসী দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি নতুন সংবিধান রচনায় বাধ্য করা হয় (২২শে জানুআরি, ১৭৯৮)। ২১শে ফেব্রুআরি দিরেকতোয়ার সিজালপাইন প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে যে মিত্রতাচুক্তি করে তার ফলে স্থির হয় যে, ২৫ হাজারের ফরাসী দখলদারবাহিনী এই প্রজাতন্ত্রে থাকবে এবং এই বাহিনীর ব্যয়ভারও এই প্রজাতন্ত্রই বহন করবে। ইতিমধ্যে রাস্টাটের (Rastatt) কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয় ১৭৯৭-এর ১৬ই নভেম্বর। এই কংগ্রেসে ফরাসী দাবি শুধুমাত্র কাম্পো ফরমিয়োর সন্ধিতেপ্রস্তাবিত রাইন সীমান্তে সীমাবদ্ধ রইলো না। দাবি আরো বাড়লো : নেট্রে নদীর উত্তরে কোলাস অঞ্চলও চাওয়া হলো। ১৭৯৮-এর ৯ই মার্চ সাম্রাজ্যের এস্টেটসমূহ নীতিগতভাবে এই দাবি মেনে নিলো। ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো (১) ফরাসী-অধিকৃত নেদারল্যাণ্ডে সংগঠিত নয়টি দ্যপার্তমঁতে ; (২) ১৭৯৫-এ ওলন্দাজরা যে অঞ্চল ফ্রান্সকে দিয়েছে সেখানে ; (৩) লিয়্যাজের বিশপরিকে ; এবং (৪) রাইনল্যাণ্ডের চারটি দ্যপার্তমঁতে।

১৭৯৮-এর সেপ্টেম্বরে তুরস্ক সরকারের সম্মতি নিয়ে একটি রুশ নৌবহর ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে। উদ্দেশ্য : মাল্টাকে ফরাসী আধিপত্য থেকে মুক্তিদান। এই নতুন রুশ উদ্যম ও আবুকির উপসাগরে নেলসনের জয়ের ফলে রোমান প্রজাতন্ত্র আক্রান্ত হয়। ১৭৯৮-এর ২৬শে নভেম্বর নেপল্‌স্ রোম দখল করে। অতএব দিরেক্‌তোয়ার নেপল্‌সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (৪ঠা ডিসেম্বর)। ফরাসীবাহিনীর দ্বারা সার্দিনিয়া আক্রান্ত হয়। রোমের ফরাসী সেনাপতি জঁ্যা এতিয়েন শাঁপিয়োন্নে (Jean Etienne Championnet) টাইবারের অপর পারে সরে গিয়েছিলেন। সিভিতা কাস্তেল্লানায় (Civita Castellana) তিনি নেপল্‌সের বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হন। কিন্তু শাঁপিয়োন্নে নেপল্‌সের বাহিনীকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন। তারপর এগিয়ে এসে শুধু রোমই নয়, নেপল্‌স্‌ও দখল করেন। এরপর রাশিয়া নেপল্‌স্ ও ব্রিটেনের সঙ্গে মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে (২৯শে ডিসেম্বর)। তুরস্কের সঙ্গে চুক্তি হয় ৩রা জানুআরি, ১৭৯৯। রাশিয়া নেপল্‌স্ ও লোম্বার্দিতে সৈন্য পাঠাতে স্বীকৃত হয়। পরিবর্তে ব্রিটেন রাশিয়াকে এককালীন ২ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড ও প্রতি মাসে ৭৫ হাজার

পাউণ্ড দিতে স্বীকৃত হয়। ইতিমধ্যে রাশিয়া আইয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করে। ১৭৯৯-এর ৩রা মার্চ কর্ফুর পতনের ফলে আইয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ বিজয় সম্পূর্ণ হয়। ১৭৯৮-এর মে মাসে নেপল্‌সের সঙ্গে আত্মরক্ষাত্মক চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও অস্ট্রিয়া দ্বিধা করছিলো। ১৭৯৯-এর ১২ই মার্চ অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৭৯৯-এর ফরাসী সেনাবিন্যাস: প্ররোচনামূলক বিদেশ নীতি সত্ত্বেও পুনরায় যুদ্ধ করার জন্যে দিরেকতোয়ার কিন্তু প্রস্তুত ছিলো না। সংখ্যা ও সমরোপকরণের ন্যূনতা ছিলো। ফ্রান্সের দ্বিগুণ সৈন্য সমাবেশ করার সামর্থ্য মিত্রপক্ষের ছিলো। এই পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের সবচেয়ে নিরাপদ পথ ছিলো দুটি গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনে সৈন্যবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করা। দক্ষিণ জর্মনী ও উত্তর ইতালিতে ফরাসীবাহিনী কেন্দ্রীভূত হলে মিত্রপক্ষের প্রারম্ভিক আক্রমণ কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভবপর হত। তাহলে সেপ্টেম্বরে গৃহীত লেভে-অঁ্যা মাস-এর দ্বারা সংগঠিত নতুন বাহিনী যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পেঁ ৗছোতে পারতো। দিরেকতোয়ার তা করেনি; ফরাসীবাহিনী দুই রণাঙ্গনে কেন্দ্রীভূত না করে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিলো এবং পরিণামে বিক্ষিপ্তভাবে পরাজিত হয়েছিলো। যুদ্ধফল মারাত্মক হতে পারতো যদি অস্ট্রিয়বাহিনীর সেনাবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ না হতো।

অভিযান আরম্ভ হওয়ার সময় আর্চডিউক চার্লসের ৮০ হাজারের অস্ট্রিয়-বাহিনী বাভারিয়ার লেখ (Lech) নদীর পিছনে সমবেত হয়েছিলো। দক্ষিণে ফোরারলবের্গে সমাবেশ হয়েছিলো ডেভিড ফন হটৎসের ২৬ হাজারের বাহিনীর। এই বাহিনীর পিছনে তিরলে ছিলো ফন বেল্লেগার্ডের (Von Bellegarde) আরো ৪৬ হাজারের বাহিনী। সুতরাং রুশবাহিনী রণাঙ্গনে আসার পূর্বে সর্বসাকুল্যে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজারের বাহিনী সমাবেশ করা হয়েছিলো। রাশিয়ার আরো ৬০ হাজারের বাহিনী নিয়ে আসার কথা। এই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ছিলো ২ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য। কিন্তু অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে ১ লক্ষ ৩৬ হাজারের বেশি সৈন্য সংগ্রহ করতে পারে নি ফ্রান্স। ইতালিতে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষম সৈন্য ছিলো ১ লক্ষ ১০ হাজারের মতো কিন্তু আদিজ রক্ষার জন্যে ৬০ হাজারের বেশি সৈন্য জোটাতে পারে নি দিরেক্‌তোয়ার। নেপল্‌স্ জয়ের জন্যে ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে দক্ষিণে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো। অথচ নেপল্‌স্ জয় করলেও তা কোনোই কাজে আসবে না যদি মূল বাহিনী উত্তর ইতালিতে পরাজিত হয়। অবশিষ্ট এক

লক্ষ সৈন্যের মধ্যে হল্যাণ্ডে ব্রুনের নেতৃত্বাধীন ২৪ হাজারের বাহিনী ছিলো ; মাসেনার ৩০ হাজারের বাহিনী ছিলো সুইৎসারল্যাণ্ডে ; এভাবে প্রায় নিরর্থক ফরাসী সেনা ছড়ানো, অথচ রাইনের উত্তর অঞ্চলে আর্চডিউক চার্লসের মোকাবিলার জন্যে জর্দ্যাঁর ছিলো মাত্র ৪৬ হাজার সৈন্য।

১৭৯৯-এর অভিযান : এই অবস্থায় রুশ বাহিনী রণাঙ্গনে এসে পৌঁছোবার আগে প্রচণ্ড আঘাত হানতে না পারলে যুদ্ধে জয়লাভের আশা সুদূরপরাহত। সুতরাং ফ্রান্স তিনটি রণাঙ্গনেই আক্রমণ শুরু করে। মার্চের প্রথম দিকে জুর্দ্যাঁ উত্তর দানিয়ুব ও কন্‌ষ্টান্স হ্রদের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হন ; সুইৎসারল্যাণ্ডের বাহিনী এগিয়ে যায় ফোরারলবের্গের দিকে। মাসেনার বাহিনী কেন্দ্র ও দক্ষিণ কোনো কোনো জায়গায় সাফল্যলাভ করে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এনগাডিনের তীর ধরে ক্লোদ্‌ ল্যকুর্বের (Claude Lecourbe) মার্চ। কিন্তু মাসেনা সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঘাঁটি কেল্‌ড্‌কির্‌ দখল করতে পারেন নি। কেল্‌ড্‌কির্‌ অধিকার করতে পারলে দানিয়ুবের বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের পথ খুলে যেতো। কিন্তু ইতিমধ্যে জুর্দ্যাঁ চার্লসের বিপুল সংখ্যাধিক্যের চাপে পিছু হটতে শুরু করেছেন। ২৫শে মার্চ ষ্টকাখে (Stockach) তিনি পরাজিত হন। ৬ই এপ্রিল জুর্দ্যাঁর বাহিনীকে রাইন পেরিয়ে চলে আসতে হয়। এখন থেকে নিজের বাহিনী ছাড়াও জুর্দ্যাঁর বাহিনীরও সেনাপতি হন মাসেনা। মাসেনা মধ্যসুইৎসারল্যাণ্ড রক্ষার জন্যে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করত লাগলেন। ২৬শে মার্চ শেরের (Schérer) আদিজের তীর ধরে আক্রমণ শুরু করেন। দশ দিন পরে তিনি মাগনানোয় (Magnano) পরাজিত হন এবং তাড়াহুড়া করে প্রথমে ওগ্লিওতে (Oglio) এবং পরে আদ্দায় (Adda) পশ্চাদপসরণ করেন। মিন্সিওর তীরে পলক্রের (Paulkray) অস্ট্রিয়বাহিনী সাময়িকভাবে অবস্থান করে। সেখানে মিত্র-পক্ষীয় প্রধান সেনাপতি সুভোরভ (Suvorov) ১৮ হাজার রুশ সৈন্য নিয়ে অস্ট্রিয়বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। ফরাসীপক্ষে মরো (Moreau) শেরেরের স্থলাভিষিক্ত হন। ম্যাকডোনাল্ডকে উত্তরদিকে এগোবার আদেশ দেওয়া হয়। আদ্দার তীরে চারদিন যুদ্ধের পর ফরাসীরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। কিন্তু মিত্রপক্ষ মরোর বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে নি ; করলে বিপদ হতে পারতো, মরোর পক্ষে আলেসাণ্ড্রিয়ায় (Alessandria) ও জেনোয়ার (Genoa) উত্তরের পাহাড়ে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন হতো। একমাসেরও বেশি সময় মরো আপেনিন (Apennines) পর্বত-

মালায়, ম্যাকডোনাল্ডের জন্যে অপেক্ষা করেন। অবশেষে ম্যাকডোনাল্ড যখন পার্মা (Parma) থেকে পশ্চিম দিকে এগোতে শুরু করেন, তখন মিত্রপক্ষের পার্ষ্ণির বিপদের সূচনা হয়। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডের মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট সৈন্য ছিলো সুভোরভের। তিনি ম্যাকডোনাল্ডকে ত্রেব্বিয়ায় (Trebbia) পরাজিত করেন (১৭-১৯শে জুন)। ম্যাকডোনাল্ড পার্মা ও মদেনা হয়ে পূব দিকে সরে আসেন এবং আপেনিন পেরিয়ে মধ্যজুলাইয়ে জেনোয়ায় মরোর সঙ্গে মিলিত হন।

উত্তর রণাঙ্গনে ফরাসী বামপক্ষ ও কেন্দ্র এপ্রিলের প্রথম দিকে রাইনের অপর তীরে ফিরে এসেছিলো। পরবর্তী ছয় সপ্তাহে বেল্লেগার্দে ও হটৎসের অস্ট্রিয়বাহিনী মাসেনার দক্ষিণ পক্ষকে পিছু হটতে বাধ্য করে। এরপর অস্ট্রিয়রা তাদের বাহিনীর পুনর্বিন্যাস করে। জ্যুরিখের পূর্বে আর্চডিউকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে হটৎস এগিয়ে যায়; বেল্লেগার্দেকে পাঠানো হয় লোম্বার্দির দক্ষিণে। ৪ঠা জুন মাসেনা জ্যুরিখে আর্চডিউক ও হটৎসের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তারপর পিছিয়ে গিয়ে তিনি আর নদীরেখার পিছনে নতুন রণাঙ্গন বেছে নেন। এখানে দুমাসেরও বেশি সময় অস্ট্রিয়বাহিনী তাঁকে আক্রমণ করার কোনো চেষ্টা করে নি। কারণ, অস্ট্রিয়রা ৩০ হাজারের বাহিনী নিয়ে রুশ সেনাপতি আলেকসান্দর কর্সাকফের (Aleksandr Korsakof) আগমনের অপেক্ষা করছিলো। মধ্যঅগস্টে ল্যকূর্বের নেতৃত্বে ফরাসী দক্ষিণপক্ষ সেণ্ট গঠার্গ (St Gothard) গিরিবর্ত পুনরায় অধিকার করে। ঠিক একই সময়ে মাসেনা আর (Aar) নদীরেখায় একটি আক্রমণ প্রতিহত করেন। মিত্রপক্ষের পরিকল্পনা ছিলো, আর্চডিউক চার্লস ও কোর্সাকভের বাহিনী দুটি নিয়ে মাসেনাকে সম্মুখ দিক থেকে আর সুভোরভের বাহিনী দিয়ে তাঁর পার্ষ্ণি আক্রমণ করা। কিন্তু এই পরিকল্পনা পরিবর্তন করা হয়। ৩৫ হাজারের বাহিনীসহ চার্লসকে পাঠানো হয় মধ্য রাইনে, যা সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ছিলো। মাসেনাকে ধরে রাখার দায়িত্ব পড়ে হটৎস ও কোর্সাকোভের ওপর। এই ব্যবস্থার বিপরীত ফল অল্পদিনেই বোঝা গেলো। এদিকে ইতালিতে বার্তেলেমী জুবেয়ার (Barthèlemy Joubert) মরোর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। ১৫ই অগস্ট নোভিতে (Novi) ফরাসীবাহিনী প্রচণ্ডভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু এরপর সুভোরভ ২৮ হাজারের বাহিনী নিয়ে ইতালি থেকে সুইৎসারল্যাণ্ডে যাত্রা করেন এবং চার্লসের বাহিনীকে জর্মনীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং সুইৎসারল্যাণ্ডে মিত্রপক্ষীয়বাহিনী কমে দাঁড়ায়

৫৫ হাজারে। কিন্তু সুভোরভ যখন সেণ্ট গঠার্ডে তখন মাসেনা মিত্র-পক্ষীয়বাহিনীকে আক্রমণ করেন। জ্যুরিখের দ্বিতীয় যুদ্ধে (২৫শে সেপ্টেম্বর) তিনি কোর্সাকোভের বাহিনীকে প্রচণ্ডভাবে পরাজিত করেন ; রুশ বাহিনীকে রাইন পেরিয়ে উত্তরদিকে চলে যেতে হয়। একই দিনে জ্যুরিখ হ্রদের দক্ষিণ-পূর্বে লিন্থ্ (Linth) নদীর তীরে সুল্ (Soult) হটৎসের বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দেন। দক্ষিণে কিন্তু সুভোরভ সেণ্ট গঠার্ড গিরিবর্ত অধিকার করে অগ্রসর হতে থাকেন। লুসের্ণ (Lucerne) হ্রদের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। সেখানে তিনি পূব দিকে মোড় নিতে বাধ্য হন। কারণ, শত্রু বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুভোরভের ইলাঞ্জে সফল পশ্চাদপসরণ স্মরণীয়। ৭ই অক্টোবরে রুশবাহিনী ইলাঞ্জে পৌঁছোয় এবং রুশ অভিযানের সমাপ্তি ঘটে। ২৩শে অক্টোবর সম্রাট পল তাঁর রুশ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

হল্যাণ্ডে ইঙ্গ-রুশ অভিযান

২২শে জুন ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি হয়। এই চক্তি অনুযায়ী ব্রিটেন ৩০ হাজারের সেনা পাঠাতে এবং ১৮ হাজারের একটি রুশ বাহিনীর ব্যয়ভার বহন ও পরিবহনের ব্যবস্থা করতে রাজী হয়। এই দুই রাষ্ট্রের আশা ছিলো এই অভিযান নেদারল্যাণ্ডকে ফরাসী আধিপত্য থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু এই অভিযানের একমাত্র সুফল কিছু ওলন্দাজ রণতরী ও বাণিজ্য জাহাজ অধিকার। ২৭শে অগস্ট ব্রিটিশ বাহিনী হেলডেরে (Helder) অবতরণ করে। ১৯শে সেপ্টেম্বর বের্গেনে (Bergen) ব্রুনের ফরাসী-বাটাভীয়বাহিনী মিত্রপক্ষীয়বাহিনীর অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেয় ; ফরাসী আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত ওলন্দাজ অভ্যুত্থান ঘটেনি। ৬ই অক্টোবরে ক্যাষ্ট্রিকামে (Castricum) দ্বিতীয় পরাজয়ের পর ইয়র্কের ডিউক সেনা অপসারণের জন্যে আলক্মারের (Alkmaar) চুক্তি (১৮ই অক্টোবর) করতে বাধ্য হন। অভিযাত্রী বাহিনীর প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ছিলো না। তাছাড়া, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে বন্যা এবং জ্বর—এই সব মিলে মিত্রপক্ষের অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়।

দ্বিতীয় কোয়ালিশনের চরম পরাজয় ও ভাঙন ঘটে ১৮০০তে। বোনাপার্ত ১৪ই জুন মারেংগোতে (Marengo) অস্ট্রিয়বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে

পরাজিত করেন ; ৩রা ডিসেম্বরে জর্মনীতে হোহেনলিনডেনে মরো বিজয়ী হন এবং অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করেন। দিরেকতোয়ারের ওপর দ্বিতীয় কোয়ালিশনের সংগঠনের প্রভাব মারাত্মক হয়েছিলো। য়োরোপে যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্যে দিরেকতোয়ার নিন্দিত হয়েছিলো ; যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ে এই সরকারের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে যায়। ৯ই অক্টোবর (১৭৯৯) ফ্রেজ্যুতে (Frejus) বোনাপার্ত নির্বিঘ্নে অবতরণ করেন। দিরেকতোয়ারের পতন ঘটিয়ে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার এই উপযুক্ত সময়। এক মাস পরে বিপ্লবী ক্যালেণ্ডারের অষ্টমবর্ষে ১৮-১৯ ব্রুম্যার (৯ই নভেম্বর, ১৭৯৯) নাপোলেয়ঁ একটি কুদেতায় দিরেক-তোয়ারের পতন ঘটিয়ে প্রথম কঁসুল হিসাবে ক্ষমতা অধিকার করেন।

৩৫

বিজয়ীজাতি ও অন্যান্য সহযোগী প্রজাতন্ত্র

কঁভঁসিয়ঁ ফরাসী সীমান্তে অবস্থিত কয়েকটি দেশ—বেলজিয়াম, রাইনল্যাণ্ড, স্যাভয় ও নীস—ফ্রান্সের অঙ্গীভূত করে নেয়। দিরেকতোয়ারের আমলে এই সম্প্রসারিত ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী দেশসমূহ ফরাসীবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হলেও এই সব দেশ ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এই সরকার ফরাসী প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 'অন্তবর্তী প্রজাতন্ত্র' অর্থাৎ ফরাসীপ্রভাবিত সহযোগী প্রজাতন্ত্র স্থাপনের নীতি অনুসরণ করে। হল্যাণ্ড, সুইৎসারল্যাণ্ড ও ইতালি এই কয়টি বিজিত রাষ্ট্রকে ভেঙে প্রাচীন গালভরা নাম দিয়ে বেশ কয়েকটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, যথা ব্যাটাভীয়, এলভেতীয়, সিস্‌পাদেন, সিজালপাইন, লিগুরীয়, রোমান, পার্থেনোপীয় প্রজাতন্ত্র। এই সব প্রজাতন্ত্র ফ্রান্সই সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু এগুলোকে একেবারে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, তা ঠিক নয়। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রেই কিছু লোক ছিলো যারা ফরাসী ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো। এরা ফরাসী প্রজাতন্ত্রের মতো রাষ্ট্র চেয়েছিলো, যদিও দেশের জনসমষ্টির তুলনায় এরা ছিলো সংখ্যালঘু। এইসব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই নতুন ধরনের রাষ্ট্রের প্রতি হয় উদাসীন নয়তো বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিলো। এই সব প্রজাতন্ত্রেই আভ্যন্তরীণ ও বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ফরাসীরা হস্তক্ষেপ করতো। সব দেশ থেকেই ফরাসীরা ঐশ্বর্য, শিল্প সামগ্রী ও সৈনিক নিয়ে যেতো। সব দেশেই ফরাসীরা তাদের আধিপত্যের স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়। সামন্ততন্ত্রের অবসান ও ফরাসীদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত জাতীয়সংহতি ফরাসী আধিপত্যের ফলেই সম্ভব হয়েছিলো।

১৭৮৭-তে হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ রাজবংশবিরোধী প্যাট্রিয়ট দলের অনেকে ফ্রান্সে পালিয়ে আসে। ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার পর এরা বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'ক্লুব দে বাতাভ' প্রতিষ্ঠা করে এবং গোপনে হল্যাণ্ডে রাজনৈতিক পুস্তিকা ও সংবাদপত্র পাঠিয়ে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করতে শুরু করে। ১৭৯৫-এ যে-ফরাসী অভিযাত্রীবাহিনী হল্যাণ্ডে যায়,

তার সঙ্গে একটি ওলন্দাজবাহিনীও ছিলো। হল্যাণ্ডের পরাজিত ষ্টাড্‌টহোলডার ইংলণ্ডে পালিয়ে যাওয়ার পর পুরনো প্যাট্রিয়ট গোষ্ঠী একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে এবং ফ্রান্সের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি করে। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হল্যাণ্ডকে দক্ষিণের কিছু রাজ্যাংশ ও ১০০ মিলিয়ান ফ্লোরিন ফ্রান্সকে দিতে হয়। বৈধ অবশ্যগ্রহণীয় মুদ্রা হিসাবে আসিঞ্জিয়ার প্রচলন এবং ২৫ হাজারের একটি ফরাসীবাহিনীর হল্যাণ্ডে অবস্থান মেনে নিতে হয়। নির্বাসিত হল্যাণ্ডের শাসক অরেঞ্জের প্রিন্স ওলন্দাজ উপনিবেশের বাহিনীগুলিকে ব্রিটিশবাহিনীকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। এভাবে উত্তমাশা অন্তরীপ ও সিংহল স্থায়ীভাবে ব্রিটেনের অধিকারে চলে যায়। ওলন্দাজ নৌবহরও অরেঞ্জের রাজবংশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো। সুতরাং ১৭৯৭-এর অক্টোবরে ক্যাম্পার-ডাউনে ব্রিটিশ নৌবহরের কাছে পরাজিত হওয়ার পর ওলন্দাজ নৌবহর এই যুদ্ধে আর কোনো ভূমিকা নেয় নি।

শান্তিচুক্তির ফলে হল্যাণ্ডে ফরাসী আদর্শে একটি নতুন সংবিধান তৈরী হলো। ৬৪ জন সদস্যের একটি পরিষদ, ৩০ জন সদস্যের একটি দ্বিতীয় পরিষদ এবং ৫ জন সদস্যের দিরেকতোয়ার। ফরাসী স্থানীয় শাসনের অনুরূপ স্থানীয় শাসনও প্রতিষ্ঠিত হলো। জাতীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলো। পুরনো সংযুক্তনেদারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রবাদী-প্রজাতন্ত্র একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হলো। এই রাষ্ট্রই ব্যাটাভিয়ান প্রজাতন্ত্র।

বিপ্লবের সঙ্গে সুইৎসারল্যাণ্ডের সম্পর্কের ইতিহাস আরো বেদনাবহ। ১৭৯৭ পর্যন্ত বের্নের আভিজাতিক সরকার কোনোক্রমে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিলো। শুধু নিরপেক্ষতাই নয়, বিপ্লবের ছোঁয়াচও এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলো। কিন্তু সুইৎসারল্যাণ্ডের ফ্রিবুর্গ ও জেনিভা থেকে নির্বাসিত অনেকে পারীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁরাই পারীতে 'ক্লুব এলভেতিক' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ক্লাভিয়্যার (Clavière), এতিয়েন দুমঁ (Etienne Dumont), দ্য লাহার্প (De la Harpe) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সুইৎসারল্যাণ্ডে এঁদের প্রচারের বিশেষ ফল হয় নি। ১৭৯৭-এ নাপোলেয়ঁর আগ্রাসী ইতালীয় নীতি দিরেকতোয়ার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর কয়েকটি সুইস্ গিরিবর্ত্ত, বিশেষত সিম্‌প্লন্ ফরাসী অধিকারে নিয়ে আসা আবশ্যিক হয়ে পড়লো। অতএব সুইৎসারল্যাণ্ড আক্রমণ করার অজুহাতেরও অভাব

হলো না। দীর্ঘকাল শান্ত ও নিরপেক্ষ হয়ে থাকার ফলে সুইৎসারল্যাণ্ডের পক্ষে ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো উপায় ছিলো না। বিজয়ী ফরাসীবাহিনী দ্য লাহার্প ও পিটার অক্‌স্‌ (Peter Ochs) এই দুই সুইস বিপ্লবীর সাহায্যে এলভেতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলো। সুইৎসারল্যাণ্ড এতকাল যুক্তরাষ্ট্রবাদী কাণ্টনের প্রজাতন্ত্র ছিলো। এখন সেখানে ফরাসী আদর্শে দিরেকতোয়ার ও পরিষদযুক্ত সংবিধান প্রচলিত হলো। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনেক ক্যাণ্টন বিদ্রোহ করে। ১৭৯৯-এ সুইৎসারল্যাণ্ডে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও ফরাসীবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলে, যার ফলে সুইৎসারল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এলভেতীয় প্রজাতন্ত্র মাটির গভীরে শিকড় পাঠাতে পারে নি। নাপোলেয়ঁ সুইৎসারল্যাণ্ডকে পুরনো সংযুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ফিরিয়ে দিয়ে এলভেতীয় প্রজাতন্ত্রের যন্ত্রণার অবসান ঘটান। কিন্তু এই অসফল প্রজাতান্ত্রিক পরীক্ষা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে, আধুনিক সুইৎসারল্যাণ্ড সৃষ্টিতে এই ক্ষণস্থায়ী ফরাসী আধিপত্যের অবদান অসামান্য। আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমতা, প্রত্যেক ভাষার সমানাধিকার, চিন্তা ও ধর্মের স্বাধীনতা, ফরাসীপক্ষপুটে-আশ্রিত এই এলভেতীয় প্রজাতন্ত্রই ঘোষণা করে; সুইস নাগরিকত্ব (যা আধুনিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি), ক্ষমতার পৃথকীকরণ, আভ্যন্তরীণ শুল্কের এবং অন্যান্য আর্থনীতিক বিধিনিষেধের বিলোপও এই প্রজাতন্ত্রের কীর্তি; এই প্রজাতন্ত্রই ফরাসী ছাঁচে ওজন ও পরিমাপের, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংস্কার করে, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে বিবাহ বৈধ বলে ঘোষণা করে এবং শারীরিক যন্ত্রণার বিলোপ ও বিচার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে। শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজেরও প্রসার ঘটে এই যুগে।

ইতালীয় প্রজাতন্ত্রগুলি ফরাসী বিদেশনীতির হাতিয়ারের বেশি কিছু ছিলো না। এদের মধ্যে ছিলো সিসপাদেন প্রজাতন্ত্র, যা পরে সিজালপাইন নামে বিস্তৃততর হয়; তাছাড়া ছিলো উত্তরে লিগুরীয়, মধ্যে রোমান, দক্ষিণে পার্থেনোপীয় প্রজাতন্ত্র। এই সব প্রজাতন্ত্রের সীমানা ও সরকার প্রায়শই পরিবর্তিত হতো। এই সব প্রজাতন্ত্রও হল্যাণ্ড ও সুইৎসারল্যাণ্ডের ছাঁচে সংগঠিত হয়েছিলো। মুষ্টিমেয় বিপ্লবীর সাহায্যে পরিষদযুক্ত দিরেকতোয়ারের প্রতিষ্ঠা, প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও শিল্পসামগ্রী ফ্রান্সে প্রেরণ—সর্বত্র এই এক ইতিহাস। সেই সঙ্গে সব প্রজাতন্ত্রেই ফরাসী আদর্শে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনসংক্রান্ত সংস্কারের প্রবর্তন। এই সব বশংবদ প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির

পরিণাম দেশের অধিকাংশ মানুষের ফরাসীবিদ্বেষ। অংশত এই বিদ্বেষই জাতীয়তাবাদী সংহতি নিয়ে আসে।

বর্মের—১৮-১৯ ব্রুম্যারের কুদেতা (৯-১০ নভেম্বর, ১৭৯৯)

ফ্রুক্তিদরের কুদেতার পর দিরেকতোয়ার আরও দু'বছর টিকে ছিলো। এ-সময় দিরেকতোয়ার স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন করে বললে অত্যুক্তি হবে না। যাজক, দেশত্যাগী ও রাজতন্ত্রীদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। এগারশ মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, নয় তো পাঠানো হয় গিয়ানার শুকনো গিলোতিনে। বিরোধী সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়, স্থানীয় প্রশাসনের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরিষদদুটির ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে দিরেকতোয়ার প্রায় সন্ত্রাসের শাসন আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে। শুধুমাত্র সন্দেহজনক ব্যক্তির আইনটি নতুন করে চালু করা হয় নি, এই যা তফাৎ।

কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ের গৌরব এনে দিতে পারলেই একমাত্র ফ্রান্সে এই জাতীয় আদর্শহীন প্রশাসনিক স্বৈরাচার চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো। বস্তুত, এ-সময় ব্রিটিশ অবরোধের ফলে ফরাসী উপকূলের বাইরে জাহাজ চলাচল কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং ইংলণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা করা হতে থাকে। পর পর কয়েকটি আক্রমণও করা হয়: ১৭৯৩-এ চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ; ১৭৯৬-এ অসের ব্যান্ট্রি উপসাগর আক্রমণ; ১৭৯৭-এ মার্কিন কর্নেল উইলিয়াম টেটের (Tate) কয়েক ঘণ্টার জন্যে ফিসগার্ড আক্রমণ এবং ১৭৯৮-এ জে. জে. এ. হুম্বার্টের (Humbert) আয়র্ল্যাণ্ড অভিযান। এইসব ব্যর্থ অভিযান একটি পূর্ণাঙ্গ ইংলণ্ড অভিযানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অনেক ফরাসী উপনিবেশ ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের করতলগত হয়েছিলো। যে কয়টি টিকেছিলো তাদের পক্ষেও ইংরেজ অবরোধের জন্যে চিনি, কফি এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য পাঠানো সম্ভবপর হয় নি। য়োরোপীয় ভূখণ্ডে ফরাসীবাহিনী তাদের বিভিন্ন অবস্থানে—নেদারল্যাণ্ডে, রাইনে ও আল্পসে—বেশ শক্তভাবে দাঁড়িয়েছিলো। ১৭৯৮-এ নাপোলেয়ঁ মালটা ও মিশর অধিকার করে সীরিয়া আক্রমণ করেন। এতে রাশিয়া ও তুরস্ক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চলে যায়। ফলে ১৭৯৯-এর বসন্তকালে রাশিয়া অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে একটি নৌবহর এবং লোম্বার্দিতে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠায়। এতে যুদ্ধ

পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছোয়। এই সংকটের মোকাবিলায় আবার সৈন্যবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদানের আইন (১৭৯৮-এর সেপ্টেম্বরের লোয়া জুর্দ্যাঁ) পাস করা হয়। সপ্তম বর্ষের ৩০শে প্রেরিয়াল (১৮ই জুন, ১৭৯৯) দুই পরিষদের প্রচণ্ড চাপের কাছে দিরেকতোয়ারকে নতি স্বীকার করতে হয়। দিরেকতোয়ারের সদস্য ও মন্ত্রীদের পরিবর্তন হয়। লা রেভেলিয়্যার, ম্যর্ল্যাঁ ও জে. বি. ত্রেলারের (Treilhard) পরিবর্তে মুলাঁ্য (Moulin), গোয়িয়ে (Gohier) ও রজে দুক (Roger Ducos) দিরেকতোয়ারের সদস্য হন। ইতিপূর্বে মে মাসে র‍্যউবেলের জায়গায় সিয়েস সদস্য হয়ে এসেছিলেন। জেনারেল বার্ণাদোৎ হলেন যুদ্ধমন্ত্রী, কাঁবাসের্যাস (Combacérès) বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী ও ফুশে পুলিশমন্ত্রী। পুরনো গণনিরাপত্তাকমিটির সদস্য লিদেঁ ফিরে এলেন অর্থমন্ত্রীরূপে। প্রেরিয়ালের পরিবর্তনের ফলে দিরেকতোয়ারে আপাতত জাকব্যাঁদের প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। কিছু জাকব্যাঁ সেনাপতিও নিযুক্ত হলেন।

যুদ্ধপরিস্থিতির সংকটের মোকাবিলায় কয়েকটি আইন পাস অনিবার্য হয়ে পড়ে। সৈন্যবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করার জন্যে জুর্দ্যাঁর আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হলো। আর একটি নতুন সৈন্যবাহিনী গঠনের ব্যয় নির্বাহের জন্যে সম্পন্ন নাগরিকদের রাষ্ট্রকে ১০০ মিলিয়ান লিভ্‌র ঋণ দিতে বলা হলো। শরীরবন্ধকী (Hostage) আইনে বলা হলো কোনো দ্যপার্তমঁ-এ যদি রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দেয় তবে সেখানকার দেশত্যাগী, অভিজাত ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত মানুষের আত্মীয়স্বজনের শরীর রাষ্ট্রের কাছে বন্ধক থাকবে। অর্থাৎ দেশদ্রোহীরা যাতে দেশদ্রোহীতা থেকে বিরত থাকে সেজন্যে তাদের কোনো কোনো আত্মীয়স্বজনকে রাষ্ট্র কারারুদ্ধ করে রাখতে পারবে।

এই দুটি আইনের বিরোধিতা করে অভিজাত ও উচ্চবুর্জোয়ারা। তারা এই দুই আইনের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শুরু করে। 'রক্তপায়ী' জাকব্যাঁদের বিরুদ্ধে আবার সংবাদপত্রে প্রচার শুরু হয়। তাদের দাবি সরকার থেকে এদের বিতাড়িত করতে হবে। কিন্তু জাকব্যাঁ-বিরোধিতা বেশি দূর এগোতে পারে নি। কারণ ইতিমধ্যে যুদ্ধপরিস্থিতি ফ্রান্সের স্বপক্ষে মোড় নিয়েছে। সুইৎসারল্যাণ্ডে (জ্যুরিখ, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৭৯৯) ও নেদারল্যাণ্ডে (আল্‌ক্‌মার, ১৮ই অক্টোবর ১৭৯৯) ফরাসী-বাহিনী বিজয়ী হয়েছে। ঠিক এই সময় ফ্রান্সের 'নিয়তিনির্দিষ্ট' নায়ক মিশরে ফরাসীবাহিনী ফেলে রেখে ফ্রান্সে এসে উপস্থিত হন।

নাপোলেয়ঁ ফ্রান্সের ফ্রেজুতে অবতরণ করেন ১৭ই ভঁদেমিয়্যার (৯ই অক্টোবর ১৭৯৯)। ২২শে ভঁদেমিয়্যার (১৪ই অক্টোবর) পারীতে এসে পৌঁছোন। ফ্রান্সের সর্বত্র এই সংবাদ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ২৩শে ভঁদেমিয়্যার আধাসরকারী সংবাদপত্র মনিত্যয়র লিখছে: "প্রত্যেকের মধ্যেই উন্মাদনা। বিজয় বোনাপার্তের নিত্যসহচর। এবার তা বোনাপার্ত আসার আগেই এসে গেছে। তিনি এসেছেন মরণোন্মুখ কোয়ালিশনকে শেষ আঘাত হানতে।" ১৮ মাস আগে তিনি যে ফ্রান্সকে রেখে মিশর গিয়েছিলেন, ১৭৯৯-এর অক্টোবরের ফ্রান্স তা থেকে অনেক আলাদা। নতুন ভূম্যধিকারীরা রাজতন্ত্রী অথবা জাকবঁ্যাদের পুনরভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তাসম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলো। যাজকেরা চেয়েছিলো পোপের সঙ্গে পুনর্মিলন, পুরনো দিনের স্মৃতিভারাক্রান্ত গ্রামীণ মানুষেরা গ্রাম্য যাজক, মাস-অনুষ্ঠান ও গির্জার ঘণ্টাধ্বনি কোনো দিন ভোলে নি; বণিক, পণ্যদ্রব্যনির্মাতা, দোকানদার—এরা সবাই শান্তি ও শৃঙ্খলা চেয়েছিলো। আর রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই চেয়েছিলো এমন একটি প্রজাতন্ত্র যা স্থায়িত্ব দেবে কিন্তু যাতে রাজতন্ত্রী স্বৈরাচার কিম্বা জাকবঁ্যাবাদ ফিরে আসার সব পথ বন্ধ থাকবে। কিন্তু এই সব বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন কামনা ছিলো: কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা ছিলো, এমন একটি সরকার হোক যা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। ১৮ই ব্রুম্যারের কুদেতা স্থিতিশীল সরকার নিয়ে আসে। স্থিতিশীল সরকার কিন্তু শান্তি নয়, প্রজাতন্ত্র নয়; যুদ্ধ, বিজয়-গৌরব, অসামান্য প্রতিভাধর নায়কের একনায়কত্ব। এই হ্রস্বদেহ নায়কের দৃপ্ত অশ্বারোহী মূর্তির (শিল্পী দাভিদের তুলিতে যা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে) ইন্দ্রজাল এখন থেকে ফরাসী জাতিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে।

স্পষ্টতই তৃতীয় বর্ষের সংবিধান ফ্রুক্তিদরের কুদেতার ফলে এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছিলো যে একে সংশোধনের আর কোনো সুযোগ ছিলো না। সংশোধনের উপায়ও ছিলো না। কারণ, সংশোধনের প্রক্রিয়া এতো জটিল যে তার চেয়ে কুদেতা সহজ। সুতরাং নাপোলেয়ঁ পারীতে পৌঁছোবার পরই কুদেতার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। নাপোলেয়ঁ ফিরে আসার আগেই সিয়েস কুদেতার কথা ভাবছিলেন। তিনি সেনাপতি মরোকে এ-ব্যাপারে অগ্রণী হওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত মরো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। ঠিক এই সময় বোনাপার্ত ফ্রান্সে

অবতরণ করেন। এই খবর শুনে মরো নাকি সিয়েসকে বলেছিলেন: "আপনি যাকে খুঁজছেন, বোনাপার্ত সেই লোক।"

তালেরাঁর মধ্যস্থতায় বোনাপার্ত ও সিয়েসের মধ্যে দ্রুত কুদেতার কথাবার্তা এগিয়ে গেলো। দিরেকত্যয়রদের মধ্যে বারা নিরপেক্ষ থাকতে রাজী হলেন। রজের দুকো সিয়েসের ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। বর্ষীয়াণদের পরিষদের সভাপতির অনুমোদন পাওয়া গেলো। ১লা ব্রুম্যার নাপোলেয়ঁর অনুজ লুসিয়ঁ্যা বোনাপার্তকে পাঁচশতের পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করা হলো।

১৮ই ব্রুম্যার (৯ই নভেম্বর ১৭৯৯) সকাল সাতটায় বর্ষীয়াণদের পরিষদ আহূত হয়। পারীতে জাকবঁ্যা অভ্যুত্থান আসন্ন এই জাতীয় একটি প্রস্তাব পরিষদে উত্থাপিত হওয়ায় পারীর জনতা থেকে নিরাপদ দূরত্বে সেঁ ক্লুদে (St. Cloude) পরদিন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। তৃতীয় বর্ষের সংবিধানের ১০২ ধারার বলে বর্ষীয়াণদের পরিষদের এই ক্ষমতা ছিলো। এরপর ষড়যন্ত্রকারী তিনজন দিরেকত্যয়র পদত্যাগ করেন ও অন্য দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯শে ব্রুমের সেঁ ক্লুদে পরিষদদ্বয়ের অধিবেশন যখন শুরু হলো, তখন দিরেকতোয়ার বলে কিছু ছিলো না। সুতরাং বোনাপার্তের কাজ খুব কঠিন ছিলো না। কিন্তু নতুন সরকারগঠনের পরিষদীয়অনুমোদন প্রয়োজন ছিলো তাঁর। নতুন সরকার গঠনের কারণ আসন্ন জাকবঁ্যাঅভ্যুত্থান যার ফলে মাতৃভুমি আবার বিপন্ন। বোনাপার্ত সেঁ ক্লুদ প্রাসাদের চারদিক ৪ থেকে ৫ হাজার সৈন্য দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। তিনি যখন বর্ষীয়াণদের পরিষদে যান তখন অনেক সদস্য জাকবঁ্যা ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের কোনো ভিত্তি নেই বলে ঘোষণা করেন।

সৈন্যপরিবৃত হয়ে বোনাপার্ত পাঁচশতের পরিষদে ঢোকেন। সঙ্গে সঙ্গে সদস্যরা আপত্তি করেন যে, তাঁর পরিষদে ঢোকার কোনো অধিকার নেই। জাকবঁ্যা ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে বলা হয় তাঁকে। নাপোলেয়ঁ কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। চারদিক থেকে চীৎকার ওঠে: 'ডিক্টেটার নিপাত যাক্' সদস্যরা নাপোলেয়ঁর গলা ধরে ঝাঁকুনি দিতে থাকে। অনেক সদস্য ছোরা হাতে তাঁর দিকে ছুটে আসে। তাঁর সৈনিকেরা নাপোলেয়ঁকে টেনে বাইরে নিয়ে যায়। এরপর আর আইনসম্মত-ভাবে ক্ষমতা হস্তগত করার কোনো প্রশ্ন ছিলো না। সৈনিকদের হাতে গোটা ব্যাপারটা তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না।

কিন্তু তবু কয়েকটি অনিশ্চিত মুহূর্তের যন্ত্রণা পেতে হয়েছিলো নাপোলেয়ঁকে। পরিষদরক্ষী সৈনিকেরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো। কিন্তু যখন পাঁচশতের পরিষদের সভাপতি লুসিয়ঁয়া বোনাপার্ত পরিষদ থেকে বেরিয়ে এসে রক্ষীদের পরিষদ ভেঙে দিতে বলেন, একমাত্র তখনই সৈনিকেরা পরিষদ-কক্ষে ঢুকে সদস্যদের বার করে দেয়। সেই রাত্রিতেই উভয় পরিষদের আবার অধিবেশন হয়। যে সব সদস্য ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে ছিলেন তাঁরাই এই অধিবেশনে যোগ দেন। এই অধিবেশনে স্থির হয়: রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সিয়েস, রজের দুকো ও নাপোলেয়ঁ এই তিনজন কঁসুলের ওপর ন্যস্ত হবে। পরিষদদ্বয়ের পাঁচশ জন সদস্যবিশিষ্ট দুটি কমিশন স্থাপিত হবে। এই কমিশন দুটি তিন কঁসুল প্রস্তাবিত আইন ভোটে পাস করবে এবং তাদের সম্মতি নিয়ে একটি নতুন সংবিধান রচনা করবে। তিন কঁসুলের সমান ক্ষমতা থাকাই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু কার মাথায় ক্ষমতার মণি জ্বলছিলো তা বুঝতে কারু ভুল হয় নি। এখন থেকে ২৫ মিলিয়ন স্বাধীন ফরাসীর ওপর একজন কর্সিকান সৈনিকের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

২৪শে ব্রুম্যারের (১৪ই নভেম্বর ১৭৯৯) মনিত্যয়রে পারীর একটি পোস্টারের উল্লেখ আছে। কোন বুর্জোয়া আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় এই কুদেতা সম্ভব হয়েছিলো, তা এই পোস্টারে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত:

ফ্রান্স এমন কিছু চাচ্ছে যা মহৎ, যা স্থায়ী। অস্থিরতা তার পতনের কারণ। এখন সে স্থিতি চায়। সে রাজতন্ত্র চায় না, অতএব তা নিষিদ্ধ; কিন্তু যে-শক্তি আইন কার্যকরী করবে, তার কাজের ঐক্য চায়। সে একটি মুক্ত ও স্বাধীন সংসদ চায়..সে চায় তার প্রতিনিধিরা শান্তিকামী রক্ষণশীল হবে। উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্তনকামী হবে না। অবশেষে, এই দশ বৎসরের ত্যাগের ফলে যে সুবিধা হয়েছে, তা সে উপভোগ করতে চায়।

১৮ই ব্রুম্যারের কুদেতার উদ্দেশ্যের এর চেয়ে সুন্দর বর্ণনা হতে পারে না। কুদেতার পর কঁসুলদের ঘোষণায় এই কথারই পনরাবৃত্তি: যে নীতির জন্যে বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিলো, তার ওপর বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হলো: বিপ্লব সমাপ্ত হলো।

৩৬

বিপ্লবের ফলাফল

বিপ্লবী দশকে যে নিশ্চিত স্থিতির ব্যর্থ অন্বেষণ চলছিলো, ব্রুম্যারের পর সেই মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। উননব্বুই-এর বুর্জোয়ারা যে নতুন বাস্তব চেয়েছিলো, তা তখন'ও বহু দূরে। তখনও সামাজিক মিশ্রণ চলছিলো, নতুন সমাজ পুরোপুরি দানা বাঁধে নি। প্রশাসনিক সংগঠন অসম্পূর্ণ, যুদ্ধ চলছিলো যার ফলে সব কিছুই ওলটপালট হয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু তা সত্বেও বুর্জোয়ারা যা চেয়েছিলো তা অর্জিত হয়েছে: সম্পত্তির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মানুষের সামাজিক আধিপত্য ইতিমধ্যেই প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকৃত। সামাজিক অর্থে ১৭৯৫-এর বসন্তে পারীর সাঁকুলোৎ-জনতার শেষ অভ্যুত্থান দমনের পরেই বিপ্লবের অবসান ঘটে বলা যেতে পারে। সামাজিক অবিচ্ছিন্নতা ও প্রাতিষ্ঠানিক পূর্ণতার দিক থেকে বিচার করলে কঁসুলা পর্বকে বিপ্লবী নাটকের প্রয়োজনীয় উপসংহার বলে মনে করা যেতে পারে।

ফরাসী বিপ্লবের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অনন্যসাধারণ। অবশ্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিজয়ের ফলেই বুর্জোয়াসমাজ শুধু য়োরোপেই নয়, সারা জগতে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তা অনস্বীকার্য। জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই বিজয় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ নেয়। ১৭৮৯-এর আগেই ইংরেজ ও মার্কিনী বিপ্লব এ্যাংলো-স্যাক্সন বুর্জোয়াকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। ফরাসী বিপ্লবের ওপর এইসব ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। দ্বিতীয় বর্ষের শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপকতা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার সুতীব্র প্রয়াস ফরাসী বিপ্লবকে অনন্য করেছে। একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে এই বিপ্লব।

সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে এবং আর্থনীতিক স্বাধীনতার ঘোষণা করে বিপ্লব ফ্রান্সে পুঁজিবাদের পথ কেটে দিয়েছে। দ্রুততর করেছে পুঁজিবাদের উর্দ্ধতন। অভিজাত প্রতিরোধ এবং আভ্যন্তরীণ বহির্দেশীয় যুদ্ধের ফলে বিপ্লবী বুর্জোয়ার পক্ষে পূর্বতন ব্যবস্থা ধ্বংস করা ছাড়া আর

কোনো উপায় ছিলো না। জনতার সমর্থনের জন্যে এই শ্রেণীকে অধিকারের সমতার ওপর জোর দিতে হয়েছিলো। কেননা, তা না হলে অভিজাতদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনতাকে পাওয়া যেতো না। সুতরাং সময়ানুক্রমিকভাবে ফরাসী বিপ্লবের কাজের দিকে লক্ষ্য রাখলে, নানা গুরুত্বপূর্ণ স্ববিরোধিতা চোখে পড়বে। অবশ্য সেই কারণেও ফরাসী বিপ্লবের চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও অর্থবহ। বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উৎস ফরাসী বিপ্লবের গভীরে প্রোথিত। অথচ এই বিপ্লবের মধ্য থেকেই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সাম্যবাদী সমাজের খসড়া উঠে আসে। ফরাসী বিপ্লব জাতীয় ঐক্য ও বুর্জোয়াসাম্যের বিপ্লব। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষের সরকার এই বাহ্যিক সাম্যকে পেবিয়ে একটি সামাজিক বিষয়বস্তু দিয়ে জাতীয় ঐক্যকে প্রাণবন্ত করতে চেয়েছিলো। সাধারণ মানুষকে জাতির অন্তর্গত করে জাতিকে একটি অখণ্ড রূপ দিতে চেয়েছিলো। এই সুবৃহৎ প্রয়াস সেই যুগে সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না; অন্তর্লীন বিরোধিতার জন্যেই এই প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিলো। তবু এই জাতীয় প্রয়াস যে হয়েছিলো তাই সমগ্র বিশ্বকে চমকিত করে দেয়। আজও এই বিপ্লবের প্রতিধ্বনি পৃথিবী থেকে মিলিয়ে যায় নি।

নতুন সমাজ

১৭৮৯ থেকে ১৭৯৯-এই বিপ্লবী দশকে ফ্রান্সে যে গভীর পরিবর্তন হয় তাকে কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট ছকে ফেলা যাবে না। বুর্জোয়াশ্রেণী পরিচালিত এই বিপ্লব পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সেই উৎপাদন ব্যবস্থা-উদ্ভূত সামাজিক সম্পর্ক ধ্বংস করে। ফলে ভূস্বামী অভিজাতদের পূর্বেকার আধিপত্যের অবসান হয়। কিন্তু শুধু অভিজাতই নয়, মুদ্রাস্ফীতির ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর কিছু ভগ্নাংশ যারা নানাভাবে পূর্বতন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়েছিলো তারাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিপ্লব পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিজয়ই শুধু অপ্রতিরোধ্য করে তোলে নি, পূর্বতন ব্যবস্থার সঙ্গে যে সব সামাজিক শ্রেণী যুক্ত ছিলো তাদেরও ক্ষয় দ্রুততর করেছিলো। তবু একথা বলা চলে না যে, বিপ্লবী দশকে ফ্রান্সে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়েছিলো। বিশেষত কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তো একথা একেবারেই বলা চলে না।

১। অভিজাত সামন্তপ্রভুর আধিপত্যের অবসান

ভূস্বামী অভিজাত ও তাদের বিশেষ সুযোগসুবিধার বিলোপের জন্যে

কৃষক ও সাঁকুলোতের সমর্থনপুষ্ট বিপ্লবীবুর্জোয়া লড়েছিলো। অবশেষে সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ও দিমর বিলোপ এবং জাতীয়সম্পত্তির বিক্রয়ের ফলে অভিজাত ভূস্বামিদের ক্ষমতার উৎস শুকিয়ে যায়। সামন্ততান্ত্রিক অধিকার থেকে আয়ের পরিমাণের হেরফের হতো। কিন্তু আয় একেবারে কম ছিলো না। অনেক অভিজাত পরিবারের আয়ের মোটা অংশ আসতো এই অধিকার থেকে। ১৭৮৯-এর ৪ঠা অগস্টের রাত্রিতে ব্যক্তির ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার (যার ফলে কৃষকেরা অভিজাত সামন্তপ্রভুর অধীন ছিলো) বিলুপ্ত হয়। ১৭৯০-এর ১৫ই মার্চ সম্পত্তির ওপর অধিকার কিনে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়, অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ করে এই অধিকার অর্জন করা সম্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত ১৭৯৩-এর ১৭ই জুন সম্পত্তির ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বিলোপের আদেশ দেয় কঁভঁসিয়ঁ। শুধু তাই নয়, জমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের দলিল পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশও দেয়।

জাতীয়সম্পত্তির বিক্রয়ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে আর একটি মারাত্মক আঘাত। চার্চের জমি, যাকে প্রথম পর্যায়ের জাতীয়সম্পত্তি বলা হতো, তা জাতির হাতে আসে ১৭৮৯-এর ২রা নভেম্বর। দেশত্যাগীদের সম্পত্তিকে বলা হতো দ্বিতীয় পর্যায়ের জাতীয়সম্পত্তি। ১৭৯২-এর আইনে এদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।

অভিজাতদের স্থাবরসম্পত্তি আরো কমে গেলো যখন সামন্তপ্রভুদের করায়ত্ত যৌথভূমি পুনরুদ্ধার করা হলো। নতুন উত্তরাধিকারের আইন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিলো। ১৭৯০-এর মার্চের আইন জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারের বিধির, পুরুষ সন্তানের অগ্রাধিকারের এবং ব্যক্তির মর্যাদা অনুযায়ী সম্পত্তির অসম বিভাগের অবসান ঘটায়। ১৭৯৩-এর ৪ঠা জুন কঁভঁসিয়ঁ জারজ সন্তানকে পিতা ও মাতার সম্পত্তির অংশ পাওয়ার অধিকার দেয়। ১৭৯৩-এর ৩রা নভেম্বরের আইনে বলা হয়, সম্পত্তিতে তাদের অংশ বৈধ সন্তানের সমান হবে।

ব্যক্তিগতভাবেও অভিজাতরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। ১৭৮৯-এর ৪ঠা অগস্টের রাত্রির নির্দেশে যাজক ও অভিজাতদের আলাদা সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব রইলো না। কোনো বৈষম্য রইলো না সাধারণ মানুষ ও অভিজাতদের মধ্যে। এখন থেকে অভিজাতরা সাধারণ নাগরিকের বেশি কিছু নয়। ১৭৯০-এর ১৯শে জুন সংবিধান সভা বংশপরম্পরাগত আভিজাত্য, অভিজাত-বংশচিহ্ন ও উপাধি বিলোপ করে। সামন্ততন্ত্রের বিলোপ এবং প্রশাসনিক ও

বিচার বিভাগীয় সংস্কারের ফলে কৃষকের ওপর সামন্তপ্রভুর বিশেষ অধিকার লুপ্ত হয়। অভিজাত মানুষের আর আইন-বহির্ভূত কোনো মর্যাদা রইলো না। ১৭৮৯-এর মানবিক অধিকারের ঘোষণার ৬ নং ধারায় বলা হলো যে প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা, রাজপদ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার সমান অধিকার। ১৭৯০-এর ২৮শে ফেব্রুআরির নির্দেশ অনুযায়ী এই ধারা সামরিক পদ সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য হলো। বৈপ্লবিক সংকট যতো গভীর হতে লাগলো, অভিজাতরাও ততোই সরকারী পদে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার হারাতে লাগলো। অভিজাতবিরোধী এইসব আইন ত্যরমিদরীয় প্রতিক্রিয়া ও দিরেকতোয়ারের আমলেও তুলে নেওয়া হয় নি। এ থেকে বোঝা যায় যে, এ যুগেও শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্য পরিবর্তিত হয় নি।

শুধ অভিজাত সম্পত্তির ওপর আক্রমণের ফলেই পোশাকী অভিজাতদের সর্বনাশ হয় নি। তারা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছলো সরকারী পদের ক্রয়-বিক্রয় বিলুপ্ত হওয়ায়। সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে আসিঞিয়া দিয়ে এদের ক্ষতিপূরণ করার ব্যবস্থা হয়েছিলো। কিন্তু এ-সময়ে আসিঞিয়ার দাম কমছিলো প্রতিদিন। অবশ্য এমনিতেই প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারের ফলে ক্রীত পদের বিলুপ্তি ঘটেছিলো।

ওপরের বর্ণনা থেকে মনে হতে পারে অভিজাতদের সব জমি চিরকালের মতো কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো। সামন্ততন্ত্রের বিলোপের ফলে প্রত্যেক অভিজাত সামন্তপ্রভুই সামন্ততান্ত্রিক অধিকার হারিয়েছিলো। কিন্তু একমাত্র দেশত্যাগী অভিজাতদের জমিই বাজেয়াপ্ত হয়েছিলো। বহু অভিজাতই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে গোটা বিপ্লবী দশক কাটিয়ে দিয়েছে, এমন নজীরের অভাব নেই। তাদের সম্পত্তিও অক্ষুণ্ণ থেকেছে, যদিও পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি নয়, বুর্জোয়া ধরণের সম্পত্তি। এমনকি, অনেক দেশত্যাগীও বেনামীতে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি কিনে নিয়েছিলো। এভাবে পুরনো অভিজাতশ্রেণীর একটা ভগ্নাংশ টিকে গিয়েছিলো। যদিও তারা উপাধিক মর্যাদা চিরকালের মতো হারিয়েছিলো, তবু ঐতিহ্যগত মর্যাদা একেবারে যায় নি। উনিশ শতকে এরা উচ্চ বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিশে যায়।

আর্থনীতিক স্বাধীনতা ও সাধারণ মানুষ

বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর লক্ষ্য ছিলো পুরনো উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া। কারণ, এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদের বিস্তারের

প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। অবশ্য, একথা সত্য যে, এই বুর্জোয়াশ্রেণীকে সাঁকুলোৎদের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হতে হয়েছিলো এবং এই মিত্রতার দাম দিতে হয়েছিলো, বিভিন্ন পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্যনির্ধারণ ও বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী এই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে সাময়িক বলেই মনে করেছিলো। কারণ, অভিজাতদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্যে এ ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিলো না। ৯ই ত্যরমিদরের পর জনতার আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিনষ্টির পর যখন এই নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে আবার আর্থনীতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা হলো, তখন সাধারণ মানুষের জীবনে তা বিষম সংকটের সৃষ্টি করলো।

শহরের জনতা পরোক্ষ করের বিলোপের ফলে উপকৃত হয়েছিলো, সন্দেহ নেই। কারণ, এই পরোক্ষ করের ফলেই পর্বতন ব্যবস্থার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু শহরে জনতা এই সুবিধা বেশিদিন ভোগ করতে পারে নি। কারণ: প্রথমত, শহরে চুঙ্গিকর নতুন করে প্রবর্তন; দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। ১৭৯১-এর ২রা ফেব্রুআরির আইনে কর্পোরেশনব্যবস্থার বিলোপে কর্তা-কারিগরদের ক্ষতি হয়, যদিও এতে সহযোগী-কারিগরেরা তাদের নিজেদের কর্মশালা খোলার অধিকার লাভ করে। অধিকাংশ বেতনভুক্ শ্রমিকের বেতনবৃদ্ধি পেয়েছিলো। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে নি। কেননা, বেকারসমস্যার সমাধান হয় নি। তাছাড়া, বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকার এবং ল্য শাপলিয়ে আইনের ফলে এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছিলো।

আর্থনীতিক স্বাধীনতার লক্ষ্য পুঁজিবাদের বিস্তার। তার অর্থ উৎপাদনের দ্রুত কেন্দ্রীকরণ। সামাজিক জীবনের বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে যে কাঠামোর মধ্যে সাধারণ মানুষ দিন কাটাতো, তারও পরিবর্তন ঘটেছিলো। একথা বলার অর্থ এই নয় যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন বিপ্লবী যুগেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। বরং বিপ্লবের ঘটনা-পরম্পরা ও যুদ্ধ পুঁজিবাদের প্রসারের পথ অনেক ক্ষেত্রেই রুদ্ধ করে দিয়েছিলো। তবু একথাও সত্য যে, পুঁজিবাদী বিকাশের যা পূর্বশর্ত অর্থনীতিতে তার ব্যাপক সমাবেশ হয়েছিলো। যুদ্ধ পুঁজিবাদের জয়রথকে সাময়িকভাবে স্তম্ভিত করলেও, এর অগ্রগতি বন্ধ করতে পারে নি। পুঁজিবাদের বিকাশ ক্রমশ সাঁকুলোৎ-জনতাকে প্রলেতারিয়েতে পরিণত করে। বুর্জোয়া বিপ্লব জনতাকে অসহায় করে অর্থনীতির নতুন উদ্যোক্তাদের হাতে সমর্পণ করে। ১৭৯১-এর ১৪ই জুনের যে ল্য শাপলিয়ে আইন

শ্রমিকদের সংগঠন ও ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে, তা শৈল্পিক পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

বিপ্লব আর্থনীতিক উদ্বর্তনকে দ্রুততর করে। ফলে সাঁকুলোৎ-জনতার মধ্যেও পরিবর্তন হতে থাকে। কিছু কিছু ছোটো ও মধ্য উৎপাদক এবং ব্যবসায়ী (যারা দ্বিতীয় বর্ষের গণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলো) আর্থিক সাফল্য লাভ করে এবং ক্রমে শৈল্পিক পুঁজিপতিতে পরিণত হয়। অন্যান্য যে-সব কারিগর ও ব্যবসায়ী তাদের কর্মশালা অথবা দোকান করে জীবিকা নির্বাহ করতো, ক্রমে তাদের স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিতে হয়। অবশেষে তারা প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে মিশে যায়। গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে কারিগর, সহযোগী-কারিগর, ছোটো ব্যবসায়ী তাদের স্বাধীন সামাজিক ও আর্থনীতিক সত্তা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে। ১৮৪৮-এর 'জুনের দিনে' অথবা ১৮৭১-এর পারী কমিউনে পূর্বতন ব্যবস্থার সাঁকুলোৎ-জনতা কি ভূমিকা নিয়েছিলো, পারীর প্রলেতারিয়েতেরই বা কি ভূমিকা ছিলো তা সঠিক জানতে পারলে, শৈল্পিক পুঁজিবাদের অগ্রগতির ফলে সাঁকুলোৎ-জনতার কতোটা ভাঙন হয়েছিলো বোঝা যেতো। সম্ভবত উনিশ শতকের অন্তিম-পর্বেও এই ভাঙন সম্পূর্ণ হয় নি, সাঁকুলোৎ-জনতা পুরোপুরি প্রলেতারিয়েতে পরিণত হয় নি। এই শতকের বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হয়তো এখানেই নিহিত।

কৃষক সমাজের ঐক্যে ভাঙন

বিপ্লবীযুগের কৃষিসংস্কারের ফলে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী সমান সুবিধা পায় নি। বিপ্লবের আদিপর্বে এইসব গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধভাবে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছিলো। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের অবসানের পর থেকেই এদের স্বার্থের সংঘাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিপ্লব ভূস্বামী-কৃষকদের শক্তিশালী করে। কিন্তু স্বল্পভূমি ও ভূমিহীনকৃষক বিপ্লবের ফলে শহরের সাঁকুলোৎ-জনতার মতো অসহায় হয়ে পড়ে নি। বিপ্লব পুরনো গ্রামীণ সমাজের ভাঙন দ্রুততর করেছিলো। কিন্তু একেবারে ভেঙে দিতে পারে নি।

জমি ও সম্পত্তির ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের বিলোপ এবং করসাম্য থেকে লাভবান হয়েছিলো বিশেষ করে জোতদারকৃষক। ছোটো চাষী, ভাগচাষী এবং ভূমিহীনকৃষকের সুবিধা হয়েছিলো সার্ফপ্রথা ও ব্যক্তির ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের বিলোপের ফলে। জাতীয় জমিবিক্রয়ের যে শর্ত ছিলো তাতেও সুবিধা পেয়েছিলো এমন সব কৃষক যারা ইতিমধ্যেই

জমির মালিকানা পেয়েছিলো। লাভবান হয়েছিলো বৃহদায়তন খামার অঞ্চলের বড়ো জোতদার। এমনকি, মঁতাঞিয়ার শাসনের যুগেও নিলামে যে-সব জমি বিক্রয় হয় সেখানেও জোতদারকৃষকের অতিরিক্ত সুবিধা ছিলো। মোট কথা, বিপ্লবের ফলে ছোটোচাষী কিম্বা ভূমিহীনচাষীর জমির ক্ষুধা মেটে নি। লেফেভ্‌র লিখছেন: "এদের জমির ক্ষুধা মেটাবার জন্যে অন্য 'তাস' খেলা প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লবে সেই 'তাস' খেলা সম্ভব ছিলো না।" বিত্তশালীশ্রেণীর হাতেই জাতীয়জমির সিংহভাগ চলে যায়। উত্তরের দ্যপার্তমঁ-তে ১৭৮৯-এ যাজকদের ভূসম্পত্তি ছিলো ২০ শতাংশ, অভিজাতদের ২২ শতাংশ, বুর্জোয়াদের ১৬ শতাংশ, কৃষকদের ৩০ শতাংশ। ১৮০২-এ এই সব সম্প্রদায়ের ভূসম্পত্তির পরিসংখ্যান হলো: যাজকীয় ভূসম্পত্তি চলে এসেছে শূন্যের কোঠায়, অভিজাতদের সম্পত্তি কমে দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশে, বুর্জোয়াদের ও কৃষকদের বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ২৮ শতাংশ ও ৪২ শতাংশ।

সম্পত্তি সম্পর্কে পুরনো ধারণা পালটেছে। জোতদারকৃষকের সম্পত্তির ধারণাই এখন গ্রাহ্য, যে ধারণার সঙ্গে বুর্জোয়াদের ধারণার কোনো অমিল নেই। মোটামুটি ভাবে বলা চলে, বৃহৎ জোতদার ও বৃহদায়তন খামারের মালিক উভয়েই বিপ্লবের ফলে শক্তিশালী হয়। গ্রাম থেকে অভিজাতদের উচ্ছেদের জন্যে সাধারণকৃষক বিপ্লবকে সমর্থন করে। কিন্তু জর্জ লেফেভ্‌র লক্ষ্য করেছেন, গ্রামে ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতি মধ্যপন্থী, রক্ষণশীল। বিপ্লব গ্রামে যে নতুন ব্যবস্থার জন্ম দেয়, সেই ব্যবস্থার ধারক হয় একটি শক্তিশালী, সংখ্যালঘু, জোতদার কৃষকশ্রেণী। তাছাড়াও, এই ব্যবস্থার সমর্থনে বুর্জোয়াদের রক্ষণশীল প্রবণতা তো ছিলই।

দরিদ্রকৃষকের অবস্থার বিশেষ উন্নতি না হলেও তারা তাদের কর্মের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলো। এদের অনেকেই জমির ভাগ পায় নি। কিন্তু তা হলেও বিপ্লবী সংসদগুলি যৌথ মালিকানা এবং যৌথ চাষের ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে গ্রামীণ যৌথ জীবন ভেঙে দিতে পারে নি। জমি ঘেরাওএর অধিকার দেওয়া হয়েছিলো কিন্তু তা বাধ্যতামূলক হয় নি। এই ব্যবস্থা গোটা উনিশ শতকে অব্যাহত ছিলো এবং এখনও মুছে যায় নি। সুতরাং এক্ষেত্রে বিপ্লব আপস করেছিলো। ফরাসী কৃষি-ব্যবস্থার সঙ্গে ইংরেজ কৃষিব্যবস্থার তুলনা করলে এই আপসের অর্থ পরিষ্কার বোঝা যাবে। যেহেতু ফ্রান্সে চাষের যৌথ ব্যবস্থা রাখা না রাখা কৃষকদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিলো, সেজন্যে ছোটো ছোটো

ভাগে খামারের বাঁটোয়ারা বন্ধ হয় নি। ফলত, কৃষি ব্যবস্থার পুঁজিবাদী রূপান্তরের পথে এই ব্যবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের ছোটো উৎপাদকদের স্থায়িত্ব ও স্বাতন্ত্র্য পরবর্তী যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। ইংলণ্ডে জমিঘেরাও ও জমির পুনর্বণ্টন কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিজয় সম্পূর্ণ করে। ফ্রান্সে অভিজাত সামন্তপ্রভুদের নিরন্তর বিপ্লববিরোধী সংগ্রাম বুর্জোয়াদের সঙ্গে এদের কোনো সমঝোতায় আসতে দেয় নি। তাই বুর্জোয়ারা কৃষকদের সঙ্গে, এমনকি দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গেও, আপস করতে বাধ্য হয়। ফলে ফ্রান্সের কৃষি ব্যবস্থার পুঁজিবাদী রূপান্তর ব্যাহত হয়। কারণ, কৃষকরা স্বভাবতই রক্ষণশীল এবং এরা পুঁজিবাদী রূপান্তরের বিরোধী।

পুরনো ও নতুন বুর্জোয়া

যে-বুর্জোয়ারা বিপ্লবের প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ করে এবং বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়, তারাই প্রধানত বিপ্লব থেকে লাভবান হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর ওপর বিপ্লবের প্রভাবের তারতম্য ছিলো। এই শ্রেণীর বৈপ্লবিক রূপান্তর হয়েছিলো বললে অত্যুক্তি হবে না এবং এর আভ্যন্তরীণ ভারসাম্যও পরিবর্তিত হয়েছিলো। এতদিন এই শ্রেণীতে প্রাধান্য ছিলো তাঁদের যাঁরা পূর্বার্জিত সম্পত্তির মালিক। কিন্তু এখন যাঁরা প্রথম সারিতে চলে এলেন তাঁরা বণিক, শিল্পের উদ্যোক্তা।

পূর্বতন ব্যবস্থার বুর্জোয়াদের (অর্থাৎ যাঁরা ঐ ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিলেন) অভিজাতদের ভাগ্যের শরিক হতে হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁরা যাঁরা জমির ওপর সামন্তপ্রভুর অধিকার অর্জন করেছিলেন এবং যাঁরা জমির আয় থেকেই অভিজাত জীবন যাপন করতেন। অতএব ভূমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বিলোপের ফলে তাঁরা অভিজাতদের মতোই ক্ষতিগ্রস্ত হন। রাজপদের ক্রয়-বিক্রয়ের বিলুপ্তিতে রাজপদের অধিকারীরাও পোশাকী অভিজাতদের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হন। ১৭৯৩-এর ৮ই অগস্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়, একাদেমি ও আইনজীবীদের সব কর্পোরেশনের বিলোপ করা হয়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্বাধীন বৃত্তিজীবী বুর্জোয়ারা। নিলামে ডেকে কর আদায়ের ভার পাওয়ার যে ব্যবস্থা ছিলো তার অবসান হওয়ায় বৃহৎ ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের ক্ষতি হয়। ফটকা বাজার ও ডিসকাউণ্ট ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং দ্রব্যমূল্য ও বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের ফলে মূলধনী পুঁজিপতিরাও বিরাট লোকসানের মুখে এসে পৌঁছোয়। তাছাড়া, বুর্জোয়াদের কয়েকটি

গোষ্ঠী মুদ্রাস্ফীতির ফলে প্রচণ্ড মার খেয়েছিলো। এসব থেকে বোঝা যায়, কেন পূর্বতন ব্যবস্থার বুর্জোয়াদের একটি বড় অংশ প্রতিবিপ্লবে যোগ দিয়েছিলো এবং কেন অভিজাতদের মতো এই বুর্জোয়াদেরও গিলোতিনে যেতে হয়েছিলো।

আসলে, একটি নতন বুর্জোয়া গোষ্ঠী রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রে উঠে এসেছিলো। এরা পুঁজিপতি, অর্থনীতির নিয়ামক। ফটকাবাজী, জাতীয় সম্পত্তির বিক্রয়, সৈন্যবাহিনীকে রণসাজে সজ্জিত করার ও খাদ্য যোগানের ঠিকাদারী এবং বিজিত দেশের শোষণ—সব মিলে পুঁজি সঞ্চয়ের বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিলো এই বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে। যদিও এই মুহূর্তে পুঁজিবাদের গতি শ্লথ, শৈল্পিক উদ্যোগের আয়তন বড়ো নয় এবং বাণিজ্যিক পুঁজির প্রাধান্য, তবু ক্রমে বৃহদায়তন শিল্প মাথা তুলছিলো, বিশেষত বস্ত্র তৈরীর ক্ষেত্রে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পারীর রিশার-লেনোয়ার (Richard-Lenoir), বর্দোর লাশোভতিয়্যার (Lachauvelière), আমিয়্যাঁর জেনেলতে (Jeanneltes) দোফিনের পেরিয়ে (Férier) প্রভৃতি শিল্পপতির নাম করা যেতে পারে। অবশ্য এযুগে এদের বিপুল ঐশ্বর্যের প্রধান উৎস শিল্প নয়, ফটকাবাজী ও সৈন্যবাহিনীর ঠিকাদারী। 'ভুঁইফোঁড় ধনী' (nouveaux riches) ভাগ্যান্বেষীরাই এই নতুন সমাজের প্রতিভূ। এদের উদ্যম, ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা নতুন শাসকশ্রেণীকে উদ্দীপিত করে তোলে। এরা অমিত ঐশ্বর্যশালী বুর্জোয়া পরিবারের আদিপুরুষ। পারিবারিক ঐশ্বর্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হয়। এই সব পরিবারই শৈল্পিক পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

আরো এক ধাপ নেমে এলে দেখা যাবে বহু ছোটো ব্যবসায়ী, এমনকি কারিগরও, বিপ্লবী পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অর্থ সঞ্চয় করে মধ্য-বুর্জোয়াস্তরে উঠে যায়। অবশ্য তাদের উন্নতির মূলে ফটকাবাজীর খুব বড়ো ভূমিকা ছিলো। নতুন শাসকশ্রেণী এই মধ্যস্তর থেকে প্রশাসক ও স্বাধীন বৃত্তিজীবীদের সংগ্রহ করে।

এক দশকের উত্থান-পতনের পরও এই নতুন সমাজের বিশিষ্ট চারিত্রের লক্ষণ স্থিরভাবে ফুটে ওঠে নি। কিন্তু এর সাধারণ রূপরেখা খুব অস্পষ্ট ছিলো না। এই সমাজের কাঠামো সম্পূর্ণ হয় নাপোলেয়নীয় যুগে, যখন এই সমাজকে ধরে রাখার জন্যে সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠে, যখন শাসকশ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটে। উজ্জীবিত বুর্জোয়া ও অভিজাতদের একটি অংশ বিত্তশালী কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'জাতি' ও 'সম্পত্তি' এই দুটি শব্দকে সমার্থক শব্দে পরিণত করে। এ ভাবেই

উননব্বুই-এর নেতারা বিপ্লবের যে-উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, তা সিদ্ধ হয়।

আদর্শের সংঘাত : প্রগতি ও ঐতিহ্য, বুদ্ধি ও অনুভব

বিপ্লবী যুগের আদর্শগত আন্দোলনের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত প্রতিবিম্বিত। ঐতিহ্যাগত সামাজিক কাঠামোর ভাঙনের ফলে এক নতুন সমাজের অভ্যুদয় বহু মানুষকে চরম অস্বস্তির মুখে ঠেলে দিয়েছিলো। এমন অনেক মানুষ ছিলো যারা এই নতুন সমাজকে মেনে নিতে পারে নি। যারা বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরার অভিঘাতে টালমাটাল হয়ে পড়েছিলো। উপরন্তু ছিলো রাজনীতির চরমপন্থীপ্রবণতা। এতে অ-যুক্তিবাদ প্রাণবন্ত হয়ে নতুন মর্যাদা পেলো। বিপ্লবকে বুদ্ধিবিভাসার যুগের শীর্ষবিন্দু বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং প্রতিবিপ্লব প্রভুত্ব ও ঐতিহ্যের নামে বিপ্লবী বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে; মানুষের অনুভব ও স্বজ্ঞার গভীরতা থেকে অন্ধকারের শক্তিকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আবাহন করে। বুদ্ধির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তারা স্বজ্ঞাকে তুলে ধরেছিলো। এই বুদ্ধিবিরোধী প্রতিক্রিয়া সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। দাভিদের প্রতিভা রৌপিক শিল্পের ক্ষেত্রে ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্বের প্রেরণার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখে। কিন্তু সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ধ্রুপদীপ্রেরণা প্রায় নিঃশেষিত; তাই বিষয়বস্তুর দীনতা সহজেই চোখে পড়ে। ব্যক্তির মুক্তি ও আবেগের মন্থনের ফলে সমাজের মতো মননের ক্ষেত্রেও সংঘাত অনিবার্য ছিলো।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদের আধিপত্য অব্যাহত ছিলো। ১৭৮৯-এ লাভোয়াজিয়ের (Lavoisier) ত্রেতে দ্য শিম (Traité de Chimie) প্রকাশিত হয়; ১৭৯৬-এ বেরোয় লা প্লাসের (La Place) এক্সপজিসিয়ঁ দ্যু সিস্ত্যা্ দ্যু মঁদ; মঁজের (Monge) ত্রেতে দ্য জেয়োমেত্রি দেস্ক্রিপ্তিভ্* প্রকাশিত হয় ১৭৯৯-এ। মনস্ক্রিয়ার প্রগতি ও বিকাশে এই তিনটি গ্রন্থের অবদান অসামান্য। রসায়নশাস্ত্রে এতদিন যে কাজ হয়েছে লাভোয়াজিয়ে তার মূল্যায়ন করেন এবং বায়ু ও জলের প্রকৃতির বিশ্লেষণ ও বস্তুর সংরক্ষণের সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বজগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নীহারিকার প্রকল্প** প্রথম উপস্থাপিত

* Exposition du Système du Monde.

** Traité de Géométrie descriptive.

করেন। তাঁর মতে নীহারিকা ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে তারকা ও গ্রহের সৃষ্টি করেছে। বর্ণনাত্মকজ্যামিতি নামে গণিতের একটি নতুন শাখার সৃষ্টিকর্তা মঁজ। এ-যুগে বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী কুভিয়ে (Cuvier) জেয়েফ্রোয়া (Geoffroy Saint-Hilaire) সেঁতিলের ও লামার্ক (Lamarck)। বিপ্লবের অষ্টম বর্ষে কুভিয়ের লেসঁ দানাতমি কঁপারে* প্রকাশিত হয়। এই বই তৎকালীন প্রকৃতি বিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞানের প্রামাণিক সংকলন। লামার্ক প্রথম দিকে প্রজাতির স্থায়িত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ১৭৯৪ থেকে ১৮00-র মধ্যে তিনি বিবর্তনবাদের বিখ্যাত প্রকল্পে পৌঁছোন।

মানবিক বিজ্ঞানে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রবক্তাদেরই প্রাধান্য। এই দার্শনিক গোষ্ঠীর কেন্দ্রে ছিলো 'নৈতিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানের' ইনষ্টিটিউট। এই গোষ্ঠীর মুখপত্র দেকাদ ফিলজফিক্; ঐতিহ্য ও ধর্মের পুনর্জাগরণের বিরোধিতা এই মুখপত্রে এখনও অব্যাহত। ১৭৯৫ এবং ১৭৯৬-এ কাবানি (Cabanis) এই ইনষ্টিটিউটে তাঁর ১২টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রাপর দু্য ফিজিক্-এ দু্য মরাল পাঠ করেন। এই প্রবন্ধাবলী মনঃ-শারীর বিজ্ঞানের (psycho-physiology) প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করে। একই সময়ে পারীর সালপাত্রিয়্যার কারাগারের ডাক্তার পিনেল (Pinel) মনো-রোগবিদ্যার (psycho-pathology) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাদাম দ্য স্তায়েল সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেন। তাঁর লা লিত্তারেতুর কঁসিদেরে দাঁ সে রাপর আভেক লেজঁ্যাস্তিতুসিয়ঁ সোসিয়াল† গ্রন্থে তিনি সাহিত্যের ওপর ধর্ম, নীতি ও আইনের প্রভাবের আলোচনা করেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে কঁদর্সে আঠারো শতকের দর্শনের সারসংক্ষেপ করেন তাঁর এস্কিস্ দ্যাঁ তাব্লো ইস্তরিক দে প্রগ্রে দ্য লেস্প্রি যুমেঁ‡ নামক গ্রন্থে। সীমাহীন প্রগতি ও পূর্ণতালাভে মানুষের যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর নিশ্চিতি এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য।

বুদ্ধিবাদবিরোধী প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লবের সংযোগ ঘনিষ্ঠ। যারা

* Leçons d'anatomie comparée.

† La Litterature considérée dans ses rapports avec les institutions Sociales.

‡ Esquisse d'un tableau historique des progrés de l'esprit humain.

কোনোভাবে বিপ্লবের দ্বারা পীড়িত হয়েছেন, তাদের দুদশার জন্যে তারা এই শতকের দর্শনকেই দায়ী করেছেন। বুদ্ধিবিভাসাকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায় দেশত্যাগীদের মধ্যে। এ-বিষয়ে ১৭৯৪-এর পরে রচিত আবে সাবাতিয়ে দ্য কাসত্রের (Abbé Sabatier de Castres) গ্রন্থ (পঁসে এ অবসেরভাসিয়ঁ মরাল-এ পলিতিক্ প্যুর স্যারভির আ লা কনেসাঁস দে ভ্রে প্রঁ্যাসিপ দ্যু গুভ্যবর্নমঁ*) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বইয়ে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো : মানুষ যতো বিভাসিত হয় ততোই তার যন্ত্রণা বাড়ে। প্রভুত্ব, ঐতিহ্য ও অপৌরুষেয় ধর্মের প্রতি আস্থাই শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রধান স্তম্ভ। বুদ্ধিবিভাসা ও বিপ্লবের সব ভ্রান্তির মূলে এই মিথ্যা বিশ্বাস যে, সমাজ জীবনের মূল নীতি সমূহ এসেছে মানুষের তৈরী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে। আসলে এই সব নীতি মানুষের সামান্য বুদ্ধির ধরাছোঁয়ার বাইরে; বুদ্ধি দিয়ে এদের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

ফ্রান্সে এই আন্দোলন স্বভাবতই দুর্বল কিন্তু বাইরে দেশত্যাগী মহলে অনেকটা অগ্রসর। হামবুর্গে ১৭৯৭ থেকে ১৭৯৯-এর মধ্যে প্রকাশিত হয় আবে বারুয়েলের মেমোয়ার প্যুর স্যারভির আ লিস্তোয়ার দ্য জাকবিনিজম্ (Mémoires pour Servir à l'histoire de Jacobinisme)। এই বইয়ে তিনি বিপ্লবের মধ্যে একটি জঘন্য ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু দেখতে পাননি।

আবার কেউ কেউ বিপ্লবী যুগের ধ্বংসের মধ্যে নিয়তি অথবা পরিস্থিতির চাপ দেখতে পান। ১৭৯৯-এ লণ্ডনে প্রকাশিত এসে ইস্তরিক্, পলিতিক্ এ মরাল স্যুর লে রেভেলিউসিয়ঁ** নামক গ্রন্থে শাতোব্রিয়াঁ (Chateaubriand) 'অন্তর্নিহিত নিয়তি', 'অবশ্যম্ভবতা—এই জাতীয় কথা বারবার লিখেছেন। অবশেষে স্বীকার করেছেন তাঁর ব্যাখ্যা করার অক্ষমতা :

রাষ্ট্রীয় গোলযোগের কারণ খুঁজে বার করার বহু চেষ্টা করে এই ধারণাই হয় যে, এমন কিছু আছে যা ধরাছোয়ার বাইরে। এমন কিছু, যাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যা কোথায় লকিয়ে আছে বলা যায় না। এই বর্ণনাতীত 'কিছু'ই আমার কাছে সব বিপ্লবের প্রকৃত কারণ বলে মনে হয়।

মালে দ্যু পানের লেখায়ও এই অ-যুক্তিবাদ চোখে পড়ে। তিনি ঘটনার

* Pensées et observations morales et politiques pour servir a la connaissanee des vrais principes du Gouvernement.

** E'ssai historique, politique et moral sur les revolutions.

মারাত্মক প্রবাহের দ্বারা, পরিস্থিতির শাসনের দ্বারা, ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি এমন একটি শক্তির কথা বলেন যা মানুষ এবং মনুষ্যসৃষ্ট সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অর্থাৎ পরিস্থিতির চাপ এবং বিধাতার অঙ্গুলিহেলনের মধ্যে ব্যবধান সামান্যই এবং এই ব্যবধানও বেশিদিন থাকে নি।

প্রতিবিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে দুটি গ্রন্থ যা ১৭৯৬-এ প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়: ভিকঁৎ দ্য বনালের (Vicomte de Bonald) তেয়োরি দু পুভোয়ার পলিতিক্ এ রেলিজিয়ঁ দাঁ লা সোসিয়েতে সিভিল* এবং যোসেফ দ্য মেস্ত্রের (Joseph de Maistre) কঁসিদেরাসিয়ঁ স্যুর লা ফ্রাঁস**।

কঁসিদেরাসিয়ঁতে জোসেফ দ্য মেস্ত্র ঘটনার ব্যাখ্যায় বিধাতাকে নিয়ে এসেছেন। তিনি লিখছেন: পরম সত্তার সিংহাসনের সঙ্গে আমরা সবাই একটি নমনীয় শেকলে আঁটা, যা আমাদের ধরে রাখে, বাঁধে না.... বিপ্লবের সময় এই শেকল হঠাৎ ছোটো হয়ে যায়, নড়াচড়ার সুযোগ থাকে না....মানুষ ফরাসী বিপ্লবের পরিচালনা করছে না, ফরাসী বিপ্লবই মানুষকে পরিচালনা করছে। যারা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা তা করতে চায় নি। তারা জানতো না যে তারা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে; ঘটনা তাদের টেনে নিয়ে গেছে, তারা একটি শক্তির হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে, যে শক্তি বিপ্লবসম্পর্কে তাদের চেয়ে অনেক বেশী জানতো।

মেস্ত্র লিখছেন: বিধাতা পুনরুজ্জীবনের জন্যেই শাস্তি দেন। ফ্রান্স তার ষ্টীয় জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে গেছে, ফলে পুনরুজ্জীবনও আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। অতএব ঈশ্বর-নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিবিপ্লব ঘটবেই।

দ্য বনাল তাঁর গ্রন্থে সমাজদেহ সম্পর্কিত যে তত্ত্বের রূপরেখা তুলে ধরেন তা সমভাবে অধিবিদ্যামূলক ও বিমূর্ত। তিনি লিখছেন: মানুষ যেমন ভর, ওজন কিম্বা বস্তুকে আয়তন দিতে পারে না, তেমনি সে একটি রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় সমাজকে সংবিধানও দিতে পারে না।

রাজতন্ত্র 'সংগঠিত সমাজের' প্রকৃত রূপ। রাজতন্ত্রে আছে ক্ষমতার ঐক্য, সামাজিক পার্থক্যবোধ, প্রয়োজনীয় স্তরবিন্যাস ও খ্রীষ্টধর্মের বন্ধন।

* Théorie du puvoir politique et religieux dans la Société civil.

** Considerations sur la France.

এই অন্তর্লীন সাংগঠনিক নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ততার ওপরই চিরকাল ফরাসী রাজতন্ত্রের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নির্ভর করেছে।

এই সব বইই ফ্রান্সের বাইরে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন ফ্রান্সে এই সব গ্রন্থ বিশেষ কারু নজরে আসে নি। ফ্রান্সে প্রতিবিপ্লব প্রধানত অ-যুক্তিবাদের প্রবাহের ওপরই নির্ভর করেছিলো। মানুষের স্বজ্ঞা ও অনুভবের অন্ধকারময় শক্তি—যে শক্তিকে রুশো সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, তাই সব দর্ভাগ্যের প্রতিকার হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছিলো। সরকার ও প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়া ক্যাথলিক ধর্মবিরোধী ছিলো; সাধারণ মানুষের মধ্যেও ধর্মাচরণের প্রবণতা অনেক কমে গিয়েছিলো। তবু অনেকে এই পুরাতন ধর্মের মধ্যেই আশ্রয় ও সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলো, অনেকের কাছে এই ধর্মই ছিলো রক্ষাকবচ। এই দুই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিই বোনাপার্তকে ধর্মীয় সংগঠনের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

সাহিত্যেও সংঘাতের ছবি স্পষ্ট। সংঘাতের চেহারাও একই। বিপ্লবের প্রভাবে সাহিত্যের নতুন শাখার সৃষ্টি হচ্ছিলো। মুখের ভাষারও গভীর রূপান্তর হচ্ছিলো। অনেক শব্দ বৈপ্লবিক আবেগে বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে। জাতি, জন্মভূমি, আইন, সংবিধান অথবা স্বৈরাচার, অভিজাত প্রভৃতি শব্দ এক অন্তর্নিহিত সক্রিয় শক্তির বেগে রূপান্তরিত হয়ে নতুনভাবে অর্থময় হয়ে ওঠে।

কিন্তু সাহিত্যের সনাতন শাখায় নাটকে, কবিতায় নতুন আবেগের স্পর্শ নেই। বরং ধ্রুপদী আদর্শের প্রাণহীন অনুকরণে নাটক ও কবিতা প্রায় প্রস্তরীভূত।

এ-যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি আঁদ্রে শেনিয়ে। স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের আবেগে তাঁর কবিতা প্রাণবন্ত। টেনিস কোর্টের শপথের স্মরণে তাঁর কবিতা এই আবেগে উদ্দীপ্ত। কিন্তু বিপ্লবের প্রচণ্ড গতিবেগের সঙ্গে তিনি তাল রাখতে পারেন নি। ১৭৯৪-এর ৭ই মার্চ সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারাগারে তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা ল্য জ্যয়ন কাপ্তিভ্ (La jeune Captive) ও ইয়াঁব (Iambes) কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন। এইসব কবিতার কাঠামো প্রাচীন আদর্শের ছাঁচে গড়া। কিন্তু ব্যক্তিগত আবেগে আলোকিত এই কবিতা রোমাণ্টিক গীতিকাব্যের সূচনা বলে ধরা যেতে পারে।

নাটকেও যুগপ্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। নাটকের ধ্রুপদী রূপের পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শের অভিঘাত প্রথম দিকে

নাটককে জাতীয়তাবাদী, পরে প্রজাতন্ত্রী করে তোলে। ১৭৯১-এর ১৩ই জানুআরি সংবিধান সভা নাটকের ওপর রাজকীয় সেন্সরসিপ এবং নাটক-সম্পর্কিত বিশেষ সুযোগসুবিধা বাতিল করে দেয়: যে-কোনো নাগরিক নাট্যশালা স্থাপন করতে পারবে এবং যে-কোনো ধরনের নাটক অভিনয় করতে পারবে। অতএব একমাত্র পারীতেই প্রায় ৫০টি নাট্যশালা খুলে গেলো। পূর্বতন সমাজে অভিনেতাদের কোনো সামাজিক স্বীকৃতি ছিলো না। কিন্তু এখন তারা নাগরিক-অভিনেতা এবং বিপ্লবী আন্দোলনের শরিক। ১৭৯৩ থেকে নাট্যশালা নাগরিকতার শিক্ষণকেন্দ্রে পরিণত হয়। কমিউন কর্তৃক নির্দিষ্ট নাট্যশালায় ব্রুটাস, উইলিয়াম টেল জাতীয় নাটক এবং বিপ্লবের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে রচিত নাটক সপ্তাহে তিনবার অভিনয়ের নির্দেশ দেয় কঁভঁসিয়ঁ। রাজতন্ত্রের কুসংস্কার জেগে ওঠে এমন কোনো নাটক যদি কোনো নাট্যশালায় অভিনীত হয় তবে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ১৭৯৪-এর ১০ই মার্চ তেয়াত্র ফ্রাঁসেজের (Théâtre Francaise) নতুন নাম হয় তেয়াত্র দ্যু পেউপ্ল (Théâtre du Peuple)। বিপ্লবী ঘটনা অনেক নাটকের উপজীব্য ছিলো। উদাহরণ হিসেবে সিলভাঁ মারেশালের (Sylvan Maréchal) জুজমঁ দ্যরনিয়ে দে রোয়া* ধরা যেতে পারে। এই নাটকে দুনিয়ার সব রাজাকে একটি দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়।

এ-যুগের নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি ছিলো মারি-জোসেফ শেনিয়ের (১৭৬৪-১৮১২) (Marie-Joseph Chenier)। তিনি তাঁর বিয়োগান্ত নাটকের বিষয়বস্তু নিয়েছিলেন রোমান ও ফরাসী ইতিহাস থেকে। কয়েকটি নাটকের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—কায়ুস গ্রাক্কুস (১৭৯২), টিমোলিয়ন (১৭৯৪), নবম চার্লস (১৭৮৯), জঁ্যা কালা (১৭৯১) (Jean Calas)। অতীত থেকে আহৃত বিষয়বস্তুর সঙ্গে তিনি বিপ্লবী আবেগ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু বিষয়বস্তু নয়, মারি-জোসেফ শেনিয়ে রচিত নাটকের আকারও মৃত অতীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এই সব ছকে-বাঁধা জোড়াতালি দেওয়া নাটকের আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

রাজনৈতিক বাগ্মিতার প্রবল আবির্ভাব ঘটে এ-যুগে। শাতোব্রিয়াঁ লিখছেন: রাজনৈতিক বাগ্মিতা বিপ্লবের ফল, এর বিকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অলঙ্কারপূর্ণ বাগ্মিতা, এ যুগে যা প্রায় সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে

* Jugement dernier des rois.

ওঠে, তা পুরোপুরি বিপ্লবপ্রসূত। এই বাগ্মিতাকে লালন করেছে বুদ্ধিবিভাসা। এতে বাগাড়ম্বর ছিলো কিন্তু উদ্দীপ্ত আবেগও ছিলো। মিরাবো বাক্‌বিভূতি দিয়ে সংবিধান সভায় তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ভ্যার্জিনোর বাগ্মিতা আরো মার্জিত ও সাবলীল। গ্রীক ও রোমান ইতিহাসের কাহিনী, নানা রূপকের বর্ণনা প্রভৃতির সাহায্যে তিনি তাঁর বক্তৃতা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক করে তুলতেন। দাঁতঁর বক্তৃতায় কোনো পূর্বপ্রস্তুতি থাকতো না, তিনি শ্রোতাদের সেই মুহূর্তের মেজাজের ওপর নির্ভর করে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতেন। অনেক ক্ষেত্রে এই জাতীয় বক্তৃতার আবেদন সযত্নে প্রস্তুত বক্তৃতার চেয়ে বেশি হতো। কারণ এই জাতীয় বক্তৃতা সরাসরি শ্রোতাদের কাছে পোঁছোতো। রোবসপিয়ের তাঁর বক্তৃতা সযত্নে প্রস্তুত করতেন। তাঁর বক্তৃতা স্থির নীতির দ্বারা আলোকিত, অগ্নিময় কিন্তু তিনি এই আগুন সংযত রাখতে পারতেন। দিরেকতোয়ারের আমলে রাজনৈতিক বক্তৃতা ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে আসে। কঁসুলার ুগে রাজনৈতিক বক্তৃতা সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

১৭৮৯-এর পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ফলে রাজনৈতিক সাংবাদিকতার অনেকটা অগ্রগতি ঘটে। পূর্বতন ব্যবস্থার সাহিত্যিক পত্রপত্রিকা পাক্ষিক লা গাজেৎ দ্য ফ্রাঁস (La Gazette de France), মাসিক ল্য মরক্যুর (Le Mercure) ইত্যাদির পরিবর্তে রাজনৈতিক সংবাদপত্র বেরুতে লাগলো। বিপ্লবী যুগে সংবাদসাহিত্যের এই প্রকৃত রূপ। রাজতন্ত্রী সংবাদপত্র বেশিদিন টেকে নি। এযুগে 'প্যাট্রিয়ট' সংবাদপত্রেরই আধিপত্য। সবচেয়ে বিখ্যাত বিপ্লবী সংবাদপত্রের মধ্যে এলিজে লুস্তালর (Elysée Loustalot) লে রেভলিউসিয়ঁ দ্য প্যারী (Les Revolution de Paris) মারার (Marat) পুব্লিসিস্ত পারীজিয়ঁ্যা (Publiciste Parisien) (ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে এই কাগজটির নাম হয় লামি দ্যু পেউপল (L'ami du peuple), কামিই দেমুল্যার (Camille Desmoulins) লে রেভলিউসিয়ঁ দ্য ফ্রাঁস এ দ্য ব্রাবাঁ* প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। মিরাবোর ল্য কুরিয়ে দ্য প্রভঁস (১৭৮৯-৯১) (Le courrier de Provence) ও লা ক্রনিক্ দ্য পারীর (La Chronique de Paris) (১৭৮৯-৯৩) নামও উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ছিলো, রোবসপিয়েরের ল্য দেফঁসয়র দ্য লা কন্‌স্তিতিউসিয়ঁ** এবং কামিই দেমুল্যাঁর আরো একটি পত্রিকা ভিয়ো

* Les Revolutions de France at de Brabant.

** Le Défenseur de la constitution.

কর্দেলিয়ে (Vieux Cordelier)। এর মধ্যে বিশেষভাবে জনতার কাগজ হিসাবে গণ্য হয়েছিলো মারার কাগজ লামি দ্যু পেউপ্‌ল এবং এবের সম্পাদিত প্যার দুসেন (Père Duschene)। ৯ই ত্যরমিদরের পর প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে তিনটি কাগজের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে: লা দেকাদ ফিলজফিক্ (La décade philosophique), লিত্তেরেয়ার এ পলিতিক্ (Littéraire et politique), লা গাজেৎ নাসিয়নাল বা মনিত্যয়র য়ুনিভার্সেল এবং জুর্নাল দে দেবা এ দে দেক্রে। ১৮০৩ থেকে মনিত্যয়র সরকারী সংবাদপত্রে পরিণত হয়।

সাহিত্যে কিম্বা নাটকে নয়, বিপ্লব তার বিশিষ্ট প্রকাশ খুঁজে পেয়েছিলো চিত্রকলা, সঙ্গীত ও জাতীয় উৎসবের পরমাশ্চর্য সংগঠনের মধ্যে। বিপ্লবের বিরুদ্ধে শিল্প ও সংস্কৃতি ধ্বংসের অনেক অভিযোগ। অনেক ক্ষেত্রে এই জাতীয় ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে বিভিন্ন বিপ্লবীসংসদ জাতির শিল্প ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছে। সংবিধান সভার পুরাকীর্তি-সম্পর্কিত কমিশন সংরক্ষণযোগ্য পরাকীর্তি খঁজে বার করার জন্যে সারাদেশে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। কঁভঁসিয়ঁর যুগে জনশিক্ষা সংক্রান্ত কমিটি এবং অস্থায়ী শিল্প কমিশনও এই ভূমিকা পালন করেছে। ১৭৯৪-এর জানুয়ারিতে একটি সংরক্ষণ আধিকারিকের ওপর যাদুঘরের দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়।

ফরাসী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিপ্লবী সংসদসমূহের অদ্ভুত সচেতনতা ছিলো, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপ্লবীযুগের শিল্পীরা পুরনো রচনাশৈলীর বিধিনিষেধের জাল থেকে নিজেদের মুক্তির পথ অন্বেষণ করছিলেন। বিপ্লবের প্রভাব শিল্পীর প্রতিভাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিলো। শিল্পীদের এই ধারণা জন্মেছিলো যে স্বাধীনতার সংগ্রাম থেকে শিল্পকে আলাদা করা যায় না। শিল্পী দাভিদ এই কথাই বলেন যখন তিনি তাঁর আঁকা মিশেল ল্যপ্যলতিয়ে হত্যার চিত্র কঁভঁসিয়ঁকে উপহার দেন (১৯শে, মার্চ, ১৭৯৩): "প্রকৃতি আমাদের যে মেধা দিয়েছে, তার জন্যে দেশের কাছে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। এই মেধার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হতে পারে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক। প্রকৃত দেশ-প্রেমিক তাঁর সহ-নাগরিকদের শিক্ষিত করার জন্যে সর্বদা তাদের চোখের সামনে দেশপ্রেম ও সদ্বৃত্তির মহান আদর্শ তুলে ধরবে।"

তাঁর চিত্রকলার মধ্য দিয়ে এই দায়িত্বই পালন করতে চেয়েছিলেন শিল্পী দাভিদ। চিত্রকর ও প্রজাতন্ত্রী উৎসবের সংগঠকরূপে, দাভিদ বিপ্লবী

শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছেন। হ্বিংকেলম্যান (Winckelmann) তাঁর প্রাচীন শিল্পের ইতিহাস নামক গ্রন্থে শিল্পরীতির যে নির্দেশিকা দিয়েছেন, দাভিদ তা মেনে নিয়েছিলেন। প্রাচীন যুগের মডেল বেছে নিয়েছিলেন তিনি। রঙের চেয়ে রেখার স্পষ্টতা ও প্রাথমিক নকশার গুরুত্ব তাঁর কাছে অনেক বেশি ছিলো। কারণ, তিনি মনে করতেন রেখা রঙের চেয়ে অনেক বেশি অনুভববেদ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দাভিদ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী শিল্পরীতি মানেন নি একথা বলা চলে। শিল্পী হিসাবে তাঁর প্রধান কীর্তি প্রাচীন শিল্পরীতির আদর্শে আঁকা কয়েকটি চিত্র: ডেথ অব্ সক্রেটিস, ব্রুটাস্, স্যাবাইনস্ এবং লিয়োনিদাস্। ধ্রুপদী চিত্রাঙ্কন ছেড়ে কিছুকাল তিনি তাঁর চিত্রকে বিপ্লবের কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি জাতীয় উৎসবের সংগঠক ও শিল্প নির্দেশক। এ সময়ে তিনি 'ল্যপ্যাল্যতিয়ে', স্বাধীনতার শহীদ,' 'নিহত মারা' প্রভৃতি চিত্র অঙ্কন করেন। নিহত মারা তার বিখ্যাত ছবি। স্নানের টবে মারা পিছনের দিকে এলিয়ে পড়েছেন; মৃত্যুর আর দেরী নেই। চাদর দিয়ে শরীর ঢাকা। কিন্তু বুকে যেখানে ছুরিকা বিদ্ধ হয়েছে সেখানটা খোলা। ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। ছুরিটা নীচে পড়ে আছে। ডান হাত টবের বাইরে ঝুলে মাটি ছুঁয়েছে। হাতের কলমটি তখনও খসে পড়ে নি। একটু আগে ওই কলম দিয়ে মারা লি ছিলেন। কাপড়জড়ানো মাথা ডান কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে, মুখে তখনও বিচিত্র, বুকভাঙা হাসি। এই চিত্রটি কর্ভঁসিয়ঁর হলে টানানো হয়। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও দাভিদের চিত্রকলায় ঐক্য অনায়াসেই চোখে পড়ে। প্রজাতন্ত্রী আবেগ এবং ট্র্যাজিডির নায়কের আন্তরসংগ্রাম তাঁর সব ক্যানভাসে ছড়ানো।

দাভিদ অষ্টাদশ শতকের শিল্পরীতি থেকে সরে গেলেও, গ্রেউজ (Greuse) (১৭২৫-১৮০৫) ও ফ্রাগনারের (Fragonard) (১৭৩২-১৮০৬) শিল্পে এই শিল্পরীতি অব্যাহত। উবের রবেয়েরের (Hubert Robert) (১৭৩৩-১৮০৮) কিছু কিছু ক্যানভাসে আধুনিক জীবনসচেতনতা। প্রুধঁর (১৭৫৫-১৮২৩) (Proudhon) চিত্রে রোমাণ্টিক চিত্রকলার আভাস। উদঁর (Houdon) (১৭৪১-১৮২৮) খ্যাতি তাঁর প্রাচীন যুগের মডেল-নির্ভর ভাস্কর্যের জন্যে।

সঙ্গীত

শিল্পের মতো সঙ্গীত সম্পর্কে একই কথা বলা চলে। আঠারো

শতকের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায় গ্রেত্রি (১৭১৪-১৮১৩) (Grétry) এবং দালায়রাকের (১৭৫৩-১৮০৯) (Dalayrac) মধ্যে। অন্যদিকে গসেক (Gossec) ও মেউলের (Méhul) মধ্যে বিপ্লবী-প্রেরণা। বিপ্লবী উৎসবের সঙ্গীত এঁরাই রচনা করেন।

ফ্যাশন

উনিশ শতকে নর্ভ্যাঁ (Norvins) লেখেন: লম্বা ট্রাউজার ও খাটো ওয়েস্ট কোটের জন্যেই বিপ্লব জয়ী হয়েছিলো। এই উক্তির অতিবঞ্জনের মধ্যে সত্যের রঙ একেবারে নেই তা নয়।

পূর্বতন সমাজের অন্তিম পর্বে ফ্যাশনের সরলীকরণ শুরু হয়। বিপ্লবী যুগে সাজসজ্জার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। বিপ্লবের আদিপর্বেই স্ত্রীপুরুষের পোশাকের পরিবর্তন আসে। বিপ্লবের প্রথম দিকে দেখা যেত যে, যাঁরা ফ্যাশন দুরস্ত সমাজের মধ্যমণি তাঁদেরও অনেকে গোলটুপি, ইংরেজী ধরণের কোট ও কাশ্মীরী কাপড়ের ট্রাউজার পরতে শুরু করেছেন। এই পোশাকের সঙ্গে গাদার ঘোড়ায় চড়ার বুটও পরতেন এঁরা। এই পোশাক দেখে বৃদ্ধা অভিজাত রমণীরা রেগে লাল হয়ে যেতেন। বলতেন: কী স্পর্ধা! এরা ব্রিচেস পরে নি। এরা সাঁ-কুলোৎ (ব্রিচেসহীন)। সাঁ-কুলোৎ কথাটি এভাবেই প্রচলিত হয়। ক্রমে কথাটি সম্পূর্ণ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।

অভিজাত মেয়েরাও তাঁদের কোমর-ফোলানো মাটিতে লুটানো স্কার্ট ছেড়ে নতুন পোশাকের দিকে ঝুঁকে পড়েন। আগের ফোলানো স্কার্টের তুলনায় এখন স্কার্ট অনেক আঁটসাট, আর গায়েও আঁটসাঁট জ্যাকেটের মতো বডিস। পায়ের জুতার গোড়ালির উচ্চতা কমে যায় কিছুটা। পঁপাদুর রীতির কেশ-বিন্যাসও আর নয়। এই রীতির কেশবিন্যাসে চুলকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তাতে প্রায় আস্ত একটি বাগানের ফুল গুঁজে দেওয়া হতো। কোমর-ফোলানো, মাটিতে-লুটানো স্কার্ট পরে পঁপাদুর রীতির কেশবিন্যাস করে যখন মেয়েরা হেঁটে যেতো তখন মনে হতো একটি পাল-তোলা তরণী হেলতে দুলতে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় ঝাড়লণ্ঠনে কবরী আটকে যাওয়ায় তরণীর গতি রুদ্ধ হতো।

১৭৮৯-এর পারীর মেয়েরা ফ্যাশনের অত্যাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চেয়েছিলো। পোশাককে অনেকটা হালকা করে নিজেরাও চেয়েছিলো হালকা হতে। কিন্তু বিপ্লবী যুগ কিছুটা অগ্রসর হতেই এরা নতুন ফ্যাশনের

অত্যাচার সাগ্রহে মেনে নিলো। বিপ্লব শুরু হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিন রঙের রাজত্ব শুরু হয়ে যায়। শুধু সাধারণ মেয়েদের মধ্যেই নয়, সবচেয়ে কেতাদুরস্ত সম্ভ্রান্ত মেয়েদের মধ্যেও। তিনরঙের ডোরাকাটাস্কার্ট, তিনরঙেরজুতা, তিনরঙাব্যাজ দিয়ে সাজানো টুপি—এই পোশাক এখন সব মেয়ের চাই। এই পোশাকে দেশপ্রেম ও ফ্যাশনকে একসঙ্গে মেলানো হয়েছিলো। এই তিনরঙের ভিত্তির ওপর নতুন ধরনের হালফ্যাসানের পোশাক তৈরী হতে লাগলো। পোশাকের নামকরণেও দেশপ্রেমের বিজ্ঞাপন। উদাহরণ হিসাবে, 'সাংবিধানিক কাট' নামে পোশাকের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পোশাকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন গঁকুরভ্রাতারা (Goncourt Brothers)।

মণিমাণিক্য ও হাতপাঁখা সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। মণিমুক্তা-খচিত আংটি অথবা নেকলেস পরে অনেকেই আর বেরোতে সাহস পেতেন না। তাছাড়া, মূল্যবান মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কার পরার ফ্যাশনও পালটে যাচ্ছিলো। গিল্টি-করা তামার অলঙ্কার এখন নতুন ফ্যাশন। বিয়ের-আংটিতে আর হীরে মুক্তা নয়, জাতি, রাজা ও আইন, এই কথা কয়টি লেখা থাকতো। সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলো বাস্তিই দুর্গের ভাঙা পাথর থেকে তৈরী আংটি, হার, বাজুবন্ধ ইত্যাদি।

এ-যুগের মেয়েদের ফ্যাশনের আর একটি উপাদান মেয়েলি হাতপাঁখা। কিন্তু গজদন্তের অথবা মণিমুক্তাখচিত পাঁখা আর নয়। এখন পাঁখা কাঠের কিম্বা কাগজের যাতে সংবিধান সভা, জাতীয় রক্ষিবাহিনী, মিরাবো, লাফাইয়েৎ প্রভৃতির প্রতিকৃতি। এই পাঁখার একটি বাড়তি সুবিধা ছিলো। এতে পাঁখার মালিকের রাজনৈতিক মতামতও বোঝা যেতো। বিপ্লবী ফ্যাশনের আরো দুটি নতুন উপাদান কারমাইঁনল ও লালটুপি। দক্ষিণ ফ্রান্সের মানুষের প্রাত্যহিক পোশাক কারমাইঁনল নামে পরিচিত ছিলো। এই পোশাকই বিপ্লবী আমলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সন্ত্রাসের যুগে কারমাইঁনল অর্থে বোঝাতো কোমর পর্যন্ত পশমের অথবা কালো কাপড়ের জ্যাকেট, পিছনের দিকটা একটু ফোলানো। এর সঙ্গে পশম অথবা কালো কাপড়ের অথবা ড্রিলের তিনরঙা ট্রাউজার, গাঢ় লাল ওয়েষ্টকোট ও গণতান্ত্রিক জুতা, অর্থাৎ জুতার তলায় চামড়ার বদলে কাঠলাগানো। তাছাড়া, কারমাইঁনল এ-যুগের অতি জনপ্রিয় গান ও নাচের নাম।

লালটুপি অথবা বন্নে রুজ (Bonnet rouge) বিপ্লবের প্রথম বছর থেকে বিপ্লবের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার হতে থাকে। ১৭৯১-এর জুলাইয়ে

জনতেরের শেষকৃত্যের সময় লালটুপি সরকারী ভাবে পরা হয়। কিন্তু কারামাইনল এবং লালটুপি সরকারী পোশাক হিসাবে স্বীকৃত হয় না। রোবসপিয়ের ও সেঁ-জুস্ত কখনো লালটুপি পরেন নি। কিন্তু অন্যান্য স্যাঁক্যুলোতরা লালটুপি পরতেন সগর্বে।

দ্বিতীয় বর্ষ থেকে প্রায় সব্বাই লালটুপি পরতে শুরু করে। এতকাল প্যারীর বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যদের মধ্যেই লালটুপির ব্যবহারটা সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষ থেকে প্রদেশের নীচের তলার লোকেরাও বন্নে রুজ বা লালটুপি ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। সর্বত্রই লালটুপির ছড়াছড়ি। চার্চের চূড়ায়, সরকারী পোস্টারে, ওয়েস্টকোটের বোতামে' আংটিতে, কানের দুলে। লালটুপির কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না। বন্নে রুজ সর্বত্র বিজয়ী। চরমপন্থীরাই শুধু নয়, শান্ত, শিষ্ট নাগরিকদেরও লালটুপির প্রতি পক্ষপাত ছিলো। অকাদেমির সদস্য লাহার্প লালটুপি না পরে লিসেতে কোনো ভাষণ দিতেন না।

ত্যরমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার যুগে আবার ফ্যাশন পাল্টায়। এ-যুগ অ্যাঁক্রোবায়েব্‌ল (Incroyables) ও ম্যার্‌ভেইয়ূজদের (Merveilleuse)। অ্যাঁক্রোবায়েব্‌ল ও ম্যারভেইয়ূজরা রাজতন্ত্রী যুবক-যবতী যারা ত্যরমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার যুগে তাদের কথাবার্তা, চালচলন ও পোষাকে মানুষকে তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলো। সে-যুগের সংবাদপত্রে ও চিত্রে এই যুবকদের পোশাকের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এদের কেশবিন্যাসও বিচিত্র। মাথার সামনের দিকে চুল ছোটো করে ছাঁটা। কিন্তু কানের পাশ দিয়ে লম্বা চুল ঝুলে পড়েছে। মাথার পিছনের লম্বা চুল চিরুণী দিয়ে ওপরে তুলে দেওয়া। চৌকা ফ্রক কোটে চওড়া বিনুনির বাহার অথবা রঙিন কোট ও লম্বা স্কার্ট। গলায় ছয়ভাজ করা ক্রাভাত এত প্রশস্ত যে চিবুক ক্রাভাতের নীচে অদৃশ্য হয়েছে। পরনে স্টেপ ব্রিচেস। হাতে অনেক গিঁট-দেওয়া ছড়ি, (এ সময়ে এই জাতীয় ছড়ির নাম দেওয়া হয়েছিলো Executive power) মাথায় দুই-কোণা অথবা চওড়া কানার মাথার দিকে একটু চাপা টুপি, কানে সোনার রিঙ্। যুবকদের এই সাজ। এরা এ-যুগের মেয়েদের অত্যন্ত প্রশ্রয়ভাজন।

মেয়েদের নতুন ফ্যাশনের আসল কথা পোশাক পরেও নিরাবরণ দেহের অধ্যাস সৃষ্টি করা। এরা গ্রীকদের টিউনিক* পরতে শুরু করে। টিউনিক

* গ্রীকদের শার্টজাতীয় অন্তর্বাসবিশেষ

তৈরী হতো অতি মিহি প্রায় স্বচ্ছ কাপড়ে। এই পোশাক নারীদেহকে প্রায় উদঘাটিত করলেও মেয়েদের ফুসফুসের পীড়াও নিয়ে আসতো।

মারভেইয়ুজদের সাজসজ্জার আর একটি বিশেষ উপাদান ছিলো পরচুলা। পরচুলা দিয়ে নিজস্ব চল সম্পূর্ণ ঢেকে দিতো মেয়েরা। কিন্তু শুধু পরচুলাই নয়, অনেক পরচুলা। প্রত্যেকেরই বিভিন্ন রঙের পরচুলা থাকতো। সোনালী, কালো, বাদামী প্রভৃতি রঙের পরচুলা। দেকাদের দশদিনের জন্যে দশটি। শোনা যায় মাদাম তালিয়াঁর ত্রিশটি পরচুলা ছিলো। নুভো পারীর (Nauvea Paris) পৃষ্ঠায় মারভেইয়ুজের বর্ণনা কৌতুহলোদ্দীপক :

প্রভাতে আমাদের পরী স্বচ্ছ লনের পোশাক পরেও নিরাবরণা। তাঁর পরচুলা মৌচাকের মতো ত্রিকোণ। দুপুরে পাসিতে তিনি লাঞ্চ খেতে যান। বিকেলে তাঁর টক্‌টকে লাল রঙের শাল হওয়ায় ওড়ে প্রজাপতির চনির পাখার মতো। বেরেনিসের মতো তাঁর পরচুলা। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সন্ধ্যায় ডায়েনার মতো ঝালর-ওয়ালা স্কার্ট পরে বেরোতেন তিনি। কালো পরচুলায় অর্ধচন্দ্রের মতো হীরের মালা জ্বল জ্বল করতো। অপেরায় সবার দৃষ্টি ওর দিকে।

সম্বোধনরীতির পরিবর্তন

পূবতন ব্যবস্থায় সম্বোধনের রীতি ছিল মসিয়ে ও মাদাম। কিন্তু সাধারণত বিত্তশালী না হলে মসিয়ে ও মাদাম না বলে পারিবারিক নাম ধরেই সম্বোধন করা হতো। বিপ্লবীযুগে সম্বোধনের ক্ষেত্রে এই জাতীয় অসাম্য বরদাস্ত না করাই স্বাভাবিক ছিলো। ১৭৯২-এর ২১শে অগস্টের একটি প্রস্তাবে পারীর কমিউন এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, মসিয়ে ও মাদাম বলে আর কাউকে সম্বোধন করা হবে না। একমাত্র সম্বোধন হবে— সিতয়াঁ (Citoyen) ও সিতয়াঁয়েন (Citoyenne)। ক্লাবে, সভাগৃহে ও গ্রামাঞ্চলের বিচারালয়ের দেয়ালে একটি ছোটো বিজ্ঞপ্তি টানানো থাকতো : এখানে সিতয়াঁ একমাত্র স্বীকৃত সম্বোধন।

বিপ্লবীযুগে এই ধরনের সম্বোধন-রীতি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর বিরুদ্ধতাও ছিলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ অপেরা কমিকের একটি ঘটনা ধরা যেতে পারে। ১৭৯৩-এর ২২শে জুলাই অপেরা কমিকের ঘোষক একটি ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন মেসিয়্যার (মসিয়ের বহুবচন)......

সঙ্গে সঙ্গে অপেরাগৃহের দুহাজার কণ্ঠ চিৎকার করে ওঠে....সিতয়াঁ (Citoyens=নাগরিকগণ) বলুন....

ঘোষক আবার শুরু করে .... সিতয়ঁ্যা। মাদমোয়াজেল জেনি ....
আবার চীৎকার ওঠে .... সিতয়্যায়েন বলন
ঘোষক বলতে থাকে .... সিতয়ঁ্যা। সিতয়্যায়েন জোনর শরীর খারাপ।
আমি অনুরোধ করছি তার জায়গায় মাদমোয়াজেল শেভালিয়েকে ....
এবার ঘোষকের ওপর চেয়ার-বৃষ্টি হতে থাকে।

ভাঙন ও অবিচ্ছিন্নতা উভয়ই সে-যুগের বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক পরিমণ্ডলের বিশেষ লক্ষণ। সমাজ সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। বুদ্ধিবাদ ও ঐতিহ্য, বুদ্ধি ও অনুভব মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো। তখনও ধ্রুপদী শিল্প-রীতির প্রাধান্য। কিন্তু রোমান্টিসিজমের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো। মারিযোসেফশেনিয়ে ওসিয়ান (Ossian) অনুবাদ করেছেন ইতিমধ্যে। মাদাম দ্য স্তায়েল লক্ষ্য করেছেন উত্তর ফ্রান্সের সাহিত্যের দুঃখবাদ। আর বিপ্লবীযুগের দুঃখদুর্দশার মধ্যে পুরনোযুগের সুদিনের কিংবদন্তী গড়ে উঠছিলো। বিশৃঙ্খলভাবে হলেও অভিজাত শ্রেণীও নতুন চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে নিজেদের নতুন সমাজে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলো। বুর্জোয়াশ্রেণী চাচ্ছিলো সামাজিক স্থিতি। সম্পন্ন বুর্জোয়াদের ভয়, বিপ্লব তাদের যে সুযোগসুবিধা দিয়েছে সামাজিক অস্থিরতার ফলে পাছে তা হারাতে হয়। বুর্জোয়া ও অভিজাত (বিপ্লবের আগুনে পুড়ে যাদের সুবুদ্ধি হয়েছে) উভয়েই জানতো নিজেদের স্বার্থেই এই নতুন সমাজকে টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন। এই সমাজের স্থিতি তাদের কাম্য কারণ তাদের প্রাধান্য এই সমাজেই অব্যাহত থাকা সম্ভব ছিলো।

৩৭

বিপ্লবের ফলাফল

বুর্জোয়া রাষ্ট্র

বিপ্লব দৈবাধিকারের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত পূর্বতন সমাজের স্বৈরাচারী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে। স্থাপিত হয় মুক্তপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নাগরিক সাম্যের ওপর যার প্রতিষ্ঠা। এই নতুন রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। কারণ, বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকারের ফলে এই রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়াদের কুক্ষিগত।

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকার

১৭৮৯-এর ৪ঠা অগস্টের রাত্রেতে আইনত পূর্বতন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। ওই রাত্রিতে প্রত্যেক নাগরিক সমান বলে ঘোষিত হয়েছিলো। প্রদেশ, অঞ্চল, কাঁতঁ (Canton), শহর ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিশেষ সুযোগসুবিধা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। রাজপদের ক্রয়-বিক্রয়েরও অবসান হয়। ১৭৮৯-এর নভেম্বরে পার্লমঁ ও উচ্চতর পরিষদের অধিবেশন স্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা হয়। যা-কিছু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করেছিলো সব কিছুরই অবসান ঘটানো হয়। এর মধ্যে ছিলো বিশেষ সুযোগসুবিধা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, পুরনো স্বাধিকারের অবশেষ। এতে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়।

এই রূপান্তরের বীজ জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতি। রাষ্ট্র আর রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। রাষ্ট্র জাতীয় সার্বভৌমত্বসঞ্জাত। স্বাভাবিকনিয়ম অনুযায়ী সমাজের মূল বন্ধন যেমন সামাজিক মানুষের পারস্পরিক চুক্তি, তেমনি রাষ্ট্রও শাসক ও শাসিতের চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র এখন নাগরিকদের কল্যাণে নিয়োজিত। ১৭৮৯-এর মানবাধিকারের ঘোষণার দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়, রাষ্ট্র মানুষের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষা করবে। ১৭৯১-এর সংবিধানে রাজা জাতির অধীন; প্রশাসন বিধান সভার অধীন;

ক্ষমতার পৃথকীকরণ স্বীকৃত; সর্বক্ষেত্রে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নাগরিকদের হাতে প্রশাসনের ভার অর্পিত। এতে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়েছিলো। স্থানীয় স্তরেও কেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হয়। ফলে একটি মুক্তপন্থী রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু আভিজাতিক প্রতিরোধ এবং গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী যুদ্ধ নতুন রাষ্ট্রীয় সংগঠনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ১৭৯২-এর ১০ই অগস্টের বিপ্লবী দিনের ভয়ঙ্কর অভিঘাত এই রাষ্ট্র সহ্য করতে পারে নি, ভেঙে পড়েছিলো।

বিপ্লবী সরকার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রের ক্ষমতা আবার ক্রমশ কেন্দ্রীকৃত হয়। জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতি সমাজের প্রত্যেক স্তরকে প্রভাবিত করে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ফ্রান্সের প্রত্যেক নাগরিক এখন জাতির মধ্যে বিধৃত। এই নতুন ভিত্তির ওপর ফ্রান্সের বৈপ্লবিক ক্যালেণ্ডারের দ্বিতীয় বর্ষে বিপ্লবী স্বৈরাচারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বৈরাচার ছাড়া উপায় ছিলো না; ফ্রান্সের কল্যাণের জন্যেও তা আবশ্যিক ছিলো। এই প্রভুত্বপরায়ণ রাষ্ট্রের দুটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়। এই দুটি দিকই উননব্বুইএর নেতাদের কাজের মধ্যে অন্তর্লীন ছিলো, যদিও তিরানব্বুইয়েই তা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথমত, বুদ্ধিবাদ, দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। বুদ্ধিবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র বুদ্ধির সন্তান, অতএব যে কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকেই বুদ্ধির কঠিন নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে মেনে চলতে হবে। বুদ্ধি সার্বভৌম; বুদ্ধির কাছে মানুষ ও ঘটনা উভয়কেই নতি স্বীকার করতে হবে। আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও যৌথ প্রতিষ্ঠান বিলোপ করা হয়। রাষ্ট্রের কাছে ব্যষ্টি স্বীকৃত, গোষ্ঠী নয়। এই উভয় কারণেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু ব্যষ্টির অধিকারও যখন লঙ্ঘিত হয়, তখন স্বাধীনতার স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হয়। জাকব্যাঁরা রাষ্ট্রীয়-কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও কেন্দ্রীকরণ সমর্থন করে। সুতরাং শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতাই কেন্দ্রীকৃত হয় নি, অর্থনীতির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও রাষ্ট্রের হাতে চলে আসে। কিন্তু এই সর্বাত্মক কেন্দ্রীকরণ জাকব্যাঁরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যায়। আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের ফলে ভূম্যধিকারী ও উৎপাদকদের সঙ্গে বেতনভুক্ শ্রমিকদের ও ভোক্তাদের সংঘাত বাধে। অন্যদিকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সাঁকুলোৎদের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যায়। ১৭৯১-এর মুক্তপন্থী বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মতো গণনিরাপত্তা কমিটির একনায়কত্ব কোনো সামাজিক শ্রেণীর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। অতএব ৯ই তার্মিদরের পর এই একনায়কত্ব ধ্বসে যায়।

মুক্তপন্থী বুর্জোয়ারাষ্ট্র আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনীতি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পায়। বিপ্লবী ক্যালেণ্ডারের তৃতীয় বর্ষে রচিত সংবিধান সংবিধান সভার মুক্তপন্থী ব্যবস্থায় ফিরে আসে। বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকার জনতার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। দ্বিতীয় বর্ষের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সম্ভ্রান্ত বুর্জোয়ার শ্রেণীচেতনা তীক্ষ্ণতর হয়েছিলো। তৃতীয় বর্ষের সংবিধানে ক্ষমতার পৃথকীরণ স্বীকৃত, অর্থসংক্রান্ত-বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের কোনো ক্ষমতা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা রাষ্ট্রকে শক্তিহীন করা হয় নি। প্রজাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় নিরাপত্তার ভার ছিলো দিরেকতোয়ারের ওপর। সৈন্যবাহিনীও দিরেকতোয়ারের কর্তৃত্বাধীন। তাছাড়া ছিলো শমন ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা। কমিশনারের দ্বারা প্রশাসনের আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের ক্ষমতাও দিরেকতোয়ারের ছিলো। কমিশনারদের ব্যপক ক্ষমতা ছিলো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলো তাদের। তাদের জন্যেই সর্বস্তরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপস্থিতি বোঝা যেতো। প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার বহু কর্মচারীর সরাসরি নিয়োগ থেকেও কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু, প্রশাসনিক নির্দেশ প্রণয়নের, পুলিশী ব্যবস্থা ব্যাপকতর করার ও পুলিশের ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষমতা ছিলো দিরেকতোয়ারের। কিন্তু কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা সত্ত্বেও দিরেকতোয়ারের যুগে একটি দক্ষ শাসনযন্ত্র গড়ে ওঠে নি। কারণ, প্রথমত এই সরকারের সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তি। অর্থাৎ বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকার জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রাখে; দ্বিতীয়ত, অভিজাতরা তখনও বিপ্লবকে মেনে নিতে পারে নি। তৃতীয়ত, বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি ভগ্নাংশও বিপ্লবের প্রতি বিরূপ ছিলো। পরিণামে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় তাতে সংবিধান লঙ্ঘিত হয়, নির্বাচন বাতিল হয় (পঞ্চম বর্ষের ফ্রুক্তিদরে এবং ষষ্ঠ বর্ষের ফ্লরেয়ালে) এবং অনেকাংশে বিধানসভার ওপর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। কিন্তু বার্ষিক নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রশাসনকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলে। তার ওপর ছিলো যুদ্ধ এবং জাকব্যাঁদের পুনরভ্যুদয়। তাই একটি শক্তিশালী প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো। এই ইচ্ছারই পরিণতি ব্রুম্যারের কুদেতায়।

অষ্টম বর্ষের সংবিধানের বিশিষ্ট লক্ষণ

নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়ন, বিধানসভার অবনয়ন এবং প্রধান

কঁসুলের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। উননব্বুই-এর মানুষেরা যে মুক্তপন্থী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলো, এতদিনে সেই স্বপ্ন মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেলো। কিন্তু সামরিক একনায়কত্ব সম্ভ্রান্তদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিলেও তাদের সামাজিক প্রাধান্য খর্ব করেনি। যদিও এই কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্র ক্রমশ অভিজাতদের আত্মসাৎ করে নেয়, তবুও শেষ বিশ্লেষণে এই রাষ্ট্রকে মূলত বুর্জোয়া রাষ্ট্রই বলা যায়।

চার্চ ও রাষ্ট্রের লৌকিকীকরণ

রাজা ও চার্চের মিলনসঞ্জাত দৈবাধিকারভিত্তিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে বিপ্লব চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন লৌকিক রাষ্ট্র গড়ে তোলে। অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকলেও ক্যাথলিক চার্চের প্রতি বিরূপতায় তৃতীয় এস্টেটের প্রায় সব সদস্যই একমত ছিলো। তবু মানবিক অধিকারের ঘোষণায় ১০ নং ধারায় সংবিধান সভা ধর্মমত সহিষ্ণুতার প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করেছিলো। ১৭৯০-এর ১৩ই মে সংবিধান সভা ক্যাথলিক ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু যাজকীয় লৌকিক ধর্মাচরণে ক্যাথলিক চার্চের একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হয়। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর নিবন্ধী-করণ, শিক্ষাদান ও দরিদ্রসেবার ভারও চার্চের হাতেই থাকে। কিন্তু যাজকীয় সংবিধান গোটা দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়। অবাধ্যযাজকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সরকারের সংগ্রাম এবং সংবিধানিক যাজকদের প্রতি দেশের মানুষের বিরূপতা—শুধু চার্চের নয়, ধর্মবিশ্বাসেরও ক্ষতি করে।

১৭৯২-এর অগস্টের পর রাষ্ট্রের লৌকিকীকরণ আরো অগ্রসর হয়। ১৮ই অগস্ট চার্চপরিচালিত হাসপাতাল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি চার্চের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয় এবং শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজ রাষ্ট্রায়ত্ত হয়। ২৬শে অগস্ট অবাধ্যযাজকদের পক্ষকালের মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। ২২শে সেপ্টেম্বর জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর নিবন্ধীকরণের ভারও পুরসভাসমূহের ওপর অর্পিত হয়। একই-দিনে বিধানসভা বিবাহবিচ্ছেদ আইনত সিদ্ধ বলে ঘোষণা করে।

রাষ্ট্র ও চার্চকে পৃথক করার প্রবণতা এই সব আইনের মধ্যে নিহিত ছিলো, একথা স্বীকার্য। কিন্তু রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ গৃহযুদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনের ফলশ্রুতি।

প্রথমদিকে সংবিধানিক চার্চের প্রতি কঁভঁসিয়ঁর দৃষ্টিভঙ্গি অসহিষ্ণু ছিলো

না। কিন্তু অবাধ্য যাজকদের প্রতি সহিষ্ণুতার কোনো কারণ ছিলো না কঁভঁসিয়ঁর। ১৭৯৯-এর ২৩শে এপ্রিল তারা সরাসরি গিয়ানায় নির্বাসিত হয়। কিন্তু রাজতন্ত্রী ও মধ্যপন্থী প্রবণতার জন্যে সংবিধানিক যাজকেরাও ক্রমশ সন্দেহভাজন হয়ে পড়েন এবং তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। বিপ্লবী ক্যালেণ্ডারে দশকের প্রবর্তন ও পরে খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলন রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর তুলে দেয়। দ্বিতীয় বর্ষের ১৬ই ফ্রিম্যারের নির্দেশ অনুযায়ী (৬ই ডিসেম্বর, ১৭৯৩) ধর্মাচরণের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও গির্জার বন্ধ দরজা খোলে নি। ৯ই ত্যারমিদরের পরেও এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। ১৭৯৪-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর কঁভঁসিয়ঁ নির্দেশ দেয় যে, প্রজাতন্ত্র ধর্মাচরণের জন্যে কোনো অর্থ ব্যয় করবে না। তার অর্থ যাজকীয় লৌকিক সংবিধানের বিলোপ এবং চার্চ ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ।

তৃতীয় বর্ষের ভঁতোজের (ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৫) আইন ও পরবর্তী আরো কয়েকটি আইনে এই পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ হয়। এই সব আইনে বলা হয়: যাজকদের বেতন প্রজাতন্ত্র দেবে না; প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ অথবা ধর্মীয় শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ; প্রত্যেক যাজককে প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। পরবর্তীকালে দিরেকতোয়ারও লৌকিকীকরণের নীতি অনুসরণ করে। জনজীবনে প্রজাতন্ত্রী-ক্যালেণ্ডারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রত্যেক দশকের দশম দিনকে সাধারণ ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হয়। প্রায় এক দশকব্যাপী চার্চবিরোধী এই সব ব্যবস্থার ফলে ক্যাথলিক চার্চের মর্যাদা ও প্রভাব অনেকটা হ্রাস পায়। বিপ্লব ও চার্চ শেষ পর্যন্ত পরস্পরের শত্রুই থেকে যায়।

কিন্তু কঁস্যুলার যুগে ক্যাথলিক চার্চকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তার কারণ, সামাজিক স্থায়িত্বের প্রয়োজন ও ঐতিহ্যাগত ধর্মের প্রতি জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আনুগত্য। বোনাপার্ত চার্চকে প্রশাসনের সহায়ক যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে ধর্ম প্রধানত রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণ মানষকে অনুগত রাখার উপায় মাত্র। সুতরাং তিনি ক্যাথলিকধর্মকে ফরাসীদের ধর্ম হিসাবে মেনে নিলেও, তিনি এই ধর্মকে রাষ্ট্রীয়ধর্মের মর্যাদা দেন নি। চার্চকে রাষ্ট্রের অধীন করে রেখেছিলেন। ফ্রান্সে চার্চ ও রাষ্ট্রের বৈধ পৃথকীকরণ হয় আরো এক শতাব্দী পরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার রূপ নেয়।

রাষ্ট্রের কর্তব্য

বিপ্লবের ফলে পুরোপুরি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র নির্মিত হয়। সংবিধান সভা জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করে স্থানীয় প্রশাসনকে নতুনভাবে সংগঠিত করে। বিকেন্দ্রীকরণের নীতি স্বীকৃত হয়। নির্বাচিত স্থানীয় প্রশাসকেরা জনতার প্রতিনিধি। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্থানীয় প্রশাসনের ওপর স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ সম্ভব ছিলো না। এতে শাসনযন্ত্র অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া, ঘনঘন নির্বাচন শাসনযন্ত্রের স্থিরতার সহায়ক হয় নি। কারণ, তার ফলে একটি দক্ষ প্রশাসকগোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে নি।

কিন্তু বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্থার যৌক্তিকীকরণের মধ্যে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা অন্তর্নিহিত ছিলো। ১৭৯৩-এর বিপ্লবীসংকটের ফলে প্রশাসন দ্রুত কেন্দ্রীভূত হয়। বিপ্লবী সরকারের স্থায়ী প্রশাসকের প্রয়োজন ছিলো। তাই এই সরকার কার্বিত প্রশাসক নিয়োগ করতে শুরু করে। প্রশাসক নির্বাচনের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের ১৪ই ফ্রিম্যারের (৪ঠা ডিসেম্বর ১৭৯৩) নির্দেশ অনুযায়ী পৌর ও জেলা প্রশাসনে প্যারী থেকে ‘জাতীয় প্রতিনিধি’ পাঠানো হতে থাকে। এরা প্রতি দশদিন অন্তর স্থানীয় প্রশাসনের কাজ সম্পর্কে প্রতিবেদন পাঠাবে। এই নির্দেশের ফলে যে আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র গড়ে উঠছিলো তা আরো শক্তিশালী হয়। তৃতীয় বর্ষের সংবিধান বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকারের ব্যবস্থা ফিরিয়ে এনে প্রশাসনে সম্রান্তবুর্জোয়াদের একচেটিয়া অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। সেই সঙ্গে কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করে কেন্দ্রের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করা হয়। সর্বক্ষেত্রে প্রশাসনকে নতুনভাবে সংগঠিত করার সত্যিকারের চেষ্টা করেছিলো দিরেকতোয়ার। এক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ফ্রাঁসোয়া দ্য নেফ্‌শাতোর কাজ স্মরণীয়। প্রশাসনের এই নতুন সংগঠনের ভিত্তির ওপরই নাপোলেয়ঁ তাঁর সামরিকএকনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সংবিধান সভা নির্বাচনের ভিত্তির ওপর বিচার ব্যবস্থাও পুনর্গঠিত করে। বিচারক অথবা আইনজীবী হিসাবে যাঁরা ৬ বছর কাজ করেছেন তাঁরাই নির্বাচনে বিচারকপদপ্রার্থী হতে পারবেন। দ্বিতীয়বার নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার পথেও কোনো বাধা ছিলো না। তৃতীয় বর্ষের সংবিধান বিচারকদের কার্যকাল এক বছর কমিয়ে দেয়। প্রকাশ্যে বিচারের ব্যবস্থাও করা হয়। দুই ধরনের জুরী ব্যবস্থার প্রবর্তনও অভিযুক্তের পক্ষে রক্ষা-কবচের কাজ করে। প্রথম জুরী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচারযোগ্য মামলা

আছে কিনা স্থির করবে। দ্বিতীয় জুরী অভিযুক্তের অপরাধ সম্পর্কে রায় দেবে।

বিচারক নির্বাচিত হওয়ার জন্যে যোগ্যতার যে মাপকাঠি নির্ধারিত হয়েছিলো কঁভঁসিয়ঁ তা বাতিল করে দেয়। এখন থেকে ২৫ বছর বয়স হলেই বিচারক নির্বাচিত হতে পারবে। কার্যত বিচারবিভাগ ও প্রশাসনের ক্ষমতার পৃথকীকরণ আর রইলো না। বিচারবিভাগ প্রশাসনের অধীন হয়ে পড়লো। সন্ত্রাসের যুগে বিচারব্যবস্থার কেন্দ্রে বিপ্লবীবিচারালয় ও দ্রুত বিচার, যার ফলে ব্যক্তির পক্ষে আর কোনো রক্ষাকবচ থাকে নি। দিরেকতোয়ারের আমলেও বিচার বিভাগের ওপর সন্ত্রাসের যুগের প্রভাব পড়েছিলো। সংবিধান দিরেকতোয়ারকে শমন ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা দিয়েছিলো। সামরিক কমিশন বসিয়েও বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষমতা ছিলো দিরেকতোয়ারের।

আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে বিপ্লবের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক, চার্চীয় ও রোমান আইন বিলোপ করে। ১৭৯০-এর অগস্টে সংবিধান সভা সংবিধানের নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সহজ ও সুস্পষ্ট আইন-বিধি সংকলনের নির্দেশ দেয়। ১৭৯১-এর অগস্টে সভা একটি ফৌজদারী আইনবিধি প্রণয়ন করে। ১৭৯৩-এর অগস্টে যখন বিপ্লবী সংকট চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যখন ফ্রান্সের অস্তিত্বের সংকট চলছে, তখনও কাঁবাসেরেস্যাস প্রস্তাবিত দেওয়ানী আইনবিধির একটি খসড়া নিয়ে কঁভাঁসয়ঁতে বিতর্ক চলছিলো। দ্বিতীয় বর্ষে বিপ্লব জীবনের সকলদিককেই আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলো। সুতরাং যখন জীবনপণ সংগ্রাম চলছে, তখন ভবিষ্যতের আইনবিধি নিয়ে কঁভঁসিয়ঁতে আলোচনা চলবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই আইনবিধি কঁভঁসিয়ঁ সম্পূর্ণ করে যেতে পারে নি। কিন্তু কঁভঁসিয়ঁ অনেকটা কাজ এগিয়ে রেখেছিলো। কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কঁভঁসিয়ঁ যে সিদ্ধান্তে এসেছিলো, তা কঁমুলা যুগের স্থায়ী বিচারব্যবস্থার সূচনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ কঁভঁসিয়ঁর বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত আইন, উত্তরাধিকারের ও উইল প্রণয়নের আইন এবং গ্রামীণ সম্পত্তি ও বন্ধকী সম্পত্তির আইন প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সংবিধান সভা করসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। ভূমির ওপর কর, ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তির ওপর কর ও লাইসেন্সের ওপর কর, পাতঁত (Patent), ধার্য করা হয়। কিন্তু সব পরোক্ষ কর বিলোপ করার ফলে রাষ্ট্রের আয়

অনেক কমে যায়। কোনো সংগঠিত অর্থদপ্তর না থাকায়, করের পরিমাণ নির্ধারণ ও কর বসানোর ভার পুরসভাগুলির ওপর ন্যস্ত হয়। ফলে সংবিধান সভার আমলে রাষ্ট্রের রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা অনেক কমে যায়।

সংবিধান সভার রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা কঁভঁসিয়ঁর আমলে পরিবর্তিত হয়। কঁভঁসিয়ঁ পাতঁত বাতিল করে এবং স্থির করে যে, অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে শৈল্পিক ও বাণিজ্যিক আয় অন্তর্ভুক্ত হবে। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর কর থেকে যে রাজস্ব আদায় হতো তা অনেক কমে যায়। সুতরাং মঁতাঞ্জিয়ার কঁভঁসিয়ঁ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক ঋণ আদায় করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তারমিদরীয় নেতৃবর্গ আবার সংবিধান সভার রাজস্বনীতিতে ফিরে যান। এঁরা পাতঁতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন; মুদ্রামূল্য হ্রাসের মোকাবিলার জন্যে নির্দেশ দেন যে, ভূমির ওপর করের অর্ধেক আসিঞ্জিয়ার নামিক মূল্যে দিতে হবে। বাকী অর্ধেক দিতে হতো শস্যে (১৭৯০-এর শস্যমূল্য অনুযায়ী)। সপ্তম বর্ষে রাজস্ব ব্যবস্থা একেবারে ঢেলে সাজানো হয়: ভূমির ওপর কর নগদ টাকায় দেওয়া বাধ্যতামূলক হলো; অস্থাবর সম্পত্তির ওপর কর আরো বাড়লো; পাতঁতের পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তি সংশোধিত হলো; দরজা ও জানালার ওপর আর একটি নতুন কর বসলো। সেই সঙ্গে নিবন্ধীকরণের ওপর কর, ষ্ট্যাম্পের ওপর কর নতুনভাবে সংগঠিত করা হলো। এই সব কর বসানোর জন্যে যে আইন পাস হলো, তাকে মৌলিক আইন বলা যেতে পারে। কেননা, এই সব আইন প্রায় এক শতাব্দী বলবৎ ছিলো। কিন্তু কর বসানো সত্ত্বেও রাষ্ট্রের আয় বাড়ে নি, বরং কমে যায়। তবু পরোক্ষ কর বসানো হয় নি। পূর্বতন ব্যবস্থায় পরোক্ষ করের প্রতি যে বিতৃষ্ণা ছিলো তা তখনও ক্ষয়ে যায় নি।

কর ধার্য করার যে ব্যবস্থা সংবিধান সভা করেছিলো তা অনেকাংশে রাজস্ব কমে যাওয়ার জন্যে দায়ী। দিরেকতোয়ারের আমলে ৬ষ্ঠ বর্ষের ২২শে ফ্রুম্যারের (২ই নভেম্বর ১৭৯৭) আইনে প্রত্যেক দ্যপার্তমঁ-এ একটি প্রত্যক্ষ করের এজেন্সী সৃষ্টি করা হয়। এই এজেন্সীতে কয়েকজন কমিশনার থাকতেন যাঁদের ওপর করের পরিমাণ নিধারণ, কর ধার্য করা প্রভৃতি বিষয়ে পৌর প্রশাসনকে সহায়তার ভার দেওয়া হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিলো একটি পর্যবেক্ষক এজেন্সী সৃষ্টি করা।

দিরেকতোয়ারের আমলে রাষ্ট্রকে আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটে। বোনাপার্ত অনেক ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরীদের

কাজকে সম্পূর্ণ করেছিলেন মাত্র। দিরেকতোয়ারের কাজ অনুসরণ করে তিনি একটি সার্থক আর্থিক ব্যবস্থা সংগঠন করেন। তিনি দেশব্যাপী জমি জরীপ করেন এবং তার ভিত্তিতে একটি যুক্তিসঙ্গত ভূমি-করব্যবস্থা গড়ে তোলেন। নাপোলেয়ঁনীয় সাম্রাজ্যের যুগে আবার লবণকর সহ অন্যান্য পরোক্ষ কর প্রবর্তিত হয়।

জাতীয় ঐক্য ও অধিকারের সমতা

ভালমিতে প্রুশীয় বাহিনীর গোলাবর্ষণে ফরাসীবাহিনীর শৃঙ্খলা যখন ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো, তখন ফরাসী সেনাপতি কেলেরমান প্রুশীয়দের বিস্মিত করে রণহুঙ্কার দেন—'জাতি দীর্ঘজীবী হোক্। এই রণহুঙ্কার স্বেচ্ছাব্রতী সৈনিকদের মধ্যে অসাধারণ উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিলো। ভালমির যুদ্ধে গ্যোটে উপস্থিত ছিলেন; এই যুদ্ধের বিশিষ্ট চরিত্র তাঁর চোখ এড়ায় নি।

চিরাচরিত 'রাজা দীর্ঘজীবী হোক্'—নয়, 'জাতি দীর্ঘজীবী হোক্' এই রণহুঙ্কার সম্পূর্ণ নতুন। উদ্দীপনাও সেই কারণেই। ১৭৮৯-এ 'জাতি' শব্দটিতে একটি নতন মাত্রা সংযোজিত হয়। অনুপ্রাণিত বিপ্লবী বিশ্বাস ও প্রেরণা, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ হৃদয়ের গভীরতমপ্রদেশের অনুভূতি 'জাতি' শব্দটিকে একটি নতুন মহিমায় মণ্ডিত করে। 'জাতির' অর্থ এখন অখণ্ড সামাজিক দেহ। তার কোনো আলাদা সম্প্রদায় নেই, শ্রেণী নেই। যা কিছু ফরাসী তাই 'জাতির' অন্তর্ভুক্ত। ফরাসীদের গভীরতম যৌথচেতনার কেন্দ্রবিন্দু এখন এই কথাটি। 'জাতি' শব্দটি ফরাসী জাতির অন্তরের সুপ্তশক্তিকে জাগ্রত করে প্রত্যেক ফরাসীকে তার মর্ত্যসীমা অতিক্রম করার সাহস এনে দিয়েছিলো। বিপ্লবী দশকে 'জাতি' অর্থাৎ ফরাসী 'নাসিয়ঁ' এক ধরনের শব্দমায়া যার কথা ফ্যর্দিনাদ ব্রুনো (Ferdinand Bruno) তার ইস্তোয়ার দ্য লা লাঙ্ ফ্রাঁসেজে* বলেছেন। কিন্তু বিপ্লবের বিভিন্ন পর্বে 'জাতি' শব্দটির অর্থ পাল্টেছে। যদিও বিপ্লবী যুগে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তব বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অধিকারের অসাম্য এই নতুন জাতির মধ্যে এক মৌলিক স্ববিরোধিতার সৃষ্টি করে। এই নতুন জাতির সম্পত্তির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকারের সংকীর্ণ গণ্ডি দিয়ে ঘেরা, যেখানে সাধারণ মানষের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

* Hisotire de la langue Française

জাতীয়ঐক্য

বিপ্লবী যুগে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়। নবসৃষ্ট সংস্থাসমূহ প্রশাসনিক ও আর্থনীতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের কাঠামো। অভিজাত ষড়যন্ত্র ও য়োরোপীয় কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয় ঐক্যের চেতনা সুদৃঢ় হয়।

সংবিধান সভা কর্তৃক বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্থার যৌক্তিকীকরণ, বিপ্লবী সরকার কর্তৃক আবার কেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন এবং দিরেকতোয়ারের প্রশাসনিক সংস্কার—সব মিলে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। সেই সঙ্গে জাকবঁ্যা ক্লাব ও এই ক্লাবের দেশজোড়া শাখাসমূহের তৎপরতার জন্যে 'এক ও অখণ্ড' জাতীয় চেতনার জাগরণ সম্ভব হয়।

নতুন আর্থনীতিক সম্পর্ক জাতীয় ঐক্যের চেতনাকে শক্তিশালী করে। উপশুল্ক ও আভ্যন্তরীণ শুল্কের বিলোপ জাতীয় বাজারকে ঐক্যবদ্ধ করে। বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে দেশীয় পণ্যকে রক্ষা করার জন্যে সংরক্ষণকারী শুল্ক বসানো হয়। দেশের অভ্যন্তরে পণ্যের অবাধ চলাচল ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করে। আর্থনীতিক ঐক্যের জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন: সর্বত্র এক রকম ওজন ও পরিমাপ প্রণালী। ১৭৯০-এর ১৯শে মে এই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন বসানো হয়। ফলে ফ্রান্সেই প্রথম ওজন ও পরিমাপের দশমিক-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ওজন ও পরিমাপ প্রণালী এখন থেকে গ্রাম ও মিটার-ভিত্তিক হবে। ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কে বিখ্যাত আইন পাস হয় ১৭৯১-এর ১লা অগস্ট। দশমিক-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় কঁসুলার আমলে।

জাতীয়সৈন্যবাহিনী জাতীয়চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে ঐক্যের পথ প্রশস্ত করে। রাজকীয় সৈন্যবাহিনীতে ভাঙন এবং রাজার ভারেন-পলায়নের ফলে সংবিধানসভা জাতীয়রক্ষিবাহিনী থেকে এক লক্ষ স্বেচ্ছাব্রতী সৈনিক নিয়ে ব্যাটালিয়নে সংগঠিত করে (২১শে জুন, ১৭৯১)। রাজতন্ত্রের পতন, য়োরোপীয় কোয়ালিশন কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা এবং পারীর সাঁকুলোৎদের বিপ্লবী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের ফলে অবস্থা পরিবর্তিত হয়। একটি ঐক্যবদ্ধ নতুন সৈন্যবাহিনী সংগঠনের প্রেরণা আসে। ১৭৯২-এর জুলাইয়ে নিষ্ক্রিয় নাগরিকেরা জাতীয় রক্ষিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার অনুমোদন লাভ করে। ১৭৯৩-এর ফেব্রুআরিতে কঁভঁসিয়ঁ তিন লক্ষের একটি সৈন্যবাহিনী সংগঠনের নির্দেশ দেয়। ইতিপূর্বে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে

পুরনো পেশাদার বাহিনীর সঙ্গে নতন স্বেচ্ছাব্রতীবাহিনী মিশ্রণের আদেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি অখণ্ড সৈন্যবাহিনী সঙ্গে-সঙ্গেই গড়ে ওঠে নি। ১৭৯৩-এর অগস্টে যে লেভে আঁ্যা মাসের আদেশ দেওয়া হয় তাতে প্রত্যেক ফরাসীকে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বলা হয় নি। ১৮ ও ২৫ বছরের মধ্যে অবিবাহিত ও সন্তানহীন বিপত্নীকদেরই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বলা হয়। তাছাড়া, পরের বছর কঁভসিয়ঁ সৈন্যবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদানের আইনের প্রয়োগ করে নি। সুতরাং বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য-বাহিনীতে যোগদান যে একেবারে নিয়মে পরিণত হয়েছিলো তা বলা চলে না। ষষ্ঠ বর্ষের ১৯শে ফ্রুক্তিদর (৫ই সেপ্টেম্বর ১৭৯৮) সৈন্যসংগ্রহের জুর্দাঁ্যা আইনে এই ব্যবস্থা পাকাপাকি বহাল হয়েছিলো। এই আইনে বলা হয় :

প্রত্যেক ফরাসী নাগরিক জাতির সৈনিক এবং ২০ থেকে ২৬ বছরের প্রত্যেক ফরাসী নাগরিকের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক।

শেষ পযন্ত প্রত্যেক ফরাসীকেই যে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হয় তা নয়। কারণ, সৈন্যসংখ্যা কত হবে তা সংসদ আইন করে স্থির করে দিতো। উপরন্তু যে কোনো ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগ না দিয়ে পরিবর্ত দিতে পারতো। কিন্তু এই সব সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিপ্লবী যুগে ফরাসীসৈন্যবাহিনী ঐক্যবদ্ধ জাতীয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছিলো। তা সম্ভব হয়েছিলো লেভে আঁ্যা মাস এবং পেশাদার ও স্বেচ্ছাব্রতী সৈনিকের মিশ্রণের ফলে। শস্ত্রপাণি জাতি—এই ভিত্তির ওপরই ফ্রান্সের নতুন সেনা গড়ে উঠেছিলো। এই নতুন সৈন্যবাহিনীতে যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্যের পুরস্কার হিসাবে দ্রুত উন্নতি হতো। ফলে যে অতুলনীয় সৈন্যবাহিনী গড়ে ওঠে বোনাপার্ত তাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। এই সেনা জাতীয় ঐক্যেরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ফরাসী ভাষার বিকাশও প্রায় একই সূত্র অনুসরণ করে। ১৭৮৯-এ অধিকাংশ ফরাসী তাদের কথ্যভাষা (পাতোয়া=Patois) ব্যবহার করতো। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন কথ্যভাষা। সংবিধান সভা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক ছিলো। সুতরাং সংবিধান সভা বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলো এবং সংবিধানসভারনির্দেশ আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

কঁভসিয়ঁ যুদ্ধকে জাতীয়যুদ্ধে পরিণত করতে চেয়েছিলো। কিন্তু জাতীয়

ঐক্যের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছাড়া তা সম্ভব ছিলো না। তাই আঞ্চলিক ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কভঁসিয়ঁ সর্বত্র ফরাসী ভাষার ব্যবহার করতে শুরু করে। বিভিন্ন ক্লাব ও সোসাইটিতে ফরাসীভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা দেশপ্রেমের লক্ষণ বলেই ধরে নেওয়া হতো। সন্ত্রাসের আমলে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার প্রতিবিপ্লবীপ্রবণতা বলে মনে করা হতো। এই অর্থে 'ভাষা-সন্ত্রাস' এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়তো অন্যায় হবে না। এ-বিষয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ১৮ই প্লভিয়োজে বার‍্যারের বক্তৃতা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"যুক্তরাষ্ট্রবাদীর ও কুসংস্কারের ভাষা ব্রেতঁ; দেশত্যাগী ও প্রজাতন্ত্র বিদ্বেষীদের ভাষা জর্মন...রাজতন্ত্রের ব্যাবেলের মিনারের মতো হয়ে থাকার নিজস্ব কারণ আছে; কিন্তু গণতন্ত্রে নাগরিকদের জাতীয় ভাষায় অস্ত্র ও ক্ষমতার ব্যবহারের প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখার অক্ষমতার অর্থ ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। যে ভাষা মানবিক অধিকারের ঘোষণা লিপিবদ্ধ করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই ভাষাই ফরাসীদের একমাত্র ভাষা"। নাগরিকদের চিন্তা করার হাতিয়ার দেওয়া আমাদের কর্তব্য। একটি সাধারণ ভাষা বিপ্লবের সবচেয়ে উপযুক্ত যন্ত্র।

বার‍্যারের এই ভাষণ কঁভঁসিয়ঁর ভাষা-সম্পর্কিত নীতিকে প্রভাবিত করে। এ-সময় থেকে সরকারী নথিপত্রে ও আইন সংক্রান্ত দলিলে ফরাসী ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। কঁভঁসিয়ঁর আরো একটি সিদ্ধান্তে বলা হয় : যে সব দ্যপার্তমঁ-এ ব্রেতঁ, বাস্ক্, ইতালীয় ও জর্মন ভাষা ব্যবহার হয়, সেখানকার বিদ্যালয়সমূহে ফরাসীভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে দশদিনের মধ্যে শিক্ষক নিযুক্ত হবে। কিন্তু ত্যরমিদরের পর আবার ভাষা সম্পর্কে সরকারী সহিষ্ণুতা ফিরে আসে; সরকারী নির্দেশ ও দলিলপত্র আবার স্থানীয় ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা হয়। ত্যরমিদরের পর ফরাসীভাষা শিক্ষা দেওয়াসম্পর্কেও একই প্রতিক্রিয়া হয়। অবশ্য জাতীয় ভাষা অর্থাৎ ফরাসী, একমাত্র কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে লাতিনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে থাকে।

বিপ্লবী নেতাদের এই বিশ্বাস ছিলো যে, একমাত্র সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষা দিতে পারলেই জাতীয় ঐক্যের বোধ সুদৃঢ় হবে। এই বিশ্বাস থেকে সবকটি বিপ্লবী সংসদই শিক্ষার ওপর অত্যন্ত জোর দিয়েছিলো। উদ্দেশ্য : নাগরিকদের শিক্ষিত করে তোলা। সংবিধান সভার আমলে যাজকেরা গির্জার পূজাবেদী থেকে সভার নির্দেশ ও ঘোষণা পড়ে শোনাতো। জনশিক্ষার প্রত্যেক পাঠ্যক্রমে মানবিক-অধিকারের ঘোষণা ও সংবিধানের অন্তর্ভুক্তি আবশ্যিক ছিলো। ১৭৯৩-এর ১৯শে নভেম্বরের আইন যে

প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করে তাতে মানবিক অধিকারের ঘোষণা, সংবিধান এবং দেশের জন্যে আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সদ্বৃত্তির কাহিনী অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম-সংক্রান্ত ত্যরমিদরীয় আইনেও মানবাধিকারের ঘোষণা, সংবিধান ও প্রজাতান্ত্রিক নীতিবোধ অবশ্যপাঠ্য বলে নির্দিষ্ট হয়।

বিপ্লবীযুগের জাতীয়উৎসবসমূহও এই একই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে। ১৭৯০-এর ১৪ই জুলাই সঙ্ঘসমূহের জাতীয়সম্মেলনকে* প্রথম জাতীয়উৎসব বলা যেতে পারে। ভলতেরের দেহাবশেষ পাঁতেয়ঁতো† নিয়ে আসার সম্মানে দ্বিতীয় উৎসব হয় ১৭৯১-এর ১১ই জুলাই। এই উৎসবের শিল্পনির্দেশক শিল্পী দাভিদ। তিনি প্রাচীন যুগের আড়ম্বরপূর্ণ শবযাত্রার রীতি অনুযায়ী এই উৎসবের পরিকল্পনা করেন। তারপর প্রতিটি উৎসবেই আড়ম্বর ও সমারোহ। শিল্পী দাভিদের শিল্পনির্দেশনা, গসেক ও মেউলের সঙ্গীত এই উৎসবগুলিকে পরম রমণীয় করে তোলে। এই সব উৎসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতার উৎসব (১৭৯২-এর ১৫ই এপ্রিল), প্রজাতন্ত্রের ঐক্য ও অখণ্ডতার উৎসব (১৭৯৩-এর ১০ই অগস্ট) পরম সত্তার উৎসব (১৭৯৪-এর ৮ই জুন)। দ্বিতীয় বর্ষের ১৮ই ফ্লরেয়ালের আইন (১৭৯৪-এর ৪ঠা মে) পরম সত্তার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। এই আইনে বিপ্লবী ক্যালেণ্ডারের দশকের দশম দিনের উৎসব এবং জাতীয় উৎসবপালনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। উৎসবপালনের লক্ষ্য হলো বিপ্লবের বিখ্যাত ঘটনা এবং মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রিয় সদ্বৃত্তিসমূহকে জনসাধারণের কাছে বিশেষভাবে তুলে ধরা। তৃতীয় বর্ষের ৩রা ব্রুম্যারের (১৭৯৫-এর ২৪শে অক্টোবর) আইনে সাতটি বড়ো জাতীয় উৎসব পালন করার কথা বলা হয়। তৃতীয় বর্ষের সংবিধানে এই-সব-উৎসবের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়। পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সংবিধান, দেশ ও আইনের প্রতি নাগরিকদের অনুরাগ বৃদ্ধি করাই উৎসবের উদ্দেশ্য। দিরেকতোয়ারের আমলে কাপ্পোফরমিয়োর স্মরণে ও জঁ্যা জাক রুশো ও সেনাপতি অসের সম্মানে আয়োজিত উৎসবের সমারোহ উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৮-এর ২৭শে জুলাই স্বাধীনতা ও শিল্পকলার সম্মানে আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাও স্মরণীয়।

* Fête la Federation.

† Pantheon.

জাতীয় উৎসব পূর্ণ মহিমায় মণ্ডিত হয় বিপ্লবী ক্যালেণ্ডারের দ্বিতীয় বর্ষে। দ্বিতীয় বর্ষে জাতীয়তাবোধের অখণ্ড চেতনা প্রকাশিত হয় জাতীয় উৎসবের মধ্য দিয়ে। জাতীয় উৎসবে জনতা শুধু উপস্থিত থাকে নি, অংশ গ্রহণ করেছে। কারণ, এই-উৎসব জাতির মধ্যে জনতার ভূমিকার প্রাধান্য দিয়েছে। জনতাই উৎসবের মূল উপাদান। এইসব উৎসবের অলঙ্করণে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, সমবেত সঙ্গীত ও অর্কেষ্ট্রা, বিশেষভাবে পরিকল্পিত সাজসজ্জা, অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং হাতের কাছে যা কিছু শিল্প-সামগ্রী পেয়েছেন তাই দাভিদ উৎসবের শোভাযাত্রায় ব্যবহার করেছেন। ফরাসী বিপ্লবী উদ্দীপনার চরম প্রকাশ হতো জাতীয় উৎসবের মধ্যে। এই-সব উৎসবের মধ্যে দেশের প্রতি ভালবাসায়, প্রাণ উৎসর্গ করার শপথে, ফরাসী জাতি এক অখণ্ড ঐক্যের চেতনায় গিয়ে পৌঁছোতো। ত্যরমিদরীয় প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার পরও এই সব উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধ হয় নি। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার যুগে জনতার ভূমিকা গৌণ হয়ে যাওয়ায় উৎসব প্রাণহীন হয়ে পড়ে। উৎসবের খোলসটাই শুধু থাকে। জনতা আর এই-উৎসবের অংশীদার নয়, দর্শক। উৎসব ও শোভাযাত্রার জাতীয় চরিত্র আর রইলো না. জাতীয় উৎসব সরকারীউৎসবে পরিণত হলো।

অধিকারের সমতা ও সামাজিক বাস্তব

১৭৮৯-এর মানবিক অধিকারের ঘোষণার প্রথম ধারায় প্রত্যেক মানুষের অধিকারের সমতা এবং তৃতীয় ধারায় জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতির ব্যাখ্যা করা হয়। এই দুটি ধারাই ফরাসী জাতীয় ঐক্যের পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সাম্যের নীতিগত ঘোষণা ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণী ও সংস্থার বিশেষ সুযোগসুবিধার বিলোপ একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি ও সমতাকামী সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এই নতুন সামাজিক সংগঠনে সম্পত্তির অধিকার স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত হয়। আর্থনীতিক স্বাধীনতা এই সংগঠনের কেন্দ্রে। সুতরাং প্রথম থেকেই নবসৃষ্ট সামাজিকসংগঠনের মধ্যে এমন একটি স্ববিরোধিতা জন্ম নিয়েছিলো যা সংবিধান সভার প্রতিনিধিদের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব ছিলো না।

জাতীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অনুরূপ স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। ১৭৮৯-এ অধিকারসমতার নীতি বুর্জোয়ারা অভিজাতিক বিশেষ সুযোগসুবিধার বিরুদ্ধে আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলো। কিন্তু অধিকারের সমতা জনসাধারণের মধ্যে সমপ্রসারণের কোনো ইচ্ছা

বুর্জোয়াশ্রেণীর ছিলো না। তারা সমাজতন্ত্র তো নয়ই, গণতন্ত্রও চায় নি। তারা নিজেদের শ্রেণীর মধ্যেই জাতিকে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলো। বিত্ত-ভিত্তিক ভোটাধিকারের গণ্ডির অন্তর্গত জাতিই বৈধ।

অধিকার-সমতা সম্পর্কে জনতার ধারণা বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জনতা চেয়েছিলো ১৭৮৯-এর প্রমত্ত আশার একটি প্রকৃত বস্তুসত্তা দিতে। জঙ্গী জনতা অধিকার-সমতা অর্থে অস্তিত্বের-অধিকার বুঝেছিলো। জনতা তাদের অস্তিত্বের-অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ও করে নিয়েছিলো। কিন্তু আর্থনীতিক স্বাধীনতা ও সম্পত্তিরঅধিকার অক্ষুণ্ণ থাকলে অধিকার-সমতা ও ঐক্যবদ্ধ জাতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বারবার খাদ্যাভাবের মধ্যে জনতা এই সত্য উপলব্ধি করে।

১৭৯২-এর ১০ই অগস্টের বিপ্লব ফ্রান্সে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। কারণ, এই বিপ্লবের ফলে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও নিষ্ক্রিয় নাগরিকদের জাতীয় রক্ষিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়। কোয়ালিশনী বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রাম ও প্রতিবিপ্লবী পরিস্থিতি এই নতুন জাতির সামাজিক চরিত্রটি বিশেষভাবে উদ্‌ঘাটিত করে। ১৭৯৪-এর ২৪শে জুন মানবিক অধিকারের ঘোষণায় সম্পত্তির অধিকারের বুর্জোয়া ধারণা অক্ষুণ্ণ ছিলো। কিন্তু ঘোষণার প্রথম ধারায় সমাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন ধারণা উচ্চারিত: সমাজের উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের সুখ। মানুষের স্বাভাবিক ও অলঙ্ঘনীয় অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্যেই সরকার সংগঠিত হয়েছে।

শিক্ষা ও সাহায্যের অধিকারও স্বীকৃত (২১ ও ২২ ধারা)। ১৭৯৩-এর গ্রীষ্মের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে জনতার নেতাদের এই উপলব্ধি হয় যে, অস্তিত্বের-অধিকার স্বভাবতই সম্পত্তির-সমতার দিকে নিয়ে যায়। এই উপলব্ধির ফলেই দ্বিতীয় বর্ষে সম্পত্তির অধিকারের সীমাবদ্ধকরণের, কর্মের, সরকারী সাহায্যের ও শিক্ষার অধিকারের দাবি করেছিলো জনতা।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রজাতন্ত্রের আমলে এই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সফল হয় নি। তার প্রধান কারণ, এই সমতাকামী প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ না করে যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় তা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিলো। সাঁকুলোৎজনতা চেয়েছিলো মুনাফার সীমাবদ্ধতা, বিত্তশালী ও বিত্তহীন, উৎপাদক ও ভোক্তা, মালিক ও শ্রমিকের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সমন্বয়। সংঘাত শুধুমাত্র

আর্থনীতিক স্বাধীনতা ও আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের সমর্থকদের মধ্যেই নয়। সাঁকুলোৎজনতার মধ্যেও ব্যক্তিগত-সম্পত্তি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সংঘাতের সৃষ্টি করেছিলো। কারিগর ও দোকানদারেরা ব্যক্তিগত-সম্পত্তির নীতি আঁকড়ে ধরেছিলো। একদিন সম্পত্তির মালিক হবে এই আশায় সহযোগী-কারিগরেরাও এই নীতি ছাড়তে চায় নি। সামগ্রিকভাবে সাঁকুলোৎ-জনতা ব্যক্তিগত শ্রমের দ্বারা অর্জিত সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত সম্পত্তি চেয়েছিলো। সাঁকুলোৎ-জনতার মধ্যে এই প্রথম স্ববিরোধিতা। দ্বিতীয় স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় দ্রব্যমূল্য ও বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের দাবির ও ব্যক্তিগত-সম্পত্তির নীতির বিরোধের মধ্যে। এই দ্বিবিধ স্ববিরোধিতা অনিবার্যভাবে দ্বিতীয়-বর্ষের সমাজব্যবস্থার পতন নিয়ে আসে। স্বল্পকালের জন্যে জাতির মধ্যে সমগ্র জনসাধারণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। আবার জাতির অর্থ পাল্টালো। বিত্তশালী শ্রেণী জাতি বলে পরিগণিত হলো। দ্বিতীয় বর্ষের বিপ্লবী-সরকারের পতনের পর যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলো, তার কাঠামো হলো বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকার।

অধিকার-সমতা ও আর্থনীতিক-স্বাধীনতার মধ্যে স্ববিরোধিতা সাঁকুলোৎদের কাঙ্ক্ষিত সমাজবাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেয়। সমানদের ষড়যন্ত্রের তাত্ত্বিক বাব্যউফ্ ও বুয়োনারতির চোখে এই স্ববিরোধিতা ধরা পড়েছিলো। সাঁকুলোতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্যের বন্ধন তাঁরা ছিন্ন করেন। উৎপাদনের উপায়কে ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাতের সমালোচনা করেন তাঁরা। চতুর্থ বর্ষের ৯ই ফ্রিম্যারের (১৭৯৫-এর ৩০শে নভেম্বর) প্লিবিয়ানদের ইস্তাহারে তাঁরা ভূমিসম্পর্কিত আইন ও ভূমির উত্তরাধিকার বাতিল করার দাবি জানান। ভূমির ব্যক্তিগত-মালিকানার বিলোপের কথাও এই ইস্তাহারে প্রথম উচ্চারিত। যৌথ শ্রম ও উৎপন্নদ্রব্যের যৌথমালিকানা সম্পত্তির সমানাধিকার নিয়ে আসবে। একমাত্র এভাবেই প্রকৃত অধিকার-সমতা ও জাতীয় ঐক্য আসতে পারে। প্লিবিয়ানদের ইস্তাহারের তত্ত্ব পরবর্তী-কালের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

ত্যরমিদরীয় বুর্জোয়ারা শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রই নয়, রাজনৈতিক সাম্যকেও অস্বীকার করেছিলো। তৃতীয় বর্ষের সংবিধান বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকারে ফিরে যায়। এই সংবিধানে মানবিক অধিকারের ঘোষণায় সাম্যের নতুন ব্যাখ্যা: আইন সকল মানুষের পক্ষে সমান, সাম্যের এই একমাত্র অর্থ (৩নং ধারা)। অর্থাৎ সাম্য মানে নাগরিক সাম্য, আর কিছু নয়। সাম্যের এই ধারণা উননব্বুই-এর ঐতিহ্যের সঙ্গে দিরেকতোয়ারের

যোগসূত্র। ১৭৮৯-এর জুন ও জুলাইয়ে বিদেশী আক্রমণের ফলে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে দিরেকতোয়ারের ভঙ্গুর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বিপন্ন 'পাত্রির' রক্ষায় আর জনতা এগিয়ে আসে নি। সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো জনতার। এই প্রতিক্রিয়ারই ফলশ্রুতি ১৮ই ব্রুম্যারের কুদেতা, যার ফলে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সৈনিকের প্রবেশ ঘটলো। তৃতীয় বর্ষের সংবিধান রইলো না। সৈনিকের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু তৃতীয় বর্ষের সংবিধানের সাম্যের ধারণা অটুট রইলো, অর্থাৎ সম্ভ্রান্তদের প্রাধান্য বজায় রইলো। আর জাতীয় ঐক্য তার সামাজিক-বস্তুসত্তা হারিয়ে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে প্রকাশিত হলো।

সামাজিক অধিকার : সরকারী সাহায্য ও শিক্ষা

সাঁকুলোতেরা অধিকার-সমতা অর্থে সাধারণ জীবনধারণের ব্যবস্থায় অসাম্যের বিলোপ বুঝেছিলো। তাদের দাবি ছিলো, প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে। এ-থেকেই সরকারী সহায়তার কথা আসছে। শিক্ষার দাবির পিছনে সাঁকুলোৎ-জনতার যুক্তিও ছিলো অকাট্য। উননব্বুই-এর বিপ্লব মেধার জন্যে সব দ্বার খুলে দিয়েছিলো। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা তো জনতার পক্ষে সম্ভব নয়।

পূর্বতন ব্যবস্থায় দরিদ্রদের সাহায্যের ভার ছিলো চার্চের হাতে। কিন্তু চার্চীয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর সাহায্যের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে চলে যায়। ১৭৯০-এ সংবিধান সভা একটি ভিক্ষাবৃত্তিসংক্রান্ত কমিটি গঠন করে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্য সমাজের দায়িত্ব এবং এই সাহায্যের খরচা রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে—কমিটির ওপর এই নীতি কার্যকর করার ভার দেওয়া হয়। দুঃস্থ মানুষের সাহায্যের জন্য অনাথ আশ্রম এবং পীড়িত নিঃস্ব মানুষের সেবা ও সুস্থ নিঃস্ব মানুষের কর্মসংস্থানের জন্যে একটি সংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়।

কার্যত সংবিধান সভা এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু করে যেতে পারে নি। তবে সভা চার্চের জমির সঙ্গে হাসপাতালের জমিও বাজেয়াপ্ত করে বেচে দেয় নি। কিন্তু দিম ও সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বিলোপের ফলে হাসপাতালের আয় হ্রাস পেয়েছিলো। হাসপাতালগুলিকে কিছু সরকারী সাহায্য দিয়ে সভা তার ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করে। বিধানসভার আমলে ভিক্ষাবৃত্তি-সংক্রান্ত কমিটির পরিবর্তে জনসাধারণের সহায়ক-কমিটি নামে একটি কমিটি

গঠিত হয়। কিন্তু তাতে অবস্থার উন্নতি ঘটে নি। ১৭৯২-এর ১৯শে অগস্ট সব ধর্মীয় সেবাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে বিধানসভা পুরনো হাসপাতাল ব্যবস্থা বিনষ্ট করে দেয়।

কঁভঁসিয়ঁ দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের সাহায্যের জন্যে নতুন আইন পাস করে। কিন্তু তাও কার্যকর হয় নি। ১৭৯৩-এর ১৯শে মার্চ জন-সাহায্যের নীতি-নির্ধারক যে আইন পাস হয় তাতে বলা হয়:

১। প্রত্যেক মানুষের জীবিকার অধিকার আছে। সুস্থ ও সবল মানুষের কর্মের দ্বারা জীবিকার অধিকার; কাজ করার মতো শারীরিক অবস্থা না থাকলে নিঃশর্ত সরকারী সাহায্য আবশ্যিক।

২। নিঃস্ব মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করা জাতীয় দায়িত্ব।

১৭৯৩-এর ২৪শে জুন মানবিক অধিকারের ২১ নং ধারায় একই কথা বলা হয়েছে: জন-সাহায্য একটি পবিত্র ঋণ। ভাগ্যহীন নাগরিকদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব সমাজের; যাদের খেটে-খাওয়ার সাধ্য নেই তাদের জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থার দায়িত্বও সমাজের।

অতএব ১৭৯৩-এর ২৮শে জুন—৮ই জুলাইর আইনে নিঃস্ব ও অনাথ শিশু, বৃদ্ধ ও দুঃস্থ মানুষের সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। ১৭৯৩-এর ১৫ই অক্টোবরের ভিক্ষাবৃত্তিনিরোধক আইনে ভবঘুরেভিক্ষুকদের সাহায্যের এবং এদের এক স্থানে আটক রাখার ব্যবস্থা হয়। এই আইন কার্যকর করার মতো যথেষ্ট অর্থ সরকারের ছিলো না, কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে সরকারী সাহায্যের জন্যে জনতা ক্রমাগত আন্দোলন করছিলো। দ্বিতীয় বর্ষের ২২শে ফ্লরেয়ালের আইনে (১৭৯৪-এর ১১ই মে) জাতীয় দানের একটি নিবন্ধগ্রন্থ সঙ্কলনের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এই আইন একমাত্র গ্রামাঞ্চলেই প্রয়োগ করা হয়। এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক দ্যপার্তমঁর কিছু অসুস্থ ও ষাট বছরের বেশি বয়স্ক মানুষ এবং অনেক সন্তানের দুর্দশাগ্রস্ত জননী ও বিধবাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় বর্ষের ২৩শে মেসিদরে (১০ই জুলাই ১৭৯৪) যে আইন পাস হয় তাতে হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির জাতীয়করণ হয়। কিন্তু এই আইন পাস হওয়ার পরে ৯ই ত্যরমিদরের ঘটনা ঘটে। সুতরাং এই বিখ্যাত আইন বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে নি।

দিরেকতোয়ারের আমলে দরিদ্রসেবার জাতীয়করণের নীতি পরিত্যক্ত হয়। পঞ্চম বর্ষের ১৬ই ভঁদেমিয়্যারের আইনে (১৭৯৬-এর ৭ই অক্টোবর) পুরসভাগুলিকে হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানের

তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়। জনসেবার আর্থিকপ্রয়োজন মেটাবার জন্যে পুরসভাগুলিকে প্রশাসনিক কমিশনের নিয়োগ ও পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এতে হাসপাতালসমূহের আর্থিক সমস্যা মেটেনি। পঞ্চম বর্ষের ৭ই ফ্রিম্যারের (১৭৯৬-এর ২৭শে নভেম্বর) আইনে স্থানীয় জনসভাবোর্ড গঠিত হয় এবং পুরসভাগুলির ওপর দুঃস্থদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়। প্রতি ফ্রাঁ ২ সু করে থিয়েটারের ওপর কর বসানো হয়। করের নাম দ্রোয়া দে পোভ্র (Droit des pauvres) (দরিদ্রের অধিকার)। সাত বছরে স্যান দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। সামন্তপ্রভুরঅধিকারের বদলে এখন দরিদ্রেরঅধিকার। পঞ্চম বর্ষের ২৭শে ফ্রিম্যার ও ৩০শে ভঁতোজের আইনে অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাপ্রতিষ্ঠানের ওপর দেওয়া হয়।

পূর্বতন ব্যবস্থায় দরিদ্রসেবার ভার ছিলো চার্চের ওপর। বিপ্লবের ফলে দরিদ্রসেবার ভারও রাষ্ট্রের হাতে এলো।

প্রত্যেকটি বিপ্লবী সংসদই শিক্ষার নবসংগঠন তাদের বিশেষ দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নিয়েছিলো। কিন্তু বিপ্লবীদশকে শিক্ষাব্যবস্থা নতুন-ভাবে সংগঠিত হয়েছিলো, একথা বলা চলে না।

সংবিধানসভা একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের অঙ্গীকার করে। সংবিধানের মৌলিকনীতিসমূহের অন্যতম ছিলো—সমস্ত নাগরিকের অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার। বাস্তবক্ষেত্রে সভা এ-বিষয়ে একেবারেই অগ্রসর হয় নি। অবশ্য পুরণো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে উঠে না যায় সভা তার ব্যবস্থা করেছিলো। অর্থাৎ এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি বাজেয়াপ্তকরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছিলো। তাছাড়া বিভিন্ন কলেজকে সরকারী তহবিল থেকে সাহায্যের ব্যবস্থাও করেছিলো।

বিধানসভা জনশিক্ষা-সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির কাজ জনশিক্ষা সংগঠনের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন। ১৭৯২-এর ২১শে এপ্রিল কঁদরসে এই পরিকল্পনা বিধানসভায় পাঠ করেন। বিভিন্ন বিপ্লবী সংসদের কাছে শিক্ষাসংক্রান্ত যেসব পরিকল্পনা পেশ করা হয় এটি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিকল্পনায় শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের মেধা ও অন্যান্য গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশের কথা বলা হয়। কারণ, একমাত্র এই জাতীয় শিক্ষাই মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই শিক্ষার মধ্য দিয়েই বিপ্লব ক্রমশ মানুষকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। মানুষকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়াই প্রত্যেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিধানসভা কঁদর্সের পরিকল্পনার ওপর কোনো বিতর্ক করার সময় পায় নি। কারণ, তার আগেই সভার আয়ু শেষ হয়ে যায়।

১৭৯৩-এর ২৪শে জুনের মানবিকঅধিকারের ঘোষণায় বলা হয়: শিক্ষা প্রত্যেকের প্রয়োজন। সমাজ মানুষের বুদ্ধির প্রগতির জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এবং শিক্ষাকে সকল মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসবে। ১৭৯৩-এর ১৩ই জুলাই রোবসপিয়ের ল্যপ্যল্যতিয়ের দ্য সেঁ ফারগোর (Lepeletier de Saint-Fargeau) জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা কঁভঁসিয়ঁতে পাঠ করেন। এই পরিকল্পনা রুশোর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এতে প্রস্তাব করা হয় যে, শিক্ষাদানের একচেটিয়া অধিকার থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। কিন্তু সাঁকুলোৎ-জনতার দাবি ছিলো, লৌকিক ও প্রায়োগিক বিদ্যা উভয়ই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। দ্বিতীয় বর্ষের ২৯শে ফ্রিম্যার (১৭৯৩-এর ১৯শে ডিসেম্বর) প্রাথমিক বিদ্যালয়-সম্পর্কিত আইন পাশ হয়। এতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হবে। অবশ্য বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনে কোনো রাষ্ট্রীয় বাধা ছিলো না। শিক্ষাব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা পুরোপুরি বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় নি। কারণ, বিপ্লবী সরকার যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলো যে শিক্ষার প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারে নি। তার ফলে সাঁকুলোৎদের নৈরাশ্য স্বাভাবিক ছিলো। তারা নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার বাস্তবে রূপায়ণ চেয়েছিলো। কারণ, শেষ পর্যন্ত শিক্ষা বিস্তার ছাড়া প্রকৃত অধিকারসমতা প্রতিষ্ঠার আর কোনো পথ নেই।

ত্যরমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার যুগে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ পরিত্যক্ত হয়। তৃতীয় বর্ষের ১৮ই ভঁদেমিয়্যারের (১৭৯৪-এর ১লা অক্টোবর) আইনে একটি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ খোলা হয়, যা ৪ মাসে ১৩০০ শিক্ষককে শিক্ষাদানের পদ্ধতি শেখাবে। তৃতীয় বর্ষের ২৭শে ব্রুম্যারের আইনে (১৭৯৪-এর ১৭ই নভেম্বর) প্রত্যেক এক হাজার অধিবাসীর জন্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার কথা বলা হয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় নি।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ছিলো নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা। ত্যরমিদরীয় বুর্জোয়ারা মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলো। তৃতীয় বর্ষের ভঁতোজের আইনে (১৭৯৫-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারি) বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রত্যেক দ্যপার্তমঁ-এ

একটি করে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। পাঠ্যক্রমকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়: ১২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে আধুনিক ও প্রাচীন ভাষা, প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং নক্শা অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হবে; ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হবে গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র; ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে সাধারণ ব্যাকরণ, রম্য-রচনা, ইতিহাস ও আইন। এই আইনে শিক্ষার আধুনিকীকরণ হলো।

একই কারণে উচ্চশিক্ষার ওপর তেরমিদরীয় বুর্জোয়ারা বিশেষ নজর দিয়েছিলো। বিপ্লবী যুগে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় ও অকাদেমিসমূহ তুলে দেওয়া হয়। ১৭৯৩-এর ১৪ই জুন মঁতাঞিয়াররা জার্দ্যাঁ দ্যু রোয়াকে যাদুঘরে রূপান্তরিত করে। উদ্দেশ্য ছিলো এই যাদুঘরে প্রাকৃতিক ইতিহাসের সমস্ত দিক শিক্ষা দেওয়া এবং এই শিক্ষাকে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকলার অগ্রগতির জন্যে প্রয়োগ করা। তৃতীয় বর্ষের ভঁদেমিয়্যারে (১৭৯৪-এর সেপ্টেম্বর) কারিগরি বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার জন্যে কঁভঁসিয় একটি কেন্দ্রীয়-বিদ্যালয় স্থাপন করে। এক বছর পরে এই বিদ্যালয়টিই একল পলিতেকনিকে পরিণত হয়। তৃতীয় বর্ষের ১৯শে ভঁদেমিয়্যার (১৭৯৪-এর ১০ই অক্টোবর) শিল্পকলা ও কারিগরী শিক্ষায়তনকে* প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষাদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তৃতীয় বর্ষের ১৪ই ফ্রিম্যারের আইনে (১৭৯৪-এর ৪ঠা ডিসেম্বর) পারী, স্ত্রাসবুর ও মঁপ্যলিয়েতে (Montpellier) তিনটি মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়। প্রাচ্যভাষার শিক্ষায়তন ও ব্যুরো দে লঁগিত্যুদ (Bureau des longitudes) অথবা কেন্দ্রীয় জ্যোতির্বিদ্যার অফিস খোলা হয় যথাক্রমে তৃতীয় বর্ষের জ্যারমিনাল ও মেসিদরে। শিক্ষার এই নতুন ইমারতের শীর্ষে থাকবে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের একটি জাতীয় ইন্‌স্টিটিউট্। এটি স্থাপিত হয় চতুর্থ বর্ষের ৩রা ব্রুম্যারের আইনে (১৭৯৫-এর ২৫শে অক্টোবর)। এই ইন্‌স্টিটিউট্ তিনটি শাখায় বিভক্ত: একটিতে শিক্ষা দেওয়া হবে গণিত ও বিজ্ঞান; দ্বিতীয়টিতে নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং তৃতীয়টিতে সাহিত্য ও শিল্পকলা। ইন্‌স্টিটিউটের উদ্দেশ্য হলো, 'নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা, নতুন আবিষ্কার ও বিদেশী বিদ্বজ্জনসভার সঙ্গে আদান-প্রদানের দ্বারা সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণতাদান।'

চতুর্থ বর্ষের ৩রা ব্রুম্যারের বিখ্যাত আইন ক্রমোচ্চস্তরেবিন্যস্ত একটি শিক্ষাসংগঠন গড়ে তোলে: প্রথমস্তরে প্রাথমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্তরে

*le Conservatoire des arts et métiers

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, তৃতীয়স্তরে বিশেষীকৃত বিদ্যালয় এবং সর্বোপরি জাতীয় ইন্‌স্টিটিউট। দিরেকতোয়ারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার এই সাংগঠনিক রূপ। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা বিলুপ্ত হয়েছে। শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার দায়িত্বও রাষ্ট্র নেয় নি। শিক্ষকদের বেতন দিতো তাঁদের ছাত্ররা। কিন্তু দিরেকতোয়ার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। নাপোলেয় এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিকে তুলে দেন। সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার মতো অর্থ ছিলো না দিরেকতোয়ারের। সুতরাং পুরসভার তত্ত্বাবধানে বেসরকারী, বিশেষত ধর্মীয় প্রবণতাযুক্ত, প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ সংগঠন গড়ে তুলতে না পারলেও, এখানে বিপ্লবের অবদান উল্লেখযোগ্য। চার্চের শিক্ষাদানের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হয়; শিক্ষার লৌকিকীকরণ ও আধুনিকীকরণ হয়। কিন্তু বিপ্লব সাধারণের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে পারে নি; বিপ্লবের পরেও শিক্ষা জাতির একটি সংখ্যালঘু অংশের বিশের অধিকার। শিক্ষাবিস্তার করে প্রকৃত অধিকার-সমতা প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা কঁদর্সে করেছিলেন, বিপ্লবী দশকে তা বাস্তবে পরিণত হয় নি।

বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকারের কাঠামোর মধ্যে অভিজাতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি

১৮ই ব্রুম্যারের আগে থেকেই বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকারের কাঠামোর মধ্যে ফ্রান্সের সামাজিক ব্যবস্থা স্থায়ীরূপ পরিগ্রহ করে। এই কাঠামোর মধ্যে বুর্জোয়া ও অভিজাত এই দুটি বিত্তবান শ্রেণীর সমন্বয় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে যায়। বিপ্লবী আঘাতে প্রচণ্ড ক্রোধে ও প্রতিশোধস্পৃহায় আত্মহারা হয়ে যখন অভিজাতরা দেশত্যাগী হয়, তখন তাঁদের সংকল্প ছিলো সসৈন্যে ফ্রান্সে বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু তা হলো না। বিপ্লব হার মানলো না। বিপ্লব সমগ্র য়োরোপকে পরাজিত করে ফ্রান্সকে এক অকল্পনীয় জয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসে। ফলে রাজতন্ত্র ও পূর্বতন ব্যবস্থার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার আশা মরীচিকার মতো শূন্যে মিলিয়ে যায়। সেই সঙ্গে ফিরে আসে অপরিসীম শূন্যতাবোধ। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা নিয়ে দেশত্যাগী অভিজাতরা গর্ববোধ করতো, তা এই শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে পারে নি। নির্বাসিতের জীবনযাপনের অবমাননা, গ্লানি যতো বাড়তে লাগলো, ততোই 'নাসিয়ঁ' অথবা 'পাত্রি' গ্রহণীয় বলে মনে হতে লাগলো। 'জাতি'; 'জন্মভূমি' এই আবেগবহ শব্দগুলি এতোকাল অভিজাতদেশত্যাগীরা

অবজ্ঞাভরে উচ্চারণ করেছে। কিন্তু নির্বাসিতের জীবনযাপন করে আন্তর্জাতিকতার বুলিতে আর দেশত্যাগীদেরও মন ভরছিলো না। দেশের জন্যে মন-কেমন-করা ভাব নিয়ে আবার ফ্রান্সকে, নবসৃষ্ট মূল্যবোধকে বুঝতে চেষ্টা করতে লাগলো অভিজাতরা।

দেশের জন্যে এই মন-কেমন-করা ভাবকেই শাতোব্রিয়াঁ 'মধুর স্মৃতিচারণা' আখ্যা দিয়েছেন। জেনি দ্যু ক্রীস্তিয়ানিজমে (Genie du Christianisme) তিনি লিখছেন : জন্মভূমির বাইরে মানুষের মনে যে-ভার চেপে বসে তা প্রকাশ করার জন্যে লোকেরা বলে : এই মানুষটি দেশের জন্যে পীড়িত। সত্যিই এ ব্যাধি ছাড়া আর কিছু নয়। একমাত্র দেশে ফিরে গেলেই এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

দেশে ফিরে আসার জন্যে দেশত্যাগী অভিজাতদের মন যখন প্রস্তুত হচ্ছিলো, তখন ফ্রান্সের ভূমিব্যবস্থার সংগঠন তাঁদের দেশে ফেরার সুযোগ এনে দিলো। সুতরাং বিপ্লবের দশ বছর পর দেশত্যাগী অভিজাত ও বিত্তবান বুর্জোয়াশ্রেণীর সমঝোতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। এই সমঝোতার ভিত্তি দেশের প্রতি আনুগত্য ও স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা। বিপ্লব ভূমি-ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এনেছে তাতে বিত্তবান সম্প্রদায়ের জমির প্রতি টান বেড়ে যায়। ভূমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের ও যাজকীয় দিমর অবসান এবং জাতীয় সম্পত্তি বণ্টনের ফলে লাভবান কৃষকদের বিপ্লবী আবেগ কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিলো। জমির মালিকানা প্রাপ্ত এই কৃষকদের সঙ্গে শহুরে-বুর্জোয়াদের যে ঐক্য গড়ে ওঠে তা মূলত রক্ষণশীল। ১৭৮৯-এ জাতি বা নাসিয়ঁ একটি বিমূর্ত ধারণাকে বোঝাতো। এক দশক পরে জাতির ধারণা বাস্তবায়িত হয় স্থাবর সম্পত্তির মালিকানার ধারণার মধ্যে। জাতির এই নতুন সংজ্ঞাই দেশত্যাগী অভিজাতদের দেশে প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করে। অবশেষে বোনাপার্তের আমলে সম্পত্তির-ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ক্রমোচ্চস্তরেবিন্যস্ত সমাজে প্রত্যাবৃত অভিজাতদের অন্তর্ভুক্তি সম্পূর্ণ হয়।

৩৮

বিপ্লবের উত্তরাধিকার

ব্রুম্যারের পর নাপোলেয়ঁ বলেছিলেন, বিপ্লব শেষ হয়েছে। ব্রুম্যারের পর যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্থিরতা লক্ষ্য করা যায় তার সব কৃতিত্বও তিনি দাবি করেছিলেন। আসলে, বিপ্লব তো ১৭৯৫-এর বসন্তকালে এবং প্রেরিয়ালের নাটকীয় দিনের পরই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। তারপর বুর্জোয়াশ্রেণী নানা নামে ভারসাম্যের বিন্দু খুঁজছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার তারা অর্জন করেছে তা চিরকালের মতো তাদের করতলগত করে রাখা। সমাজের সম্ভ্রান্ত মানুষেরা তাদের এই ইচ্ছার উত্তর পেয়েছিলেন বোনাপার্তের মধ্যে। কারণ, দুটি বিষমভীতি থেকে একমাত্র বোনাপার্তের পক্ষেই বুর্জোয়াদের রক্ষা করা সম্ভব ছিলো। একমাত্র বোনাপার্তের পক্ষেই দ্বিতীয় বর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ও পূর্বতন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা রোধ করা স্বাভাবিক ছিলো : বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে অভিজাতদের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চকে মিলিয়ে বোনাপার্তই উনন্নব্বই-এর অঙ্গীকারকে পালন করেছিলেন।

দশ বছরের বিপ্লবী-উত্থানপতন ফরাসী সমাজকে আমূল রূপান্তরিত করে। এই নতুন সমাজ বিত্তবানশ্রেণীর ভাবমূর্তিতে গড়া। পূর্বতন ব্যবস্থাব বিশেষ সুযোগসুবিধা ও আভিজাতিক প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়; সামন্ততন্ত্রের শেষ অবশেষ পর্যন্ত মুছে দেওয়া হয়; সামন্তপ্রভুর অধিকার ও যাজকীয় দিম বিলুপ্ত হয়; ভূমির ওপর যৌথ অধিকারও লুপ্ত হয়; বিভিন্ন যৌথ সংস্থার একচেটিয়া অধিকার অবলুপ্ত এবং জাতীয় বাজার ঐক্যবদ্ধ হয়। ফরাসী বিপ্লব সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব; এই বিপ্লব পুঁজিবাদের উদ্বর্তনকে দ্রুততর করে। উপরন্তু, প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতাবোধ ও স্থানীয় সুযোগসুবিধার অবসান ঘটিয়ে এবং পূর্বতন ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে বিপ্লব একটি আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। বলা বাহুল্য, বুর্জোয়াদের সামাজিক ও আর্থনীতিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই নতুন রাষ্ট্রকে গড়ে তোলা হয়।

ফরাসী বিপ্লবকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নাটকীয় বুর্জোয়া বিপ্লব বলা যেতে পারে। এর আগে যে সব বুর্জোয়া বিপ্লব হয়, তাতে ফরাসী বিপ্লবের শ্রেণীসংগ্রামের নাটকীয়তা নেই। জোরেসের ইস্তোয়ার সোসিয়ালিস্তের ভাষায় বলা যায় যে, ফরাসী বিপ্লব ব্যাপক অর্থে বুর্জোয়া ও গণতান্ত্রিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের তুলনায় অনেক সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল। ফরাসী বিপ্লবের উগ্রপন্থী হিংস্রতা অনেকাংশে ফরাসী অভিজাতদের অনমনীয় মনোভাবের পরিণাম। ফরাসী অভিজাতরা অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশের অভিজাতদের মতো বুর্জোয়াদের সঙ্গে ক্ষমতা বণ্টন করে আপস-রফায় পৌঁছোতে পারে নি। ফলে বুর্জোয়াশ্রেণী জনতার সমর্থন নিয়ে পূর্বতন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এই প্রসঙ্গেই মার্কস সন্ত্রাসের 'প্রচণ্ড হাতুরির আঘাতের' কথা, ফরাসী বিপ্লবের 'দানবীর ঝাঁটার' কথা বলেছেন। জাকব্যাঁ একনায়কত্ব ফ্রান্সের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি। এদের পিছনে সমর্থন ছিলো গ্রামীণ ও শহুরে জনতার। এদের আদর্শ ছিলো স্বাধীন ছোটো উৎপাদকের, কৃষক ও স্বাধীন কারিগরের গণতন্ত্র।

দ্বিতীয় বর্ষের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু দৃষ্টান্ত হিসাবে এই গণতন্ত্রের গুরুত্ব অসাধারণ। ৯৩-এর নেতারা, বিশেষত রোবসপিয়েরপন্থীরা, নীতিগতভাবে ঘোষিত অধিকার-সমতা ও আর্থনীতিক স্বাধীনতার মধ্যে যে মৌলিক স্ববিরোধিতা তাকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন একটি সামাজিক ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সম্পত্তির সমানাধিকার। আসল প্রশ্নটি ছিলো এই : কিভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তা ও আর্থনীতিক স্বাধীনতা বজায় রেখেও, অধিকার-সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়? যায় না। এই কারণেই ৯৩-এর নেতাদের বিখ্যাত প্রয়াসের অসাফল্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টার নাটকীয়তা অনস্বীকার্য।

এরনেসৎ লাব্রুসের মতে কর্ভসিন-পরিচালিত বিপ্লব অনেক প্রত্যাশা জাগ্রত করেছিলো। দ্বিতীয় বর্ষের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা উনিশ শতকের সমাজ-চিন্তা প্রভাবিত হয়। এই শতকের রাজনৈতিক সংগ্রামেও এই বিপ্লবের স্মৃতির বিশেষ ভূমিকা। কিন্তু উনিশ শতকেও ৯৩-এর সাঁকুলোৎ কারিগর ও দোকানদারদের বংশধরদের বিদ্রোহে একই স্ববিরোধিতা। তারা তখনও তাদের নিজস্ব শ্রমার্জিত ছোটো সম্পত্তি

আঁকড়ে ধরেছিলো। তাই একই কারণে ১৮৪৮-এর রক্তঝরা জুনের দিনের বিয়োগান্ত নাটিকা, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা।

এই বিপ্লবী প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা একমাত্র বাব্যউফের চোখেই ধরা পড়েছিলো। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ও উৎপাদনের উপায়ের জাতীয়করণ ছাড়া সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্য কোনো পথ নেই, এই সত্য অস্পষ্টভাবে হলেও একমাত্র বাব্যউফই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। বিপ্লব থেকে যে নতুন সমাজ জন্ম নিয়েছে সেই সমাজের রূপান্তরের প্রথম বিপ্লবী ছক বাবুভীয় মতাদর্শ। এই মতাদর্শ বুয়োনারতি ১৮৩০-এর প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। সুতরাং ফরাসী বিপ্লব থেকেই আর এক নতুন আদর্শ জন্ম নেয় যা ভবিষ্যতের নতুন সমাজব্যবস্থার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

এই সময় থেকেই ফরাসী বিপ্লব সাম্প্রতিক জগতের ইতিহাসের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতার জন্যে, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের জন্যে বিপ্লবী সংগ্রাম এখনও মানুষকে ফরাসী বিপ্লবের প্রতি ভালবাসায় অথবা ক্রোধে উদ্দীপ্ত করে। বিপ্লব বুদ্ধিবিভাসার সন্তান। বুদ্ধির ভিত্তির ওপর একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আজও মানুষকে প্রেরণা যোগায়। এই বিপ্লবকে এখনও মানুষ ভয় পায়, ভালবাসে। এই বিপ্লব অতীতের কোনো ঘটনা নয়। এই বিপ্লব এখনও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে।

টীকা

১। বারনাভ, আঁতোয়ান : Barnave Antoine (১৭৬১—১৭৯৩)

গ্রেনোব্‌লের পার্লমঁর অ্যাডভোকেট। ১৭৮৮-তে দোফিনের এস্টেটের সদস্য হন এবং পরে দোফিনে থেকে তৃতীয় এস্টেটের সদস্য নির্বাচিত হন। প্যাট্রিয়টগোষ্ঠীর অন্যতম নেতা। রাজপরিবারের ভারেনে পলায়নের পর থেকে তাঁর রাজনৈতিক প্রবণতা অনেকাংশে রাজতান্ত্রিক। তাঁর ১৭৯১-এর ১১ই জুলাইয়ের বক্তৃতা স্মরণীয় : আমরা কি বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটাব না নতুন করে বিপ্লব আরম্ভ করব? আর এক পা অগ্রসর হওয়া মারাত্মক হবে। স্বাধীনতার দিকে আর এক পা অগ্রসর হলে রাজতন্ত্রের সমূহ বিনষ্টি। সাম্যের দিকে আর এক পা এগিয়ে গেলে সম্পত্তি ধ্বংস হবে। সংবিধান সভার অধিবেশন শেষ হওয়ার পর তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সন্ত্রাসের যুগে বিপ্লবী বিচারালয় তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। ১৭৯৩-এর ২৮শে নভেম্বর তিনি গিলোতিনে যান। বারনাভের রচিত স্মরণীয় গ্রন্থ : Introduction a´ la Revolution Francaise

২। জেসুয়িট : 'সোসাইটি অভ্ জীজাস' নামে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সদস্য। ১৫৩৪-এ ইগ্‌নেসিয়াস লোয়োলা এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সোসাইটি গঠিত হয় : (১) ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মসংস্কারকদের বিরুদ্ধে রোমান চার্চকে রক্ষা করা এবং (২) বিধর্মীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা।

৩। ইনকুইজিসান : যাজকীয় বিচারালয়। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম বিদ্বেষীদের শাস্তিবিধান ও দমনের জন্য ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট এই বিচারালয় স্থাপন করেন।

৪। ম্যানর : সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সংগঠন। সামন্তপ্রভুর খাস জমি ও সামন্তপ্রভু কর্তৃক প্রজাদের মধ্যে বণ্টিত জমি নিয়ে একটি ম্যানর। বণ্টিত জমি থেকে সামন্তপ্রভু নানাবিধ কর পেতেন। তাছাড়া এই জমিতে তার অন্যান্য বিশেষ অধিকারও ছিলো।

৫। ঘেরাও : Cloture—Enclosure

পূর্বতন কৃষিব্যবস্থায় কোনো ভূমিখণ্ড বেড়া দিয়ে ঘিরে দিলে তা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হত। উন্নততর পদ্ধতিতে ভূমিচাষের জন্যে ভূম্যধিকারীরা যৌথ মালিকানার অধীন ভূমি এভাবে নিজেদের অধিকারে

নিয়ে আসতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোনোকোনো প্রদেশে রাজ-অনুশাসনের দ্বারা জমি ঘেরাও বৈধ বলে স্বীকৃত হয়েছিলো জমি ঘেরাও ইংলণ্ডে পুঁজিবাদী কৃষিব্যবস্থা নিয়ে আসে। কিন্তু ফ্রান্সে জমি ঘেরাওএর বিরোধিতা আসে কৃষকদের কাছ থেকে।

৬। বাণিজ্যিক সংরক্ষণবাদ: Mercantile system

এই তত্ত্বের মূল কথা: অর্থই একমাত্র সম্পদ। সুতরাং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব স্বাভাবিক ভাবেই অতিরিক্ত শুল্ক বসিয়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। কারণ, রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হলে দেশের অর্থ বাইরে বেরিয়ে যাবে।

৭। ভার্জেনে: Vergennes, Charles Gravier, Comte de

রাজা ষোড়শ লুইর বিদেশ মন্ত্রী; চতুর কূটনীতিবিদ্।

২

১। মিলিয়ে: দশ হন্দর

২। লিভ্র: মুদ্রা—১০ পেন্সের সমতুল্য; অন্য অর্থে ওজনের মান নির্দেশক; ওজন—এক পাউণ্ডের সমান।

৩। কর্পোরেশন, Corporation

রাষ্ট্রপ্রদত্ত বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বৃত্তিজীবী মানুষের গোষ্ঠী। কর্পোরেশন ইংরেজী শব্দ এবং পূর্বতন সমাজে এই শব্দটির বিশেষ প্রচলন ছিলো না। সাধারণত শিল্প ও বৃত্তিজীবী মানুষের সমাজ, বৃত্তিজীবীদের গোষ্ঠী, গিল্ড, হান্‌স, জুর‍াঁদ, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হতো।

৪। কলবেয়ার, জ্যাঁ বাপ্‌তিস; Colbert, Jean Baptiste (১৬১৯—১৬৮৩) ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুইএর মন্ত্রী। ফরাসী প্রশাসনের সর্বত্র তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি অতিরিক্ত শুল্ক বসিয়ে ফরাসী শিল্প ও বাণিজ্যকে বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কলবেয়ার-পন্থা আসলে বাণিজ্যিক সংরক্ষণবাদী নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত।

৫। রাজকীয় কারখানা; ফরাসী শিল্পকে গড়ে তোলার জন্যে কলবেয়ার সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন কারখানা স্থাপন করেছিলেন।

৬। জিরঁদ্যা (Girondins); একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠী। ফরাসী বিপ্লবে এই গোষ্ঠীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন মানুষের কাছে এই গোষ্ঠী কখনো ব্রিসতঁ্যা (জে. পি. ব্রিসর নামানুসারে), কখনো বুজতঁ্যা

(এফ, এল, এল বুজর নামানুসারে) আবার কখনো বা রলাদ্যাঁ (জে. এম. রলার নামানুসারে) নামে পরিচিত ছিলো। জির্‌দ্যাঁ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন আলফঁস দ্য লামার্তিন (Alphonse de Lamartine) তাঁর ইস্‌তোয়ার দে জির্‌দ্যাঁ (Histoire des Girondins) নামক গ্রন্থে। এই গোষ্ঠীর অধিকাংশ ডেপুটি (বিধানসভার সদস্য) এসেছিলেন জির্‌দ (Gironde) দ্যপার্তম (departement) থেকে। সেই থেকে এদের নাম জির্‌দ্যাঁ।

সংবিধান সভার নির্দেশ অনুযায়ী সংবিধানসভার সদস্যদের বিধান-সভার নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার ছিলো না। সুতরাং ১৭৯১-এর বিধান-সভা গঠিত হয়েছিলো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবাগত মানুষদের নিয়ে। এদের মধ্যে যে ১৩৬ জন ডেপুটি জাকর্ব্যাঁ কিম্বা কর্দেলিয়ে ক্লাবে যোগ দেয়, তাদের মধ্য থেকেই জির্‌দ্যাঁ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এদের অধিকাংশই বৃত্তিজীবী, আইনজীবী অথবা সাংবাদিক। এরা শিক্ষিত ও সম্পন্ন মানুষ। এদের বিপ্লবে উৎসাহ ছিলো, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিলো। ফ্রান্সের বিভিন্ন সামুদ্রিক বন্দরের (মার্সেই, নাঁত, বর্দো) প্রতিনিধি হিসাবে এঁদের জাহাজ-নির্মাতা, ব্যাঙ্ক-মালিক ও অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিলো। এই বণিক সম্প্রদায় ১৭৮৯-এর সংস্কারসমূহকে সমর্থন করেছিলো এবং প্রতিবিপ্লবের আঘাত থেকে সংস্কৃত ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলো। মহাদেশীয় যুদ্ধেও তাদের আপত্তি ছিলো না। কারণ, এই যুদ্ধে ফ্রান্সের সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিলো না। অথচ অস্ত্রনির্মাতাদের প্রচুর মুনাফার সুযোগ ছিলো। তাদের সামাজিক পটভূমি ও বিশিষ্ট দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে জির্‌দ্যাঁ গোষ্ঠীর ঝোঁক ছিলো রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দিকে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র তারা চায় নি। রাজনৈতিক সংগঠন সম্পত্তি রক্ষা করবে, যোগ্যতার উপযুক্ত স্বীকৃতি দেবে—এই তাদের ইচ্ছা ছিলো।

জির্‌দ্যাঁদের জমায়েত হতো মাদাম রলাঁ ও ভ্যর্জিনোর বান্ধবী দর্দ্যাঁর বাড়িতে। ব্রিস ইতিমধ্যে সাংবাদিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ভ্যর্জিনো এই গোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী, ব্রিস বিদেশনীতিবিদ্‌।

১৭৯১-এর শেষ দিকে জির্‌দ্যাঁরা য়োরোপীয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দাবী জানাতে থাকে। রোবসপিয়ের যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। ফলে ব্রিস ও রোবসপিয়েরের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ব্রিসর স্থির বিশ্বাস ছিলো অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ সফল হবে। কারণ, য়োরোপের জাতিসমূহ ফ্রান্সের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তাতে ব্রিসর সন্দেহ ছিলো না। এ-সময় মন্ত্রিসভায় দুজন জির্‌দ্যাঁ মন্ত্রী ছিলেন। ১৭৯২ এর এপ্রিলে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

যুদ্ধ জির্‌দ্যাঁদের প্রত্যাশা পূর্ণ করে নি। ১৭৯২-এর বসন্তের সামরিক বিপর্যয়ের ফলে জাতীয়তাবাদী আবেগের উৎসাহ বিপ্লবের একটি নতুন

অধ্যায় ফিরে আসে। দেশরক্ষায় নতুন আইনে যাতে ষোড়শ লুই সম্মতি দেন তার জন্যে চাপ সৃষ্টি করার জন্যে ১৭৯২ এর ২০শে জুন জিরঁদ্যারা যে বিক্ষোভ সংগঠিত করে তা ব্যর্থ হয়। এ-সময় থেকেই জিরঁদ্যাদের আশঙ্কা জন্মে যে, পারীর সাঁকুলোতোর আন্দোলন তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। যদি তা হয় তবে সমাজে বিত্ত ও সম্পত্তির প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে না। ১০ই অগস্ট তুইলেরির রাজপ্রাসাদ জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। এই আক্রমণে জিরঁদ্যারা অংশ গ্রহণ করে নি।

এর পর থেকে জিরঁদ্যা ও ১০ই অগস্টের অভ্যুত্থানের নেতাদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। ১৭৯২ এর ২-৬ সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড এবং সন্ত্রাসের আরম্ভ সংঘাতকে তীব্রতর করে। জিরঁদ্যাদের পক্ষে পরিস্থিতি ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে থাকে। কভঁসিয়ঁতে মঁতাঞিয়ারদের নির্বাচনে জিরঁদ্যাদের অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে ওঠে। এই অবস্থার জন্য জিরঁদ্যারা সাঁকুলোৎদের দায়ী করে। কঁভসিঁয়কে জনতার হিংস্র আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে দ্যপার্তমঁ সমূহ থেকে একটি রক্ষিবাহিনী সংগঠিত করার জন্য প্রস্তাব করেন মাদাম রলাঁ।

পারীর কেন্দ্রীকৃত মঁতাঞিয়ার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জিরঁদ্যাগোষ্ঠী মধ্যপন্থী বুর্জোয়াদের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলো। স্থানীয় প্রশাসনে এই বুর্জোয়াদের আধিপত্য ছিলো। জিরঁদ্যা-সাঁকুলোৎ সংঘাতের সামাজিক দিক স্পষ্ট হয়ে উঠলো যখন জিরঁদ্যারা আর্থনীতিক স্বাধীনতাকে সমর্থন করলো। আর সাঁকুলোতেরা চাইলো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ।

রাজার বিচার জিরঁদ্যা-মতাঞিয়ার সংঘাতকে তীব্রতর করে। জিরঁদ্যারা রাজাকে প্রাণদণ্ড দিতে চায় নি। রাজা গিলোতিনে যাওয়ার পর নেদারল্যাণ্ডে ফরাসী সামরিক বিপর্যয় জিরঁদ্যাদের সর্বনাশ ডেকে আনে। ব্রিস-পরিচালিত কঁভসিয়ঁর বিদেশনীতির ফলে সমগ্র য়োরোপ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একজোট হয়। তার ওপর নিরারউইনডেনের পরাজয় ও দ্যুমুরিয়েরের দেশদ্রোহিতা দেশপ্রেমিক ফরাসী জনতাকে উত্তেজিত করে তোলে। অথচ জিরঁদ্যারা কোনো জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের বিরুদ্ধে ছিলো। কঁভসিয়ঁর মঁতাঞিয়ার গোষ্ঠীর পিছনে পারী কমিউনের ও অধিকাংশ সেক্‌সিয়ঁর সমর্থন ছিলো। এরা সবাই জিরঁদ্যা-বিরোধী। এই বিরোধ ১৭৯৩-এর ৩১শে মে —২রা জুনের গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নিলো। ২রা জুন ৮০ হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহী-দ্বারা পরিবেষ্টিত কঁভসিয়ঁ আত্মসমর্পণ করে এবং ২৯ জন জিরঁদ্যা ডেপুটির গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়।

কিন্তু অনেক ডেপুটিই পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তাঁরা পারী থেকে পালিয়ে গিয়ে নর্মাঁদি, ব্রেতাইন, ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে, দক্ষিণে ও

ক্লাঁসকঁতেতেযুক্তরাষ্ট্রপন্থী বিদ্রোহের ডাক দেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রপন্থী অভ্যুত্থানের পিছনে গণসমর্থন ছিলো না। ১৭৯৩-এর অক্টোবর মাসে বিপ্লবী বিচারালয়ে ২১ জন জিরঁদ্যার বিচার হয়। ৩১শে অক্টোবর এদের গিলোতিনে পাঠানো হয়। এদের মধ্যে ছিলেন ব্রিস ও ভ্যার্জিনো। পরে মাদাম রলাঁর বিচার হয় এবং তাঁকেও যথারীতি গিলোতিনে পাঠানো হয়। কিছু জিরঁদ্যা আত্মহত্যা করে। তাদের মধ্যে বুজ, ক্লাভিয়্যার, জে, প্যাতিয়ঁ, দ্য ভিলন্যযভ এবং রলাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লুভে দ্য কুভ্রে ও মাক্সিমঁ্যা ইসনার্ পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন এবং ত্যরমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার যুগে আবার কঁভঁসিয়ঁর সদস্যরূপ রাজনীতিতে ফিরে আসেন।

৭। জাকবঁ্যা (Jacobins): ফরাসী বিপ্লবের যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজনৈতিক ক্লাবের নাম জ্যাকবঁ্যা ক্লাব। এই ক্লাবের আদি প্রেরণা অষ্টাদশ শতকের বিভিন্ন বিতর্ক-সমিতি অথবা সোসিয়েতে দ্য পঁসে। ব্রেতঁ ক্লাবকে এই ক্লাবের অগ্রদূত বলা যায়। ১৭৮৯-এর মে মাসে স্টেট্স জেনারেলের অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছু পরেই ক্লাব ব্রেতঁ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রেতঁর ডেপুটিদের এই ক্লাব কাফে আমাউরিতে মিলিত হতো। এখানেই ব্রেতঁর ডেপুটিরা মিরাবো ও রোবসপিয়েরসহ প্যাট্রিয়ট সহযোগীদের আপ্যায়ন করেছিলেন। ১৭৮৯-এর ৫-৬ অক্টোবরের ঘটনার পর যখন জাতীয় সভাকে পারী যেতে হলো তখন (সম্ভবত ডিসেম্বরে) সেখানে ব্রেতঁ ক্লাবের অনুরূপ একটি ক্লাব স্থাপিত হলো। এর নাম দেওয়া হলো সোসিয়েতে দেজামি দ্য লা কঁস্তিতিউসিয়ঁ (Société des amis de la constitution) স্বল্প কালের মধ্যেই এই ক্লাব জাকবঁ্যা ক্লাব বলে পরিচিত হলো। কারণ, এই ক্লাবের অধিবেশন হতো রু্য সঁ্যাতনরের (Rue Saint Honoré) জাকবঁ্যা কনভেন্টে।

প্রথম থেকেই এই সোসাইটি প্রধানত বিতর্ক-সভা। দুই শ'রও বেশী ডেপুটি এই ক্লাবে যোগ দেন। ডেপুটি ছাড়াও লেখক, বৈজ্ঞানিক, সহানুভূতিশীল বিদেশী ও সম্পন্ন বুর্জোয়ারাও এই ক্লাবের সদস্য হয়েছিলেন। একটি বিশেষ মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ক্লাবের সদস্যরা একত্রিত হয়েছিলেন, একথা ঠিক বলা চলে না। একত্রিত হওয়ার প্রধান কারণ অভিজাত ষড়যন্ত্রের ভীতি। এঁরা যে গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন তাও নয়। সংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই এদের অভিপ্রেত ছিলো। ১৭৯০-এর ৮ই ফেব্রুআরি আঁতোয়ান বার্নাভ প্রণীত যে নিয়মাবলী গৃহীত হয় তা এঁদের উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করে। এতে বলা হয় ক্লাবের উদ্দেশ্য হলো: জনতাকে শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের ভ্রান্তি হতে রক্ষা করা। বিভিন্ন প্রদেশে স্থাপিত বহু ক্লাবেরও একই লক্ষ্য ছিলো। পারীর জাকবঁ্যা ক্লাব এইসব প্রাদেশিক ক্লাবকে শাখা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলো। অতএব জাকবঁ্যা ক্লাব এই সব প্রাদেশিক ক্লাবকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিতে

পারতো। ১৭৯২-এর জুলাই নাগাদ বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় ১৫২টি ক্লাব গড়ে উঠেছিলো। পারীর জাকবাঁ্যা ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ছিলো ১২০০। ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বও ছিলো। রোবসপিয়েরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বার্নাভ, দ্যুক্ দেগিষ ও লুই মারি দ্য লোয়াইযে। সোমবার, মঙ্গলবার, শুক্রবার ও রবিবার সন্ধ্যায় ক্লাবের অধিবেশন শুরু হতো, চলতো রাত্রি এগারটা পর্যন্ত।

ষোড়শ লুইএর পলায়নের ঘটনার পরে ব্রিসর নেতৃত্বে কয়েকজন সদস্য একটি প্রজাতান্ত্রিক ইস্তাহার প্রচার করেন। ১৭৯১-এর ১৭ই জুলাই এর শাঁ দ্য মারের (Champs de Mars) হত্যাকাণ্ডের পর ক্লাব প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। কারণ এ-সময়ে লামেত ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে সব মধ্যপন্থী ডেপুটি জাকবাঁ্যা ক্লাব ছেড়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ফইয়াঁ ক্লাবে (Feuillant Club) যোগ দেন। মাত্র ছয়জন ডেপুটি জাকবাঁ্যা ক্লাবে থেকে যান। ক্লাব যে পুরোপুরি ভেঙে যায়নি তার কারণ রোবসপিয়েরের ও জেরম প্যতিয দ্য ভিল্যান্যভের নেতৃত্ব। তাঁদের প্রেরণায় পারীর অনুগত ডেপুটিরা একত্রিত হন এবং প্রাদেশিক ক্লাবসমূহের ওপর পারীর কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন থাকে। ফলে ক্লাবের সদস্য সংখ্যাই শুধু বাড়েনি। ১০০০ প্রাদেশিক সোসাইটি এই ক্লাবের শাখা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৭৯১-এর ৪ঠা অক্টোবর থেকে ক্লাবের প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয় এবং ক্লাবের সদস্যরা নিজেদের প্রায় সমগ্র জাতি বলে ভাবতে শুরু করেন। অনভিজ্ঞ ডেপুটিদের নিয়ে বিধানসভা গঠিত হয়েছিলো। সুতরাং জাকবাঁ্যা ক্লাবের নেতৃবর্গ এঁদের পরামর্শ দাতার ভূমিকা গ্রহণ করলেন। প্রস্তাবিত আইনের খসড়া এঁরা করে দিতেন, মন্ত্রী এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের ওপর লক্ষ রাখতেন, বক্তৃতা ও প্রচারের দ্বারা জনমত গঠন করতেন। ক্লাবের ওপর রোবসপিয়েরের প্রভাব খুব বেশী ছিলো। কিন্তু সব সময় তিনি ক্লাবকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করতে পারতেন তাও নয়। রোবসপিয়ের অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ব্রিস জাকবাঁ্যাদের যুদ্ধের পথে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। যুদ্ধে ফরাসীবাহিনীর পরাজয়ের পর ক্লাব আবার রোবসপিয়েরের মতকেই মেনে নেয়। ১৭৯২-এর ১০ই অগস্টের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় জাকবাঁ্যাদের কোনো হাত ছিলো না। সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ডে জাকবাঁ্যা ক্লাব কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়েছিলো। এ-সময় ক্লাব ভেঙে যেতে পারতো। কিন্তু ক্লাবে আবার নতুন সদস্য যোগ দেওয়ায় ক্লাব রক্ষা পেলো।

১৭৯২-এর ২১শে সেপ্টেম্বর কঁভসিয় ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পর ক্লাবের নতুন নাম হলো—'স্বাধীনতা ও সাম্যের বন্ধু জাকবাঁ্যা সোসাইটি (Société des Jacobins. amis de la liberté et de l'égalité) এই

ক্লাবের প্রতি কঁভঁসিয়ঁর বামপন্থী ডেপুটিরা এবং অপেক্ষাকৃত সচ্ছল দোকান-দার ও কারিগর সাঁকুলোতেরা আকৃষ্ট হয়েছিলো। এই বামপন্থী ডেপুটিরাই মঁতাঞিয়ার/মঁতাঞি (Montagnard/Montagne) অর্থাৎ পাহাড়ী/পাহাড় নামে পরিচিত। কারণ এঁরা কঁভঁসিয়ঁর সভাগৃহের পিছনের উঁচু গ্যালারিতে বসতেন। ক্লাবে এখন রোবসপিয়েরের অবিসংবাদিত আধিপত্য। রাজার বিচার ও জিরঁদ্যাদের নিষিদ্ধকরণের মধ্যে এই ক্লাবের ইচ্ছাই প্রতি-ফলিত। ইতিপূর্বে ব্রিস ও ব্রিসপন্থীরা ক্লাব থেকে বিতাড়িত হলেও কঁভঁসিয়ঁতে তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো। এতে পারীর ডেপুটিদের ও পারী কমিউনের আধিপত্য খণ্ডিত হচ্ছিলো। তাই জিরঁদ্যা আধিপত্যের অবসানের জন্যে চরমপন্থী জাকব্যাঁ ও সাঁকুলোতেরা একযোগে ১৭৯৩-এর ৩১ মে—২রা জুনের অভ্যুত্থান সংগঠিত করে। ফলে কঁভঁসিয়ঁর জিরঁদ্যা ডেপুটিরা বিতাড়িত হন।

এ-সময় থেকে জাকব্যাঁ ক্লাবের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে। ক্লাব বিপ্লবী সরকারের অনুগত সমর্থকে পরিণত হয়। বিভিন্ন প্রদেশে জাকব্যাঁ ক্লাবের শাখাসমূহ ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের (Representants en mission) সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করে। এদের প্রধান লক্ষ্য ছিলো যুক্তরাষ্ট্রবাদী ভাবধারার বিস্তার বন্ধ করে জাতীয় সংহতি রক্ষা করা, খাদ্য সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখা এবং দ্রুত নতুন সৈন্য সংগ্রহ করা। গণনিরাপত্তার বিভিন্ন ব্যবস্থা কঁভঁসিয়ঁতে পেশ করার আগে জাকব্যাঁ ক্লাবে এই সব ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনা হতো। সাংবাদিক, যাজক, ঠিকাদার, দেশদ্রোহী সেনাপতি ও বিদেশীদের আক্রমণ করে জাকব্যাঁ ক্লাবই প্রথম সন্ত্রাস শুরু করে।

জাকব্যাঁরা নাগরিক সাম্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সমগ্র মানবজাতির সৌভ্রাত্রের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলো। প্রকৃতপক্ষে তারা কোনো স্থির মতবাদ নয়, একটি বিশিষ্ট মানসিকতা প্রচার করেছিলো। তাদের চিঠিপত্র, ঘোষণা ও সংবাদপত্র সমগ্রদেশে একটি মতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারা নাগরিকতার বোধ ও সদ্বৃত্তির প্রশংসা করে, সন্দেহপীড়িত মানুষকে স্বস্তি দেয় এবং নিজেদের শত্রুদের দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে। প্রায় ধর্মীয় আবেগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ জাকব্যাঁ দেশপ্রেমিক জনস্বার্থে ও স্বাধীনতার জন্য শাসনব্যবস্থাকে স্বৈরাচারের বিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছিলো। নিজের অথবা অন্যের জীবন বলি দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিলো না তার। ১৭৯৩-এর হেমন্তকালে জাকব্যাঁরা খ্রীষ্টধর্মবিরোধী আন্দোলন সমর্থন করে। খাদ্যাভাব দূর করার জন্য তারা অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দাবি করেছিলো। অতি-উৎসাহী জাকব্যাঁদের চরমপন্থীপ্রবণতা থেকে সরকারকে রক্ষা করার জন্য রোবসপিয়েরকে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। সুতরাং ক্লাব থেকে চরমপন্থী সদস্যদের বিতাড়ন শুরু হয়। যে সব সোসাইটি ১৭৯৩-এর ৩১শে মের পরে স্থাপিত হয়েছে, তাদের শাখা হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অন্যদিকে

প্রথমে কমুদেলিয়ে ক্লাবের সঙ্গে ও পরে এবেরপন্থী ও দাঁতপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। এপ্রিলের শেষ দিকে ক্লাবের ভাগ্য রোবসপিয়েরের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেলো।

কঁভঁসিয়ঁ, পারী কমিউন ও স্থানীয় প্রশাসনের উপর এ-সময় থেকে রোবসপিয়েরের পুর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারের জনপ্রিয়তা কমে যেতে লাগলো। তার কারণ আমলাতন্ত্রের ওপর সরকারের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। বিপ্লবী একনায়কত্ব মূলত জাকর্ব্যাদের সৃষ্টি। সাঁকুলোৎ গণতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে এই একনায়কত্বের কোনো মিল ছিলো না। এই সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিলো দেশরক্ষা। এই লক্ষ্যের কাছে সাঁকুলোৎ প্রার্থিত নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির দাবি গৌণ। শেষ পর্যন্ত এই সরকার জনতার আর্থনীতিক দাবি মেটাতে না পারায় জনপ্রিয়তা হারায়। জাতীয় ঐক্যের ধারণা রোবসপিয়েরের চৈতন্যকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তিনি সব সাঁকুলোৎ সংগঠনকে জাকর্ব্যা নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সেকসিয়ঁর সাঁকুলোৎদের বিরুদ্ধতা স্তব্ধ করে দেওয়ার পরও অসন্তোষ কমে যায় নি। কারণ, জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়া সত্ত্বেও মজুরির হার বাড়ানো হয় নি।

ত্যরমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার যুগে (জুলাই ১৭৯৪) সাকুলোতেরা জাকর্ব্যা নেতাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসে নি। জাকর্ব্যা ক্লাবও আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলো না। ১০ই ত্যরমিদরের রাত্রিতে ক্লাব বন্ধ ছিলো। পরদিন ক্লাব আবার খোলে। তারপর দিন আবার বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন উপ-দলীয় গোষ্ঠী ও গিল্টিকরা তরুনেরা (jeunesse dorée : বর্তমান কালের মস্তানদের সমগোত্রীয়) জাকর্ব্যাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলো। জন-মতও সব ভুলত্রুটির জন্যে জাকর্ব্যাদের দায়ী করলো। জাকর্ব্যা ক্লাবের শাখাসমূহকে বন্ধ করে দিলো কঁভঁসিয়ঁ। তারপর ১২ই নভেম্বর পারীর জাকর্ব্যা ক্লাবকে বন্ধ করে দেওয়া হলো।

জাকর্ব্যাবাদকে বুর্জোয়া ও সাঁকুলোৎদের মধ্যে যোগসূত্র বলা যেতে পারে। জাকর্ব্যাবাদ একটি বিশেষ শ্রেণীর মতবাদ। এই মতবাদের আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতার কারণও তাই। ইতিহাসে এর প্রায়োগিক মূল্যের সীমাবদ্ধতাও সেই কারণেই। জাকর্ব্যা ক্লাব ভেঙে গেলেও জাকর্ব্যা মানসিকতা টিঁকে রইলো ফ্রাঁসোয়া বাব্যয়ফের ত্রিব্যাঁ দ্যু পেউপ্‌লে (Francois Baboeuf : Tribun du Peuple), ১৭৯৫-৯৬-এর পাঁতেঁয় ক্লাবে (Pantheon Club), ১৭৯৯-এর ক্ল্যুব দ্য মান্যাজে (Club de Manège) এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠিত বুর্বঁ রাজাদের সময়ে কারবনারি ও অন্যান্য প্রজাতান্ত্রিক সোসাইটির মধ্যে। ১৮৪৮-এর বিপ্লবে জাকর্ব্যাবাদের প্রভাব বিশেষ পড়ে নি। বৈপ্লবিক গণতন্ত্রী বোঝাতে জাকর্ব্যা শব্দটি এখনও ব্যবহার করা হয়।

১। তুর্গো : Turgot Anna-Robert Jacques (১৭২৭—৮১)

ফরাসী অর্থনীতিবিদ। লিমোজ জেনেরালিতের অ্যাতঁদা ছিলেন। পরে ষোড়শ লুই এর অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ফিজিওক্রাত মতবাদ অনুযায়ী তিনি রাজস্বসংস্কার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিজাতসম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিবন্ধকতায় সংস্কার কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নি।

২। গ্রিম : (Grimm, Melchior, baron de—(১৭২৩—১৮০৭)

১৭২৩-এ রাটিসবনে জন্ম। কঁৎ দ্য শাঁবেরের (Comte de Chamberg) সন্তানদের শিক্ষকরূপে তিনি ফ্রান্সে আসেন। দিদেরো, মাদাম দেপিনে ও রুশোর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। প্রথমদিকে তিনি সঙ্গীত সমালোচক-রূপেই পরিচিত ছিলেন। ১৭৫৪ থেকে তিনি য়োরোপীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে সাহিত্যিক পত্রালাপ শুরু করেন। যাঁদের তিনি চিঠি লিখতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন ও পোল্যাণ্ডের রাজা। ১৭৭৩ পর্যন্ত এই পত্রালাপ চলে। ১৭৯৩-এ এই পত্রালাপ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৯০-এ গ্রিমকে পারী ছেড়ে যেতে হয়। রচনা : Correspondence littéraire, philosophique et critique avec Catherine II et plusiers princes d' Allemagne, 1754—1790।

৩। ভলতের : Voltaire, Francois-Marie Arouet (১৬৯৪—১৭৭৮)

ফ্রান্সের মহত্তম লেখকদের অন্যতম। ভলতেরের খ্যাতি এখনও বিশ্বব্যাপী। ফরাসী মানসিকতার বৈশিষ্ট্য—তীক্ষ্ণ সমালোচনার ও বিদ্রূপের ক্ষমতা—ভলতেরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে মানবজাতির নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির কথা বলা হয়েছে। তাঁর দীর্ঘজীবন ধ্রুপদী-যুগের অন্তিম পর্ব থেকে বিপ্লবী যুগের প্রারম্ভিক পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত। এই যুগ সন্ধিক্ষণে তাঁর প্রভাব য়োরোপীয় সভ্যতার গতিপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলো।

ভলতেরের জন্ম বুর্জোয়াকুলে ১৬৯৪-এর নভেম্বরে। ফ্রাঁসোয়া আরুয়ে তাঁর পিতা বলে পরিচিত কিন্তু ভলতের মনে করতেন তাঁর পিতা রশব্রুন এবং তাঁর জন্ম ফেব্রুআরিতে; নভেম্বরে নয়। ১৭০৪—১১ পর্যন্ত তিনি পারীর জেসুয়িট কলেজ লুই-ল্য-গ্রাঁতে শিক্ষালাভ করেন। এখানেই তিনি সাহিত্য, থিয়েটার ও সামাজিক জীবনকে ভালবাসতে শেখেন। পঞ্চদশ লুইএর মৃত্যুর পর রিজেন্টের আমলে রসিকতা ও বিদ্রূপাত্মক কবিতার জন্যে পারীতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ভলতের উপস্থিত না হলে সেদিনের কোনো মজলিসই

জমতো না। বিদ্রূপের ক্ষমতা তাঁর এমন স্বাভাবিক ও অপ্রতিরোধ্য ছিলো যে প্রভাবশালী মানুষকেও আক্রমণ করতে বাধতো না তাঁর। এভাবেই রিজেন্ট সম্পর্কে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করার ফলে তাঁকে ১১ মাস বাস্তিইয়ে কাটাতে হয় (১৭১৬)।

ইতিমধ্যেই ভলতের ফিলজফ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। বিভিন্ন সালতে তাঁর আনাগোনা। ১৭১৮-তে প্রকাশিত তাঁর প্রথম নাটক Oedipe সাফল্য লাভ করে। ১৭২৬-এ শেভালিয়ে দ্য রহাঁর সঙ্গে কলহের ফলে তাঁকে ইংলণ্ডে চলে যেতে হয়। তিনি সেখানে দু-বছরেরও বেশি সময় কাটান এবং ইংরেজী ভাষা বলতে ও লিখতে শেখেন। পোপ, কন্‌গ্রেভ ও সুইফ্‌-টের সঙ্গে এ-সময়ে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর মহাকাব্য Henriade তিনি রাণী কেরোলিনকে উৎসর্গ করেন। ইংরেজের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ঈর্ষণীয় বলে তিনি মনে করতেন।

১৭২৮-এর শেষে অথবা ১৭২৯ এর প্রথমদিকে তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ফটকা বাজারে সাফল্যের ফলে তিনি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। ১৭৩১-এ Histoire de Charles XII রচনা করেন। তাঁর Zaire নাটকটি অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। ১৭৩৪-এ Lettres Philosophiques প্রকাশিত হয়। এই স্বল্পপরিসর ও অসামান্য গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তা বিধৃত; আধুনিক মনের বিশিষ্ট প্রকৃতির সংজ্ঞাও তিনি এতে নির্দেশ করেন।

এই বই প্রকাশিত হওয়ার পর ভলতেরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়। মাদাম দ্য শাতলের সিরের প্রাসাদে তিনি আশ্রয় নেন। এ-সময় থেকে মাদামের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং এঁরা একত্রে বসবাস করতে থাকেন। ১৭৩৬-এ তার 'Le Mondain' প্রকাশিত হয়। ১৭৩৮-এ প্রকাশিত হয় E' léments de la philosophic de Newton। ১৭৪০-এ প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের আহ্বানে বের্লিন যান। ১৭৪৫-এ ভ্যর্সেইয়ে অকাদেমির সদস্য নিযুক্ত হন। প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের আহ্বানে ১৭৫০-এ প্রাশিয়া যাত্রা করেন। ১৭৫১-৫৩ পর্যন্ত তিনি সেখানে কাটান। দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের সঙ্গে কলহের ফলে তিনি বিরক্ত হয়ে চলে আসেন। কিন্তু পঞ্চদশ লুই তাঁকে পারী ফিরে আসতে নিষেধ করেন। বাধ্য হয়ে কিছুকাল তাঁকে জেনেভায় কাটাতে হয়। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর দুইটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ Le Siécle de Louis XIV ও L'E'ssai sur les moeurs রচনা করেন।

ভলতের বেশিদিন জেনেভায় থাকতে পারেন নি। এতকালের অস্থির জীবনের পর এবার তিনি স্থির হয়ে বাসা বাঁধতে চেয়েছিলেন। ১৭৫৮-তে সুইৎসারল্যাণ্ডের সীমান্তে ফ্যর্নেতে তিনি একটি সম্পত্তি কিনে সেখানেই

স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এ-সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস-কাঁদিদ রচনা করেন।

ইতিমধ্যে তাঁর খ্যাতি সারা য়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি এখন 'য়োরোপের সরাইওয়ালা'। ফ্যর্নেতে এখন য়োরোপের জ্ঞানীগুণী মানুষের আনাগোনা। বসওয়েল, কাসানোভা, গিবন ও পারীর দার্শনিকেরা ফ্যর্নেতে আসেন। ভলতের এখন য়োরোপের সংস্কৃতির মুকুটহীন রাজা। ফ্যর্নে তীর্থস্থান—এখানে ক্রমাগত ভিড় করতো জর্মন, ইতালীয়, স্প্যানিশ, রুশ ভ্রমণকারীরা। একবার ফ্যর্নে ঘুরে না গেলে সেদিনের য়োরোপীয় যুবকের শিক্ষা সমাপ্ত হতো না।

ফ্যর্নেতে বাসা বাঁধার পর ভলতেরের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হল 'এই কলঙ্ক' যা তিনি মুছে দিতে চেয়েছিলেন। 'এই কলঙ্কের' অর্থ চার্চ। তাঁর কাছে চার্চ ধর্মান্ধতার নামান্তর। অথচ তিনি নাস্তিক ছিলেন না। ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এ-সময় তিনি Traité sur la tolérance ও le Dictionnaire philosophique portatif লেখেন। স্বরচিত নাটক Irene-এর রিহার্সাল পরিচালনা করার জন্যে তিনি ২৮ বছর পরে ফেব্রুআরিতে (১৭৭৮-এ) পারী ফিরে আসেন। যেদিন Irene নাটকের অভিনয় হয়, সেদিন বক্সে ভলতেরকে বিজয়মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়। ৩০শে মে তাঁর মৃত্যু হয়।

৪। দালেম্বেয়ার: Alembert, Jean le Rond d' (১৭১৭—১৭৮৩)

মাদাম দ্য তাঁস্যাঁর (Madame de Tencin) অবৈধ সন্তান। পিতা শেভালিয়ে দেস্তুশ (le chevalier Destouches) গোলন্দাজবাহিনীর কমিসার-জেনারেল ছিলেন। তিনি সযত্নে দালেম্বেয়ারকে শিক্ষা দেন। ৩২ বছর বয়সে দালেম্বেয়ার বিজ্ঞান-অকাদেমির এবং ১৭৫৪-তে অকাদেমি ফ্রাঁসেজের সদস্য হন। তিনি রুশসম্রাজ্ঞী ক্যাথরিনের পুত্রের শিক্ষকের পদগ্রহণে অসম্মত হন। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিক তাঁকে বের্লিন অকাদেমির সভাপতি হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি এই আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ; le Discours préliminaire de l'Encyclopédie এবং আরো অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, যথা E'ssai sur la Société des gens de lettres et les grands (1753), E'ssai sur les éléments de philosophie et sur les principes des connaissances humaines (1759), De la Destruction des jesuites (1755) E loge des membres de l'Academie Francaise। ১৭৭২-এ তিনি অকাদেমি ফ্রাঁসেজের স্থায়ী কর্মসচিব নিযুক্ত হন।

৫। ফেনলঁ : Fénelon, Francois de Salignao de La Mothe (১৬৫১—১৭১৫)

কাঁব্রের আর্চবিশপ। দ্যুক দ্য বুর্গইঁনের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই ছাত্রের জন্যে তিনি Fables, Dialogue des morts, এবং তাঁর বিখ্যাত Télémaque রচনা করেন। শেষোক্ত বইয়ে চতুর্দশ লুইএর শাসনের সমালোচনা ছিলো। এই বই প্রকাশিত হওয়ায় তার ওপর রাজা রুষ্ট হন। বস্যুয়ের সঙ্গে পত্রযুদ্ধের ফলে তাঁকে রোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পূর্বোক্ত গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : Traité de l'éducation des filles, Traité de l'éxistence et des attributs de Dieu. la Lettre sur l'occupation de l'Academie, Dialogues sur L'éloquence, des Maxims des saints etc।

৬। বস্যুয়ে : Bossuet, Jacque-Benigne (১৬২৪—১৭০৪)

মেয়োর বিশপ। বিখ্যাত বাগ্মী। ইংলণ্ডের রানী ক্রান্সের অঁারিয়েতের, অর্লিয়াঁর ডাচেসের, এবং আরো অনেকের অন্ত্যেষ্টিভাষণের জন্যে তিনি বিখ্যাত। তাঁর অলংকৃত ও অনুপ্রাণিত ভাষার মহত্তম প্রকাশ তাঁর Sermons-এ। যুবরাজের শিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর জন্যে Discours sur l'Histoire Universelle এবং Politique tirée de l'Ecriture sainte রচনা করেন। এই সব গ্রন্থে তিনি রাজার দৈব অধিকার সমর্থন করেন। তাছাড়া তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ Variations des Eglises protestantes-এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ১৬৮২-তে ফরাসী যাজক-দের বিখ্যাত সম্মেলনে তাঁর প্রেরণাতেই পোপের আধিপত্য থেকে ঐহিক শক্তির ও গ্যালিকান চার্চের স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৭। মঁতেস্কিয়ো : Montesquieu, Charles de Secondat, baron de la Bréde (১৬৮৯—১৭৫৫)

ব্র্যাদের শাতোয় জন্ম। হালকা অশ্বারোহীবাহিনীর ক্যাপ্টেনের পুত্র। বর্দোয় আইনের শিক্ষালাভ করেন। ১৭১৪-এ বর্দো পার্লমঁর সদস্য হন। উত্তরাধিকারসূত্রে খুল্লতাতের পদলাভ করেন। বিচারালয়ের প্রেসিডেন্ট হন ১৭১৬-এ। ১৭২১-এ Letters Persanes প্রকাশিত হয়। ১৭২২ থেকে ১৭২৫ পর্যন্ত তিনি পারীর অভিজাত সমাজে মেশেন, ল্যাঁত্রেসল (l'Entresol) ক্লাবে যাতায়াত করেন। ১৭১৫-এ le Temple de Gnide প্রকাশিত হয়। ১৭২৮ থেকে ১৭২৯ পর্যন্ত তিনি ইতালি, জর্মনি, অষ্ট্রিয়া, সুইৎসারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ভ্রমণ করেন; ১৭২৯ থেকে ১৭৩১ পর্যন্ত ইংলণ্ডে কাটান। ১৭৩১ থেকে ১৭৩৪ পর্যন্ত লা ব্র্যাদে বাস করেন। এ-সময় তিনি Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur

décadence লেখেন। ১৭৩৫ থেকে ১৭৪৮ এই কয় বছর তিনি কখনো লা ব্র্যাদ, কখনো পারীতে কাটান, সার্লতে যাতায়াত করেন। ১৭৪৮-এ L'Esprit des Lois লেখেন ; বিশ্বকোষের জন্যে Gout নামক প্রবন্ধ লেখেন ১৭৫৪-তে। তাঁর Les Considerations নামক গ্রন্থে ইতিহাসদর্শন আলোচিত, ইতিহাস নয়। মঁতেসকিয়ো এই গ্রন্থে রোমান ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় এবং প্রকৃত ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রের তাৎপর্যের বিশ্লেষণ, যে-নিয়তি মানুষের বুদ্ধিকে কেড়ে নেয়, ভুলের জন্যে যে-দারুণ মূল্য দিতে হয়, যে-পথে সে-যুগের মানুষেরা গেছে অথবা যে-পথে তারা যেতে চায়নি অথচ তাদের যেতে হয়েছে, এই সব কিছুর নিহিতার্থ খুঁজে বার করার জন্যেই তিনি যাত্রা করেছেন।

লেস্প্রি দ্য লোয়ায় তিনি তাঁর যাত্রার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন : "আমি প্রথম মানুষকে পরীক্ষা করে দেখেছি। মানুষের আইন ও রীতিনীতির অনন্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মানুষ শুধুমাত্র কল্পনার দ্বারাই চালিত হয় নি। আমি এ-সব কিছুর পশ্চাতে নীতি উপস্থাপিত করেছি এবং দেখেছি বিশেষ ঘটনাসমূহ খুব স্বাভাবিকভাবেই এই নীতির সঙ্গে মিলেছে। সব জাতির ইতিহাসই ধারাবাহিকতার ইতিহাস ; প্রত্যেক বিশেষ আইন আর অন্য আইনের সঙ্গে গাঁঠছড়াবাঁধা অথবা অন্য একটি সাধারণ আইনের ওপর নির্ভরশীল। মঁতেসকিয়ো সদর্থক আইন খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছিলেন, যে-আইন সমাজের লৌকিক আইনের উৎস। দেশের ভূগোল, আবহাওয়া—শীতপ্রধান, গ্রীষ্মপ্রধান অথবা নাতিশীতোষ্ণ—জমির গুণাগুণ, দেশের পরিস্থিতি, মহিমা, মানুষের জীবনধারণের মানের সঙ্গে এই আইনকে সম্পর্কিত হতে হবে ; দেশবাসীর ধর্ম, প্রবণতা, ঐশ্বর্য, জনসংখ্যা, বাণিজ্য, আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি থাকতে হবে। অর্থাৎ আইনের উৎসের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এইসব দৃষ্টিকোণ থেকেই আইনের বিচার করতে হবে। এই গ্রন্থে আমি তাই করতে চেয়েছি। এইসব একত্রিত হয়ে যা দাঁড়ায় তাকেই আমি আইনের নিহিতার্থ (l'Esprit des Lois) বলি।"

মঁতেসকিয়োর এই চিন্তা অত্যন্ত আধুনিক সন্দেহ নেই ; কিন্তু অন্য অর্থে মঁতেসকিয়োর চিন্তাকে গভীরভাবে প্রতিক্রিয়াশীলও বলা যেতে পারে। তৎকালীন সমস্যা সমাধানের জন্যে তিনি এমন একটি আদর্শের ওপর নির্ভর করেছিলেন যা অভিজাতসম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগসুবিধা রক্ষার কাজে নিয়োজিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মঁতেসকিয়ো সম্পর্কে যা মনে রাখতে হবে তা হলো : তাঁর লেস্‌প্রি দে লোয়া সমাজ ও জগৎকে বুঝবার একটি চাবিকাঠি।

৮। বুফঁ : Buffon, Comte de (Georges Louis Lecrec, 1707—1788)

বুর্জোয়াকুলজাত কিন্তু জীবনব্যাপী সাধনার ফলে শেষ পর্যন্ত অভিজাত

কৌলীন্য অর্জনে সমর্থ হন। তাঁর প্রপিতামহ শল্যচিকিৎসক, পিতামহ চিকিৎসক ও পিতা সামান্য রাজকর্মচারী ছিলেন। উচ্চকুলে বিবাহের পর তাঁর পিতার সামাজিক উত্থান শুরু হয়। ক্রমে তিনি বুরগইঁনের পার্লমর সদস্য হয়ে বুফঁর ভূম্যধিকারী হন। সেই থেকে বুফঁ নামের উৎপত্তি। এভাবেই উদ্যমী বুফঁ-পরিবারের ক্রমিক উত্থান।

বুফঁ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। কারণ, সংস্কার মানুষকে সমভাবে সুখী না করলেও অসমভাবে অসুখী করার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়। তাঁর জীবনের প্রধান প্রেরণা বিজ্ঞান। ৩২ বছর বয়সে (১৭৩৯) তিনি রাজোদ্যানের আতঁদ্যাঁ নিযুক্ত হন। এ-সময় থেকে তাঁর জীবন নতুন পথে মোড় নেয়; একটি বিরাট গ্রন্থ—L'Histoire naturelle—রচনার কাজে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থের প্রথম তিনটি খণ্ড ১৭৪৯-এ প্রকাশিত হয় এবং ষড়ত্রিংশৎ ও সর্বশেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর কিছু পরে ১৭৮৯-এ। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে বুফঁর জীবনের ছন্দ স্থির, অতি নিয়মিত। প্রতিটি দিন এক অপরিবর্তনীয় নিয়মের শৃঙ্খলে বিধৃত। অসমী অধ্যবসায়ে নিজের কাজ করে যেতেন। তিনি লিখেছেন, ধৈর্য ধরার শক্তিই প্রতিভা। সারা জীবন ধরে এই ধৈর্যেরই পরীক্ষা দিয়ে গেছেন তিনি। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি যে নতুন পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন, তা পরবর্তী লেখকদের কাছে আলোকবর্তিকার মতো। বিশ্বজগতে যা কিছু আছে—জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ—সবই বুফঁর বিপুলায়তন ইতিহাসের অন্তর্গত। তাঁর মতে প্রকৃতিকে পিরামিড বলে কল্পনা করা যেতে পারে। এই পিরামিডের শীর্ষে ঈশ্বর, ভিত্তি খনিজ পদার্থ। মধ্যে সুগঠিত প্রাণী। অতএব বুফঁর সিদ্ধান্ত: সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তর্লীন পারস্পরিকতার অদৃশ্য ব্যঞ্জনা প্রকৃতির মহত্তম কীর্তি। বিজ্ঞানের কাজ শুধুমাত্র বাস্তবের যথাযথ বর্ণনা নয়, বাস্তবের মূলীভূত কারণ ও মৌল নিয়মের আবিষ্কার। প্রকৃতি যে ইতিহাসের পরিণাম তার পুনর্নির্মাণই বিজ্ঞানের কর্তব্য। ইতিহাসে জীবজগতের ক্রমিক বিবর্তনের কাহিনী বিধৃত, এই চেতনা বুফঁর ছিলো। অন্যদিকে মানবিক বুদ্ধির মৌলিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রকৃতিকে বশীভূত করার শক্তি-সম্পর্কেও তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। বুফঁর l'Histoire naturelle মানুষের জয়গানে মুখর। বিশ্বকোষের লেখকদের রচনায় বুফঁর l'Histoire naturelle এর ঘন ঘন ও দীর্ঘ উদ্ধৃতি। তাঁর কারণ এঁরা জানতেন যে, বুফঁ বুদ্ধিবিভাসা-আন্দোলনের সমর্থক। জ্ঞানতপস্বীর জীবনব্যাপী সাধনালব্ধ বাণীতে মানবিক মহিমার জয়গান উৎসারিত।

১। মাশোল দার্নুভিল: Machault D'Arnouville, Jean Baptiste (১৭০১—১৭৯৪)

পঞ্চদশ লুইএর আমলে অর্থদপ্তরের সাধারণ নিয়ামক। তিনি সাধারণ

মানুষ ও অভিজাত প্রত্যেকের আয়ের ওপর ভ্যাঁতিয়েম নামক কর বসাতে চেয়েছিলেন। কর-সাম্যের নীতির সমর্থক ছিলেন তিনি।

১০। ভ্যাঁতিয়্যাম—(Vingtiéme)

রাজকীয় প্রত্যক্ষ কর। ১৭৪৯-এ এই কর বসানো হয়। দিজিয়্যাম নামক করের পরিবর্তে এই করের প্রবর্তন করা হয়। করের পরিমাণ : সব রকম আয়ের ২০ শতাংশ।

১১। বিশ্বকোষ : Enclopédie, l'

প্রথম দিকে Cyclopedia কিংবা Universal dictionary of Sciences এর মতো একটি বিশ্বকোষের পরিকল্পনা ছিলো। দিদেরোর প্রেরণায় শেষ পর্যন্ত এটি একটি মৌলিক গ্রন্থে পরিণত হয়। দিদেরো একটি বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা এই বিশ্ব-কোষের আবির্ভাব ঘোষণা করেন। দালেম্বেয়ারের দিস্‌কুর প্রেলিমিনের নামক নিবন্ধ এই বিশ্বকোষের মুখবন্ধ। বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ড ১৭৫১-এর জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় খণ্ড অক্টোবরে। কিন্তু তারপর রাজপরিষদের আদেশে এই গ্রন্থের প্রকাশ ১৮ মাসের জন্যে বন্ধ থাকে। পরবর্তী ৪ খণ্ড বিনা বাধায় প্রকাশিত হয়। সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৫৭-তে। ১৭৫৯-এ রাজপরিষদের আদেশে প্রকাশিত খণ্ডসমূহের প্রচার বন্ধ হয়। এরপর দালেম্বেয়ার হতাশ হয়ে এই কাজে বিরত হন। কিন্তু দিদেরো সরকারের, বিশেষত মালশ্যর্বের, মৌন সম্মতি নিয়ে কাজ চালিয়ে যান। ১৭৬৫-তে শেষ দশখণ্ড এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়। সঙ্গে প্রকাশিত হয় ছবির প্লেটের পাঁচ খণ্ড। ১৭৭২-এ প্রকাশিত হয় ছবির প্লেটের আরো ছয় খণ্ড। দিস্‌কুর প্রেলিমিনেরে দালেম্বেয়ার বিশ্বকোষের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন: যে-কাজ আমরা আরম্ভ করেছি তার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ : বিশ্বকোষরূপে মানবিক জ্ঞানের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ; বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ অভিধান-রূপে এই তিনটি শাখার ভিত্তি যে-সাধারণ নিয়ম তার ব্যাখ্যা। আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় আমাদের জ্ঞানের উৎস ও পিতৃপরিচয় নির্ধারণ।

১২। দিদেরো : Diderot, Denis (১৭১৩—১৭৮৪)

দিদেরোর স্থান বুদ্ধিবিভাসা-আন্দোলনের পুরোভাগে। একাধারে দার্শনিক, লেখক, সমালোচক ও শিল্পী দিদেরোকে সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। দিদেরো দীর্ঘকাল 'নবীন ও উন্মাদ' (jeune et fou) ছিলেন। কঠিন শ্রমের মূল্যে তিনি শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া ভদ্রলোকে পরিণত হন এবং বিত্তশালী ব্যাঙ্কমালিক ও করসংগ্রাহকের সমাজে গৃহীত হন। মেয়ের বিয়ে দেন বনেদী লাংগ্রোয়া পরিবারে। Pensées Philosophiques ও La Promenade d'un Sceptique থেকে Rêve de d'Alembert-এ এসে দিদেরোর চিন্তা সুনির্দিষ্ট হয় ও গভীরতা লাভ করে।

বিভিন্ন দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনা থেকে তিনি ক্রমশ নানা সমস্যার দ্বন্দ্বমূলক বিচারে পৌঁছোন এবং জড়বাদী নাস্তিকে পরিণত হন। কিন্তু তৎকালীন নানা স্ববিরোধিতার সমাধানের জন্যেই তিনি এই তত্ত্বে পৌঁছোন। এখানেই দিদেরোর মৌলিকতা। তিনি প্রধানত গতিশীলতার ব্যাখ্যাকার এবং এই ব্যাখ্যা মানুষের ভিতরের ও বাইরের পরিবর্তন, মানুষের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে গভীর মননপ্রসূত। তিনি কোনো পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব রচনা করেন নি, বিশ্বজগতের কোনো সুশৃঙ্খল, সুসমন্বিত রূপরেখাও আঁকার চেষ্টা করেন নি। তাঁর চিন্তা স্ববিরোধিতাপূর্ণ, এবং এ-সম্পর্কে তিনি সচেতন। দিদেরো চেয়েছিলেন মানুষ তার অখণ্ড সমগ্রতায় তাঁর দার্শনিক অন্বেষার কাছে ধরা দেবে। সুতরাং দিদেরোর জড়বাদ নাস্তিক্যের যুক্তিসহ ভিত্তিমাত্র নয়। শারীরতত্ত্ববিদ্‌দের আহৃত জ্ঞান অবলম্বন করে দিদেরো জড়বাদের দুটি প্রধান সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছিলেন: অচেতন জড় পদার্থের জীবন্ত পদার্থে উত্তরণের সমস্যা ও জীবন্ত পদার্থের সংগঠনের সমস্যা। খ্রীষ্টীয় দ্বৈতবাদের পরিবর্তে তিনি জড়বাদী অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা। কিন্তু মানুষ তার জৈবিক সংগঠনের দ্বারা সংকীর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত, মানুষের চিন্তা ও কর্ম বস্তুর আন্দোলনের প্রতিফলন মাত্র, এই যান্ত্রিক জড়বাদ থেকে দিদেরোর প্রত্যয় অনেক দূরে। তাঁর মতে এ-জাতীয়, জড়বাদী নিয়ন্ত্রণবাদ মানুষের স্বাধীনতার অস্বীকৃতি। পরিপার্শ্বের পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের সহজাত। এই ক্ষমতাই মানুষকে মনুষ্যত্ব দিয়েছে, অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করেছে।

দিদেরোর চিন্তায় রোমাণ্টিক অভিজ্ঞতার প্রাধান্য। এই অভিজ্ঞতা তাঁর দার্শনিক প্রত্যয়কে জীবন্ত করে তুলেছে। দিদেরোর মতে মানুষ কোনো বিমূর্ত নীতি অনুসরণ করে জীবনযাপন করে না। সুখের অভীপ্সাই একমাত্র নৈতিকতা। এই অভীপ্সার প্রচণ্ড আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলো la Religieuse অথবা Jacques le Fataliste। উপন্যাসে ও ছোটো গল্পে যেখানে দিদেরো জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যেই তাঁর নৈতিকতা খুঁজতে হবে। কারণ, একমাত্র জীবনের অভিজ্ঞতার স্তরেই তাঁর নৈতিকতা অর্থময় হয়ে ওঠে। দিদেরোর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা: Prospectus de l'Encydopédie; le fils naturel on les epreuves de la vertu, Entretien avec le fils naturel: Dorval et moi; Essai sur la vie de Sénèque; Essai sur les règnes de Claude et de Neron; Refutation d'Helvetius প্রভৃতি।

১৩। রুশো: Rousseau, Jean Jacques (১৭১২—১৭৭৮)

জেনেভার জন্ম। বিষন্ন, স্বপ্নালু ও কল্পনাবিলাসী রুশোর দ্বারা ফরাসী বিপ্লব ও রোমাণ্টিক মতবাদ অনুপ্রাণিত। রুশো কোনদিন স্থির হয়ে বসেন নি। তিনি আজীবন ভ্রাম্যমান। যুক্তিবিভাসিত দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র

দিদেরোর সঙ্গেই তাঁর সম্প্রীতি ছিলো। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে নি। জীবনের শেষ দিকে তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। Discours sur les sciences et les arts প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পারীর বিভিন্ন সালঁর দরজাও তাঁর জন্যে খুলে যায়। কিন্তু তাতে তাঁর জাগতিক সাফল্য অথবা বিত্ত আসে নি। কারণ সাফল্য অথবা বিত্ত কোনোটাই তিনি চান নি। তিনি দরিদ্র ও স্বাধীন থাকতে চেয়েছিলেন। চিরকাল তাই ছিলেন। Du Contrat Social ও E mile লেখার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়। বাধ্য হয়ে রুশোকে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে যেতে হয় ন্যয়শাতেল-এ। এখানেও তিনি স্থায়ী হতে পারেন নি। ১৭৬৬-তে তিনি ডেভিড হিউমের সহায়তায় ইংলণ্ডে চলে যান। ডেভিড হিউমের সঙ্গে কলহের ফলে তিনি ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয় নি। অতএব তিনি ছদ্ম-নামে নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে কাটান। ১৭৭৮-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬২ এই কয়েকটি বছর রুশোর জীবনের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল সময়। Letter à M. d'Alemhert, Julie ou la Nouvelle Heloise, Du Contrat Social; Emile on De l'Education প্রভৃতি এ-সময়েই রচিত হয়। জীবনের শেষভাগে তিনি তাঁর আত্মচরিত les Confessions রচনা করেন। যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তা প্রকাশিত হয় নি।

রুশোর মূল বক্তব্য : মানুষ স্বভাবতই সৎ ও সুখী : কিন্তু সমাজ তাকে অসুখী ও অধঃপতিত করেছে। রুশো E'mile-এ মানুষের স্বাভাবিক সহৃদয়তার কথাই বলেছেন ; পাপ ও ভ্রান্তি মানুষের স্বভাবের মধ্যে নিহিত নয়। দুইই বাইরে থেকে মানুষের ভিতরে এসে তাকে তার অজ্ঞাতসারে পরিবর্তিত করেছে। আদিম অবস্থায় যখন সমাজ সৃষ্টি হয় নি, তখন মানুষ ছিলো সুখী ও প্রাজ্ঞ। এই অবস্থা থেকে সে যতো সরে এসেছে, ততোই তার অন্ধতা, দুঃখ ও কুপ্রবৃত্তি বেড়েছে। রুশো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন যে যশ ও আড়ম্বর, যেখানে আমরা সুখ খুঁজি, তা আমাদের ভ্রান্তি ও দুঃখের দিকে নিয়ে যায়। অথচ যে-আদিম অবস্থায় মানুষ সুখী ছিলো, সেই আদিম সাম্যের অপাপবিদ্ধ জীবনে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সভ্যতার ব্যাধিতে পীড়িত মানুষকে সেই আদিম সরল জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া রুশোর লক্ষ্য নয়। তিনি চেয়েছিলেন মনুষ্যজাতির যুগপৎ সামাজিক প্রগতির দিকে দ্রুতগতি ও অধঃপতন রোধ করতে। সমাজ পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে আর মানুষ অধঃপতিত হচ্ছে—এই বৈপরীত্যের দিকে রুশো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁর সমালোচকদের অনেকেই তা ভুলে যান। তাঁদের অভিযোগ রুশো মানুষকে আদিম বর্বরতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা সব ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলেন। রুশো তা চান নি।

সামাজিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের সমষ্টিগত ইচ্ছার মধ্যে নিহিত, রাজার দৈব অধিকারের মধ্যে নয়; Du Contrat Social-এর এই প্রতিপাদ্য বিষয়। গণতন্ত্রের মূল নীতির কথাই এখানে বলা হয়েছে।

রুশো চিন্তাশীল লেখকমাত্র নন, সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীল লেখক। তাঁর লেখায় প্রগাঢ় উষ্ণতা ও সজীবতা, সুদূরের জন্যে এমন বিষণ্ণ স্মৃতিকাতরতা, মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভবের এমন কোমল বিশ্লেষণ তৎকালীন কোনো লেখকের মধ্যেই ছিলো না।

১৪। পার্লম : Parlement

ফ্রান্সের উচ্চ বিচারালয়। পূর্বতন ব্যবস্থায় নিবন্ধীকরণ ও প্রতিবাদের অধিকারের বলে পারীর পার্লমঁ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু শুধু পারীরই পার্লমঁরই নয়, অন্যান্য পার্লমঁরও এই ক্ষমতা ছিলো। ফ্রান্সে সবশুদ্ধ তেরটি পার্লমঁ ছিলো। পারী, তুলুজ, গ্রেনোব্‌ল্‌, বর্দো, দিজঁ, রুয়াঁ, এক্স, রেন, পো, মেজ্‌, ব্যাসাঁস, দুয়ে ও নাঁসি—এই তেরটি শহরে পার্লম ছিলো। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েকটি প্রদেশ ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই সব প্রদেশে পার্লমঁ ছিলো না, ছিলো উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পর্ষদ। এই প্রদেশগুলি হলো ল্য রুসিলঁ, আর্তোয়া, লা কর্স। পার্লমঁর মতো এই সব পর্ষদেরও বিচারের ও অন্যান্য অধিকার ছিলো।

১৫। তুর্গো—১নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬। নেকের : Necker Jacques (১৭২৩—১৮০৪)

জেনেভার ব্যাঙ্কমালিক। ১৭৭৬ থেকে ১৭৮১, ১৭৮৮ থেকে ১৭৮৯-এর ১২ই জুলাই এবং ১৭৮৯-এর ১৫ই জুলাই থেকে ১৭৯০-এর ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সের অর্থদপ্তরের প্রধান নিয়ামক। মাদাম দ্য স্তায়েলের পিতা।

১৭। মালশ্যাব : Malesherbes, Chrétien Guillaume de Lamognon de (১৭২১—১৭৯৪)

পার্লমঁ সদস্য। পরে পারীর কুর দেজেদের প্রেসিডেন্ট। ১৭৫০ থেকে ১৭৯৪ পর্যন্ত পুস্তকব্যবসা-পরিচালনার দায়িত্ব ছিলো তাঁর ওপর। তিনি বিশ্বকোষ গোষ্ঠীর রক্ষক। কয়েকবার বিশ্বকোষকে ভরাডুবি থেকে রক্ষা করেন।

মালশ্যাবের উল্লেখযোগ্য রচনা : Lettres sur la révocation de l'E'dit de Nantes, des observations sur l'Histore neturelle de Buffon, Mémoires sur la Libralrie et la liberté de la presse।

সন্ত্রাসের যুগে সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসাবে গ্রেপ্তার হন এবং গিলোটিনে প্রাণ দেন।

১৮। সাল : Salon

পারীর ফ্যাশনদুরস্ত রমণীরা যে-কক্ষে অতিথিদের অভ্যর্থনা করতেন, সেই কক্ষকেই সাঁলবলা হতো। সাধারণত এই রমণীরা সুন্দরী, সুরসিকা ও নানাগুণসম্পন্না হতেন এবং তাঁদের সাঁলতে দেশবিদেশের গুণীজনের সমাবেশ হতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাদাম দ্যু দ্যার্ফ্যার সাঁলর নাম করা যেতে পারে।

১৯। কাফে (Café) : পারীর কফিখানা

পারীর জনতার সঙ্গে কলকাতার জনতার অনেক মিল। কলকাতার মানুষের মতোই পারীর মানুষ হাসিখুশী, হৈচৈর ভক্ত। জর্মন পুস্তক বিক্রেতা ও লেখক কাম্পে ১৭৮৯-এ ব্রুনজ্‌ভিক থেকে পারী এসেছিলেন। তিনি পারীর জনতার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা কলকাতার জনতার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। তিনি লিখেছেন: পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষের চেয়ে পারীর মানুষ হাসিখুশী, হট্টগোলপ্রিয়। রাস্তায় প্রত্যেকেই কথা বলছে, গান গাইছে, হৈচৈ করছে, শিস দিচ্ছে। আমাদের দেশের মানুষের মতো এরা চুপচাপ রাস্তা দিয়ে হাঁটে না। তাছাড়া, রাস্তার গণ্ডগোল ছাপিয়ে রাস্তার অসংখ্য হকার ও ছোট ব্যবসায়ীর চীৎকার শোনা যায়। হট্টগোল এমন সাঙ্ঘাতিক যে কানে তালা লেগে যায়।

কলকাতার মতোই পারীর চুপচাপ থাকার অভ্যাস কোনোকালে নেই। ১৭৮৯-এর গ্রীষ্মকালে যখন স্টেট্‌স্‌-জেনারেলের অধিবেশন শুরু হল তখন চুপ করে থাকার কোন প্রশ্নই ছিলো না। পারীতে রাজনৈতিক ক্লাব গড়ে উঠছে, সেখানে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে। আর পারীর কাফে অর্থাৎ কফিখানায় তর্কবিতর্কের ঝড় উঠছে।

১৭৮৯-এর গ্রীষ্মকালকে পারীর কফিখানার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এ-যুগে পারীর প্রত্যেক কফিখানাতেই ভিড়। প্রত্যেক কাফেতেই তর্কের ঝড়; উদ্দাম বিতর্কে গলা শুকিয়ে গেলে পানপাত্রে চুমুক দিয়ে তৃষ্ণা মেটাত কফিখানার খদ্দেররা। পানপাত্র, শুধুই কফির কাপ নয়। তার কারণ, পারীর কাফেতে কফিই একমাত্র পানীয় নয়। নানা ধরনের মদও পরিবেষণ করা হত।

পালে রয়াইয়ালের বিখ্যাত কাফে কাভোর সামনে রাত্রি দুটো পর্যন্ত জমাট ভিড় থাকত। কাছাকাছি ছিলো কঁতি কাফে ও আরো অন্যান্য কাফে। র্যু দে বঁজাফাঁতে ছিলো কাফে দ্য ভালোয়া। সেখানে সাধারণত ফইয়ঁ্যা ক্লাবের সদস্যরা যেতেন। জাকব্যাঁরা যেতেন কাফে করজ্জোতে। তাঁদেরই আধিপত্য সেখানে। বুসত, কল-দেরবোয়া প্রায়ই যেতেন এই কাফেতে। কিন্তু পালে দ্য রয়াইয়ালের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কাফের নাম কাফে দ্য ফোয়া।

পালে রয়াইয়ালই শুধু নয়, পারীর সর্বত্রই কাফে ছড়ানো। স্যানের বামতীরের বিখ্যাত কাফে প্রকপের নাম এ-সময় কাফে জর্জি। রু্য দ্য তুর্নঁর কাফে দেজারে অদের্ঁ জেলার চরমপন্থীদের জমায়েত হত। মধ্য-পন্থীরা আসত রু্য দ্য সেভ্‌র-এর কাফে দ্য লা ভিক্‌তোয়ারে।

দক্ষিণ তীরের কাফের মধ্যে রেজঁস দ্য লা মনাইর খ্যাতি ছিলো। তা ছাড়াও ছিলো কাফে দ্য জঁ্যা-বার এ দ্যু প্যার দ্যুসেন, কাফে দে বেঁ সিনোয়া। কাফে দ্য লা সেঁ-মার্তঁ্যার যাতায়াত করত শান্ত ভদ্রলোকেরা যারা রাজনীতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না।

পারীর বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন কফিখানা বেছে নিয়েছিলো। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদেরও চিহ্নিত কাফে ছিলো। মোট কথা, পারীতে সব রুচির মানুষের জন্যে সব রকমের কাফে ছিলো।

কিন্তু কাফের মালিকদের শুধু লাভই ছিলো, ঝুঁকি ছিলো না, তা নয়। যখন তর্কের ঝড় উঠত, তখন কাপ প্লেট আকাশে উড়ত। এই জাতীয় ক্ষতি ক্ষতির মালিককে সহ্য করতে হত। কারণ, যারা কাফেতে আসত, তারা নিয়মিত খদ্দের। মোটা লাভ হত তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। সুতরাং মাঝে মাঝে ভাঙচুর হলে তা নিয়ে হৈচৈ করতেন না কাফের মালিক।

জাতীয় রক্ষিবাহিনী গঠিত হওয়ার পর কাফেগুলিতে সব সময় ভিড় লেগেই থাকত। এই বাহিনী শুধু পারীর লোক নিয়ে গঠিত হয়নি। ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশের লোক ছিলো এই বাহিনীতে। অধিকাংশ সময়েই এদের কোনো কাজ থাকত না। রাস্তার কোণে যে কাফে চোখে পড়ত সেখানে এরা গলা ভিজিয়ে নিত।

সুতরাং পারীর কাফের সুসময় এল বিপ্লবের আদি যুগ থেকেই। বিপ্লবী যুগে পারীর এই একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান যা পারীর সর্বস্তরের মানুষ সমভাবে উপভোগ করেছে। বিপ্লবের বিভিন্ন পর্বে সরকার পালটেছে, রক্ত নিয়ে হোলিখেলা হয়েছে। কিন্তু কখনোই পারীর কাফের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়নি। দারুণ দুর্যোগের দিনেও এখানে মানুষ পানপাত্র হাতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে। আজও পারীর কাফে পারীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

২০। রেনাল : Raynal, L'abbé Guillaume (১৭১৩—১৭৯৬)

ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। স্যাঁ-জেনিয়েতে জন্ম। Histoire des établissements des Européens dans les deux Indes নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক।

২১। মাব্‌লি : Mably, Gabriel Bannot de (১৭০৯—১৭৮৫)

গ্রেনোবলের পার্লমঁর সদস্যের পুত্র, কঁদিলাকের অগ্রজ এবং সেঁ সুলপিসের সেমিনারির ছাত্র। মাদাম দ্য তাঁস্যার স্যাঁতে যাতায়াত ছিলো

তাঁর। সেই সূত্রে কার্দিনাল দ্য তাঁস্যার সচিব হন। পরে বিদেশ দপ্তরের সচিব হন। ফলে বেশ কয়েক বৎসর ধরে য়োরোপীয় রাজন্যবর্গের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। তারপর কিছুদিন রাজনীতি থেকে সরে যান, নির্জন বাস করেন এবং প্রচুর লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে : **Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique, 1763 ; Doutes proposés aux philosophers économiste sur l'ordre nature des sociétés politiques. 1768 ; De la Legislation ou Principes des lois, 1776 ; Des droits et des devoirs du citoyen.**

মাব্‌লির রাজনৈতিক চিন্তার সূত্রপাত হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক সমালোচনায়। তিনি নিজেকে অভিজাত সামন্তপ্রভুদের সমালোচনায় সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি সব বিত্তবান শ্রেণীকেই সামাজিক অবিচারের জন্যে দায়ী করেছেন। আধুনিক সমাজের মৌলিক পাপ সামাজিক অসাম্য। সমাজের সব মানুষের সুখের অধিকার আছে। আদিম সমাজ সুখী ছিলো কারণ সেখানে সাম্য ছিলো। সামাজিক সাম্য ও সম্পত্তির সামাজিকীকরণ সমভাবে সমাজের আদিমরূপ এবং সাধারণ মানুষের সুখের আবশ্যিক শর্ত। আধুনিক সমাজের যত পাপ, যত দুঃখ সব কিছুর মূলে স্থাবর সম্পত্তি। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু তা অনেক দূরের কথা কারণ বিরুদ্ধ শক্তি অনেক প্রবল। মাব্‌লি অনালোকিত ফরাসী জনসাধারণের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী নন। মঁতেসকিয়োর আভিজাতিক মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদ হল : প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র তাঁর আদর্শ। তৎকালীন ফ্রান্সের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে তিনি সম্পত্তিকে অস্বীকার করেন নি। তিনি স্থাবর সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর কর বসিয়ে সামাজিক অসাম্য দূর করার কথা বলেন। অথচ তিনি দরিদ্রদের রাজনৈতিক সমতা দিতে চাননি। তাঁর চিন্তার স্ববিরোধিতা এখানে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর রচনার কোনো প্রভাব পড়েনি একথা বলা চলে না। সামাজিক অসাম্যের সমালোচনা সমভাবে জাকবাঁদের ও বাব্যয়ফ্‌কে প্রভাবিত করেছিলো।

১১। কঁদর্সে : **Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritas, Marquis de** (১৭৪৩—১৭৯৪)

বিখ্যাত গণিতবিদ ও দার্শনিক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **Esquisse d'un tableau historique des progress de l'esprit humaine**। এই গ্রন্থকে মানবিক চেতনার অন্তহীন অগ্রগতির ইতিহাস বলা চলে। রাজার ভারেনে পলায়নের পর তিনি প্রজাতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী হন। বিধানসভায় ও কঁভঁসিয়ঁর সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি জিরঁদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত

করেছিলেন। ১৭৯৩-এ মঁতাঞিয়াররা যুক্তরাষ্ট্রবাদী বলে যে সংবিধানিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তা মুখ্যত তিনিই প্রণয়ন করেছিলেন। ১৭৯৩-এর মঁতাঞিয়ার সংবিধান সমালোচনার জন্যে নিন্দিত হন এবং কিছুকাল লুকিয়ে থাকেন। ১৭৯৪-এর মার্চে তিনি পারী থেকে পালিয়ে যান। ২৮শে মার্চ আত্মহত্যা করেন।

২২। প্যারিশ/পারোয়াস : Parish/Paroisse

ক্যুরের যাজকীয় অধিকারভুক্ত অঞ্চল।

২৩। পাপবোধ : আদমসন্তান মানুষের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত পাপ। নিষিদ্ধ ফল খেয়ে আদমের পতনের পাপ মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে

২৪। সঁ মার্তঁ্যা : Saint-Martin, Louis Claude (১৭৪৩ — ১৮০৩)

আঁবোয়াজে জন্ম। ফরাসী লেখক ও অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক।

২৫। সোয়েডেনবর্গ : Swedenborg, Emanuel (১৬৮৮ — ১৭৭২)

পূর্বতন সমাজের শেষভাগে দুটি বিশেষ ধারণা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে : স্বজ্ঞা ও অনুভব উভয়ই সত্যে পেঁ ৗছে দিতে পারে। এই ধারণার সম্মিলনে আলোকবাদের জন্ম যা আঠারো শতকের শেষভাগে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। লেসিং ও হের্ডেরের রচনা বুদ্ধিবিভাসিত দর্শনের প্রভাব থেকে আলোকবাদকে মুক্ত করে এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নতুন দার্শনিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করে। ফলে আলোকবাদ এক নতুন অর্থে মণ্ডিত হয়। সে-যুগের দর্শনে ও বিজ্ঞানে সোয়েডেনবর্গের সমান অধিকার ছিলো। এক ধরনের স্বপ্নময়তা ছিলো সোয়েডেনবর্গের, অপরোক্ষ দর্শন হতো তাঁর। এতে তাঁর অনুভূতির সঙ্গে অধ্যাত্মচেতনার প্রত্যক্ষ সংযোগ হয়েছিলো। বাইবেলের আক্ষরিক অর্থের পিছনে সংগুপ্ত অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর মতে : খ্রীষ্টীয় ত্রয়ী (Trinity) খ্রীষ্টের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ; তাঁর মৃত্যুতে অন্ধকারের ওপর আলোকের জয় হয় ; প্রেমের দ্বারাই মানুষ খ্রীষ্টের কাছে পেঁ ৗছোতে পারে।

২৬। ফ্রীমেসনরি : Freemasonry—গুপ্ত সমিতি। সদস্যরা গুপ্ত আচার অনুষ্ঠান ও সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ। ফ্রীমেসনরি ব্রিটেন থেকে য়োরোপীয় ভূখণ্ডে আসে। পারীতে আসে ১৭২৫ থেকে ১৭৩০ নাগাদ। ১৭৩৩ থেকে ১৭৪০ নাগাদ কোনো কোনো সংবাদপত্রে, হাতে লেখা কাগজে, ব্যক্তিগত ও সরকারী চিঠিপত্রে পারী, লিয়ঁ, রুয়ঁ্যা, কায়ঁ্যা, মার্সেই, মঁপলিয়ে, নাঁতে মেসনীয় লজ (lodge) বা আবাস স্থাপনের উল্লেখ আছে। পারীতে ফ্রান্সের গ্র্যাণ্ডলজ অর্থাৎ প্রধান আবাস স্থাপিত হয়েছিলো। এই লজের প্রথম গ্র্যাণ্ড মাষ্টার (প্রধান নেতা) ছিলেন কঁৎ দ্য ডেরওয়েন্টওয়াটার। ১৭৪৩-এ গ্র্যাণ্ড মাষ্টার ছিলেন কঁৎ দ্য ক্লেরমঁ। ১৭৬০-এর পর থেকে গ্র্যাণ্ড লজে

নানা বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ দেখা দেয়। গ্র্যাণ্ড লজের সংবিধানের সংস্কারের ফলে গ্র্যাণ্ড অরিয়েণ্টের জন্ম হয়।

আবে বারুয়েল তাঁর Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে বিপ্লব মেসনীয় আবাস-সমূহের এবং বিভাসিত দার্শনিকদের যুক্ত ষড়যন্ত্রের ফল। ১৮০১-এ ম্যুনিয়ে তাঁর গ্রন্থে এই মত খণ্ডন করেন। তার মতে ফ্রান্সে পূর্বতন ব্যবস্থার পতনের কারণ বৌদ্ধিক নয়, আর্থনীতিক। রাজার আর্থিক সর্বনাশ বললে আরো যথার্থ হয়। দুই পরস্পরবিরোধী লেখক গোষ্ঠী আবে বারুয়েলের মত গ্রহণ করেন। একটি গোষ্ঠী ফ্রীমেসনরির প্রতি বৈরীভাবাপন্ন (এ. কস্যাঁ, বি. ফে), অন্য গোষ্ঠী বন্ধুভাবাপন্ন (জি. মার্তঁ্যা)। উভয় গোষ্ঠীই বিপ্লবের কারণ হিসাবে ফ্রীমেসনরির ভূমিকার উপর জোর দেন। তবে এই দুই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। কস্যাঁ প্রমুখ লেখকেরা এই ভূমিকার নিন্দা করেছেন, আর মার্তঁ্যা প্রভৃতির দ্বারা এই ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে। মাতিয়ে ও লেফেভ্‌র এই পরস্পরবিরোধী মতবাদ এড়িয়ে মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছেন। এঁরা প্রধানত তথ্যের ওপর নির্ভর করেছেন এবং বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ফ্রীমেসনরি-বিরোধী লেখকেরা ফ্রীমেসনদের নির্বাচন পরিচালনার জন্যে ষড়যন্ত্র, মিথ্যা-গুজব প্রচার, গণ্ডগোলের উস্কানি, অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি এবং বিষমভীতি ছড়িয়ে দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করেন। এ-সম্পর্কে জি. মার্তঁ্যা, এ. মাতিয়ে জি. লেফেভ্‌র একমত: ফ্রীমেসনেরা গোষ্ঠী হিসাবে এই সব ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছে তার কোনো প্রমাণ নেই। প্যাট্রিয়ট গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকে ছিলেন যাঁরা মেসন এবং তাতে নতুন যোগাযোগের সুযোগ এসেছিলো। কিন্তু প্যাট্রিয়ট গোষ্ঠী যে সূত্রে একত্র গ্রথিত হয়েছিলো তা বিচিত্র ও বহুবিস্তৃত, তা ফ্রীমেসনরি নয়।

পরোক্ষ কারণের সমস্যা জটিলতর। ফ্রীমেসনদের আবাসসমূহ কি বুদ্ধিবিভাসার বিচ্ছুরণে সাহায্য করেছিলো? তারা কি বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা ব্যবহারে প্রস্তুত করেছিলো? সমস্যাটি মূলত প্রভাবের। যদি ধরে নেওয়া যায় যে এই প্রভাব ছিলো তাহলেও তার প্রভাব সঠিকভাবে পরিমাপ করা সহজ নয়। শুধুমাত্র বলা যায় যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্যে আবাসসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে এবং স্বাধীন আলোচনার সুযোগ দিয়ে ফ্রীমেসনরি পূর্বতন ব্যবস্থার ভাঙনের একটি উপাদানে পরিণত হয়েছিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে অভিজাত সদস্যরা তাঁদের বিশেষ সুযোগসুবিধাগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। আর বুর্জোয়া সদস্যরা মেসনীয় সাম্য বলতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমতা বোঝেন নি। আসলে মেসনীয় আবাসসমূহের প্রভাব অন্যান্য সোসাইটির চেয়ে বেশি অথবা কম ছিলো না। পূর্বতন ব্যবস্থার অন্তিমপর্বে মেসনীয় আবাসসমূহের

সামাজিক সংগঠনের কথা মনে রাখলে সমস্যার সমাধান অনেকটা সহজ হবে। এই আবাসসমূহে অভিজাতদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক বিত্তশালী বুর্জোয়া সম্মিলিত হয়েছিলো অর্থাৎ এখানে নীলরক্ত অভিজাত ও বিত্তবান বুর্জোয়ার সংমিশ্রণ ঘটেছিলো। এই সংমিশ্রণই কঁসুলার সময় থেকে 'সম্রান্তদের' রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিলো যা ৮৯-র সংবিধায়কদের আদর্শ ছিলো। সাম্য ও বিশেষ সুযোগসুবিধার অবসান বলতে তাঁরা এর চেয়ে বেশি কিছু বোঝেন নি। তাছাড়া ফ্রীমেসনরির প্রভাবের পরিমাপ করতে হলে ফ্রীমেসনদের সংখ্যা সম্পর্কেও স্থির ধারণা থাকা প্রয়োজন, যা সহজ-লভ্য নয়। কিন্তু সদস্যদের অভিজাত ও বুর্জোয়া চরিত্র সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই এদের মতামতের বৈচিত্র্যের ও ব্যক্তিগত প্রতি-দ্বন্দ্বিতার যা বিভাজন নিয়ে এসেছিলো। গ্র্যাণ্ড অরিয়েন্টের মধ্যে একটি স্থির মতাদর্শের অনুপস্থিতি সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ নেই। ফ্রীমেসনরির সাফল্যের নানা কারণ—গোপনতার আকর্ষণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগজনিত আত্মতৃপ্তি, ভোজসভার প্রাচুর্যের আস্বাদ এবং উৎসবানুষ্ঠান। মেসনেরা অধিকাংশই সম্রান্ত লোক; সুতরাং ১৭৮৯-এর নির্বাচনী সভায় এরা অন্তভুক্ত হয়েছিলেন এবং স্টেট্‌স-জেনারেলের সদস্য হয়েছিলেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। গ্র্যাণ্ড অরিয়েন্টের মুখ্য প্রশাসক দ্যুক দ্য লুসঁ্যাবুর ১৪ই জুলাই-এর পরদিন দেশত্যাগ করেন। স্টেট্‌স-জেনারেলে তাঁর ভূমিকা থেকে প্রমাণিত হয় যে তাঁদের সহমর্মিতা ছিলো সেই সব অভিজাতদের সঙ্গে যাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের সামাজিক প্রাধান্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

২৭। ভোভেনার্গ: Vauvenargues, Marquis de (Duc de Clapiers) (১৭১৫—১৭৪৭)

বিশিষ্ট লেখক ও দার্শনিক। বত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় অকালে একটি সম্ভাবনাময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। যতদিন বেঁচেছিলেন ব্যাধি ও দুর্ভাগ্যের দ্বারা পীড়িত হয়েছেন। অথচ চিরকাল আশাবাদী ছিলেন। ১৭৪৬-এ তাঁর গ্রন্থ Introduction á la connaissance de l'esprit humaine প্রকাশিত হয়।

২৮। পাস্‌কাল: Pascal, Blaise (১৬২৩-১৬৬২)

জ্যামিতিবিদ্, দার্শনিক ও ফরাসী গদ্যের অসামান্য প্রতিভাবান লেখক। কিছুকাল ঐহিক জীবন যাপন করার পর তাঁর যে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হয় তার ফলে তিনি ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধনার জীবন বরণ করে নেন। জ্যানসেন-পন্থীদের পক্ষ নিয়ে জেসুয়িটদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। তাঁর সব চেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ—les Pensée।

২৯। ঈশ্বরবাদ: Deism

যুক্তিসিদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস। অপৌরুষেয় ধর্মের প্রত্যাখ্যান।

৩০। শেষ বিচার: Last judgement.

মৃত্যুর পর ঈশ্বর অথবা খ্রীষ্টকর্তৃক পাপপুণ্যের বিচার, বিশেষত, জগতের ধ্বংসের পর খ্রীষ্টকর্তৃক বিচার।

৩১। স্টোয়িকবাদ: Stoicism

একটি গ্রীক দার্শনিকগোষ্ঠী প্রচারিত মতবাদ। এঁরা সুখদুঃখের প্রতি সমান ঔদাসীন্যের ওপর গুরুত্ব দেন।

৩২। ক্যালভিনবাদ: Calvinism

প্রোটেষ্টান্ট ধর্মের বহু শাখার মধ্যে একটি। জন ক্যালভিন এই মতবাদ প্রচার করেন।

৩৩। লক্: Locke, John

ইংরেজ দার্শনিক। Essay on human understanding-এর লেখক। তিনি মনে করতেন জ্ঞানের উৎস ইন্দ্রিয়সংবেদন ও অন্তর্বেদন (Reflection)।

৩৪। অভিজ্ঞতাবাদ: Empiricism

এই তত্ত্বের প্রধান কথা: ইন্দ্রিয়ানুভবই জ্ঞানের একমাত্র উৎস।

৩৫। তেই: Taille

মোট আয়ের ওপর কর যা একমাত্র কৃষকদেরই দিতে হত বলা চলে।

৩৬। কাপিতাসিয়ঁ: Capitation

ফ্রান্সের তিনটি প্রত্যক্ষ করের অন্যতম। অন্য দুটি তেই ও ভ্যাঁতিয়্যাম। ১৭০১-এ যখন এই কর ধার্য করা হয় তখন স্থির ছিলো এই কর প্রত্যেক ফরাসীর ওপর সমভাবে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু কালক্রমে যাজক ও অভিজাতশ্রেণী এই কর থেকে অব্যাহতি পায় এবং একমাত্র সাধারণ মানুষকেই এই করভার বহন করতে হয়।

৩৭। জ্যানসেনপন্থী: Jansenist

ইপ্রের বিশপ কর্নেলিয়াস জ্যানসেনের মতাবলম্বী।

৩৮। কঁদিলাক: Condillac, Etienne Bonnot de (১৭১৫—১৭৮০)

কঁদিলাকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের নাম—E'ssai sur l'origine des connaissances humaines এবং Traité des Sensation. প্রথম গ্রন্থে তিনি লকের মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন: জ্ঞানের উৎস ইন্দ্রিয়সংবেদন

ও অন্তর্বেদন। দ্বিতীয় গ্রন্থে জ্ঞানের একটিমাত্র উৎস ইন্দ্রিয়সংবেদন স্বীকৃত। ইন্দ্রিয়সংবেদনই পরিবর্তিত হয়ে স্মৃতি, মনন, বিচার প্রভৃতিতে পরিণত হয়। এমন কি তিনি মনে করতেন যে; পঞ্চেন্দ্রিয় সংযুক্ত হলে একটি প্রস্তর মূর্তিতেও মনের সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংবেদন থেকেই মানুষের সব বৃত্তির উদ্ভব হয়েছে। কঁদিলাকের ইন্দ্রিয়সংবেদনবাদ আঠারো শতকের চিন্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

৩৯। এলভেতিয়ুস: Helvetius, Claude Adrien (১৭১৫—১৭৭১)

এলভেতিয়ুসের প্রধান দুটি রচনা—De l'Esprit ও De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son education. তাঁর বক্তব্য: মনুষ্যজাতির সুখই দর্শনের মূল কথা। এই নীতির ভিত্তির ওপর পদার্থ-বিদ্যার পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি মানবিক বিজ্ঞানের পরিকল্পনা রচনা করেন। লক, কঁদিলাক, লা মেত্রির মতো তিনিও মনে করতেন যে, ইন্দ্রিয়-সংবেদনই মানুষের মনোজীবনের উৎস। ইন্দ্রিয়োপাত্ত (sense-data) দ্বারাই সব কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মানবিক বিজ্ঞান হল: আমাদের পরিপার্শ্বের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘাতের ফলে আমাদের মধ্যে যে আবেগ জন্মে তার বিজ্ঞান। লক ও কঁদিলাকের মতোই এলভেতিয়ুস ব্যক্তি থেকে সমাজে পৌঁছোন। নিজস্ব প্রয়োজন, স্বার্থ ও আবেগ নিয়ে ব্যক্তির স্থিতি। সুতরাং যে সব আইন সমাজকে নিয়মিত করে তার মধ্যে ব্যক্তির মন ও শরীরের নিয়ম প্রতিবিম্বিত। এলভেতিয়ুসের তত্ত্বের ভিত্তি হল স্বার্থ। ব্যক্তি দুঃখকে এড়িয়ে সুখ চায়। সমাজে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে ব্যক্তি তার সুখকে খুঁজে পায় অথচ তাতে অপরের সুখের হানি না হয়। শিক্ষার দ্বারা সব কিছু সম্ভব। এলভেতিয়ুসের সমাজ সমালোচনা তাঁর মানবিক বিজ্ঞানের মৌলিক পরিকল্পনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আভিজাতিক বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের ওপর একটি যুক্তিসহ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাধা। এই সুযোগ-সুবিধা ধ্বংস করার অর্থ একটি নতুন সমাজের পথ খুলে দেওয়া যে সমাজে অপরের সুখের জন্যে কাজ না করে কেউ সুখী হতে পারবে না।

৪০। হলবাখ: Holbach, baron d' (Paul Henry Dietrich) (১৭২৩—১৭৮৯)

'Maitre d'hotel de la philosophie' অর্থাৎ দর্শনের অতিথিপরায়ণ গৃহস্বামী। প্রতি মঙ্গলবার দার্শনিকেরা তাঁর গৃহে সমবেত হতেন। জাতিতে জর্মন হলেও পারীর সমাজে তিনি সমাদৃত হয়েছিলেন তাঁর নিশ্ছিদ্র সততা, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি আলোকিত অনুরাগ, বিত্তের সহৃদয় ব্যবহার ও অতিথিপরায়ণতার জন্যে। তাঁর মৌলিক গ্রন্থ le systéme de la nature—আঠারো শতকের সর্বাধিক পঠিত পুস্তক এবং

এই শতাব্দীর ফরাসী জড়বাদের সবচেয়ে সুচিন্তিত বিশ্লেষণ। দেকার্তীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী আদি কারণ ঈশ্বর, তিনিই সব নিয়মের স্রষ্টা, যে নিয়ম পদার্থবিদ্‌দের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু। কিন্তু হলবাখের বিশ্বজগৎ মূলত জড়, অসৃষ্ট এবং যে নিয়মের দ্বারা গতিশীল তা অনন্তকাল ধরে এই বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত। সব কিছুই বস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্নিহিত চিরন্তন গতির অবশ্যম্ভব ফলশ্রুতি। ধাতু থেকে উদ্ভিদ, বস্তু থেকে সচেতন প্রাণী সবই এই অবশ্যম্ভবতা থেকে উদ্ভূত। এখানে আকস্মিকতা বা অতিপ্রাকৃতের হস্তক্ষেপ বলে কিছু নেই। কারণ ও তার পরিণামের মধ্যে অভ্রান্ত ও চিরন্তন যোগসূত্র এই অবশ্যম্ভবতা।

হলবাখের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে: le Christianisme dévoilé, la contagion sacrée ou Histoire naturelle de la superstition, E´ssai sur les préjugés systéme social ou Principes naturels de la morale et de la politique, la morale universelle ou les devoirs de l'homme fondés sur la nature.

বিজ্ঞান চেতনার ওপরই হলবাখীয় ধর্মীয় সমালোচনা প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় চেতনা মনুষ্যজাতির সহজাত নয়, অজ্ঞান ও ভীতিই ধর্মের উৎস। সেই কারণে শিক্ষার ওপর হলবাখীয় গুরুত্ব। শিক্ষার উদ্দেশ্য উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলা। তিনি আভিজাতিক সুযোগ-সুবিধার অবসান চেয়েছেন কিন্তু গণতন্ত্রে তার বিশ্বাস ছিলো না। স্বৈরাচারের বিরোধী হয়েও তিনি তাঁর Ethocratie ষোড়শ লুইকে উৎসর্গ করেন। বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়।

৪১। দার্জ্যাসঁ: Argenson, d' (René Louis de Voyer, marquis d' Argenson—১৬৯৪—১৭৫৭)

তুরেনের একটি বিখ্যাত পোশাকি অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম দিকে এনোর (Hainaut) অ্যাতঁদা ছিলেন, পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রকের সচিব হন। ১৭৬৪-তে তাঁর গ্রন্থ—des Considérations sur le gouvernement ancien et present de la France comparé a celui des autresétats, suivies d'un nouveau plan d'administration—প্রকাশিত হয়। কর্ভে ও বিলাসব্যসনের বিরোধী এবং অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী দার্জ্যাসঁর আর্থনীতিক চিন্তার সঙ্গে কেনে (Quesney) অনুগামীদের চিন্তার সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। কেনে অনুগামীরা তাঁকে পূর্বসূরী হিসাবে স্বীকার না করলেও, তাঁদের রচনায় দার্জ্যাসঁর সপ্রশংস উল্লেখ আছে। তিনি আলোকিত স্বৈরাচারের অনুরাগী। ফিজিওক্রাতদের অনেক আগে তিনি অবাধ বাণিজ্য ও করসাম্য সমর্থন করেছিলেন। তিনি

মনে করতেন অসাম্য দূর হলে জনসাধারণের স্বাধীনতা ও রাজতন্ত্রের সহাবস্থান সম্ভব।

৪২। দ্যফা: Deffand, Madame du (Marie de Vichy—Chamrond, Marquise du Deffand—১৬৯৭—১৭৮০)

আঠারো শতকের ফ্রান্সের সবচেয়ে বিদগ্ধা, সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী নারীদের অন্যতমা। মাদাম দু দ্যফাঁর সালঁও সেযুগে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। হোরেস ওয়ালপোল, ভলতের, দ্যুসেস দ্য সোয়াজ্যয়ল প্রভৃতির কাছে তিনি যে চিঠিপত্র লেখেন তার মধ্যে তাঁর রুচি ও সুন্দর রচনাশৈলীর স্বাক্ষর রয়েছে।

৪৩। সাঁ-কুলোৎ: Sans-Culottes

যারা ব্রিচেস ছাড়া ট্রাউজার পরে, আক্ষরিক অর্থে তাদেরই সাঁকুলোৎ বলা চলে। কিন্তু বিপ্লবী যুগে শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। সাধারণভাবে শহর ও গ্রামের দরিদ্র মানুষ, বিশেষত শহরের কারিগর, ছোটো দোকানদার, ছোটো ব্যবসায়ী এবং জীবিকার জন্যে যাদের কায়িক শ্রম করতে হত তাদের বোঝাবার জন্যে সাঁ-কুলোৎ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। ডি গেরঁ্যা কোনো স্পষ্টতর অভিধার অভাবে সাঁকুলোতের পরিবর্তে ব্রা ন্যু (Bras nus) কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই আখ্যাকেও সঠিক বলা চলে না। সোভিয়েত ঐতিহাসিকেরা দুটি অভিধা ব্যবহার করেন: (১) প্লিবীয়ান জনসমষ্টি; (২) প্রোলে-তারিয়েত। কিন্তু এই জাতীয় শব্দ ব্যবহারের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। দুটি শব্দই ভিন্নতর ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও সামাজিক বাস্তব বোঝায়।

মার্ক্সীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্লিবীয়ান জনসমষ্টি শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহাসিক পটভূমি এক্ষেত্রে ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়। বিপ্লবী যুগে প্লেব শব্দটির ব্যবহার সাধারণত চোখে পড়ে না। বাব্যয়ফ তাঁর ল্য ত্রিব্যাঁ দ্যু পেউপ্‌ল-এ (৯ই ফ্রিম্যার চতুর্থ বর্ষ: ৩০শে নভেম্বর, ১৭৯৫) গণতন্ত্রের সমার্থক শব্দ হিসাবে প্লিবীয়ানিজম্‌ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আসলে শব্দটি কোনো বিশেষ শ্রেণীকে নির্দেশ করে না। শব্দটির তখন কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থও ছিলো না। বরং শব্দটির রোমান ব্যঞ্জনা বাস্তবের বিকৃতি ও পরিপ্রেক্ষিতের বিভ্রম ঘটায়।

প্রোলেতারিয়েত শব্দটিও যথাযথ নয়। শব্দটির বিশ্বকোষ প্রদত্ত সংজ্ঞা: রোমের দরিদ্রতম নাগরিক। বাব্যয়ফ পন্থীরাও এই অর্থে কথাটি ব্যবহার করেছেন। সংবিধান সভার সদস্য ও অর্থনীতিবিদ্‌ দুপঁ দ্য নেমুর শব্দটিকে আধুনিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনি দারিদ্র্যে

ধারণার সঙ্গে বিযুক্ত করে ও শ্রমের ধারণার সঙ্গে যুক্ত করে এই কথাটি ব্যবহার করেন। স্পষ্টতই এ-যুগের ফ্রান্সে একটি সুসংহত প্রোলেতারিয়েত ছিলো, একথা বলা চলে না। কারণ, এ-সময় ফ্রান্সে কেন্দ্রীকৃত শৈল্পিক খণ্ডের উপস্থিতি অতি দুর্বল। ফ্রান্সের শ্রমজীবীদের তখনও প্রোলেতারিয়েত সুলভ মনোভাব গড়ে ওঠেনি। তারা কৃষক ও কারিগরের মানসিকতার দ্বারাই প্রভাবিত। অতএব এ-যুগে প্লেবিয়ান ও প্রোলেতারিয়েত এই শব্দ দুটির কোনো সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য নেই। উনিশ শতকে আর্থনীতিক উদ্বর্তনের প্রভাবে শহুরে কারিগর ও ছোটো দোকানদার এবং নিম্নবিত্ত কৃষক শৈল্পিক শ্রমিকে অথবা প্রোলে-তারিয়েতে পরিণত হয়।

বিপ্লবী যুগে সাঁকুলোতেরি অথবা সাঁকুলোৎ কথাটি বহু ব্যবহৃত এবং ঐতিহাসিক মহলে স্বীকৃত। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় এই শব্দটিরও কোনো স্বীকৃত অর্থ নেই। তথাপি সেই যুগের কারিগর ও ছোটো দোকানদার ভিত্তিক অর্থনীতি মনে রাখলে বলা চলে যে, এই অভিধায় তৎকালীন বাস্তব অনেকাংশে প্রতিফলিত। কিন্তু, সাঁ-কুলোতেরি কথাটির অত্যধিক রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা এবং একটি সংকীর্ণ সময়সীমার মধ্যে সীমা-বদ্ধতার ফলে বর্তমানে এই শব্দ ব্যবহারের বিশেষ যুক্তি নেই।

আঠারো শতকের অন্তিমপর্বেও ফ্রান্সের শহুরে শ্রমজীবীরা একটি বিশিষ্ট শ্রেণী হিসাবে, এমন একটি সমন্বিত সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে, গড়ে ওঠেনি। অতএব কোনো পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করে এদের পূর্বতন ব্যবস্থার শহুরে জনসমষ্টি বলাই হয়তো সঙ্গত।

বৈপ্লবিক যুগের ফ্রান্সে সামাজিক সংঘাতের প্রধান উপাদান শৈল্পিক শ্রমিক শ্রেণী নয়। ছোটো কর্মশালার কর্তা ও তার সহকারীদের নিয়ে গঠিত একটি সামাজিক গোষ্ঠীই এই সংঘাতের মূল উপাদান। তৎকালীন বৃহৎ শিল্পের শ্রমিকদের কোনো স্বতন্ত্র বৈপ্লবিক ভূমিকা ছিলো না। এই বেতনভুক্ শ্রমিকেরাও কারিগরের মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত। উনিশ শতকের অর্থনীতিক স্বাধীনতা, শিল্পোদ্যোগের কেন্দ্রীকরণ নিয়ে আসে এবং তার ফলে সামাজিক বাস্তবের আমূল পরিবর্তন ঘটে।

৪৪। মারা: Marat, Jean Paul (১৭৪৪—১৭৯৩)

বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে মারা কঁৎ দার্তোয়ার রক্ষীদের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। লণ্ডন ও প্যারীতে চিকিৎসক হিসাবে তাঁর সুনামও ছিলো। ফরাসী অকাদেমি সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ ছিলো। কারণ, অকাদেমি তাঁর আলোকবিদ্যা ও বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মৌলিকতা স্বীকার করে নি। তিনি ল্যামি দ্যু পেউপল্

অর্থাৎ জনগণের বন্ধু নামক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। বিপ্লব যতো অগ্রসর হতে থাকে ততোই তার এই ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে একনায়কত্ব ছাড়া ফ্রান্সের পরিত্রাণের আর উপায় নেই। ক্রমে তাঁর সাংবাদিকতার ভাষাও হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। তিনি দরিদ্রের কল্যাণ চেয়েছিলেন; যে সব নেতার মধ্যে স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা দেখেছেন, তাঁদের তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। পারীর জনতার মধ্যে মারার জনপ্রিয়তার কোনো তুলনা ছিলো না। ১৭৯২-এর সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ডে মারার প্ররোচনা ছিলো। তিনি কঁভঁসিয়ঁর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কঁভঁসিয়ঁতে তিনি জিরঁদ্যাদের তীব্র নিন্দা করেন; রাজার মৃত্যুদণ্ড দাবী করেন। ১৭৯৩-এর ২রা জুনের বিপ্লবে মারার হাত অনেকখানি। জুলাই-এ শার্লং কর্দে তাঁকে হত্যা করেন।

৪৫। সেঁ-জুস্ত: Saint-Just, Louis Antoine Léon (১৭৬৭—১৭৯৪)

নিভর্নের দেসিজে জন্ম। অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেনের পুত্র। সোয়াসঁর অরাতরিয়াঁ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তারপর সোয়াসঁর সরকারী উকিলের করণিক হন। র‍্যাঁস (Reims) বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৭৮৯-এর মে মাসে পূর্বতন ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে অর্গাঁ (Organt) নামে মহাকাব্য রচনা করেন।

বাস্তিইর পতনের সময় তিনি পারীতে ছিলেন। ১৭৯০-এর অগস্টে রোবসপিয়েরকে লেখা চিঠিতে তিনি রোবসপিয়েরের প্রতি তাঁর সানুরাগ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৭৯২-এর ৫ই সেপ্টেম্বর অ্যান্ থেকে তিনি কঁভঁসিয়ঁতে ডেপুটি নির্বাচিত হন; ১৩ই নভেম্বর কঁভঁসিয়ঁতে প্রথম বক্তৃতা দেন। সেদিন থেকেই তাঁর ধূমকেতুর মতো জীবনের শুরু। কঁভঁসিয়ঁতে যখন ষোড়শ লুইর বিচার হয় তখন সেঁ-জুসতের বক্তৃতার ফলেই রাজার মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে গণভোটের প্রস্তাব পরাজিত হয়।

১৭৯৩-এর মার্চে তিনি সৈন্য সংগ্রহের জন্যে আন্ ও আর্দেনে যান। ফিরে এসে তিনি জিরঁদ্যাগোষ্ঠী প্রণীত খসড়া সংবিধানের বিরোধিতা করেন এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি সার্বভৌম বিধানসভার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ২০শে মে তিনি গণনিরাপত্তা কমিটিতে যোগ দেন। ১৭৯৩-এর ২রা জুন কঁভঁসিয়ঁর জিরঁদ্যা নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার হওয়ার পর কমিটির মুখপাত্র হিসাবে ৮ই জুলাইর প্রতিবেদনে তিনি জিরঁদ্যাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করেন।

তাঁর ১০ই অক্টোবরের প্রতিবেদনে তিনি এই স্থির সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন যে, শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারের বৈপ্লবিক চরিত্র অব্যাহত থাকবে।

২২শে অক্টোবর তাঁকে রাইনের সৈন্যবাহিনীতে পাঠানো হয়। ফিলিপ ল্যবাও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তিনি এই বাহিনীর ভাঙা মনোবল আবার ফিরিয়ে আনেন এবং খাদ্য ও ইউনিফর্মের ব্যবস্থা করেন। স্ত্রাসবুর ও নাঁসির ধনীদের ওপর তিনি বাধ্যতামূলক ঋণ চাপিয়ে দেন, দরিদ্রদের ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন করেন এবং পুরকর্তৃপক্ষকে বাতিল করে দেন। এই সব ব্যবস্থার দ্বারা তিনি স্থানীয় সাঁকুলোৎদের সমর্থন লাভ করেন এবং সৈন্যবাহিনীর সাফল্যের পথ প্রশস্ত করেন।

দ্বিতীয় বর্ষের ৩রা প্লুভিয়োজ (১৭৯৪, ২৪শে জানুয়ারী) গণনিরাপত্তা কমিটির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরূপে তাঁকে আবার উত্তরের সৈন্য-বাহিনীতে পাঠানো হয়। ১লা ভঁতোজ (১৯শে ফেব্রুয়ারী) তিনি কঁভঁসিয়ঁর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ৮ই ভঁতোজের প্রতিবেদনে তিনি বিপ্লবী সরকার ও সন্ত্রাস আবশ্যিক বলে উল্লেখ করেন। সন্দেহজনক ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টনের প্রস্তাবও তাঁরই। কঁভঁসিয়ঁতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৭৯৪-এর মার্চে তিনি এবেরের বিরুদ্ধে রোবসপিয়েরীয় আক্রমণ সমর্থন করেন। দাঁতঁর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার বিধানেও তাঁর মুখ্য ভূমিকা। ২৭শে জ্যরমিনারেল অনুশাসনও (১৬ই এপ্রিল) তাঁর কীর্তি। এই অনুশাসনে বলা হয় যে, প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত নাগরিকদের বিচারের জন্যে পারীর বিপ্লবী বিচারালয়ে নিয়ে আসা হবে।

উত্তরের সৈন্যবাহিনীতে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরূপে তাঁকে দ্বিতীয়বার পাঠানো হয়। ফ্লিউরুসের যুদ্ধে আক্রমণের নেতৃত্ব দেন তিনি। কেউ কেউ মনে করেন তিনি সন্ত্রাসের অবসান চেয়েছিলেন। কিন্তু এই ধারণা সঠিক বলে মনে হয় না। বিপ্লবী বিচারালয়ের কাজ দ্রুততর করার জন্যে যখন ২২শে প্রেরিয়ালের আইনের খসড়া করা হয় তখন তিনি পারীতেই ছিলেন। এই আইনের পিছনে তাঁর সমর্থন ছিলো, তাতেও সন্দেহ নেই। ত্যরমিদরের সংকটেও তিনি সর্বদাই রোবসপিয়েরের পাশে ছিলেন। ৯ই ত্যরমিদর (২৭শে জুলাই, ১৭৯৪) কঁভঁসিয়ঁ তাঁকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেয়। পরদিন ওতেল দ্য ভিলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গিলোতিনে পাঠানো হয়।

৪৬। দাঁত্রেইগ: Antraigues, Emmanuel Henry Louis Alexandre de launey, Comte d'

প্রতিবিপ্লবী অভিজাত দেশত্যাগী।

৪৭। মঁতাঞিয়ার/মঁতাঞি: Montagnard/Montagne

কঁভঁসিয়ঁতে রোবসপিয়েরের নেতৃত্বাধীন ডেপুটিদের (সদস্য)

মঁতাঞিবার অথবা মঁতাঞি (পাহাড়ী অথবা পাহাড়) বলা হত। কারণ, এঁরা পিছনের দিকে উচু গ্যালারিতে বসতেন।

৪৮। ভ্যর্জিনো: Verginaud, Pierre Victurnian (১৭৫৩-১৭৯৩)

পারীর কলেজ দু প্লেসিতে শিক্ষালাভ করেন। ১৭৮১তে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। বাগ্মিতার জন্যে বিখ্যাত। জির্দগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৯৩-এর ৩১শে অক্টোবর গিলোতিনে যান।

৪৯। ল্যপ্যলতিয়ে: Lepeletier De Saint-Fargeau (Louis Michel) (১৭৬০-১৭৯৩)

কঁভঁসিয়র সদস্য। ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ডের পক্ষে ভোট দেন। পরদিনই আততায়ীর হাতে নিহত হন। মারা, ল্যপ্যলতিয়ে ও শালিয়ে বিপ্লবী যুগের এই তিন শহীদ।

৫০। বোলিংব্রোক: Bolingbroke, Henry St. John, 1st Viscount (১৬৭৮-১৭৫১)

ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ ও ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী। তিনি যুট্রেক্‌টের সন্ধির আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ঈশ্বরবাদী দার্শনিক এবং রাজনীতি ও সাহিত্যসংক্রান্ত পত্রাবলীর জন্যে বিখ্যাত।

৫১। বেইল: Bayle, Pierre (১৬৪৭-১৭০৬)

পাণ্ডিত্যপূর্ণ Dictionnaire historique-এর লেখক। তাঁর গ্রন্থে বুদ্ধিবিভাসার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

৫২। ফঁতেনেল Fontenelle, Bernard Le Bovier de (১৬৫৭-১৭৫৭)

খ্যাতিমান ফরাসী লেখক। অকাদেমির স্থায়ী সচিব। তাঁর গ্রন্থ Entretiens sur la pluralité des mondes অসামান্য সাফল্য লাভ করে। চতুর্দশ লুইর যুগ এবং দার্শনিকদের মধ্যে জীবন্ত যোগসূত্র ফঁতেনেল।

৪

১। মিরাবো: Mirabeau, Honoré Gabriel Riquetti, Comte de (১৭৪৯-১৭৯১)

ভিক্তর দ্য রিকতি, মার্কি দ্য মিরাবোর পুত্র। ফিজিওক্রাত মতবাদে বিশ্বাসী। তিনি নিজেকে মানবজাতির বন্ধু বলে অভিহিত করতেন। তিনি অনেক লিখেছেন। কিন্তু তাঁর রচনার অধিকাংশই অন্যের লেখা থেকে

নেওয়া। অসাধারণ বাগ্মী এবং বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ। বিপ্লবের আদিপর্বে তিনি তৃতীয় এস্টেটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অভিজাত হওয়া সত্ত্বেও এক্স্-আঁ্যা-প্রভঁস থেকে তৃতীয় এস্টেটের সদস্য নির্বাচিত হন।

২। পেই দেতা Pays D'état

যে সব প্রদেশে প্রাদেশিক এস্টেট ছিলো তাই পেই দেতা। সাধারণত ফ্রান্সের সীমান্তে অবস্থিত এই সব প্রদেশ রাজতন্ত্রের অধিকারে আসে অনেক বিলম্বে।

৩। তালের্যাঁ : Talleyrand-Perigord, Charles Maurice de (১৭৫৪-১৮৩৮)

১৭৮৮-তে ওতঁ্যার বিশপ। তিনি লৌকিক যাজকীয় সংবিধান মেনে নেন। কূটনৈতিক কাজ নিয়ে লণ্ডনে যান। কিন্তু ফিরে না আসায় দেশত্যাগী হিসাবে চিহ্নিত হন। কিছুদিন আমেরিকায় কাটিয়ে ১৭৯৬-এ ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ১৭৯৭ থেকে ১৭৯৯-র জুলাই এবং ১৭৯৯-র ডিসেম্বর থেকে ১৮০৭ পর্যন্ত ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন। নাপোলেয়ঁর সঙ্গে কলহের পর ১৮১৪ বুর্বঁ রাজতন্ত্রের পুনপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ভিয়েনা সম্মেলনে তিনি ফ্রান্সের হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং অনেকাংশে সফল হন।

৪। প্রাদেশিক এস্টেট : E'tats Provinciaux

প্রদেশের তিনটি এস্টেটের সভা যা মাঝে মাঝে আহূত হত। এদের কিছু কিছু প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিলো যার মধ্যে কর ধার্য করার ক্ষমতা প্রধান।

৫। মপু : Maupeou, René Nicolas Charles Augustin de (১৭১৪—১৭৯২)

১৭৬৮-তে মোপু চ্যান্সেলাররূপে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং স্বল্পকালের মধ্যেই দ্যুক দেগিয় ও আবে তেরের সঙ্গে তিনি একত্রিত হওয়ায় ত্রয়ীর শাসন আরম্ভ হয়। রেনের লা শালতের ব্যাপারে পার্লমঁ রাজক্ষমতার বিরুদ্ধতা করায় ১৭৭১-এ ২১শে জানুয়ারীর রাত্রিতে মপেউ পার্লমঁ ভেঙে দেন এবং পারীর পার্লমঁর সদস্যদের প্রদেশে নির্বাসিত করেন। পার্লমঁর পরিবর্তে তিনি ছয়টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পর্ষদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব পর্ষদের সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা রাজার। ষোড়শ লুই সিংহাসনে আরোহণ করার পর মোপুর পতন ঘটে ও পারীর পার্লমঁ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৫

১। কাপেতীয়ঃ কাপে বংশীয় (Capcetian dynasty)

ফ্রাঁসের তৃতীয় রাজবংশ। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা উগ কাপে (Hugues Capet)। এই বংশের তিনটি শাখা: সরাসরি কাপেতীয়—উগ কাপে থেকে শার্ল কাত্‌র ল্য বেল (চতুর্থ চার্লস) পর্যন্ত (৯৮৭ থেকে ১৩২৮ (; ভালোয়া কাপেতীয়—ফিলিপ সিস্‌ (ষষ্ঠ ফিলিপ) থেকে আঁরি ত্রোয়া (তৃতীয় হেনরি পর্যন্ত ; বুর্বঁ কাপেতীয়—আরি কাত্‌র (চতুর্থ হেনরি) থেকে লুই ফিলিপ পর্যন্ত (১৫৮৯—১৮৪৮)।

২। ফ্রঁদ Fronde

চতুর্দশ লুই যখন নাবালক ছিলেন তখন মন্ত্রী মাজার্যাঁ (Mazarin) ও রাজমাতা অস্ট্রিয়ার অ্যানের নেতৃত্বাধীন রাজকীয় দল ও পার্লমঁর মধ্যে সে গৃহযুদ্ধ (১৬৪৮—১৬৫৩) চলে তাকে ফ্রঁদ বলা হয়। ফ্রঁদ কথাটি এসেছে সে-যুগের রাস্তার ছেলেদের একটি বিশেষ খেলা থেকে।

৩। বিশপ: ঃ চার্চীয় ডায়োসিসের প্রধান যাজক।

৪। মঠাধ্যক্ষ ঃ আবাসিক সন্ন্যাসী যাজকদের মঠের অধ্যক্ষ।

৫। ক্যাননঃ একটি যাজকীয় সাধনগৃহে অথবা ক্যাথিড্রালের সীমানার মধ্যে অন্যান্য যাজকদের সঙ্গে একত্র অবস্থানকারী যাজক।

৬। ক্যুরেঃ প্যারিশীয় যাজক।

৭। ভিকারঃ পরিবর্ত যাজক।

৮। ৩ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার—আলবেয়ার সবুলের পরিসংখ্যান।

৯। ফিয়েফ্‌ঃ Fiéf

বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি ও বিনতির (hommage) দ্বারা লব্ধ অভিজাত ভূমিস্বত্ব।

১০। ত্রিয়াজের আইনঃ একাধিক ত্রিয়াজের আইনের দ্বারা গ্রামের যৌথসম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ওপর সামন্তপ্রভুদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১। স্বেচ্ছাদানঃ Don Gratuit

যাজক সম্প্রদায় করভার থেকে অব্যাহতি-প্রাপ্ত। এই সম্প্রদায় বৎসরে একবার এককালীন কিছু অর্থ রাজাকে দিত। তাই স্বেচ্ছাদান।

১২। দেসিমঃ Decime—ফ্রাঁর এক দশমাংশ।

১৩। অপ্সুদীক্ষা : Baptism

পবিত্র বারিতে অভিসিঞ্চন অথবা নিমজ্জনের দ্বারা খ্রীষ্টধর্মীয় দীক্ষাদান।

১৪। মঠবাসী যাজক
১৫। লৌকিক যাজক

যাজক সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত ছিলো : মঠবাসী ও লৌকিক (Regular ও Secular) রেগিউল্যার যাজক মঠবাসী সন্ন্যাসী। সেকিউল্যার অথবা লৌকিক যাজকের ওপর সামাজিক ধর্মাচরণের দায়িত্ব।

১৬। বেনেফিস : Bénéfice (écclésiaslique)

কোনো নির্দিষ্ট ধর্মানুষ্ঠানের জন্যে চার্চকে প্রদত্ত সম্পত্তির আয়। যাজকীয় বেনেফিস দুই প্রকারের : লৌকিক যাজকীয় ধর্মানুষ্ঠানের জন্যে প্রদত্ত বেনেফিস এবং মঠকে প্রদত্ত যাজকীয় বেনেফিস। মঠকে প্রদত্ত যাজকীয় বেনেফিস মঠের সঙ্গে যুক্ত এবং লৌকিক যাজকীয় বেনেফিস ডায়োসিসের সঙ্গে যুক্ত।

১৭। ডায়োসিস : Diocese—বিশপের কর্তৃত্বাধীন চার্চীয় অঞ্চল।

১৮। রিসেরবাদ : Richerism

এদমঁ রিশেরের (Edmond Richer) (১৫৬০—১৬৩১) মতবাদ। রিশের গালিকানবাদের প্রবক্তা। তাঁর মতে চার্চীয় পরিষদের ক্ষমতা পোপের চেয়ে বেশি। তাছাড়া, তিনি মনে করতেন যে কোনো দেশের চার্চ, শুধু বিশপ ও ক্যাননদের দ্বারাই নয়, সমগ্র যাজকসম্প্রদায়ের দ্বারা শাসিত হবে।

১৯। উগো : Hugo, Victor

ফ্রান্সের উনিশ শতকের সবচেয়ে খ্যাতনামা কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। রোমান্টিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তিনি। ১৮৪১-এ অকাদেমি ফ্রাঁসেজের সদস্য হন। তৃতীয় নাপোলেয়ঁর ২রা ডিসেম্বরের কুদেতার পর তিনি পারী ছেড়ে চলে যান এবং ১৮৭০-এর আগে ফেরেন নি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : Feuilles d'automne, les Voix intérieures, les châtiments, les contemplations ; উপন্যাস : Notre-Dame de Paris, les Misérables, les Travailleurs de la mer : নাটক : Ruy Blas, Mario Delorme, le Roi s'amuse, les Burgraves.

৬

১। আবে সিয়েস : Sieyés, Emmanuel Joseph (১৭৪৮—১৮৩৬)

শাত্রে'র ক্যানন এবং অসংখ্য রাজনৈতিক পুস্তিকার লেখক। তৃতীয় এস্টেট কি ? (Qu'ést-ce que le tiers-état ?) এই রাজনৈতিক পুস্তিকা তাঁকে দেশব্যাপী খ্যাতি এনে দেয়। ১৭৮৯-এ তিনি পারী থেকে তৃতীয় এস্টেটের ডেপুটি নির্বাচিত হন। ১৭৯২-এর কঁভঁসিয়ঁতে তিনি তৃতীয় এস্টেটের ডেপুটি নির্বাচিত হন। ১৭৯৫-এর সংবিধান তিনিই প্রণয়ন করেন বলা যেতে পারে। দিরেকতোয়ারের শেষের দিকে তিনি একজন দিরেকত্যয়র ছিলেন। দিরেকতোয়ারের পতন ঘটানোর জন্যে ১৮-১৯ ব্রুম্যারের কুদেতায় তিনি নাপোলেয়ঁর সহযোগী ছিলেন। কঁসুলার যুগে তিনজন কঁসুলের অন্যতম ছিলেন তিনি। কিন্তু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিলো প্রথম কঁসুল নাপোলেয়ঁর হাতে। সাম্রাজ্যের যুগে নাপোলেয়ঁ তাঁকে কাউণ্ট উপাধি দিয়ে এবং সিনেটের প্রেসিডেণ্ট নিয়োগ করে প্রকৃত ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। ১৮১৬-তে তিনি ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত হন। ফ্রান্সে ফিরে যান ১৮৩০-এ। ১৭৯১ থেকে ১৭৯৪ পর্যন্ত তাঁর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি যে উত্তর দেন তা স্মরণীয় : আমি বেঁচে আছি (J'ai vécu)।

৭

১। এ্যাদ্ : Aidc

ভোগ্য দ্রব্যের ওপর কর। রাজতন্ত্রের শেষ দুই শতাব্দীতে রাজস্ব দপ্তরের ভাষায় এই শব্দটি প্রধানত নিম্নোক্ত ভোগ্য দ্রব্যের উপর কর বোঝাতো :

পানীয়, সাবান, তেল, কাগজ, তাস প্রভৃতি।

২। বৈপ্লবিক ক্যালেণ্ডার :

বাস্তিইর পতনের পর ১৭৮৯ স্বাধীনতার প্রথম বছর হিসাবে চিহ্নিত হয়। ১৭৯২-এর ২১শে সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের বিলুপ্তির পর স্বাধীনতার চতুর্থ বছর প্রজাতন্ত্রের প্রথম বছর নামে পরিচিত হয়। ১৭৯৩-এর অক্টোবরে যখন একটি বিপ্লবী ক্যালেণ্ডার প্রচলিত হয়, তখন ১৭৯৩-এর ২২শে সেপ্টেম্বরকে প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম দিন বলে ধরা হয়। ভঁদেমিয়্যার নামক মাসের প্রথম দিনকে (২২শে সেপ্টেম্বর) বছরের প্রথম দিন বলে

ধরা হয়। বছরকে ৩০ দিনের বারমাসে ভাগ করা হয়। মাসের নাম নীচে দেওয়া হল ঃ

১। ভঁ্যাদেমিয়্যার (Vendémiaire) ১—৩০ দ্রাক্ষা সংগ্রহের মাস
=২২শে সেপ্টেম্বর—২১শে অক্টোবর

২। ব্রুম্যার (Brumaire) ১—৩০ কুয়াসার মাস
=২২শে অক্টোবর—২০শে নভেম্বর

৩। ফ্রিম্যার (Frimaire) ১—৩০ তুষারের মাস
=২১শে নভেম্বর—২০শে ডিসেম্বর

৪। নিভজ (Nivose) ১—৩০ হিমানীর মাস
=২১শে ডিসেম্বর—১৯শে জানুয়ারি

৫। প্লুভিয়জ (Pluviôse) ১—৩০ বাদলের মাস
=২০শে জানুয়ারী—১৮ই ফেব্রুয়ারি

৬। ভঁতজ (Ventôse) ১—৩০ হাওয়ার মাস
=১৯শে ফেব্রুয়ারি—২০শে মার্চ

৭। জ্যরমিনাল (Germinal) ১—৩০ মুকুলের মাস
=২১শে মার্চ—১৯শে এপ্রিল

৮। ফ্লরেয়াল (Floréal) ১—৩০ ফুলের মাস
=২০শে এপ্রিল—১৯শে মে

৯। প্রেরিয়াল (Prairial) ১—৩০ প্রান্তরের মাস
=২০শে মে—১৮ই জুন

১০। মেসিদর (Messidor) ১—৩০ ফসল কাটার মাস
=১৯শে জুন—১৮ই জুলাই

১১। ত্যরমিদর (Thermidor) ১—৩০ উত্তাপের মাস
=১৯শে জুলাই—১৭ই অগষ্ট

১২। ফ্রুক্তিদর (Fructidor) ১—৩০ ফলের মাস
=১৮ই অগষ্ট—১৬ই সেপ্টেম্বর

১৭ই থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর—এই পাঁচ দিন সাঁকুলোতিদ নামে চিহ্নিত হয়। নতুন ক্যালেণ্ডারে সাতদিনের সপ্তাহ বাতিল করে দেওয়া হয় এবং দশ দিনের দেকাদ প্রবর্তন করা হয়। চার সপ্তাহের পরিবর্তে তিন দেকাদে একমাস।

৮

১। ভূমিদাসত্ব

যে কৃষক সামন্তপ্রভুর কাছ থেকে ভূমি পেয়েছে তার অবস্থা। এই কৃষক ভূমির সঙ্গে চিরকালের জন্যে আবদ্ধ। এই ভূমি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার

স্বাধীনতা ছিলো না তার। সামন্ত-প্রভুর সঙ্গে ভূমিদাসের সম্পর্ক সামন্ত-তান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

২। অভিযোগের তালিকা : Cahier de doléances

১৭৮৯-এর স্টেট্‌স্-জেনারেলের নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে শহর, গ্রাম ও গিল্ডসমূহের তিনটি সম্প্রদায় আলাদাভাবে তাদের অভিযোগের তালিকা প্রস্তুত করে।

৩। ঘেরাও ; প্রথম অধ্যায়ের ৫নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৯

১। গিল্ড : Guild

পারস্পরিক সহায়তা ও স্বার্থরক্ষার জন্যে বৃত্তিজীবী অথবা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে মিলিত মানুষের সৌভ্রাত্রমূলক সঙ্ঘ। একাদশ ও ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী কালে পশ্চিম য়োরোপে এই জাতীয় সঙ্ঘকে গিল্ড বলা হতো। সেই থেকে পরবর্তী কালেও অনুরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট সঙ্ঘকে গিল্ড আখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণভাবে এই সব গিল্ডকে চারভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) ফ্রিথ (শান্তির) গিল্ড; (২) ধর্মীয় গিল্ড; (৩) বণিকদের গিল্ড এবং (৪) কারিগরদের গিল্ড।

১০

১। নিবদ্ধীকরণ : Enrigistrement

রাজার আইন, অনুশাসন ও অনুজ্ঞা সার্বভৌম বিচারালয়ের খাতায় লিপিবদ্ধকরণ। এভাবে নিবদ্ধীকৃত হলেই এই সব রাজ-অনুশাসন আইনের মর্যাদা পেতো। প্রথম থেকেই রাজ-অনুশাসন সার্বভৌম বিচারালয়ে (পার্লমঁ-এ) প্রেরিত হতো। পার্লমঁ অল্পকালের মধ্যে নিবদ্ধীকরণের অধিকারকে প্রতিবাদের (remontrance) অধিকারে পরিণত করে। Remontrance বা প্রতিবাদ আদিম অর্থে রাজার সিদ্ধান্তের ওপর বিধিগত সরল মন্তব্য। এই প্রতিবাদের অধিকারের বলে পার্লমঁসমূহ আঠারো শতকে রাজকীয় প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার দাবি করে।

২। রাজকীয় অধিবেশন : Lit da Justice

রাজার সভাপতিত্বে প্যারীর পার্লমঁর আনুষ্ঠানিক অধিবেশন। সাধারণত রাজা এই অধিবেশনে বহু কুশন ছড়ানো সিংহাসনে বসতেন। তাই এই অধিবেশনের বিশেষ নাম। এই বিশেষ অধিবেশনে রাজার আইন নিবদ্ধীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার পার্লমঁর ছিলো না।

৩। বেইয়িয়াজ : Bailliage } —বেইয়ি (Bailli) অথবা সেনেশাল
৪। সেনেশোসে : Sénéchaussée }

(Sénéchal) রাজকীয় বিচারক। আঠারো শতকে বেইয়ি অথবা সেনেশালের নামমাত্র অস্তিত্ব ছিলো। ১৭৮৯-এ বেইয়ি ও সেনেশালকে অতীতের অন্ধকার থেকে দিবালোকে নিয়ে আসা হয়। কারণ, স্টেট্‌স-জেনারেলের নির্বাচনে অভিজাত ও তৃতীয় এস্টেটের নির্বাচকমণ্ডলীর সভায় বেইয়ি ও সেনেশালরা সভাপতি নির্বাচিত হন। বেইয়ি অথবা সেনেশালের-অধীন বিচারবিভাগীয় অঞ্চলই বেইয়িয়াজ অথবা সেনেশোসে। ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের বিচারবিভাগীয় অঞ্চলসমূহকে বেইয়িয়াজ ও মধ্যাঞ্চলের (মিদি) বিচারবিভাগীয় অঞ্চল সমূহকে সেনেশোসে বলা হতো। ১৭৮৯-এর স্টেট্‌স-জেনারেলের নির্বাচনের ক্ষেত্র ছিলো বেইয়িয়াজ ও সেনেশোসে।

৫। অ্যাঁতঁদাঁ ; Intendant

প্রদেশে রাজকীয় প্রশাসনের প্রধান প্রশাসক। সতেরো ও আঠারো শতকে রাজকীয় প্রশাসনের প্রধান স্তম্ভ এবং রাজার হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রী-করণের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় যন্ত্র। অর্থদপ্তর, পুলিশ ও বিচারবিভাগের অ্যাঁতঁদাঁ নামে এঁরা পরিচিত ছিলেন। রাজ্যের জেনেরালিতেগুলিতে রাজাদেশ কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব ছিলো এঁদের। সাধারণত বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে অ্যাঁতঁদাঁদের পাঠানো হতো। প্রশাসনিক বা বিচারবিভাগীয় এমন কোনো কাজ ছিলো না যা অ্যাঁতঁদাঁদের ক্ষমতা-বহির্ভূত। অ্যাঁতঁদাঁদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে 'ল'র (Law) বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ : আপনাদের কোনো পার্লমঁ নেই, এস্টেট নেই, গভর্নর নেই। এমনকি রাজা কিম্বা মন্ত্রীও নেই ; প্রদেশ সমূহে প্রেরিত আপনাদের ত্রিশ জনের ওপর এই সব প্রদেশের সুখ অথবা দুঃখ, প্রাচুর্য অথবা অপ্রতুলতা নির্ভর করছে।

৬। জেনেরালিতে : Généralité

অ্যাঁতঁদাঁস (Intendance) অ্যাঁতঁদাঁ শাসিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ। প্রকৃতপক্ষে অ্যাঁতঁদাঁস ও জেনেরালিতের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। কিন্তু তুলুজ ও মঁপেলিয়ে এই দুটি জেনেরালিতে একই অ্যাঁতঁদাঁসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অতএব ১৭৮৯-এ অ্যাঁতঁদাঁস ছিলো ৩২টি ও জেনেরালিতে ৩৩টি।

৭। গভর্নর :

সামরিক শাসনাধীন অঞ্চলের শাসক।

৮। লেৎর দ্য কাসে : Lettres de Cachet

রাজার শীলমহরাঙ্কিত চিঠি যা যে কোনো মানুষকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারতো।

১১

১। ভ্যাঁতিয়্যাম তৃতীয় অধ্যায়ের ১০নং টীকা দ্রষ্টব্য

২। পেই দেলেকসিয়ঁ : Pays d'Election

জেনেরালিতের অন্তর্গত যে সব এলাকার প্রশাসনের ভার ছিলো এলু (Elu) নামক রাজকীয় কর্মচারীর ওপর সেই সব এলাকাকে এলেকসিয়ঁ বলা হতো। সুতরাং ফ্রান্সের যে সব অঞ্চলে এলেকসিয়ঁ ছিলো, তাই পেই দেলেকসিয়ঁ। আঠারো শতকে পেই দেলেকসিয়ঁতে এলুদের ক্ষমতা বিশেষ ছিলো না।

৩। শাতোব্রিয়ঁা : Chateaubriand, Francois René de Chateaubriand, Viscomte de (১৭৬৮—১৮৪৮)

প্রথমযুগের ফরাসী রোমান্টিক লেখকদের অন্যতম এবং রাজনীতিবিদ্। ব্রেতাইঁনের সেঁ মালতে দরিদ্রঅভিজাতপরিবারে জন্ম। মধ্যযুগীয় প্রাসাদের প্রাচীন ওক গাছ ও বুনো ঝোপঝাড়ের নিবিড় ছায়ায় বিষণ্ণ দিন কাটায় শাতোব্রিয়ঁা ও তার বোন লুসিল।

রাজকীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা ভালো লাগতো না তাঁর। সতেরো বছর বয়সে রাজকীয় বিদ্যালয় থেকে চলে আসেন। বিষাদভরা আলস্য নিয়ে কঁবুরে বাস করেন কিছুকাল, পরে নাভারের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। ১৭৯০-এ এই বাহিনী বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু তিনি কবলেনৎসের রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে সোজা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ান। রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কিছুদিন একত্র বাস করেন। পশমের বণিকদের সঙ্গে নায়গারা জলপ্রপাত দেখতে যান এবং সেখানকার আদিম অরণ্যে ঘুরে বেড়ান। এখানে শাতোব্রিয়ঁা যে গদ্যকবিতা লিখতে শুরু করেন, পরে তা অরণ্যচারী মানুষকে নিয়ে লেখা মহাকাব্যে পরিণত হয়।

এ-সময় তিনি রাজার ভারেনে পলায়নের খবর জানতে পারেন। ফ্রান্সে চলে আসেন। কপর্দকহীন শাতোব্রিয়ঁার সমস্যা মিটে যায় ১৭ বছরের এক ধনী উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করে। কিন্তু তিনি ফ্রান্সে থাকতে পারেন নি। ফ্রান্স থেকে পালিয়ে কবলেনৎসের রাজতন্ত্রী বাহিনীতে যোগ দেন। তিয়ঁভিলের অবরোধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং আহত হন। সৈন্যবাহিনী থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথম ব্রাসেলসে, পরে জারসিতে চলে যান। ১৭৯৩-এর মে মাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন।

লণ্ডনে এ-সময়ে ফরাসী দেশত্যাগীর (émigré) ভিড়। ব্রিটিশ সরকার এই সব ফরাসী শরণার্থীদের দৈনিক এক শিলিঙ করে ভাতা দিতেন।

শাতোব্রিয়াঁ এই ভাতা নেন নি। কিছুকাল সাফোকে শিক্ষকতা করে কষ্টেসৃষ্টে কাটান। লণ্ডনে তাঁর ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে লেখা মহাকাব্য Les Natchez প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে তিনি ফ্রান্স থেকে খবর পান যে, তাঁর ভাই ও পিতামহকে গিলোতিনে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁর স্ত্রী, বোনেরা ও মা কারাগারে।

এ-সময়ে তিনি খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে একটি রোমাণ্টিক বিবরণ লিখতে শুরু করেছেন। এই বই পরবর্তীকালে Génie du Christianisme নামে অসামান্য সাফল্য লাভ করে।

১৮০০-র মে মাসে তিনি পারীতে ফিরে আসেন। Génie-র একটি অংশ Atala নামে ১৮০১-এ প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যলাভ করে। এই বইয়ে অনলঙ্কৃত ধ্রুপদী সংযমের সঙ্গে যন্ত্রণাময় রোমাণ্টিক সৌন্দর্য মিশেছে। Génie-র আর একটি অংশ Rénéও প্রশংসালাভ করে। Génie du Christianisme রচনার পর নাপোলেয়ঁ শাতোব্রিয়াঁকে রোমের রাষ্ট্রদূতের প্রথম সচিব নিযুক্ত করেন।

১৮০৬-এ তিনি জেরুজালেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফ্রান্স থেকে নানা দেশ ঘুরে জেরুজালেম যাত্রার সাহিত্যিক ফসল—Itinéraire de Paris à Jérusalem (তিন খণ্ড) নামক গ্রন্থ। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে Les Martyrs, Aventures du dernier Abencérage, Memoires d'outre-tombe প্রভৃতি। এই সব সাহিত্যকর্মের ফলে তিনি অকাদেমির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮১৫-তে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুর্বঁ রাজা তাঁকে ভিকঁৎ উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু শাতোব্রিয়াঁ মূলত লেখক, রাজনীতিবিদ্ নন। এ-সময় থেকে তাঁর অবশিষ্ট জীবন মাদাম রেকামিয়ের প্রেমের দ্বারা আলোকিত। এ-সময়ই তিনি তাঁর স্থায়ী সাহিত্যকর্ম Mémoires d'outre-tombe রচনা করেন।

উচ্চরাজপদও এ-সময় তাঁর কাছে ক্রমাগতই আসতে থাকে। ১৮২০-এ বের্লিনে রাষ্ট্রদূত, ১৮২২-এ লণ্ডনে। ভেরোনার কংগ্রেসে (১৮২২) তিনি ফরাসী প্রতিনিধি। ১৮২৩-এ ভিলেলের মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৮৪৮-এর ৪ঠা জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

৪। প্যাট্রিসিয়ান: Patrician—প্রাচীন রোমের অভিজাত।

৫। প্লিবিয়ান: Plebeian—প্রাচীন রোমের সাধারণ মানুষ।

৬। হীরক নেকলেসের ঘটনা

বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে (১৭৮৫) ষোড়শ লুইর রাজসভায় এই কলংকজনক ঘটনা রাজতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিলো। কঁতেস দ্য লা মৎ (Comtesse de la Motte) নামে একজন অভিজাত

ভাগ্যান্বেষিণীর ষড়যন্ত্রের ফলে এই ঘটনার সূত্রপাত। এই কঁতেস পারীর জহুরী বেমের ও বাসঁজের (Boemer and Bassenge) কাছ থেকে ১৬ লক্ষ লিভ্‌র দামের একটি হীরক নেকলেস আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ষড়যন্ত্রের জালে তিনি স্ত্রাসবুরের বিশপ কার্দিনাল দ্য রয়ঁাকে (Cardinal de Rohan) জড়িয়েছিলেন। রয়ঁার পরিবার ফ্রান্সের সবচেয়ে বিখ্যাত অভিজাত পরিবারের সমূহের অন্যতম। ভিয়েনায় ফরাসী রাষ্ট্রদূত হিসাবে (১৭৭২—৭৪) তিনি মারি আঁতোয়ানেতের মাতা ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসার অপ্রীতিভাজন হন। পরে মারি আঁতোয়ানেৎও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং রাজসভায় তাঁর প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়। স্বভাবতই তিনি রাজসভায় তাঁর পুরনো প্রভাব ও প্রতিপত্তি ফিরে পেতে চেয়েছিলেন।

রয়ঁার এই ইচ্ছাকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেন কঁতেস দ্য লা মৎ। তিনি রয়ঁাকে বোঝান যে, রাণীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য মিটে যাবে যদি তিনি বেমের ও বাসঁজের সঙ্গে ব্যবস্থা করে হীরার নেকলেসটি রাণীর হাতে তুলে দিতে পারেন। কারণ, রাণী গোপনে এই নেকলেসটি পেতে চান। রয়ঁা তাঁর বন্ধু আলেসান্দ্রো দি কাগলিয়োস্ত্রোর (Alessandro di Cagliostro) সঙ্গে পরামর্শ করেন। রয়ঁার অবিশ্বাস দূর করার জন্যে কঁতেস জালিয়াতির আশ্রয় নেন। রয়ঁাকে লেখা রাণীর কয়েকটি জাল চিঠি কঁতেস তাঁকে দেন। কিন্তু কেবলমাত্র চিঠি জাল করেই তিনি থামেন নি। তিনি রাণীকেও জাল করেন। রাত্রির অন্ধকারে ভ্যর্সেইর উদ্যানে তিনি পারীর একটি বারবনিতাকে রাণী সাজিয়ে রয়ঁার সামনে হাজির করেন। এরপর রয়ঁার সব দ্বিধা দূর হয়ে যায়। তিনি জহুরীদের কাছ থেকে ধারে নেকলেসটি কিনে নেন এবং কিস্তিতে টাকা শোধ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। নেকলেসটি কঁতেসের হস্তগত হয়। রয়ঁার ধারণা ছিলো, নেকলেস রাণীর কাছে পেঁৗচেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে নেকলেসটি টুকরো টুকরো করে বেচে দেওয়া হয়েছে লণ্ডনে।

এই গোপন লেনদেন প্রকাশিত হতে বেশিদিন লাগে নি। রয়ঁা প্রথম কিস্তির টাকা যথাসময়ে দিতে পারেননি। ফলে জহুরীরা রাণীর কাছে আবেদন করে। সঙ্গে সঙ্গে এই কলংক বিষফোড়ার মতো ফেটে যায়। যোড়শ লুই এই কলংকজনক ঘটনা গোপন করার কোন চেষ্টা করেন নি। বরং তিনি যে ব্যবস্থা নিলেন তাতে এই ঘটনা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লো। তিনি রয়ঁার ব্যক্তিগত শত্রু বার্ দ্য ব্রাতইকে রয়ঁাকে গ্রেপ্তার করে বাস্তিইতে রাখার নির্দেশ দেন। পারীর পার্লমঁতে রয়ঁা ও তাঁর সহযোগীদের বিচার হয়। বিচারের শেষে প্রতারণা করে হীরার নেকলেসটি হস্তগত করার দায় থেকে রয়ঁা অব্যাহতি পেলেও তাঁকে পদচ্যুত করে ওভারেইনের শেজ-দিয়োতে নির্বাসিত করা হয়। কাগলিয়োস্ত্রোকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করা হয়। আসল অপরাধী কঁতেস দ্য

লা মৎকে চাবুক মেরে, গরম ছেঁকা দিয়ে আজীবন সালপেত্রিয়ার কারাগারে আবদ্ধ রাখার আদেশ দেওয়া হয়। পরে এই কঁতেস ইংলণ্ডে পালিয়ে যান।

গোটা ঘটনার সঙ্গে রাণীর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমকালীন মানুষ এই ঘটনাকে রাণীর নৈতিক দুর্বলতা ও চাপল্যের প্রমাণ হিসেবেই গ্রহণ করে। ফরাসী রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারীপ্রকৃতি এই ঘটনায় বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত। উপরন্তু হীরক নেকলেসের ঘটনায় অভিজাতদের সঙ্গে উচ্চতর যাজকদের সঙ্গে সমঝোতা দানা বাঁধে এবং রাজার বিরুদ্ধে ১৭৮৭-র অভিজাত বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই অর্থেই নাপোলেয়ঁ এই ঘটনাকে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ বলে বর্ণনা করেছেন।

৮। কর্ভে : Corvée

ম্যানরীয় অধিকার। সামন্তপ্রভুর জন্যে ম্যানরের কৃষকের বিনা-পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক শ্রমদান।

৯। লা রশফুকোল-লিয়ঁকুর : Francois Alexandre, duc de la Rochefoucauld-Liancourt (১৭৪৪—১৮২৭)

কৃষিতত্ত্ববিদ এবং মানবপ্রেমিক। রশফুকোল-লিয়ঁকুর একটি আদর্শ খামার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৯-এ তিনি স্টেট্‌স-জেনারেলের সদস্য নির্বাচিত হন এবং সংবিধান সভায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৭৯২ এর ১০ই অগস্ট তিনি দেশত্যাগ করেন। কঁসুলার যুগে দেশে ফিরে আসেন এবং কৃষিকাজে নতুন পদ্ধতি প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। লা রশফুকোল Finances, Crédit national, interêt politique et de commerce, forces militaires de la France (১৭৮৯) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মাত্র একটি কর থাকবে এবং এই কর ভূমির ওপর ধার্য করা হবে। এই কর সমভাবে সকলের ওপর প্রযোজ্য হবে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এস্টেটসমূহের অধিবেশন হবে এবং অধিবেশনের সময় এস্টেটসমূহের দ্বারাই নির্ধারিত হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে।

১০। লাফাইয়েৎ : La Fayette, Marie Jean Paul Roch Yves Guilbert Motier, Marquis de, (১৭৫৭—১৮৩৪)

মুক্তপন্থী, বিত্তশালী অভিজাত। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব হয়েছিলো। প্রথম দিকে ফরাসী বিপ্লবের সক্রিয় সমর্থন করে তিনি 'দুই জগতের নায়ক' নামে পরিচিত হন। ১৭৯২-এ ফরাসী বিপ্লব থেকে সরে দাঁড়ান এবং

দেশত্যাগী হন। কিন্তু মিত্রপক্ষ তাঁকে বন্দী করে। নাপোলেয় তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করেন। ক্রম্যারের পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। বুর্বঁ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি আবার রাজনৈতিক জীবনে ফিরে আসেন। ১৮৩০-এ লুই ফিলিপকে সিংহাসনে বসানোর ব্যাপারে তাঁর হাত ছিলো।

১১। দ্যুক দর্লেয়াঁ : Orléans, Louis Philippe, duc d' (১৭৪৭—১৭৯৩)

ষোড়শ লুইএর জ্ঞাতি ভ্রাতা এবং ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপের (১৮৩০—৪৮) পিতা। নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ষোড়শ লুইএর বিরোধিতা করে তিনি বিপ্লবের আদিপর্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৭৮৯-এর অক্টোবরের ঘটনার পরে তাঁকে ইংলণ্ডে রাজপ্রতিনিধিরূপে পাঠানো হয়। ফ্রান্সে ফিরে এসে তিনি কঁভঁসিয়ঁর সদস্য হন। এসময় তাঁর নতুন নাম হয় সিতয়াঁ এগালিতে (Citoyen E'galité-নাগরিক সাম্য)। তিনি রাজার মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ভোট দিয়ে মঁতাঞিয়ারদেরও আশ্চর্য করে দেন। দ্যুমুরিয়েরের দেশদ্রোহিতার সঙ্গে যুক্ত আছেন এই সন্দেহে ১৭৯৩-এ তাঁকে মার্সেইয়ে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৭৯৩-এর ৬ই নভেম্বর তাঁকে গিলোতিনে পাঠানো হয়।

১২। দুপর : Duport, Adrien (১৭৫৯—৯৮)

দুপর, লামেত ও বার্নাভ- এই ত্রয়ী মিরাবোর মৃত্যুর পর বিপ্লবের অস্থির অগ্রগতিকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। ১৭৮৯-এর সংবিধানের মধ্যেই এঁরা বিপ্লবকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। ১৭৯২-এর ১০ই অগস্টের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু তিনি সুইৎসারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। সম্ভবত দাঁতঁ তাঁকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ফইয়াঁ ক্লাবের সংগঠকদের অন্যতম।

১৩। লামেত : Lameth, Alexandre Theodor Victor, Chévalier de (১৭৬০—১৮২৯)

লামেত ১৭৯২-এ লাফাইয়েতের সঙ্গে দেশত্যাগ করেন। দেশে ফেরেন ১৮০০-তে। সাম্রাজ্য ও পুনপ্রতিষ্ঠিত বুর্বঁ রাজতন্ত্রের যুগে উচ্চপদ ও সম্মানের অধিকারী হন।

১৪। বেইয়ি : Bailly, Jean Sylvain (১৭৩৬—১৭৯৩)

জ্যোতির্বিদ, লেখক, মানবপ্রেমিক। পারী থেকে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। জাতীয় সভার প্রথম অধ্যক্ষ। ১৭৮৯-৯১-এ পারীর মেয়র নিযুক্ত হন। ১৭৯৩-এর নভেম্বরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৫। তার্জে : Target, Guy-Jean-Baptiste (১৭৩৩— ১৮০৭)

অকাদেমি ফ্রাঁসেজের সদস্য।

১৬। মুনিয়ে : Mounier, Jean Joseph (১৭৫৮—১৮০৬)

১৭৮৮-তে মুনিয়ে দোফিনেতে রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৭৮৯-এর স্টেট্স-জেনারেলে তৃতীয় এস্টেটের ডেপুটি অর্থাৎ সদস্য নির্বাচিত হন। 'অক্টোবরের দিনে'র পর দোফিনেতে ফিরে এসে প্রাদেশিক এস্টেটের মধ্যপন্থীদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন। কিছুকাল পরে তিনি দেশত্যাগ করেন। ১৮০১-এ আবার দেশে ফিরে এসে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য হন।

১৭। লাঁজুইনে : Lanjuinais, Jean Dénis (১৭৫৩—১৮২৭)

রেন-এর (Rennes) আইনজীবী। রেন থেকে স্টেট্স-জেনারেলের তৃতীয় এস্টেটের এবং ইল-এ-ভিলেইন থেকে কঁভঁসিয়ঁর ডেপুটি নির্বাচিত হন। মঁতাঞিয়ার বিরোধিতায় অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। ২রা জুনের বিপ্লবে তিনি আইনের আশ্রয়চ্যুত হন। রেনে নিজের বাড়িতেই তিনি লুকিয়ে ছিলেন, ধরা পড়েন নি। ১৭৯৫-এর কঁভঁসিয়ঁতে তিনি আবার সক্রিয় ভূমিকা নেন। পরে বর্ষীয়ানদের পরিষদের সদস্য হন। তিনি কঁসুলা এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। ১৮১৫-র সংসদে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

১৮। ল্য শাপলিয়ে : Le Chapelier, Issac René Guy (১৭৫৪—৯৪)

রেন-এর অ্যাডভোকেট ও রেন-এর সেনেশোসে থেকে নির্বাচিত তৃতীয় এস্টেটের ডেপুটি (সদস্য)। ১৭৮৯-এর বসন্তকাল থেকেই ল্য শাপলিয়ে তৃতীয় এস্টেটের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। সংবিধান প্রণয়ন কমিটিরও সদস্য ছিলেন তিনি। কিন্তু যতো দিন যেতে লাগল ততোই তিনি বিপ্লবের ভয়ঙ্কর চেহারায় শঙ্কিত হয়ে মধ্যপন্থীদের নিকটবর্তী হতে লাগলেন। রাজার পলায়নের পর তিনি ফইয়ঁা গোষ্ঠিতে যোগ দেন এবং ভোটের অধিকার একমাত্র সম্পদশালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন। সংবিধান সভার অধিবেশনের সমাপ্তির পর তিনি ইংলণ্ডে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু দেশত্যাগীদের-সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের আইন পাস হওয়ার পর তিনি হিসেবে ভুল করেন। ফ্রান্সে ফিরে আসেন তিনি। প্রত্যাবৃত দেশত্যাগী হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দ্বিতীয় বর্ষের ৩রা ফ্লরেয়াল (২২শে এপ্রিল ১৭৯৪) তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ল্য শাপলিয়ের খ্যাতি অথবা অখ্যাতি তৎপ্রণীত একটি বিশেষ আইনের জন্যে। এই আইন ১৭৯১-এর ১৪ই জুন সংবিধান সভায় পাস হয়। এই

আইন ল্য শাপলিয়ে-আইন নামে পরিচিত। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠনে আতঙ্কিত হয়ে সংবিধান সভার বুর্জোয়ারা এই আইন প্রণয়ন করে। ল্য শাপলিয়ে-আইন শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ-হওয়া ও ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা নয়, কাজ করার স্বাধীনতা; সহযোগী-কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার অধিকারও নিষিদ্ধ হল। ফলত, শ্রমিক ও সহযোগী কর্মীরা মালিকদের অধীন হয়ে পড়ে অথচ সংবিধানে মালিক, শ্রমিক ও সহযোগী কর্মীর সাম্য স্বীকৃত। ১৮৬৪ পর্যন্ত ধর্মঘট সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে, য়ুনিয়ন গড়ে তোলা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা থাকে ১৮৮৪ পর্যন্ত। মুক্তপন্থী স্বাধীন প্রতিযোগীতার স্তম্ভস্বরূপ এই ল্য শাপলিয়ে-আইন।

১৯। তুরে: Thouret, Jacques-Guillaume (১৭৪৬—১৭৯৪)

পঁ-লেভেকে জন্ম। সংবিধান সভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনিই ফ্রান্সকে দ্যপার্তমঁ-এ বিভক্ত করার প্রস্তাব করেন। ১৭৯৪-এ গিলোতিনে যান।

২০। বুজ: Buzot, Francois Nicolas Léonard (১৭৬০—১৭৯৪)

আইনজীবী। তিনি এভ্রেউ থেকে স্টেটস্-জেনারেলের তৃতীয় এস্টেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৭৯১-এ এভ্রেউয়ে ফিরে আসেন। ইউর থেকে ১৭৯২-এ কঁভ সিয়ঁর সদস্য নির্বাচিত হন। মাদাম রলাঁর প্রতি মুগ্ধতা ছিলো তাঁর। রোবসপিয়েরের-বিরোধিতায় অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রপন্থী হিসেবে ১৭৯৩-এর ২রা জুন তিনি অন্যান্য জিরদাঁদের সঙ্গে আইনের আশ্রয়চ্যুত ব্যক্তিরূপে নির্দিষ্ট হন। এভ্রেউয়ে পালিয়ে যান। সেখান থেকে প্যতিয়ঁর সঙ্গে চলে যান জিরঁদে। ১৭৯৪-এ সেঁত-এমিলিয়ঁর কাছে দুজনেরই মৃতদেহ পাওয়া যায়।

২১। ম্যর্লাঁ দ্য দুয়ে: Philippe Antoine, Comte Merlin (১৭৫৪—১৮৩৮)

Merlin de Douai নামে খ্যাত। ফ্লাণ্ডার্সের পার্লমঁর এ্যাডভোকেট। দুয়ের গুভ্যরনাঁস থেকে তৃতীয় এস্টেটের ডেপুটি। সংবিধান সভার সামন্ত-তান্ত্রিক অধিকার-সম্পর্কিত কমিটির সদস্য। ১৭৯১-৯২-এ উত্তরের দ্যপার্তমঁতে ফৌজদারী মামলার বিচারালয়ের প্রেসিডেন্ট। কঁভসিয়ঁতে এই দ্যপার্তমঁর ডেপুটি নির্বাচিত হন। কঁভসিয়ঁতে তিনি সমতলের সঙ্গে বসতেন। বিপ্লবী ক্যালেণ্ডারের পঞ্চমবর্ষে ফ্রুক্তিদরের কুদেতার ফলে দিরেকত্যয়র হন। সপ্তমবর্ষের ৩০শে প্রেরিয়াল তিনি পদত্যাগ করেন। রাজহন্তা হিসাবে ১৮১৫-তে ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত হন। কিন্তু ১৮৩০-এ আবার ফ্রান্সে ফিরে আসেন।

২২। রোবসপিয়ের: Robespierre, Maximilien Francois Isidore de (১৭৫৮—১৭৯৪)

আরার মধ্যবিত্তবুর্জোয়া পরিবারে জন্ম। পিতা এ্যাডভোকেট ছিলেন। আরার অরাতরিয়ঁদের কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৭৮১-তে আইনের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি আরার আদালতে যোগ দেন। অল্পদিনেই অ্যাডভোকেট হিসাবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৮৯-এর ২৩শে মার্চ আবার প্রতিনিধিরূপে তৃতীয় এস্টেটের সদস্য নির্বাচিত হন। এ-সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু; তখনও তিনি ৩১ বছরে পা দেননি।

বাহ্যত দুর্বল মনে হলেও হ্রস্বদেহ রোবসপিয়ের স্বাস্থ্যবান ছিলেন। ১৭৮৯-এর ১৮ই মে তিনি সংসদে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন এবং ১৭৯১-এর ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অন্তত ৫০০ বার সংসদে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। এ-থেকেই সংসদে তিনি কি পরিমাণ সক্রিয় ছিলেন তা বোঝা যাবে।

জ্যাকবঁ্যা ক্লাবের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি এই ক্লাবের সদস্য হন। ১৭৯০-এর এপ্রিলে তিনি এই ক্লাবের সভাপতি হন। সংবিধান সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট মতামত ছিলো। রুশোশিষ্য ও দার্শনিকদের অনুরাগী ভক্ত রোবসপিয়ের নাগরিক ও মানবিক অধিকারের ঘোষণাকে স্বাগত জানান। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, প্রত্যেক নাগরিকের জাতীয় রক্ষিবাহিনীতে যোগদানের অধিকার, আবেদনপত্র পেশ করার অধিকার প্রভৃতির জন্যে তিনি আন্দোলন করেন। তিনি রাজাকে ভীটো ক্ষমতা দেওয়ার বিরোধিতা করেন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় জাতীয় সভার সদস্যদের বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন নিষিদ্ধ হয়।

রাজার ভারেনে পলায়নের পর তিনি রাজার বিচার দাবি করেন। জ্যাকবঁ্যা ক্লাবের অধিকাংশ সদস্য যখন জাকবঁ্যা ক্লাব ছেড়ে ফইয়াঁ ক্লাব গঠন করেন, তখন রোবসপিয়েরেরই ক্লাব টিকিয়ে রাখেন।

সংবিধান সভায় সদস্য ছিলেন। তাই তিনি ১৭৯১-এর সংসদের সদস্য হতে পারেন নি। এ-সময় থেকে জ্যাকবঁ্যা ক্লাবে তিনি অত্যন্ত সক্রিয়। ১৭৯১-এর জুন থেকে ১৭৯২-এর অগস্টের অভ্যুত্থানের অন্তবর্তী সময়ে জাকবঁ্যা ক্লাবে তিনি বক্তৃতা দেন একশবার। ক্লাবে তিনি ব্রিসর য়োরোপীয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রুসেড আহ্বানের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তিনি ফ্রান্সকে যুদ্ধের পথ থেকে ফেরাতে পারেন নি।

যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপর্যয়ের পর স্বভাবতই রোবসপিয়েরের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। ১৭৯২-এর ১০ই অগস্টের অভ্যুত্থানের পর পারীতে যে বিপ্লবীকমিউন গঠিত হয় তাতে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। কঁভঁসিয়ঁর সদস্য নির্বাচিত হন ৫ই সেপ্টেম্বর।

কঁর্ভ সিয়ঁতে রাজার বিচার নিয়ে জিরঁদঁ ও মঁতাঞিয়ার সংঘাত তীব্রতর হয়। রাজার মৃত্যুদণ্ডের পর সংঘাতের তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। রোবসপিয়েরের নেতৃত্বাধীন মঁতাঞিয়ারদের সঙ্গে পারীর সাঁকুলোৎদের ইতিমধ্যে একটা সমঝোতা হয়েছিলো। ১৭৯৩-এর ২৬শে মে পারীর জনতাকে কঁর্ভ সিয়ঁর দুর্নীতিপরায়ণ সদস্যদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার এবং জোর করে কঁর্ভ সিয়ঁ দখল করার আহ্বান জানান রোবসপিয়ের। তারই ফলশ্রুতি পারীর সাঁ-কুলোৎদের অভ্যুত্থান এবং কঁর্ভ সিয়ঁর ২রা জুনের প্রস্তাব যার ফলে ২৯জন জিরঁদ্যাঁ ডেপুটির গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৭শে জুলাই রোবসপিয়ের গণনিরাপত্তা কমিটির সদস্য হিসাবে যোগ দেন। কমিটিতে ও জাকব্যাঁ ক্লাবে তাঁর প্রভাব বাড়তে থাকে।

ক্রমে তিনি কমিটির মধ্যে চরমপন্থী এবেরগোষ্ঠী ও প্রশ্রয়বাদী দাঁতঁগোষ্ঠী এই উভয় উপদলকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এরপর কমিটিতে তাঁর আধিপত্য অবিসংবাদিত ; কিন্তু সাঁ-কুলোৎ জনতার সঙ্গে তাঁর সংযোগও বিচ্ছিন্ন হল।

রুশোশিষ্য রোবসপিয়ের ঈশ্বরবাদী, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। তিনি একটি লৌকিক ধর্ম ও পরমসত্বার পূজা প্রবর্তন করেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং কঁর্ভ সিয়ঁ ও জাকব্যাঁ ক্লাবে ক্রমাগত বক্তৃতা দেওয়ার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়ে যায়। ২২শে প্রেরিয়ালের আইনের পর তাঁর বিরুদ্ধে একটি গোষ্ঠী দানা বাঁধে। কমিটিতে কার্নো, বল-দেরবোয়া এবং বিলো-ভারেন তাঁর বিরুদ্ধতা করেন। সাধারণ নিরাপত্তা কমিটিও তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়। এঁরা এবং আরো মঁতাঞিয়ার ডেপুটি তাঁর বিরুদ্ধে একনায়কত্বের অভিযোগ আনেন। ফলে ১০ই মেসিদর (২৮শে জুন) থেকে তিনি গণ-নিরাপত্তা কমিটির সভায় যোগদান বন্ধ করে দেন। ইতিপূর্বে এবেরগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তিনি সাঁ-কুলোৎ জনতার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রও ছিন্ন করে দিয়েছিলেন।

৫ই ত্যরমিদর রোবসপিয়ের গণনিরাপত্তা কমিটির অধিবেশনে আবার যোগ দেন। ৮ই ত্যরমিদর কঁর্ভ সিয়ঁতে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। ৯ই (২৭শে জুলাই) বিরোধীগোষ্ঠী তাঁর বক্তৃতায় বাধা দেয়। তারপর বিশৃঙ্খলার মধ্যে রোবসপিয়ের, তাঁর ভ্রাতা ওগুস্ত্যাঁ, এবং তাঁর বন্ধু জর্জ কুতঁ, সেঁজুস্ত ও ফিলিপ ল্যবার গ্রেপ্তারের আদেশ পাস হয়ে যায়।

তাঁকে লুক্সঁ্যাবুর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কারাগারের অধ্যক্ষ তাঁকে বন্দী করতে অস্বীকৃত হন। পরে তিনি ওতেল দ্য ভিলে চলে যান। সেখানে কমিউনের সশস্ত্র বাহিনী তাঁর আদেশের অপেক্ষায় ছিলো। কিন্তু বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেও তিনি অস্বীকৃত হন।

১০ই ত্যরমিদর ভোরের দিকে তাঁর অনুগত সশস্ত্র বাহিনী ভেঙে যেতে থাকে। কঁভঁসিয় তাঁকে আইনের আশ্রয়চ্যুত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করে এবং ওতেল দ্য ভিল কঁভঁসিয়ঁর বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়। একটি পিস্তলের গুলিতে রোবসপিয়েরের চোয়াল ভেঙে যায়। সেদিনই বিকেলে প্লাস দ্য লা রেভলিউসিয়তে (বর্তমানের প্লাস দ্য লা কঁকর) তাঁকে গিলোতিনে পাঠানো হয়।

বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে রোবসপিয়ের সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তি। তাঁকে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক এখনও থামে নি। তাঁকে রক্তপিপাসু দানব আখ্যা দিয়েছেন অনেক ঐতিহাসিক। আবার অনেকে মনে করেন পোশাকে রীতিমতোবুর্জোয়া, সৌখীন, ফিটফাট, চশমাপড়া এই হ্রস্বদেহ মানুষটিই ফরাসী বিপ্লবের নায়ক।

দাঁতঁ ও রোবসপিয়েরের ভূমিকা সম্পর্কে আলফঁস ওলার ও তাঁর শিষ্য আলবেয়ার মাতিয়ের বিতর্ক ব্যক্তিগত কলহে পরিণত হয়। ওলারের মতে দাঁতঁ বিপ্লবের নায়ক, রোবসপিয়ের খলনায়ক। রোবসপিয়ের অহঙ্কারী, পাণ্ডিত্যাভিমানী, ফাঁকা আদর্শের দ্বারা মোহগ্রস্ত। তিনি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষার পাদপীঠে ফরাসী বিপ্লবকে বলি দিয়েছিলেন। মাতিয়ের নায়ক রোবসপিয়ের। তাঁর মতে, তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্নগণতন্ত্রী ও সমাজসংস্কারক। দাঁতঁ খলনায়ক। কারণ, তিনি দুর্নীতিপরায়ণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুচক্রী, অর্থের বিনিময়ে দেশদ্রোহিতায় যার কোনো দ্বিধা ছিলো না। সন্ত্রাসের শাসন বহির্দেশীয় যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের পরিণতি—ওলারের এই মত মাতিয়ে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই ব্যাখ্যার সঙ্গে আর একটি মাত্রা—শ্রেণী সংগ্রাম—যুক্ত করেন। গণনিরাপত্তা কমিটির একনায়কত্ব জাতীয় আত্মরক্ষার সরকার নয়, অপরিণত প্রোলেতারীয় একনায়কত্ব। এই একনায়কত্বের উপাদান দুটি : বুর্জোয়া দেশপ্রেম ও প্রোলেতারীয় সংহতি। এই যুগে বুর্জোয়া দেশপ্রেম অনেক বেশি শক্তিশালী। ১৭৯৪-এর বিজয়ের পর জাতীয়আত্মরক্ষার-সরকারের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ১৭৯৪-এর গ্রীষ্মকালে রোবসপিয়ের ও তাঁর সহযোগীরা সন্ত্রাসের শাসনকে প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বে পরিণত করেন। ভঁতোজের আইনই তার প্রমাণ। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে এই সরকারের পতন ঘটায়। রোবসপিয়েরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের প্রথম পরীক্ষারও অবসান ঘটে।

দানিয়েল গ্যেরঁ্যা ব্রা ন্যুর (সাঁ-কুলোতের) মধ্যে ১৭৯৩-এর প্রকৃত বিপ্লবীনায়ককে খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে রোবসপিয়ের বুর্জোয়া। তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে আরো বেশি ক্ষতিকর। গ্যেরঁ্যা মার্কস-বাদী। ট্রট্স্কিপন্থী বললে আরো যথাযথ হবে। তাঁর মতে ফরাসী

বিপ্লব প্রোলেতারীয় বিপ্লবের ভ্রূণাবস্থা। কিন্তু এই বিপ্লবের ভ্রূণেই বিনষ্টি ঘটে। সোস্যালডিমোক্র্যাট রোবসপিয়ের প্রোলেতারীয় বিপ্লবকে সমাজবাদী গণতন্ত্রের পথে চালনা করে এই বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেন।

রোবসপিয়েরকে নিয়ে বিতর্ক আজও থামেনি, যেমন ফরাসী বিপ্লবের বিশিষ্ট প্রকৃতি সম্পর্কিত বিতর্ক এখনও চলছে। অনেক ঐতিহাসিকের কাছে ফরাসীবিপ্লব ও রোবসপিয়ের প্রায় সমার্থক শব্দ।

অতএব ফরাসী বিপ্লবে রোবসপিয়েরের ভূমিকার মূল্যায়নে ঐতিহাসিক-দের মধ্যে ঐকমত্য নেই। তা সম্ভবও নয়। কব্বান সুন্দর বলেছেন: রোবসপিয়েরকে রক্তপিপাসু দানব বলে গাল দেওয়া যেতে পারে, তাঁকে বিপ্লবের নায়ক বলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা চলে না।

২৩। মালুয়ে: Malouet, Pierre-Victor (১৭৪০-১৮১৪)

রিয়ঁতে জন্ম। সংবিধান সভার সদস্য।

২৪। চতুর্থ আঁরি: Henry IV

১৫৮৯ থেকে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজা। ফ্রান্সের অধিকাংশ মানুষের আনুগত্য লাভ করার জন্যে ১৫৯৩-এ তিনি প্রোটেস্টান্ট ধর্মত্যাগ করে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে ফ্রান্সে ৪০ বছরের ধর্মীয় গৃহযুদ্ধের অবসান হয়। তিনি ফ্রান্সে শান্তি ও সুস্থিতি ফিরিয়ে আনেন। তাঁর অনন্যসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা অল্পকালের মধ্যেই ফ্রান্সকে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাজ্যে পরিণত করে। চতুর্দশ লুইর আমলের পরাক্রান্ত ফ্রান্সের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

২৫। রিশল্যু: Richelieu (Armand-Jean Du Plessis, Cardinal de) (১৫৮৫—১৬৪২)

রাজা ত্রয়োদশ লুইর মন্ত্রী। কেন্দ্রীকৃত-শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তাঁর কীর্তি। অভিজাতদের প্রাদেশিক এস্টেট, পার্লমঁ এবং অন্য সব ক্ষমতার কেন্দ্রকে খর্ব করে রাজার হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। রিশল্যুকে ফরাসী রাজতন্ত্রের যুগের সবচেয়ে প্রতিভাশালী রাষ্ট্রনীতিবিদ্ বললে অত্যুক্তি হবে না।

১৩

১। যাচাইকরণ: (Verification)

স্টেট্‌স-জেনারেল কর্তৃক সদস্যদের নির্বাচনের বৈধতার পরীক্ষা।

২। আর্থার ইয়ঙ : Young, Arthur (১৭৪১—১৮২০)

ইংরেজ লেখক। প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখে সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। ইংরেজ কৃষিব্যবস্থার ওপরও গ্রন্থ রচনা করেন। ইয়ঙের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা ছিলো অসামান্য। বিপ্লবের প্রাকালে তিনি ফ্রান্স ভ্রমণে যান এবং ফ্রান্সে ভ্রমণ (Travels in France) নামক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্বতন ব্যবস্থার অন্তিম লগ্নের ও বিপ্লবের আদিপর্বের ফ্রান্সের তথ্যনিষ্ঠ ও সহৃদয় বর্ণনায় তাঁর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতার ও প্রতিভার পরিচয় মেলে।

৪। কঁৎ দার্তোয়া : Artois, Charles Philippe Comte de (১৭৫৭—১৮৩৬)

ষোড়শ লুইএর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিপ্লবের পূর্বে দরবারী অভিজাত গোষ্ঠীর নেতা। তিনি প্রথম দেশত্যাগীদের অন্যতম। তাঁকে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল দেশত্যাগী নেতা বলা যেতে পারে। এই চরমপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাতের কার্যকলাপে বিপ্লবীদের সুবিধাই হয়েছিলো, ক্ষতি হয়নি। ১৮১৪-তে তিনি দেশে ফিরে আসেন। অষ্টাদশ লুই-এর মৃত্যুর পর ১৮২৪-এ তিনি দশম চার্লস নাম নিয়ে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৩০-এর জুলাইবিপ্লবের ফলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে দেশ থেকে পালিয়ে যান।

৫। আবায় : Abbaye l'—পারীর কারাগার সমূহের অন্যতম।

১৪

১। মসিয়ে দ্যফার্জ : ইংরেজ ঔপন্যাসিক Charles Dickens-এর A Tale of Two Cities নামক উপন্যাসের চরিত্র। পানশালার মালিক।

২। মাদাম দ্যফার্জ : মসিয়ে দ্যফার্জের স্ত্রী।

১৫

১। কামিই দেমুলাঁ : Desmoulins Camille (১৭৬০—১৭৯৪)

গীজে জন্ম। আইনজীবী ও সাংবাদিক। বাস্তিই আক্রমণের প্রস্তুতিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১০ই অগস্টের বিপ্লবেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা। তাঁর কাগজ les Révolutions de France et de Brabant অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। কঁর্ডেলিয়ঁর সদস্য। কঁর্ডেলিয়ঁতে

মঁতাঞিয়ারদের সঙ্গে বসতেন। ১৭৯৩-এর শেষ দিকে তাঁর সম্পাদনায় ভিয়ো কর্‌দেলিয়ে প্রকাশিত হয়। এই কাগজে তিনি মধ্যপন্থী প্রশ্রয়বাদী-দের স্বপক্ষে কলম ধরেন। মধ্যপন্থী প্রবণতার জন্যে প্রশ্রয়বাদীদের সঙ্গে গিলোতিনে যান।

২। সঁ-ক্লুদ : Saint Cloud

সম্রাটের প্রাচীন প্রাসাদ। ১৮৭১-এ জর্মনবাহিনী এই প্রাসাদকে ভস্মীভূত করে।

১৬

১। কারস :

যাত্রীবাহী গাড়ি। ছবি দ্রষ্টব্য।

২। আনেত : Annate

বেনিফিসে নিযুক্ত হওয়ার পর ক্যাথলিক বিশপ কর্তৃক পোপকে প্রদত্ত বেনিফিসের বাৎসরিক আয়।

৩। মারা : Marat, Paul

তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য

১৮

১। আসিঞিয়া : Assignat

বিপ্লবী যুগের কাগজ-মুদ্রা। চার্চীয় জমি বাজেয়াপ্তকরণের পর সেই জমি বিক্রয়ের জন্যে আসিঞিয়া প্রথম প্রচলিত হয়। ১৭৯১-এর পর আসিঞিয়া সাধারণ কাগজমুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

২। মাস : Mass

যীশুখ্রীষ্ট শেষ-নৈশভোজে শিষ্যদের মদ ও রুটি খেতে দিয়ে বলেছিলেন : এই মদ ও রুটি আমার রক্ত ও মাংসে পরিণত হবে। এই ঘটনার ওপরই ক্যাথলিক চার্চের Transubstantion এর (বস্তুর রূপান্তরণের) তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বটি প্রকাশিত। তাই মাস অথবা ইউকারিস্ট। এই অনুষ্ঠানের শেষে মন্ত্রপূত মদ ও রুটি বিতরণ করা হয়।

৩। Ca Ira—বিপ্লবী যুগের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীত।

৪। সেকসিঁয় : Section

পারীর ৬০টি নির্বাচনকেন্দ্রকে ভেঙে ৪৮টি সেকসিয় অথবা বিভাগ গঠিত হয় ১৭৯০-এ। পারীর বিপ্লবী অভ্যুত্থানে কয়েকটি বিশেষ সেকসিয় অত্যন্ত সক্রিয় ছিলো। ম্যাপ দ্রষ্টব্য।

৫। শঁপার : Champart

নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন ফসলে সামন্তপ্রভুকে দেয় কর।

১৯

১। মার্কিনী ঘোষণাপত্র :

১৭৭৬-এর ৪ঠা জুলাই আমেরিকার দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসে মার্কিনী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাস হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় স্বাধীনতা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার।

১। ল্য শাপলিয়ে :

দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২। বুর্জোয়া মুক্তপন্থা : Bourgeois liberalism

বুর্জোয়া মুক্তপন্থার (liberalism প্রধান বৈশিষ্ট্য : নিয়ন্ত্রণমুক্ত অর্থনীতি, অবাধ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সংগঠন।

৩। না-হস্তক্ষেপ নীতি : Laisser faire, laisser passer

মুক্তপন্থী বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য রাষ্ট্রের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং আর্থনীতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা যাতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত অর্থনীতিতে অবাধ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা বজায় থাকে।

২০

১। জেনেরালিতে—দশম অধ্যায়ের ৫নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২। অঁ্যাতঁদঁস -দশম অধ্যায়ের ৬নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। বেরিয়াজ—দশম অধ্যায়ের ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৪। সেনেসোশে—দশম অধ্যায়ের ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৫। পেই দেলেকসিয় : Pay d' E'léction

দ্বাদশ অধ্যায়ের ২নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬। প্রকুর‍্যরর-জেনেরাল-সিঁদিক : Procureur-General-Syndic

বিচারালয়ে নিম্নপদস্থ রাজকীয় অফিসার।

৭। ম্যর্লঁ্যা দ্যা দুয়ে ঃ Merlin de Douai দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৮নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। দ্রোয়াজানুয়েল ঃ Droits annuels

বার্ষিক সামন্ততান্ত্রিক কর।

৯। সঁস্ ঃ Cens

সামন্তপ্রভুর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত জমির জন্যে অর্থে প্রদেয় বার্ষিক কর।

১০। শঁপার : Champart

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১১। লদ এ ভঁত ঃ Lods et Ventes

সামন্তপ্রভুর কাছ থেকে প্রাপ্ত জমির মালিকের মৃত্যু হলে জমির উত্তরাধিকারী কর্তৃক সামন্তপ্রভুকে দেয় কর; জমি বিক্রয় করতে হলেও সামন্তপ্রভুকে এই কর দিতে হতো।

১২। গিল্ড ঃ Guild

নবম অধ্যায়ের ১নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩। ক্যাথিড্রাল চাপ্টার ঃ Cathedral Chapter

ক্যাথিড্রালের সঙ্গে যুক্ত ক্যাননদের সঙ্ঘ অথবা সভা। বিশপের আসন সম্বলিত গির্জাকে ক্যাথিড্রাল বলা হয়।

১৪। গালিকান যাজক ঃ

গালিকানবাদী যাজক। গালিকানবাদের তিনটি প্রধান সূত্র। (১) আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক শক্তির স্বাতন্ত্র্য; (২) ইহজাগতিক ক্ষেত্রে যাজকীয় নিয়মানুবর্তিতা-সংক্রান্ত ব্যাপারে পোপের কর্তৃত্বের অস্বীকৃতি। অর্থাৎ রাজার সম্মতি ছাড়া ফ্রান্সে পোপের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হবে না; (৩) ফরাসী চার্চের ওপর ফরাসী রাজার বৈধ আধিপত্য। গালিকানবাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণে দুটি গ্রন্থের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ পিয়ের পিথুর Les libertés de l' E'glise Gallicane এবং পিয়ের দুপুইর Les preuves des libertés de l' église gallicane। বস্যুয়ে সম্পাদিত Declaration des quatre article নামে ঘোষণায় গালিকানবাদের সংজ্ঞা

সুনির্দিষ্ট হয়। এই ঘোষণা ১৬৮২-তে যাজকদের সভায় গৃহীত হয়। গালিকানবাদের দুটি বিশেষ দিক লক্ষ করা যায়। (১) যাজকীয় অথবা ধর্মীয় গালিকানবাদ অনুযায়ী চার্চের সাধারণ কাউন্সিলের স্থান পোপের উর্ধ্বে। এই কাউন্সিল সকল শক্তির আধার। (২) রাজকীয় গালিকান-বাদ অনুযায়ী রাজা ফরাসী চার্চের রক্ষক।

১৫। গোবেল : Gobel, Jean Baptiste Joseph (১৭২৭—১৭৯৪)

পোর্যাক্রুইর ক্যাননও লিদ্দার বিশপ। ১৭৯১-এ পারীর সাংবিধানিক বিশপ হন। ১৭৯৩-এ তিনি বিশপপদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এবের-পন্থীদের সঙ্গে গিলোতিনে যান।

১৬। গাবেল : Gabelle

লবণের ওপর কর। প্রদেয় গাবেলের পরিমাণ অনুযায়ী ফ্রান্স চারটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিলো।

২১

১। জুর্নে বা দিন : Journée

জুর্নে শব্দটির অর্থ দিন। বিপ্লবী যুগে এই শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার হতো। পারীর জনতার বিপ্লবী অভ্যুত্থানের দিনটিকেই জুর্নে বলা হতো।

২৩

১। ফইয়াঁ ক্লাব :

পারীর তুইলেরি প্রাসাদের কাছাকাছি ফইয়াঁ নামে একটি খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মঠে অধিবেশন হতো বলে এই ক্লাব ফইয়াঁ ক্লাব নামে পরিচিত হয়। কিন্তু এই ক্লাব একটি নয়, দুটি।

প্রথম ক্লাব : প্রথম ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মিরাবো, বেইয়ি, ও সিয়েস। ১৭৮৯-এর অগস্টে যখন সংবিধান সভায় প্যাট্রিয়ট গোষ্ঠীর প্রথম ভাঙন ঘটে, তখন এই নেতারা জাকবাঁ ক্লাব ছেড়ে ১৭৮৯-এর ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। সংবিধানে রাজার বিশেষ ক্ষমতার স্বীকৃতির যাঁরা সমর্থক ছিলেন তাঁদের অনেকে এই ক্লাবে যোগ দেন। এই ক্লাবের ওপর জনতার বিরাগ সেই কারণে। ক্লারমঁ দ্য তনের এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তাঁর গৃহ লুণ্ঠিত হয়। ১৭৯১-এর ২৮শে মার্চ এই ক্লাব আক্রান্ত হয়। মিরাবোর মৃত্যুর পর ক্লাব ভেঙে যায়।

দ্বিতীয় ক্লাব : প্রথম ক্লাবের সঙ্গে দ্বিতীয় ক্লাবের কোনো যোগসূত্র ছিলো না। দ্বিতীয় ক্লাবের জন্ম হয় ষোড়শ লুইএর ভারেনে পলায়নের পর (১৭৭১-এর ২০শে জুন)। এ-সময়ে প্যাট্রিয়ট গোষ্ঠীর দ্বিতীয় ভাঙন ঘটে। সংবিধান সভার যে সব সদস্য জাকবঁ্যা ক্লাবের সদস্য ছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই জাকবঁ্যা ক্লাব ছেড়ে ফইয়ঁা ক্লাবে চলে যান। এই ভাঙন ঘটে ১৬ই জুলাই (১৭৯১)। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বার্নাভ বলেন : স্বাধীনতার দিকে আর একটি পদক্ষেপের অর্থ রাজকীয় ক্ষমতার সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। সাম্যের দিকে আর একটি পদক্ষেপের অর্থ সম্পত্তির বিলোপ।

১৭৯১-এর সংবিধান ফইয়ঁাদের কীর্তি। এই সংবিধানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো সম্পত্তি ও বিত্তভিত্তিক ভোটাধিকারের সংরক্ষণ।

১লা অক্টোবর নতুন বিধানসভার অধিবেশন শুরু হয়। এতে ফইয়ঁা ক্লাবের ডেপুটি ছিলেন ২৬৪ জন। বাইরে থেকে দুপর, বার্নাভ ও লামেত এঁদের পরিচালনা করতেন। এই ক্লাব রক্ষণশীল, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধী। এই ক্লাব ১৭৯১-এর সংবিধানকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলো। ক্রমে জাকবঁ্যারা এই ক্লাবের সদস্যদের কোণঠাসা করে ফেলে। ১০ই অগস্টের অভ্যুত্থানের পর এই ক্লাব ভেঙে যায়।

২। ব্রিস : Brissot Jacques Pierre (১৭৫৪–১৭৯৩)

শার্ত্রে জন্ম। পিতার ত্রয়োদশ সন্তান। দরিদ্রকুলে জন্ম হয়েছিলো এবং সারাজীবন তিনি দরিদ্রই ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৭৮৯-এর মধ্যে তিনি সুইৎসারল্যাণ্ড, ব্রিটেন ও আমেরিকা ঘুরে আসেন। শুধু তাই নয় বাস্তিইর কারাগারেও তাঁকে কিছুকাল থাকতে হয়েছিলো। ইতিমধ্যে সংস্কারপন্থী সাংবাদিক হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি পারীর প্রথম কমিউনের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে পারী থেকে ১৭৯১-এর বিধান-সভায় নির্বাচিত হন এবং জাকবঁ্যা নেতা হিসেবে বিধানসভার বামপন্থী-গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন। পাত্রিয়ত ফ্রাঁসে নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে তাঁর প্রভাব সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। দেশব্যাপী প্রভাব ছিলো তাঁর; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্ বলা চলে না। উত্তেজনাপ্রবণ, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ব্রিস কাজের মানুষ ছিলেন না। ছিলেন কথার মানুষ। নিজের কণ্ঠস্বরকে ভালবাসতেন তিনি। অথচ রাজনীতিক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন তিনি। তাঁর আদর্শবাদেও কোন খাদ ছিলো না। সেই কারণেই তিনি একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যমণি হতে পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক কঁদরসে এবং বোর্দোর তিনজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার : জঁসনে, গুয়াদে ও ভার্জিনো। বিধানসভার বাইরে এঁরা সমবেত হতেন মাদাম রলাঁর সালঁতে। আরো কিছু বিধানসভার

সদস্য এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মার্সেইর ইসনার। এই গোষ্ঠীই ব্রিসতঁ্যা বা ব্রিসপন্থী নামে পরিচিত।

৩। জঁসন্নে : Gensonne, Armand (১৭৫৮—১৭৯৩)

সৈন্যবাহিনীর শল্য চিকিৎসকের পুত্র। ১৭৯০-এ বোর্দো পুরসভার প্রক্যুরায়র ছিলেন ; ১৭৯১-এ আপীল আদালতের বিচারক হন। বিদ্রোহের মুক্তিসম্পর্কে তিনি বিধানসভায় একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। তাছাড়া, পশ্চিম ফ্রান্সে ধর্মীয় প্রশ্নসম্পর্কেও আর একটি প্রতিবেদন বিধানসভায় উপস্থাপিত করেন। ১৭৯৩-এর অক্টোবরে তিনি গিলোতিনে যান।

৪। গ্রাঁজনেভ : Grangeneuve

ব্রিসপন্থী। ভ্যর্জিনোর বিশেষ বন্ধু।

৫। গুয়াদে : Guadet, Marguerite Elie (১৭৫৫—১৭৯৪)

সেঁত এমিলিয়র মেয়রের পুত্র। ১৭৮৯-এ তিনি বোর্দোর অ্যাড-ভোকেটদের নেতৃত্ব দেন। ১৭৯১-এ ফৌজদারী আদালতের প্রেসিডেণ্ট হন। মাদাম রলার সালতে এঁরও যাতায়াত ছিলো। বিধানসভায় শ্লেষাত্মক বিতর্কের জন্যে খ্যাতি লাভ করেন। ১৭৯৪-এর ২০শে জুন তাঁকে বোর্দোতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

৬। রোবেয়ার : Robert

Mercure national কাগজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

৭। লিন্দে : Lindet, Jean Baptists (১৭৯৩ – ১৮২৫)

নর্মাদিতে জন্ম। আইনজীবী। ইউর (Eure) থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। অর্থসংক্রান্তকমিটিতে তিনি কাঁবঁর সহকারী ছিলেন। কঁভঁসিয়ঁর ডেপুটি নির্বাচিত হন এবং গণনিরাপত্তাকমিটির সদস্য হন। গণনিরাপত্তাকমিটির সদস্য হিসেবে তিনি কেন্দ্রীয়খাদ্যকমিশন সংগঠিত করেন। ত্যরমিদরের পরেও তিনি বেঁচে ছিলেন। দিরেকতোয়ারের আমলে ১৭৯৩-এ তিনি অর্থমন্ত্রী হন। দিরেকতোয়ারের শাসনের অবসানের পর তিনি আইন ব্যবসায়ে ফিরে যান।

৮। কুতঁ : Couthon, George (১৭৫৫—১৭৯৪)

মানবপ্রেমিক ও খ্যাতিমান আইনজীবী। ১৭৯০-এ ক্লারমঁ-ফেরাঁর নেতৃস্থানীয় জাকব্যাঁ। পুই দ্য দোম থেকে বিধানসভায় ও কঁভঁসিয়ঁতে নির্বাচিত হন। তিনি গণনিরাপত্তাকমিটির সদস্য ও রোবসপিয়েরের ঘনিষ্ঠ

সহযোগী ছিলেন। ১৭৯৪-এর ২৮শে জুলাই তিনি রোবসপিয়েরের সঙ্গেই গিলোতিনে যান।

৯। কার্নো : Carnot, Lazare Nicolas Marguerite (১৭৫৩—১৮২৩)

আইনজীবীর পুত্র। গণিতজ্ঞ। তিনি রাজকীয় এনজিনিয়ার বাহিনীতে যোগ দেন। ১৭৮৪-তে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। পা-দ-কালে (Pas-de-Calais) থেকে বিধানসভায় ও কঁভঁসিয়ঁতে নির্বাচিত হন। সুদক্ষ প্রশাসক ও রণনীতিবিদ্ হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। গণ-নিরাপত্তাকমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর ওপরই প্রধানত যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিলো। 'বিজয়ের সংগঠন' তাঁর অসামান্য কীর্তি। ত্যরমিদরের পরও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটেনি। দিরেক-তোয়ারের আমলে তিনি পাঁচজন দিরেকত্যরের অন্যতম ছিলেন। ফ্রুক্তিদরের কুদেতার পর তিনি সুইৎসারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। ব্রুম্যারের পর ফিরে আসেন। কিছুকাল তিনি নাপোলেঁর যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন। অবসর গ্রহণ করেন ১৮০৭-এ। ১৮১৫-তে সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যে আবার রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৮১৬-তে দেশ থেকে নির্বাসিত হন। এরপর কিছুকাল তিনি পোল্যাণ্ড ও প্রাশিয়ায় ঘুরে বেড়ান। ১৮২৩-এ মাগ্‌ডেবুর্গে তাঁর মৃত্যু হয়।

১০। মাদাম দ্য স্তায়েল : Staël, Madame de (১৭৬৬—১৮১৭)

নেকেরের কন্যা মাদাম দ্য স্তায়েলের জন্ম হয় পারীতে। লেখিকা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর রচনার মধ্যে Delphine, Corinne এবং De L'Allemagne সমধিক বিখ্যাত। মুক্তপন্থীপ্রবণতা ছিলো তাঁর। তাই নাপোলেঁ তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। রোমান্টিকআন্দোলন তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ভাবাদর্শের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

১১। মাদাম রলাঁ : Madame Roland, Manon Jean Philipon (১৭৫৪—১৭৯৩)

পারীতে জন্ম। ১৭৮০-তে জঁ্যা মারি রলাঁকে বিয়ে করেন। পারীতে মাদাম রলাঁ তাঁর সালঁ খোলেন ১৭৯১-এ। মাদাম রলাঁর সালঁতে ব্রিসতঁ্যা বা বিসপন্থীরা আসতেন। ১৭৯৩-এর ২রা জুনের বিপ্লবের পর মাদাম রলাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়; ওই বছরের অক্টোবরে তিনি গিলোতিনে যান।

১২। প্যতিঁয় : Petion de Villeneuve, Jerome ১৭৫৩—১৭৯৪)

আইনজীবী। শাত্র্ঁ থেকে তৃতীয় এস্টেটের সদস্য নির্বাচিত হন। পারীর মেয়র নির্বাচিত হন ১৭৯১-এর নভেম্বরে। ১০ই অগস্টের পর বিপ্লবী রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

তারপর তাঁর রাজনীতি রোবসপিয়েরের-বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়। ১৭৯৩-এর ২রা জুনের বিপ্লবের পর তিনি জিরঁদের সঙ্গে পারী থেকে পালিয়ে যান। ১৭৯৪-এ সেঁত-এমিলিয়ঁর কাছে জিরঁদের সঙ্গে তারও মৃতদেহ পাওয়া যায়।

১৩। নির্বাচক : Elector

পবিত্র রোমান সম্রাটের নির্বাচনের অধিকারপ্রাপ্ত জর্মন প্রিন্সদের (শাসক) যে কোনো একজন।

১৪। কঁৎ দ্য নারবন : Louis, Comte de Narbonne-Lara
(১৭৩৪—১৭৯৩)

পার্মায় জন্ম। রাজকীয় পিয়েদ্‌মন্ত রেজিমেণ্টের কর্নেল ছিলেন। সম্ভবত মাদাম দ্য স্তায়েলের প্রভাবেই তিনি ১৭৯১-এর ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৭৯২-এর ৯ই মার্চ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন। যোগ্যতার অভাব ছিলো না তার। তিনি সারা দেশকে রাজার প্রতি অনুগত করে তুলতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে তিনি দেশ থেকে পালিয়ে ইংলণ্ডে চলে যান। দেশে ফেরেন ব্রুম্যারের পরে।

১৫। ক্লাভিয়্যার : Clavière E'tienne (১৭৩৫—১৭৯৩)

জেনিভার ব্যাঙ্ক মালিক। ১৭৮২-তে জেনিভা থেকে নির্বাসিত হন। বিপ্লবের পূর্বে পুঁজিপতি হিসেবে তিনি ফ্রান্সে নানা শিল্পোদ্যোগের পুঁজির যোগান দেন। আসিঞিয়ার প্রবর্তনের জন্যেও তিনি অংশত দায়ী ছিলেন। তিনি নির্বাসিত সুইস ও ফরাসী ব্রিসপন্থীদের মধ্যে যোগসূত্র। প্যাট্রিয়ট গোষ্ঠী যে-মন্ত্রিসভা গঠন করে, তাতে তিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রিসভার পতনের পর তিনি বিপ্লবী বিচারালয়ে অভিযুক্ত হন। ১৭৯৩-এর ৮ই ডিসেম্বর তিনি আত্মহত্যা করেন।

১৬। সেরভাঁ : Joseph Servan de Gerbey

১৭৯২-এর মে মাসে যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত হন। জুনে তিনি পদচ্যুত হন। ১০ই অগস্ট আবার যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দ্যুমুরিয়ে নেদেরল্যাণ্ড আক্রমণ করার পর অক্টোবরে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

২৪

১। রুজে দ্য লিল : Rouget de Lisle, Claude (১৭৬১—১৮৩৬)

লঁ-ল-সোনিয়েতে জন্ম। সৈন্যবাহিনীর প্রতিভাবান অফিসার। ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত লা মার্সেইয়েজের রচয়িতা।

২। লা মার্সেইয়েজ : La Marseillaise

দেশপ্রেম উদ্দীপক সঙ্গীত। ১৭৯২-এ রাইনের বাহিনীর জন্যে রুজে দ্য লিল নামে সৈন্যবাহিনীর একজন প্রতিভাবান অফিসার এই গানটি রচনা করেন। যখন এই গানটি রচিত হয় তখন এটি রাইনের বাহিনীর রণসঙ্গীত (Chant de guerre de l'armée de Rhin) নামে পরিচিত ছিলো। পরে এই গান মার্সেইয়েজ নামে পরিচিত হয় এবং জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়।

৩। রুক্স : Roux, Jacques (মৃত্যু : ১৭৯৪)

প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সেঁ-নিকলা-দে-শাঁর ভিকার। রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের সমর্থক। ক্ষিপ্ত গোষ্ঠীর নেতা। মতাঞ্জিয়ারদের বিজয়ের পরও তিনি চরমপন্থী আন্দোলন চালিয়ে যান। ফলে তাঁকে প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দিয়ে কর্দেলিয়ে ক্লাব থেকে বিতাড়িত করা হয়। ১৭৯৩-এর সেপ্টেম্বরে তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৭৯৪-এর ফেব্রুআরিতে জেলে আত্মহত্যা করেন।

৪। লাজ : Lange

লিয় পুরসভার কর্মচারী। তিনি ১৭৯২ এর জুন মাসে খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব করেন।

২৫

১। রুক্স, জাক্ : Roux, Jacques

চতুর্বিংশ অধ্যায়ের ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২। ক্ষিপ্তগোষ্ঠী : Enragés

আক্ষরিক অর্থে ক্ষিপ্ত। জাতীয় কঁভঁসিয়র একটি অতি-বামগোষ্ঠী এই নামে পরিচিত ছিলো।

৩। এবের : Hébert, Jacques René (১৭৫৭—১৭৯৪)

বিপ্লবের পূর্বে অনিশ্চিত জীবনযাপন করতেন। বিপ্লব শুরু হওয়ার পর শ্লেষাত্মক রাজনৈতিক রচনা ও লাঁতের্ন মাজিক পারীর সাঁকুলোৎ জনতার কাছে তাঁকে পরিচিত করে। ১৭৯০ এ তিনি প্যার-দুসেন নামে (Père Duchesne) নামে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯২-এ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেন। এই আক্রমণে তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিলো প্যার দুসেন। তিনি ১০ই অগস্টের কমিউনের সদস্য নির্বাচিত

হয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলন ও ১৭৯৩-এর চরম সন্ত্রাসে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। ১৭৯৪-এর ২৪শে মার্চ তিনি গিলোতিনে যান।

৪। বারেয়ার: Barére de Vieuzac, Bertrand, (১৭৫৭—১৮৪১)

তুলুজের আইনজীবী। বিগর (Bigorre) থেকে স্টেট্স জেনারেলের তৃতীয় এস্টেটের এবং ওৎ-পিরেনেস থেকে কঁভঁসিয়ঁর ডেপুটি (সদস্য) নির্বাচিত হন। বাগ্মিতার খ্যাতি ছিলো তাঁর। গণনিরাপত্তাকমিটির সদস্য হয়েছিলেন তিনি। ১৭৯৫-এ তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ফ্রান্সেই আত্মগোপন করে থাকেন। বুর্বঁ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তাঁকে নির্বাসনে যেতে হয়। ১৮৩০-এর পর তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসেন।

২৬

১। বুসোত: Buchotte, Jean-Baptiste-Noël (১৭৭৪—১৮৪০)

১৭৯৩-র এপ্রিল-মে তে সাঁকুলোৎ যুদ্ধমন্ত্রী।

২। কুতঁ: Couthon

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে ৮নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। লিন্দে: Lindet

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের ৭নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৪। গাসপ্যারঁ্যা: Gasparin, Thomas Augustin de, (১৭৫৪—১৭৯৩)

অরেঞ্জে জন্ম। কঁভঁসিরর সদস্য। গণনিরাপত্তাকমিটির সদস্য।

৫। এরোলে দ্য সেশেল: Hérault de Sechelles, Marie Jean (১৭৫৭—১৭৯৪)

বিত্তশালী অভিজাত। শিল্পকলার অনুরাগী সমজদার। পারিবারিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফলে আঠারো বছর বয়সে রাজকীয় এ্যাটর্নি হন। পারীর পার্লেমঁর এ্যাডভোকেটজেনারেল হন পঁচিশ বছর বয়সে। বিপ্লবী যুগে জনতার আন্দোলনকে সমর্থন করেন। বাস্তিই আক্রমণে সক্রিয় ভূমিকা ছিলো তাঁর। ১৭৯০-এ নতুন বিচারালয়ের বিচারক নিযুক্ত হন। বিধানসভায় স্যাব (Seine) থেকে এবং কঁভঁসিয়ঁতে স্যানেতোয়াজ থেকে (Seine-et-Oise) থেকে ডেপুটি নির্বাচিত হন। ১৭৯৩-এর মে মাসে গণ-নিরাপত্তাকমিটির সদস্য হন। ২রা জুনের 'বিপ্লবী দিনে' তিনি কঁভঁসিয়ঁর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৭৯৩-এর মঁতাঞ্জিয়ার সংবিধান বিশেষভাবে তাঁরই

কীর্তি। ১৭৯৩-এর ডিসেম্বরে তিনি গণনিরাপত্তাকমিটি থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। ১৭৯৪-এর এপ্রিলে দাঁতঁর সহযোগী হিসেবে গিলোতিনে যান।

৬। তুরিয় : Thuriot de la Rosiére (Jacques Alexis)

বিধানসভার সদস্য। মার্ন থেকে কঁভঁসিয়ঁর সদস্য। দাঁতঁর সহযোগী। ১৮২৯-এ মৃত্যু হয়।

৭। প্রিয়র দ্য লা কোৎ দর : Prieur de la Côte d'or, Claude Antoine Duvernais (১৭৬৩—১৮৩২)

সামরিক এনজিনিয়ার। বিধানসভা ও কঁভঁসিয়ঁতে কোৎ দরের ডেপুটি। গণনিরাপত্তাকমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। বিশেষভাবে তাঁর দায়িত্ব ছিলো প্রশাসন ও সরবরাহ। ত্যরমিদরের পর তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান হয়।

প্রিয়র দ্য লা মার্ন : Prieur de la Marne, Pierre Louis (১৭৫৬—১৮২৭)

শালঁর আইনজীবী। জাতীয় সভার চরমপন্থী ডেপুটি। কঁভঁসিয়ঁতে মার্নের ডেপুটি। গণনিরাপত্তাকমিটির সদস্য হিসাবে লিঁদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। লিঁদের মতো তিনিও ত্যরমিদরের পর বেঁচে ছিলেন।

৮। ল্যকরেক : Lecrec (d'oze), Theophile

লিয়ঁর চরমপন্থী নেতা। ক্ষিপ্তগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৯। কারিয়ে : Carrier, Jean-Baptiste (১৭৫৬—১৭৯৪)

ইয়োলেতে জন্ম। কঁভঁসিয়ঁর সদস্য। সন্ত্রাসবাদী। নাঁত-এ নির্মম পীড়ন চালিয়েছিলেন। ১৭৯৪-এ গিলোতিনে যান।

১০। তালিয়ঁ : Tallien, Jean Lambert (১৭৬৭—১৮২০)

আইনজীবীর করণিক ছিলেন। পরে লামি দ্য সিতয়্যার (l'Ami de Citoyens) সম্পাদক হন। ১০ই অগস্টের বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা ছিলো তাঁর। বিপ্লবী কমিউনের সদস্য হন। কঁভঁসিয়ঁর ডেপুটি নির্বাচিত হন। সন্ত্রাসের প্রথম দিকে জিরঁদে প্রতিবিপ্লব দমন করেন। ত্যরমিদরে রোবসপিয়েরের বিরোধী ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক। ত্যরমিদরের প্রতিক্রিয়ায়ও তাঁর মুখ্য ভূমিকা। পাঁচশতের পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। নাপোলেয়ঁর মিশর অভিযানের সময় তিনি সমুদ্রপথে ইংরেজের হাতে বন্দী হন। ১৮০২-এ মুক্তি পান।

১১। বারাস : Barras, Jean Paul François Nicolas, Vicomte de (১৭৫৫—১৮২৯)

ভার-এ (Var) জন্ম। ভার থেকেই কঁভঁসিয়ঁর ডেপুটি নির্বাচিত হন। তুলঁতে সন্ত্রাস কার্যকর করার জন্যে ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৪ পর্যন্ত কঁভঁসিয়ঁর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। ওতেল দ্য ভিলে রোবসপিয়ের-পন্থীদের গ্রেপ্তার করেন। বারাসকে ত্যরমিদরীয়-প্রতিক্রিয়ার নেতা বলা চলে। নাপোলেয়ঁর সহায়তায় তিনি ১৩ই ভঁদেমিয়্যারের অভ্যুত্থান দমন করেন। ১৭৯৫ থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত দিরেকত্যয়র ছিলেন। বারাসের প্রভাবেই নাপোলেয়ঁ ইতালির বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন। দিরেক-তোয়ারের পতনের পর তাকে ফ্রান্স ছেড়ে চলে যেতে হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার দেশে ফিরে আসেন।

১২। ফ্রেরঁ : Freron, Louis Marie Stanislas (১৭৫৪—১৮০২)

পারীতে জন্ম। কঁভসিয়ঁর সদস্য ও সন্ত্রাসবাদী। মার্সেইয়ে ও তুলুজে নির্মম পীড়ন করেন।

১৩। ল্যবা : Le Bas, Joseph (১৭৬৫-৯৪)

কঁভঁসিয়র সদস্য ও সন্ত্রাসবাদী। রোবসপিয়ের ও সঁ-জুস্তের বন্ধু। ১০ই ত্যরমিদর আত্মহত্যা করেন।

১৪। ফ্রাঁ : Franc

ফরাসী মুদ্রা। ১৭৯৫-এ এই রৌপ্যমুদ্রা প্রায় ১০ পেন্সের সমতুল্য ছিলো।

২৭

১। শালিয়ে : Chalier, Joseph (১৭৪৭—১৭৯৩)

দোফিনের বোলার-এ (Beaulard) জন্ম। লিয়ঁর চরমপন্থী নেতা। রাজতন্ত্রী অভ্যুত্থানের ফলে তিনি নিহত হন (১৬ই জুলাই ১৭৯৩)। শালিয়ে বিপ্লবের তিনজন শহীদের একজন।

২। ফুশে : Fouché, Joseph (১৭৫৯ - ১৮২০)

নাঁতের কাছে জন্ম। বিপ্লবের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও সর্বদাই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সঙ্গে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় চাতুর্য ও নীতিজ্ঞানহীনতা ছিলো তাঁর। কঁভঁসিয়ঁতে মঁতাঞিয়ার দলের সঙ্গে ছিলেন। নাপোলেয়নীয় সাম্রাজ্যের যুগে তিনি পুলিশমন্ত্রী হন। তারপর ঠিক সময়ে নাপোলেয়ঁর

সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুর্বঁ শাসনকালে তাঁর মন্ত্রিত্ব বজায় রাখেন। পরে তিনি ড্রেসডেনে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। শেষ জীবনে তিনি অষ্ট্রিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত একটি স্মরণীয় উক্তি : চাতুর্যের অভাব ছিলো না তাঁর, কাণ্ডজ্ঞানও ছিলো, ছিলোনা শুধু সদ্বৃত্তি (Vertu)।

৩। দেফিয়ো : Desfieux

চরমপন্থী নেতা। খ্রীষ্টধর্মনির্মূলীকরণ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা ছিলো তাঁর। গিলোতিনে যান (২৪শে মার্চ, ১৭৯৪)।

৪। পেরেইরা : Pereira, Jacob

পর্তুগীজ। পর্তুগাল থেকে ফ্রান্সে এসে চরমপন্থী বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৭৯৪-এর ২৪শে মার্চ গিলোতিনে যান।

৫। প্রলি : Proli, Pierre Jean Berchtold

ধনী বেলজিয়ান। খ্রীষ্টধর্ম নির্মূলীকরণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৭৯৪-এর ২৪শে মার্চ গিলোতিনে যান।

৬। ক্লুট্স্ : Cloots, Anacharsis

জর্মন ব্যারন। পারীর চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 'বিদেশী ষড়যন্ত্রে' জড়িত এই অভিযোগে গিলোতিনে যান (২৪শে মার্চ ১৭৯৪)।

৭। গোবেল : বিংশ অধ্যায়ের ১৫নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। জ্যাবঁ সেঁতাঁদ্রে : Saint-André (André Jeanbon) (১৭৬৭—১৮১৩)

মঁতোবার প্রোটেস্টান্ট যাজক। কঁভঁসিয়ঁর সদস্য। গণনিরাপত্তা-কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। ফরাসী নৌবাহিনীর নবসংগঠন তাঁর কীর্তি। ত্যারমিদরের পরেও বেঁচেছিলেন। দক্ষ প্রশাসক ছিলেন।

৯। দ্যুবুইসঁ : Dubuisson

চরমপন্থী নেতা। বিদেশী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গিলোতিনে যান।

১০। শাব : Chabot, Francois (১৭৫৯—১৭৯৪)

সেঁ জেনিয়েতে জন্ম। কঁভঁসিয়ঁর সদস্য। ১৭৯৪-এ গিলোতিনে যান।

১১। তুলুজের জুলিয় যাঁ : Julien de Toulouse

কঁপাইঁনি দেজঁ্যাদের জালিয়াতির ঘটনায় তিনি যুক্ত ছিলেন।

১২। টম পেইন : Paine, Thomas (১৭৩৭—১৮০৯)

প্রগতিশীল ব্রিটিশ লেখক। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের যুগে সেখানে প্রজাতন্ত্রী পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ফরাসী বিপ্লবে (১৭৯২—১৭৯৪) তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিলো। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Rights of Man.

১৩। ফাব্‌র দেগ্লাঁতিন : Fabre D'E'glantine, Philippe (১৭৫০—১৭৯৪)

কারকাসোনে জন্ম। কঁভঁসিয়ঁর সদস্য। কবি। কঁপাইঁনি দেজঁ্যাদ-সংক্রান্ত জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়েন। দাঁতঁর বন্ধু। দাঁতঁর বন্ধুদের সঙ্গে গিলোতিনে যান।

১৪। বিপ্লবীবাহিনী

২রা জুনের বিপ্লবী দিনের পর সাঁকুলোৎ জনতা নিয়ে একটি বিপ্লবী-বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব মজুতদারি, খাদ্যদ্রব্যের কালোবাজারি বন্ধ করা এবং অন্যান্য প্রতিবিপ্লবী আক্রমণকে ধ্বংস করা।

১৫। রসঁ্যা : Ronsin, Charles Philippe Henry

বিপ্লবীবাহিনীর সেনাপতি। এবের পন্থী, ১৭৯৩-এর ডিসেম্বরে বন্দী হন। ১৭৯৪-এর ২৪শে মার্চ গিলোতিনে যান।

১৬। ভাঁসঁ : Vincent, Francois Nicolas

এবেরপন্থী রাজনৈতিক নেতা। ১৭৯৩-এর ডিসেম্বরে বন্দী হন। কিন্তু জনতার আন্দোলনের ফলে তাঁকে মুক্তি দিতে হয়। এবেরপন্থী হিসেবে ১৭৯৪-এর ২৪শে মার্চ গিলোতিনে যান।

১৭। মমর : Momoro, Antoine François

এবেরপন্থী। ১৭৯৪-এর ২৪শে মার্চ গিলোতিনে যান।

১৮। মাজুয়েল : Mazuel, Jean Baptiste

এবেরপন্থী রাজনীতিবিদ্। ১৭৯৩-এর ডিসেম্বরে বন্দী হন। জানুয়ারিতে মুক্তি পান।

১৯। গুজমান : Guzman, Andrés Maria de

বিদেশী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এই অভিযোগে প্রশ্রয়বাদীদের সঙ্গে গিলোতিনে যান, (৫ই এপ্রিল ১৭৯৪)।

২৮

১। গোসেক : Gossec, François-Joseph (১৭৩৩—১৮২৯)

ফরাসী সুরকার। সিম্ফনির স্রষ্টাদের অন্যতম।

২। মেয়ুল : Mehul, E'tienne-Nicolas (১৭৬৩—১৮১৭)

জিভেতে জন্ম। ফরাসী সুরকার। যোসেফ নামে অপেরা রচনা করেন। Chant du départ গানের সুরও তাঁর দেওয়া।

৩। আর্মি : Army

একাধিক কোর নিয়ে একটি আর্মি।

৪। কোর : Corps

একাধিক ডিভিশন নিয়ে একটি কোর।

৫। সাব-অলটার্ন : Sub-altern

ক্যাপটেনের চেয়ে নিম্নতর অফিসার।

৬। সল : সল অথবা স্যু একই মুদ্রার নাম। ২০শে সল বা স্যুতে এক লিভ্‌র।

৭। আঁরিয় : Hanriot, François (১৭৬১—১৭৯৪)

সন্ত্রাসের যুগে জাতীয়রক্ষীবাহিনীর এবং পারীর সেকসিয় সমূহের বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। ৯ই তারমিদর গিলোতিনে যান।

২৯

১। ভাদিয়ে : Vadier

সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির সদস্য। রোবসপিয়েরের পরম সত্তার পূজার বিরোধিতা করেন। ৯ই তারমিদরের ষড়যন্ত্রে সক্রিয় ছিলেন।

৩০

১। বাব্যউফ : Bafoeuf, François Noel (Gracchus Babeuf)
(১৭৬০—১৭৯৭)

১৭৬০-এর ২৩শে নভেম্বর সেঁ কেঁতাঁয় জন্ম হয় বাব্যউফের। ১৭৮৫ থেকে ১৭৮৯ পর্যন্ত তিনি রোয়ার সামন্তপ্রভুর কর্মচারী ছিলেন। বিপ্লবের

প্রথমদিকে তিনি পারীতে ও বিভিন্ন প্রদেশে ছোটোখাটো কাজ করেন। ১৭৯৪ থেকে পারীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এই বছরের ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁর কাগজ জুর্নাল দ্য লা লিবের্তে দ্য লা প্রেসের (Journal de la liberté de la presse) প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অক্টোবরে এই কাগজের নতুন নাম দেওয়া হয় ত্রিব্যাঁ দ্যু পেউপ্‌ল্‌ (Tribun du Peuple)। এই কাগজে প্রথমদিকে তিনি ত্যরমিদরীয় প্রতিক্রিয়ার স্বপক্ষে লেখেন এবং মঁতাঞিয়ার সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। কিন্তু পরে তিনি ত্যরমিদরীয়দেরও আক্রমণ করেন। ফলে ১৭৯৫-এর ফেব্রুআরিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আবার কারাগারে বন্দী করা হয়। এই কারাগারে তিনি কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী বন্দীর সংস্পর্শে আসেন। এদের মধ্যে ছিলো জুর্নাল দ্য লেগালিতের (Journal de l'égalité) সম্পাদক ল্যবোয়া। মুখ্যত ল্যবোয়ার প্রভাবেই তিনি সাম্যবাদী হয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন।

পারীতে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নিয়ে সমানদের সোসাইটি (Societé des E'gaux) নামে একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলেন। বিক্ষুব্ধ জাকব্যাঁদের সঙ্গেও তার যোগাযোগ হয়। ক্রমশ বাব্যউফ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৭৯৬-এর ১১ই এপ্রিল বাব্যউফের মতবাদের বিশ্লেষণ (Analyse de la doctrine de Baboeuf) এই নামের পোষ্টারে গোটা পারী ছেয়ে যায়। এতে দিরেকতোয়ারের বিরুদ্ধে জনতার বিপ্লবীঅভ্যুত্থানের ডাক দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বাবুভীয় তত্ত্ব জনতার কাছে পৌঁছে গেছে, বাবুভীয় গান 'ক্ষুধায় মরছি, শীতে মরছি' পারীর বিভিন্ন কাফেতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গ্রেনেলের সৈন্যশিবিরের বিক্ষুব্ধ সৈনিকেরা অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত এই জাতীয় গুজবও ছড়িয়ে পড়ছিলো।

বাবুভীয় সমানদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সরকার এই মুহূর্তটিই বেছে নেয়। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে সরকারী চর ঢুকে পড়েছিলো। বাব্যউফের গুপ্ত সমিতির মধ্যে ছিলেন সরকারী চর ক্যাপ্টেন জর্জ গ্রিজেল। তিনি বাবুভীয় ও জাকব্যাঁ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্পূর্ণ প্রমাণ সরকারের হাতে তুলে দেন। এরপর বাব্যউফ ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে সরকার। বাব্যউফ ও তাঁর সহযোগী দার্তেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পঞ্চম বর্ষের ৮ই প্রেরিয়াল (২৮শে মে ১৭৯৭) তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়।

২। বুয়োনারতি : Bounarroti, Philippe-Michel (১৭৬১—১৮৩৭)

ইতালীয়। পিসায় জন্ম। ফরাসী বিপ্লবে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিলো। প্রথমদিকে তিনি জাকব্যাঁ ছিলেন। পরে বাবুভীয় মতামত গ্রহণ করেন।

'সমানদের ষড়যন্ত্রের' ব্যর্থতার পর তিনি বাব্যউফের 'সাম্যের জন্যে ষড়যন্ত্র' নামক গ্রন্থ ব্রাসেলস থেকে ১৮২৮-এ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ য়োরোপীয় সাম্যবাদী চিন্তাকে প্রভাবিত করে।

৩। ব্লাঁকি : Blanqui, (Louis) Auguste

১৮০৫-এর পয়লা ফেব্রুআরি ব্লাঁকির জন্ম হয়। তাঁর পিতা কঁভঁসিয়ঁর সদস্য ছিলেন। আইন ও চিকিৎসা-বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু এই দুই বিদ্যার একটিতেও তাঁর মন বসেনি। তাঁর মন টেনেছিলো রাজনীতিতে। ১৮৩০-এর বিপ্লবে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু লুই ফিলিপের শাসনে অল্পদিনেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়। তিনি প্রজাতন্ত্রী সমিতি সংগঠন করতে শুরু করেন। দুবার তাকে জেলে যেতে হয় (১৮৩১ ও ১৮৩৬)। ১৮৩৮-এ তিনি 'ঋতুর সমিতি' (Society of the Seasons) নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনে তাঁর সহযোগী ছিলেন আর্মা বার্বে ও মার্তাঁ বেরনার। ১৮৩৯-এ এই সমিতি যে অভ্যুত্থানের ডাক দেয়, তা ব্যর্থ হয়। ব্লাঁকি ও তাঁর সহযোগীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবশ্য পরে প্রাণদণ্ড মকুব করে এঁদের যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হয়।

জেলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ফেব্রুআরি বিপ্লবের ঠিক আগে তিনি জেলের হাসপাতাল থেকে মুক্তি পান। কিন্তু তাঁর সহযোগী বার্বে তার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনায় মে মাসে তাঁকে আবার দশ বছরের জন্যে কারাগারে পাঠানো হয়।

কারাবাসের এই সময়ে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে ওঠে। ১৮২৮-এ বুয়োনারতি প্রকাশিত 'বাব্যউফের সাম্যের জন্যে ষড়যন্ত্র' নামক গ্রন্থ থেকেই তিনি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের ধারণায় পৌঁছোন। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা হিসাবেই তিনি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, প্রলেতারিয়েতকে বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামের হাতিয়ার, ট্রেড-য়ুনিয়ন, ধর্মঘট ও বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, বুর্জোয়া শাসন তার সামাজিক বিকাশের চরম বিন্দুতে পৌঁছোবার আগেই এই বুর্জোয়া সামাজিক সংগঠনকে উপড়ে ফেলতে হবে। এখানেই মার্ক্সীয় মতবাদের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য। ব্লাঁকির দর্শনে বিপ্লব মানেই প্রগতি। শেষ পর্যন্ত ব্লাঁকির দর্শনে সামাজিক লক্ষ্য নয়, বিপ্লবই বিপ্লবের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৫৯-এ তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই আবার গুপ্ত সমিতির সংগঠন আরম্ভ করেন। স্বভাবতই ১৮৬১-তে আবার তাঁকে জেলে যেতে

হয়। ১৮৬৫-তে বেলজিয়ামে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকে গুপ্ত সমিতির পরিচালনা করতে থাকেন। ১৮৭০-এ তিনি আবার যখন ফ্রান্সে ফিরে আসেন, তখন তিনি পারীর একটি সশস্ত্র, সুশৃঙ্খল গুপ্তবাহিনীর অবিসংবাদিত নেতা। এই বাহিনীর সংখ্যা তখন প্রায় চার হাজার। এই সশস্ত্র বাহিনীর বাইরেও তাঁর অনুগামীরা ছড়িয়ে ছিলো।

সেঁদার বিপর্যয়ের পর পারীর বিক্ষুব্ধ জনতার নেতৃত্ব দেয় ব্লাঁকির অনুগামীরা। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনে এদের ভূমিকা অনেকখানি। কিন্তু নতুন সরকারে ব্লাঁকিপন্থীদের নেওয়া হয়নি।

১৮৭১-এর ৩১শে অক্টোবর ব্লাঁকির নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সঙ্গে সরকারী বাহিনীর সংঘর্ষ হয় এবং কয়েকঘণ্টার জন্যে যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় তার নেতাও ছিলেন ব্লাঁকি। ১৮৭১-এর জানুআরিতে তিয়ের জর্মনদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ব্লাঁকিও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে 'ল'তে (Lot) চলে যান। সেখানে ঠিক পারী কমিউনের অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্বে (১৭ই মার্চ) তিয়েরের আদেশে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় ৩১শে অক্টোবরের পারীর অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের জন্যে। সুতরাং ব্লাঁকি স্বয়ং পারী কমিউনের নেতৃত্ব দিতে পারেননি। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা অর্থাৎ ব্লাঁকিপন্থীরা এই কমিউনের নেতৃত্ব দেন। পারী কমিউনের পরাজয়ের পর তাঁকে আবার যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হয়। ১৮৭৯-র রাজক্ষমার পর তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান। ১৮৮১-র পয়লা জানুআরি পারীতে তাঁর মৃত্যু হয়। ব্লাঁকি রচিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য : La Patrie en danger ; L'E'ternité per les astres (1872), L'armée esclave et opprimée ; এবং Critique sociale (২ খণ্ড)।

৩১

১। ভেরথেরের দুঃখ : Die Leiden des jungen Werthers (The sorrows of young Werther) ১৭৭৪

গ্যেটের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাস তাঁকে অসামান্য খ্যাতি এনে দেয়।

৩৪

১। ক্লাউজেভিটস : Clausewitz, Karl von (১৭৮০-১৮৩১)

প্রুশীয় জেনারেল। সামরিক ঐতিহাসিক। আধুনিক স্থলযুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক। ১৭৯২-এ প্রুশীয়বাহিনীতে যোগ দেন। ১৮১৮-তে

জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং সামরিক কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরবর্তী বার বছরে তিনি তাঁর Vom Kriege (On War) নামক গ্রন্থ লেখেন। আধুনিক রণনীতির ওপর তার গ্রন্থের অসামান্য প্রভাব।

২। পবিত্র রোমান সম্রাট : Holy Roman Emperor.

জর্মন উপজাতির আক্রমণে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। ফ্রাংকদের রাজা শার্লমাইনকে রোমান পোপ রোমানসম্রাট হিসেবে অভিষেক করেন ৮00 খ্রীষ্টাব্দে। এভাবে আবার রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এই রোমান সাম্রাজ্যের নাম হল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। শার্লমাইনের সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর জর্মনরাজ প্রথম অটো দ্বিতীয়বার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

৩। ট্রিয়ের : Trier

জর্মনির মোজেল উপত্যকায় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আর্চবিশপশাসিত শহর। আর্চবিশপ রোমান সম্রাটের নির্বাচকও (ইলেকটার) ছিলেন।

সংযোজন -১

১। কদে´লিয়ে ক্লাব ঃ Codeliers, Club de

বিপ্লবী যুগের জনপ্রিয় ক্লাব সমূহের অন্যতম। এই ক্লাবের প্রথম অধিবেশন হত কদে´লিয়ে নামক খ্রীষ্টীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মঠে। ১৭৯০-এর ৫ই মে তৎকালীন সংবাদপত্র মনিত্যয়রে এই ক্লাবের উদ্দেশ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। এতে বলা হয় যে, এই ক্লাব ক্ষমতার অপব্যবহার ও মানবিক-অধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা করবে এবং তা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবে।

১৭৯১-এ মারা ও দাঁতঁর নেতৃত্বে কদে´লিয়ে ক্লাব একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এই ক্লাব লৌকিক যাজকীয়সংবিধানের বিরোধীদের সঙ্গে রাজার যোগসাজসের কথা বলে। এই ক্লাবের মতে পারীর মেয়র বেইয়িরও এদের প্রতি সমর্থন ছিলো। রাজার পারী ছেড়ে সেঁ ক্লুদে (St. Cloud) চলে যাওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কদে´লিয়ে ক্লাব ১৮ই এপ্রিলের 'বিপ্লবী দিন' সংগঠিত করে। ফলে ১২ই মে কদে´লিয়ে মঠে এই ক্লাবের অধিবেশন নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু এর পর থেকে ক্লাব র‍্যু দ্য তিয়ঁভিলের (Rue de Thionville) সাল্ দ্য মুজেতে (Salle de Musée) সমবেত হয়। রাজার ভারেনে পলায়নের পর ক্লাব রাজার সিংহাসনচ্যুতি দাবি করে এবং ১৭ই জুলাই শাঁ দ্য মারের বিখ্যাত বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। জাতীয় রক্ষিবাহিনী এই সমাবেশের ওপর গুলিবর্ষণ করে। ৫০ জন নিহত হয়; ক্লাবের কিছু সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে ক্লাবের সংবাদপত্রের সম্পাদক এ. এফ. মমরও ছিলেন। অনেক সদস্য আত্মগোপন করেন। কিন্তু অগস্ট নাগাদ ক্লাবের অধিবেশন আবার শুরু হয়।

রাজতন্ত্রের পতনের পর দাঁতঁ ও তাঁর অনুগামীদের ক্লাব সম্পর্কে আর বিশেষ উৎসাহ ছিলো না। অতএব এই ক্লাবের নেতৃত্ব চলে যায় মমর, ভাঁসঁ, রসঁ্যা এবং এবেরের মতো লোকদের হাতে। ১৭৯৩-এ জিরঁদ্যাদের পতন ঘটে; এই ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা ছিলো কদে´লিয়ে ক্লাবের। এরপর থেকে গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে এই ক্লাব চরমপন্থী। এই ক্লাব চেয়েছিলো পারীর বিভিন্ন সেকসিয়ঁর স্বাধিকার, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও একটি বিপ্লবী বাহিনীর সংগঠন। পারী কমিউনের খ্রীষ্টধর্মবিরোধী পরিকল্পনাও এই ক্লাব সমর্থন করেছিলো। এতে সরকারের সঙ্গে ক্লাবের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। মধ্যপন্থীদের চাপে ভাঁস ও রসঁ্যাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় (১৭৯৪-এর ১১ই জানুয়ারী) তখন কর্দেলিয়ে ক্লাব হিংসাত্মক সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হয়। ২রা মার্চ সরকার ভাঁস ও রসঁ্যাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এবের ও তাঁর অনুগামীদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২৪শে মার্চ এঁদের গিলোতিনে পাঠানো হয়। এরপর এই ক্লাব ফরাসী রাজনৈতিক গগন থেকে অপসৃত হয়।

দাঁতঁ : Danton, George Jacques (১৭৫৭-১৭৯৪)

জন্ম আর্সি-স্যুর-ওবে। জীবনের আদিপর্বের ঘটনা বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৭৮০-তে এক সলিসিটরঅফিসের করণিক ছিলেন। ১৭৮৫-তে এ্যাডভোকেট হন। দুবছর পরে সেকালের বিখ্যাত আপীল আদালতে, অর্থাৎ রাজকীয় পরিষদীয় বিচারালয়ে ওকালতির অধিকার কিনে নেন। তাঁকে পারীর বিখ্যাত কর্‌দেলিয়ে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। ১৭৯২-এর ১০ই অগস্টের পর তিনি বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের খ্যাতিমান বিপ্লবীদের অন্যতম। সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ডের জন্যে অনেকে তাঁকেই দায়ী করেন। প্রকৃত বাক্‌বিভূতি ছিলো তাঁর। জাতীয় রক্ষা ব্যবস্থার প্রধান সংগঠকদের তিনি অন্যতম। বিপ্লবী বিচারালয় ও গণনিরাপত্তাকমিটির সংগঠনেও তাঁর হাত ছিলো। সন্ত্রাসের রাজনীতির আবশ্যিকতাও তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিপন্ন দেশকে রক্ষা করার সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবেই সন্ত্রাসকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় বিপদ কেটে যাওয়ার পর তিনি সন্ত্রাসের শাসনকে ক্রমশ শিথিল করে আনতে চেয়েছিলেন। শুধু দাঁতঁ নন, তাঁকে কেন্দ্র করে একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো। এঁরা প্রশ্রয়পন্থী। এঁরা সন্ত্রাসের শাসনের অবসান চেয়েছিলেন। রোবসপিয়ের চেয়েছিলেন সন্ত্রাসকে টিকিয়ে রাখতে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত দাঁতঁ ও তাঁর অনুগামীদের গিলোতিনে যেতে হয়। দাঁতঁ-র কয়েকটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভাল্‌মির বিজয়ের পরদিন তিনি ঘোষণা করেন : শত্রুকে পরাজিত করার জন্যে প্রয়োজন : সাহস, আরো সাহস, কেবলই সাহস। গিলোতিন এড়াবার জন্যে কেউ কেউ যখন তাঁকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বলেন, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : জুতার সুখতলায় কি দেশকে নিয়ে যেতে পারব? গিলোতিনে মাথা দেওয়ার ঠিক আগে তিনি জহ্লাদকে বলেছিলেন : জনতাকে আমার মুণ্ডটা দেখিও।

দাঁতর চরিত্র সম্পর্কে দুটি পরস্পরবিরোধী মত আছে। একটি মত হলো : দাঁতঁ দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রের সমর্থক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্। এই মত পোষণ করেন প্রধানত জে. এফ. ই. রবিনে এবং আলফঁস ওলার। অন্য মত হলো : তিনি নীতিজ্ঞানহীন রাজনীতিবিদ, বিপ্লব ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো। তিনি নিজেকে রাজসভার কাছে বেচে দিয়েছিলেন। এই অভিমত মাতিয়েরের। তিনি দেখিয়েছেন যে দাঁতঁ হঠাৎ অত্যন্ত বিত্তশালী হয়ে যান। গোয়েন্দা বিভাগের অর্থ বণ্টনের ভারপ্রাপ্ত তালঁ দ্বাদশ বর্ষে পুলিশের কাছে যে বিবৃতি দেন, তা থেকে জানা যায়, দাঁতঁর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। সংযোগের উদ্দেশ্য ছিলো রাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা। ১৭৯১-এর

১০ই মার্চ মিরাবো কঁৎ দ্য লা মার্ককে যে চিঠি লেখেন তাতে জানা যায় যে দাঁতঁকে রাজার উৎকোচ দানের জন্যে সংরক্ষিত ভাণ্ডার থেকে ৩০ হাজার লিভ্‌র দেওয়া হয়। এই অভিযোগ অসত্য বলে মনে হয় না। কারণ চার্চের জমি কেনার সময় গোটা টাকাটা তিনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেন। এই জাতীয় আর্থিক স্বচ্ছলতা দাঁতঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো না। রাজার ভূমিকা থেকেও এই জাতীয় ধারণাই বদ্ধমূল হয়। লুই মাদল্যাঁ ও জর্জ পারিসেরও ধারণা, দাঁতঁ ঘুষ নিতেন। কিন্তু বিপ্লবের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক দক্ষতা সম্পর্কে এই লেখকদের কোনো সন্দেহ নেই। ওলার ও মাতিয়ে—এই দুই মেরুর মাঝামাঝি আছেন জর্জ লেফেভ্‌র।

১০ই অগস্টের অভ্যুত্থানে দাঁতঁর ভূমিকাও বিতর্কিত। ওলার মনে করেন, দাঁতঁ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিপ্লবী বিচারালয়ে দাঁতঁও তাই বলেছিলেন। কিন্তু মাতিয়ে মনে করেন, অভ্যুত্থান সফল হওয়ার আগে দাঁতঁর বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিলো না। তিনি এ-সময়ে কমিউনের সহকারী প্রকুর‍্যরর ছিলেন। অভ্যুত্থানের সময়ে তাঁর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে। অভ্যুত্থানের পর জিরঁদ্যাঁরা তাঁকে অস্থায়ী কার্যকর পরিষদের সদস্য করে নিয়েছিলেন। তা থেকে মনে হয় জিরঁদ্যাঁরা তাঁকে অভ্যুত্থানের নেতাদের অন্যতম বলে মনে করতেন।

সংযোজন—২

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস বিষয়ক বিতর্ক

ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে আলোচনা না করে ফরাসী বিপ্লব-বিষয়ক কোনো গ্রন্থ শেষ করার কথা ভাবা যায় না। অথচ ইতিমধ্যেই এই বই নির্দিষ্ট আয়তনের সীমা অতিক্রম করেছে। সুতরাং বিপ্লবের প্রথম বছর থেকেই ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে-বিতর্ক শুরু হয় এবং যে-বিতর্ক আজও চলছে, তার আভাসমাত্র দিতে চেষ্টা করবো।

১৭৮৯-এ ফ্রান্সে যে ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ করা যায়, তা প্রথম থেকেই সমকালীন মানুষের কাছে বিপ্লব বলে প্রতিভাত হয়েছিলো। জটিলবুনন সত্ত্বেও ঘটনাশৃঙ্খলের একটি বিশেষ সংশ্লেষের ফলে তা গভীরভাবে অর্থবহ, এই বিশ্বাস ছিলো সমকালীন মানুষের। তাই বিপ্লবীযুগেই বিপ্লবের ইতিহাস চর্চা আরম্ভ হয়। প্রথমদিকের ঐতিহাসিকদের দুটি পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীতে ভাগ করা যেতে পারে। একটি গোষ্ঠী বিপ্লববিরোধী অথবা প্রতি-বিপ্লবী। এই গোষ্ঠী বিপ্লবকে জনতার প্রমত্ত হিংসা ও নৃশংসতার বিস্ফোরণ বলে মনে করে। বিপ্লবের মধ্যে 'অনিষ্ট' মূর্ত। বিপ্লব অকল্যাণকর, অতএব অনাবশ্যক। দুটি অশুভপ্রভাব বিপ্লবকে নিয়ে আসে: প্রথমত, ফরাসী দার্শনিক-সাহিত্যিক গোষ্ঠীর ধর্মবিরোধী অভিযান। অর্থাৎ বুদ্ধিবিভাসা অন্দোলনের অশুভপ্রভাব যা পূর্বতন ব্যবস্থার ভিত্তিমূল শিথিল করে দেয়; দ্বিতীয়ত, পূর্বতন সমাজকে উপড়ে ফেলার জন্যে উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে দার্শনিকদের ষড়যন্ত্র। বিপ্লবের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে এই ভাষ্য বার্কের। বিপ্লব শুরু হওয়ার কিছুকালের মধ্যে Reflections on the French Revolution (ফরাসীবিপ্লব-বিষয়ক চিন্তা) নামক গ্রন্থে বার্ক বিপ্লবের এই ব্যাখ্যা বিবৃত করেন। বার্কের এই বিশ্লেষণ উত্তরকালে বিপ্লব-বিরোধী ঐতিহাসিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বার্কের গ্রন্থ বিপ্লব-বিরোধী ঐতিহাসিকদের মূল বক্তব্য (বিপ্লব অকল্যাণকর, অনাবশ্যক ও ষড়যন্ত্রপ্রসূত) নির্দিষ্ট করে দেয়।

অন্যদিকে অপর ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর মতে, বিপ্লব ফরাসীদের মুক্তি নিয়ে এসেছে। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অত্যাচার থেকে মুক্তি, আভিজাতিক ও যাজকীয় শোষণ থেকে মুক্তি, এবং বৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের যে নির্মম পীড়ন ও যন্ত্রণা তা থেকে মুক্তি। কিন্তু শুধু ফরাসীদেরই মুক্তি নয়, সমগ্র মানবজাতির মুক্তি আনবে এই বিপ্লব। এঁরা মনে করেন না, বিপ্লব ষড়যন্ত্রপ্রসূত। বরং পরিস্থিতিই বিপ্লবের কারণ, এঁরা ক্রমশ এই ধারণায় পৌঁছোন। তিয়ের (Thiers) ও মিনিঁয়ের (Mignet) সময় থেকে এই ধারণার সূত্রপাত। প্রামাণ্য দলিলপত্রের সাহায্যে এই ধারণার প্রতিষ্ঠা ওলারের কীর্তি। ওলার প্রমাণ করেন, ১৭৮৯-এ যখন স্টেট্স-জেনারেলের

অধিবেশন শুরু হয়, তখন কোনো প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন ছিলো না ; আন্দোলনের চরমপন্থী প্রবণতা আসে সংস্কারের বিরুদ্ধে আভিজাতিক প্রতিরোধের ফলে। রাজার ভারেনেপলায়নের পূর্ব পর্যন্ত প্রজাতান্ত্রিক মতবাদের বিশেষ প্রভাব ছিলো না ; রাজতন্ত্রের সর্বনাশ নিয়ে আসে প্রুশীয় আক্রমণ। উনিশ শতকের রাজনৈতিক দলের মতো বিপ্লবী যুগের রাজনৈতিক দলগুলির কোনো স্থির কার্যক্রম ছিলো না ; বিপ্লবী যুগের সংবিধানগুলিও কোনো পূর্বচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট মতবাদপ্রসূত নয়। মানবিক-অধিকারের ঘোষণায় মার্কিন উৎসও সহজেই চোখে পড়ে ; ১৭৯১-এর সংবিধানের জোড়াতালি দেওয়া চেহারাও নজর এড়ায় না। তৎকালীন বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে তৈরী হয়েছিলো ১৭৯৩-এর সংবিধান ; পুঞ্জীভূত ভয় তৃতীয় বর্ষের সংবিধানে প্রতিবিম্বিত ; আর গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সন্ত্রাস। বিপ্লব পরিস্থিতিপ্রসূত-এই ধারণাকে—যা মিনিঁয়ে ও তিয়েরের সময় থেকেই চলে আসছিলো—ওলারের বিশ্লেষণ একটি স্থির বিন্দুতে দাঁড় করিয়ে দেয়। অতএব শেষ পর্যন্ত বিতর্কের বিষয়বস্তু হল : বিপ্লব ও বুদ্ধিবিভাসা শুভ অথবা অশুভ, বিপ্লব ষড়যন্ত্রপ্রসূত অথবা পরিস্থিতিই এর জনক।

বিপ্লবের প্রকৃতি ও কারণের এই অতি সরলীকৃত দুটি ছক থেকে বিপ্লবের ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মাতে পারে। মনে হতে পারে, বিপ্লববিরোধী অথবা বিপ্লব-সমর্থক এই উভয় গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকই পূর্বসংস্কার ও পূর্বচিন্তিত পরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং প্রামাণ্য দলিলপত্র ছাড়াই ইতিহাস রচনা করেছেন। এঁরা তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক নন। প্রথমদিকের ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে এই জাতীয় অভিযোগ সত্য হলেও ওলারের সময় থেকে একথা আর বলা চলে না। ওলারই প্রথম পর্বতপ্রমাণ দলিলপত্র ঘেটে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক সমালোচনার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। ওলারের পরে আর কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষে এই পদ্ধতি অনুসরণ না করে উপায় ছিলো না।

বিপ্লব-বিরোধী ঐতিহাসিকেরা রক্ষণশীল, দক্ষিণপন্থী ; বিপ্লব-সমর্থক ঐতিহাসিকেরা বিপ্লবের গণতান্ত্রিক-ঐতিহ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল, মুক্তপন্থী। বিপ্লবের ঐতিহাসিকদের এভাবে চিহ্নিত করার স্বপক্ষে বলা চলে যে, অকাদেমির সদস্য অথবা সরবনের ঐতিহাসিক হলেও এঁরা কেউই বিচ্ছিন্ন জগতের অধিবাসী নন। আধুনিক অর্থে এঁরা প্রত্যেকেই আনুগত্যশীল দীক্ষিত। উনিশ শতকের ফ্রান্সে, বিশেষত পারীতে, এই বিচ্ছিন্নতা ভাবা যায় না। উনিশ শতকের ফ্রান্স অগ্নিময়। গোটা শতাব্দী জুড়ে ফরাসী জাতির অস্থির উন্মাদনা। ১৯৪৮–এর রক্তঝরা জুনের দিন, ১৮৭১-এর পারীকমিউনের প্রমত্ত গেণ্ডুয়া খেলা, ড্রেফু ঘটনায় গোটা ফরাসী জাতির দুটি

প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্তি, বুলাঁজের ষড়যন্ত্র প্রভৃতির জন্যে যখন ফ্রান্স মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো, তখন নিরাবেগ, নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা কিভাবে সম্ভব? বিশেষত, যখন এই প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে প্রথম ফরাসী বিপ্লবের চেতনা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

তাছাড়া, উনিশ শতকে শিল্পবিপ্লব ফ্রান্সকে ঢেলে সাজায়। নিয়ে আসে যন্ত্রাশ্রিত বৃহদায়তন উৎপাদন এবং তাদের যারা সাঁকুলোৎ নয়, শ্রমিক। এই শতকেই ফ্রান্সে শিল্পাশ্রিত সমাজের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের আগে হাইনে পুঁজিপতিদের ধনদৌলত পুঞ্জিত হওয়ার শব্দ শুনেছিলেন; শুনেছিলেন নিরন্ন শ্রমিকের কুটিরের গলিত অন্ধকারে ছুরি শান-দেওয়ার শব্দ; শ্রমিকের হাতে দেখেছিলেন উত্তেজক মদের মতো রাজনৈতিক পুস্তিকা, যা ক্রমাগতই বিপ্লবের ডাক দিচ্ছিলো।

শিল্পাশ্রিত ফ্রান্সে শ্রেণীসচেতন শ্রমিক আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকে। একটি নতুন ঐতিহাসিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে এ-সময়ে। জোরেসের ইস্‌তোয়ার সোসিয়ালিস্‌ত থেকে শুরু হয় বামপন্থী, সমাজতান্ত্রিক ইতিহাস রচনা।

অধিকাংশ বিপ্লবের ঐতিহাসিকই এই তিনটি গোষ্ঠীর যে কোনো একটির অন্তর্গত। কিন্তু সবাই নয়। যেমন, সম্পূর্ণ আত্মনিষ্ঠ কার্লাইল কিম্বা মিশলে, যিনি কার্লাইলের খুব কাছাকাছি; অথবা লামার্তিন যাঁর স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার্য।

অতএব একথা সম্ভবত বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিকই, সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে, বিপ্লবের কোনো না কোনো পূর্বতসিদ্ধ প্রকল্প অনুসরণ করেছেন এবং এই প্রকল্প অনুযায়ী তাঁরা তথ্যের বাছাই ও বিন্যাস করেছেন। এঁদের তথাকথিত নিরাবেগ, নিরপেক্ষতা নেই। তার কারণ হয়তো এই যে, বিপ্লবী যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত, যে সব ফরাসী ঐতিহাসিক বিপ্লবের ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁদের কারুরই বিপ্লবের সঙ্গে যথেষ্ট মানসিক দূরত্বের বোধ নেই। বরং আছে বিপ্লবের সঙ্গে অতি নৈকট্যের বোধ। অর্থাৎ অতীত ও সাম্প্রতিক কালের প্রত্যেক ঐতিহাসিকই সমকালীন যুগের ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন। বিপ্লবের ঠিক একশ' নব্বুই বছর পরেও বিপ্লব ঠিক মৃত অতীত নয়। অত্যন্ত বর্তমান। ফ্রান্সে তো নয়ই, পৃথিবীর অন্যত্রও নয়। ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ এখনও এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় আছড়ে পড়ছে।

বিপ্লবেরই তিহাসবিষয়ক নিবন্ধের এই ভূমিকার পর স্থানাভাবের কথা স্মরণ রেখে বিপ্লবের ঐতিহাসিকদের মধ্যে যারা বিশিষ্ট তাঁদের চিন্তা সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

বার্কের 'রিফ্লেক্‌শানসে'র কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে এবং বিপ্লব অকল্যাণকর ও ষড়যন্ত্রপ্রসূত এই বার্কীয় সিদ্ধান্তের কথাও বলা হয়েছে।

প্রায় একই সময়ে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের সমর্থকরাও অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছোন। ১৭৯৮-৯৯-এ প্রকাশিত আবে বারুয়েলের* গ্রন্থে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত। কিন্তু বারুয়েল শুধুমাত্র দার্শনিক ও মেসনদের সঙ্গে জাকব্যাঁদের ষড়যন্ত্রই দেখেন নি। তিনি মনে করতেন বিপ্লব ফ্রান্সের নিয়তি।

এই প্রসঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিকে ফ্রান্সে ভ্রাম্যমান একজন সমকালীন ইংরেজ লেখকের কথা বলা প্রয়োজন। ইয়ঙ**-এর কোনো পূর্বসংস্কার ছিলো না। ফ্রান্সের সংকটকালীন বাস্তবের নিরপেক্ষ, তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ তার ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণিত। এতে প্রধানত ফ্রান্সের তৎকালীন কৃষিব্যবস্থা বিবৃত। কিন্তু প্রসঙ্গত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ভাষ্য ও ফরাসী বিপ্লবের কারণসমূহের আলোচনাও এতে আছে। বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে ইয়ঙ-এর অভিমত বার্কের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজকীয় কর, বাধ্যতামূলক শ্রম, লবণ কর, সামন্ততান্ত্রিক-অধিকার ও চার্চীয় দিমর বিরুদ্ধে ফরাসী গ্রামাঞ্চলে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভসম্পর্কে সঠিক ধারণা তার অভিজ্ঞতাপ্রসূত। জনসাধারণের দুঃসহ দারিদ্র্য, ইংলণ্ডের তুলনায় জীবনযাত্রার নিম্নমান, রুটির উচ্চমূল্য এবং ১৭৮৮-৮৯-এর কর্মহীন মানুষের অসহায় অবস্থা তিনি লক্ষ্য করেছেন। ফ্রান্সের তৎকালীন দুঃসহ সামাজিক বাস্তব বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে সম্পূর্ণ বৈধ করে তুলেছিলো—এ বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিলো না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়, বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব ছিলো। ইয়ঙ-এর অন্তর্দৃষ্টি ও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের শক্তি তাঁর ভ্রমণকাহিনীকে বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্সের অবস্থা-সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান দলিলের মর্যাদা দিয়েছে।

বার্ক, বারুয়েল ও ইয়ঙ বিপ্লবের সমকালীন লেখক। এঁদের ঠিক ঐতিহাসিক বলা চলে না। বিপ্লবোত্তর নাপোলেয়নীয় যুগেও বিপ্লবের ইতিহাস নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। নাপোলেয়ঁর পতনের পর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুঁর্বঁ রাজতন্ত্রের যুগে তিয়ের† ও মিনিঁয়ে‡ বিপ্লবের ইতিহাস রচনা করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এঁরা ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। এঁদের উদ্দেশ্য ছিলো বিপ্লবের সমর্থন। আর একটি রাজনৈতিক বক্তব্যও এঁদের ছিলো। এঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন, যে, ইংলণ্ডের ১৬৪০-এর বিপ্লব যেমন সম্পূর্ণতা লাভ করেছিলো ১৬৮৮-তে, তেমনি ১৭৮৯-এর বিপ্লবও আর একটি বিপ্লবের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করবে। এই বিপ্লব বুঁর্বঁ রাজতন্ত্রের

* Abbe Barruel : Memoires pour servir à l'Histoire de Jacabinisme.

** Young, Arthur : Travels in France and Italy during the years 1787. 1788, 1789.

† Thiers ; Histoire de la Revolution Francaise (1823—27)

Mignet ‡; Histoire de la Revolution Francaise (1824)

পতন নিয়ে আসবে। তিয়েরের রচিত ইতিহাস কিছুটা বিশৃঙ্খল। তার কাছে বিপ্লব আপাতিকঘটনা-পরম্পরার শৃঙ্খল মাত্র। মিনিয়েরের মতে বিপ্লবী প্রবাহ অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো কারণ এই প্রবাহকে অবলম্বন করেই বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা দখল করে। এই অর্থে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা দখলও অনিবার্য ছিলো।

উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে বিপ্লবের ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিলপত্র সঞ্চিত হতে থাকে। তারই ফলশ্রুতি কার্লাইলের* ফরাসী বিপ্লব স্বপ্নে-দেখা দ্রুত পরিবর্তনশীল চিত্রের মিছিলের** মতো, প্রায় আরব্য উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া। তাঁর ইতিহাসের প্রধান উৎস পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইর সভাসদ্‌দের স্মৃতিকথা। ফরাসী সঁ-সিমনীয় ও জর্মন রোমাণ্টিক লেখকদের দ্বারা তাঁর দৃষ্টিকোণ নির্ধারিত। তাঁর মতে অন্তর্নিহিত পচনের জন্যে পূর্বতন ব্যবস্থা অনিবার্য ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলো। দেউলিয়া রাজস্বভাণ্ডার ও দুষ্ট দর্শনের কারকতায় পূর্বতন ব্যবস্থার ওপর নিয়তির প্রতিশোধ নেমে আসে। বিপ্লবের দুটি উপাদানের ওপর কার্লাইল বিশেষ গুরুত্ব দেন। প্রথমত, বিপ্লব-অভিমুখী ঘটনাপ্রবাহের সংঘটনে পার্লমঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; দ্বিতীয়ত, বিপ্লব-পূর্ব যুগে রাজকীয় প্রশাসনিক দুর্বলতা যা প্রায় প্রশাসন-শূন্যতার নামান্তর; ঐতিহাসিক কব্বানের মতে কার্লাইলের ইতিহাস দৃষ্টির অগভীরতার মূলে তাঁর ক্যালভিনবাদী প্রত্যয়। এই জগৎ 'ইষ্টানিষ্ট' এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংগ্রামস্থল। এই প্রত্যয় সরল, জটিল গ্রন্থিবিহীন। দুটি বিরুদ্ধ শক্তির একটিকে 'ইষ্ট', অন্যটিকে 'অনিষ্ট' বললেই হলো। ধ্বংসের মধ্যেই কার্লাইল বিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করেছেন। অতীতকে দেখেছেন, ভবিষ্যৎকে নয়। দেখেছেন ছাড়া-পাওয়া বিপ্লবকে, দুষ্ট, ক্ষয়ে-যাওয়া রাজক্ষমতাকে, বিজয়ী নৈরাজ্যকে। ফলে আবির্ভাব হয়েছে এক সর্বব্যাপী নরক যখন 'অনিষ্ট' 'অনিষ্টকে' ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।

কার্লাইল বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক রূপটিই প্রত্যক্ষ করেছেন; মিশলে বিপ্লবকে দেখেছেন একটি মহৎ সৃষ্টিকর্ম হিসেবে। মিশলের দৃষ্টি ক্যাথলিক চার্চ ও বিপ্লবী ভাবাদর্শের সংঘাতের দিকে নিবদ্ধ; মিশলের ইতিহাস একজন নতুন নায়কের আবির্ভাবের প্রদীপ্ত ঘোষণা। মিশলে লিখছেন: আমার বইর প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একজনই নায়ক—জনতা (Le Peuple). ১৮৪৮-এর বিপ্লবী ভাবাদর্শ ও রোমাণ্টিক আন্দোলনের সঙ্গে জনতা সম্পর্কে মিশলের ধারণার মিল সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু তাঁর চিন্তা ও রচনাশৈলী উভয়ই তাঁর নির্জন ব্যক্তিগত জগতের সৃষ্টি। তাঁর

* Carlyle, T : The French Revolution (1837).

** Michelet, J : Histoire de la Revolution Francaise (1847-1853)

ইতিহাস দর্শনের মূল কথা: স্বাধীনতা ও অবশ্যম্ভবতার* মধ্যে চিরন্তন সংগ্রাম, মানুষের দিব্যভাব, জনতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত মহৎ ভাবধারা এবং মানুষের অন্তর্লীন সদ্বৃত্তির প্রতি আস্থা। তাঁর মতে ইতিহাসের পশ্চাতের চালিকাশক্তি জনতা। দারিদ্রপীড়িত জনতার ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণের ফলে বিপ্লব এসেছে। জনতার দুর্দশা ও প্রশাসনিক নিপীড়ন এক বিস্ফোরক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে নতুন ভাবধারার স্ফুলিঙ্গ এসে পড়ে। তারই পরিণাম বিপ্লব। বিপ্লবের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক উপাদান সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনো বক্তব্য নেই।

লামার্তিনকে** কার্লাইল ও মিশলের গোষ্ঠীভূত করা যেতে পারে। কিন্তু লুই ব্লাঁ*** স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রীয় সমাজবাদের প্রথম তাত্ত্বিক লুই ব্লাঁ তাঁর বহু খণ্ডে বিভক্ত বিপ্লবের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পত্রপত্রিকা ও রাজনৈতিক পুস্তিকা থেকে। তাঁর মতে ইতিহাস তিনটি মহৎ ভাবধারার—কর্তৃত্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সৌভ্রাত্র—ক্রমান্বয়িক আধিপত্যের কাহিনী। এই ত্রয়ী অন্য কথায় রূপান্তরিত হলেই একটি পরিচিত ক্রমে সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র—পোঁছোয়।

সময়ের ব্যবধান বেশি না হলেও মিশলে অথবা লুই ব্লাঁ ও দ্য তকভিলের † মধ্যে দুরতিক্রম্য ১৮৪৮-এর বিপ্লবের ব্যবধান। এই বিপ্লবের ব্যর্থতায় গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্খা উবে গেছে। মিশলের 'জনতা' য়োরোপের বড় বড় শহরের কর্কশ প্রোলেতারিয়েতে পরিণত হয়েছে। ত্রিশের দশকের প্রথম দিকের লণ্ডনের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত কার্লাইল এই শ্রেণীকে জানতেন। কিন্তু অধিকাংশ মুক্তপন্থী ফরাসীই ১৮৪৮-এর রক্তাক্ত জুনের দিনের প্রচণ্ড আলোকে তৎকালীন সামাজিক বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করেন। যে অপরিমেয় রক্তক্ষয়ের মধ্যে সমাজ বিপ্লবের প্রথম চেষ্টা ডুবে যায়, তার তুলনায় বিপ্লবী যুগের সন্ত্রাস অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। তারপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনতার কণ্ঠে যে নাম উচ্চারিত হয় তা বোনাপার্তের। এই প্রচণ্ড ঘটনাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দ্য তকভিল তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তকভিলের গ্রন্থ ঠিক বিপ্লবের ইতিহাস নয়। তিনি পূর্বতন অবস্থার সঙ্গে বিপ্লবের মন্থন-উদ্ভূত ফ্রান্সের সম্পর্ক-নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি বিপ্লব-পূর্ব ও বিপ্লবোত্তর-ফ্রান্সকে মুক্তপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে যে সিদ্ধান্তে পোঁছোন তা হলো: বিপ্লব এক জাতীয় স্বৈরাচারী সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে ভিন্ন ধরনের

* অবশ্যম্ভবতা = Necessity.

** Lamartine, Alphonse de ; Histoire des Girondins.

*** Blanc, Louis : Histoie de la Revolution Francaise, 12 vols.

† Alexis de Tocqueville : L'Ancien Regime et la Revolution.

স্বৈরাচারী সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। উপরন্তু, বিপ্লব যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে যুক্তিসম্মত পরিণতি লাভ করে নি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত ক'রে কেন্দ্রীকৃত-রাষ্ট্রশক্তির যে অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ ১৭৮৯-এর পূর্বেই অনেক অগ্রসর, বিপ্লব তাকেই স্বীকার করে নিয়েছিলো। অতএব বিপ্লবকে বুর্বঁ রাজতন্ত্রের মৃদু স্বৈরাচার থেকে নাপোলেয়নীয় সার্বিক একনায়কত্বে উত্তরণের অধ্যায় হিসেবে দেখাই সঙ্গত।*

তকভিলের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সরেলের* অভিমতের মিল সহজেই চোখে পড়ে। তিনি লিখছেন পুরনো য়োরোপের ভাঙনের অথবা নব-জাগৃতির হাতিয়ার হিসেবেই অনেকে বিপ্লবকে দেখেছেন। বিপ্লব য়োরোপের ইতিহাসের স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় পরিণাম। ফ্রান্সের ইতিহাসের যে অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ তকভিল প্রশাসনে ও গ্রামাঞ্চলে দেখেছেন, সরেল তাকেই বিদেশের দূতাবাসে ও যুদ্ধক্ষেত্রে খুঁজে পেয়েছেন। স্বৈরাচার, জাতীয় ঐক্য ও প্রাকৃতিক সীমান্ত এই ত্রয়ী পুরনোরাজতন্ত্র ও বিপ্লবীফ্রান্সের বিদেশ নীতির চাবিকাঠি।

তকভিলের গ্রন্থে ষড়যন্ত্র অথবা দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিরতত্ত্ব কোনো ছায়াপাত করে নি। সামাজিক ইতিহাসের অনেক তথ্য এই বইয়ে আহৃত। বিপ্লব পূর্বতন ব্যবস্থার দীর্ঘকালীন বিবর্তনের প্রান্তিক বিন্দু। বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: সামন্তপ্রভুদের ভৌমিক অধিকারের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ কৃষকদের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতির জন্যে নয়। এই অসন্তোষ তাদের উন্নীত আর্থিক অবস্থাপ্রসূত। পূর্বতন সমাজের বিশেষ সুযোগসুবিধার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ছিলো। তাছাড়াও ছিলো বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তীক্ষ্ণ বিভেদজনিত সামাজিক কাঠামোর দুর্বলতা। রাজকীয় পরিষদই প্রচলিত ব্যবস্থার অশুভ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। অথচ এই সংস্কার কার্যে পরিণত করার ক্ষমতা পরিষদের ছিলো না। এর পরিণাম মারাত্মক হয়েছিলো কারণ একটি দুষ্ট প্রশাসন যখন সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়, সেই মুহূর্তই প্রশাসনের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক।

তকভিলের মতে দার্শনিকদের সমালোচনার প্রধান আঘাত সামাজিক ও আইনসংক্রান্ত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, প্রশাসনিকসংস্কারই তাঁদের কাম্য ছিলো।

বিপ্লবের তকভিলকৃত সমালোচনা যুক্তিসহ ও পরিমিতিবোধের দ্বারা চিহ্নিত। ইপ্পলিতে তেনে** এই সমালোচনা প্রচণ্ড আক্রমণে পর্যবসিত।

* Sorel, A : L'Europe et la Revolution Francaise.

** Hippolyte Taine : Les Origines de la France contemporaine vol. I L'Ancien Regime (1876).

তেনের প্রদীপ্ত রচনাশৈলী, অনন্যসাধারণ বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ এবং আবেগের গভীরতা অনস্বীকার্য। ১৮৭১-এর পারী কমিউনের বিধ্বংসী ঘটনাবলী তাঁর মনে এমন গভীর রেখাপাত করে যে তাঁর ইতিহাস প্রায় মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে পরিণত। পারী কমিউনের ঘটনাবলী থেকে তিনি যে পাঠ নিয়েছিলেন তার মূল কথা হল : সমাজের উপরিতলের ঠিক নীচেই উন্মত্ত, হিংস্র আবেগের আলোড়ন। সরকারী শাসনযন্ত্র শিথিল হলে যে কোনো সময়ে তা ওপরে উঠে আসতে পারে। বিপ্লবের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তেন একমাত্র সন্ত্রাসকেই দেখেছেন। ইতিহাসের দায়িত্ব সমাজের গ্রন্থি ছিঁড়ে নৈরাজ্যের শক্তি বেরিয়ে পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করা। এক অর্থে তেন প্রায় বার্কের প্রশ্নই নতুন করে উত্থাপন করেন।

তেনের পদ্ধতি মনোবৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণধর্মী। তাঁর বিশ্বাস বিপ্লবী সন্ত্রাস জন্ম নিয়েছে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মূলে বুদ্ধির সর্বজনীনতার বিমূর্ত ধারণা যা বৈজ্ঞানিক ও ধ্রুপদী চেতনার মিলনের পরিণাম। বিপ্লবের সঙ্গে সন্ত্রাসের অবিচ্ছিন্নতার কথা তেনই প্রথম বলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সন্ত্রাস আপতিক ঘটনা নয়, বিপ্লবের আবশ্যিক ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সামাজিক শক্তিসমূহের নিপুণ বিশ্লেষণে বিপ্লবের উৎসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে—এই উপলব্ধিও তেনের ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কার্যকারণ-পরম্পরার বিপরীত ব্যাখ্যা করেন। বিপ্লবী অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্ররোচনার ফল—তেনের এই ব্যাখ্যায় কার্য কারণে পরিণত।

পরবর্তী দুই যুগের ফরাসী বিপ্লব-সম্পর্কিত বিতর্ক তেনের দ্বারা প্রভাবিত। বিপ্লবের মূলে বুদ্ধিবিভাসাআন্দোলন এই তত্ত্ব এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। বুদ্ধিবিভাসা শুভ অথবা অশুভ—এই সময়ের লেখক রুস্তাঁও* মনে করতেন যে, দার্শনিকদের জন্যেই বিপ্লব এসেছিলো।

কিন্তু ইতিমধ্যেই ওলার ফ্রান্সে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণা আরম্ভ করেছেন। ১৮৭০ থেকে ফ্রান্সে যে নতুন যুগ শুরু হয় তিনি সেই যুগের সন্তান। ওলারের মূল বক্তব্যের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর দৃষ্টি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিবদ্ধ। বুদ্ধিবিভাসা বিপ্লবের অন্যতম কারণ। কিন্তু এই আন্দোলন শুভ।

ওলারের ঐতিহাসিক রচনার ফলে দক্ষিণপন্থী ইতিহাস রচনার ধারা বিলুপ্ত হয়নি। তার প্রমাণ মাদলঁ্যা**। তিনি পূর্বতন ব্যবস্থার নানা

* Roustan, M : Les Philosophes et la Societe Francaise au XVIIIe siecle.

† Aulard, A : Histoire Politique de la Révolution Francaise (4 vols.)

** Madelin, L ; La Révolution (1911)

স্ববিরোধিতা ও সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্গতির কথা স্বীকার করেন। কিন্তু এই প্রাথমিক সূত্র স্বাভাবিকভাবে যে সিদ্ধান্তে পোঁছে দেয়, মাদল্যাঁর কাছে তা গ্রহণীয় ছিলো না। তিনি পুরনো ষড়যন্ত্রের তত্ত্বে ফিরে যান। তাঁর মতে পূর্বতন ব্যবস্থার শক্তি তার ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত। এই ঐতিহ্য প্রবাহকেই দার্শনিকেরা নিয়মিতভাবে মসীলিপ্ত করেছেন। তাঁদের রচনায় মিথ্যা ধ্রুপদী তত্ত্ব অশুভ বিদেশী প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে সর্বজনীন মানবিকতাবাদের জন্ম দেয় তার পরিণতি গিলোতিন। মাদল্যাঁর কাছে সমগ্র বিপ্লবীযুগ নাপোলেয়ঁর মহিমান্বিত শাসনকালের রক্তাক্ত ভূমিকা। মাদল্যাঁর ইতিহাসের মূল প্রেরণা বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ।

ফাঁক-ব্রেঁতানো* তেনের ঐতিহ্যে ফিরে যান। আঠারো শতকের ফ্রান্সের রাজাদের তিনি যে চিত্র এঁকেছেন তা অতিরঞ্জিত। পূর্বতন ব্যবস্থার সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের বিশ্লেষণও একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত ও বাছাই-করা তথ্যে সাজানো। পূর্বতন ব্যবস্থার স্ববিরোধিতার জন্যে নয়, পুরনো ফরাসী পরিবার চেতনার ক্রমবিলুপ্তি এবং ফ্রান্সের আর্থনীতিক সমৃদ্ধির ফলে দেশের সম্পূর্ণ ঐক্যসাধনের ও নতুন প্রশাসন গড়ে তোলার চাপ আসে। তারই ফলশ্রুতি ফরাসী বিপ্লব।

দক্ষিণপন্থী ইতিহাস রচনার নতুনপর্ব শুরু করেন গাক্সোৎ। ঐতিহাসিক গবেষণার আলোকে তিনি প্রতিবিপ্লবী ভাষ্যকে সমৃদ্ধ করেন। দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালের ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থক ছিলেন তিনি। ফরাসী রাজতন্ত্রের প্রশস্তি দিয়ে তিনি তাঁর ইতিহাস শুরু করেন। রাজতন্ত্র জাতীয় ঐক্যের স্রষ্টা। পূর্বতন ব্যবস্থার অনন্ত বৈচিত্র্যের সঙ্গে আধুনিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একঘেয়েমির বৈপরীত্য তকভিলের মতো তিনিও তুলে ধরেন। নাপোলেয়র তথাকথিত পুনর্গঠন পুরনো শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণমাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

আর্থনীতিক ঐতিহাসিকদের গবেষণালব্ধ তথ্যের সাহায্যে তিনি যে-সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন তার প্রধান কথা; আঠারো শতকে ফরাসী অর্থনীতি নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। বরং ফ্রান্সের প্রবল বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটেছিলো। ফরাসী কৃষকের অবস্থাও দুঃসহ হয়ে ওঠেনি। গাক্সোতে**র তথ্য ও যুক্তির মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। তিনি তাঁর তথ্য সংগ্রহ করেছেন যুক্তিনিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে। বিশেষ করে মাতিয়ের কাছ থেকে। কিন্তু তথ্যকে বাছাই করেছেন তিনি। গাক্সোৎ

* Funck-Brentano, F : L'Ancien R gime

** xotte, P : La Revolution Francaise

পূর্বতন ব্যবস্থার দুটির বেশি ত্রুটি দেখেন নি। প্রথমত, সামন্ততান্ত্রিক-অধিকারের অবশেষের অস্তিত্ব; দ্বিতীয়ত, রাজস্বের ঘাটতি। এরপর তিনি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে পুরনো অভিযোগে ফিরে যান। তাঁর মতে যে ধ্বংসাত্মক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিপ্লব এনেছে তার মূলে প্রোটেস্টান্ট রিফর্মেশনের প্রভাব। সোসিয়েতে দে পঁসে ও মেসনীয় আবাসসমূহের দ্বারা এই নতুন ভাবাদর্শ বহুল প্রচারিত হয়। ঐতিহাসিক কঁশ্যাঁরও† এই মত। পূর্বতন ব্যবস্থার সংকটের পশ্চাতে তিনি শুধু ধর্মদ্বেষী, রাজতন্ত্রবিরোধী মেসনীয় আবাসসমূহের ষড়যন্ত্র, পুঁজিপতিদের লোভ ও দ্যুক দর্লেঁয়াঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখেছেন। গাকসোতের রচনার অসামান্য চাতুর্য সহজেই চোখে পড়ে। যে-সব তথ্য প্রমাণ তিনি ব্যবহার করেছেন তার কোনোটাই অসত্য নয়। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের অনুকূল তথ্যই তিনি গ্রহণ করেছেন।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক নেতা জ্যাঁ জোরেসের* দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি বামপন্থী ঐতিহাসিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। ১৯০১-এ জোরেস তাঁর বিপ্লবের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন। গাক্সোতের মতো জোরেসের গ্রন্থও তাঁর রাজনীতির অঙ্গীভূত। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি মার্কস্, মিশলে ও প্লুটার্কের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকেই তিনি তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ তিনি ইতিহাসের একটি পূর্বতসিদ্ধ প্যাটার্ন মেনে নিয়েছিলেন।

জোরেসের মতে বিপ্লবের প্রধান কারণ বুর্জোয়াশ্রেণীর উত্থান। আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে এই শ্রেণী অনিবার্যভাবে বিপ্লবী পথে অগ্রসর হয়। পূর্বতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই উদীয়মানশ্রেণীর প্রবল অভ্যুত্থানই বিপ্লব নিয়ে আসে। আভিজাতিক স্বার্থে রাজক্ষমতার ব্যবহারের ফলে বুর্জোয়াদের যে চিত্তক্ষোভ জন্মে, তা থেকেই বিপ্লবের জন্ম। অতএব জোরেসের সিদ্ধান্ত: বিশেষ সুযোগসুবিধাভোগীর শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে বিপ্লব এসেছিলো। বুদ্ধিবিভাসার প্রভাব তিনি অস্বীকার করেননি; কিন্তু এ-বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু বলেনও নি, যদিও তেনের আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি বুদ্ধিবিভাসাকে সমর্থন করেছেন।

বিপ্লবের ইতিহাসচিন্তায় জোরেসের প্রধান অবদান তিনি যে সব প্রশ্ন তুলেছেন তার মধ্যে নিহিত। এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্যে সামান্যীকৃত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের যাচাইকরণ প্রয়োজন ছিলো। আর্থনীতিক

† Cochin, A : Les Sociétés de pensée et La Révolution en Bretagane

* Jaurés, Jean : Histoire Socialiste (1789-1900) : vol. I La constituent Edition revue par Mathiez

ইতিহাসের বিস্তৃত গবেষণা ছাড়া তা সম্ভব ছিলো না। আঁরি সে* এই যাচাইকরণের কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর গবেষণার ফলে জানা গেছে, বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে কোনো শ্রেণীই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো না। সব শ্রেণীর চিত্রল বিন্যাসে সমাজদেহের বিচিত্র মোজেইক তৈরী হয়েছিলো। আঁরি সের তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে তেনের চিত্র অতিরঞ্জিত। কঠোর পরিশ্রম করে তাদের অন্নের সংস্থান করতে হতো। কিন্তু তাদের জীবন একেবারে অসহনীয় হয়ে ওঠে নি। উপরন্তু কৃষকশ্রেণী একটি অখণ্ড শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠে নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ লাবুরয়র (Laboureur) বা গৃহস্থকৃষকদের ধরা যেতে পারে। পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে যে জমি প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি জমি ছিলো এদের। লাবুরয়ররা কৃষকদের মধ্যে সম্রান্ত। অভিজাতদেরও শ্রেণীগত অখণ্ডতা ছিলো না। বুর্জোয়াশ্রেণীও সুবিধাভোগী ও সুবিধাহীন এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিলো। 'সে' ফরাসী বিপ্লবের কারণের আলোচনায় যান নি।

জোরেসের ইতিহাস চিন্তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান আলবেয়ার মাতিয়ে†। মাতিয়ের ভাষ্যের সঙ্গে জোরেসের ব্যাখ্যার মৌলিক সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। তিনিও ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু মাতিয়ের ব্যাখ্যা আরো বিশদ। তাঁর মতে বিপ্লব এসেছিলো সামাজিক বাস্তবের সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের, আইনের আক্ষরিক অর্থের সঙ্গে সামাজিক চেতনার, গভীর বিচ্ছেদের ফলে। এই সমস্যার সমাধানে রাজকীয় প্রশাসনের সপ্রশংস উল্লেখ করেন তিনি। কিন্তু রাজকীয় সংস্কারপ্রয়াসের ব্যর্থতা জনসাধারণের অসন্তোষকে গভীরতর করে। এ-যুগে আর্থিক সমস্যা একেবারে প্রাথমিক স্তরে উঠে আসে। এই সমস্যা মার্কিন স্বাধীনতার যুদ্ধে ফ্রান্সের যোগদানের পরিণাম, আর্থনীতিক ঐতিহাসিকদের এই সিদ্ধান্তও মাতিয়ে মেনে নিয়েছিলেন। আর্থিক সংকটের ফলে রাজতন্ত্র ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর সংঘাত তীব্রতর হয়। মাতিয়ে মনে করেন যে, অভিজাতরা রাজার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত হানতে সাহস পেতো না যদি রাজকীয় প্রশাসন অভিজাতদের কুক্ষিগত না হতো। জিরঁদ্যাঁ ও জ্যাকব্যাঁদের সংঘাত তিনি শ্রেণীসংঘাত হিসেবেই দেখেছেন, যদিও এই দুটি গোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠনের বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি দেখান নি। তিনি জাকব্যাঁ মঁতাঞিয়ারের নীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে বিপ্লবী নাটকের নায়ক রোবসপিয়ের, খলনায়ক দাঁতঁ।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম পর্বে সুবিধাভোগীশ্রেণীর পক্ষে বুর্জোয়াশ্রেণীর সমর্থন চাওয়া ও পাওয়া সহজ ছিলো। কিন্তু বেশিদিন

* Sée, Henry : La France économique et Sociale au XVIII e Siécle

† Mathiez, Albert : La Revolution Francaise

অভিজাত ফ্রঁদয়রদের নেতৃত্ব এই শ্রেণী মেনে নিতে পারে নি। ১৭৮৮-৮৯-এর শীতকালে অভিজাত নেতৃত্বকে অস্বীকার করে এই শ্রেণী নিজস্ব লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করে। মনে হয়, বুর্জোয়া বলতে মাতিয়ে পুঁজিপতি, নির্মাতা, বণিক ও মূলধনী-মালিককে বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে বুর্জোয়ারা বিমূর্ত ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিপ্লব আনে নি। স্বীয় শক্তি ও অধিকারের সচেতনতা ছিলো বুর্জোয়াদের এবং এই সচেতনতাই তাদের বিপ্লবের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করে। ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকট ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শহরের খেটে-খাওয়া মানুষ ও কৃষক শ্রেণীকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নিয়ে আসে। বিপ্লবের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনিও জোরেসের মতো মার্কসীয় সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছেন।

অধ্যাপক এগ্রের* গবেষণা প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর আলোকপাত করে। তাঁর গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিপ্লবের আদি-পর্বে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুবিধাভোগী শ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটেছিলো।

অধ্যাপক লাব্রুসের** দ্রব্যমূল্যের ওঠানামা সম্পর্কিত বিস্তৃত গবেষণা বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বের পরিস্থিতির ওপর নতুন আলোকপাত করে। তিনি দেখিয়েছেন, ১৭৭৮ পর্যন্ত আঠারো শতকে দ্রব্যমূল্য বাড়ে। এতে আর্থনীতিক সক্রিয়তা উদ্দীপিত হয়। জনস্ফীতি ও কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সহায়তা করে। কৃষিপণ্যের দাম বাড়ায় উপকৃত হয়েছিলো স্বল্প সংখ্যক মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।

১৭৭৮ পর্যন্ত কৃষিপণ্যের দাম বাড়ে। কিন্তু তারপর থেকে অধিকাংশ কৃষিপণ্যের দাম কমতে থাকে। দাম কমে যাওয়ার অর্থ কর্মহানি ও আর্থিক দুর্দশা। তার ওপর ছিলো ১৭৮৮-এর অজন্মাজনিত আর্থিক সংকট। কোনো সময়েই কৃষকের পক্ষে করভার অনায়াসে বহনীয় ছিলো না। সংকটের দিনে এই করভার অসহ্য হয়ে ওঠে। লাব্রুস মনে করেন এই অর্থে মিশলের বিশ্লেষণ সঠিক : বিপ্লব দুর্দশা সম্ভূত।

সাম্প্রতিক কালের ফরাসী বিপ্লবের সবচেয়ে খ্যাতিমান ঐতিহাসিক জর্জ লেফেভ্র***। জোরেস ও মাতিয়ের মতো তিনিও বুর্জোয়াবিপ্লবের তত্ত্ব মেনে

* Egret, J : La Pré-revolution Francaise

** Labrousse, C E : La crise de la economic Francaise a la fin de l'Ancien Régime et an debut de la Révolution (1944)

*** Lefebvre, Georges : Quatre-Vingt-neuf (1939) : La Revolution Francaise (1951)
'La mythe de la Revolution Francaise in 'Annales historiques de la Revolution Francaise't 145 pp 337-45 (1956)

নিয়েছেন। লেফেভ্‌র ও মাতিয়ে উভয়েরই ধারণা আর্থিকসংকট বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান প্রথমদিকে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার রূপ নেয়। আক্রমণ শুরু করে সুবিধাভোগী শ্রেণী। কিন্তু গোটা আঠারো শতক ধরে বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পদ ও প্রভাব বাড়ছিলো। এই শ্রেণী অভিজাত আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আর্থিক দুর্দশা রঙ্গমঞ্চে নিয়ে আসে 'জনতাকে। শেষ পর্যন্ত বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য নিয়ে আসে। এভাবে ফরাসী বিপ্লব পশ্চিমী জগতের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

লেফেভ্‌রের ব্যাখ্যায় মার্কসীয় তত্ত্ব স্বীকৃত, যদিও তাঁর তথ্যনিষ্ঠ গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, অভিজাত, বুর্জোয়া ও জনতা এই তিনটি বিভাগ ভিত্তিক যে সরল সামাজিক বিন্যাস এতকাল ঐতিহাসিকেরা মেনে এসেছেন, তা পুরোপুরি বাস্তবানুগ নয়। কারণ তিনি লক্ষ করেছেন, আঠারো শতকের বুর্জোয়াশ্রেণী একটি বিত্তশালী ছোটো গোষ্ঠী। এরা নিজেদের আয় থেকে বুর্জোয়াজনোচিত জীবন যাপন করতো। বিপ্লবের ফলে এদের কোনো লাভ হয় নি। বরং অভিজাতদের মতো এঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। লাভবান হয়েছিলো রাজকীয় আমলাতন্ত্রের পদস্থ কর্মচারী, বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় ও মূলধনী মালিক। লাভবান হওয়ার অর্থ বিত্তবান ও মেধাবী মানুষের মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের স্বীকৃতি, এতকাল যা একমাত্র নীলরক্ত মানুষের জন্যে রক্ষিত ছিলো। বিশ্লেষণের শেষে লেফেভ্‌র এই সিদ্ধান্তে পোঁছোন যে, য়োরোপে ফরাসী বিপ্লব নিয়ন্ত্রণমুক্ত উদ্যোগের পথ প্রশস্ত করে। এতে পুঁজিবাদের পথ খুলে যায়।

লেফেভ্‌রের পর বিপ্লবের ইতিহাসের গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যান ফ্রান্সের একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে ফ্রান্সের প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার জন্যে গোদাসোর* নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাছাড়াও রয়েছেন মার্সেল রেইঁয়ার**, সোবুল*** এবং আরও অনেকে।

এই প্রসঙ্গে গেরঁ্যার† কথা উল্লেখ না করলে বিপ্লবের ইতিহাসচিন্তার এই অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকবে। গেরঁ্যা ট্রট্স্‌কিপন্থী। তাঁর মতে ফরাসী

* Godechot, Jacques : Les institution de la France Sous la Révolution et l'Empire

** Reinhard, Marcel : La Crise révolutionnaire

*** Soboul, Albert : La Révolution Francaise (2 vols)

† Guérin, D : La lutte des Classes sous la Premiére Republique : Bourgeois et 'bras nus' (2 vols)

বিপ্লব প্রোলেতারীয় বিপ্লবের ভ্রূণাবস্থা। এই বিপ্লবের ভ্রূণেই বিনষ্টি ঘটে। সোশ্যালডেমোক্র্যাট রোবসপিয়ের এই বিপ্লবকে বিপথে চালনা করেন। ফলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়। গের‍্যাঁ তাঁর পূর্ববর্তী সব ঐতিহাসিককেই আক্রমণ করেছেন: বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে জোরেসের নাড়ির যোগ। ওলারের মতো মাতিয়েও তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী মাত্র। আর লেফেভ্‌র বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রেশমি গুটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন নি। গের‍্যাঁর চরমপন্থী মতামত গ্রহণীয় নয়। কিন্তু তাঁর ইতিহাসের উদ্দীপক ক্ষমতা অনস্বীকার্য।

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবের ইতিহাস চিন্তার আলোচনায় একটা বড় অভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতকাল শুধু বিপ্লবের ইতিহাস লেখা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবিপ্লবের ইতিহাস একেবারেই লেখা হয়নি। ফলে বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ ছায়ার সঙ্গে কুস্তি লড়ার মতো মনে হয়। আদিবিপ্লবের পর ফ্রান্সের ইতিহাস বিপ্লব থেকে বিপ্লবান্তরে উত্তরণের ইতিহাস হিসেবেই চিত্রিত হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রতিবিপ্লবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। প্রতিবিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু অসফল বলে প্রতিবিপ্লবের গুরুত্ব কম নয়। বিপ্লব যে আদর্শের সংগ্রাম শুরু করেছিলো, প্রতিবিপ্লবের সম্যক্‌ অধ্যয়ন ছাড়া তার অর্থ বোঝা যাবে না। সাম্প্রতিক কালে জাক্‌ গোদসো** ও রিচার্ড† কব প্রতিবিপ্লবের আলোচনা শুরু করেছেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন বিপ্লবের ইতিহাসের গবেষণা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বিপ্লবের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। ফরাসী বিপ্লবকে একটি অখণ্ড বিপ্লব মনে করা ঠিক নয়। এই বিপ্লবের মধ্যে একাধিক বিপ্লব ঘটেছিলো। প্রত্যেকটি বিপ্লব স্বতন্ত্র; কিন্তু পুরোপুরি স্বতন্ত্র নয়। এই সব বিপ্লবের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত যোগসূত্র আছে। যার ফলে এই সব বিপ্লবের সমাবেশে একটি বিচিত্র বিপ্লবী মোজেইক তৈরি হয়েছে। একটি অখণ্ড বিপ্লবের প্রতিভাস সেই কারণেই।

গভীর অর্থবহ একটি প্রজন্ম তার শুভাশুভসহ এই বিপ্লবের মধ্যে বিধৃত। বিপ্লবীরা অংশত বুদ্ধিবিভাসার আদর্শকে রূপায়িত করেছে; আবার তারাই এই আদর্শের প্রয়োগকে খণ্ডিত করেছে। কারণ, বুদ্ধিবাদী ও রোমান্টিক যুগ, মানবিকতাবাদের প্রচণ্ড আবেগ ও সন্ত্রাস, এবং বিশ্বজনীনতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে তারা দাঁড়িয়েছিলো। বিপ্লবের ঐতিহাসিকদের কাজ এই প্রজন্মের পূর্ণরূপটি যথাসাধ্য তুলে ধরা।

* Godechot, Jacquesc : La Contre-révolution : doctrine et action, 1789—1809

† Cobb, Richard—Reactions to the French Revolution